ভগবদ্ব্যাস-প্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্তদর্শনম্।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীশঙ্করভগবৎকৃত‘শারীরকমীমাংসা’নামক-ভাষ্য-
মহামহোপাধ্যায়শ্রীবাচস্পতিমিশ্রকৃত‘ভামতী’-টীকা-
শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃত-‘সূত্রার্থসংক্ষেপ’-
‘ভাষ্যানুবাদ’-সমেতম্।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ পরিশোধিতম্।

পরলোকগতায়াঃ

কমলমণি-দাস্যাঃ

প্রায়ণপ্রাক্কালীনসংকল্পিতপরিপূর্ত্তিমভীপ্সতা তদ্ভর্ত্রা

শ্রীমতিলাল ঘোষদাসেন

নরসিংস্‌লেনস্থিত ২ সংখ্যকভবনে

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং

২২ নং ওল্‌ড্‌বৈটকখানাসেকেণ্ডলেনস্থিত

পোষ্টডিস্প্যাচ্‌মেশিন্‌প্রেসে

শ্রীরমানাথ ঘোষেণ মুদ্রিতম্।

বঙ্গাব্দ ১২৯৪।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার মুখ-পত্রিকায় যে রমণীর নাম সন্নিবিষ্ট হইল, সেই রমণীর স্ত্রীধন ব্যয়ে তাঁহারই স্মারক-চিহ্নস্বরূপ বেদান্তদর্শন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে চলিল।

মদীয় পত্নী কমলমণি দাসী পরলোক যাত্রাকালে আমায় বলিয়া যান, "আমার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ থাকিল, তাহা যেন কোন এক হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়।" আমার বেশ্ মনে আছে, তিনি জীবদ্দশায় অপব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন না। দুঃখী বালকদিগকে স্কুলে পড়িবার খরচ দেওয়া, তাহা-দিগকে পুস্তকাদি কিনিয়া দেওয়া, এইরূপ এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তদ্বিষয়ে যত্নও ছিল। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে আমাকে শাস্ত্র পড়াইতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি দুই একবার এরূপ কথা বলিয়াছিলেন যে, "জ্ঞানভাণ্ডার ভগবদ্‌গীতা কি কোন একখানি ভাল বেদান্ত গ্রন্থ বেশ্ পরিষ্কার বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে কি ব্যয় লাগে?" পরে অধিক ব্যয় হয় শুনিয়া যদিও তিনি ঐরূপ কথা আর বলেন নাই, তথাপি এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, বোধ হয় তাঁহার ঐরূপ কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল। এইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় (আত্ম-তত্ত্ব দর্শন-প্রকাশক) মহাশয়ের পরামর্শে আমি তাঁহার সেই যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীধন বেদান্তদর্শন-প্রচাররূপ সুমহৎ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইহা সমাপ্ত হইলেই আমি তাঁহার নিকট কতকটা অঋণী হইতে পারি, এরূপ বিশ্বাস করি। যদি তাঁহার প্রচুর অর্থ থাকিত তাহা হইলে ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু অর্থের অল্পতাহেতু ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ইহার যথোচিত মূল্য অবধারণ করিলাম।

প্রকাশকস্য।

পাতনিকা।

নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ। সংশয় না থাকিলে নির্ণয়-ইচ্ছা অথবা বিচারপ্রবৃত্তি কিছুই হয় না। যাহাতে সংশয় থাকে তাহাই নির্ণেয় হয়—বিচার্য্য হয়—যদি তাহাতে প্রয়োজন থাকে। সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার,—এরূপ হয় না। ঐ অব্যভিচরিত নিয়মের প্রতি ও জ্ঞান-ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র বৃথা বা নিষ্ফল। কেননা, প্রাণিমাত্রেরই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞান আছে; সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। সকলেই আমি আমি করে,—সকলেই অহং এতদ্রূপে আপনাকে জানে,—আমি হ্যাঁ কি না, আছি কি না, কেহই এরূপ সন্দেহ করে না। সুতরাং অহং-এতদ্রূপ স্বানুভব প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে, প্রাণিমাত্রেই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞানী। যদি তাহাই হইল,—অর্থাৎ যদি প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান থাকিল,—তাহা হইলে তাহার আবার নির্ণয় কি? নূতন কি নির্ণয় হইবে? বিচারে কি ফল ফলিবে? তাহার জন্য শ্র[illegible] কেন? আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল—পিষ্টপেষণতুল্য নিষ্ফল। পক্ষান্তরে আবার ইহাও মনে হইতে পারে যে, না—বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল নহে,—সফল। কেন-না, মনুষ্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, সকলেই আপনাকে জানে, আপনাকে অহং এতদ্রূপে অনুভব করে,—একথা সত্য; কিন্তু তাহারা আপনার অব্যভিচরিত স্থিরতর রূপটি জানে না। তাহাদের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য; কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। অর্থাৎ "আমি অমুক বা এতৎস্বরূপ" এরূপ কোন স্থিরতর জ্ঞান নাই। থাকিলে কেন তাহারা একবার দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান (আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) স্থাপন করিয়া আবার তাহাদিগকেই আমার বলিয়া উল্লেখ করে? জীব একবার বলে আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি,—আবার বলে আমি খঞ্জ, আমি কুব্জ, আমি অন্ধ, আমি বামন, আমি উন্মত্ত। অতএব "আমি"-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন না থাকায় আমি বা আত্মা কেবল "আমি"-জ্ঞানের জ্ঞেয়, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কাযেই স্বীকার করিতে হইতেছে, জীবের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষতত্ত্ব জানা নাই। যখন বিশেষতত্ত্ব জানা নাই তখন অবশ্যই সংশয় আছে। স্পষ্টাকারে না থাকুক, অন্ততঃ সূক্ষ্মাকারেও আছে। সে সংশয় ব্যবহারকালে উপস্থিত না হউক, প্রণিধানকালে উপস্থিত হয়। মোহকালে না হউক, স্থৈর্য্য-

কালে হয়। জীব যখনই স্থিরচিত্তে ভাবিবে যে "আমি কি? কিংস্বরূপ?" তখনই সে সংশয়িত হইবে—বুদ্ধি আমি? না মন আমি? কি আমি? এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, প্রথমতঃ "আমি" "আমার" ইত্যাদি অনাদিসিদ্ধ ও লোকসিদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি? কারণই বা কি? তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সুগভীর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রথমাংশটি 'তাঁহার' ভাষ্যের ভূমিকাস্বরূপ। এক্ষণে উহা অধ্যাস-ভাষ্য নামে বিখ্যাত। এমন চমৎকার ভূমিকা কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিতে পারেন নাই। এই ভূমিকার দ্বারাই তিনি অধ্যাসবাদ্ বা ভ্রমবাদ্ দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জীব আমি আমি করে বটে; কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপটি যে কি—তাহা তাহারা জানে না। কারণ, কেবল মাত্র অহংবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ "আমি"-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানা হয় না। অহংবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখন দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদিত হইতেছে, কখন বা কেবলমাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে। সুতরাং আমি বা আত্মা অহংবৃত্তির অর্থাৎ আমি-এতদ্রূপ জ্ঞানের স্থির বিষয় বা অব্যভিচরিত আলম্বন নহে। সংসারকালে, মোহকালে, ব্যবহারকালে, ঐ তত্ত্বের প্রস্ফুরণ হয় না বটে; কিন্তু প্রণিধানকালে উহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রণিধানকালে ইহাও প্রতীত হয় যে, চৈতন্যরূপী আত্মা বা আমি অহংবৃত্তির ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ অহংবৃত্তি-উপলক্ষিত স্ফুরণ মাত্র অথচ তদ্বৃত্তির সহিত তাহার লিপ্ততা নাই। সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে যে দেহাদির সহিত তাহার লিপ্ততাপ্রতীতি হয় —তাহা বিভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিভ্রম বা অধ্যাস বলেই ঐরূপ অবিবিক্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। যদিও অধ্যাসের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকা দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ অহংজ্ঞান অধ্যস্ত নহে, এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, তথাপি তাহা (অধ্যাস) অনিবার্য্য। শত সহস্র যুক্তি একত্রিত হইলেও অহংজ্ঞানের অধ্যস্ততা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই অভিপ্রায়ে, ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য, জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ জীবের অহংজ্ঞান অধ্যস্ত কি না, এইরূপ একটী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া সে শঙ্কা যুক্তির দ্বারা "অধ্যস্ত না" এই রূপে দৃঢ় করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যুষ্মদ্ ....যুক্তং,—এই পর্য্যন্ত শঙ্কাভাষ্য এবং তথাপি......ব্যবহারঃ;—এই পর্য্যন্ত তাহার পরিহার ভাষ্য।

বেদান্তদর্শনম্ ।

"ভামতী"-টীকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্ ।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

টীকাকৃতোমঙ্গলাচরণম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো-
বিবর্ত্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজোঽববনয়ঃ ।
যতশ্চাভূদ্বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং
নমামস্তদ্ব্রহ্মাপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্ ॥ ১ ॥
নিশ্বসিতমস্য বেদা বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চভূতানি ।
স্মিতমেতস্য চরাচর-মস্য চ সুপ্তং মহাপ্রলয়ঃ ॥ ২ ॥
ষড়্ভিরঙ্গৈরুপেতায় বিবিধৈরব্যয়ৈরপি ।
শাশ্বতায় নমস্কুর্মো বেদায় চ ভবায় চ ॥ ৩ ॥
মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামি-মহাগণপতীন্ বয়ম্ ।
বিশ্ববন্দ্যান্ নমস্যামঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মসূত্রকৃতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে ।
জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমোভগবতোহরেঃ ॥ ৫ ॥
নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্ ।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে ॥ ৬ ॥
আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোঽস্মদাদীনাম্ ।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি ॥ ৭ ॥

টীকাপ্রারম্ভঃ ।

অথ যদসন্দিগ্ধমপ্রয়োজনং চ ন তৎপ্রেক্ষাবৎপ্রতিপিৎসাগোচরো, যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তী ঘটঃ করটোদন্তো বা, তথা

চেদং ব্রহ্মেতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। তথাহি, "বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চাত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে"। স চায়মাকীটপতঙ্গেভ্য আ চ দেবর্ষিভ্যঃ প্রাণভৃন্মাত্রস্যেদংকারাস্পদেভ্যোদেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যোবিবেকেনাহহমিত্যসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধ ইতি ন জিজ্ঞাসাস্পদম্। ন হি জাতু কশ্চিদত্র সংদিগ্ধেঽহং বা নাহং বেতি, ন চ বিপর্য্যস্যতি নাঽহমেবেতি। ন চাঽহং কৃশঃ স্থূলোগচ্ছামীত্যাদিদেহধর্ম্মসামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ দেহালম্বনোঽয়মহংকার ইতি সাম্প্রতম্। তদালম্বনত্বে হি যোঽহং বাল্যে পিতরাবন্বভবং স এব স্থাবিরে প্রণপ্তৄননুভবামীতি প্রতিসন্ধানং ন ভবেৎ। ন হি বালস্থবিরয়োঃ শরীরয়োরস্তি মনাগপি প্রত্যভিজ্ঞানগন্ধোযেনৈকত্বমধ্যবসীয়েত। তস্মাৎ যেষু ব্যাবর্ত্তমানেষু যদনুবর্ত্ততে তত্তেভ্যোভিন্নম্। যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্। তথা চ বালাদিশরীরেষু ব্যাবর্ত্তমানেষ্বপি পরস্পরমহংকারাস্পদমনুবর্ত্তমানং তেভ্যো ভিদ্যতে। অপি চ স্বপ্নান্তে দিব্যং শরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জান এক প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাঽহং দেবো মনুষ্য এবেতি দেবশরীরে বাধ্যমানেঽপ্যাঽহমাস্পদমবাধ্যমানং শরীরাদ্ভিন্নং প্রতিপদ্যতে। অপিচ যোগিব্যাঘ্রঃ শরীরভেদেঽপ্যাত্মানমভিন্নমনুভবতীতি নাঽহংকারালম্বনং দেহঃ। অতএব নেন্দ্রিয়াণ্যপ্যস্যালম্বনম্। ইন্দ্রিয়ভেদেঽপি যোঽহমদ্রাক্ষং স এবৈতর্হি স্পৃশামীত্যহমালম্বনস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বিষয়েভ্যস্তস্য বিবেকঃ স্ববীয়ানেব। বুদ্ধিমনসোশ্চ করণয়োরহমিতিকর্ত্তৃপ্রতিভাসপ্রখ্যানালম্বনত্বাযোগঃ। কৃশোঽহমন্ধোঽহমিত্যাদয়শ্চ প্রয়োগা অসত্যপ্যভেদে কথঞ্চিন্মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যাদিবদৌপচারিকা ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তস্মাদিদমহংকারাস্পদেভ্যোদেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যোব্যাবৃত্তঃ স্ফুটতরাহমনুভবগম্য আত্মা সংশয়াভাবাদজিজ্ঞাস্য ইতি সিদ্ধম্। অপ্রয়োজনত্বাচ্চ। তথাহি,—সংসারনিবৃত্তিরপবর্গ ইহ প্রয়োজনং বিবক্ষিতম্। সংসারশ্চ আত্মযাথাত্ম্যাননুভবনিমিত্ত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন নিবর্ত্তনীয়ঃ। স চেদয়মনাদিরনাদিনাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন সহানুবর্ত্ততে কুতোঽস্য নিবৃত্তিরবিরোধাৎ। কুতশ্চাত্মযাথাত্ম্যাননুভবঃ। ন হ্যহমিত্যনুভবাদন্যদাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানমস্তি। ন চাহমিতি সার্ব্বজনীনস্ফুটতরানুভবসমর্থিত আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তঃ শক্য উপনিষদাং সহস্রৈরপ্যন্যথয়িতুমনুভববিরোধাৎ। ন হ্যাগমাঃ সহস্রমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে। তস্মাদনুভববিরোধাদুপচরিতার্থা এবোপনিষদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যাম ইত্যাশঙ্কবানাশঙ্ক্য পরিহরতি যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।

ভাষ্যপ্রারম্ভঃ।

— যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশব-

অত্র চ যুষ্মদস্মদিত্যাদির্মিথ্যাভবিতুং যুক্তমিত্যন্তঃ শঙ্কাগ্রন্থঃ। তথাপী-ত্যাদিঃ পরিহারগ্রন্থঃ। তথাপীত্যভিসম্বন্ধাচ্ছঙ্কায়াং যদ্যপীতি পঠিত-ব্যম্। ইদমস্মৎ প্রত্যয়গোচরয়োরিতি বক্তব্যে যুষ্মদ্গ্রহণমত্যন্তভেদো-পলক্ষণার্থম্। যথা হ্যহংকারপ্রতিযোগী ত্বংকারো নৈবমিদংকারঃ। এতে বয়মিমে বয়মাস্মহ ইতি বহুলং প্রয়োগদর্শনাদিতি। চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী, জড়স্বভাবা বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহবিষয়া বিষয়াঃ। এতে হি চিদাত্মানং বিষিণ্বন্তি অববধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ। পর-স্পরানধ্যাসহেতাবত্যন্তবৈলক্ষণ্যে দৃষ্টান্তস্তমঃপ্রকাশবদিতি। ন হি জাতু কশ্চিৎ সমুদাচরদ্বৃত্তিনী প্রকাশতমসী পরস্পরাত্মতয়া প্রতিপত্তু্মর্হতি। তদিদমুক্তমিতরেতরভাবানুপপত্তাবিতি। ইতরেতরভাব ইতরেতরত্বম, তাদাত্ম্যমিতি যাবৎ। তস্যানুপপত্তাবিতি। স্যাদেতৎ। মা ভূদ্ধর্ম্মিণোঃ পরস্পরভাবস্তদ্ধর্ম্মাণাস্তু জাড্যচৈতন্যনিত্যত্বানিত্যত্বাদীনামিতরেতরাধ্যা-

যুষ্মদ্ অর্থাৎ ইদং। অস্মদ্ অর্থাৎ অহং। "ইদং" বা "এই" এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা আলম্বন অনেক; কিন্তু "অহং"—"আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা গোচর এক [১]। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রত্যেক বাহ্যবস্তু,—সমস্তই ইদং-প্রত্যয়ের গোচর—"এই" বা "ইহা" বলিবার যোগ্য অথবা "এই" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ্ শব্দের গোচর ও "অহং" "আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। [বিষয়···বিষয়িণোঃ]—যাহা ইদং-জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয় এবং যাহা অহংজ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী। চিৎ-স্বভাব আত্মা বিষয়ী—তাঁহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত তাঁহার বিষয় (২) অর্থাৎ জড় বা চিৎপ্রকাশ্য। [তমঃ...

(১) যাহাকে "এই" বলা যায়, সম্বোধন কালে তাহাকে "তুমি" বলাও যায় এবং যাহাকে "তুমি" বলা যায়, নির্দ্দেশ কালে তাহাকে "এই" বলাও যায়; কিন্তু আমি বলা যায় না। অতএব, আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থই ইদংশব্দের ও ইদংজ্ঞানের গোচর; কেবল একমাত্র আত্মাই অহংশব্দের ও অহংজ্ঞানের গোচর।

(২) যাহারা চিদাত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে, নিরূপণীয় করে, তাহারা বিষয়। প্রত্যেক বাহ্য বস্তু ও দেহাদি ইহারা চৈতন্যপদার্থকে বন্ধন করে, অর্থাৎ আপন আপন রূপের অনুরূপে নিরূপণীয় করে, এ কারণে তাহারা বিষয়।

দ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মা-

সো ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে হি ধর্ম্মিণোর্ব্বিবেকগ্রহণেঽপি তদ্ধর্ম্মাণামধ্যাসো, যথা কুসুমাদ্ভেদেন গৃহ্যমাণেঽপি স্ফটিকমণাবতিস্বচ্ছতয়া জপাকুসুমপ্রতিবিম্বোদ্গ্রাহিণ্যরুণঃ স্ফটিক ইত্যারুণ্যবিভ্রমঃ। ইত্যত উক্তং তদ্ধর্ম্মাণামপীতি। ইতরেতরত্র ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং ভাবোবিনিময়স্তস্যা ঽনুপপত্তিঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—রূপবদ্ধি দ্রব্যমতিস্বচ্ছতয়া রূপবতোদ্রব্যান্তরস্য তদ্বিবেকেন গৃহ্যমাণস্যাঽপি ছায়াং গৃহ্ণীয়াৎ। চিদাত্মা ত্বরূপো বিষয়ী ন বিষয়চ্ছায়ামুদ্গ্রাহয়িতুমর্হতি। যথাহুঃ—"শব্দগন্ধরসানাঞ্চ কীদৃশী প্রতিবিম্বতা" ইতি।

তদিহ পারিশেষ্যাদ্বিষয়বিষয়িণোরন্যোন্যাত্মসম্ভেদেনৈব তদ্ধর্ম্মাণামপি পরস্পরসম্ভেদেন বিনিময়াত্মনা ভবিতব্যং, তৌ চেদ্ধর্ম্মিণাবত্যন্তবিবেকেন গৃহ্যমাণাবসম্ভিন্নৌ, অসংভিন্নাঃ সুতরাং তয়োর্ধর্ম্মাঃ, স্বাশ্রয়াভ্যাং ব্যবধানেন দূরাপেতত্বাৎ। তদিদমুক্তং সুতরামিতি। তদ্বিপর্য্যয়েণেতি। বিষয়বিপর্য্যয়েণেত্যর্থঃ। মিথ্যাশব্দোঽপহ্নববচনঃ। এতদুক্তং ভবতি—অধ্যাসো ভেদাগ্রহেণ ব্যাপ্তস্তদ্বিরুদ্ধশ্চেহাঽস্তি ভেদগ্রহঃ স ভেদাগ্রহং নিবর্ত্তয়ংস্তদ্ব্যাপ্তমধ্যাসমপি নিবর্ত্তয়তীতি। মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং যদ্যপি তথাপীতি যোজনা। ইদমত্রাকূতম্। ভবেদেতদেবং যদ্যহমিত্যনুভবে আত্মতত্ত্বং প্রকাশেত, ন ত্বেতদস্তি। তথাহি।—সমস্তোপাধ্যনবচ্ছিন্নানন্তানন্দচৈতন্যৈকরসমুদাসীনমেকমদ্বিতীয়মাত্মতত্ত্বং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু গীয়তে। ন চৈতানুপক্রমপরামর্শোপসংহারৈঃ ক্রিয়াসমভিহারেণ

স্বভাবয়োঃ]—অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং-প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়-গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা, ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নহে। এইরূপ, যাহা আত্মা তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা তাহা আত্মা নহে। [ইত...সিদ্ধায়াং] সুতরাং অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরত্ব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না (৩)।

(৩) অর্থাৎ আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, ইত্যাদিবিধস্থলে যে দেহাদির উপর অহংজ্ঞান দেখা যায় তাহা অধ্যাসমূলক হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন অন্ধকারে আলোক জ্ঞান হইবার ও আলোকে অন্ধকার জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান ও আত্মায় অনাত্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।

দৃগাত্মতত্ত্বমভিদধতি তৎপরাণি সন্তি শক্যানি শক্রেণাপ্যুপচরিতার্থানি কর্ত্তুম্। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি। যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি ন ন্যূনত্বং প্রাগেবোপচরিতত্বমিতি। অহমনুভবস্তু প্রাদেশিকমনেক বিধশোকদুঃখাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতমাত্মানমাদর্শয়ন্ কথমাত্মতত্ত্বগোচরঃ কথং বা হনুপপ্লবঃ? ন চ জ্যেষ্ঠপ্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদাম্নায়স্যৈব তদপেক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বঞ্চেতি যুক্তম্। তস্যাহপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্য্যে প্রমিতাবন পেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেহ পুত্পত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাত্তদ্বিরোধাদনুৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন। উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। ন হ্যাগমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি যেন কারণাভাবান্ন ভবেদপি তু তাত্ত্বিকম্। ন চ তত্তস্যোৎপাদকম্। অতাত্ত্বিকপ্রমাণ ভাবেভ্যোহপি সাংব্যবহারিক প্রমাণেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা চ বর্ণে হ্রস্বদীর্ঘত্বাদয়োহন্যধর্ম্মা অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ। ন হি লৌকিকা নাগ ইতি বা নগ ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং বা তরুং বা প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চানন্যপরং বাক্যং স্বার্থ উপচরিতার্থং যুক্তম্। উক্তং হি "ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ" ইতি। জ্যেষ্ঠত্বঞ্চাহনপেক্ষিতস্য বাধ্যত্বে হেতুর্ন বাধকত্বে রজতজ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তিজ্ঞানেন কনীয়সা বাধদর্শনাৎ। তদনপবাধনে তদপবাধাত্মনস্তস্যোৎপত্তেরনুৎপত্তেঃ। দর্শিতঞ্চ তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবস্যানপেক্ষিতত্বম্। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং—"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" (মী, অং ৬ পাং ৫) ইতি। তথা "পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ" ইতি। অপি চ, যেহপ্যহংকারাস্পদমাত্মানমাস্থিষত তৈরপ্যস্য ন তাত্ত্বিকত্বমভ্যুপেতব্যম্। অহমিহৈবাহস্মি সদনে জানান ইতি সর্ব্বব্যাপিনঃ প্রাদেশিকত্বেন গ্রহাৎ। উচ্চতরগিরিশিখরবর্ত্তিষু মহাতরুষু ভূয়িষ্ঠস্যদূর্ব্বাপ্রবালনির্ভাসপ্রত্যয়বৎ। ন চেদং দেহস্য প্রাদেশিকত্বমনুভূয়তে ন ত্বাত্মন ইতি সাংপ্রতম্। ন হি তদৈবং ভবত্যহমিতি, গৌণত্বে বা ন জানামীতি। অপি চ পরশব্দঃ পরত্র লক্ষ্যমাণগুণযোগেন বর্ত্তত ইতি যত্র প্রযোক্তৃ প্রতিপত্ত্রোঃ সম্প্রতিপত্তিঃ স গৌণঃ। স চ ভেদপ্রত্যয়পুরঃসরঃ। তদ্‌যথা নৈয়মিকাগ্নিহোত্রবচনোহগ্নিহোত্রশব্দঃ (মী, অং ১ পাং ৪) প্রকরণান্তরাবধৃতভেদে কৌণ্ডপায়িনাময়নগতে কর্ম্মণি মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যত্র সাধ্যসাদৃশ্যেন গৌণঃ [মী, অং ৭ পাং ৩]। মানবকে চানুভবসিদ্ধভেদে সিংহাৎ সিংহশব্দঃ। ন ত্বহংকারস্য মুখ্যোহনিলু ঠিতগ দেহাদিভ্যোভিন্নোহনুভূয়তে যেন পুরশব্দঃ শরীরাদৌ গৌণো-

ভবেৎ। ন চাত্যন্তনিরূঢ়তয়া গৌণেঽপি ন গৌণত্বাভিমানঃ সার্ষপাদিষু তৈলশব্দবদিতি বেদিতব্যম্। তত্রাঽপি স্নেহাত্তিলভবাদ্ভেদে সিদ্ধ এব সার্ষপাদীনাং তৈলশব্দবাচ্যত্বাভিমানো ন ত্বহর্থয়োস্তৈলসার্ষপয়োরভেদাঽধ্যবসায়ঃ। তৎ সিদ্ধং গৌণত্বমুভয়দর্শিনোর্গৌণমুখ্যবিবেকবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তং। তদিহ ব্যাপকং বিবেকজ্ঞানং নিবর্ত্তমানং গৌণতামপি নিবর্ত্তয়তীতি। ন চ বালস্থবিরশরীরভেদেঽপি সোঽহমিত্যেকস্যাত্মনঃ প্রতিসন্ধানাদ্দেহাদিভ্যোভেদেনাঽস্ত্যাত্মানুভব ইতি বাচ্যম্। পরীক্ষকাণাং খল্বিয়ং কথা ন লৌকিকানাম্। পরীক্ষকা অপি হি ব্যবহারসময়ে ন লোকসামান্যমতিবর্ত্তন্তে। বক্ষ্যতানন্তরমেব হি ভগবান্ ভাষ্যকারঃ। "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি"। বাহ্যা অপ্যাহুঃ "শাস্ত্রচিন্তকাঃ খল্বেবং বিবেচয়ন্তি ন প্রতিপত্তার" ইতি। তৎ পারিশেষ্যাচ্চিদাত্মগোচরমহংকারমহমিহাঽস্মি সদন ইতি প্রযুঞ্জানোলৌকিকঃ শরীরাদ্যভেদগ্রহাদাত্মনঃ প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে নভস ইব ঘটমণিকমল্লিকাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদাদিতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ন চাহংকারপ্রামাণ্যায় দেহাদিবদাত্মাপি প্রাদেশিক ইতি যুক্তম্। তদা খল্বঽয়মণুপরিমাণোবা স্যাদ্দেহপরিমাণোবা। অণুপরিমাণত্বে স্থূলোঽহং দীর্ঘ ইতি চ ন স্যাৎ। দেহপরিমাণত্বে তু সাবয়বতয়া দেহবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ অস্মিন্ পক্ষে অবয়বসমুদায়োবা চেতয়েৎ প্রত্যেকং বাঽবয়বাঃ। প্রত্যেকং চেতনত্বপক্ষে বহূনাং চেতনানাং স্বতন্ত্রাণামেকবাক্যতাভাবাদপর্য্যায়ং বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়তয়া শরীরমুন্মথ্যেত, অক্রিয়ং বা প্রসজ্যেত। সমুদায়স্য তু চৈতন্যযোগে বৃক্ক একস্মিন্নবয়বে চিদাত্মনোঽপ্যবয়বোবৃক্ক ইতি ন চেতয়েৎ। ন চ বহূনামবয়বানাম বিনাভাবনিয়মোদৃষ্টো য এবাঽবয়বোবিশীর্ণস্তদা তদভাবে ন চেতয়েৎ। বিজ্ঞানালম্বনত্বেঽপ্যহংপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বং তদবস্থমেব। তস্য স্থিরবস্তুনির্ভাসত্বাদস্থিরত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্। এতেন স্থূলোঽহমন্ধোঽহং গচ্ছামীত্যাদয়োঽপ্যধ্যাসতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। তদেবমুক্তক্রমেণাঽহং প্রত্যয়ে পুতিকূষ্মাণ্ডীকৃতে ভগবতী শ্রুতিরপ্রত্যূহং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব সুখদুঃখশোকাদ্যাত্মত্বমহমনুভবপ্রসঞ্জিতমাত্মনো নিষেদ্ধুমর্হতীতি। তদেবং সর্ব্বপ্রবাদিশ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রথিতমিথ্যাভাবস্যাঽহং প্রত্যয়স্য স্বরূপনিমিত্তফলৈরুপব্যাখ্যানমন্যোন্যস্মিন্নিত্যাদি। অত্র চ অন্যোন্যস্মিন্ ধর্ম্মিণি আত্মশরীরাদাবন্যোন্যাত্মকতামধ্যস্যাঽহমিদং শরীরাদীতি। ইদমিতি চ বস্তুতো ন প্রতীতিতঃ। লোকব্যবহারো লোকানাং ব্যবহারঃ। স চায়মহমিতি ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দসূচিতশ্চ শরীরাদ্যনুকূলং প্রতিকূলং চ প্রমেয়জাতং প্রমাণেন প্রমায় তদুপাদান

ণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়-
গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য

পরিবর্জ্জনাদিঃ। অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যান্যোন্যস্মিন্ ধর্ম্মিণি দেহাদি-
ধর্ম্মান্ জন্মমরণজরাব্যাধ্যাদীনাত্মনি ধর্ম্মিণি অধ্যস্তদেহাত্মভাবে সমা-
রোপ্য তথা চৈতন্যাদীনাত্মধর্ম্মান্ দেহাদাবধ্যস্তাত্মভাবে সমারোপ্য
মমেদং জরামরণপুত্রপশুস্বামযদীতি ব্যবহারো ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দসূচি-
তশ্চ তদনুরূপঃ প্রবৃত্ত্যাদিঃ। অত্র চাধ্যাসব্যবহারক্রিয়াভ্যাং যঃ কর্ত্তো-
ন্নীতঃ স সমান ইতি সমানকর্ত্তৃকত্বেনাধ্যস্য ব্যবহার ইত্যুপপন্নম্। পূর্ব্ব-
কালত্বসূচিতমধ্যাসস্য ব্যবহারকারণত্বং সূচয়তি,—মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তো
ব্যবহারঃ। মিথ্যাজ্ঞানমধ্যাসস্তন্নিমিত্তস্তদ্ভাবাভাবানুবিধানা ব্যবহারভাবা-
ভাবয়োরিত্যর্থঃ। তদেবমধ্যাসস্বরূপং ফলঞ্চ ব্যবহারমুক্ত্বা তস্য চ
নিমিত্তমাহ—ইতরেতরাবিবেকেন। বিবেকাগ্রহেণেত্যর্থঃ। অথাঽবিবেক
এব কস্মান্ন ভবতি তথা চ মাঽধ্যাস ইত্যত আহ।—অত্যন্তবিবিক্তয়ো-
র্ধর্ম্মধর্ম্মিণোরিতি। পরমার্থতোধর্ম্মিণোরতাদাত্ম্যং বিবেকোধর্ম্মাণাঞ্চাঽসং
কীর্ণতা বিবেকঃ। স্যাদেতৎ। বিবিক্তয়োর্ব্বস্তুসতোর্ভেদাগ্রহনিবন্ধন
স্তাদাত্ম্যবিভ্রমো যুজ্যতে শুক্তেরিব রজতাদ্ভেদাগ্রহে রজততাদাত্ম্য-
বিভ্রমঃ। ইহ তু পরমার্থসতশ্চিদাত্মনো ন ভিন্নং দেহাদ্যস্তি বস্তুসৎ তৎ কুত
শ্চিদাত্মনো ভেদাগ্রহঃ কুতশ্চ তাদাত্ম্যবিভ্রম ইত্যত আহ।—সত্যা-
নৃতে মিথুনীকৃত্য। বিবেকাগ্রহাদধ্যাসেতি যোজনা। সত্যং চিদাত্মা,
অনৃতং বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি, তে দ্বে ধর্ম্মিণী মিথুনীকৃত্য, যুগলীকৃত্যেত্যর্থঃ।
ন চ সংবৃতিপরমার্থসতোঃ পারমার্থিকং মিথুনমস্তীত্যভূততদ্ভাবার্থস্য
চ্বেঃ প্রয়োগঃ। এতদুক্তং ভবতি।—অপ্রতীতস্যারোপাঽযোগাদারো-
প্যস্য প্রতীতিরুপযুজ্যতে ন বস্তুসত্তেতি। স্যাদেতৎ। আরোপস্য প্রতী-
তৌ সত্যাং পূর্ব্বদৃষ্টস্য সমারোপঃ সমারোপনিবন্ধনা চ প্রতীতিরিতি
দুর্ব্বারং পরস্পরাশ্রয়ত্বমিত্যত আহ।—নৈসর্গিক ইতি। স্বাভাবিকো

[তদ্ধর্ম্মাণাং...অনুপপত্তিঃ]—যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মায় তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়ের ধর্ম্মসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যচৈতন্যাদিগুণেরও পরস্পর তাদাত্ম্যভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (৪)।

---

(৪) অর্থাৎ স্ফটিক ও জবাকুল পৃথক বস্তু হইলেও স্ফটিকে জবাধর্ম্ম লোহিত্যের অধ্যাস বা বিনিময় হইয়া থাকে, এস্থলে সেরূপ ধর্ম্মবিনিময় হইবার সম্ভাবনা নাই।

তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসোমিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং। তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যা-

ঽনাদিরয়ং ব্যবহারঃ। ব্যবহারানাদিতয়া তৎকারণস্যাধ্যাসস্যানাদিতোক্তা। ততশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বমিথ্যাজ্ঞানোপদর্শিতস্য বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরাদেরুত্তরোত্তরাধ্যাসোপযোগ ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবন্ন পরস্পরাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ। অদ্ধা পূর্ব্বপ্রতীতিমাত্রমুপযুজ্যতে আরোপে, নতু প্রতীয়মানস্য পরমার্থসত্তা। প্রতীতিরেব ত্বত্যন্তাসতো গগনকমলিনীকল্পস্য দেহেন্দ্রিয়াদের্নোপপদ্যতে। প্রকাশমানত্বমেব হি চিদাত্মনোঽপি সত্ত্বং ন তু তদতিরিক্তং সত্তাসামান্যসমবায়োঽর্থক্রিয়াকারিতা বা। দ্বৈতাপত্তেঃ। সত্তায়াশ্চার্থক্রিয়াকারিতায়াশ্চ সত্তান্তরার্থক্রিয়াকারিতান্তরকল্পনেঽনবস্থাপাতাৎ প্রকাশমানতৈব সত্তাঽভ্যুপেতব্যা। তথা চ দেহাদয়ঃ প্রকাশমানত্বান্নাসন্তশ্চিদাত্মবৎ অসত্ত্বে বা ন প্রকাশমানাস্তৎ কথং সত্যাঽনৃতয়োর্ম্মিথুনীভাবস্তদভাবে বা কস্য কুতো ভেদাগ্রহস্তদসম্ভবে কুতোঽধ্যাস ইত্যাশয়বানাহ।—আহ আক্ষেপ্তা। কোঽয়মধ্যাসো নাম। ক ইত্যাক্ষেপে। সমাধাতা লোকসিদ্ধমধ্যাসলক্ষণমুক্ত্বাণ এবাক্ষেপং প্রতিক্ষিপতি।—উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। অবসন্নোঽবমতো বা ভাসোঽবভাসঃ। প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্যাবসাদোঽবমানো বা। এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি। তস্যোদমুপব্যাখ্যানং পূর্ব্বদৃষ্টেত্যাদি। পূর্ব্বদৃষ্টস্যাবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চারোপবিষয়ারোপণীয়স্য মিথুনমন্তরেণ ন ভবতীতি পূর্ব্ব

[অতঃ…যুক্তম্]—যদিও এই এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মায় (আমাতে) ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার (দেহাদির) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যভ্রম মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহাদিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার (আমার) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য হইবার যোগ্য অর্থাৎ অহং মম—আমি আমার—ইত্যাদিবিধজ্ঞানব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ (৫)।

(৫) জীব আপনাতে আমি মরিলাম, আমি বৃদ্ধ; ইত্যাদিপ্রকার জরামরণাদিধর্ম্মের অনুশীলন করে এবং আমি যাইতেছি, আমি করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকারে দেহাদির উপর চেতনধর্ম্মের আরোপ বা ব্যবহার করে কিন্তু ঐ অনুভব ও ঐ ব্যবহার যে অধ্যাসমূলক তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। যুক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অহংজ্ঞানমাত্রেই আত্মাবলম্বী এবং ইদংজ্ঞানমাত্রেই অনাত্মাবলম্বী।

অন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরাবিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।

দৃষ্টগ্রহণেনাহৃতমারোপণীয়মুপস্থাপয়তি। তস্য চ দৃষ্টত্বমাত্রমুপযুজ্যতে ন বস্তুসত্ত্বেতি দৃষ্টগ্রহণং তথাপি বর্ত্তমানং দৃষ্টং দর্শনং নারোপোপযোগীতি পূর্ব্বেত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বদৃষ্টং স্বরূপেণ সদপ্যারোপণীয়তয়াঽনির্ব্বাচ্যমিত্যাহৃতম্। আরোপবিষয়ং সত্যমাহ—পরত্রেতি। পরত্র শুক্তিকাদৌ পরমার্থসতি। তদনেন সত্যানৃতমিথুনমুক্তম্। স্যাদেতৎ। পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস ইত্যলক্ষণমতিব্যাপকত্বাৎ। অস্তি হি স্বস্তিমত্যাং গবি পূর্ব্বদৃষ্টস্য গোত্বস্য পরত্র কালাক্ষ্যামবভাসঃ। অস্তি চ পাটলিপুত্রে পূর্ব্বদৃষ্টস্য দেবদত্তস্য পরত্র মাহিষ্মত্যামবভাসঃ সমীচীনঃ। অবভাসপদঞ্চ সমীচীনেঽপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্। যথা নীলস্যাবভাসঃ পীতস্যাবভাস ইত্যত আহ—স্মৃতিরূপ ইতি। স্মৃতেরূপমিব রূপমস্যেতি স্মৃতিরূপঃ। অসন্নিহিতবিষয়ত্বঞ্চ স্মৃতিরূপত্বং সন্নিহিতবিষয়ঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞানং সমীচীনমিতি নাতিব্যাপ্তিঃ। নাপ্যব্যাপ্তিঃ স্বপ্নজ্ঞানস্যাপি স্মৃতিবিভ্রমরূপস্যৈবংরূপত্বাৎ। তত্রাপি হি স্মর্য্যমাণে পিত্রাদৌ নিদ্রোপপ্লববশাদসন্নিধানপরামর্শে তত্র তত্র পূর্ব্বদৃষ্টস্যৈব সন্নিহিতদেশকালত্বস্য সমারোপঃ। এবং পীতঃ শঙ্খস্তিক্তো গুড ইত্যত্রাঽপ্যেতল্লক্ষণং যোজনীয়ম্। তথাহি।—বহির্ব্বিনির্গচ্ছদত্যচ্ছনয়নরশ্মিসংপৃক্তপিত্তদ্রব্যবর্ত্তিনীং পীততাং পিত্তরহিতামনুভবন্ শঙ্খঞ্চ দোষাচ্ছাদিতশুক্লি-

[তথাপি...ব্যবহারঃ]—তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে অত্যন্তবিলক্ষণ ও অত্যন্তবিবিক্ত আত্মার অনাত্মার বিবিক্ততা বা পার্থক্য বোধ না থাকা প্রযুক্ত আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং অন্যতে (দেহাদিতে) আত্মার ও আত্মধর্ম্মের অধ্যাস (আরোপ) করিয়াই লোকে "আমি" "আমার" "এই আমি" "ইহা আমার" ইত্যাদিবিধ উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্য মিথ্যা উভয়জড়িত; সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অনাদিসিদ্ধ (৬)।

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারমাত্রেই অধ্যাসমূলক, এবং তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন না হইলেও "না" বলিবার উপায় নাই। উহা যখন অনাদিসিদ্ধ—তখন উহা যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও স্বতঃসিদ্ধ এবং উহার অন্যথা করিবার উপায় নাই।

আহ কোয়মধ্যাসোনামেতি। উচ্যতে, স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাসইতি বদন্তি।

জৃম্ভমানমনুভবন্ পীততায়াশ্চ শঙ্খাঽসম্বন্ধমননুভবন্নসম্বন্ধাঽগ্রহণ সারূপ্যেণ পীতং তপনীয়পিণ্ডং পীতং বিল্বফলমিত্যাদৌ পূর্ব্বদৃষ্টং সামানাধিকরণ্যং পীতত্বশঙ্খত্বয়োরারোপ্যাহ লোকঃ পীতঃ শঙ্খ ইতি। এতেন তিক্তোগুড় ইতি প্রত্যয়োঽপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং বিজ্ঞাতৃপুরুষাভিমুখেষ্বাদর্শোদকাদিষু স্বচ্ছেষু চাক্ষুষং তেজঃ সংলগ্নমপি বলীয়সা সৌর্য্যেণ তেজসা প্রতিস্রোতঃ প্রবর্ত্তিতং মুখসংযুক্তং মুখং গ্রাহয়দ্দোষবশাত্তদ্দেশতামনভিমুখতাঞ্চ মুখস্যাঽগ্রাহয়ৎ পূর্ব্বদৃষ্টাভিমুখাদর্শোদকদেশতামাভিমুখ্যঞ্চ মুখস্যারোপয়তীতি প্রতিবিম্ববিভ্রমোঽপি লক্ষিতো ভবতি। এতেন দ্বিচন্দ্রদিঙ্মোহালাতচক্রগান্ধর্ব্বনগরবংশোরগাদিবিভ্রমেষ্বঽপি যথাসম্ভবঞ্চ লক্ষণং যোজনীয়ম্। এতদুক্তং ভবতি। ন প্রকাশমানতামাত্রং সত্ত্বং যেন দেহেন্দ্রিয়াদেঃ প্রকাশমানতয়া সদ্ভাবোভবেৎ। ন হি সর্পাদিভাবেন রজ্জ্বাদয়ো বা স্ফটিকাদয়ো বা রক্তাদিগুণযোগিনো ন প্রতিভাসন্তে প্রতিভাসমানা বা ভবন্তি তদাত্মানস্তদ্ধর্ম্মাণো বা। তথা সতি মরুষু মরীচিচয়মুচ্চাবচমুচ্চলত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গমালেয়মভ্যর্ণমবতীর্ণা মন্দাকিনীত্যভিসন্ধায় প্রবৃত্তঃ স্যাৎ তোয়মাপীয় পিপাসামুপশময়েৎ। তস্মাদকামেনাঽপি আরোপিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্তুসত্ত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। ন চ মরীচিরূপেণ সলিলমবস্তুসৎ স্বরূপেণ তু পরমার্থসদেব। দেহেন্দ্রিয়াদয়স্তু স্বরূপেণাপি অসন্ত ইত্যনুভবাগোচরত্বাৎ কথমারোপ্যন্ত ইতি সাম্প্রতম্। যতো যদ্যসন্তো নানুভবগোচরাঃ কথং তর্হি মরীচ্যাদীনামসতাং তোয়াত্মনানুভবগোচরত্বং। ন চ স্বরূপসত্ত্বেন তোয়াত্মনাপি সন্তো ভবন্তি। যদুচ্যেত নাভাবো নাম ভাবাদন্যঃ কশ্চিদস্তি অপি তু ভাব এব ভাবান্তরাত্মনাঽভাবঃ স্বরূপেণ তু ভাবঃ। যথাহুঃ।—"ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়েতি।" ততশ্চ ভাবাত্মনোপাখ্যেয়তয়াঽস্য যুজ্যে-

---

[আহ...উচ্যতে]—অধ্যাস কি? তাহার স্বরূপ কি? কারণই বা কি? বলা যাইতেছে। [স্মৃতি...অবভাসঃ।]—অধ্যাস এক প্রকার অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয় এবং তাহা স্মৃতিজ্ঞানের মত ও পূর্ব্বপ্রতীতি অনুসারে বা অনুরূপে উৎপন্ন হয়। স্থূল কথা এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান বা অবভাস হইলেই তাহা অধ্যাস ও ভ্রম এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত

কেচিত্তু যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহণনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্ব-

---

তানুভবগোচরতা। প্রপঞ্চস্য পুনরত্যন্তাসতো নিরস্তসমস্তসামর্থ্যস্য নিস্তত্ত্বস্য কুতোঽনুভববিষয়ভাবঃ কুতো বা চিদাত্মন্যারোপঃ। ন চ বিষয়স্য সমস্তসামর্থ্যস্য বিরহেঽপি জ্ঞানমেব তত্তাদৃশং স্বপ্রত্যয়সামর্থ্যা-সাদিতানুদৃষ্টানুসিদ্ধস্বভাবভেদমুপজাতমসতঃ প্রকাশনম্। তস্মাদসৎ-প্রকাশনশক্তিরেবাঽবিদ্যেতি সাম্প্রতম্। যতো যেয়মসৎপ্রকাশনশক্তি র্বিজ্ঞানস্য কিং পুনরস্যাঃ শক্যমসদিতি চেৎ, কিমতৎকার্য্যং আহো স্বিৎ অস্যা জ্ঞাপ্যং, ন তাবৎ কার্য্যমসতস্তত্ত্বানুপপত্তেঃ। নাপি জ্ঞাপ্যং জ্ঞানা-ন্তরানুপলব্ধেঃ। অনবস্থাপাতাচ্চ। বিজ্ঞানস্বরূপমেবাঽসতঃ প্রকাশ ইতি চেৎ, কঃ পুনরেষ সদসতোঃ সম্বন্ধঃ। অসদধীননিরূপণত্বং সতো জ্ঞানস্য অসতা সম্বন্ধ ইতি চেৎ, অহোবতাঽয়মতিনির্বৃত্তঃ প্রত্যয়-তপস্বী যস্যাঽসত্যপি নিরূপণমায়ত্তে ন চ প্রত্যয়স্তত্রাধত্তে কিঞ্চিৎ। অসত আধারত্বাযোগাৎ। অসদন্তরেণ প্রত্যয়ো ন প্রথত ইতি প্রত্যয়স্যৈ বৈষ স্বভাবো ন ত্বসদধীনমস্য কিঞ্চিদিতি চেৎ, অহোবতাঽস্যাসৎ-পক্ষপাতো যদয়মতদুৎপত্তিরতদাত্মা চ তদবিনাভাবনিয়তঃ প্রত্যয় ইতি। তস্মাদত্যন্তাসন্তঃ শরীরেন্দ্রিয়াদয়ো নিস্তত্ত্বা নানুভববিষয়া ভবিতুমর্হন্তীতি। অত্র ক্রমঃ। নিস্তত্ত্বং চেন্নানুভবগোচরঃ তৎ কিমি-দানীং মরীচয়োঽপি তোয়াত্মনা সতত্ত্বা যদনুভবগোচরাঃ স্যুর্ন সতত্ত্বাস্ত দাত্মনাং মরীচীনামসত্ত্বাৎ। দ্বিবিধঞ্চ বস্তূনাং তত্ত্বং সত্ত্বমসত্ত্বং চ। তত্র পূর্ব্বং স্বতঃ পরং তু পরতঃ। যথাহুঃ।—"স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে। বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ রূপং কৈশ্চিৎ কদাচনেতি।" তৎ কিং মরীচিষু তোয়নির্ভাসপ্রত্যয়স্তত্ত্বগোচরঃ। তথা চ সমীচীন ইতি ন ভ্রান্তো নাপি বাধ্যেত। অদ্ধা ন বাধ্যেত যদি মরীচী ন তোয়াত্ম-

---

হয়। [তৎ···সদ্বিতীয়বদিতি।]—ঐরূপ অবভাস বা ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান কিংমূলক ও কিংরূপ? তাহা নির্ব্বাচিত করিতে গিয়া অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্ম্মবিশেষ প্রতীত হয় এবং তাহা অধ্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ বলেন, যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থক্যপ্রতীতির অভাব থাকে—তৎকারণে ঐরূপ ভ্রম বা মিথ্যাপ্রত্যয় জন্মে। অন্যে বলেন, যাহাতে

থাপি তু অন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি, তথা চ লোকেঽনুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ

তত্ত্বান্ অতোয়াত্মনা গৃহ্নীয়াৎ। তোয়াত্মনা তু গৃহ্নন্ কথমভ্রান্তঃ কথং বা ঽবাধ্যঃ। হন্ত তোয়াভাবাত্মনাং মরীচীনাং তোয়ভাবাত্মত্বং তাবন্ন সৎ। তেষাং তোয়াভাবাদভেদেন তোয়ভাবাত্মতানুপপত্তেঃ। নাপ্যসৎ। বস্ত্বন্তরমেব হি বস্ত্বন্তরস্যাসত্ত্বমাস্থীয়তে ভাবান্তরমভাবো ঽন্যো ন কশ্চিদনিরূপণাদিতি বদদ্ভিঃ। ন চারোপিতং রূপং বস্ত্বন্তরং তদ্ধি মরীচয়ো বা ভবেৎ গঙ্গাদিগতং তোয়ং বা। পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে মরীচয় ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তোয়মিতি। উত্তরাস্মিংস্তু গঙ্গায়াং তোয়মিতিস্যান্ন পুনরিহেতি। দেশভেদাস্মরণে তোয়মিতি স্যান্ন পুনরিহেতি। ন চেদমত্যন্তমসন্নিরস্তসমস্তস্বরূপমলীকমেবাঽস্ত্বিতি সাম্প্রতম্। তস্যাঽনুভবগোচরত্বানুপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। তস্মান্ন সৎ, নাঽপি সদসৎ, পরস্পরবিরোধাদিতি অনির্ব্বাচ্যমেবারোপণীয়ং মরীচিষু তোয়মাস্থেয়ম্। তদনেন ক্রমেণাধ্যস্তং তোয়ং পরমার্থতোয়মিব। অতএব পূর্ব্বদৃষ্টমিব। তত্ত্বতস্তু ন তোয়ং ন চ পূর্ব্বদৃষ্টং কিং ত্বনৃতমনির্ব্বাচ্যম্। এবঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রপঞ্চোপ্যনির্ব্বাচ্যোঽপূর্ব্বোঽপি পূর্ব্বমিথ্যাপ্রত্যয়োপদর্শিত ইব পরত্র চিদাত্মন্যধ্যস্যত ইতি উপপন্নমধ্যাসলক্ষণযোগাদ্দেহেন্দ্রিয়াদি-

---

অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীতধর্ম্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস। যিনি যে প্রকার বলুন, অথবা লক্ষণ নির্ণয় করুন, কোন লক্ষণই, "এক পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্যধর্ম্মের অবভাস" এ লক্ষণ অতিক্রম করিতেছে না। লোকমধ্যেও ঐরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে যে, শুক্তি রজতের মত অবভাসিত হইতেছিল এবং একই চন্দ্র দু-এর মত দেখাইতেছিল। (৭)

---

(৭) "দেখাইতেছিল" ইহা ভ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়। ভ্রমকালে "ন্যায়" বা "মত" বোধ হয় না, ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, ভ্রমজ্ঞানের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে ভ্রমের আধারটী সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রতীত হয় তাহা মিথ্যা। মিথ্যা বটে; কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আত্যন্ত মিথ্যা নহে। আত্যন্তিক মিথ্যা হইলে কখনই তাহা প্রতীতিগোচর হইত না। সুতরাং ঐরূপ আরোপাতত্ত্ব যে অনির্ব্বচনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই। অধ্যস্ত বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা অর্থাৎ তুচ্ছ, কিন্তু প্রতীত হয় বলিয়া তাহা পূর্ণ মিথ্যা নহে। উাহার ঠিক রূপটী বলা যায় না, বলিয়া ন্যায় ও মত প্রভৃতি উপমার দ্বারা কথঞ্চিৎপ্রকারে বুঝাইতে হয়। সুতরাং উহা অনির্ব্বাচ্য ভিন্ন নির্ব্বাচ্য নহে।

ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য
সদ্বিতীয়বদিতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসোবিষয়ধর্ম্মাণাং, সর্ব্বোহি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি,

প্রপঞ্চবাধনং চোপপাদয়িষ্যতে। চিদাত্মা তু শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণগোচরস্তন্মূলস্তদবিরুদ্ধন্যায়নির্ণীতশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সত্ত্বেনৈব নির্ব্বাচ্যোঽবাধিতঃ। স্বয়ংপ্রকাশত্বেবাঽস্য সত্তা সা চ স্বরূপমেব চিদাত্মনো ন তু তদতিরিক্তম্। সত্তাসামান্যসমবায়োঽর্থক্রিয়াকারিতা বা। ইতি সর্ব্বমবদাতম্। স চায়মেবংলক্ষণকোঽধ্যাসোঽনির্ব্বচনীয়ঃ সর্ব্বেষামেব সম্মতঃ পরীক্ষকাণাং তদ্ভেদে পরং বিপ্রতিপত্তিরিত্যনির্ব্বচনীয়তাং দ্রঢ়য়িতুমাহ—তং কেচিদন্যত্রাঽন্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। অন্যধর্ম্মস্য, জ্ঞানধর্ম্মস্য রজতস্য, জ্ঞানাকারস্যেতি যাবৎ। অধ্যাসোঽন্যত্র বাহ্যে। সৌত্রান্তিকনয়ে তাবদ্বাহ্যমস্তি বস্তুসৎ তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। বিজ্ঞানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তুসৎ তথাপ্যনাদ্যবিদ্যাবাসনারোপিতমলীকং বাহ্যং তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। উপপত্তিশ্চ যদ্যাদৃশমনুভবসিদ্ধং রূপং তত্তাদৃশমেবাভ্যুপেতব্যমিত্যুৎসর্গোঽন্যথাত্বং পুনরস্য বলবদ্বাধকপ্রত্যয়বশাৎ। নেদং রজতমিতি চ বাধস্যেদন্তামাত্রবাধেনোপপত্তৌ ন রজতগোচরতোচিতা। রজতস্য ধর্ম্মিণো বাধে হি রজতং চ তস্য চ ধর্ম্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাম। তদ্বরমিদন্তৈবাঽস্য ধর্ম্মো বাধ্যতাং ন পুনারজতমপি ধর্ম্মি। তথাচ রজতং বহির্ব্বাধিতমর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিরধ্যাসঃ সিধ্যতি। কেচিত্তু জ্ঞানাকারখ্যাতাবপরিতুষ্যন্তো বদন্তি।—যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অপরিতোষকারণঞ্চ আহুঃ—বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেরনুভবাদ্বা ব্যবস্থাপ্যেতানুমানাদ্বা। তত্রানুমানমুপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যতে। অনুভবোঽপি রজতপ্রত্যয়ো বা স্যাৎ বাধকপ্রত্যয়ো বা। ন তাবদ্রজতানুভবঃ। স হীদয়কারাস্পদং রজতমাবেদয়তি ন ত্বান্তরম্। অহমিতি হি তদা স্যাৎ প্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াদব্যতি-

[কথং—ব্রবীষি?]—যদি বলেন, প্রত্যগাত্মা অবিষয়, তিনি কাহার বিষয় নহেন—অর্থাৎ তিনি পরাধীন প্রকাশ নহেন। সুতরাং কি প্রকারে তাঁহাতে বিষয়ের (দেহাদির) ও বিষয়ধর্ম্মের (জরামরণাদির) অধ্যাস হইতে পারে? যাহা বিষয়—যাহা পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষীকৃত—তাহাতেই লোকের বিষয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু অদৃষ্ট ও অবিষয় পদার্থে কাহারও কোন অধ্যাস দেখা যায় না।

যুষ্মৎ-প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি।
উচ্যতে, ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ

রেকাৎ। ভ্রান্তং বিজ্ঞানং স্বাকারমেব বাহ্যতয়াঽধ্যবস্যতি। তথা চ নাহংকারাস্পদমস্য গোচরো জ্ঞানাকারতা পুনরস্য বাধকপ্রত্যয়প্রবেদনীয়েতি চেৎ, হন্ত বাধকপ্রত্যয়মালোচয়ত্বায়ুষ্মান্। কিং পুরোবর্ত্তি দ্রব্যং রজতাদ্বিবেচয়ত্যাহো জ্ঞানাকারতামপ্যস্য দর্শয়তি। তত্র জ্ঞানাকারতোপদর্শনব্যাপারং বাধকপ্রত্যয়স্য ব্রুবাণঃ শ্লাঘনীয়প্রজ্ঞো দেবানাং প্রিয়ঃ। পুরোবর্ত্তিত্বপ্রতিষেধাদর্থাদস্য জ্ঞানাকারতেতি চেৎ, ন। অসন্নিধানাগ্রহনিষেধাৎ অসন্নিহিতোভবতি। প্রতিপত্তুরত্যন্তসন্নিধানং ত্বস্য প্রতিপত্ত্রাত্মকং কুতস্ত্যং, ন চৈষ রজতস্য নিষেধো ন চেদন্তায়াঃ কিং তু বিবেকাগ্রহপ্রসঞ্জিতস্য রজতব্যবহারস্য। ন চ রজতমেব শুক্তিকায়াং প্রসঞ্জিতং রজতজ্ঞানেন। ন হি রজতনির্ভাসস্য শুক্তিকালম্বনং যুক্তং অনুভববিরোধাৎ। ন খলু সত্তামাত্রেণালম্বনং অতিপ্রসঙ্গাৎ। সর্ব্বেষামর্থানাং সত্ত্বাবিশেষাদালম্বনত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি কারণত্বেন। ইন্দ্রিয়াদীনামপি কারণত্বাৎ। তথা চ ভাসমানত্বেবালম্বনার্থঃ। ন চ রজতজ্ঞানে শুক্তিকা ভাসত ইতি কথমালম্বনম্। ভাসমানতাভ্যুপগমে বা কথং নানুভববিরোধঃ। অপি চেন্দ্রিয়াদীনাং সমীচীনজ্ঞানোপজননে সামর্থ্যমুপলব্ধমিতি কথমেভ্যো মিথ্যাজ্ঞানসম্ভবঃ। দোষসহিতানাং তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়েঽপি সামর্থ্যমিতি চেৎ ন। দোষাণাং কার্য্যোপজননসামর্থ্যবিঘাতমাত্রে হেতুত্বাৎ। অন্যথা দুষ্টাদপি কুটজবীজাদ্বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ স্বগোচরব্যভিচারে বিজ্ঞানানাং সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং জ্ঞানং সমীচীনমাস্থেয়ম্। তথা চ রজতমিদমিতি চ দ্বে বিজ্ঞানে স্মৃত্যনুভবরূপে। তত্রেদমিতি পুরোবর্ত্তিদ্রব্যমাত্রগ্রহণং দোষবশাৎ তদ্গতশুক্তিত্বসামান্যবিশেষস্যাগ্রহাৎ তন্মাত্রঞ্চ গৃহীতং সৎ সদৃশতয়া সংস্কারোদ্বোধক্রমেণ রজতে স্মৃতিং জনয়তি। সা চ গৃহীত-

(শুক্তি প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীন প্রকাশ, তজ্জন্য তাহাতে রজত প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে)। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, প্রত্যগাত্মা অস্মদ্‌প্রত্যয়ের অতীত সুতরাং তিনি বিষয় নহেন, অবিষয়।

অবিষয় সত্য; অবিষয় হইলেও যে প্রকারে তাহাঁতে বিষয়ের ও বিষয়ধর্ম্মের আরোপ বা অধ্যাস (ভ্রম) হইতে পারে; [উচ্যতে] তাহা বলিতেছি।

অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্র-

গ্রহণস্বভাবাঽপি দোষবশাদ্‌গৃহীততাংশপ্রমোষাদ্ গ্রহণমাত্রমবতিষ্ঠতে। তথা চ রজতস্মৃতেঃ পুরোবর্ত্তিদ্রব্যমাত্রগ্রহণস্য চ মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ ভেদাগ্রহাৎ সন্নিহিতরজতগোচরজ্ঞানসারূপ্যেণ ইদং রজতমিতি ভিন্নে অপি স্মরণগ্রহণে অভেদব্যবহারঞ্চ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঞ্চ প্রবর্ত্তয়তঃ। ক্বচিৎ পুনগ্র হণ এব মিথোগৃহীতভেদে। যথা পীতঃ শঙ্খ ইতি। অত্র হি বিনির্গচ্ছন্নয়নরশ্মিবর্ত্তিনঃ পিত্তদ্রব্যস্য কাচস্যেব স্বচ্ছস্য পীতত্বং গৃহ্যতে। পিত্তন্তু ন গৃহ্যতে। শঙ্খোঽপি দোষবশাৎ শুক্লগুণরহিতঃ স্বরূপমাত্রেণ গৃহ্যতে। তদনয়োর্গুণগুণিনোরসংসর্গাগ্রহসারূপ্যাৎ পীততপনীয়পিণ্ডপ্রত্যয়াবিশেষেণাভেদব্যবহারঃ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশশ্চ। ভেদাগ্রহপ্রসঞ্জিতাভেদব্যবহারবাধনাচ্চ নেদমিতি বিবেকপ্রত্যয়স্য বাধকত্বমপ্যুপপদ্যতে। তদুপপত্তৌ চ প্রাক্তনস্য প্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বমপি লোকসিদ্ধং সিদ্ধং ভবতি। তস্মাৎ যথার্থাঃ সর্ব্বে বিপ্রতিপন্নাঃ সন্দেহবিভ্রমাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ। তদিদমুক্তং যত্র যদধ্যাস ইতি। যস্মিন্ শুক্তিকাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাস ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ নাসাবন্যথাখ্যাতিনিবন্ধনা। কিন্তু গৃহীতস্য রজতাদেস্তৎস্মরণস্য চ গৃহীততাংশপ্রমোষেণ গৃহীতমাত্রস্য। য ইদমিতি পুরোবস্থিতাৎ দ্রব্যমাত্রাৎ তৎপ্রজ্ঞানাচ্চ বিবেকঃ তদগ্রহণনিবন্ধনো ভ্রমঃ। ভ্রান্তত্বঞ্চ গ্রহণস্মরণয়োরিতরেতরসামানাধিকরণ্যব্যপদেশোরজতাদিব্যবহারশ্চেতি। অন্যে তু তত্রাপ্যপরিতুষ্যন্তো যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। অত্রেদমাকূতম্।—অস্তি তাবদ্রজতার্থিনো রজতমিদমিতি প্রত্যয়াৎ পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে প্রবৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশশ্চেতি সার্ব্বজনীনম্। তদেতন্ন তাবদ্‌গ্রহণস্মরণয়োস্তদ্‌গোচরয়োশ্চ

[ন ··অনাত্মাধ্যাসঃ] আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমত নহে। এখন তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্মদ্‌প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে (৮)। আত্মা যখন "অহং" "আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না

(৮) প্রসিদ্ধ=ভাসমানতা বা প্রকাশমানরূপে প্রখ্যাত। অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে। অপরোক্ষ=সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ।

ত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবি-

মিথোভেদাঽগ্রহমাত্রাদ্ভবিতুমর্হতি। গ্রহণনিবন্ধনৌ হি চেতনস্য ব্যবহারব্যপদেশৌ কথমগ্রহণমাত্রাদ্ভবেতাম্। নন্বুক্তং নাগ্রহণমাত্রাৎ কিন্তু গ্রহণস্মরণে এব মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ অগৃহীতভেদে সমীচীনপুরোবস্থিতরজতবিজ্ঞানসাদৃশ্যেনাভেদব্যবহারং সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঞ্চ প্রবর্ত্তয়তঃ। অথ সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োর্গৃহ্যমাণং বা ব্যবহারপ্রবৃত্তিহেতুরগৃহ্যমাণং বা। সত্তামাত্রেণ গৃহ্যমাণেঽপি সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োরিদমিতি রজতমিতি চ জ্ঞানয়োরিতি গ্রহণং অথবা তয়োরেব স্বরূপতো বিষয়তশ্চ মিথো ভেদাগ্রহ ইতি গ্রহণম্। তত্র ন তাবৎ সমীচীনজ্ঞানসদৃশী ইতি জ্ঞানং সমীচীনজ্ঞানবদ্ব্যবহারপ্রবর্ত্তকম্। ন হি গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানং গবার্থিনং গবয়ে প্রবর্ত্তয়তি। অনয়োরেব ভেদাগ্রহ ইতি তু জ্ঞানং পরাহতম্। ন হি ভেদাগ্রহেঽনয়োরিতি ভবতি। অনয়োরিতি গ্রহে ভেদাগ্রহণমিতি চ ভবতি। তস্মাৎ সত্তামাত্রেণ ভেদাগ্রহোঽগৃহীত এব ব্যবহারহেতুরিতি বক্তব্যম্। তত্র কিময়মারোপোৎপাদক্রমেণ ব্যবহারহেতুরাহো অনুৎপাদিতারোপ এব স্বত ইতি। বয়ং তু পশ্যামঃ—চেতনব্যবহারস্যাজ্ঞানপূর্ব্বকত্বানুপপত্তেরারোপজ্ঞানোৎপাদক্রমেণৈবেতি। নন্ চ সত্যং চেতনব্যবহারো নাজ্ঞানপূর্ব্বকঃ কিন্ত্ববিদিতবিবেকগ্রহণস্মরণপূর্ব্বক ইতি। নৈবম্। ন হি রজতপ্রাতিপদিকার্থমাত্রস্মরণং প্রবৃত্তাবুপযুজ্যতে। ইদংকারাস্পদাভিমুখী খলু রজতার্থিনাং প্রবৃত্তিরিত্যবিবাদম্। কথং চাঽয়মিদংকারাস্পদে প্রবর্ত্তেত যদি তু ন তদিচ্ছেৎ। অন্যদিচ্ছত্যন্যৎ করোতীতি ব্যাহতম্। ন চেদিদংকারাস্পদং রজতমিতি জানীয়াৎ কথং রজতার্থী তদিচ্ছেৎ। যদ্যতথাত্বেনাগ্রহণাদিতি ব্রূয়াৎ স চ প্রতিবক্তব্যোঽথ তথাত্বেনাগ্রহণাৎ কস্মান্নোপেক্ষেতেতি। সোঽয়মুপাদানোপেক্ষাভ্যামভিমত আকৃষ্যমাণশ্চেতনোঽব্যবস্থিত ইদংকারাস্পদে রজতসমারোপেণোপাদান এব ব্যবস্থাপ্যত ইতি ভেদাগ্রহঃ সমারোপোৎপাদক্রমেণ চেতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ। তথাহি—ভেদাগ্রহাদিদং-

---

এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। (অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যাকল্পিত "অহং"-উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ অহংজ্ঞানের গোচর বা বিষয় হইয়াছেন। বিবেককালে বা অনধ্যাসকালে

রুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং

কারাস্পদে রজতত্বং সমারোপ্য তজ্জাতীয়স্যোপকারহেতুভাবমনুচিন্ত্য তজ্জাতীয়তয়েদংকারাস্পদে রজতে তমনুমায় তদর্থী প্রবর্ত্ততে ইত্যানুপূর্ব্ব্যং সিদ্ধম্। ন চ তটস্থরজতস্মৃতিরিদংকারাস্পদস্যোপকারহেতুভাবমনুমাপয়িতুমর্হতি। রজতত্বস্য হেতোরপক্ষধর্ম্মত্বাৎ। এক দেশদর্শনং খল্বনুমাপকং ন ত্বনেকদেশদর্শনম্। যথাহুঃ—জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদিতি। সমারোপে ত্বেকদেশদর্শনমস্তি। তৎসিদ্ধমেতদ্বিবাদাধ্যাসিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্ত্তিবস্তুবিষয়ং রজতাদ্যর্থিনস্তত্র নিয়মেন প্রবর্ত্তকত্বাৎ। যৎ যদর্থিনং যত্র নিয়মেন প্রবর্ত্তয়তি তজ্জ্ঞানং তদ্বিষয়ম্। যথোভয়সিদ্ধসমীচীনরজতজ্ঞানম্। তথা চেদং তস্মাত্তথেতি। যচ্চোক্তমনবভাসমানতয়া ন শুক্তিরালম্বনমিতি, তত্র ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং কিং শুক্তিকাত্বস্যেদং রজতমিতি জ্ঞানং প্রত্যনালম্বনত্বমাহোস্বিদ্ দ্রব্যমাত্রস্য পুরঃস্থিতস্য সিতভাস্বরস্য। যদি শুক্তিকাত্বস্যানালম্বনত্বং অদ্ধা উত্তরস্যানালম্বনত্বং ব্রুবাণস্য তবৈবানুভববিরোধঃ। তথাহি— রজতমিদমিত্যনুভবন্নমুং ভবিতা পুরোবর্ত্তিবস্তুঙ্গুল্যাদিনা নির্দ্দিশতি। দৃষ্টঞ্চ দুষ্টানাং কারণানামৌৎসর্গিককার্য্যপ্রতিবন্ধেন কার্য্যান্তরোপজননসামর্থ্যম্। যথা দাবাগ্নিদগ্ধানাং বেত্রবীজানাং কদলীকাণ্ডজনকত্বম্।

তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ। অবিদ্যাকল্পিত অহং যত কাল থাকিবে তত কালই তিনি অহং-বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত অহং-উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পয্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয়। অতএব, যাহা অহংবৃত্তির বিষয়—তাহাতে দেহাদির ও দেহাদির ধর্ম্মের অধ্যাস থাকা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যাহা অবিষয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয় নহে কিরূপে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস বা ভ্রান্তি হইতে পারে? এতদ্রূপ প্রথম আপত্তির বা প্রশ্নের খণ্ডন বা প্রত্যুত্তর হইল। অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর অধ্যাস হয় না, এই দ্বিতীয় আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নহেন, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ। কেন না, জীব মাত্রেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং—আমি এতদ্রূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। অপিচ, এমন নিয়ম নাই যে, যাহা চক্ষুরাদির দ্বারা প্রতীত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তদ্রূপ প্রত্যক্ষেই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইবে, ভ্রম হইবে, অন্যত্র হইবে না। আকাশ তদ্রূপ প্রত্যক্ষ

পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং

ভস্মকদুষ্টস্য চৌদর্য্যস্য তেজসো বহ্বন্নপচনমিতি। প্রত্যক্ষবাধাপহৃত-বিষয়ঞ্চ বিভ্রমাণাং যথার্থত্বানুমানমাভাসোহুতবহানুষ্ণত্বানুমানবৎ। যচ্চোক্তং মিথ্যাপ্রত্যয়স্য ব্যভিচারে সর্ব্বপ্রমাণেষ্বনাশ্বাস ইতি তন্নো-ধকত্বেন স্বতঃ প্রামাণ্যং নাব্যভিচারেণেতি ব্যুৎপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ পরি-হৃতং ন্যায়কণিকায়ামিতি নেহ প্রতন্যতে। দিঙমাত্রং চাস্য স্মৃতিপ্রমো-ষভঙ্গস্যোক্তম্। বিস্তরস্তু ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষায়ামবগন্তব্য ইতি। তদিদমুক্তং—অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনমাচক্ষত ইতি। যত্র শুক্তি কাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাসস্তস্যৈব শুক্তিকাদের্ব্বিপরীতধর্ম্মকল্পনং রজতত্বধর্ম্মকল্পনমিতি যোজনা। ননু সন্তু নাম পরীক্ষকাণাং বিপ্রতি-পত্তয়ঃ প্রকৃতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—সর্ব্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্ম্মকল্প-নাং ন ব্যভিচরতি। অন্যস্যান্যধর্ম্মকল্পনাঽনুগততা, সা চানির্ব্বচনীয়-তেত্যধস্তাদুপপাদিতম্। তেন সর্ব্বেষামেব পরীক্ষকাণাং মতে ঽন্যস্যা-ন্যধর্ম্মকল্পনাঽনির্ব্বচনীয়তাঽবশ্যম্ভাবিনীত্যনির্ব্বচনীয়তা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-ইত্যর্থঃ। অখ্যাতিবাদিভিরকামৈরপি সামানাধিকরণ্যব্যপদেশপ্রবৃত্তি-নিয়মস্নেহাদিদমভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ। ন কেবলমিয়মনুগততা পরীক্ষকা-ণাং সিদ্ধা অপি তু লৌকিকানামপীত্যাহ। তথা চ লোকেঽনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদবভাসত ইতি। ন পুনারজতমিদমিতি শেষঃ। স্যাদেতৎ। অন্যস্যান্যাত্মতাবিভ্রমো লোকসিদ্ধঃ। একস্য ত্বঽভিন্নস্য

নহে, তথাপি উহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস (ভ্রম) দৃষ্ট হয়। বালকেরা অর্থাৎ অজ্ঞ মানবেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তল-মলিনতাদির (৯) অধ্যাস বা আরোপ করিয়া থাকে। অতএব, আত্মা সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাতে অনাত্মার অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির ও বুদ্ধ্যাদিধর্ম্মের অধ্যাস হও-য়ার বাধা নাই।

[তং......সম্বধ্যতে] তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রোক্ত লক্ষণ অধ্যাসকে অর্থাৎ ঐরূপ মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেক দ্বারা বা

(৯) তল=কটাহ-তল। মলিনতা=নীলকান্তি। যখন মেঘ না থাকে, তখনও আকাশকে নিবিড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায়। যেন একখানি নীলকান্তমণির কড়া উপুড় করা আছে। বস্তুতঃ আকাশের রঙ নাই এবং উহা চক্ষুর্গ্রাহ্যও নহে। সুতরাং ঐরূপ বোধ অধ্যাস মূলক অর্থাৎ ভ্রম। অজ্ঞ মানবেরা অবিবেক প্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গোল-তাকে আকাশে আরোপ করিয়া ঐরূপ ভ্রম অনুভব করে। বাচস্পতিমিশ্র বলেন, পৃথিবী যে গোল, তাহা এবম্বিধ ভ্রমপ্রতীতির দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে।

ভেদভ্রমো ন দৃষ্ট ইতি কুতশ্চিদাত্মনোঽভিন্নানাং জীবানাং ভেদবিভ্রম ইত্যত আহ।—একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।

পুনরপি চিদাত্মন্যধ্যাসমাক্ষিপতি—কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যঽবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মাণামিতি। অয়মর্থঃ—চিদাত্মা প্রকাশতে ন বা। ন চেৎ প্রকাশতে কথমস্মিন্নধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্। ন খল্বপ্রতিভাসমানে পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে রজতস্য বা তদ্ধর্ম্মাণাং বা সমারোপঃ সম্ভবতীতি। প্রতিভাসে বা ন তাবদয়মাত্মা জড়ো ঘটাদিবৎ পরাধীনপ্রকাশ ইতি যুক্তম্। ন খলু স এব কর্ত্তা চ কর্ম্ম চ ভবতি বিরোধাৎ। পরসমবেতক্রিয়াফলশালি হি কর্ম্ম। ন চ জ্ঞানক্রিয়া পরসমবায়িনীতি কথমস্যাং কর্ম্ম। ন চ তদেব স্বঞ্চ পরঞ্চ, বিরোধাৎ। আত্মান্তরসমবায়াভ্যুপগমে তু জ্ঞেয়স্যাত্মনোঽনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং তস্য তস্যেত্যনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। স্যাদেতৎ। আত্মা জড়োঽপি সর্ব্বার্থজ্ঞানেষু ভাসমানোঽপি কর্ত্তৈব ন কর্ম্ম। পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাভাবাৎ। চৈত্রবৎ। যথা হি চৈত্র সমবেতক্রিয়য়া চৈত্রনগরপ্রাপ্তাবুভয়সমবেতায়ামপি ক্রিয়মাণায়াং নগরস্যৈব কর্ম্মতা পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাৎ। ন তু চৈত্রস্য ক্রিয়াফলশালিনোঽপি, চৈত্রসমবায়াদ্গমনক্রিয়ায়া ইতি৷ তন্ন। শ্রুতিবিরোধাৎ। শ্রূয়তে হি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। উপপদ্যতে চ। তথাহি—যোঽয়মর্থপ্রকাশঃ ফলং যস্মিন্নর্থশ্চ আত্মা চ প্রথেতে স কিং জড়ঃ স্বয়ং প্রকাশো বা। জড়শ্চেদ্বিষয়াত্মান'বপি জড়াবিতি কস্মিন্ কিং প্রকাশেত অবিশেষাৎ ইতি প্রাপ্তমান্ধ্যমশেষস্য জগতঃ। তথা চাভাণকঃ—

বিচারজনিত প্রজ্ঞা বিশেষের দ্বারা তদ্বস্তুর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া জানেন। ঐ অবিদ্যা বহুল অনর্থের মূল এবং উহারই উচ্ছেদ জন্য বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

[তত্র···সম্বধ্যতে] অধ্যাসের কথিতপ্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হওয়াতে ইহাও স্থির হইতেছে যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস—তাহাতে তাহার দোষ গুণ অল্পমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, অথচ তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পৃষ্ট হয় না, সর্পেও রজ্জুর দোষ গুণ অনুক্রান্ত হয় না। এইরূপ, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ বা সংশ্লিষ্টতা নাই সুতরাং

তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ

"অন্ধস্যেবান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে।" ন চ নিলীনমেব বিজ্ঞানমর্থাত্মানৌ জ্ঞাপয়তি চক্ষুরাদিবদিতি বাচ্যম্। জ্ঞাপনং হি জ্ঞানজননম্। জনিতঞ্চ জ্ঞানং জড়ং সৎ নোক্তদূষণমতিবর্ত্তেতেতি। এবমুত্তরোত্তরাণ্যপি জ্ঞানানি জড়ানীত্যনবস্থা। তস্মাদপরাধীনপ্রকাশা সংবিদুপেতব্যা। তথাপি কিমায়াতং বিষয়াত্মনোঃ স্বভাবজড়য়োঃ। এতদায়াতং যত্তয়োঃ সংবিদজড়েতি। তৎ কিং পুত্রঃ পণ্ডিত ইতি পিতাঽপিপণ্ডিতোঽস্তু। স্বভাব এষ সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশায়া যদর্থাত্মসম্বন্ধিতেতি চেৎ হন্ত পুত্রস্যাপি পণ্ডিতস্য স্বভাব এষ যৎ পিতৃসম্বন্ধিতেতি সমানম্। সহার্থাত্মপ্রকাশে ন সংবিৎপ্রকাশোন ত্বর্থাত্মপ্রকাশং বিনেতি তস্যাঃ স্বভাব ইতি চেৎ তৎ কিং সংবিদো ভিন্নৌ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ। তথা চ ন স্বয়ংপ্রকাশা সংবিৎ ন চ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশ ইতি। অথ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ ন সংবিদোভিদ্যেতে, সংবিদেব তৌ। এবং চেদ্ যাবদুক্তং ভবতি সংবিদাত্মার্থে সহেতি তাবদুক্তং ভবতি সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ সহেতি। তথা চ ন বিবিক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ। ন চাতীতানাগতার্থগোচরায়াঃ সংবিদোঽর্থসহভাবোঽপি। তদ্বিষয়হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিজননাদর্থসহভাব ইতি চেন্ন। অর্থসংবিদ ইব হানাদিবুদ্ধীনামপি তদ্বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। হানাদিজননাদ্ধানাদিবুদ্ধীনামর্থ বিষয়ত্বম্। অর্থবিষয় হানাদিবুদ্ধিজননা চার্থসংবিদস্তদ্বিষয়ত্বমিতি চেৎ তৎ কিং দেহস্য প্রযত্নবদাত্মসংযোগোদেহপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুরর্থে ইত্যর্থপ্রকাশোঽস্তু। জাড্যাদ্দেহাত্মসংযোগো নার্থপ্রকাশ ইতি চেৎ, নন্বয়ং স্বয়ংপ্রকাশোঽপি স্বাত্মন্যেব খদ্যোতবৎপ্রকাশঃ অর্থে তু জড় ইত্যুপপাদিতম্। ন চ প্রকাশস্যাত্মানোবিষয়াঃ। তে হি বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ স্থূলতয়া অনুভূয়ন্তে

কেহ কাহার দোষ গুণে লিপ্ত হয় না। [তং…পরাণি] প্রমাণব্যবহার, প্রমেয়ব্যবহার, অহংমমাদি-জ্ঞান-ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক যে কোন ব্যবহার, সমস্তই ঐ অবিদ্যা নামক আত্মানাত্মার পরস্পরাধ্যাস হইতে উৎপন্ন ও নির্ব্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধি শাস্ত্র, সমস্ত নিষেধ শাস্ত্র, সমুদয় মোক্ষ শাস্ত্র, সমস্তই অবিদ্যাপর অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অবিদ্যা-প্রতিপাদক। অবিদ্যা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মানাত্মার অধ্যাস ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অতএব, আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর পরস্পরে অধ্যস্ত

সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।

প্রকাশশ্চায়মান্তরো ঽস্থূলো ঽনণুরহ্রস্বোঽদীর্ঘশ্চেতি প্রকাশতে। তস্মাচ্চন্দ্রে অনুভূয়মান ইব দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ স্বপ্রকাশাদন্যোঽর্থোঽনির্ব্বচনীয় এবেতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ন চাস্য প্রকাশস্যাজানতঃ স্বলক্ষণভেদো ঽনুভূয়তে। ন চানির্ব্বাচ্যার্থভেদঃ প্রকাশং নির্ব্বাচ্যং ভেত্তুমর্হতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চার্থানামপি পরস্পরং ভেদঃ সমীচীনজ্ঞানপদ্ধতিমধ্যাস্তে ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে। তদয়ং প্রকাশ এব স্বয়ংপ্রকাশ একঃ কূটস্থো নিত্যোনিরংশঃ প্রত্যগাত্মা ঽশক্যনির্ব্বচনীয়েভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্ব্বচনীয়মঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যঙ্ স চাত্মেতি প্রত্যগাত্মা। স চাপরাধীনপ্রকাশত্বাদনংশত্বাচ্চাবিষয়স্তস্মিন্নধ্যাসো বিষয়ধর্ম্মাণাং দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মাণাং কথং, কিমাক্ষেপে। অযুক্তোঽয়মধ্যাস ইত্যাক্ষেপঃ কস্মাদয়মযুক্ত ইত্যত আহ।—সর্ব্বোহি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি। এতদুক্তং ভবতি।—যৎ পরাধীনপ্রকাশমংশবচ্চ তৎসামান্যাংশগ্রহে কারণদোষবশাচ্চ বিশেষাগ্রহে ঽন্যথা প্রকাশতে। প্রত্যগাত্মা ত্বপরাধীনপ্রকাশতয়া ন স্বজ্ঞানে কারণান্যপেক্ষতে। যেন তদাশ্রয়ৈর্দ্দোষৈর্দূষ্যেত। ন চাংশবান্, যেন কশ্চিদস্যাংশোগৃহ্যেত কশ্চিন্ন গৃহ্যেত। ন হি তদেব তদানীমেব তেনৈব গৃহীতমগৃহীতঞ্চ সম্ভবতীতি ন স্বয়ংপ্রকাশপক্ষেঽধ্যাসঃ। সদাতনেঽপ্যপ্রকাশে পুরোঽবস্থিতত্বস্যাপরোক্ষত্বস্যাভাবান্নাধ্যাসঃ। ন হি শুক্তাবপুরঃস্থিতায়াং রজতমধ্যস্যতীদং রজতমিতি। তস্মাদত্যন্তগ্রহেঽত্যন্তাগ্রহে চ নাধ্যাস ইতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। অবিষয়ত্বে হি চিদাত্মনোনাধ্যাসঃ বিষয় এব তু চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়স্য, তৎ কথং নাধ্যাস ইত্যত আহ।—যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। বিষয়ত্বে হি চিদাত্মনোঽন্যো বিষয়ী ভবেৎ। তথা চ যো বিষয়ী স এব চিদাত্মা বিষয়স্তু ততো ঽন্যো

হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতদন্তর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি লৌকিক ব্যবহার সকল নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছে।

[কথং...চেতি] যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল অবিদ্যাবদ্বিষয় কেন? অর্থাৎ অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অধিকারভুক্ত কেন? উহাও যে অধ্যাসমূলক তাহা তোমায় কে বলিল? অথবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয়ই হয়, তাহ'

উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বানুপ-পত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্য-

যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরোঽভ্যুপেয়ঃ। তস্মাদনাত্মত্বপ্রসঙ্গাদনধ্যাসপরিহারায় যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতত্বম্। অতএবাবিষয়ত্বমাত্মনোঽবক্তব্যম্। তথা চ নাধ্যাস ইত্যর্থঃ।

পরিহরতি।—উচ্যতে। ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয় ইতি। কুতঃ। অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ। অয়মর্থঃ।—সত্যং প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রকাশত্বাদবিষয়োঽনংশশ্চ। তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিতবুদ্ধিমনঃসূক্ষ্ম স্থূলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদেনানবচ্ছিন্নোঽপি বস্তুতোঽবচ্ছিন্ন ইবাভিন্নোঽপি ভিন্ন ইবাঽকর্ত্তাপি কর্ত্তেব অভোক্তাপি ভোক্তেব অবিষয়োপ্যস্মৎ-প্রত্যয় বিষয় ইব জীবভাবমাপন্নোঽবভাসতে। নভ ইব ঘট মণিক মল্লিকাদ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিবানেকবিধধর্ম্মকমিবেতি। ন হি চিদেকরসস্যাত্মনশ্চিদংশে গৃহীতে ঽগৃহীতং কিঞ্চিদস্তি। ন খল্বানন্দনিত্যত্ব বিভুত্বাদয়োঽস্য চিদ্রূপাদ্বস্তুতো ভিদ্যন্তে যেন তদগ্রহেন গৃহ্যেরন্। গৃহীতা এব তু কল্পিতেন ভেদেন ন বিবেচিতা ইত্যগৃহীতা ইবাভান্তি। ন চাত্মনো বুদ্ধ্যাদিভ্যোভেদস্তাত্ত্বিকো যেন চিদাত্মনি গৃহ্যমাণে সোঽপি গৃহীতো ভবেৎ। বুদ্ধ্যাদীনামনির্ব্বাচ্যত্বেন তদ্ভেদস্যাপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। তস্মাচ্চিদাত্মনঃ স্বয়ংপ্রকাশস্যৈবাঽনবচ্ছিন্নস্যাবচ্ছিন্নেভ্যোবুদ্ধ্যাদিভ্যো-ভেদাগ্রহাৎ তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি। তস্য চানিদমিদমাত্মনোঽস্মৎ প্রত্যয়বিষয়ত্বমুপপদ্যতে। তথাহি।—কর্ত্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহংপ্রত্যয়ে প্রত্যবভাসতে। ন চোদাসীনস্য তস্য ক্রিয়াশক্তির্ভোগশক্তির্ব্বা সম্ভবতি। যস্য চ বুদ্ধ্যাদেঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য ক্রিয়াভোগশক্তী ন তস্য চৈতন্যম্। তস্মাচ্চিদাত্মৈব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন গ্রথিতো লব্ধক্রিয়াভোগ-শক্তিঃ স্বয়ম্প্রকাশোঽপি বুদ্ধ্যাদিবিষয়বিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিদস্মৎপ্রত্যয়বি-ষয়ো ঽহংকারাস্পদো জীব ইতি চ জন্তুরিতি চ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে।

হইলে, ঐ সকল কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? [উচ্যতে] বলিতেছি, অর্থাৎ এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি।

[দেহে···শাস্ত্রাণি চ] ভাবিয়া দেখ, দেহের উপর, ইন্দ্রিয়াদির উপর, অহংমমাদি জ্ঞান ন্যস্ত না হইলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অভিমানবর্জ্জিত হইলে প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না বা কর্ত্তৃত্বাদি জীবভাব থাকে না। প্রমাতৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, দেহাদির প্রতি অহংমমাদিজ্ঞান না থাকিলে,

ক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ

ন খলু জীবশ্চিদাত্মনোভিদ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি। তস্মাচ্চিদাত্মনোঽব্যতিরেকাজ্জীবঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽপ্যহংপ্রত্যয়েন কর্ত্তৃভোক্তৃ-তয়া ব্যবহারযোগ্যঃ ক্রিয়ত ইত্যহংপ্রত্যয়ালম্বনমুচ্যতে। ন চাধ্যাসে সতি বিষয়ত্বং বিষয়ত্বে চাধ্যাস ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি সাম্প্রতম্। বীজাঙ্কুর-বদনাদিত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাধ্যাসতদ্বাসনাবিষয়ীকৃতস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসবিষয়ত্বা বিরোধাদিত্যুক্তং নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহার ইতি ভাষ্যগ্রন্থেন। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয় ইতি। জীবো হি চিদাত্মতয়া স্বয়ংপ্রকাশ-তয়া অবিষয়োপ্যৌপাধিকেন রূপেণ বিষয় ইতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ। ন বয়মপরাধীনপ্রকাশতয়া অবিষয়ত্বেনাধ্যাসমপাকুর্ম্মঃ। কিন্তু প্রত্যগাত্মা ন স্বতো নাপি পরতঃ প্রথত ইত্যবিষয় ইতি ব্রূমঃ। তথা চ সর্ব্বথাঽপ্রথমানে প্রত্যগাত্মনি কুতোঽধ্যাস ইত্যত আহ—অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। প্রতীচ আত্মনঃ প্রসিদ্ধিঃ প্রথা তস্যা অপরোক্ষত্বাৎ। যদ্যপি প্রত্যগাত্মনি নান্যা প্রথাস্তি, তথাপি ভেদোপচারঃ। যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি। এত-দুক্তং ভবতি।—অবশ্যং চিদাত্মা অপরোক্ষোঽভ্যুপেতব্যস্তদপ্রথায়াং সর্ব্বস্যাঽ

অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির (চক্ষুরাদির) প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে না। ইন্দ্রিয়গণও নিরাশ্রয়ে অর্থাৎ দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন কার্য্য করিতে পারে না। (ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ অহং মমাদি জ্ঞান বর্জ্জিত হইলে, কি দিয়া কি প্রকারে দেখিবে ও শুনিবে? এবং শরীর ভুলিয়া গেলে ইন্দ্রিয়েরাই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন আপন কার্য্য করিবে?) যে দেহে অহংমমাদির অধ্যাস নাই, অর্থাৎ যে দেহে অহংমমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন্ জীব কি কার্য্য সাধন করিতে পারে? কোন্ ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্যাপার থাকে (১০)। অতএব, যখন ঐরূপ ঐরূপ

---

(১০) সুপ্ত মূর্চ্ছাদিকালে শরীরাদিতে অহং-মম-জ্ঞান বা অভিমান থাকে না। তৎ-কারণে তৎকালে প্রমাতৃত্ব বা জীবভাব লুপ্ত থাকে। ইন্দ্রিয়গণও তখন নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্যা-পার থাকে। ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অসঙ্গ চেতন পরমাত্মা অহংবৃত্তির-যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গ সকলকে পরিচালন করিতেছেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও জীবাশ্রিত।

ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নসতি অসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি

প্রথনেন জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গাদিত্যুক্তম্। শ্রুতিশ্চাত্রভবতি—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি। তদেবং পরমার্থপরিহারমুক্ত্বা অভ্যুপেত্যাপি চিদাত্মনঃ পরোক্ষতাং প্রৌঢ়বাদিতয়া পরিহারান্তরমাহ—ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোবস্থিত এব—(অপরোক্ষ এব) বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। কস্মাদয়ং ন নিয়ম ইত্যত আহ।—অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। হির্যস্মাদর্থে। নভো হি দ্রব্যং সৎ রূপস্পর্শবিরহান্ন বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষম্। নাপি মানসং মনসা ঽসহায়স্য বাহ্যে ঽপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদপ্রত্যক্ষম্! অথ চ তত্র বালা অবিবেকিনঃ পরদর্শিতদর্শিনঃ কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুক্লত্বমারোপ্য নীলোৎপলপলাশশ্যামমিতি বা রাজহংসমালাধবলমিতি বা নির্ব্বর্ণয়ন্তি। তত্রাপি পূর্ব্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পরত্র নভসি স্মৃতিরূপোঽবভাস ইতি। এবং তদেব তলমধ্যস্যন্তি অবাঙ্মুখীভূতং মহেন্দ্রনীলমণিময়মহাকটাহকল্পমিত্যর্থঃ। উপসংহরতি—এবমিতি—উক্তেন প্রকারেণ। সর্ব্বাক্ষেপপরিহারাৎ। অবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মনাং বুদ্ধ্যাদীনাং অধ্যাসঃ। নহু সন্তি চ সহস্রমধ্যাসাস্তৎ কিমর্থময়মেবাধ্যাস আক্ষেপসমাধানাভ্যাং ব্যুৎপাদিতো নাধ্যাসমাত্রমিত্যত আহ।—"তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে"। অবিদ্যা হি সর্ব্বানর্থবীজমিতি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। তদুচ্ছেদায়-

---

অধ্যস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং কর্ত্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্তিও থাকে না, তখন ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত। অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্পিত। (বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি শাস্ত্র, তদ্‌ঘটিত ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যামূলক, অধ্যাসমূলক, সুতরাং উহাদের ব্যবহারিক প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্ত্বিক প্রামাণ্য বা পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক-ব্যবহার অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই থাকে সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকাল পর্য্যন্ত থাকে, ইহা অঙ্গীকৃত হয়)। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারে প্রবৃত্ত

চেতি। পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে

বেদান্তাঃ প্রবৃত্তা ইতি বক্ষ্যতি। প্রত্যগাত্মন্যনাত্মাধ্যাস এব সর্ব্বানর্থহেতুর্ন পুনারজতাদিবিভ্রমা ইতি স এবাবিদ্যা তৎস্বরূপঞ্চাবিজ্ঞাতং ন শক্যমুচ্ছেত্তু-মিতি তদেব ব্যুৎপাদ্যং নাধ্যাসমাত্রম্। অত্র চ এবংলক্ষণমিত্যেবংরূপতয়া-ঽনর্থহেতুতোক্তা। যস্মাৎ প্রত্যগাত্মন্যশনায়াদিরহিতে ঽশনায়াদ্যুপেতান্তঃ-করণাদ্যহিতারোপেণ প্রত্যগাত্মানমদুঃখং দুঃখাকরোতি, তস্মাদনর্থহেতুঃ। ন চৈবং পৃথগ্জনা অপি মন্যন্তেঽধ্যাসং, যেন ন ব্যুৎপাদ্যেত ইত্যত উক্তং পণ্ডিতা মন্যন্তে। নন্বিয়মনাদিরতিনিরূঢ়নিবিড়বাসনানুবিদ্ধা ঽবিদ্যা ন শক্যা নিরোদ্ধু মুপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ।— "তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং" নির্ব্বিচিকিৎসং জ্ঞানং "বিদ্যামাহুঃ" পণ্ডিতাঃ প্রত্যগাত্মনি খল্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ্যাদিভ্যো বুদ্ধ্যাদিভেদাগ্রহনি-মিত্তো বুদ্ধ্যাদ্যাত্মত্বতদ্ধর্ম্মাধ্যাসঃ। তত্র শ্রবণমননাদিভির্যদ্বিবেকবিজ্ঞানং তেন বিবেকাগ্রহে নিবর্ত্তিতে অধ্যাসাপবাধাত্মকং বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যা চিদাত্মরূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। অতিনিরূঢ়নিবিড়-বাসনানুবিদ্ধাঽবিদ্যা বিদ্যয়া অপবাধিতাঽপি স্ববাসনাবশাৎ পুনরুদ্ভবিষ্যতি, প্রবর্ত্তয়িষ্যতি চ বাসনাদিকার্য্যং স্বোচিতমিত্যত আহ।—"তত্রৈবং সতি" এবংভূতবস্তুতত্ত্বাবধারণে সতি। "যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে"। অন্তঃকরণাদিদোষেণাশনায়াদিনা চিদাত্মা চিদাত্মনোগুণেন চৈতন্যানন্দাদিনাঽন্তকরণাদি ন সম্বধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—তত্ত্বাবধারণাভ্যাসস্য হি স্বভাব এষ স তাদৃশো যদনাদিমপি

আছে, এমত নহে। জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাঁহাদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহারাও ব্যবহারকালে ঐরূপ ঐরূপ অধ্যস্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

[পশ্বা...অবিশেষাৎ] ব্যবহার বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও পশুদিগের সহিত সমান—তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই। অর্থাৎ পশুরা যেমন অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানীরাও তদ্রূপ অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করেন। অধ্যাস ব্যতীত কাহারও কোন ব্যব-হার চলিতে বা থাকিতে পারে না।

[যথা...বর্ত্তন্তে] শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদির সম্বন্ধ হইলে পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে পারে এবং জানিবার পর তাহারা

ততোনিবর্ত্তন্তে অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তু-ময়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তীতি,

নিরূঢ়নিবিড়বাসনমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি। তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবোধিয়াম্। যদাহুর্ব্বাহ্যা অপি। "নিরুপদ্রবভুতার্থ-স্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো যত্নবত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাতত" ইতি। বিশেষতস্তু চিদাত্মস্বভাবস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাত্যন্তান্তরঙ্গস্য কুতো ঽনির্ব্বাচ্যয়া ঽবিদ্যয়া বাধ ইতি। যদুক্তং "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য বিবেকাগ্রহাদধ্যস্যাহমিদং মমেদমিতি লোকব্যবহার" ইতি, তত্র ব্যপদেশলক্ষণো ব্যবহারঃ কণ্ঠোক্তঃ। ইতিশব্দসূচিতং লোকব্যবহারমাদর্শয়তি।—"তমেতমবিদ্যাখ্য" মিতি। নিগদব্যাখ্যাতম্।

আক্ষিপতি।—"কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি"। তত্ত্বপরিচ্ছেদো হি প্রমা বিদ্যা, তৎসাধনানি প্রমাণানি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণি। নাবিদ্যাবন্তং প্রমাণান্যাশ্রয়ন্তি, তৎকার্য্যস্য বিদ্যায়া অবিদ্যাবিরোধিত্বাদিতি ভাবঃ। সন্তু বা প্রত্যক্ষাদীনি সংবৃত্ত্যাপি যথা তথা, শাস্ত্রাণি তু পুরুষহিতানুশাসনপরাণ্যবিদ্যাপ্রতিপক্ষতয়া নাবিদ্যাবদ্বিষয়াণি ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ।—"শাস্ত্রাণি চেতি।"

সমাধত্তে।—"উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহংমমাভিমানহীনস্য" তাদাত্ম্যতদ্ধর্ম্মধ্যাসহীনস্য "প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ সত্যাং প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"। অয়মর্থঃ।—প্রমাতৃত্বং হি প্রমাম্প্রতি কর্ত্তৃত্বম্। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যঞ্চ প্রমাতুরিতরকারকাপ্রযোজ্যস্য সমস্তকারকপ্রযোক্তৃত্বম্। তদনেন প্রমাকরণং প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রয়োক্তুমর্হতি। ন চ কূটস্থনিত্যশ্চিদাত্মা ঽপরিণামী স্বতোব্যাপারবান্। তস্মাৎ ব্যাপারবদ্বুদ্ধ্যাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ ব্যাপারবত্তয়া প্রমাণমধিষ্ঠাতুমর্হতীতি ভবত্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বমবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানামিতি। অথ মা প্রবর্ত্তিষত প্রমাণানি কিং নশ্ছিন্নমিত্যত আহ।—ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ব্যবহ্রিয়তে ঽনেনেতি ব্যবহারঃ ফলং প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণানাং ফলমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণীতি ইন্দ্রিয়লিঙ্গাদীনীতি দ্রষ্টব্যম্। দণ্ডিনো-

যেমন অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়—প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হয়—জ্ঞানীরাও তদ্রূপ ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পর তাহাঁরাও প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হন। [যথা...ব্যবহারঃ] পশুরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মনুষ্যকে আপনার অভিমুখে

এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্ত্তন্তে তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ

গচ্ছন্তীতিবৎ। এবং হি প্রত্যক্ষাদীন্যুপপদ্যন্তে। ব্যবহারক্রিয়য়া চ ব্যবহার্য্যাক্ষেপাৎ সমানকর্ত্তৃকতা। অমুপাদায় যো ব্যবহার ইতি যোজনা। কিমিতি পুনঃপ্রমাতোপাদত্তে প্রমাণানি, অথ স্বয়মেব কস্মান্ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যত আহ।—"ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ" প্রমাণানাং ব্যাপারঃ সম্ভবতি। ন জাতু করণান্যনধিষ্ঠিতানি কর্ত্তা স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়ন্তে। মাভূৎ কুবিন্দরহিতেভ্যো বেমাদিভ্যঃ পটোৎপত্তিরিতি। অথ দেহ এবাধিষ্ঠাতা কস্মান্ন ভবতি? কৃতমত্রাত্মাধ্যাসেনেত্যত আহ।—"ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে।" সুষুপ্তেঽপি ব্যাপারপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ। যথা ঽনধ্যস্তাত্মভাবং বেমাদিকং কুবিন্দো ব্যাপারয়ন্ পটস্য কর্ত্তা এবমনধ্যস্তাত্মভাবং দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারয়ন্ ভবিষ্যতি তদভিজ্ঞঃ প্রমাতা ইত্যত আহ! "ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্" ইতরেতরাধ্যাসে ইতরেতরধর্ম্মাধ্যাসে চাসত্যাত্মনো ঽসঙ্গস্য সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বধর্ম্মধর্ম্মিবিমুক্তস্য প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ব্যাপারবন্তো হি কুবিন্দাদয়ো বেমাদীনধিষ্ঠায় ব্যাপারয়ন্তি। অনধ্যস্তাত্মভাবস্য তু দেহাদিষ্বাত্মনো ন ব্যাপারযোগোঽসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ। অতশ্চাধ্যাসাশ্রয়াণি প্রমাণানীত্যাহ।—"ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি।" প্রমায়াং খলু ফলে স্বতন্ত্রঃ প্রমাতা ভবতি। অন্তঃকরণপরিণামভেদশ্চ প্রমেয়প্রবণঃ কর্ত্তৃস্থশ্চিৎস্বভাবঃ প্রমা কথঞ্চ জড়স্যান্তঃকরণস্য পরিণামশ্চিদ্রূপোভবেৎ যদি চিদাত্মা তত্র নাধ্যস্যেত। কথঞ্চৈষ চিদাত্মকর্ত্তৃকোভবেৎ যদ্যন্তঃকরণং ব্যাপারবচ্চিদাত্মনি নাধ্যস্যেত। তস্মাদিতরেতরাধ্যাসাচ্চিদাত্মকর্ত্তৃস্থং প্রমাফলং সিধ্যতি। তৎসিদ্ধৌ চ প্রমাতৃত্বম। তামেব চ প্রমামুররীকৃত্য প্রমাণস্য প্রবৃত্তিঃ। প্রমাতৃত্বেন চ প্রমোপলক্ষ্যতে। প্রমায়াঃ ফলস্যাভাবে প্রমাণং ন প্রবর্ত্তেত। তথা চ প্রমাণমপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ। উপসংহরতি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি। স্যাদেতৎ। ভবতু পৃথগ্জনানামেবম্। আগমোপপত্তিপ্রতিপন্নপ্রত্যগাত্মতত্ত্বানাং ব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা দৃশ্যন্ত ইতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রমাণা-

আসিতে দেখিলে "এ আমায় মারিতে আসিতেছে" ভাবিয়া পলায়ন করে এবং তৃণপূর্ণহস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাঁহার অভিমুখীন হয়, সেই রূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনাব অভিমুখে রোষকষায়িতনেত্রে খড়্গাহস্ত

পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবা-
বিবেকপূর্ব্বকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাদ্‌ব্যু-

নীত্যত আহ।—"পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" ইতি। বিদন্তু নামাগমোপপত্তিভ্যাং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো ভিন্নং প্রত্যগাত্মানং, প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে তু প্রাণভৃন্মাত্রধর্ম্মান্নাতিবর্ত্তন্তে। যাদৃশো হি পশুশকুন্তাদীনামবিপ্রতিপন্নমুগ্ধভাবানাং ব্যবহারস্তাদৃশোব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং দৃশ্যতে। তেন তৎসামান্যাত্তেষামপি ব্যবহারসময়ে ঽবিদ্যাবত্ত্বমনুমেয়ম্। চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। উক্তশঙ্কানিবর্ত্তনসহিতপূর্ব্বোক্তোপপত্তিরবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং প্রমাণানাং সাধয়তীত্যর্থঃ। এতদেব বিভজতে "যথা হি পশ্বাদয় ইতি।" অত্র চ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতীতি প্রত্যক্ষং প্রমাণং দর্শিতম্। শব্দাদিবিজ্ঞান ইতি তৎফলমুক্তম্। প্রতিকূল ইতি চানুমানফলম্। তথাহি।—শব্দাদিস্বরূপমুপলভ্য তজ্জাতীয়স্য প্রতিকূলতামনুস্মৃত্য তজ্জাতীয়তয়োপলভ্যমানস্য প্রতিকূলতামনুমিমীত ইতি। উদাহরতি।—"যথা দণ্ডেতি" শেষমতিরোহিতার্থম্। স্যাদেতৎ। ভবন্তু প্রতক্ষাদীন্যবিদ্যাবদ্বিষয়াণি। শাস্ত্রন্তু জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি ন দেহাত্মাধ্যাসেন প্রবর্ত্তিতুমর্হতি। অত্র খল্বামুষ্মিকফলোপভোগযোগ্যো ঽধিকারী প্রতীয়তে। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্। "শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ তস্মাৎ স্বয়ংপ্রয়োগে স্যাদিতি।" ন চ দেহাদি ভস্মীভূতং পারলৌকিকায় ফলায কল্পত ইতি দেহাদ্যতিরিক্তং কঞ্চিদধিকারিণমাক্ষিপতি শাস্ত্রং তদবগমশ্চ বিদ্যেতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়ং শাস্ত্রমিত্যাশঙ্কাহ।—শাস্ত্রীয়ে ত্বিতি। তু-শব্দঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারাদ্ভিনত্তি শাস্ত্রীয়ম্। অধিকারশাস্ত্রং হি স্বর্গকামস্য পুংসঃ পরলোকসম্বন্ধং বিনা ন নির্ব্বহতীতি তাবন্মাত্রমাক্ষিপেৎ, ন ত্বস্যাসংসারিত্বমপি, তস্যাধিকারে ঽনুপযোগাৎ। প্রত্যুতৌপনিষদস্য পুরুষস্যাকর্ত্তুরভোক্তুরধিকারবিরোধাৎ। প্রযোক্তা হি কর্ম্মণঃ কর্ম্মজনিত ফলভোগভাগী কর্ম্মণ্যধিকারী স্বামী ভবতি। তত্র কথমকর্ত্তা অপ্রযোক্তা কথং বা অভোক্তা কর্ম্মজনিতফলভোগভাগী। তস্মাদনাদ্যবিদ্যালব্ধকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বব্রাহ্মণত্বাদ্যভিমানিনং নরমধিকৃত্য বিধি-

পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তদ্বিপরীত দেখিলে তাহাঁর অভিমুখীন হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই পশুদিগের সহিত সমান; কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

[পশ্বা...নিশ্চীয়তে] পশুদিগের প্রত্যক্ষাদিব্যবহার অবিদ্যামূলক বা

পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ পত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে। শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি,

নিষেধশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে। এবং বেদান্তা অপ্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়া এব। ন হি প্রমাত্রাদিবিভাগাদৃতে তদর্থাধিগমঃ। তে ত্ববিদ্যাবন্তমনুশাসন্তো নির্মৃষ্টনিখিলাবিদ্যমনুশিষ্টং স্বরূপে ব্যবস্থাপয়ন্তীত্যেতাবানেষাং বিশেষঃ। তস্মাদবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়াণ্যেব শাস্ত্রাণীতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। যদ্যপি বিরোধানুপযোগাভ্যামৌপনিষদঃ পুরুষো ঽধিকারে নাপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপনিষদ্ভ্যোঽবগম্যমানঃ শক্নোত্যধিকারং নিরোদ্ধুম্। তথা চ পরম্পরাপহতার্থত্বেন কৃৎস্ন এব বেদঃ প্রামাণ্যমপজহ্যাদিত্যত আহ।—প্রাক্ চ তথাভূতাত্মেতি। সত্যমৌপনিষদপুরুষাধিগমোঽধিকারবিরোধী, তস্মাত্তু পুরস্তাৎ কর্ম্মবিধয়ঃ স্বোচিতং ব্যবহারং নির্ব্বহন্তো নানুপজাতেন ব্রহ্মজ্ঞানেন শক্যা নিরোদ্ধুম্। ন চ পরম্পরাপহতিঃ। বিদ্যাবিদ্যাবৎপুরুষভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। যথা ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সাধ্যাংশনিষেধেঽপি শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেতি শাস্ত্রং প্রবর্ত্তমানং ন হিংস্যাদিত্যনেন ন বিরুধ্যতে। তৎ কস্য হেতোঃ, পুরুষভেদাদিতি। অবজিতক্রোধারাতয়ঃ পুরুষা নিষেধেঽধিক্রিয়ন্তে, ক্রোধারাতিবশীকৃতাস্তু শ্যেনাদিশাস্ত্র ইতি। অবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং নাতি-

অজ্ঞানকৃত, ইহা সকলেরই জানা আছে এবং তাহার স্থিরতাও আছে (১১)। ব্যবহার মাত্রেই সমান সুতরাং জ্ঞানীর ব্যবহারও পাশব-ব্যবহারের সহিত সমান। পশুরা যেরূপে ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইরূপে ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাহা দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং ব্যবহারকালে নিশ্চিত তাঁহাদের অধ্যাস থাকে। (১২)

(শাস্ত্রী...বিরোধাচ্চ) যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (যজ্ঞাদিকার্য্যে) বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারীরাই অর্থাৎ জ্ঞানি-মনুষ্যেরাই অধিকারী ; কেন না, আপ-

(১১) পশুদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞান আছে পরন্তু তাহাদের তদ্বিষয়ক বিবেক জ্ঞান নাই। বিবেক জ্ঞান উপদেশ লভ্য ; উপদেশ না থাকায় তাহাদের বিবেক-জ্ঞান নাই।

(১২) যখন যখন অধ্যাস—তখন তখনই ব্যবহার,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। সুষুপ্তিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস (অহংজ্ঞান) থাকে না, সুতরাং তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে না। জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, সেই জন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে। জ্ঞানীরা যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহাদের অধ্যাস থাকে না, অর্থাৎ তখন তাঁহারা দেহাদি হইতে বিবিক্ত হন ; এজন্য, তৎকালে তাঁহাদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত থাকে।

ন বেদান্তবেদ্যমশনায়াদ্যতীতমপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদমসংসা-
র্য্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে। অনুপযোগাদধিকারে বিরো-
ধাচ্চ।

বর্ত্তত ইতি যদুক্তং তদেব স্ফোরয়তি।—তথাহীতি। তত্র বর্ণাধ্যাসঃ,—রাজা রাজসূয়েন যজেতেত্যাদিঃ। আশ্রমাধ্যাসঃ,—গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেদিত্যাদিঃ। বয়োধ্যাসঃ—কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীতেত্যাদিঃ। অবস্থাধ্যাসঃ অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণত্যাগ ইতি। আদিগ্রহণং মহাপাতকোপপাতকসঙ্করীকরণাপাত্রীকরণমলিনীকরণাদ্যধ্যাসোপসংগ্রহার্থম্। তদেবমাত্মানাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যাসমাক্ষেপসমাধানাভ্যামুপপাদ্য প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারপ্রবর্ত্তনেন চ দৃঢ়ীকৃত্য তস্যানর্থহেতুতামুদাহরণপ্রপঞ্চনেন প্রতিপাদয়িতুং তৎস্বরূপমুক্তং স্মারয়তি।—অধ্যাসোনাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্য-বোচাম ইতি। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস ইত্যস্য সংক্ষেপাভিধানমেতৎ। তত্রাহমিতি ধর্ম্মিতাদাত্ম্যাধ্যাসমাত্রং মমেত্যনুৎপাদিতধর্ম্মাধ্যাসং নানর্থহেতু-রিতি ধর্ম্মাধ্যাসমেব মমকারং সাক্ষাদশেষানর্থসংসারকারণমুদাহরণপ্রপঞ্চ-নাহ।—তদ্‌যথা, পুত্রভার্য্যাদিষু ইতি। দেহতাদাত্ম্যমাত্মন্যধ্যস্য দেহধর্ম্মং পুত্রকলত্রাদিস্বাম্যং কৃশত্বাদিঞ্চারোপ্যাহাহমেব বিকলঃ সকল ইতি। স্বস্য খলু সাকল্যেন স্বাম্যসাকল্যাৎ স্বামীশ্বরঃ সকলঃ সম্পূর্ণো ভবতি। তথা স্বস্য বৈকল্যেন স্বাম্যবৈকল্যাৎ স্বামীশ্বরো বিকলো ঽসম্পূর্ণো ভবতি। বাহ্যধর্ম্মা যে বৈকল্যাদয়ঃ স্বাম্যপ্রণালিকয়া সঞ্চারিতাঃ শরীরে তানাত্মন্য-ধ্যস্যতীত্যর্থঃ। যদা চ পরোপাধ্যপেক্ষে দেহধর্ম্মে স্বাম্যে ইয়ং গতিস্তদা কৈব কথা অন্যোপাধিকেষু দেহধর্ম্মেষু কৃশত্বাদিষ্বিত্যাশয়বানাহ। তথা দেহধর্ম্মানি তি। দেহাদপ্যন্তরঙ্গাণামিন্দ্রিয়াণামধ্যস্তাত্মভাবানাং ধর্ম্মান্ মূকত্বাদীংস্ততো ঽপ্যন্তরঙ্গস্যান্তঃকরণস্যাধ্যস্তাত্মভাবস্যধর্ম্মান্ কামসংকল্পাদীনাত্মন্যধ্যস্যতীতি যোজনা। তদনেন প্রপঞ্চেন ধর্ম্মাধ্যাসমুক্ত্বা তস্য মূলং ধর্ম্ম্যধ্যাসমাহ।—"এবমহম্প্রত্যযিনম্" অহম্প্রত্যয়ো বৃত্তির্যস্মিন্নন্তঃকরণাদৌ সোঽয়মহম্প্রত্যয়ী

নার বা আত্মার পরলোকসম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত তদ্রূপ ব্যবহারে (যজ্ঞাদিতে) প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি, সেই সেই ব্যবহারে আধ্যাসিক জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য ক্ষুৎপিপাসাদিধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণত্বাদি-জাতিভেদশূন্য অথণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই (প্রয়োজন হয় না)। কেন-না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ঐ অধিকারের (শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যের) একান্ত অনুপযুক্ত ও বিরোধী।

প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যা-বদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথাহি—ব্রাহ্মণোযজেতেত্যাদীনি

"প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য" তদনেন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে উপপাদিতে। চৈতন্যমুপপাদয়তি।—"তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণ" অন্তঃকরণাদি-বিপর্য্যয়েণ, অন্তঃকরণাদ্যচেতনং তস্য বিপর্য্যয়ঃ চৈতন্যং তেন। ইত্থম্ভূত-লক্ষণে তৃতীয়া। "অন্তকরণাদিষ্বধ্যস্যতি।" তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ প্রত্যগাত্মা ইদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কর্ত্তা ভোক্তা কার্য্যকারণাবিদ্যাদ্বয়াধ্যস্তো-হহংকারাস্পদং সংসারী সর্ব্বানর্থসম্ভারভাজনং জীবাত্মা ইতরেতরাধ্যাসো-পাদানস্তদুপাদানশ্চাধ্যাস ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবন্নেতরেতরাশ্রয়ত্বমিত্যুক্তং ভ-বতি। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারদৃঢ়ীকৃতমপি শিষ্যহিতায় স্বরূপাভিধানপূর্ব্বকং সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষতয়াহধ্যাসং সুদৃঢ়ীকরোতি।—"এবময়মনাদিরনন্তঃ"—তত্ত্ব-জ্ঞানমন্তরেণাশক্যসমুচ্ছেদঃ। অনাদ্যনন্তত্বে হেতুরুক্তঃ "নৈসর্গিকঃ" ইতি। "মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ" মিথ্যাপ্রত্যয়ানাং রূপমনির্ব্বচনীয়ত্বং তদ্‌যস্য স তথোক্তঃ, অনির্ব্বচনীয় ইত্যর্থঃ। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়।" বিরোধিপ্রত্যয়ং বিনা কুতো হস্য প্রহানমিত্যত উক্তম্।—আত্মৈকত্ববিদ্যা-প্রতিপত্তয় ইতি। প্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তস্যৈ ন তু জপমাত্রায়, নাপি কর্ম্মসু প্রবৃত্তয়ে। আত্মৈকত্বং বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চত্বমানন্দরূপস্য সতস্তৎপ্রতি-পত্তিং নির্ব্বিচিকিৎসাং ভাবয়ন্তো বেদান্তাঃ সমূলঘাতমধ্যাসমুপঘ্নন্তি। এতদুক্তং ভবতি।—অস্মৎপ্রত্যয়স্যাত্মবিষয়স্য সমীচীনত্বে সতি ব্রহ্মণো জ্ঞাতত্বান্নি-স্প্রয়োজনত্বাচ্চ ন জিজ্ঞাসা স্যাৎ। তদভাবে চ ন ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তাঃ পদ্যেরন্। অপি ত্ববিবক্ষিতার্থা জপমাত্রে উপযুজ্যেরন্। ন হি তদোপ-

---

[প্রাক্...বর্ত্ততে] কেন-না, আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্র সকল প্রবৃত্ত থাকে; পরে তাহার কিছুই থাকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাফল্য থাকে না। এতদ্দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, যখন শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বপর্য্যন্তই থাকে, পরে থাকে না, নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন আর তাহারা অবিদ্যাবদ্বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না অর্থাৎ অধ্যাসের অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। (সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এই যে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সমস্তই ঐ কারণে আবিদ্যক, অধ্যাসমূলক বা অজ্ঞানকল্পিত)। [তথাহি...বর্ত্তন্তে] ইহার উদাহরণ দেখ। "ব্রাহ্মণ যজ্

শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে। অধ্যাসোনাম অতস্মিংস্তদ্ বুদ্ধিরিত্যবোচাম।

নিষদাত্মপ্রত্যয়ঃ প্রমাণভাবমশ্নুতে। ন চাসাবপ্রমাণমভ্যস্তোঽপি বাস্তবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যাত্মনো ঽপনেতুমর্হতি। আরোপিতং হি রূপং তত্ত্বজ্ঞানে-নাপোহ্যতে, ন তু বাস্তবমতত্ত্বজ্ঞানেন। ন হি রজ্জ্বা রজ্জুত্বং সহস্রমপি সর্প-ধারাপ্রত্যয়া অপবদিতুং সমুৎসহন্তে। মিথ্যাজ্ঞানপ্রসঞ্জিতঞ্চ স্বরূপং শক্যং তত্ত্বজ্ঞানেনাপবদিতুম্। মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারশ্চ সুদৃঢ়োঽপি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণা-দর-নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকাল-তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-জন্মনেতি। স্যাদেতৎ। প্রাণাদ্যু-পাসনা অপি বেদান্তেষু বহুলমুপলভ্যন্তে, তৎ কথং সর্ব্বেষাং বেদান্তানামা-ত্মৈকত্বপ্রতিপাদনমর্থ ইত্যত আহ।—"যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ"। শরীরমেব শরীরকং তত্র নিবাসী শারীরকো জীবাত্মা তস্য ত্বং-পদাভিধেয়স্য তৎ-পদাভিধেয়পরমাত্ম-রূপতামীমাংসা যা সা তথোক্তা। এতাবানত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যদ্যপি চ স্বাধ্যা-য়াধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পদবাচ্যস্য বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধপরতামাপা-দয়তা কর্ম্মবিধিনিষেধানামিব বেদান্তানামপি স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যানাং ফলবদর্থা-ববোধপরত্বমাপাদিতং যদ্যপি চ অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইতি ন্যায়াৎ মন্ত্রাণামিব বেদান্তানামর্থপরত্বমৌৎসর্গিকং, যদ্যপি চ বেদান্তেভ্যশ্চৈতন্যানন্দঘনঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরহিতোনিষ্প্রপঞ্চ একঃ প্রত্যগাত্মাঽবগম্যতে, তথাপি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-

করিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্র সকল যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, গার্হ-স্থ্যাদি আশ্রম, অষ্টবর্ষাদি বয়স ও শুচিত্বাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে—সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবর্ত্তক হয়, সফল হয়, স্বীয় ক্ষমতা প্রচার করিতে পারে; অন্যথা নিষ্ফল বা বিফল হইয়া বিলীন হইয়া যায় (১৩)। [অধ্যা… চামঃ] যে যাহা বা যদ্রূপ নহে—তাহাতে তাহার বা তদ্রূপের জ্ঞান হওয়ার নাম অধ্যাস এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য-মাত্রস্বভাব নির্ব্বিশেষ আত্মায় অনাত্ম-বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্মপদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান,—এইরূপ পরস্পরাধ্যাস ব্যতীত কোনও শাস্ত্র ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না।

(১৩) যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন," এরূপ শাসন বাক্য বা শত সহস্র শাস্ত্র তাহাকে যজ্ঞপ্রবৃত্ত করিতে পারিবে না; সুতরাং তৎপ্রতি সে শাস্ত্র বিফল হইবে। এইরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের বিফলতার উদাহরণ উন্নয়ন করিয়া লও।

তদ্‌যথা—পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহহমেব বিকলঃ সকলো বেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যতি। তথা দেহধর্ম্মান্ কৃশোহহং কৃষ্ণোহহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘয়ামি চেতি, তথেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ মূকঃ ক্লীবো বধিরঃ কাণোহহমিতি। তথা অন্তঃকরণধর্ম্মান্ কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্। এবমহংপ্রত্য-

দুঃখশোকমোহময়মাত্মানমবগাহমানেনাহহং প্রত্যয়েন সন্দেহবাধবিরহিণা বিরুধ্যমানা বেদান্তাঃ স্বার্থাৎ প্রচ্যুতা উপচরিতার্থা বা জপমাত্রোপযোগিনো বা ইত্যবিবক্ষিতস্বার্থাঃ। তথা চ তদর্থবিচারাত্মিকা চতুর্লক্ষণী শারীরক মীমাংসা নারব্ধব্যা। ন চ সার্ব্বজনীনাহমনুভবসিদ্ধ আত্মা সন্দিগ্ধো বা সপ্রয়োজনো বা যেন জিজ্ঞাস্যঃ সন্ বিচারং প্রযুঞ্জীতেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

সিদ্ধান্তস্তু ভবেদেতদেবং যদ্যহংপ্রত্যয়ঃ প্রমাণম্। তস্য তূক্তেন ক্রমেণ শ্রুত্যাদিবাধকত্বানুপপত্তেঃ। শ্রুত্যাদিভিশ্চ সমস্ততীর্থকরৈশ্চ প্রামাণ্যানভ্যুপগমাদধ্যাসত্বম্। এবঞ্চ বেদান্তা নাবিবক্ষিতার্থা নাপ্যুপচরিতার্থাঃ

[তদ্...সায়াদীন্] ইহার উদাহরণ দেখ। পুত্র ভার্য্যাদি ক্লিষ্ট হইলে ও অক্লিষ্ট থাকিলে অজ্ঞ জীব আমি ক্লেশে আছি ও আমি সুখে আছি মনে করিতেছে। বাহ্যিক পুত্র ভার্য্যাদির ক্লেশাক্লেশ আপনাতে আরোপ বা অধ্যস্ত করিয়াই ঐরূপ অনুভব করিতেছে। স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম সমূহকে আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আরোপ করিয়া আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিত হইতেছি, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও সংব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। মূকত্ব কাণত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মদিগকেও আপনাতে আরোপিত করিয়া আমি মূক—কথা কহিতে পারি না, আমি ক্লীব—রতি ক্রীড়ায় অক্ষম, আমি বধির—শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ—দেখিতে পাই না, ভাবিতেছে। দ্বেষ, সংকল্প, বিকল্প প্রভৃতি মানস ধর্ম্মকেও আত্মার উপর ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া আমি ইচ্ছা করি, আমি সংকল্প করি, আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি,—ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে।

[এবং...স্যতি] ঐ ঐরূপে লোক সকল অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আধার বা উৎপত্তিস্থান অন্তঃকরণকে, তৎপ্রচারসাক্ষীতে অর্থাৎ

য়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি। এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।

অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা চ বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাঽস্মাভিরিদমাদিমং সূত্রম্।

কিন্তূক্তলক্ষণঃ প্রত্যগাত্মৈব তেষাং মুখ্যোঽর্থঃ। তস্য চ বক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ সন্দিগ্ধত্বাৎ প্রয়োজনবত্ত্বাচ্চ যুক্তা জিজ্ঞাসা ইত্যাশয়বান্ সূত্রকারঃ তজ্জিজ্ঞাসাসূত্রমসূত্রয়ৎ।

অন্তঃকরণের অস্তিত্বসাধক, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্য নামক প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে—তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে—আবার সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বাবভাসক প্রত্যগাত্মাতে ও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা তত্তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি করাইতেছে।

[এবং···প্রত্যক্ষঃ] এতদ্বিধ অনাদি ও আবহমানকালাগত স্বতঃ প্রবর্ত্ত-মান মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ অধ্যাস সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর। এই অনাদি অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির প্রবর্ত্তক। [অস্য...ষ্যামঃ] সকল অনর্থের মূলস্বরূপ ঐ অবিদ্যার উচ্ছেদ ও অবিদ্যানাশক একাত্মবিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবিচার আবশ্যক। যে প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের ঐরূপ অর্থ বা ঐরূপ তাৎপর্য্য জ্ঞানগম্য হয়, সে প্রকার বা সে প্রণালী আমি এই শারীরক মীমাংসায় (১৪) দেখাইব। [বেদান্ত...সূত্রম্] যে বেদান্ত-মীমাংসার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি—সেই বেদান্তমীমাংসার প্রথম সূত্র এইঃ—

---

(১৪) শরীরে ভবঃ শরীরেব ততঃ কুৎসিতার্থেকঃ। জীব ইত্যর্থঃ। তৎসম্বন্ধিনী মীমাংসা—বিচারঃ। শারীরক মীমাংসা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার।

অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১

তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে নাধিকারার্থঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ। মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়া-ভাবাৎ। অর্থান্তরপ্রযুক্তএব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গল-

---

ইতি। জিজ্ঞাসয়া সন্দেহপ্রয়োজনে সূচয়তি। তত্র সাক্ষাদিচ্ছাব্যাপ্যত্বাৎ-ব্রহ্মজ্ঞানং কণ্ঠোক্তং প্রয়োজনম্। ন চ কর্ম্মজ্ঞানাৎ পরাচীনমনুষ্ঠানমিব ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরাচীনং কিঞ্চিদস্তি যেনৈতদবান্তরপ্রয়োজনং ভবেৎ। কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসাখ্যতর্কেতিকর্ত্তব্যতানুজ্ঞাতবিষয়ৈর্ব্বেদান্তৈরাহিতং নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্মজ্ঞানমেব সমস্তদুঃখোপশমরূপমানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনম্। তমর্থমধিকৃত্য। হি প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্ত্তন্তেতরাম্। তচ্চ প্রাপ্তমপ্যনাদ্যবিদ্যা-বশাদপ্রাপ্তমিবেতি প্রেপ্সিতং ভবতি। যথা স্বগ্রীবাগতমপি গ্রৈবেয়কং কুতশ্চিদ্ভ্রমান্নাস্তীতি মন্যমানঃ পরেণ প্রতিপাদিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি। জিজ্ঞাসা তু সংশয়স্য কার্য্যমিতি স্বকারণং সংশয়ং সূচয়তি। সংশয়শ্চ মীমাং-সারম্ভং প্রয়োজয়তি। তথা চ শাস্ত্রে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিহেতুসংশয়প্রয়োজন-সূচনাৎ যুক্তমস্য সূত্রস্য শাস্ত্রাদিত্বমিত্যাহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—"বেদান্ত-মীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাহস্মাভিরিদমাদিমং সূত্রম"। পূজিতবিচার-বচনোমীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থহেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য

[তত্র...অনধিকার্য্যত্বাৎ] সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য। অধি-কার বা আরম্ভ অর্থ থাকিলেও তাহা এস্থানে গ্রহণ যোগ্য নহে। কেন-না, এস্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার্য্য নহে। অর্থাৎ আরম্ভণীয় নহে। [মঙ্গলা... ভবতি] অথ শব্দের আর এক অর্থ "মঙ্গল", তাহাও এস্থলের যোগ্য নহে। কেন-না, মঙ্গল অর্থটী "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বাক্যের অর্থের সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হয় না। অর্থাৎ পৃথক্ থাকিয়া যায়। মঙ্গলের জন্য "অথ" শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ আবশ্যক আছে বটে; কিন্তু তাহা অন্য

---

* অথ অনন্তরং সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিচারয়িতব্যমিত্যর্থঃ। বিচারজনিতেন জ্ঞানেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্মেতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। জ্ঞানসাধক শম দমাদি সদ্গুণ জন্মিবার পর ব্রহ্মবিচার করিবেক। অর্থাৎ বিচারজনিত নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিবেক।

প্রয়োজনোভবতি। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্ত-র্য্যাব্যতিরেকাৎ।

পূজিততা। তস্যা মীমাংসায়াঃ শাস্ত্রম্। সা হ্যনেন শিষ্যতে শিষ্যেভ্যো যথাবৎপ্রতিপাদ্যত ইতি। সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি। যথাহুঃ।—

'লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥'

ইতি। তদেবং সূত্রতাৎপর্য্যং ব্যাখ্যায় তস্য প্রথমপদমথেতি ব্যাচষ্টে। "তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে" তেষু সূত্রপদেষু মধ্যে যোঽয়মথশব্দঃ স আনন্তর্য্যার্থ ইতি যোজনা। নন্বধিকারার্থোপ্যথশব্দোদৃশ্যতে যথা, অথৈষ জ্যোতিরিতি বেদে, যথা বা লোকে, অথ শব্দানুশাসনম্, অথ যোগানুশাসনম্, ইতি, তৎ কিমত্রাধিকারার্থো ন গৃহ্যত ইত্যত আহ।—"নাধিকারার্থঃ।" কুতঃ। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ।" জিজ্ঞাসা তাবদিহ সূত্রে ব্রহ্মণশ্চ তজ্জ্ঞানাচ্চ শব্দতঃ প্রধানং প্রতীয়তে। ন চ যথা দণ্ডী প্রৈষানন্বাহ-ইত্যত্রাপ্রধানমপি দণ্ডশব্দার্থো বিবক্ষ্যতে, এবমিহাপি ব্রহ্মতজ্জ্ঞানে ইতি যুক্তম্। ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যঙ্গসংশয়প্রয়োজনসূচনার্থত্বেন জিজ্ঞাসায়া এব বিবক্ষিতত্বাৎ। তদবিবক্ষায়াস্তু তদসূচনেন কাকদন্তপরীক্ষায়ামিব ব্রহ্মমীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্ত্তেরন্। ন হি তদানীং ব্রহ্ম বা তজ্জ্ঞানং বা অভিধেয়প্রয়োজনে ভবিতুমর্হতঃ। অনধ্যস্তাহংপ্রত্যয়বিরোধেন বেদান্তানামেবম্বিধেঽর্থে প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ। কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়োপচরিতার্থানাং বা জপোপযোগিনাং বা হুমিত্যেবমাদীনামবিবক্ষিতার্থানামপি স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যধীনগ্রহণত্বস্য সম্ভবাৎ। তস্মাৎ সন্দেহপ্রয়োজনসূচনী জিজ্ঞাসা ইহ পদতোবাক্যতশ্চ প্রধানং বিবক্ষিতব্যা। ন চ তস্যা অধিকার্য্যত্বম্, অপ্রস্তূয়মানত্বাৎ, যেন তৎসমভিব্যাহৃতোঽশব্দোঽথধিকারার্থঃ স্যাৎ।

অর্থে প্রয়োগ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারে। যে-কোন অর্থে হউক, উচ্চারিত হইলেই তাহা (অথ শব্দ) শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গলজনক হয়।

[পূর্ব্ব·· রেকাৎ] পূর্ব্বে কিছু, তৎপরে অন্য কিছু, এরূপ স্থলেও অথ-শব্দের প্রয়োগ হয় সত্য, পরন্তু তাদৃশ পূর্ব্বাপরীভাব অর্থ-টী আনন্তর্য্য অর্থের অব্যতিরেক অর্থাৎ তাহা আনন্তর্য্য হইতে অতিরিক্ত নহে। কেন না, তাহাও আনন্তর্য্যমধ্যে গণ্য।

সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদাধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎ পূর্ব্ববৃত্তং

জিজ্ঞাসাবিশেষণন্তু ব্রহ্মতজ্জ্ঞানমধিকার্য্যন্তবেৎ। ন চ তদপাথশব্দেন সম্বধ্যতে প্রাধান্যাভাবাৎ। ন চ জিজ্ঞাসা মীমাংসা যেন যোগানুশাসনবদধিক্রিয়েত। নাস্তত্বং নিপাত্য মাঙ্‌মান ইত্যস্মাদ্বা মান পূজায়ামিত্যস্মাদ্বা ধাতোর্ম্মান্বধেত্যাদিনাঽনিচ্ছার্থে সনি ব্যুৎপাদিতস্য মীমাংসাশব্দস্য পূজিতবিচারবচনত্বাৎ। জ্ঞানেচ্ছাবাচকত্বাত্তু জিজ্ঞাসাপদস্য প্রবর্ত্তিকা হি মীমাংসায়াং জিজ্ঞাসা স্যাৎ। ন চ প্রবর্ত্যপ্রবর্ত্তকযোরৈক্যম্। একত্বে তদ্ভাবানুপপত্তেঃ। ন চ স্বার্থপরত্বস্যোপপত্তৌ সত্যামন্যার্থপরত্বকল্পনা যুক্তা অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাদিতি। অথ মঙ্গলাঽথশব্দঃ কস্মান্ন ভবতি তথা চ মঙ্গলহেতুত্বাৎ প্রত্যহং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি সূত্রার্থঃ সম্পদ্যত ইত্যত আহ।—"মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ।" পদার্থ এব হি বাক্যার্থে সমন্বীয়তে। স চ বাচ্যো লক্ষ্যো বা। ন চেহ মঙ্গলমথশব্দস্য বাচ্যং বা লক্ষ্যং বা কিন্তু মৃদঙ্গশঙ্খধ্বনিবদথশব্দশ্রবণমাত্রকার্য্যম্। ন চ কার্য্যজ্ঞাপ্যযোর্ব্বাক্যার্থে সমন্বয়ঃ শব্দব্যবহারে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তৎকিমিদানীং মঙ্গলার্থোঽথশব্দস্তেষু তেষু ন প্রয়োক্তব্যঃ। তথা চ—

ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

ইতি স্মৃতিব্যাকোপ ইত্যত আহ।—অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা শ্রবণমাত্রেণ বেণুবীণাধ্বনিবন্মঙ্গলং কুর্ব্বন্ মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি। অন্যার্থমানীয়মানোদকুম্ভদর্শনবৎ। তেন ন স্মৃতিব্যাকোপঃ। ন চেহানন্তর্য্যার্থস্য সতো ন শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলার্থতেত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষোঽথশব্দোভবিষ্যতি বিনৈবানন্তর্য্যার্থত্বম। তদ্যথেমমেবাথশব্দং প্রকৃত্য

[সতি...বক্তব্যম্] অথ-শব্দের "অনন্তর" অর্থ-ই স্থির হইলে, গ্রাহ্য বা সিদ্ধান্তিত হইলে, অবশ্যই প্রশ্ন হইবে, "কাহার অনন্তর ?" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মবিচার যেমন পূর্ব্বকৃত বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন যেমন ধর্ম্মমীমাংসার নিয়মিত কারণ, বেদ না পড়িলে যেমন ধর্ম্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না, বিচারে অধিকারী হওয়া যায় না, সেইরূপ, যাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিয়মিত কারণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে যাহার অবশ্য-অপেক্ষা আছে, যাহা না থাকিলে বা না হইলে ব্রহ্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না,

নিয়মেনাপেক্ষতে তদ্বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যন্তু সমানম্। নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ, ন, ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ;ন তথেহ

বিমৃশ্যতে,--কিময়মথশব্দ আনন্তর্য্যেঽথাধিকারে ইতি। অত্র বিমর্শবাক্যে অথশব্দঃ পূর্ব্বপ্রকৃতমথশব্দমপেক্ষ্য প্রথমপক্ষোপন্যাসপূর্ব্বকং পক্ষান্তরোপন্যাসে। ন চাস্যানন্তর্য্যমর্থঃ। পূর্ব্বপ্রকৃতস্য প্রথমপক্ষোপন্যাসেন ব্যবায়াৎ। ন চ প্রকৃতানপেক্ষা। তদনপেক্ষস্য তদ্বিষয়ত্বাভাবেনাসমানবিষয়তয়া বিকল্পানুপপত্তেঃ। ন হি জাতু ভবতি কিং নিত্য আত্মা, অথানিত্যা বুদ্ধিরিতি। তস্মাদানন্তর্য্যং বিনা পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষ ইহাথশব্দঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ। অস্যার্থঃ।—ন বয়মানন্তর্য্যার্থতাং ব্যসনিতয়া রোচয়ামহে কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুভূতপূর্ব্বপ্রকৃতসিদ্ধয়ে। সা চ পূর্ব্বপ্রকৃতার্থাপেক্ষত্বেঽপ্যথশব্দস্য সিধ্যতীতি ব্যর্থ আনন্তর্য্যার্থত্বাবধারণাগ্রহোঽস্মাকমিতি। তদিদমুক্তং ফলত ইতি। পরমার্থতস্তু কল্পান্তরোপন্যাসে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা। ন চেহ কল্পান্তরোপন্যাস ইতি পারিশেষ্যাদানন্তর্য্যার্থ এবেতি যুক্তম্। ভবত্বানন্তর্য্যার্থঃ কিমেবং সতীত্যত আহ—"সতি চানন্তর্য্যার্থত্ব" ইতি। ন তাবদ্ যস্য কস্যচিদত্রানন্তর্যমিতি বক্তব্যং

তদ্বিষয়ে অধিকারী হওয়া যায় না, তাহারই অনন্তর, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে।

[স্বাধ্যা...সমানম্] যদি বল, বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মবিচার, তাহা বলিতে পার না। বেদাধ্যয়ন একটী কারণ বটে; কিন্তু পুষ্কল কারণ নহে। উহা ধর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়-সাধারণ সুতরাং উহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নির্দ্দিষ্ট কারণ নহে। যে-টী বিশেষ কারণ—নিয়মিত কারণ—সেইটীই বলিতে হইবে।

[নন্বিহ...পত্তেঃ] ধর্ম্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মজ্ঞানের আনন্তর্য্যই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পুষ্কল কারণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কেন-না, ধর্ম্মবোধের পূর্ব্বেও বেদান্তমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেক লোককে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইতে দেখা যায়। [যথাচ··বিবক্ষিতঃ] যজ্ঞ কার্য্যে যেমন

ক্রমোবিবক্ষিতঃ। শেষশেষিত্বেঽধিকৃতাধিকারে বা প্রমা-
ণাভাবাদ্ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ। অভ্যুদয়-

---

তস্যাভিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ। অবশ্যং হি পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বা কিঞ্চিৎ করোতি ন চানন্তর্য্যমাত্রস্য দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনং পশ্যামঃ। তস্মাত্তস্যাঽনন্তর্য্যং বক্তব্যং যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি। যস্মিন্ সতি তু ভবন্তীতি ভবত্যেব। তদিদমুক্তম্।—যৎ পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষত ইতি। স্যাদেতৎ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ইব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপি যোগাত্বাৎ স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং, ধর্ম্মবদ্ব্রহ্মণোঽপ্যাম্নায়ৈকপ্রমাণগম্যত্বাৎ। তস্য চাগৃহীতস্য স্ববিষয়ে বিজ্ঞানাজননাৎ গ্রহণস্য চ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইত্যধ্যয়নেনৈব নিয়তত্বাৎ। তস্মাৎ বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপ্যথশব্দার্থ ইত্যত আহ—স্বাধ্যায়ানন্তর্যন্তু সমানং ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ। অত্র চ স্বাধ্যায়েন বিষয়েণ তদ্বিষয়মধ্যয়নং লক্ষয়তি। তথা চাথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যনেনৈব গতমিতি নেদং সূত্রমারব্ধব্যম্। ধর্ম্মশব্দস্য বেদার্থমাত্রোপলক্ষণতয়া ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোঽপি বেদার্থত্বাবিশেষেণ বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ। চোদয়তি।—নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষো ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ। অস্যার্থঃ।—

"অগ্রে মারিত পশুর হৃদয়মাংস লইয়া হোম করিবেক, অনন্তর তাহার জিহ্বা লইয়া হোম করিবেক" ইত্যাদিপ্রকার ক্রম-নিয়ম বা ক্রম-বিধান থাকা দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সেরূপ ক্রমসম্বন্ধ বা ক্রম নিয়ম থাকা দৃষ্ট হয় না। আগে ধর্ম্ম জানিবেক, তৎপরে ব্রহ্ম জানিবেক, নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। মানুষ ধর্ম্মমীমাংসা জানুক বা না-ই জানুক, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ব্রহ্ম-জানিবার ইচ্ছা হয় এবং কৃতকার্য্যও হয়। [শেষ...ভেদাচ্চ] ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের শেষশেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব বা সাধ্যসাধকসম্বন্ধ) (১৫) থাকিবার সম্ভাবনা নাই, প্রমাণও নাই। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বাঙ্গও নহে; অধিকার ভুক্তও নহে। বিশেষতঃ উক্ত উভয়ের ফল ও জিজ্ঞাস্য উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন—একবারে ভিন্ন। [অভ্যু...পেক্ষম্] ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয়

---

(১৫) শেষ = অঙ্গ। শেষী = প্রধান। অগ্নিহোত্র যাগ একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর সমিধ-হোম ও আগ্নেয় অষ্টাকপাল হোম তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্ম। সন্ধ্যা-বন্দনা একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর আচমন, মার্জ্জন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের একরূপ শেষশেষি ভাব নাই এবং থাকা পক্ষে প্রমাণও নাই।

ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্ম্মোজিজ্ঞাস্যো ন জ্ঞানকালেঽস্তি পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম

বিধিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা যজ্ঞাদীনামঙ্গত্বেন ব্রহ্মজ্ঞানে বিনিয়োগাৎ জ্ঞানস্যৈব কর্ম্মতয়েচ্ছাং প্রতি প্রাধান্যাৎ প্রধানসম্বন্ধাচ্চাপ্রধানানাং পদার্থান্তরাণাং তত্রাপি চ ন বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবো যজ্ঞাদীনাং বাক্যার্থজ্ঞানস্য বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ। ন চ বাক্যং সহকারিত্বয়া কর্ম্মাণ্যপেক্ষত ইতি যুক্তম্। অকৃতকর্ম্মণামপি বিদিতপদতদর্থসঙ্গতীনাং সমধিগতশাব্দন্যায়তত্ত্বানাং গুণপ্রধানভূতপূর্ব্বাপরপদার্থাকাঙ্ক্ষাসন্নিধিযোগ্যতানুসন্ধানবতামপ্রত্যূহং বাক্যার্থপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ। অনুৎপত্তৌ বা বিধিনিষেধবাক্যার্থপ্রত্যযাভাবেন তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনাভাবপ্রসঙ্গঃ। তদ্বোধতস্তু তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনে পরস্পরাশ্রয়ঃ। তস্মিন্ সতি তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনং ততশ্চ তদ্বোধ ইতি। ন চ বেদান্তবাক্যানামেব স্বার্থপ্রত্যায়নে কর্ম্মাপেক্ষা ন বাক্যান্তরাণামিতি সাম্প্রতম্। বিশেষহেতোরভাবাৎ। তত্ত্বমসীতিবাক্যাৎ ত্বম্পদার্থস্য কর্ত্তৃ-ভোক্তৃরূপস্য জীবাত্মনো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবেন তৎপদার্থেন পর-মাত্মনৈক্যমশক্যং দ্রাগিত্যেব প্রতিপত্তুম্। আপাততোঽশুদ্ধসত্ত্বৈর্যোগ্যতা-বিরহনিশ্চয়াৎ। যজ্ঞতপোদানতনূকৃতান্তর্ম্মলাস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ শ্রদ্দধানা যোগ্য-

---

(পারলৌকিক হিত অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ), তাহা আবার অনুষ্ঠানসাধ্য। আর ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি; পরন্তু তাহা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তাহা কর্ত্তৃব্যাপারজন্য নহে—ক্রিয়ার দ্বারা জন্মে না। [ভব্যশ্চ...তন্ত্রম্] ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জিজ্ঞাস্য—ধর্ম্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ জন্য (অনুষ্ঠানের প্রভাবে জন্মে), সুতরাং তাহা জ্ঞানকালে হয় না বা জন্মে না। না জন্মিবার কারণ এই যে, তাহা পুরুষ-ব্যাপারের অধীন (১৬)। পুরুষ তৎকালে নির্ব্যাপার হয়, কাযেই তৎকালে নিষ্ক্রিয়ত্ববিধায় পুণ্যাপুণ্য কিছুই হয় না। আর এ শাস্ত্রের (বেদান্ত শাস্ত্রের) জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাকে করিতে হয় না। তাহা নিত্যনির্বৃত্ত অর্থাৎ তাহা চিরনিষ্পন্ন আছে। সেই জন্যই তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন, অর্থাৎ তিনি

---

(১৬) পুরুষ যদি করে তবেই হয় নচেৎ হয় না। জ্ঞানকালে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান থাকে না, সুতরাং সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না, কাযেই তৎকালে তাহার তজ্জন্য ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না।

জিজ্ঞাস্যং নিত্যনির্বৃত্তত্বান্ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ। যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানৈব পুরুষমববোধয়তি। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমব-

---

তাবগমপুরঃসরং তাদাত্ম্যমবগমিষ্যন্তীতি চেৎ। তৎ কিমিদানীম্প্রমাণকারণং যোগ্যতাবধারণমপ্রমাণাৎ কর্ম্মণোবক্তু মধ্যবসিতোঽসি। প্রত্যক্ষাদ্যতিরিক্তং বা কর্ম্মাপি প্রমাণম্। বেদান্তাবিরুদ্ধতন্মূলন্যায়বলেন তু যোগ্যতাবধারণে কৃতং কর্ম্মভিঃ। তস্মাৎ তত্ত্বমসীত্যাদেঃ শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা তন্মূলয়া চোপপত্ত্যা ব্যবস্থাপ্য তদুপাসনায়াং ভাবনাপরাভিধানায়াং দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যবত্যাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলায়াং যজ্ঞাদীনামুপযোগঃ। যথাহুঃ।—স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিরিতি। ব্রহ্মচর্য্যতপঃশ্রদ্ধাযজ্ঞাদয়শ্চ সংকারঃ। অত এব শ্রুতিঃ—তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণ ইতি। বিজ্ঞায় তর্কোপকরণেন শব্দেন প্রজ্ঞাং ভাবনাং কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞাদীনাং শ্রেয়ঃপরিপন্থিকল্মষনিবর্হণদ্বারেণোপযোগ ইতি কেচিৎ। পুরুষসংস্কারদ্বারেণেত্যন্যে। যজ্ঞাদিসংস্কৃতো হি পুরুষ আদরনৈরন্তর্যদীর্ঘকালৈরাসেবমানো ব্রহ্মভাবনামনাদ্যবিদ্যাবাসনাং সমূলকাষং কষতি। ততোঽস্য প্রত্যগাত্মা সুপ্রসন্নঃ কেবলোবিশদীভবতি। অতএব স্মৃতিঃ।—

"মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।"

যজ্ঞৈস্তেঽষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারা ইতি চ। অপরে তু ঋণত্রয়াপাকরণেন ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগং কর্ম্মণামাহুঃ। অস্তি হি স্মৃতিঃ।—

অনুষ্ঠেয় বস্তু নহেন। করিলে হয়, না করিলে হয় না, এরূপ বস্তু তিনি নহেন্। [চোদনা...দাচ্চ] ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল চোদক বাক্য (বিধি বাক্য) আছে, সে সকল ও সে সকলের অর্থবোধিকা শক্তি অত্যন্ত বিভিন্ন; অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত। [যা হি...তদ্বৎ] ধর্ম্মবিষয়ক বিধানগুলি অর্থাৎ বিধি বাক্যগুলি শ্রোতৃপুরুষকে "ইহা কর—এইরূপে কর" ইত্যাদিপ্রকারে বোধ জন্মায় অর্থাৎ স্ব স্ব প্রতিপাদ্য যাগ দান প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি জন্মায়—কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধান বা বিধিবাক্যগুলি উহার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ "কর" বলিয়া না করাইয়া—না বুঝাইয়া, কেবলমাত্র "জ্ঞান—তাহাঁকে জান—" এতন্মাত্র উপদেশ দ্বারা কেবলমাত্র তদ্গত অজ্ঞান সংশয়াদি নিবৃত্তি করিয়া দেয়—অনন্তর আপনা হইতেই তদ্বিষয়ক অববোধ

বোধয়ত্যেব কেবলম্। অববোধস্য চোদনাজন্যত্বান্ন পুরুষো-
ববোধে নিযুজ্যতে, যথাক্ষসন্নিকর্ষেণার্থাববোধে তদ্বৎ। তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যেত

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ" ইতি।

অন্যে তু—তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ইত্যাদিশ্রুতিভ্যস্তত্তৎফলায় চোদিতানামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন ব্রহ্মভাবনাং প্রত্যঙ্গভাবমাচক্ষতে ক্রত্বর্থস্যৈব খাদিরত্বস্য বীর্য্যার্থতাম্। একস্য তূভয়ার্থত্বে সংযোগপৃথক্ত্বমিতি ন্যায়াৎ। অতএব পারমর্ষং সূত্রম্। "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" ইতি। যজ্ঞতপোদানাদি সর্ব্বং তদপেক্ষা ব্রহ্মভাবনেত্যর্থঃ। তস্মাৎ যদি শ্রুত্যাদয়ঃ প্রমাণং যদি বা পারমর্ষং সূত্রং সর্ব্বথা যজ্ঞাদিকর্ম্মসমুচ্চিতা ব্রহ্মোপাসনা বিশেষণত্রয়বত্যনাদ্যবিদ্যাতদ্বাসনাসমুচ্ছেদক্রমেণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় মোক্ষাপরনাম্নে কল্পত ইতি তদর্থং কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চৈতানি দৃষ্টাদৃষ্টসামবায়িকারাদুপকারহেতুভূতোপদেশিকাতিদেশিকক্রমপর্য্যন্তাঙ্গগ্রামসহিতপরস্পরবিভিন্নকর্ম্মস্বরূপতদধিকারিভেদপরিজ্ঞানং বিনা শক্যান্যনুষ্ঠাতুম্। ন চ ধর্ম্মমীমাংসাপরিশীলনং বিনা তৎপরিজ্ঞানম্। তস্মাৎ সাধূক্তং কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষ ইতি। কর্ম্মাববোধেন হি কর্ম্মানুষ্ঠানসাহিত্যমুবতি ব্রহ্মোপাসনায়া ইত্যর্থঃ। তদেতন্নিরাকরোতি।—ন, কুতঃ, কর্ম্মাববোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। ইদমত্রাকূতম্।—ব্রহ্মোপাসনয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কর্ম্মাণ্যপেক্ষন্ত ইত্যুক্তম্। তত্র ব্রূমঃ। ক্ব পুনরস্যাঃ কর্ম্মাপেক্ষা কিং কার্য্যে যথা আগ্নেয়াদীনাং পরমাপূর্ব্বে চিরভাবিফলানুকূলে জনয়িতব্যে সমিদাদ্যপেক্ষা স্বরূপে বা যথা তেষামেব দ্বিরবত্তপুরোডাশাদিদ্রব্যাগ্নিদেবতাদ্যপেক্ষা। ন তাবৎ কার্য্যে। তস্য বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি।—ব্রহ্মোপাসনায়া ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ কার্য্যমভ্যুপেয়ঃ।

উদিত হয়। অববোধ বা সম্যক্‌জ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না—অর্থাৎ "কর" বলিয়া করান যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্দ্রব্যের সন্নিকর্ষ হইলেই যেমন তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা অববোধ আপনা হইতেই হয়, সে স্থলে যেমন "কর" বলিতে হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, এরূপ অর্থ সর্ব্বপ্রকারে অসঙ্গত,—ইহা সিদ্ধ হইল।

[তস্মাৎ...দিশ্যেত ইতি] অতএব, এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার

ইতি। উচ্যতে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফল-ভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞা-

---

স চোৎপাদ্যোবা স্যাৎ যথা সংযবনস্য পিণ্ডঃ। বিকার্য্যোবা যথা অবঘাতস্য ব্রীহয়ঃ। সংস্কার্য্যোবা যথা প্রোক্ষণস্যোলূখলাদয়ঃ। প্রাপ্যোবা যথা দোহনস্য পয়ঃ। ন তাবদুৎপাদ্যঃ। ন খলু ঘটাদিসাক্ষাৎকার ইব জড়স্বভাবেভ্যো-ঘটাদিভ্যো ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদ্যাধেয়ো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভাবনাধেয়ঃ সম্ভবতি। ব্রহ্মণোঽপরাধীনপ্রকাশতয়া তৎসাক্ষাৎকারস্য তৎস্বাভাব্যেন নিত্যতয়োৎ-পাদ্যত্বানুপপত্তেঃ। ততো ভিন্নস্য চ ভাবনাধেয়স্য সাক্ষাৎকারস্য প্রতিতা-প্রত্যয়বৎ সংশয়াক্রান্ততয়া প্রামাণ্যাযোগাৎ। তদ্বিধস্য তৎসামগ্রীকস্যৈব বহুলং ব্যভিচারোপলব্ধেঃ। ন খল্বনুমানবিবুদ্ধং বহ্নিং ভাবয়তঃ শীতাতুরস্য শিশিরভরমন্থরতরকায়কাণ্ডস্য স্ফুরজ্জ্বালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমানান্তরেণ সম্বাদ্যতে। বিসম্বাদস্য বহুলমুপলম্ভাৎ। তস্মাৎ প্রামাণিকসাক্ষাৎকারলক্ষণ-কার্য্যাভাবান্নোপাসনায়া উৎপাদ্যে কর্ম্মাপেক্ষা। ন চ কূটস্থনিত্যস্য সর্ব্বব্যা-পিনো ব্রহ্মণ উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি। স্যাদেতৎ। মাভূৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদ্যাদিরূপ উপাসনয়াঃ। সংস্কার্য্যস্ত্বনির্ব্বচনীয়ানাদ্য-বিদ্যাদ্বয়পিধানাপনয়নেন ভবিষ্যতি প্রতিসীরাপিহিতা নর্ত্তকীব প্রতিসীরা-পনয়দ্বারা রঙ্গব্যাপৃতেন। তত্র চ কর্ম্মণামুপযোগঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। প্রতিসীরাপনয়ে পারিষদানাং নর্ত্তকীবিষয়সাক্ষাৎকারোভবতি। ইহ তু অবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রমেব নাপরমুৎপাদ্যমস্তি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ব্রহ্ম-স্বভাবস্য নিত্যত্বেনানুৎপাদ্যত্বাৎ। অত্রোচ্যতে।—কা পুনরিয়ং ব্রহ্মোপা-

---

অনন্তর অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে। তাহা কি? [উচ্যতে] বলিতেছি।

[নিত্যা...বিপর্য্যয়ে] নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। (কি নিত্য, কি অনিত্য, তাহা অনুসন্ধান করা) ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে বৈরাগ্য। শম (বহিরি-ন্দ্রিয়ের সংযম)। দম (অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ)। উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়া)। তিতিক্ষা (শীতগ্রীষ্মাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা)। সমাধান (আত্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ)। শ্রদ্ধা (গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস)। মুমুক্ষুত্ব (মুক্ত হইবার ইচ্ছা)। এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে উভয়কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সকল সাধন

সিতুং জ্ঞাতুঞ্চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধন-সম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।

অতঃশব্দোহেত্বর্থঃ। যস্মাদ্বেদ এবাগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ-সাধনানামনিত্যফলতাং দর্শয়তি 'তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ

সনা। কিং শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিরাহো নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিঃ। যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ কিময়মভ্যস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি। তত্ত্ব-বিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্য্যাসমুন্মূলয়েৎ ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্য-মাত্রদর্শনাভ্যাসো বা। ন হি স্থাণুর্ব্বা পুরুষোবেতি বা আরোহপরিণাহবদ্দ্র-ব্যমিতি বা শতশোঽপি জ্ঞানমভ্যস্যমানং পুরুষ এবেতি নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তমৃতে বিশেষদর্শনাৎ। ননূক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মান্নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিরূপোপা-সনা কর্ম্মসহকারিণ্যবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদহেতুঃ। ন চাসাবনুৎপাদিতব্রহ্মানুভবা তদুচ্ছেদায় পর্য্যাপ্তা। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্য্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে ন তু পরোক্ষাবভাসেন। দিঙ্মোহালাতচক্রচলদ্বৃক্ষ-মরুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেষপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগা-দিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ। নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। এতাবতা হি ত্বম্পদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তির্না-ন্যথা। ন চৈষ সাক্ষাৎকারো মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলম্।

না থাকিলে কি পূর্ব্বে, কি পরে, কোনও সময়ে পারা যায় না। [তস্মাৎ... দিশ্যতে] ঐ কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, মহামুনি ব্যাস 'অথ' শব্দের দ্বারা ঐ সকল সাধনের আনন্তর্য্য উপদেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়, অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আয়ত্ত করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের যথার্থ অধিকারী; অন্যে নহে।

[অতঃ...হেত্বর্থঃ] সূত্রে "অথ" শব্দের পর "অতঃ" শব্দ আছে। তাহার অর্থ সেই হেতু। অর্থাৎ ক্রিয়াফলের (স্বর্গাদির) অনিত্যতা হেতু। [যস্মাৎ ইত্যাদি] যেহেতু বেদ স্বয়ং যুক্তিসহকারে অগ্নিহোত্রাদি-ফলের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—"যেমন কৃষিকর্ম্মাদিসম্পাদিত ঐহিক

ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়ত' ইত্যাদিঃ। তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদিঃ। তস্মাদ্‌যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা।

ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদ্যর্থান্তর-

---

অপি তু প্রত্যক্ষস্য। তস্যৈব তৎফলত্বনিয়মাৎ। অন্যথা কুটজবীজাদপি বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নির্ব্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বং পদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্। ন চায়মনুভবো ব্রহ্মস্বভাবো যেন ন জন্যেত অপি ত্বন্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদো ব্রহ্মবিষয়ঃ। ন চৈতাবতা ব্রহ্মণো নাপরাধীনপ্রকাশতা। ন হি শাব্দজ্ঞানপ্রকাশ্যং ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশং ন ভবতি। সর্ব্বোপাধিরহিতং হি স্বয়ঞ্জ্যোতিরিতি গীয়তে ন তূপহিতমপি। যথাহ স্ম ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—'নায়মেকান্তেনাবিষয়' ইতি। ন চান্তঃকরণবৃত্তাবপ্যস্য সাক্ষাৎকারে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মোকঃ। তস্যৈব তদুপাধের্ব্বিনশ্যদবস্থস্য স্বপরবদ্ধপাধিবিরোধিনো বিদ্যমানত্বাৎ। অন্যথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বয়মচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ। ন চানুমিতভাবিতবহ্নিসাক্ষাৎকারবৎপ্রতিভাত্বেনাস্যা প্রামাণ্যং তত্র বহ্নিস্বক্ষলণস্য

ফল (শস্যাদি) অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর ; তেমনি, যাগাদি-কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য পারত্রিক স্বর্গাদি ফলও অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর।" [তথা...কর্ত্তব্যা] এবং "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদিপ্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পরমপুরুষার্থ লাভ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই হেতু, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবেক। [ব্রহ্মণঃ ··তব্যম্] এক্ষণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-শব্দের অর্থ শুন। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাসম্ভূত বিচারপ্রভব জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাইবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম কি? তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি অথবা পদ্মযোনি ব্রহ্মা, এরূপ আশঙ্কা করিবার সম্ভাবনা নাই।

মাশঙ্কিতব্যম্। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ন শেষে জিজ্ঞাস্যা-পেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দেশাচ্চ। নন্নু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহেঽপি ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং ন বিরুধ্যতে সম্বন্ধসামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ কর্ম্মত্বমুৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কর্ম্মত্বং কল্পয়তো-

---

পরোক্ষত্বাৎ। ইহ তু ব্রহ্মস্বরূপস্যোপাধিকলুষিতস্য জীবস্য প্রাগপ্যপরোক্ষ-ত্বাৎ। ন হি শুদ্ধবুদ্ধত্বাদয়ো বস্তুতস্ততোঽতিরিচ্যন্তে। জীব এব তু তত্ত-দুপাধিরহিতঃ শুদ্ধবুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে। ন চ তত্তদুপাধিবিরহোঽপি ততোঽতিরিচ্যতে। তস্মাদ্‌যথা গান্ধর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিব-শ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়্‌জাদিস্বরগ্রামমূর্চ্ছনাভেদমধ্যক্ষমনুভবতি এবং বেদান্তার্থ-জ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারো জীবন্য ব্রহ্মভাবমন্তঃকরণেনেতি। অন্তঃকরণবৃত্তৌ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জনয়িতব্যে অস্তি তদুপাসনায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষেতি চেৎ। ন। তস্যাঃ কর্ম্মানুষ্ঠানেন সহভাবাভাবেন তৎসহকারিত্বানুপপত্তেঃ। ন খলু তত্ত্ব-মসীত্যাদের্ব্বাক্যান্নির্ব্বিচিকিৎসং শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবমকর্ত্তৃত্বাদ্যুপেতমপেত-ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিং দেহাদ্যতিরিক্তমেকমাত্মানং প্রতিপদ্যমানঃ কর্ম্মস্বধিকার-মববোদ্ধুমর্হতি। অনর্হশ্চ কথং কর্ত্তা বা অধিকৃতো বা। যদ্যপ্যুচ্যেত নিশ্চিতেঽপি তত্ত্বে বিপর্য্যাসনিবন্ধনো ব্যবহারোঽনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে যথা গুড়স্য মাধুর্য্যবিনিশ্চয়েঽপি পিত্তোপহতেন্দ্রিয়াণাং তিক্তাবভাসানুবৃত্তিঃ আস্বাদ্য থূৎকৃত্য ত্যাগাৎ। তস্মাদবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কর্ম্মানুষ্ঠানং তে ন চ বিদ্যা সহকারিণা তৎসমুচ্ছেদ উপপৎস্যতে। ন চ কর্ম্মাবিদ্যাত্মকং কথ-

---

[ব্রহ্মণঃ…শাচ্চ] ব্রহ্মন্‌শব্দে যে ষষ্ঠী-বিভক্তি ছিল তাহা শেষষষ্ঠী (১৭) নহে, কর্ম্মষষ্ঠী। কেন না, জিজ্ঞাসা মাত্রেই জিজ্ঞাস্যসাপেক্ষ। এস্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই; কাযেই কর্ম্মষষ্ঠী, শেষষষ্ঠী নহে। [নন্নু…ত্বাৎ] যদি বল, শেষষষ্ঠী গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা বজায় থাকে; কেন না, সামান্য উল্লেখ সকল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পর্য্যবসন্ন হয় (১৮)। [এবং…স্যাৎ] হয় সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (কর্ম্মতা) পরিত্যাগ করিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধের

---

(১৭) শেষষষ্ঠী—সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী।

(১৮) অনির্দ্দিষ্ট বা সাধারণ উপদেশ সকল প্রয়োগকালে নির্দ্দিষ্টরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্যর্থঃ প্রয়াসঃ স্যাৎ। ন ব্যর্থঃ ব্রহ্মাশ্রিতাশেষবিচারপ্রতিজ্ঞানার্থত্বাদিতি চেন্ন প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থা-

মবিদ্যামুচ্ছিনত্তি কর্ম্মণো বা তদুচ্ছেদকস্য কুত উচ্ছেদ ইতি বাচ্যম্। সজাতীয়স্বপরবিরোধিনাং ভাবানাং বহুলমুপলব্ধেঃ। যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি, স্বয়ঞ্চ জীর্য্যতি। যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ঞ্চ শাম্যতি। যথা বা কতকরজো রজোঽন্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণি ভিন্দৎ স্বয়মপি ভিদ্যমানমনাবিলং পাথঃ করোতি। এবং কর্ম্মাবিদ্যাত্মকমপি অবিদ্যান্তরাণি অপগময়ৎ স্বয়মপ্যপগচ্ছতীতি। অত্রোচ্যতে। সত্যং সদেব সোম্যেদমিত্যুপক্রমাৎ তত্ত্বমসীত্যন্তাৎ শব্দাৎ ব্রহ্মমীমাংসোপকরণাদসকৃদভ্যস্তাৎ নির্ব্বিচিকিৎসে অনাদ্য বিদ্যোপাদানদেহাদ্যতিরিক্ত-প্রত্যগাত্ম-তত্ত্বাববোধে জাতেঽপি অবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্তাবনুবর্ত্তন্তে সাংসারিকাঃ প্রত্যয়াস্তদ্ব্যবহারাশ্চ তথাপি তানপ্যয়ং ব্যবহারপ্রত্যয়ান্ মিথ্যেতি মন্যমানো বিদ্বান্ন শ্রদ্ধত্তে পিত্তোপহতেন্দ্রিয় ইব গুড়ং থূৎকৃত্য ত্যজন্নপি তস্য তিক্ততাম্। তথা চায়ং ক্রিয়াকর্ত্তৃকরণেতিকর্ত্তব্যতাফলপ্রপঞ্চমতাত্ত্বিকং বিনিশ্চিন্বন্ কথমধিকৃতো নাম বিদুষো হ্যধিকারোঽন্যথা পশুশূদ্রাদীনামপ্যধিকারো দুর্ব্বারঃ স্যাৎ। ক্রিয়াকর্ত্তাদিস্বরূপবিভাগঞ্চ বিদ্বস্যমান ইহ বিদ্বানভিমতঃ কর্ম্মকাণ্ডে। অতএব ভগবানবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং শাস্ত্রস্য বর্ণয়াম্বভূব ভাষ্যকারঃ। তস্মাৎ যথা রাজজাতীয়াভিমানকর্ত্তৃকে কর্ম্মণি রাজসূয়ে ন বিপ্রবৈশ্যজাতীয়াভিমানিনোঽধিকার এবং দ্বিজাতিকর্ত্তৃক্রিয়াকরণাদিবিভাগাভিমানিকর্ত্তৃকে কর্ম্মণি ন তদনভিমানিনোঽধিকারঃ। ন চানধিকৃতেন সমর্থেনাঽপি কৃতং বৈদিকং কর্ম্ম ফলায় কল্পতে বৈশ্যস্তোম ইব ব্রাহ্মণরাজন্যাভ্যাম্। তেন দৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু শক্তঃ প্রবর্ত্তমানঃ প্রাপ্নোতু ফলং দৃষ্টত্বাৎ। অদৃষ্টার্থেষু তু শাস্ত্রৈকসমধিগম্যং ফলমনধিকারিণি ন প্রযুজ্যত ইতি নোপাসনাকার্য্যে কর্ম্মাপেক্ষা। স্যাদেতৎ। মনুষ্যাভিমানবদধিকারিকে কর্ম্মণি বিহিতে যথা তদভিমানরহিতস্যানধিকার এবং নিষেধবিধয়োঽপি মনুষ্যাধিকারা ইতি তদভিমান-

কল্পনাচেষ্টা বৃথা হয়। [ন ব্যর্থঃ...তদ্বৎ] যদি বল, প্রয়াস বা চেষ্টা বৃথা নহে, কেন না, উহার দ্বারা ব্রহ্মাশ্রিত বহু পদার্থের "বিচার করিতে হইবে" এইরূপ অর্থ লাভের সম্ভাবনা আছে। আছে সত্য ; তথাপি ঐরূপ বলায় চেষ্টার ব্যর্থতা নিবারিত হইবে না। তাহার হেতু এই যে, বিচারের জন্য প্রধান বস্তু পরিগৃহীত হইলে তদাশ্রিত বা তদপেক্ষিত সমস্ত পদার্থ আপনা হইতেই

ক্ষিপ্তত্বাৎ। ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপ্তুমিষ্টতমত্বাৎ প্রধানম্। তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতৈ-

রহিতস্তেষ্বপি নাধিক্রিয়েত পশ্বাদিবৎ। তথা চায়ং নিবিদ্ধমনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্যবেয়াৎ তির্য্যগাদিবদিতি ভিন্নকর্ম্মতাপাতঃ। মৈবম্। ন খল্বয়ং সর্ব্বথা মনুষ্যাভিমানরহিতঃ কিন্ত্ববিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যাঽস্য মাত্রয়া তদভিমানোঽনুবর্ত্ততে। অনুবর্ত্তমানঞ্চ মিথ্যেতি মন্যমানো ন শ্রদ্ধত্ত ইত্যুক্তম্। কিমতো যদ্যেবমেতদতোভবতি! বিধিষু শ্রাদ্ধোঽধিকারী নাশ্রাদ্ধঃ। ততশ্চ মনুষ্যাদ্যভিমানেন অশ্রদ্দধানো ন বিধিশাস্ত্রেণাধিক্রিয়তে। তথা চ স্মৃতিঃ—অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তমিত্যাদিকা। নিষেধশাস্ত্রন্তু ন শ্রদ্ধামপেক্ষতে। অপি তু নিষিধ্যমানক্রিয়োন্মুখো নর ইত্যেব প্রবর্ত্ততে। তথা চ সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাবগতব্রহ্মতত্ত্বোঽপি নিষেধমতিক্রম্য প্রবর্ত্তমানঃ প্রত্যবৈতীতি ন ভিন্নকর্ম্মদর্শনাভ্যুপগমঃ। তস্মান্নোপাসনায়াঃ কার্য্যে কর্ম্মাপেক্ষা। অত এব নোপাসনোৎপত্তাবপি নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালমনধিকারঃ কর্ম্মণীত্যুক্তম্। তথা চ শ্রুতিঃ।

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

তৎকিমিদানীমনুপযোগ এব সর্ব্বথেহ কর্ম্মণাম্। তথা চ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিরুদ্ধ্যেরন্। ন। আরাদুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণাং যজ্ঞাদীনাম্। তথাহি।—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন" নিত্যস্বাধ্যায়েন "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" বেদিতুমিচ্ছন্তি, ন তু বিদন্তি, বস্তুতঃ প্রধানস্যাপি বেদনস্য প্রকৃত্যর্থতয়া শব্দতো গুণত্বাদিচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়া প্রাধান্যাৎ। প্রধানেন নচ কার্য্যসম্প্রত্যয়াৎ। ন হি রাজপুরুষমানয়েত্যুক্তে বস্তুতঃ প্রধানমপি রাজা পুরুষবিশেষণতয়া শব্দত উপসর্জ্জনমানীয়তে অপি তু পুরুষ এব। শব্দতস্তস্য প্রাধান্যাৎ। এবং বেদানুবচনস্যেব যজ্ঞস্যাপীচ্ছাসাধনতয়া বিধানম্। এবং তপসোঽনাশকস্য কামানশনমেব তপঃ হিতমিতমেধ্যাশিনো হি ব্রহ্মণি বিবিদিষা ভবতি ন তু সর্ব্বথা ঽনশ্নতো, মরণাৎ। নাপি চান্দ্রায়ণাদিতপঃশীলস্য! ধাতুবৈষম্যাপত্তেঃ। এতানি চ নিত্যান্যুপাত্ত-

পরিগৃহীত হইয়া থাকে; তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম পাইবার ইচ্ছা করিবেক, এই উপদেশের দ্বারা স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মই এস্থলের ঈপ্সিত বস্তু সুতরাং ব্রহ্মই প্রধান জিজ্ঞাস্য বা প্রধান বিষয়। যদি তাহাই হইল, তবে তাদৃশ প্রধানকে জিজ্ঞাসার কর্ম্মরূপে বা বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা বা বিচার ব্যতীত তাহা অসম্পন্ন

র্ব্বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি ন পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি। যথা রাজাহসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞোগমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ। শ্রুত্যনুগমাচ্চ।

দুরিতনিবর্হণেন পুরুষং সংস্কুর্ব্বন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ। "স হ বা আত্মযাজী যো বেদ ইদং মে হনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়ত ইদং মে হনেনাঙ্গমুপধীয়তে" ইতি। অনেনেতি প্রকৃতং যজ্ঞাদি পরামৃশতি। স্মৃতিশ্চ "যস্যৈতে হষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারা" ইতি। নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানপ্রক্ষীণকল্মষস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাবিদুষ এব উৎপন্নবিবিদিষস্য জ্ঞানোৎপত্তিং দর্শয়ত্যাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। "বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি। স্মৃতিশ্চ।

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিকা।

ক্লপ্তেনৈব চ নিত্যানাং কর্ম্মণাং নিত্যে হি তেনোপাত্তদুরিতনিবর্হণেন পুরুষসংস্কারেণ জ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবোপপত্তৌ ন সংযোগপৃথক্ত্বেন সাক্ষাদঙ্গভাবো যুক্তঃ। কল্পনাগৌরবাপত্তেঃ। (তথাহি।—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ধর্ম্মোৎপাদঃ ততঃ পাপ্মা নিবর্ত্ততে। স হ্যনিত্যাশুচিদুঃখরূপে সংসারে নিত্যশুচিসুখখ্যাতিলক্ষণেন বিপর্য্যাসেন চিত্তসত্ত্বং মলিনয়তি। অতঃ পাপনিবৃত্তৌ প্রত্যক্ষোপপত্তিদ্বারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্যানিত্যশুচিদুঃখরূপতামপ্রত্যূহমববুধ্যতে। ততোহস্যাস্মিন্নভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততস্তজ্জিহাসোপাবর্ত্ততে ততোহানোপায়ং পর্য্যেষতে পর্য্যেষমাণশ্চাত্মতত্ত্বজ্ঞানমস্যোপায় ইত্যুপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসতে। ততঃ শ্রবণাদিক্রমেণ তজ্জানাতীত্যারাদুপকারকত্বং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদং প্রতি চিত্তসত্ত্বশুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং যুক্তম্।) ইমঞ্চার্থমনুবদতি ভগবদ্গীতা।—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

(এবঞ্চানন্থুষ্ঠিতকর্ম্মাপি প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মবশাৎ যো বিশুদ্ধসত্ত্বঃ সংসারাসারতাদর্শনেন নিষ্পন্নবৈরাগ্যঃ কৃতং তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানেন বৈরাগ্যোৎপাদোপযো-

---

হইতে পারে না—সে সমস্ত বিষয় আপনা হইতেই পরিগৃহীত হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ প্রয়াস পাইতে হইবে না। যেমন রাজা যাইতেছেন বলিলে, তৎসঙ্গে তাঁহার অনুযাত্রিগণও যাইতেছে, বলা হয়, এস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মবিচার করিবে বলিলে ব্রহ্মাশ্রিত সমস্ত পদার্থের বিচার করিবে বলা হয়। [শ্রুত্যনুগমাচ্চ] শ্রুতির বর্ণনা বা উপদেশ পর্য্যালোচনা করিলেও ঐরূপ

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা-

গিনা। প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মানুষ্ঠানাদেব তৎসিদ্ধেঃ। ইমমেব চ পুরুষধৌরেয়-ভেদমধিকৃত্য প্রববৃতে শ্রুতিঃ। "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইতি। তদিদমুক্তম্—"কর্ম্মাববোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তে"রিতি। অত এব ন ব্রহ্মচারিণ ঋণানি সন্তি যেন তদপাকরণার্থং কর্ম্মানু-তিষ্ঠেৎ। এতদনুরোধাচ্চ "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণবা জায়তে" ইতি। গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাব" ইতি শ্রুতির্ব্বিরুধ্যেত। গৃহস্থস্যাপি চ ঋণাপাকরণং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমেব। জরামর্য্যবাদো ভস্মান্ততাবাদোন্ত্যেষ্টয়শ্চ কর্ম্মজড়ানবিদুষঃ প্রতি ন ত্বাত্মতত্ত্বপণ্ডিতান্। তস্মাত্তস্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থো যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি যস্মিংস্ত্ব সতি ভবন্তী ভবত্যেব। ন চেত্থং কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং, তস্মাৎ ন কর্ম্মাববোধা-নন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতি সর্ব্বমবদাতম্। স্যাদেতৎ। মা ভূদগ্নিহোত্রয়বাগূপাক-বদার্থঃ ক্রমঃ শ্রৌতস্তু ভবিষ্যতি 'গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ' 'বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ' ইতি জাবালশ্রুতির্গার্হস্থ্যেন হি যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং সূচয়তি। স্মরন্তি চ।—

> "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
> ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥"

নিন্দতি চ।—

> "অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
> অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥" ইতি।

অত আহ।—"যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ। কুতঃ"। 'হৃদয়স্যাগ্রে হবদ্যতি অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষস' ইত্যথাগ্রশব্দাভ্যাং ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেহ ক্রমো বিবক্ষিতঃ। তরৈবাহনিয়মপ্রদর্শনাৎ—'যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা' ইতি। এতাবতা হি বৈরাগ্য-মুপলক্ষয়তি। অত এব 'যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদি'তি শ্রুতিঃ। নিন্দাবচনং চাবিশুদ্ধসত্ত্বপুরুষাভিপ্রায়ম্। অবিশুদ্ধসত্ত্বো হি মোক্ষমিচ্ছন্নালস্যাত্তদুপায়েঽপ্রবর্ত্তমানো গৃহস্থধর্ম্মমপি নিত্যনৈমিত্তিকমনাচরন্ প্রতিক্ষণ-মুপচীয়মানপাপ্মাঽধোগতিং গচ্ছতীত্যর্থঃ।

অর্থ প্রতীত হইবে। [যতো...ষষ্ঠী] শ্রুতি "যাঁহা হইতে এইসকল জন্মিয়াছে তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ বা উল্লেখ করিয়াছেন সুতারাং কর্ম্মষষ্ঠী গ্রহণ

কর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি। তচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীপরিগ্রহে সূত্রেণানুগতং ভবতি। তস্মাদ্ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা।

স্যাদেতৎ। মা ভূচ্ছ্রৌত অর্থো বা ক্রমঃ পাঠস্থানমুখ্যপ্রবৃত্তিপ্রমাণকস্তু কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—"শেষশেষিত্বে প্রমাণাভাবাৎ।" শেষাণাং সমিদাদীনাং শেষিণাং চাগ্নেয়াদীনামেকফলবদুপকারোপনিবদ্ধানামেকফলাবচ্ছিন্নানামেকপ্রয়োগবচনোপগৃহীতানামেকাধিকারিকর্ত্তৃকাণামেকপৌর্ণমাস্যামাবস্যাকালসম্বদ্ধানাং যুগপদনুষ্ঠানাশক্তেঃ সামর্থ্যাৎ ক্রমপ্রাপ্তৌ তদ্বিশেষাপেক্ষায়াং পাঠাদয়স্তদ্ভেদনিয়মায় প্রভবন্তি যত্র তু ন শেষশেষিভাবো নাপ্যেকাধিকারাবচ্ছেদো যথা সৌর্য্যার্য্যমণপ্রাজাপত্যাদীনাং তত্র ক্রমভেদাপেক্ষাভাবান্ন পাঠাদিঃ ক্রমবিশেষনিয়মে প্রমাণম্। অবর্জ্জনীয়তয়া তস্য তত্রাগতত্বাৎ। ন চেহ ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিভাবে শ্রুত্যাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তীতি। ননু শেষশেষিভাবাভাবেঽপি ক্রমনিয়মোদৃষ্টো যথা গোদোহনস্য পুরুষার্থস্য দর্শপৌর্ণমাসিকৈরঙ্গৈঃ সহ যথা বা দর্শপৌর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেতেতি দর্শপৌর্ণমাসসোময়োরশেষশেষিণোরিত্যত আহ—"অধিকৃতাধিকারে চ প্রমাণাভাবাৎ" ইতি যোজনা। স্বর্গকামস্য হি দর্শপৌর্ণমাসাধিকৃতস্য পশুকামস্য সতো দর্শপৌর্ণমাসক্রত্বর্থাপ্প্রণয়নাশ্রিতে গোদোহনেঽধিকারঃ। নো খলু গোদোহনদ্রব্যমব্যাপ্রিয়মাণং সাক্ষাৎ পশূন্ ভাবয়িতুমর্হতি। নচ ব্যাপারান্তরাবিষ্টং শ্রূয়তে যতস্তদঙ্গক্রমমতিপতেৎ। অপ্প্রণয়নাশ্রিতন্তু প্রতীয়তে 'চমসেনাপঃ প্রণয়েদ্গোদোহনেন পশুকামস্যে'তি সমভিব্যাহারাৎ। যোগ্যত্বাচ্চাস্যাপাং প্রণয়নং প্রতি। তস্মাৎ ক্রত্বর্থাপ্প্রণয়নাশ্রিতত্বাৎ গোদোহনস্য তৎক্রমেণ পুরুষার্থমপি গোদোহনং ক্রমবদিতি সিদ্ধম্। শ্রুতিনিরাকরণেনৈবেষ্টিসোমক্রমবদপি ক্রমোপ্যপাস্তোবেদিতব্যঃ। শেষশেষিত্বাধিকৃতাধিকারাভাবেঽপি ক্রমো বিবক্ষ্যেত যদ্যেকফলাবচ্ছেদো ভবেৎ যথাগ্নেয়াদীনাং ষণামেকস্বর্গফলাবচ্ছিন্নানাম্। যদি বা জিজ্ঞাস্যব্রহ্মণোংশো ধর্ম্মঃ স্যাৎ যথা চতুর্লক্ষণীব্যুৎপাদ্যং ব্রহ্ম বোন চিৎ কেনচিৎ অংশেনৈকৈকেন লক্ষণেন ব্যুৎপাদ্যতে তত্র চতুর্ণাং লক্ষণানাং জিজ্ঞাসাভেদেন পরস্পরসম্বন্ধে সতি ক্রমো বিবক্ষিতস্তথেহাপ্যেকজিজ্ঞাস্যতয়া ধর্ম্ম-

---

করিলে তাহা পরিরক্ষিত হয় এবং সূত্রার্থের সহিত শ্রুত্যর্থের আনুরূপ্যও থাকে। অতএব, ব্রহ্মশব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি ছিল, তাহা কর্ম্মষষ্ঠী, শেষ ষষ্ঠী নহে।

[জ্ঞাতু...তব্যম্] জানিবার বা জ্ঞানের উদ্দেশে যে ইচ্ছা, তাহাই

জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি’ অত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রাম শ্রূয়তে কথং চতুর্ব্বিধত্বং ভূতগ্রামস্থ প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ২০ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥*

‘অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্’ ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেনৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়োরপি স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্থ তুল্যত্বাৎ। স্থাবরোদ্ভেদাত্তু বিলক্ষণো জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥২২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাদ্য ‘তস্মিন্ যাবৎ সম্পাত-

জীবজং জরায়ুজং মনুষ্যাদি, ভূমিমুদ্ভিদ্য জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং ভিত্ত্বা জায়তে যূকাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ। সংশোকঃ স্বেদঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

যদ্যপি যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুমিত্যতো ন তাদাত্ম্যং স্ফুটমবগম্যতে

জরায়ুজ (২)।ও উদ্ভিজ্জ (৩)।” কিন্তু তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্ব্বিধ। ইহার কারণ কি? সূত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

“অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।” এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে, ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেননা, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুএর মধ্যে ভূমি-জল-উদ্ভেদ-পূর্ব্বক উৎপন্ন হওয়ার প্রণালী তুল্য। স্থাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই। সে কারণেও তদ্দ্বয়ের ভেদবাদ অবিরুদ্ধ। ২১

ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে

---

* তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন সংশোকজস্থ স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ, শ্রুত্যেতি শেষঃ।—শ্রুতি উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক।

† সমানোভাবো ধর্ম্মো যস্য স সভাবস্তস্য ভাবঃ সাভাব্যং সাম্যমিত্যর্থঃ। সাম্যাপত্তির্ভবতি ন তু তত্তদ্ভাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ। তদেব হ্যুপপদ্যতে ন ত্বন্যৎ।—অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না। কেন-না, আকাশাদির সমান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

মুষিত্বা ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি' ইত্যুক্তম্। অথাবরোহ-প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে। তত্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি 'অথৈতমেবা-ধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ। এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণা-বিষয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা ন লক্ষণা। তথা চ 'বায়ুর্ভূত্বা ধূমো

তথাপি বায়ুর্ভূত্বেত্যাদেঃ স্ফুটতরতাদাত্ম্যাবগমাদ্যথেতমাকাশমিত্যেতদপি তাদাত্ম্য এবাবতিষ্ঠতে। ন চান্যস্যান্যভাবানুপপত্তিঃ। মনুষ্যশরীরস্য নন্দিকে-শ্বরস্য দেবদেহরূপপরিণামস্মরণাদেবং দেবদেহস্য চ নহুষস্য তির্য্যক্ত্বস্মরণাৎ। তস্মান্মুখ্যার্থপরিত্যাগেন ন গৌণী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া। গৌণ্যাঞ্চ বৃত্তৌ লক্ষণা-শব্দঃ প্রযুক্তো গুণে লক্ষণায়াঃ সম্ভবাৎ। যথাহুঃ—'লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্-বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা' ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'সাভাব্যাপত্তিঃ'। সমানো-ভাবো রূপং যেষাং তে সভাবস্তেষাং ভাবঃ সাভাব্যং সারূপ্যং সাদৃশ্যমিতি

অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি রূপে অবরোহণ করে? তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণ-বিষয়িণী শ্রুতি এইরূপ—"অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।" ইত্যাদি। [তত্র···ইতি] এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যর্থে লক্ষণা করিতে হয়। (মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্যায্য)। যে স্থানে শ্রৌত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যায্য বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই "বায়ু হইয়া ধূম হয়" এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং পাওয়া

ভবতি' ইত্যেবমাদীন্যক্ষরাণি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে। তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। চন্দ্রমণ্ডলে যদম্ময়ং শরীরমুপভোগার্থমারব্ধং তদুপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমং ভবতি ততো বায়োর্ব্বশমেতি ততো ধূমাদিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি। তদেতদুচ্যতে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ু-মিত্যেবমাদিনা। কুত এতৎ। উপপত্তেঃ। এবং হ্যেতদুপপদ্যতে। ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে। আকাশস্বরূপ-

---

যাবৎ। কুতঃ। উপপত্তেঃ। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচষ্টে—"ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে"। মুক্তমেতদ্যদ্দেবশরীরমজগরভাবেন পরিণমতে দেবদেহসময়েঽজগরশরীরস্যাভাবাৎ। যদি তু দেবাজগরশরীরে সমসময়ে স্যাতাং ন দেবশরীরমজগরশরীরং শিল্পিশতেনাপি ক্রিয়তে। ন হি দধিপয়সী সমসময়ে পরস্পরাত্মনী শক্যে সম্পাদয়িতুং তথেহাপি সূক্ষ্মশরীরাকাশয়োর্যুগপদ্ভাবান্ন পরস্পরাত্মত্বং ভবিতুমর্হতি। এবং বায়ুাদিষ্বপি যোজ্যম্। তথা চ তদ্ভাবস্তৎ-

---

গেল, অবরোহণকারীরা অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয় না। সূত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। [চন্দ্রমণ্ডলে…উপপদ্যতে] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায়। বিলীন বা বিদ্রুত হইয়া (গলিয়া গিয়া) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয়। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হয় বলিয়া বায়ুর বশ্য হয়, বায়ুবশ্য হইয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয়। এতদ্রূপ ক্রমে অব্‌ভ্রপ্রবিষ্ট (জলগর্ভ মেঘ অব্‌ভ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ। মেঘের সঞ্চারাবস্থা অব্‌ভ্র, বর্ষণাবস্থা মেঘ।), তৎপরে বৃষ্টিজল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতি এই তথ্যটী "যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন। ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ। ঐরূপ হইলেই শ্রুত্যর্থ ঠিক্ থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন। [আকাশস্বরূপ…চর্য্যতে] জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়ু-আদি-ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভু, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ, আকাশ-সদৃশ

প্রতিপত্তৌ চ বায়্বাদিক্রমেণাবরোহো নোপপদ্যতে। বিভূত্বাচ্চাকাশেন নিত্যসম্বন্ধত্বান্ন তৎসাদৃশ্যাপত্তেরন্যস্তৎসম্বন্ধো ঘটতে। শ্রুত্যসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যায্যমেব। অত আকাশাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব ইত্যুপচর্য্যতে॥ ২২॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ॥ ২৩॥*

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্‌ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তের্ভবতি বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং কালং পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্তরসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্পমল্পমিতি। তত্রানিয়মো নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রাস্যাভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি। অল্পমল্পং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং

সাদৃশ্যেনৌপচারিকো ব্যাখ্যেয়ঃ। নন্বাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং কিং সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—"বিভুত্বাচ্চাকাশেনে"তি।

দুর্নিষ্প্রপতরমিতি দুঃখেন নিঃসরণং ব্রূতে ন তু বিলম্বেনেতি মন্যতে পূর্ব্ব-

হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। যেখানে শ্রুত্যর্থের অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় ন্যায্য। সেই জন্যই বলি, শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশভাব প্রাপ্তি বলিয়াছেন।

বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্যবিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র

* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাবস্থায় ভুবমাপতন্তীতি শেষঃ। তত্র বিশেষাদিতি হেতুঃ। বিশিনষ্টি হি শ্রুতির্ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তিং "অতোবৈদুর্নিষ্প্রপতরং" ইত্যাদিনা সন্দর্ভেণ। অত্র দুঃখেন ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্। তেনায়াতং সুখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণমবতীতি তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি।—অনুশয়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীতে আসিলে যে শস্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

ভুবমাপতন্তি। কুত এতৎ। বিশেষদর্শনাৎ। তথা হি ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি 'অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইতি। তকার একশ্ছান্দস্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ। দুর্নিষ্প্রপতরং দুর্নিষ্ক্রমতরং দুঃখতরমস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণং ভবতীত্যর্থঃ। তদত্র দুঃখং নিষ্প্রপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্ব্বেষু সুখং নিষ্প্রপতনং দর্শয়তি। সুখদুঃখতাবিশেষশ্চায়ং নিষ্প্রপতনস্য কালাল্পত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ। তস্মিন্নবধৌ শরীরানিষ্পত্তেরুপভোগাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্পেনৈব কালেনাবরোহঃ স্যাদিতি॥ ২৩॥

পক্ষী। বিনা স্থূলশরীরং ন সূক্ষ্মশরীরে দুঃখভাগিতি দুর্নিষ্প্রপতরং বিলম্বং লক্ষয়তীতি রাদ্ধান্তঃ।

পূর্ব্বপূর্ব্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম নাই। কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। (বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে)। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ "নাতিচিরেণ" সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য। [তথাহি···স্যাদিতি] কি বিশেষ? তাহা বলিতেছি। ধান্যাদিশস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—"ইহা হইতে দুর্নিষ্প্রপতর হয়।" বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটী ত লুপ্ত আছে। উহার অর্থ দুর্নিষ্ক্রমতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ব্রীহ্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার সুখনিষ্ক্রম বলিতেছে। নিষ্ক্রমের সুখদুঃখ=কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত। অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ব্রীহ্যাদিভাবে থাকাই দুঃখ। সে সময়ে শরীর নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যত দিন না ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে 'ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে' ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমস্মিন্নেবাবধৌ স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ স্থাবরসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্ত্যাহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষু স্থাবরশরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। স্থাবরজাত্যাপন্নাস্তৎসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্তীতি। কুত এতৎ। জনের্ম্মুখ্যার্থত্বোপপত্তেঃ, স্থাবরভাবস্য চ শ্রুতিস্মৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্চেষ্টাদেঃ

আকাশসারূপ্যং বায়ুধূমাদিসম্পর্কোঽনুশয়িনামুক্ত ইহেদানীং ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমনুশয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ব্রীহিযবাদয়ঃ স্থাবরা ভবন্ত্যাহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষ্বেষু সংসর্গমাত্রমনুভবন্তীতি। তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ প্রযোগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধত্বাদত্রাপি ব্রীহ্যাদিশরীরপরিগ্রহ এব জনির্ম্মুখ্যার্থ ইতি ব্রীহ্যাদিশরীরা এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্। ন চ রমণীয়চরণাঃ

শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন "তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ,—ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।" এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা কেন বলি?-না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্থাবর ভাব যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টফল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি

---

* অন্যেন জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্থাবরে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ব্ববদিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ বায়্বাদিবৎ অভিলাপঃ শ্রৌতং সঙ্কীর্ত্তনমস্তীতি।—স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীবেরা জাতিস্থাবর হয় না। জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেশমাত্র লাভ করে। কারণ এই যে, শ্রুতি ব্রীহ্যাদি জন্মেও পূর্ব্বের ন্যায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

কর্ম্মজাতস্যানিষ্টফলত্বোপপত্তেঃ। তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্ম শ্বাদিজন্মবৎ। যথা শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎসুখ-দুঃখান্বিতং ভবতি এবং ব্রীহ্যাদিজন্মাপীতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। অন্যৈর্জ্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু সংসর্গমাত্রমনু-শয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তৎসুখদুঃখভাজো ভবন্তি পূর্ব্ববৎ। যথা বায়ুধূমাদিভাবোঽনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রমেবং ব্রীহ্যা-দিভাবোঽপি জাতিস্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্। কুত এতৎ। তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ। কোঽভিলাপস্য তদ্বদ্ভাবঃ। কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণ সঙ্কীর্ত্তনম্। যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কঞ্চিৎ কর্ম্মব্যাপারং পরামৃশত্যেবং ব্রীহ্যাদিজন্মন্যপি। তস্মা-

---

কপূয়চরণা ইতিবৎ কর্ম্মবিশেষাসঙ্কীর্ত্তনাত্তদভাবে ব্রীহ্যাদীনাং শরীরভাবাভাবাৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতানামেব তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্। ইষ্টাদিকারিণামি-ষ্টাদিকমসঙ্কীর্ত্তনাদিষ্টাদেশ্চ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবদ্যফলতয়া চন্দ্রলোক-ভোগানন্তরং স্থাবরশরীরভোগ্যদুঃখফলত্বস্যাপ্যুপপত্তেঃ। ন চ ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রস্যাগ্নিষোমীয়পশুহিংসাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনং সামা-

---

জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুক্কুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম। [যথা…জন্মাপীতি] "কুক্কুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি" ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখ-দুঃখান্বিত মুখ্য কুক্কুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে। [এবং…পূর্ব্ববৎ] এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না। [যথা…শয়িনাম্] অনুশয়ী অর্থাৎ কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ুধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তদ্বদ্ভাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাপের তদ্বদ্ভাব = কর্ম্মব্যাপারের অকীর্ত্তন। শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ব্রীহ্যাদি জন্মেও কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই। (কর্ম্মব্যাপার = পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী)। অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধান্যাদি-

ম্নাস্ত্যত্র সুখদুঃখভাক্ত্বমনুশয়িনাম্। যত্র তু সুখদুঃখভাক্ত্বমভিপ্রৈতি পরামৃশতি তত্র কর্ম্মব্যাপারং রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতি। অপি চ মুখ্যেঽনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনি ব্রীহ্যাদিষু লূয়মানেষু কণ্ড্যমানেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানিনোঽনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো যচ্ছরীরমভিমন্যতে স তস্মিন্ পীড্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র ব্রীহ্যাদিভাবাদ্রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত। অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু ভবতি। এতেন জনের্ম্মুখ্যার্থত্বং প্রতি ক্রিয়াদ্যুপভোগস্থানত্বঞ্চ স্থাবর-

---

ন্যশাস্ত্রস্য হিংসাসামান্যদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনেতি সাক্ষাদ্বিশেষস্পৃশঃ শাস্ত্রাৎ শীঘ্রতরপ্রবৃত্তাদদুর্ব্বলত্বাদিতি সাম্প্রতম্। ন হি বলবদিত্যেব দুর্ব্বলং বাধতে কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহাস্তি বিরোধো ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ। অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমাম্নাতং ক্রত্বর্থতামস্য গময়তি ন ত্বপনয়তি নিষেধাপাদিতামস্য পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতাম্। তেনাস্য নিষেধাদস্য পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতা বিধেশ্চ ক্রত্বর্থতা কো বিরোধঃ। যথাহুঃ—

ভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখ ভাগী হয় না। [যত্র তু…ভবতি] যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কর্ম্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারী রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধান্যাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জ্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ ধান্যাদি দেহের নাশে তদ্দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী সে সে দেহের পীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্ব্বক রেতঃসেক-যোগে দেহোৎপত্তি হয়, এরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবান্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য ধান্যাদি জন্ম হয় না। [এতেন…চক্ষহে] এই বিচারের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি-

ভাবস্য। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং স্থাবরভাবস্যাবজানীমহে। ভবত্বন্যেষাং জন্তূনামপুণ্যসামর্থ্যেন স্থাবরভাবমুপগতানামেতদুপভোগস্থানম্। চন্দ্রমসস্ত্ববরোহন্তোঽনুশয়িনো ন স্থাবরভাবমুপভুঞ্জত ইত্যাচক্ষ্মহে॥ ২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ॥ ২৫॥

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কর্ম্ম তস্যানিষ্টমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মাঽস্তু তত্র গৌণী কল্পনাঽনর্থিকেতি তৎ পরিহ্রী-

---

যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঞ্জাদীনি ভক্ষয়েৎ।
ন ক্রতোস্তত্র বৈগুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ॥ ইতি।

তস্মাজ্জনের্মুখ্যার্থত্বাদ্‌ব্রীহ্যাদিশরীরা অনুশয়িনো জায়ন্ত ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ভবেদেতদেবং যদি রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতিবদ্‌ব্রীহ্যাদিষ্বনুশয়বতাং কর্ম্মবিশেষঃ কীর্ত্ত্যেত। ন চৈতদস্তি। ন চেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ স্থাবরশরীরো-

---

মুখ্য নহে এবং সেই স্থাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্যতঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে অন্যান্য জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় হউক, কিন্তু যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্থাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র। সুতরাং সেই সেই স্থাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য।

বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে। ধান্যাদিজন্মের গৌণত্ব কল্পনা

---

* অশুদ্ধং অনর্থহেতুনা দুরিতাপূর্ব্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কর্ম্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন। হেতুমাহ শব্দাদিতি। শব্দাৎ শাস্ত্রাদেব হি তস্য শুদ্ধত্বমবধার্য্যতে।—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ পশুহিংসাসাধ্য, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম্মমিশ্রিত), সেই কারণে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্ম্মফলভোগান্তে অধর্ম্মফল ভোগার্থ স্থাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসায় দুরিতাপূর্ব্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম্ম হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্থাবর হইবে কেন?

য়তে। ন। শাস্ত্রহেতুত্বাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য। অয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োরনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাচ্চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মোঽনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষধর্ম্মো ভবতি। তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম

পভোগ্যদুঃখফলপ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি। তস্য ধর্ম্মত্বেন সুখৈকহেতুত্বাৎ। ন চ তদ্গতায়াঃ পশুহিংসায়া ন হিংস্যাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বর্থায়া অপি দুঃখফলত্বসম্ভবঃ। পুরুষার্থায়া এব ন হিংস্যাদিতি প্রতিষেধাৎ। তথাহি ন হিংস্যাদিতি নিষেধস্য নিষেধ্যাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধ্যং তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞায়তে। ন চৈতন্নানৃতং বদেৎ ন তৌ পশৌ করোতীতিবৎ কস্যচিৎ প্রকরণে সমাম্নাতং যেনানৃতবদনবদস্য নিষেধস্য ক্রত্বর্থত্বে নিষেধোঽপি ক্রত্বর্থঃ স্যাৎ। পশৌ নিষিদ্ধয়োরাজ্যভাগয়োঃ ক্রত্বর্থত্বেন নিষেধস্যাপি ক্রত্বর্থত্বং ভবেৎ। এবং হি সত্যাজ্যভাগরহিতৈরপ্যঙ্গান্তরৈরাজ্যভাগসাধ্যঃ ক্রতূপকারোবিজ্ঞায়তে। তস্মাদনারভ্যাধীতেন ন হিংস্যাদিত্যনেনাভিহিতস্য বিধ্যুপহিতস্য পুরুষব্যাপারস্য বিধিবিভক্তিবিরোধাদ্দুঃখাত্মকপ্রকৃত্যর্থহিংসাকর্ম্মভাব্যত্বপরিত্যাগেন পুরুষার্থ এব ভাব্যোঽবতিষ্ঠতে। আখ্যাতানভিহিতস্যাপি পুরুষস্য কর্তৃব্যাপারাভিধানদ্বারেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাত্তদনুবাদেন নঞর্থং বিধিরূপসংক্রামতি। তেন পুরুষার্থো নিষেধ্য ইতি তদধীননিরূপণো নিষেধোঽপি পুরুষার্থো ভবতি। তথা চায়মর্থঃ সম্পদ্যতে—যৎ পুরুষার্থং হননং

নিরর্থক। এই সূত্রে সেই পূর্ব্বোক্ত দোষবাদের পরিহার হইবে। [ন···বক্তুম্] যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ দুরিতাপূর্ব্বমিশ্রিত নহে। কারণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক)। ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সুতরাং তাহা জানিবার শাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্দ্বয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অনুগৃহীত অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অনুগ্রহও আছে)

ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। ননু ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধর্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাঢ়ম্। উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম্ম শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বাদনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্য প্রতিরূপং ফলং জাতিস্থাবরত্বম্। ন চ শ্বাদিজন্মবদপি ব্রীহ্যাদিজন্ম ভবিতুমর্হতি। তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে। নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধি-

---

তন্ন কুর্য্যাদিতি ক্রত্বর্থস্যাপি চ নিষেধে হিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বমপি কল্প্যেত। ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্। ন চ স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যে অসতি সংযোগপৃথক্ত্বে খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ। তস্মাৎ-পুরুষার্থপ্রতিষেধো ন ক্রত্বর্থত্বমপ্যাস্কন্দতীতি শুদ্ধসুখফলত্বমেবেষ্টাদীনাং ন স্থাবরশরীরোপভোগ্যদুঃখফলত্বমপীতি। আকাশাদিষ্বিব কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণাভিলাপাৎ। অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিসংযোগমাত্রং ন তু দেহত্বমিতি। অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ। অপি চ মুখ্যেঽনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনীতি ব্রীহ্যাদিভাবমাপন্নাঃ খল্বনুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্‌ভাবমনুভবন্তীতি শ্রূয়তে। তদেতদ্‌ব্রীহ্যাদিদেহত্বেঽনুশয়িনাং নোপপদ্যতে। ব্রীহ্যাদি-

---

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম্ম (ধর্ম্মজনক)। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকর্ম্মকে কি-রূপে অশুদ্ধ বলিতে পার ? [ননু···স্থাবরত্বম্] বলিতে পার যে, "সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবেক" এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত-(ভূত=প্রাণ)-বিষয়ক হিংসার অধর্ম্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, ঐটী শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎ-সর্গ অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—"অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।" সামান্য ও বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধ হিংসায় অধর্ম্ম, আর বৈধ হিংসায় ধর্ম্ম)। অতএব, বৈদিক কর্ম্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে ? [ন চ···চর্য্যতে] ধান্যাদিজন্ম কুক্কুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল

কারোঽস্তি। অতশ্চন্দ্রস্থলাৎ স্খলিতানামনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদি-সংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ২৫ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥*

ইতশ্চ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবো যৎকারণং ব্রীহ্যাদি-ভাবস্যানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাব আম্নায়তে 'যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি' ইতি। ন চাত্র মুখ্যো রেতঃসিগ্‌ভাবঃ সম্ভবতি। চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌ-বনো রেতঃসিগ্‌ভবতি কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদ্যমানান্নানু-গতোঽনুশয়ী প্রতিপদ্যতে। তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্‌যোগ

দেহত্বে হি ব্রীহ্যাদিষু লূনেষ্ববহন্তিনা ফলীকৃতেষু চ ব্রীহ্যাদিদেহবিনাশাদনুশ-য়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ। সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিষু ব্রীহ্যাদিষু নষ্টেষ্বপি ন সংসর্গিণোঽনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি রেতঃসিগ্‌ভাব উপ-পদ্যতে। শেষমুক্তম্। (প্রবাসো নির্গমঃ)

সদ্যোজাতোহি বালো ন রেতঃসিগ্‌ভবত্যপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনস্ত-স্মাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে। তৎ কিমিদানীং সর্ব্বত্রৈবানুশয়িনাং সংসর্গ-

---

পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে। সেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই। উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনু-শয়বান্ জীব ব্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ব্রীহিযবাদি হয় না। শ্রুতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচার বাক্যে ব্রীহ্যাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন।

ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষই ব্রীহ্যাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ব্রীহ্যাদি-ভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা) হয়। এতদর্থে শ্রুতি এই যে "যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু সে পুন-র্ব্বার হয়।" বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব হয় না। যে জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্নানুগত অনু-শয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এ স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তি (অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত

---

* অথ ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরং রেতঃসিগ্‌যোগঃ স্যাদনুশয়িনামিতি যোজনা।—অনুশয়ী ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। (ফলিতার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে)।

এব রেতঃসিগ্‌ভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বৎ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি ব্রীহ্যাদিযোগ এবেত্যবিরোধঃ ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭ ॥*

অথ রেতঃসিগ্‌ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত ইত্যাহ শাস্ত্রং 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা' ইত্যাদি। তস্মাদপ্যবগম্যতে নাবরোহে ব্রীহ্যাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব সুখ-দুঃখান্বিতং ভবতীতি। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং তজ্জন্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

মাত্রং। তৎ চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাব আপদ্যেতেতি, নেত্যাহ।

সুগমম্।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং ভামত্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

এবং কর্ম্মিণাং গত্যাগতিসংসারো দুর্ব্বার ইত্যনুসন্ধানাৎ কর্ম্মফলাদ্বৈরাগ্য-তত্ত্বজ্ঞানসাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ব্রীহ্যাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয়।) এবং দৃষ্টান্তে ব্রীহ্যাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তি; এইরূপেই বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে।

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরোর্দ্ধে অনুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও "যাহারা ইহলোকে রমণীয়াচরণ করে" ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা জানা যায়, অবরোহকালে যে ব্রীহ্যাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ব্রীহ্যাদি শরীর তৎসম্বন্ধীয় সুখদুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদি জন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে।

---

* যোনেঃ শরীরমিতি শ্রুতের্ন ব্রীহ্যাদিশরীরত্বমনুশয়িনামিতি সূত্রার্থঃ।—রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ম্মের ফল ভোগ যোগ্য শরীর জন্মে। (কথাগুলির ফল ভাষ্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে)।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসার-গতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে। ইদমামনন্তি 'স যত্র প্রস্বপিতি' ইত্যুপক্রম্য 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিং প্রবোধ ইব

ইদানীন্তু তস্যৈব জীবস্যাবস্থাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চ্যতে। "কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ী"তি। যদ্যপি ব্রহ্মণোঽন্যস্যানির্ব্বাচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগতয়োরুভয়োরপি সর্গয়োর্মায়াময়ত্বং তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টির্ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগনুবর্ত্ততে, ব্রহ্মাত্মভাব-সাক্ষাৎকারাত্তু নিবর্ত্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোস্বিৎ প্রতিদিনমেব নিবর্ত্তত

অব্যবহিত পূর্ব্বপাদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের) অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক।

[ইদ···সৃষ্টিরিতি] শ্রুতি "সেই জীব যাহাতে সুপ্ত হয়" এই উপক্রমে বলিয়াছেন—"সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই। জীব রথ, রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন।" এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক? সত্য? অথবা তাহা মায়াময়ী? রজ্জু সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা? এই সংশয়ের পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়,

---

* দ্বয়োর্লোকস্থানয়োর্জ্জাগ্রৎসুষুপ্তিস্থানয়োর্ব্বা সন্ধ্যৌ অন্তরালে ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নঃ। তস্মিন্ যা সৃষ্টিঃ সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।—ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালীবস্থায়) অথবা জাগ্রৎ সুষুপ্তির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্যা সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। (এটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ীতি। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে সন্ধ্যে সৃষ্টিরিতি। সন্ধ্যমিতি স্বপ্নস্থানমাচষ্টে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ 'সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্' ইতি। দ্বয়োর্লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্ব্বা সন্ধৌ ভবতীতি সন্ধ্যং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতু-

---

ইতি বিমর্শার্থঃ। "দ্বয়োঃ" ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ। সন্ধৌ ভবং সন্ধ্যম্। ঐহলৌকিকচক্ষুরাদ্যব্যাপারাদ্রূপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাদনৈহলৌকিকং পারলৌকিকেন্দ্রিয়াদিব্যাপারস্য চ ভবিষ্যতোঽপ্রত্যুৎপন্নত্বেন ন পারলৌকিকম্। ন চ ন রূপাদিসাক্ষাৎকারোস্তি স্বপ্নদৃশস্তস্মাদুভয়োর্লোকয়োরন্তরালত্বমিতি ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। অয়মভিসন্ধিঃ—ইহ হি সর্ব্বাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানান্যুদাহরণং তেষাং সত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়তে। প্রকৃতোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং যমর্থমববোধয়তি স তথৈবেতি যুক্তম্। তথাভাবস্য জ্ঞানারোহাৎ। অতথাত্বস্য ত্বপ্রতীয়মানস্য তথাভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাস্পদত্বাৎ। বাধকপ্রত্যয়াদতথাত্বমিতি চেৎ, ন, তস্য বাধকত্বাসিদ্ধেঃ। সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী জ্ঞানে বিরুধ্যেতে। বলবদবলবত্ত্বানিশ্চয়াচ্চ বাধ্যবাধকভাবং প্রতিপদ্যেতে। ন চেহ সমানবিষয়ত্বম্। কালভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং কালান্তরে দধি ভবতি এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্তির্ভবেৎ। নানারূপং বা তদ্বস্তু। তদ্‌যস্য তীব্রাতপক্লান্তিসহিতং চক্ষুঃ স তস্য রজতরূপতাং গৃহ্লাতি। যস্য তু কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, স তস্যৈব শুক্তিরূপতাং গৃহ্লাতি। এবমুৎপলমপি নীললোহিতং দিবা সৌরীভির্ভাভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে। প্রদীপাভিব্যক্তন্তু নক্তং লোহিততয়া। এবমসত্যাং নিদ্রায়াং সতোঽপি রথাদীন্ ন গৃহ্লাতি নিদ্রাণস্তু গৃহ্লাতীতি সামগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধাভাবঃ। নাপি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ব্বলবদবলবত্ত্বনির্ণয়ঃ। দ্বয়োরপি স্বগোচরচারিতয়া সমানত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। তস্মাদপ্যবশ্যমবিরোধোব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাস্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যঞ্চঃ প্রত্যয়ত্বাজ্জাগ্রৎস্তম্ভাদিপ্রত্যয়বদিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি—'অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে'তি। ন চ ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তীতি বিরোধাদুপচরিতার্থা সৃজত ইতি শ্রুতির্ব্ব্যাখ্যেয়া। সৃজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তর-

---

সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। [সন্ধ্য...মর্হতি] সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্নস্থান। বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সন্ধ্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তৃতীয়

মর্হতি। কুতঃ। যতঃ প্রমাণভূতা শ্রুতিরেবমাহ 'অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদি। স হি কর্ত্তেতি চোপসংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥*

সম্বাদাচ্চ। বলীয়স্ত্বেন তদনুগুণতয়া ন তত্র রথা ইত্যস্যা ভাক্তত্বেন ব্যাখ্যানাৎ জাগ্রদবস্থাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি ন তু রথা ন সন্তীতি। অতএব কর্ত্তৃশ্রুতিঃ শাখান্তরশ্রুতিরুদাহৃতা। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকত্বাচ্চাস্য পারমার্থিকত্বং বিয়দাদিসর্গবৎ। ন চ জীবকর্ত্তৃকত্বান্ন প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকত্বমিতি সাম্প্রতম্। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি প্রাজ্ঞস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকর্ত্তৃকত্বেঽপি চ প্রাজ্ঞাদভেদেন জীবস্য প্রাজ্ঞত্বাৎ। অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়সম্বাদবন্তোঽপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচিদৃশ্যন্তে। তদ্যথা—স্বপ্নে শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনো ব্রাহ্মণায়নঃ প্রিয়ব্রতং প্রত্যাহ—প্রিয়ব্রত পঞ্চমেঽহনি প্রাতরেবোর্ব্বরাপ্রায়ভূমিদানেন নরপতিস্ত্বাং মানয়িষ্যতীতি। স চ জাগ্রত্তথাত্মনোমানমনুভূয় স্বপ্নপ্রত্যয়ং সত্যমভিমন্যতে। তস্মাৎ সন্ধ্যে পারমার্থিকী সৃষ্টিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

স্বপ্নস্থান তাহা সন্ধ্য আখ্যায় অভিহিত।" যাহা দুই লোকের † (ইহপরলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা অন্তরালে হয় তাহা সন্ধ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্ন। এই স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। [কুতঃ···গম্যতে] সত্য বলিবার কারণ এই যে, প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর রথ, রথযোগ ও পথ সৃজন করেন।" "তিনই কর্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন" এই শেষ বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয়।

---

* একে শাখিনঃ কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি কামাশ্চ পুত্রাদয়ঃ। কাম্যা ইত্যস্মিন্নর্থে কামা ইতি।—কোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সন্ধ্যস্থানে যে কাম্য নির্ম্মাণ হয় তাহার কর্ত্তা আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

† ইহ-পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিত্যস্বপ্নের ন্যায় সন্ধ্য। মৃত্যুকালে যখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নির্ব্যাপার হয় তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র অবলম্বনে এতল্লোক অতি অস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-বলে মানস পরলোক স্ফূর্ত্তিরূপ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে

অপি চৈকে শাখিনোঽস্মিন্নেব সন্ধ্যে স্থানে কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ' ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভিপ্রেয়ন্তে কাম্যন্ত ইতি। নন্থু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবোচ্যেরন্, ন, 'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব' ইতি প্রকৃত্য 'অন্তে কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি' ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞং চৈনং নির্ম্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্যশেষোঽপি—

কিঞ্চ স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবদিতি সূত্রার্থমাহ—অপি চেত্যাদিনা। রূঢ়িমাশঙ্ক্য প্রকরণন্নিরস্যতি—নন্বিত্যাদিনা। যঃ সুপ্তে[ষু] করণেষু জাগর্ত্তি তদেব শুক্রং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। স্বপ্নস্য জাগ্রদর্থৈঃ সমান

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্ন স্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীপ্সিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকর্ত্তা আত্মা যথা—"ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—" ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে যে কাম-শব্দ আছে তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষ[য়] তাহাও কাম। [নন্থু...ইতি] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয় অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেন-না, "তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর" এই প্রক্রমের পর "শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব" এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের শেষ বাক্য, এই দুএর দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানী[য়] পদার্থের নির্ম্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রকরণটী প্রাজ্ঞবিষয়ক। কেন-না উহা "যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, তাহা বল—" ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্ম্মাদ্যতীত প্রাজ্ঞ আত্মার কথন আছে। যথা—"সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম

যেরূপ হইবেক সেইরূপটী তাহার ভাবনা পথে আইসে। এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃ[শ] বলিয়া স্বপ্ন। এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকদ্বয়ের সন্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্য।

'তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন'॥

ইতি। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ সৃষ্টিস্তথ্যরূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রুতিঃ 'অথো খল্বাহুর্জ্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুষুপ্তঃ' ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানন্যায়তাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সন্ধ্যে সৃষ্টিরিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ॥ ২॥

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ॥ ৩॥*

দেশত্বশ্রুতেরভেদশ্রুতেশ্চ সত্যত্বে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—অথো খল্বাহুরিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদ্বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।" [প্রাজ্ঞ…প্রত্যাহ] যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য; তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—"পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁর। ইনি জাগ্রৎস্থানে যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন।" এই শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্য-সৃষ্টিও জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

* তু-শব্দেন পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন পারমার্থিকীতি যাবৎ। সা মায়ামাত্রং মায়াময্যেব। যতঃ সা কাৎস্ন্যেন দেশকালানিমিত্তাদিরূপেণ পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন ভবতি ততঃ সা সৃষ্টির্ন পরমার্থরূপা কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থস্য সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্ম্মঃ স্বপ্নে তদভাবোদৃশ্যত ইতি নিষ্কর্ষঃ।—স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা নহে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থীয় ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি—যদুক্তং সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়াময়্যেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি। কুতঃ। কাৎস্নের্ন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ। ন হি কাৎস্নের্ন্যন পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ। কিং পুনরত্র কাৎস্নর্যমভিপ্রেতম্। দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ। ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তান্যবাধশ্চ স্বপ্নে সম্ভাব্যন্তে। ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি। ন তাবৎ সংবৃতে দেহদেশে রথাদয়োঽবকাশং লভেরন্। স্যাদেতৎ। বহির্দ্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহ-

---

ইদমত্রাকূতম্। ন তাবৎ ক্ষীরস্যেব দধি রজতস্য পরিণামঃ শুক্তিঃ সম্ভবতি। ন হি জাম্বীশ্বরগৃহে চিরস্থিতান্যপি রজতভাজনানি শুক্তিভাবমনুভবন্তি দৃশ্যন্তে। ন চেতরস্য রজতানুভবসময়েঽন্যোঽনাকুলেন্দ্রিয়ো ন তস্য শুক্তিভাবমনুভবতি প্রত্যেতি চ। ন চোভয়রূপং বস্তু। সামগ্রীভেদাত্তু কদাচিদস্য তোয়ভাবোঽনুভূয়তে কদাচিন্মরীচিতেতি সাম্প্রতম্। পারমার্থিকে হ্যস্য তোয়ভাবে তৎসাধ্যামুদন্যোপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্য্যান্মরীচিসাধ্যামপি রূপপ্রকাশলক্ষণাম্। ন মরীচিভিঃ কস্যচিত্তৃষ্ণাজা উদন্যোপশাম্যতি। ন চ তোয়মেব দ্বিবিধমুদন্যোপশমনমতদুপশমনমিতি যুক্তম্। তদর্থক্রিয়াকারিত্বব্যাপ্তং তোয়ত্বং মাত্রয়াপি তামকুর্ব্বত্তোয়মেব ন স্যাৎ। অপি চ তোয়প্রত্যয়সমীচীনত্বায়াঽস্য দ্বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে তচ্চাভ্যুপগমেঽপি ন সেদ্ধুমর্হতি। তথা হ্যসমর্থধিয়া তোয়মেতদিতি মন্বানো ন তৃষ্ণগপি মরীচিতোয়মভিধাবেৎ যথা মরীচীননুভবন্। অথাশক্তং শক্তমভিমন্যমানোঽভিধাবতি। কিমপরাদ্ধং

সূত্রস্থ তু-শব্দ উদ্ঘাটিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য; তাহা নহে। স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী। তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি সূত্রস্থ কাৎস্নর্য-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে। সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে। [ন তাবৎ… লভেরন্] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে? না এই সঙ্কুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয়? [স্যাদেতৎ…বীতেতি] আচ্ছা,

ণাৎ দর্শয়তি চ শ্রুতির্ব্বহির্দ্দেহাৎ স্বপ্নং 'বহিঃ কুলায়াদমৃত-শ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্' ইতি। স্থিতিগতি-প্রত্যয়ভেদশ্চ নানিষ্ক্রান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যমশ্নুবীতেতি। নেত্যুচ্যতে। ন হি সুপ্তস্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশতান্ত-রিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে। ক্বচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জ্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি 'কুরুষ্বহং শয্যায়াং শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতি-বুদ্ধশ্চ' ইতি। দেহাচ্চেদপেয়াৎ পঞ্চালেষ্বেব প্রতিবুধ্যেত তানসাবভিগত ইতি কুরুষ্বেব তু প্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং

মরীচিষু তোয়বিপর্য্যাসেন সার্ব্বজনীনেন যত্তমতিলঙ্ঘ্য বিপর্য্যাসান্তরং কল্প্যতে। ন চ ক্ষীরদধিপ্রত্যয়বদাচার্য্যমাতুলব্রাহ্মণপ্রত্যয়বদ্বা তোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমু-চ্চিতাবগাহিনী স্বানুভবাৎ। পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্ব্বাধ্যবাধকভাবাবভাসনাৎ। তত্রাপি রজতজ্ঞানং পূর্ব্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তরন্তু বাধকং শুক্তিজ্ঞানং প্রাপ্তিপূর্ব্বক-ত্বাৎ প্রতিষেধস্য। রজতজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রাপকাভাবেন শুক্তেরপ্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাসম্ভবাৎ পূর্ব্বজ্ঞানপ্রাপ্তন্তু রজতং শুক্তিজ্ঞানমপবাধিতুমর্হতি। তদপ-বাধাত্মকঞ্চ স্বানুভবাদবসীয়তে। যথাহুঃ—

আগামিত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্ব্বং হি জায়তে।
পূর্ব্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোৎপদ্যতে ক্বচিৎ॥

ন চ বর্ত্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং ভবিষ্যত্তামস্যা গোচরয়ন্ন ভবিষ্যতা স্বসময়বর্ত্তিনীং শুক্তিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে কালভেদেন বিরোধাভা-

---

এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে? জীব যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাও-য়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা) কুলায়ের অর্থাৎ দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন।" আরও দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন) সঙ্গত হয় না। [নেত্যুচ্যতে…কল্পয়েৎ] প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত

দেহেন দেশান্তরমশ্নুবানো মন্যতে তমন্যে পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশ এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি ন তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশ্চেৎ পশ্যেজ্জাগ্রদ্বদ্বস্তু-ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরেব দেহে স্বপ্নং 'স যত্রৈতৎ স্বপ্নমাচরতি' ইত্যুপক্রম্য 'স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে' ইতি। অতশ্চ শ্রুত্যুপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়-শ্রুতির্গৌণী ব্যাখ্যাতব্যা 'বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা' ইতি। যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি

বাদিতি যুক্তম্। মা নামাঽস্যাজ্ঞাসীৎ প্রত্যক্ষং ভবিষ্যত্তাং তৎপৃষ্ঠভাবিতানু-মানমুপকারহেতুভাবমিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে স্থেমানমাকলয়তি। অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে রজতমিদং স্থিরং রজতত্বাদনুভূতপ্রত্যভি-জ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ রজতগোচরং প্রত্যক্ষং বস্তুতঃ স্থিরমেব রজতং গোচরয়েৎ। তথা চ ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপ্নুয়াদিতি বিরোধাৎ শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহুঃ—

রজতং গৃহ্যমাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহ্যতে।
ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ॥ ইতি

নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন দূরে গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত? (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্থ করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যাগমনবর্জ্জিত। শ্রুতিও ঐ রূপ একটী স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—"আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পাঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা ঘটিল না)" জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক্ সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া দেখিলে স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদ্দর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয় না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [দর্শয়তি…ভবতি ইতি]

স বহিরিব শরীরাদ্ভবতীতি। স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোঽপ্যেবং সতি বিপ্রলম্ভ এবাভ্যুপগন্তব্যঃ। কালবিসম্বাদোঽপি চ স্বপ্নে ভবতি রজন্যাং সুপ্তো বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে তথা মুহূর্ত্তমাত্রপ্রবর্ত্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহূন্ বর্ষপূগানতিবাহয়তি। নিমিত্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্ম্মণে বোচিতানি বিদ্যন্তে। করণোপসংহারাদ্ধি নাস্য রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সন্তি। রথাদিনির্ব্বর্ত্তনেঽপি কুতোঽস্য নিমেষমাত্রেণ সামর্থ্যং দারূণি বা। বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ প্রবোধে। স্বপ্ন এব চৈতে সুলভবাধা ভবন্ত্যাদ্যন্তয়োর্ব্ব্যভিচারদর্শনাৎ। রথো-

প্রত্যক্ষেণ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে তদযুক্তম্। যদি চির-স্থায়িত্বং যোগ্যতা ন সা প্রত্যক্ষগোচরঃ শক্তেরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। অথ কালান্তর-ব্যাপিত্বং, তদপ্যযুক্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেন্দ্রিয়স্য সংযোগাযোগাৎ। তদুপ-হিতসীম্নো ব্যাপিত্বস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদত্রাস্তি সংস্কারঃ সহকারী যেনাবর্ত্তমানমপ্যাকলয়েৎ। তস্মাদত্যন্তাভ্যাসবশেন প্রত্যক্ষানন্তরং শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশ্যদবস্থানুমানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি মন্তব্যম্। অত এবৈতৎ সূক্ষ্মতরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগতাঃ প্রাহুর্দ্বিবিধোহি বিষয়ঃ প্রত্যক্ষস্য গ্রাহ্যশ্চাধ্যবসেয়শ্চ। গ্রাহ্যক্ষণ একঃ স্বল-

দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যাঁহাতে দর্শন হয়" এই উপক্রমে বলা হইয়াছে "তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ পরিবর্ত্তিত হন।" অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই শ্রুতির গৌণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর শ্রুতি-যুক্তি-বিরোধ হইবে না। সে গৌণ ব্যাখ্যা এই—"অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে গিয়া—" ইত্যাদি। যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে না, সে অবশ্যই শরীরবহির্বর্ত্তীর ন্যায়। [স্থিতি…বাহয়তি] স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গৌণ (যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয়। আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। [নিমিত্তান্যপি…বৃক্ষঃ] স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই। (নিমিত্ত=কারণ)। তৎকালে

হয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্পদ্যতে। মনুষ্যোঽয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ। স্পষ্টঞ্চাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রং 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি' ইত্যাদি। তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥*

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি,

ক্ষণোঽধ্যবসেয়শ্চ সন্তান ইতি। এতেন স্বপ্নপ্রত্যয়োমিথ্যাত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। যত্তু সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং তত্রাপ্যাখ্যাত্রা ব্রাহ্মণায়নেনাখ্যাতে সম্বাদাভাবাৎ। প্রিয়ব্রতস্যাখ্যাতসম্বাদস্ত কাকতালীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণয়িতুমর্হতি। তাদৃশস্যৈব বহুলং বিসম্বাদদর্শনাৎ। দর্শিতশ্চ বিসম্বাদো ভাষ্যকৃতা কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তিং বিবৃণ্বতা রজন্যাং সুপ্ত ইতি। রজনীসময়েঽপি হি ভারতাদ্বর্ষান্তরে কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি ভারতে বর্ষ ইত্যুক্তম্।

দর্শনং সূচকম্। তচ্চ স্বরূপেণ সৎ, অসত্তু দৃশ্যম্। অত এব স্ত্রীদর্শন-

---

ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সুতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? তাহা নাই। আরও দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় রজ্জুসর্পের ন্যায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে না। অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত) হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটী রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা আর রথ রহিল না। রথের পরিবর্ত্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা আবার বৃক্ষ হইল। [স্পষ্টঞ্চ...দর্শনম্] শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—"সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।" ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ মায়াময়।

স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণাম বিশেষ), তাই বলিয়া

---

* মায়িকোঽপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোর্ভবিষ্যতোঃ সূচকোঽনুমাপকোঽতস্তত্র পরমার্থগন্ধো নাস্তীতি ন বক্তব্যম্। শ্রূয়তে হি স্বপ্নস্য ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুসূচকত্বম্। তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে চ।—স্বপ্ন মায়ামাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাপক। কেন-না, শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তদ্রূপ রূপতা বলিয়াছেন।

নেত্যুচ্যতে। সূচকশ্চ হি স্বপ্নো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্বসাধুনোঃ। তথা হি শ্রূয়তে 'যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে' ইতি। তথা 'পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি' ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্রাবয়তি। আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ 'কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি খরযানাদীন্যধন্যানি' ইতি। মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে। তত্রাপি ভবতু নাম সূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শনাদের্ভবত্যেব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদুপপন্নং

স্বরূপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থায়ামনুবর্ত্তন্তে। স্ত্রীসাধ্যাস্তু মাল্যবিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নানুবর্ত্তন্তে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাক্তব্যাপার

তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই, এমত নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। এ কথা শ্রুতিতেও শুনা যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি যথা—"যদি স্বপ্নে কাম্যকর্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন দর্শনেব দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি বা সুসিদ্ধি হইবে।" "স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে।" ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায়। [আচক্ষতে…প্রায়ঃ] স্বপ্নাধ্যায়(শাস্ত্রবিশেষ)বেত্তৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দ্দভারোহণাদি অশুভ। মন্ত্রের দ্বারা, দেবতানুগ্রহের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবতা এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক) ফলিতার্থ বা অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি মিথ্যা। [তস্মা…সৃজতি] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উপপন্ন হয়। স্বপ্নের তথ্যরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ লাঙ্গল গবাদির চালক

স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্। যত্তুক্তমাহ হীতি তদেবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যং যথা লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতীতি। নিমিত্তমাত্রত্বা-দেবমুচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতি। এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতে স হি কর্ত্তেতি চোচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতি। নিমিত্ত-ত্বঞ্চাস্য রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূ-তয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কর্ত্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্। অপি চ জাগ-রিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্যতিকরাচ্চা-ত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং দ্রষ্টুর্দুর্ব্বিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায় স্বপ্ন উপন্যস্তঃ। তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন নির্ণীতং স্যাৎ। তস্মাদ্রথাদ্যভাববচন-শ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতেন নির্ম্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্। যদপ্যুক্তং 'প্রাজ্ঞমেনং নির্ম্মাতার-ইতি। প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থিকত্বানুমানং প্রত্যক্ষেণ বাধকপ্রত্যয়েনা-

---

নহে; তেমনি, নিমিত্ত সামান্য লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, সুপ্ত রথাদি সৃষ্টি করে এবং সুপ্ত রথাদির সৃজন-কর্ত্তা। কিন্তু তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না। [নিমিত্তত্ব…ব্যাখ্যাতম্] স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কর্ত্তৃরূপ নিমিত্ত কারণ। অন্য কথা এই যে, জাগ্রৎ-কালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা তৎকালে দুর্ব্বিবেচনীয় হয়। আত্মার সেই দুর্ব্বিবেচ্য স্বয়-ম্প্রকাশতাকে সুবিবেচ্য বা সুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিত প্রকার স্বপ্ন বর্ণন করিয়াছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদিসৃষ্টিবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়-ম্প্রকাশতা সুখনির্ণীত হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-বাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত। রথাদিসৃষ্টি-শ্রুতির ন্যায় নির্ম্মাণশ্রুতিরও গৌণার্থে করা হইয়াছে। [যদপ্যুক্তং…বিরু-

মামনন্তি' ইতি, তদপ্যসৎ। শ্রুত্যন্তরে 'স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি' ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ। ইহাপি চ 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি' ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবাঽয়ং কামানাং নির্ম্মাতা সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তস্য তু বাক্যশেষেণ তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্মেতি জীবভাবং ব্যাবর্ত্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিবদিতি ন ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাস্বধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি 'তদনন্যত্ব-

---

বিরুধ্যমানং নাত্মানং লভত ইতি ভাবঃ। বন্ধমোক্ষয়োরান্তরালিকং তৃতীয়মৈশ্বর্য্যমিতি।

ধ্যতে] বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্ন পদার্থের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা সাধু নহে। কেন-না, অন্য শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপারবিশেষ। যথা—"জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদ্দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধি বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি=বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা)ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব করেন।" কঠ শ্রুতিতেও "ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে এই যে ইনি জাগ্রৎ থাকেন" এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য স্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থের নির্ম্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে "তিনিই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম" এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবানুবাদের পর জীবভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। [ন চাস্মাভিঃ···মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য।

মারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৪ ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥*

অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবদাত্মনোহংশো জীবোহগ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গঃ, তত্রৈবং সতি যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবত এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী। ততশ্চ জীবস্যৈশ্বর্য্যবশাৎ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্য-

---

'পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ' 'দেহযোগাদ্বা সোঽপী'তি সূত্রদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমসূত্রে। নিগদব্যাখ্যাতং চৈতয়োর্ভাষ্যমিতি।

পূর্ব্বং কৢপ্তসামগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মায়েত্যুক্তং তচ্চাযুক্তং সংকল্পমাত্রেণাপি

আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ মায়িক, মিথ্যা, এ সকল "তদনন্যত্বং" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার হয় তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্যথা), এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ।

বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ-প্রকাশ-শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবেশ্বরের সমান। জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন এরূপ হইতেও পারে যে,

---

* ঈশ্বরাংশো জীবস্ততশ্চ তয়োর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যে সমানে ইতি মত্বাহ পূর্ব্বপক্ষী পরেতি। তৎসমাধানমাহ—তিরোহিতমিতি। তুঃ পরাভিমতপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরাভিধ্যানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা সত্যেতিপক্ষো ন সাধীয়ানিত্যর্থঃ। যদ্যপি জীবস্যেশ্বরসমানধর্ম্মত্বমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিতমাবৃতমেবাস্ত্যবিদ্যয়া। ততস্তস্মাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপাদস্য জীবস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ।—জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন? এ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য্য-শক্তি অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক। ভাষ্য ব্যাখ্যায় বিশদার্থ বলা হইয়াছে।

তীতি। অত্রোচ্যতে। সত্যপি জীবেশ্বরয়োরংশাংশীভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবেশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বং। কিং পুনর্জ্জীবস্যেশ্বর-সমানধর্ম্মত্বং নাস্ত্যেব ন নাস্তীতি। বিদ্যমানমপি তু তৎ তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ। তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোর্ব্বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতস্যেব দৃক্শক্তিরৌষধবীর্য্যাদীশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদেবাবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্।

সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ ইতি শঙ্কাং কৃত্বা পরিহরন্ সূত্রং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্যাদিত্যাদিনা। সত্যসঙ্কল্পস্য হি সঙ্কল্পাৎ সৃষ্টিঃ সত্যা ভবতি জীবস্য ত্বসত্যসঙ্কল্পত্বং প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ। তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাজ্জীবস্যেশ্বরত্বং নাস্ত্যেবেতি শঙ্কতে—কিমিতি। নাস্তীতি ন কিন্ত্বাবৃতমস্তি, তৎপুনরীশ্বরপ্রসাদাৎ কস্যচিৎ ব্যজ্যত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি। বিধূতধ্বান্তস্য নিষ্পাপস্য সংসিদ্ধস্যাণিমাদি-বিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মৈবাহমিতি দেবং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্বপাশানামবিদ্যা-দিক্লেশানামপহানিরপক্ষয়স্তদ্ভূয়ো ভবতি। ক্ষীণৈশ্চ ক্লেশৈস্তৎকার্য্যজন্মমরণা-ত্মকবন্ধধ্বংস ইতি নির্গুণবিদ্যাফলমুক্তং সগুণবিদ্যাফলমাহ। তস্যেতি। পরস্যাভিমুখ্যেনাহংগ্রহেণ ধ্যানাদ্বদ্ধমোক্ষাপেক্ষয়া মন্ত্রোক্তহানিদ্বয়াপেক্ষয়া বা তৃতীয়ং বিশ্বৈশ্বর্য্যমণিমাদিরূপং মর্ত্ত্যদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি তদ্ভোগা-

---

ঐশ্বর্য্যবলে জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয়। (ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে)। [অত্রোচ্যতে···জন্তূনাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ। জীব অসত্যসঙ্কল্প, কিন্তু ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি। তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই বলা যায় না। আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছা-দিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিধ্বস্ত হইলেই তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্য্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহং-গ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন তিমিরযোগে দৃক্শক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন পূর্ব্ববৎ দৃক্শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও স্বভাবতঃই

কুতঃ। ততো হি ঈশ্বরাদ্ধেতোরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্য স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্বন্ধস্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপহানিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ' ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥*

কস্মাৎ পুনর্জ্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি যুক্তন্তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরতিরস্কৃতত্বং বিস্ফুলিঙ্গ-

---

নন্তরমাত্মজ্ঞানাৎ কেবলোদ্বৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রাপ্তস্বয়ংজ্যোতিরানন্দো ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

উক্তৈশ্বর্য্যতিরোভাবে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং, তন্নিরস্যা-

---

যে সর্ব্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। [কুতস্ততো...মাদ্যা] সেই কারণেই ঈশ্বর নিমিত্তক বন্ধভাব ও মুক্তভাব। ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধন রজ্জুর (অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়।" তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্ত্যদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অণিমাদিরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য (অণিমা ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ দ্বৈতরহিত ও আপ্তকাম (প্রাপ্ত স্বাত্মানন্দ) হয়। (এই শেষার্দ্ধে সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্ব্বার্দ্ধে নির্গুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক)।

জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি? যেমন বিস্ফুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি, জীবেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিরস্কৃত থাকা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা

---

* কিঞ্চ সঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ।—জীব ঈশ্বর সত্য; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অভিভূত হইয়া আছে।

স্যেব দহনপ্রকাশয়োঃ। অত্রোচ্যতে। সত্যমেবৈতৎ। সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ভবতি। অস্তি চাত্রোপমা যথাগ্নের্দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্যাপ্যরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোভবতঃ। যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্য। এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতদেহাদ্যুপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ। বাশব্দো জীবেশ্বরয়োরন্যত্বাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। নন্বন্য এব জীব ঈশ্বরাদস্তু তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ কিং দেহযোগকল্পনয়া। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যন্যত্বং জীবস্যেশ্বরাদু-

---

শঙ্কামাহ কস্মাদিতি। সত্যাবরণং নাস্তীত্যঙ্গীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি—অত্রোচ্যত ইত্যাদিনা। জীবস্যেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ পরমন্যত্বকল্পনেত্যাশঙ্কামুদ্ভাব্য শ্রুত্যা নিরস্যতি—নন্বিত্যাদিনা। স্বপ্নেঽপ্যালোকাদেঃ স্বপ্নত্বে

সত্য বটে; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ানুভব,—এই সকল থাকায়—তাঁহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে। [অস্তি…ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যদ্রূপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ, জীবেরও অবিদ্যাজনিতনামরূপকৃতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়। [বা…বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। [নন্বন্য…ঘটিতে] যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন? তাহা বলিতেছি। "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন।" এই উপক্রমের পর বলা হইয়াছে, "জীবরূপী আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক—"। এই শ্রুতি আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন। (ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, পরামাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন)। এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে। যথা—"হে শ্বেতকেতো! সে-ই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি।" এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাহারই

পপদ্যতে। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত' ইত্যুপক্রম্য 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য' ইত্যাত্মশব্দেন জীবস্য পরামর্শাৎ। 'তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি চ জীবায়োপদিশতীশ্বরাত্মত্বম্। অতোঽনন্য এবেশ্বরাৎ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি। অতশ্চ ন সাঙ্কল্পিকী জীবস্য স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে। যদি চ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ স্যাৎ নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ। ন হি কশ্চিদনিষ্টং সঙ্কল্পয়তে। যৎপুনরুক্তং জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্য সত্যত্বং খ্যাপয়তীতি ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ববিরোধাৎ। শ্রুত্যৈব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্য দর্শিতত্বাৎ। জাগরিতপ্রভববাসনা নিমিত্তত্বাত্তু স্বপ্নস্য তত্তুল্যনির্ভাসত্বাভিপ্রায়ং তৎ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্ ॥ ৬ ॥

জাগ্রতীবাত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বমস্ফুটং স্যাৎ প্রাতিভাসিকত্বে ত্বালোকেন্দ্রিয়দ্যসত্ত্বেঽপ্যর্থাপরোক্ষ্যমাত্মজ্যোতিষ এবেতি স্ফুট সিধ্যতি। তস্মাদ্দেশাদিসাম্যবচনং স্বপ্নস্য জাগ্রত্তুল্যভানাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য—সেই হেতু তিনি স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না। [যদি চ··· মাত্রত্বম্] স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্ব্বিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কে আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? বলিয়াছিলে যে, জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা(সংস্কার)প্রভব। সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রত্তুল্য বলা হইয়াছে। অন্যথা আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতার ব্যাঘাত ও শ্রুতিকর্ত্তৃক স্বাপ্নরথাদির মিথ্যাত্ব কথন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে।

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥*

স্বপ্নাবস্থা পরিক্ষিতা। সুষুপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে। তত্রৈতাঃ সুষুপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। ক্বচিৎ শ্রূয়তে 'তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি' ইতি। অন্যত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য শ্রূয়তে 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে' ইতি। তথান্যত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য 'তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি। অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' ইতি।

ইহ হি নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মানোজীবস্য সুষুপ্তাবস্থায়াং স্থানত্বেন শ্রূয়ন্তে। তত্র কিমেষাং স্থানানাং বিকল্প আহোস্বিৎ সমুচ্চয়ঃ। কিমতো, যদ্যেবং এতদতোভবতি। যদা নাড্যো বা পুরীতদ্বা সুষুপ্তস্থানং তদা বিপরীতগ্রহণনিবৃত্তাবপি ন জীবস্য পরমাত্মভাব ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তাবপি জীবস্য পরমাত্মভাবায় কারণান্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কর্ম্মৈব ন তু তত্ত্বজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তিমাত্রেণ তস্যোপযোগাৎ। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেশ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং সুষুপ্তাবপি সম্ভবাৎ। ততশ্চ কর্ম্মণৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন। যথাহুঃ —কর্ম্মণৈব

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুষুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে। সুষুপ্তিবিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, "যে প্রকারে সুপ্ত হয় সে প্রকার এই—জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণ নির্ব্ব্যাপার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মানোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈতপ্রায়) হয়, জীব তখন, নাড়ীস্থানগত থাকেন।" অন্য স্থানেও নাড়ী অনুক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, "সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণ পূর্ব্বক পুরীতৎ নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন।" অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—"যখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।" আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ শুনা যায়—"এই যে হৃদয়ান্তরস্থ

---

* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ সুষুপ্তমিতি যাবৎ। স চ নাড়ীষ্বাত্মনি চেতি ভবতীতি শেষঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। শ্রুতৌ সুষুপ্তস্য তথাবিধত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড্যাদীনাং সমুচ্চয় উক্তঃ।—জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জানা যাইতেছে।

তথান্যত্রাপি 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' ইতি। তথান্যত্র 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। তথা 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্' ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতানি নাড়্যাদীনি পরস্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি সুপ্তিস্থানানি আহোস্বিৎ পরস্পরাপেক্ষতয়ৈকং সুপ্তিস্থানমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। ভিন্নানীতি। কুতঃ। একার্থত্বাৎ। ন হ্যেকার্থানাং ক্বচিৎ পরস্পরাপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ব্রীহিযবাদীনাম্। নাড়্যাদীনাঞ্চৈকার্থতা সুষুপ্তৌ দৃশ্যতে 'নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি পুরীততি শেতে' ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দ্দেশস্য তুল্যত্বাৎ।

তু সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ইতি। অথ তু পরমাত্মৈব নাড়ী পুরীতৎ স্বপ্তিদ্বারা সুষুপ্তিস্থানং ততোবিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরস্তি মাত্রয়া পরমাত্মভাবোপযোগঃ। তয়া হি তাবদেষ জীবস্তদবস্থানোভবতি কেবলম্। তত্ত্বজ্ঞানাভাবেন সমূলকাষমবিদ্যায়া অকাষাৎ জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জীবস্য ব্যুত্থানং ভবতি। তস্মাৎ প্রয়োজনবত্যেষা বিচারেণেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মসু স্থানেষু সুষুপ্তস্য জীবস্য নিলয়নং প্রতি বিকল্পঃ। যথা বহুষু প্রাসাদেষেকো নরেন্দ্রঃ কদাচিৎ ক্বচিন্নিলীয়তে কদাচিৎ ক্বচিদন্যত্র, এবমেকোজীবঃ কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদ্ব্রহ্মণীতি। যথা নিরপেক্ষা ব্রীহিযবা ক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশপ্রকৃতিতয়া শ্রুতা একার্থা বিকল্প্যন্তে এবং সপ্তমীশ্রুত্যা

আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন।" আবার অন্য শ্রুতিতে অন্য প্রকার শুনাও যায়। যথা—"হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সেই সময়ে সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয়।" "সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক্ পরিষ্বক্ত (একত্বপ্রাপ্ত) হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না।" [তত্র…তুল্যত্বাৎ] এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ সুপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে একই সুপ্তিস্থান? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন? অথবা নাড়ীপথে পুরীতৎ গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন?) পূর্ব্বপক্ষে

নন্বু নৈবং সতি সপ্তমীনির্দ্দেশো দৃশ্যতে 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি। নৈষ দোষঃ। তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ। বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষী জীবঃ সদুপসর্পতি, ইত্যাহ। 'অন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে' ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সত উপাদানাৎ। আয়তনঞ্চ সপ্তম্যর্থঃ। সপ্তমীনির্দ্দেশোঽপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে 'সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে' ইতি। সর্ব্বত্র চ

বায়তনশ্রুত্যা বৈকনিলয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাড্যাদয়োঽপি বিকল্পমর্হন্তি। যত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ সমুচ্চয়শ্রবণং তথা তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি নাড়ীব্রহ্মণোরাধারয়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম অথাস্মিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একধা ভবতীতি বচনাৎ তথাপ্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতীতি চ পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োর্নাড়ীপুরীততো-

---

পাওয়া যায়, ঐ সকল সুপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন। অর্থাৎ বৈকল্পিক। ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে ঐ সকলের একার্থতা স্থির থাকিতে পারে। যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত—সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয়। যেমন ব্রীহি ও যব প্রভৃতি। (পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ব্রীহিযবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই। উহারা কেহ কাহার অপেক্ষা করে না। তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয়। বিকল্প হয় কি না, ব্রীহির দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত।) সেইরূপ, শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায়। নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে। (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, সুপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও সুপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয়।) [নন্বু…বিশিষ্যতে] যদি বল "সতা সোম্য তদা—" এ শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কেননা,

বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং সুষুপ্তং ন বিশিষ্যতে। তস্মাদেকার্থত্বান্নাড্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপায়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—তদভাবো নাড়ীষ্বাত্মনি চেতি। তদভাব ইতি তস্য প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্যাভাবঃ সুষুপ্তমিত্যর্থঃ। নাড়ীষ্বাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ। তচ্ছ্রুতেঃ। তথা হি সর্ব্বেষামেষাং নাড্যাদীনাং তত্র তত্র সুপ্তিস্থানত্বং শ্রূয়তে তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে

রাধারত্বেন নির্দ্দেশান্নিরপেক্ষয়োরেবাধারত্বম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—কদাচিন্নাড্য এবাধারঃ কদাচিন্নাড়ীভিঃ সঞ্চরমাণস্য পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চরমাণস্য কদাচিদ্‌ব্রহ্মৈবাধার ইতি সিদ্ধমাধারত্বে নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মনামনপেক্ষত্বম্। তথা চ বিকল্পোব্রীহিযববদ্‌বৃহদ্রথন্তরবদ্বেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেন। অয়মভিসন্ধিঃ—নিত্যবদাম্নাতানাং যৎ পাক্ষিকত্বং নাম তদগত্যন্তরাভাবে কল্প্যতে। যথাহুঃ—

ঐ তৃতীয়া সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত। ঐ বাক্যের শেষে আছে, "জীব আয়তনান্বেষী অর্থাৎ আশ্রয়ান্বেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয়।" "অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।" (প্রাণ=সৎ বা ব্রহ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা—"সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) হইয়াছি।" বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম সুপ্তি, তাহা সর্ব্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্ব্বস্থানেই সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। [তস্মা...স্যাৎ] ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়, জীব সুষুপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাত্মা এই তিনের বিকল্পিত বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব নাড়ীতে ও আত্মায় ঘটনা হয়। তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি। তাহা নাড়ী ও আত্মা উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়। অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এরূপে

হ্যেষাং পক্ষেঃ বাধঃ স্যাৎ। নন্বেকার্থত্বাদ্বিকল্পো নাড্যাদীনাং ব্রীহিযবাদিবদিত্যুক্তম্। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থত্বং বিকল্পশ্চাপততি। নানার্থত্বসমুচ্চয়য়োরপ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ। প্রাসাদে শেতে পর্য্যঙ্কে শেত ইত্যেবমাদিষু। তথেহাপি নাড়ীষু পুরীততি ব্রহ্মণি চ স্বপিতীত্যেতদুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ

এবমেষোঽষ্টদোষোঽপি যদ্ব্রীহিযববাক্যয়োঃ।
বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে॥ ইতি।

প্রকৃতক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশদ্রব্যপ্রকৃতিতয়া হি পরস্পরানপেক্ষৌ ব্রীহিযবৌ বিহিতৌ শক্নুতশ্চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্ব্বর্ত্তয়িতুম্। তত্র যদি মিশ্রাভ্যাং পুরোডাশোঽভিনির্ব্বর্ত্ত্যেত পরস্পরানপেক্ষব্রীহিযববিধাতৃণী উভে অপি শাস্ত্রে বাধ্যেয়াতাম্। ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চেতুমর্হতি। স হি যথাবিহিতান্যঙ্গান্যভিসমীক্ষ্য প্রবর্ত্তমানো নৈতান্যন্যথয়িতুং শক্নোতি মিশ্রণে চান্যথাত্বমেতেষাম্। ন চাঙ্গানুরোধেন প্রধানাভ্যাসোগোসবে উভে কুর্য্যাদিতিবদ্যুক্তঃ। অশ্রুতো হ্যত্র প্রধানাভ্যাসোঽঙ্গানুরোধেন চ সোঽন্যায্যঃ। ন চাঙ্গভূতৈন্দ্রবায়বাদিগ্রহানুরোধেন যথা প্রধানস্য সোমযাগস্যাবৃত্তিরেবমত্রাপীতি যুক্তম্। সোমেন যজেতেতি হি তত্রাপূর্ব্বযাগবিধিঃ। তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতস্য সোমদ্রব্যস্য সোমমভিষুণোতি সোমমভিপ্লাবয়তীতি চ বাক্যান্তরানুলোচনয়া রসদ্বারেণ যাগসাধনীভূতস্যৈন্দ্রবায়্বাদ্যুদ্দেশেন প্রাদেশমাত্রেষূর্ধ্বপাত্রেষু গ্রহণানি পৃথক্ প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে ন তু সোমযাগোদ্দেশেনেন্দ্রবায়্বাদয়োদেবতাশ্চোদ্যন্তে যেন তাসাং যাগনিষ্পত্তিলক্ষণৈকার্থত্বেন বিকল্পঃ স্যাৎ। ন চ প্রাদেশমাত্রমেকৈকমূর্দ্ধপাত্রং দশমুষ্টিপরিমিতসোমরসগ্রহণায় কল্পতে যেন

উপগত হন না। কেন-না শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী, পুরীতৎ ও সৎ (ব্রহ্ম) এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত আছে। সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত। [নন্বেকার্থত্বাৎ...ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিযবাদির ন্যায় সুপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। এক বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেই যে একার্থ (একপ্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না। নানার্থতা (অনেক প্রয়োজন বা অনেক

এবৈকধা ভবতি’ ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ শ্রাবয়তি। একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধি-

---

তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্পেরন্। ন চ যাবন্মাত্রমেকমূর্দ্ধপাত্রং ব্যাপ্নোতি তাবন্মাত্রং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যেতেতি যুজ্যতে। দশমুষ্টিপরিমিতোপাদান-স্যাদৃষ্টার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবং তদ্দৃষ্টার্থং ভবেদ্যদি তৎ সর্ব্বং যাগ উপযুজ্যেত। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যা। তস্মাৎ সকলস্য সোমরসস্য যাগশেষত্বেন সংস্কারার্হত্বাদেকৈকেন চ গ্রহণেন সকলস্য সংস্কর্ত্তুমশক্যত্বাত্তদবয়বস্যৈকেন সংস্কারেঽবয়বান্তরস্য গ্রহণান্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদ্গ্রহণানি সমুচ্চীয়েরন্। অতএব সমুচ্চয়দর্শনং দশৈতানধ্বর্য্যুঃ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহ্নাতীতি। সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোপ্যুপপদ্যতে। আশ্বিনো দশমো গৃহ্যতে তৃতীয়ো হূয়তে। তথৈবৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্নাতীতি। তেষাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি যাবদ্যদুদ্দেশেন গৃহীতং তাবৎ তস্যৈ দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিত্যর্থাদ্যাগস্য বৃত্ত্যা ভবিতব্যম্। যদি পুনঃ পৃথক্কৃতান্যপ্যেকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্দিশ্য ত্যজে-রন্ পৃথক্করণানি চ দেবতোদ্দেশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্ট-কল্পনা ন্যায্যেত্যুক্তম্। তস্মাৎ তত্র সমুচ্চয়স্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্গুণানুরোধেনাপি প্রধানাভ্যাস আস্থীয়তে। ইহ ত্বভ্যাসকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ পুরোডাশদ্রব্যস্য চানিয়মেন প্রকৃতদ্রব্যে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ প্রাপ্ত একৈকা পরস্পরানপেক্ষা ব্রীহিশ্রুতির্যবশ্রুতিশ্চ নিয়ামিকৈকার্থতয়া বিকল্পমর্হতঃ। ন তু নাড়ীপুরীতৎ পরমাত্মনামন্যোন্যানপেক্ষাণামেকনিলয়নার্থত্বসম্ভবো যেন বিকল্পোভবেৎ। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থতা ভবতি সমুচ্চিতানামপ্যেকবিভক্তি-নির্দ্দেশদর্শনাৎ। পর্য্যঙ্কে শেতে প্রাসাদে শেত ইতি। তস্মাদেকবিভক্তি-নির্দ্দেশস্যানৈকান্তিকত্বাদন্যতোবিনিগমনা বক্তব্যা। সা চোক্তা ভাষাকৃতা

উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্দ্বারা একই কার্য্য দুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় (কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যঙ্কে, এরূপ বিকল্প নহে) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে সুপ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত। শ্রুতিও সুষুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের) সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন। যথা—“যখন সেই নাড়ীসমূহে থাকেন তখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে (পর-মাত্মায়) একীভূত হন।” এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা

গতং 'প্রাণস্তথানুগমাদ্' ইত্যত্র। যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি 'আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি' ইতি তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোঽপ্রতিষেধান্নাড়ীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুধ্যতে। নাড়ীভিরপি ব্রহ্মোপসর্পন্ সুপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি। যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি গত এব স গঙ্গায়াং ভবতি। অপি চাত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারাত্মকস্য ব্রহ্মলোকমার্গস্য বিবক্ষিতত্বান্নাড়ীস্তুত্যর্থং সুপ্তিসঙ্কীর্ত্তনম্। নাড়ীষু সুপ্তো ভবতীত্যুক্ত্বা 'অতস্তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি' ইতি ব্রুবন্ নাড়ীঃ প্রশংসতি। ব্রবীতি চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুং

"যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তী"ত্যাদিনা। সাপেক্ষশ্রুত্যনুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতির্নেতব্যেত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। ননু যদি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানং তাবন্মাত্রমুচ্যতাং কৃতং নাড়্যুপন্যাসেনেত্যত আহ—"অপি চাত্রেতি"। অপিচেতি সমুচ্চয়ে ন বিকল্পে। এতদুপপত্তিসহিতা

"প্রাণস্তথানুগমাৎ" সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। [যত্রাপি···ভবতি] যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয় যথা—"সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন" ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে গিয়া সুপ্ত হন। এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। [অপি চাত্র···ইত্যর্থঃ] ঐ সকল শ্রুতির এ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড্যাকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বদ্ধ নাড়ীরূপ পথ। * সেই কারণে নাড়ীর প্রশংসার্থ ঐরূপ নাড়ী সুপ্তির কথন হইয়াছে। শ্রুতি "নাড়ীতে সুপ্ত হন" এই কথার

---

* মনুষ্যের শিরঃকপালে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সর্ব্বদাই সূক্ষ্মনাড়ীসদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। সেই জ্যোতির্ম্ময় নাড়ী সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে (সূর্য্যকিরণস্পর্শ দ্বারা)। যোগীরা প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক এই ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নাড়ীপথে পরলোকগামী হন, হইয়া সূর্য্যাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

'তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি। তেজসা নাড়ীগতেন পিত্তাখ্যেনাভিব্যাপ্তকরণো ন বাহ্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইত্যর্থঃ। অথবা তেজসা ইতি ব্রহ্মণ এবায়ং নির্দ্দেশঃ। শ্রুত্যন্তরে 'ব্রহ্মৈব তেজ এব' ইতি তেজঃশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ। ব্রহ্মণা হি তদা সম্পন্নো ভবতি নাড়ীদ্বারেণ অতস্তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুঃ সমধিগতঃ। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। অপহত-

---

পূর্ব্বোপপত্তিরর্থসাধিনীতি। মার্গোপদেশোপযুক্তানাং নাড়ীনাং স্তুত্যর্থমত্র নাড়ীসঙ্কীর্ত্তনমিত্যর্থঃ। পিত্তেনাভিব্যাপ্তকরণো ন বাহ্যান্ বিষয়ান্ বেদেতি তদ্দ্বারা সুখদুঃখাভাবেন তৎকারণপাপ্মাদর্শনেন নাড়ীস্তুতিঃ। যদা তু তেজো-ব্রহ্ম তদা সুগমম্। অপি চ নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধ্যাধার এব ভবতী-ত্যয়মর্থঃ। অভ্যুপেত্য জীবস্যাধেয়ত্বমিদমুক্তম্। পরমার্থতস্তু ন জীবস্যাধেয়-ত্বমস্তি। তথাহি—নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধীনাং করণানামাশ্রয়ঃ। জীবস্তু ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠঃ। ন চাপি ব্রহ্মজীবস্যাধারস্তাদাত্ম্যাদ্বিকল্প্য তু ব্যতিরেকং ব্রহ্মণ আধারত্বমুচ্যতে জীবম্প্রতি। তথা চ সুষুপ্তাবস্থায়ামুপা-ধীনামসমুদাচারাজ্জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বমেব ব্রহ্মাধারত্বং ন তু নাড়ীপুরীতদাধারত্বম্। তদুপাধিকরণমাত্রাধারতয়া তু সুষুপ্তদশারম্ভায় জীবস্য নাড়ীপুরীতদাধারত্বমিত্য-

---

পর "সেই কারণে কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না" এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাপস্পর্শ হয় না তাহাও বলিয়াছেন। যথা—"সেই কালে তিনি তেজঃসম্পন্ন হন।" অভিপ্রায় এই যে, নাড়ীগত পিত্তনামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহ্যিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা এরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম, নাড়ী সঞ্চরণ করিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (দ্বৈত বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ। দেখ, "ব্রহ্মই তেজ।" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [ব্রহ্ম…শ্রুতিভ্যঃ] পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথ্য "যেহেতু এই

পাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবঞ্চ সতি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধেন ব্রহ্মণা সুপ্তিস্থানেনানুগতো নাড়ীনাং চয়ঃ সমাশ্রিতো ভবতি। তথা পুরীততোঽপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং সঙ্কীর্ত্তনাৎ তদনুগুণমেব সুপ্তিস্থানত্বং বিজ্ঞায়তে। 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' ইতি হৃদয়াকাশে সুপ্তিস্থানে প্রকৃতে ইদমুচ্যতে 'পুরীততি শেতে' ইতি। পুরীতদিতি হৃদয়পরিবেষ্টনমুচ্যতে, তদন্তর্ব্বর্ত্তিন্যপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ শক্যতে পুরীততি শেত ইতি বক্তুম্। প্রাকারপরিক্ষিপ্তেঽপি হি পুরে বর্ত্তমানঃ প্রাকারে বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে। হৃদয়াকাশস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং 'দহর উত্তরেভ্যঃ' ইত্যত্র। তথা নাড়ী-পুরীতৎসমুচ্চয়োঽপি 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে'

ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ—সেই হেতু সমুদায় পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।" এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে। [এবঞ্চ…ইত্যত্র] তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ হয় যে, প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই সুপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অনুবল (দ্বারস্বরূপ) মাত্র। অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কথন থাকায় জানা যায়, পুরীতৎ সুপ্তিস্থানটী ব্রহ্মেরই অনুগুণ (ব্রহ্ম গমনের উপায়)। "এই যে, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ, জীব এই আকাশে সুপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে হৃদয়াকাশকে সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে ঐ প্রস্তাবেই বলিয়াছেন "পুরীততে শয়ন করে ও সুপ্ত হয়।" পুরীতৎ শব্দে হৃদয়বেষ্টন। যে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায় সে পুরীততে শয়ন করে। যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা যায়, সে প্রাকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকাশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা "দহর উত্তরেভ্যঃ" সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। [তথা…স্থানম্] "নাড়ীর দ্বারা প্রতি গমন করে, করিয়া পুরীততে সুপ্ত হয়।" এই শ্রুতিতে একত্র কথন হেতু নাড়ীপুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না। সতের ও প্রাজ্ঞের ব্রহ্মতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সৎ শব্দে ও প্রাজ্ঞ শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। ঐ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটী সুপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই সুপ্তির

ইত্যেকবাক্যোপাদানাদবগম্যতে। সৎপ্রাজ্ঞয়োশ্চ প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মত্বমেতাসু শ্রুতিষু—ত্রীণ্যেব সুপ্তিস্থানানি সঙ্কীর্ত্তিতানি নাড্যঃ পুরীতদ্ব্রহ্ম চ ইতি। তত্রাপি চ দ্বারমাত্রং নাড্যঃ পুরীতচ্চ। ব্রহ্মৈব ত্বেকমনপায়ি সুপ্তিস্থানম্। অপি চ নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রাস্য করণানি বর্ত্তন্ত ইতি। ন হ্যুপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ স্বত এব জীবস্যাধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি ব্রহ্মাব্যতিরেকেন স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। ব্রহ্মাধারত্বমপ্যস্য সুষুপ্তেনৈবাধারাধেয়ভেদাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ যত আহ 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। স্বশব্দেনাত্মাভিলপ্যতে। স্বরূপমাপন্নঃ সুষুপ্তো ভবতীত্যর্থঃ। অপি চ ন কদাচিজ্জীবস্য ব্রহ্মণা সম্পত্তির্নাস্তি স্বরূপস্যানপায়িত্বাৎ। স্বপ্নজাগরিতয়োস্তূপাধিসম্পর্কবশাৎ পররূপা-

---

তুল্যার্থতয়া ন বিকল্প ইতি। "অপি চ ন কদাচিজ্জীবস্যেতি"। ঔৎসর্গিকং ব্রহ্মস্বরূপত্বং জীবস্যাসতি জাগ্রৎস্বপ্নদশারূপেঽপবাদে সুষুপ্তাবস্থায়াং নান্যথ-

---

অনপায়ী (অনশ্বর) মুখ্য বা অদ্বিতীয় স্থান। [অপিচ···ভবতীত্যর্থঃ] আরও দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতৎ-ই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক। কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব। কারণ, জীব উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। (অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তিতে উপাধির লয় হয়, সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু—পুরীতৎ অথবা নাড়ী মুখ্য সুপ্তিস্থান হইতে পারে না)। বলিতে পার যে, জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না। কেন-না, যে জীব, সে-ই ব্রহ্ম, অথচ সুষুপ্তিতে আধারাধেয় ভাবের ভেদ কথন দৃষ্ট হয়। সে ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ম্য-শ্রুতির গতি কি হইবে? তাদাত্ম্য বা অভেদ-শ্রুতি যথা—"হে সৌম্য! জীব সেই সময়ে সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয়।—স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সুপ্ত হয়।" [অপিচ...ইত্যযুক্তম্] অন্য কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ তাহা তাহ

পত্তিমিবাপেক্ষ্য তদুপশমমাত্রাৎ সুষুপ্তে স্বরূপাপত্তির্বিবক্ষ্যতে। অতশ্চ সুষুপ্তাবস্থায়াং কদাচিৎ সতা সম্পদ্যতে কদাচিৎ ন সম্পদ্যত ইত্যযুক্তম্। অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেঽপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং তাবৎ সুষুপ্তং ন কচিদ্বিশিষ্যতে তত্র সতি সম্পন্নস্তাবদেকত্বাৎ ন বিজানাতীতি যুক্তং 'তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ' ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীষু পুরীততি চ শয়ানস্য ন কিঞ্চিদবিজ্ঞানে কারণং শক্যং বিজ্ঞাতুং ভেদবিষয়ত্বাৎ 'যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ-

---

য়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ। অপি চ যেঽপি স্থানবিকল্পমাস্থিষত তৈরপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণা সুষুপ্ত্যবস্থাঙ্গীকর্ত্তব্যা। ন চেয়মাত্মতাদাত্ম্যং বিনা নাড়্যাদিষু পরমাত্মব্যতিরিক্তেষু স্থানেষূপপদ্যতে। তত্র হি স্থিতোঽয়ং জীব আত্মব্যতিরেকাভিমানী সন্নবশ্যং বিশেষজ্ঞানবান্ ভবেৎ। তথাহি শ্রুতিঃ 'যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোন্যৎ পশ্যে'দিতি। আত্মস্থানত্বে ত্বদোষঃ। 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেদ্বিজানীয়া'দিতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যাত্মস্থানত্বস্য দ্বারং নাড়্যাদীত্যাহ—"অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেঽপী"তি। অত্র

হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হওয়া নাই, এমত নহে। স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির ন্যায় থাকেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহার উপশম (অভাব) হয়। তাহাই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সৎসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির বিবক্ষিত। অতএব, সুষুপ্তাবস্থায় কখন সৎসম্পন্ন ও কখন সৎসম্পন্ন নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত। (যখন নাড়ীতে ও পুরীততে সুপ্তি, তখন সৎসম্পন্ন নহেন) [অপিচ…শ্রুতেঃ] ইচ্ছা হয় স্থানবিকল্প (হয় নাড়ী স্থানে না হয় পুরীততে সুপ্তি হয় ইহা) স্বীকার কর, কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ সুষুপ্তির বিশেষ (ভেদ) হইবে না। সর্ব্বত্রই একত্ব ও সৎসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রহিত হয়, ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে (হৃদয়বেষ্টনান্তরে) শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ নাই। আত্মৈকত্ব ব্যতীত অন্য সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদ জ্ঞানের

পশ্যেৎ' ইতি শ্রুতেঃ। নন্বু ভেদবিষয়স্যাপ্যতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞানে স্যাৎ। বাঢ়মেবং স্যাৎ যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছিন্নোঽভ্যুপগম্যেত যথা বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্যতীতি ন তু জীবস্যোপাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদো বিদ্যতে। উপাধিগতমেবাতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞান ইতি যদ্যুচ্যেত তথাপ্যুপাধেরুপশান্তত্বাৎ সত্যেব সম্পন্নো ন বিজানাতীতি যুক্তম্। ন চ বয়মিহ তুল্যবৎ নাড্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদয়ামঃ। ন হি নাড্যঃ সুপ্তিস্থানং পুরীতচ্চেত্যনেন বিজ্ঞানেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি। ন হ্যেতদ্বিজ্ঞানপ্রতিবদ্ধং ফলং

চোদয়তি—"নন্বু ভেদবিষয়স্যাপী"তি। ভিদ্যত ইতি ভেদঃ। ভিদ্যমানস্যাপি বিষয়স্যেত্যর্থঃ। পরিহরতি—"বাঢ়মেবং স্যাদি"তি। ন তাবজ্জীবস্যাস্তি স্বতঃপরিচ্ছেদস্তস্য ব্রহ্মাত্মত্বেন বিভুত্বাৎ। ঔপাধিকে তু পরিচ্ছেদে যত্রোপাধিরসন্নিহিতস্তন্মাত্রং ন জানীয়ান্ন তু সর্ব্বম্। ন হ্যসন্নিধানাৎ সুমেরুমবিদ্বান্ দেবদত্তঃ সন্নিহিতমপি ন বেদ। তস্মাৎ সর্ব্ববিশেষবিজ্ঞানপ্রত্যস্তময়ীং সুষুপ্তিং প্রসাধয়তা তদাস্য সর্ব্বোপাধ্যুপসংহারো বক্তব্যঃ। তথা চ সিদ্ধমস্য তদা ব্রহ্মাত্মত্বমিত্যর্থঃ। গুণপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো ন সমপ্রধানতয়াগ্নেয়াদিবদিতি বদন্ বিকল্পমপ্যাকরোতি। "ন চ বয়মিহে"তি। স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-

---

স্থান। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মা যে-সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন বা হন সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন।" [নন্বু ভেদ…যুক্তম্] যদি বল, দ্বৈতাজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই দ্বৈত অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে; পরন্তু জীবের সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক নহে। বিষ্ণুমিত্র দূরদেশে, সে জন্য সে আপন গৃহ দেখে না। কিন্তু জীব সেরূপ দূরবর্ত্তী নহে। জীবের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, দৃশ্য হইতে যে দ্রষ্টার দূরবর্ত্তিত্ব তাহা ঔপাধিক। কেন-না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে; উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যদি উপাধি-নিষ্ঠ দূরতা তাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিতস্থলে উপাধি নাই। উপাধি উপশান্ত হইয়াছে, সুতরাং সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হওয়ায় দ্বৈতাভাববশতঃই তৎকালে দ্বৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। [ন চ…সুপ্তিস্থানম্]

কিঞ্চিৎ শ্রূয়তে। নাপ্যেতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কস্যচিদঙ্গমুপদিশ্যতে। ব্রহ্ম ত্বনপায়ি সুপ্তিস্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ। তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনমস্তি। জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণং স্বপ্নজাগরিতব্যবহারবিমুক্তত্বাবধারণঞ্চ। তস্মাদাত্মৈব সুপ্তিস্থানম্ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥*

যস্মাচ্চাত্মৈব সুপ্তিস্থানমত এব কারণাৎ নিত্যবদেবাঽস্মাদাত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে। কুত এতদাগাদি-

---

বিধ্যাপাদিতপুরুষার্থত্বস্য বেদরাশেরেকেনাপি বর্ণেন নাপুরুষার্থেন ভবিতুং যুক্তম্। ন চ সুষুপ্তাবস্থায়াং জীবস্য স্বরূপেণ নাড্যাদিস্থানত্বপ্রতিপাদনে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মভূয়প্রতিপাদনে ত্বস্তি। তস্মান্ন সমপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো নাপি বিকল্প ইতি ভাবঃ। নীতার্থমন্যৎ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জীবস্যোত্থানশ্রুতের্ব্রহ্মৈব সুষুপ্তিস্থানমিত্যাহ সূত্র-

---

শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়তা মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করি না। কেন-না, নাড়ী সুপ্তিস্থান? কি পুরীতৎ সুপ্তিস্থান? ইহা জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই। তদ্বিজ্ঞানের কোনরূপ ফলও নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে। একমাত্র ব্রহ্মই অনপায়ি সুপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই জানিবার প্রয়োজন। উহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎ-ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সকল কারণে স্বীকার্য্য হয়, আত্মাই সুপ্তিস্থান।

যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে শ্রুতি সুষুপ্তাধিকারে নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ অবস্থা) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন। "এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

---

* অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ আত্মনঃ সুপ্তিস্থানত্বাদিত্যর্থঃ। অস্মাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ জাগৃতি যোজনা।—যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান—আত্মাতে (আপনার স্বরূপে) সুপ্ত হয়, সেই হেতু আত্মা হইতেই প্রবুদ্ধ বা উত্থিত হয়।

তস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ' ইত্যাদি। 'সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে' ইতি চ। বিকল্প্যমানেষু তু সুষুপ্তিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে কদাচিৎ পুরীততঃ কদাচিদাত্মন ইত্যশাসিষ্যৎ। তস্মাদপ্যাত্মৈব তু সুপ্তিস্থানমিতি ॥ ৮ ॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥*

তস্যাঃ পুনঃ সৎসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং য এব সৎসম্পন্নঃ স এব প্রতিবুধ্যতে উতান্যো বেতি চিন্ত্যতে। তত্র

কারঃ—অতঃ প্রবোধ ইতি। নাড়ীপুরীততোঃ কাপ্যুত্থানাপাদনত্বাশ্রবণাৎ ন সুপ্তিস্থানমিত্যর্থঃ। তস্মাদুপাধিলয়ে জীবস্য ব্রহ্মাভেদাদৌপাধিক এব ভেদ ইতি বিবেকাদ্বাক্যার্থাভেদসিদ্ধিরিতি স্থিতম্। ইতি রত্নপ্রভা।

যদ্যপীশ্বরাদভিন্নো জীবস্তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছেদেন ভেদং বিবক্ষিত্বাঽধিকরণান্তরারম্ভঃ। স এবেতি দুঃসম্পাদমিতি স বান্যো বেতীশ্বরোবেতি সম্ভবমাত্রে-

---

স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়) বহিরাগত হয়।" ইত্যাদি। "সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি।" ইত্যাদি। [বিকল্প্য… স্থানমিতি] সুপ্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখন হয় নাড়ী, কখন পুরীতৎ হইত), তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উত্থিত হয়, কখন বা পুরীতৎ হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উত্থিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। অতএব, আত্মাই সুপ্তিস্থান, ইহা অসংসয়িত সিদ্ধান্ত।

বলা হইল, জীব সুষুপ্তিতে সৎসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার তাঁহা হইতে উত্থিত বা প্রতিবুদ্ধ হয়। এই স্থানে প্রশ্ন এই যে, যে সৎসম্পন্ন হয় সে-ই কি প্রতিবুদ্ধ হয়? অথবা অন্য কেহ হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, অনিয়ম—তাহার কোন নিয়ম

---

* যঃ সৎসম্পন্নঃ স্যাৎ স এবোত্থিতঃ প্রতিবুদ্ধো বা স্যাদিতি কর্ম্মানুস্মৃত্যাদিভির্বিজ্ঞায়তে। কর্ম্মণোঽনুস্মরণাৎ শব্দাৎ (শব্দঃ শাস্ত্রং) বিদ্যাবিধেশ্চেতি বিভাগঃ।—যে সৎসম্পন্ন হয়, পরমাত্মায় একীভূত বা লীন হয়, সে-ই উত্থিত হয়, অন্য কেহ নূতন হয় না।

প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি। কুতঃ। যদা হি জলরাশৌ কশ্চিজ্জলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে জলরাশিরেব স তদা ভবতি। পুনস্তদুদ্ধরণে স এব জলবিন্দুর্ভবতীতি দুঃসম্পাদম্। তদ্বৎ সুপ্তঃ পরেণৈকত্বমাপন্নঃ সম্প্রসীদতি ন স এব পুনরুত্থাতুমর্হতি। তস্মাৎ স এবেশ্বরো বান্যো বা জীবঃ প্রতিবুধ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ। স এব তু জীবঃ সুপ্তঃ স্বাস্থ্যং গতঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি নান্যঃ। কস্মাৎ। কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ। বিভজ্য হেতূন্ দর্শয়িষ্যামি। কর্ম্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ স এবোত্থাতুমর্হতি নান্যঃ। তথা হি পূর্ব্বেদ্যুরনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণোঽপরেদ্যুঃ শেষমনুতিষ্ঠন্ দৃশ্যতে। ন চান্যেন সামিকৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তিতুমর্হত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদেব এব পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুশ্চৈকস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তেতি গম্যতে।

গোপন্যাসঃ। ন হি তস্য শুদ্ধমুক্তস্বভাবস্যাবিদ্যাকৃতব্যুত্থানসম্ভবঃ। অত এব বিমর্শাবসরেঽস্যানুপন্যাসঃ। যদ্ধি দ্ব্যহাদিনির্ব্বর্ত্তনীয়মেকস্য পুংসশ্চোদিতং কর্ম্ম তস্য পূর্ব্বেদ্যুরনুষ্ঠিতস্যাস্তি স্মৃতিরিতি বক্তব্যেঽস্যুঃ প্রত্যভিজ্ঞানসূচনার্থঃ।

নাই। কেন? তাহা বলিতেছি। [যদা…মাহ] যখন কোন জলরাশিতে বিন্দুপরিমিত জল প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিসম্পন্ন হয় অর্থাৎ জলরাশি হইয়াই যায়। পরে যদি সেই জলরাশি হইতে জলবিন্দু উঠান যায়, তাহা হইলে সে জলবিন্দু - যে জলবিন্দু পূর্ব্বপ্রক্ষিপ্ত সেই জলবিন্দু, অন্য জলবিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। অর্থাৎ সে জলবিন্দু উঠে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সুষুপ্ত জীব সংসম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একীভূত হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ বা পুনর্জ্জাগ্রৎ (উত্থান) আইসে, তখন, যে সুপ্ত হইয়াছিল সে-ই যে প্রতিবুদ্ধ বা উত্থিত হয়, তাহা হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ এই সূত্র (স এব—ইত্যাদি) বলা হইল। [স এব…দর্শয়িষ্যামি] সেই জীবই অগ্রে সুপ্ত, পরে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনঃ প্রবুদ্ধ বা পুনরুত্থিত হয়। অন্য অভিনব কেহ উত্থিত হয় না। তৎপ্রতি হেতু কর্ম্ম, অনুস্মরণ, শব্দ ও বিধি (কর্ম্মের ও উপাসনার বিধান)। এই সকল হেতু বিভাগপূর্ব্বক দর্শিত হইতেছে। [কর্ম্ম… গম্যতে] যেহেতু কর্ম্মের শেষ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেই হেতু

ইতশ্চ স এবোত্তিষ্ঠতি যৎকারণমতীতেঽহন্যহমদোঽদ্রাক্ষমিতি পূর্ব্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণমন্যস্যোত্থানে নোপপদ্যতে। ন হ্যন্যদৃষ্টমন্যোঽনুস্মর্ত্তুমর্হতি। 'সোঽহমস্মি' ইতি চাত্মানুস্মরণমাত্মান্তরোত্থানে নাবকল্পতে। শব্দেভ্যশ্চ তস্যৈবোত্থানমবগম্যতে 'তথা হি পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো

অতএব সোহমস্মীত্যুক্তম্। "পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতী"তি। অয়নম্ আয়ঃ। নিয়মেন গমনং ন্যায়ঃ। জীবঃ প্রতিন্যায়ং সম্প্রসাদে সুষুপ্তাবস্থায়াং বুদ্ধান্তায়াদ্রবতি আগচ্ছতি। প্রতিযোনি যোহি ব্যাঘ্রযোনিঃ সুষুপ্তো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাঘ্র এব ভবতি ন জাত্যন্তরম্। তদিদমুক্তম্। "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বে"তি। "অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠতী"তি। যো

তাহারই উত্থান, অন্যের নহে। দেখ, যে পূর্ব্ব দিবসে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আরম্ভ করিয়াছে, পর দিবসে সে-ই সে কর্ম্মের শেষ করে। অন্যকৃত কর্ম্মের শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন? হয় বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেক। অতএব, পূর্ব্বাপর দিবসে অনুষ্ঠিত একই কর্ম্ম এবং তাহার কর্ত্তাও এক। [ইতশ্চ...কল্পতে] যে সুপ্ত হয়, সেই যে পুনরুত্থিত হয়, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, পূর্ব্ব-দিবসে "আমি দেখিয়াছি," এতদ্রূপ অনুভব করিয়া পর দিবসে তাহার স্মরণ করে—"আমি ইহা দেখিয়াছিলাম।" এ অনুস্মরণ অন্যের উত্থানে সঙ্গত হয় না। একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। "সেই আমি—সেই আমি আজও আছি" এই যে আত্মানুস্মরণ, এ অনুস্মরণও আত্মান্তরের উত্থানে উৎপন্ন হইতে পারে না। [শব্দেভ্যশ্চ...মীয়ুঃ] সুপ্ত আত্মারই উত্থান, আত্মান্তরের নহে, ইহা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও জানা যায়। যথা—"সুষুপ্ত পুরুষ জাগরণের উদ্দেশে পুনর্ব্বার যেরূপে সেই সেই ইন্দ্রিয়স্থানে গমন করে সেইরূপে প্রতি যোনিতে আগমন করেন।" "এই সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে অথচ জানে না যে আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি।" "পূর্ব্বপ্রবোধে যে যেরূপ ছিল,—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে যেরূপ ছিল, পরপ্রবোধে সে তাহাই হয়।" সুষুপ্ত্যধিকারে পরিপঠিত এই সকল শব্দ

বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্ভবন্তি তত্তদা ভবন্তি' ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধাধিকারে পঠিতা নাত্মান্তরোত্থানে সামঞ্জস্যমীয়ুঃ। কর্ম্মবিদ্যাবিধিভ্যশ্চৈবমেব গম্যতে। অন্যথা হি কর্ম্মবিদ্যাবিধয়োঽনর্থকাঃ স্যুঃ। অন্যোত্থানপক্ষে হি সুষুপ্তমাত্রোমুচ্যত ইত্যাপদ্যেত। এবং চেৎ স্যাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কর্ম্মণা বিদ্যয়া বা কৃতং স্যাৎ। অপি চান্যোত্থানপক্ষে যদি তাবচ্ছরীরান্তরে ব্যবহারমাণো জীব উত্তিষ্ঠেৎ তত্তদ্ব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠেত কল্পনানর্থক্যং স্যাৎ। যো হি যস্মিন্ শরীরে সুপ্তঃ স তস্মিন্নোত্তিষ্ঠতি, অন্যস্মিন্ শরীরে সুপ্তোঽন্যস্মিন্নুত্তিষ্ঠতি ইতি কোঽস্যাং কল্পনায়াং লাভঃ স্যাৎ। অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ অন্তবান্মোক্ষ আপদ্যেত।

হি জীবঃ সুপ্তঃ স শরীরান্তর উত্তিষ্ঠতি। শরীরান্তরগতস্তু সুপ্তজীবসম্বন্ধিনি

আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। [কর্ম্ম···কৃতং স্যাৎ] কর্ম্মের ও উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতেও সুপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়। যদি সুপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। যাহাদের মতে অন্যের উত্থান, তাহাদের কর্ম্ম অথবা জ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কেননা, সুষুপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জ্জন্মনাশ) হয়। সুষুপ্তিই শেষ, এরূপ হইলে কালান্তরফল কর্ম্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? লোকে কেন সে সকল কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? [অপি চান্যো···নান্য ইতি] যে সুপ্ত হয় তাহার উত্থান হয় না, নূতনের উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, সুতরাং সে পক্ষে ব্যবহার লোপ প্রাপ্তি দোষ আছে। যদি বল তাহা নহে, সুপ্ত জীবই উঠে, প্রবুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে। যে যে-শরীরে সুপ্ত হয়—সে যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে সুপ্ত হইয়া অন্য শরীরে উঠে, এরূপ কল্পনা করার প্রয়োজন? তাহাতে লাভ কি? মুক্তাত্মার উত্থান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব আপত্তি হইবে। অপিচ, যাহার অবিদ্যাবিনাশ হইয়াছে তাহার উত্থান উপপন্নই হয় না। মুক্তা-

নিবৃত্তাবিদ্যস্য চ পুনরুত্থানমনুপপন্নম্। এতেনেশ্বরোত্থানং প্রত্যুক্তম্। নিত্যনিবৃত্তাবিদ্যত্বাৎ। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারাবন্যোত্থানপক্ষে স্যাতাম্। তস্মাৎ স এবোত্তিষ্ঠতি নান্য ইতি। যৎপুনরুক্তং যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তো জলবিন্দুর্নোদ্ধর্তুং শক্যত এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোৎপতিতুমর্হতীতি, তৎ পরিহ্রিয়তে। যুক্তং তত্র বিবেককারণাভাবাজ্জলবিন্দোরনুদ্ধরণম্। ইহ তু বিদ্যতে বিবেককারণং কর্ম্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্। দৃশ্যতে চ দুর্ব্বিবেচনয়োরপ্যস্মজ্জাতীয়ৈঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োর্হংসেন বিবেচনম্। অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে

আত্মার উত্থান নিষেধ দ্বারা ঈশ্বরাত্মার উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে। তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিদ্যাস্পৃষ্ট নহেন। অন্য আত্মার উত্থান (জাগ্রৎ) পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রণাশ এই দুই দোষ দুর্নিবার্য্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিল না, আর প্রবুদ্ধ বা উত্থিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত যুক্তি বহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। [যৎপুন···বিবেচনম্] বলিয়াছিলে যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া যাওয়ায় সে জীবের উত্থান অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশিমধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন-না, সে স্থলে বিবেককারণের অভাব আছে (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)। কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে। (ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দ্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায় আছে)। জীবের কর্ম্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুএর দ্বারা সেই কি-না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মায় জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে। ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অস্মদাদির না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে। [অপিচ···প্রপঞ্চিতম্] অন্য

যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সতো বিবিচ্যেত। সদেব তূপাধিসম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যত ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্। এবং সতি যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুবৃত্তিস্তাবদেকজীবব্যবহারঃ। উপাধ্যন্তরগতায়াস্তু বন্ধানুবৃত্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ। স এবায়মুপাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োর্ব্বীজাঙ্কুরন্যায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ প্রতিবুধ্যত ইতি যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥*

অস্তি মুগ্ধো নাম যং মূর্চ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি।

শরীর উত্তিষ্ঠতি। ততশ্চ ন শরীরান্তরে ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ। "অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাৎ" ইতি। যথা ঘটাকাশোনাম ন পরমাকাশাদন্যঃ। অথ চান্য ইব যাবদ্ঘটমনুবর্ত্ততে। ন চাসৌ দুর্ব্বিবেচস্তদুপাধের্ঘটস্য বিবিক্তত্বাৎ। এবমনাদ্যনির্ব্বচনীয়াবিদ্যোপধানভেদোপাধিকল্পিতোজীবো ন বস্তুতঃ পরমাত্মনোভিদ্যতে তদুপাধ্যুদ্ভবাভিভবাভ্যাং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতীয়তে। ততশ্চ সুষুপ্তাদাবপ্যভিভূত ইব জাগ্রদবস্থাদিষূদ্ভূত ইব তস্য চাবিদ্যাতদ্বাসনোপাধেরনাদিতয়া কার্য্যকারণভাবেন প্রবহতঃ সুবিবেচতয়া তদুপহিতোজীবঃ সুবিবেচ ইতি।

বিশেষবিজ্ঞানাভাবান্মূর্চ্ছা জাগরস্বপ্নাবস্থাভ্যাং ভিদ্যতে পুনরুত্থানাচ্চ

কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিবে। পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে। [এবং...যুক্তম্] অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্ত্তন—তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার এবং উপাধ্যন্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্ত্তন হইলে তাহা অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীজাঙ্কুরসমান সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুএর মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত। অর্থাৎ যে সুপ্ত হয় সেই জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত।

মুগ্ধ-নামক একটী অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মূর্চ্ছা বলে,

---

* পরিশেষাৎ জাগ্রদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ মুগ্ধে মূর্চ্ছিতেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ সর্ব্বস্বসুপ্ত্যাদিধর্ম্মৈরসম্পন্নতা জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বৈঃ সুষুপ্তিধর্ম্মৈরসম্পন্নো মুগ্ধঃ সুষুপ্তো ন ভবতি সর্ব্বৈর্মরণাবস্থাধর্ম্মৈরসম্পন্নত্বে-মূর্তোঽপি ন কিন্ত্ববস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থা

স তু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে। তিস্রস্তাবদবস্থাঃ শরীরস্থস্য জীবস্য প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ সুষুপ্তমিতি। চতুর্থী শরীরাদপসৃপ্তিঃ। ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবস্য শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধাস্তি। তস্মাচ্চতসৃণামেবাবস্থানামন্যতমাবস্থা মূর্চ্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন তাবন্মুগ্ধো জাগরিতাবস্থো ভবিতুমর্হতি। ন হ্যয়মিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানীক্ষতে। স্যাদেতৎ। ইষুকারন্যায়েন মুগ্ধো ভবিষ্যতি। যথেষুকারো জাগ্রদপি ইষ্বাসক্তমনস্তয়া নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত এবং মুগ্ধো মুশলসম্পাতাদিজনিতদুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইতি। ন। অচেতয়মানত্বাৎ। ইষুকারো হি ব্যাপৃতমনা ব্রবীতীষুমেবাহমেতাবন্তং কালমুপলভমানো-

---

মরণাবস্থায়াঃ। অতঃ সুষুপ্তিরেব মূর্চ্ছা বিশেষজ্ঞানাভাবাবিশেষাৎ। চিরানুচ্ছ্বাসবেপথুপ্রভৃতয়স্তু সুপ্তেরবান্তরপ্রভেদাঃ। তদ্যথা কশ্চিৎ সুপ্তোত্থিতঃ প্রাহ সুখমহমস্বাপ্সং লঘূনি মে গাত্রাণি প্রসন্নং মে মন ইতি। কশ্চিৎ পুনর্দুঃখমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ভ্রমত্যনবস্থিতং মে মন ইহি। ন চৈতাবতা সুষুপ্তির্ভিদ্যতে। তথা বিকারান্তরেঽপি মূর্চ্ছা ন সুষুপ্তের্ভিদ্যতে। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্নেয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্। এবম্প্রাপ্ত

সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য। জীবের এই চার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা মূর্চ্ছিতাবস্থাটী ঐ চারের মধ্যে একটী। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ। [ন তাবন্মুগ্ধো···নীক্ষতে] মুগ্ধাবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে। কেন-না, মূর্চ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করেন না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু জানা যায় সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। [স্যাদেতৎ···জাগর্ত্তি] আচ্ছা,

---

মুগ্ধ অর্থাৎ মূর্চ্ছিত অবস্থাটী অতিরিক্ত। কেন-না ইহাতে অর্দ্ধসম্পন্নতা দৃষ্ট হয়। (কোন কোন জাগ্রৎ-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন সুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মও দৃষ্ট হয়। সুতরাং মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য)।

ঽভূবমিতি মুগ্ধস্তু লব্ধসঞ্জ্ঞো ব্রবীত্যন্ধে তমস্যহমেতাবন্তং কালং প্রক্ষিপ্তোঽভূবং ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি। জাগ্রতশ্চৈকবিষয়াসক্তচেতসোঽপি দেহো বিধ্রীয়তে মুগ্ধস্য তু দেহো ধরণ্যাং পততি। তস্মাৎ ন জাগর্ত্তি। নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি নিঃসঞ্জ্ঞত্বাৎ। নাপি মৃতঃ প্রাণোষ্মণোর্ভাবাৎ। মুগ্ধে হি জন্তৌ মৃতোঽয়ং স্যাৎ ন বা মৃত ইতি সংশয়ানা উষ্মাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালভন্তে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোঽস্তি নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্। যদি প্রাণোষ্মণোরস্তিত্বং নাবগচ্ছন্তি ততো মৃতোঽয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং নয়ন্ত্যথ তু প্রাণমুষ্মাণং বা প্রতিপদ্যন্তে ততো নায়ং মৃত ইত্যধ্যবসায় সঞ্জ্ঞালাভায়াভিষজ্যন্তি। পুনরুত্থানাচ্চ ন দিষ্টং গতঃ। ন

উচ্যতে। যদ্যপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমেন মোহসুষুপ্তয়োঃ সাম্যং তথাপি নৈক্যম্। ন হি বিশেষবিজ্ঞানসদ্ভাবসাম্যমাত্রেণ স্বপ্নজাগরয়োরভেদঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারভাবাভাবাভ্যাস্তু ভেদে তয়োঃ সুষুপ্তমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ কারণভেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ। শ্রমাপনুত্ত্যর্থা হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ সুষুপ্তম্।

এমন হইতেও ত পারে যে, মুগ্ধ ইষুকারের ন্যায়? (ইষুকার—শরনির্ম্মাতা শিল্পী) ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিও প্রহারজনিত দুঃখানুভব-নিমগ্ন থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেন-না মুগ্ধের চৈতন্য থাকে না—চৈতন্য লুপ্ত থাকে। ইষুকার ইষুনির্ম্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে, এত ক্ষণ আমি ইষুমাত্র দেখিতেছিলাম, অন্য কিছু দেখি নাই। কিন্তু মূর্চ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্য্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে কিন্তু মূর্চ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ জাগ্রৎ নহে। [নাপি···প্রত্যাগচ্ছতি] মুগ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মূর্চ্ছিতের তাহা থাকে না। মূর্চ্ছিত মৃতও নহে।

হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি। অস্তু তর্হি সুষুপ্তো নিঃসঞ্জ্ঞত্বাদমৃতত্বাচ্চ। ন। বৈলক্ষণ্যাৎ। মুগ্ধঃ কদাচিচ্চিরমপি নোচ্ছ্বসিতি সবেপথুরস্য দেহো ভবতি ভয়ানকঞ্চ বদনং বিস্ফারিতে নেত্রে। সুষুপ্তস্তু প্রসন্নবদনস্তুল্যকালং পুনঃ পুনরুচ্ছ্বসিতি নিমীলিতে অস্য নেত্রে ভবতঃ। ন চাস্য দেহো বেপতে পাণিপেষণমাত্রেণ চ সুষুপ্তমুত্থাপয়ন্তি ন তু মুগ্ধং মুদ্গরঘাতেনাপি। নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ।

শরীরত্যাগার্থা তু ব্রহ্মণা সম্পত্তির্মোহঃ। যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং তথাপ্যসতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ। মুশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ সুষুপ্তস্য মুখনেত্রাদিবিকারলক্ষণত্বান্মোহস্য প্রস-

---

তৎপ্রতি কারণ, মূর্চ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উষ্মা থাকে। জন্তু মূর্চ্ছিত হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া সংশয় করে, অনন্তর উষ্মা (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্য তাহার হৃদয়দেশে হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জন্য নাসিকাদেশে হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে তখন তাহারা নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার দেহ দাহার্থ শ্মশানভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই, জীবিত আছে। তখন তাহারা তাহার সংজ্ঞালাভার্থ যত্নবান্ হয়। অপিচ মুগ্ধের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। যে যমলোকে গিয়াছে, সে কি আর তদ্দেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? [অস্তু…ঘাতেনাপি] মূর্চ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, সুখদুঃখমুক্তিও হয়, সুতরাং মূর্চ্ছা সুষুপ্তিমধ্যে নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেননা, তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। মূর্চ্ছিত জন্তু যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধশ্বাস থাকে, তাহার দেহ অনেক সময়ে সকম্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয়; কিন্তু সুষুপ্তের বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। অপিচ, হস্তাবমর্ষণ দ্বারা সুষুপ্তকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুদ্গর প্রহারেও মূর্চ্ছিতের উত্থান হয় না। [নিমিত্ত…ইতি] মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির কারণ এক

মুশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্বাপস্য। ন চ লোকেঽস্তি প্রসিদ্ধির্মুগ্ধঃ সুপ্ত ইতি। পরিশেষাদর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেত্যবগচ্ছামঃ। নিঃসজ্ঞত্বাৎ সম্পন্ন ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাদসম্পন্ন ইতি। কথং পুনরর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেতি শক্যতে বক্তুম্। যাবতা সুপ্তং প্রতি তাবদুক্তং শ্রুত্যা 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি। অত্র স্তেনোঽস্তেনোভবতি। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্' ইত্যাদি। জীবে হি সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ সুখিত্বদুঃখিত্বপ্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ সুখিত্বপ্রত্যয়ো দুঃখিত্বপ্রত্যয়োবা সুষুপ্তে বিদ্যতে। মুগ্ধেঽপি তৌ প্রত্যয়ৌ নৈব বিদ্যেতে। তস্মাদুপাধ্যুপশমাৎ সুষুপ্তবন্মুগ্ধেঽপি কৃৎস্নসম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি নার্দ্ধসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন

ন্নবদনত্বাদিলক্ষণভেদাচ্চ সুষুপ্তস্য। সুষুপ্তস্য ত্ববান্তরভেদেঽপি নিমিত্তপ্রয়োজনলক্ষণাভেদাদেকত্বম্। তস্মাৎ সুষুপ্তমোহাবস্থয়োর্ব্রহ্মণা সম্পত্তাবপি সুষুপ্তে

নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মূর্চ্ছা হয়, ঐন্দ্রিয়ক শ্রম কারণে সুষুপ্তি হয়। অপিচ, কোনও লোকে মূর্চ্ছিত'কে সুপ্ত বলে না। এই সকল কারণে, পরিশেষ প্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অন্য অংশে অসম্পন্ন, সুতরাং অর্দ্ধসম্পন্ন) সংজ্ঞাশূন্যতা বিধায় সম্পন্ন এবং সুষুপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। [কথং...সম্পত্তিরিতি] যদি বল, মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তিরূপা, এ কথা বলিতে পার কৈ? শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—"তখন সৎসম্পন্ন হয়" "ঐ সময়ে চোরও সাধু হয়।" "দিন ও রাত্রি ঐ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না" "জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত, এ সকল, কিছুই থাকে না।" ইত্যাদি। জীব যে সুকৃত দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্যপাপ প্রাপ্ত হয় তাহা সুখিত্ব দুঃখিত্ব জ্ঞান পূর্ব্বক। কিন্তু সুষুপ্তিতে সুখিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত (নিবৃত্ত) হওয়ায় মূর্চ্ছাও সুষুপ্তির ন্যায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্দ্ধসম্পত্তি নহে। [অত্রোচ্যতে...ইচ্ছতি] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা

ক্রমো মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তির্জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি। কিং তর্হি। অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বমর্দ্ধেনাবস্থান্তরপক্ষস্যেতি ক্রমঃ। দর্শিতে চ মোহস্য স্বাপেন সাম্যবৈষম্যে। দ্বারঞ্চৈতন্মরণস্য। যদাস্য সাবশেষং কর্ম্ম ভবতি তদা বাঙ্মনসে প্রত্যাগচ্ছতঃ। যদা তু নিরবশেষং কর্ম্ম ভবতি তদা প্রাণোষ্মাণাবপগচ্ছতঃ। তস্মাদর্দ্ধসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি। যত্তূক্তং ন পঞ্চমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধাস্তীতি, নৈষ দোষঃ। কাদাচিৎকীয়মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ। প্রসিদ্ধা চৈষা লোকায়ুর্ব্বেদয়োঃ। অর্দ্ধসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গম্যত ইত্যনবদ্যম্ ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥*

যাদৃশী সম্পত্তির্ন তাদৃশী মোহ ইত্যর্দ্ধসম্পত্তিরুক্তা। সাম্যবৈষম্যাভ্যামর্দ্ধত্বম্। যদা চৈতদবস্থান্তরং তদা ভেদাৎ তৎ প্রবিলয়ায় যত্নান্তরমাস্থেয়ম্। অভেদে তু ন যত্নান্তরমিতি চিন্তাপ্রয়োজনম্।

বলি না যে, মূর্চ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্দ্ধসম্পত্তি হয়। আমরা বলি, মূর্চ্ছায় সুষুপ্তি পক্ষের অর্দ্ধলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্দ্ধ লক্ষণ আছে। মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুগ্ধত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ। যদি তাহার (মূর্চ্ছিতের) কর্ম্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন করে, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উষ্মা পর্য্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞগণ অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। [যত্তূক্তং...ইত্যনবদ্যম্] বলিয়াছিলে যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মূর্চ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুর্ব্বেদে উহার প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহা পঞ্চমস্থানে গণ্য হইতে পারে না।

---

* পরস্য পরমাত্মনঃ স্থানতোঽপি উপাধিতোঽপি উভয়লিঙ্গং সবিশেষনির্ব্বিশেষোভয়রূপত্বং ন সম্ভবতি। হি যতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাসু শ্রুতিষু নিরস্তসমস্তবিশেষং ব্রহ্মোপদিশ্যতে। অতস্তৎ সর্ব্ব-

যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে তস্যেদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্য্যতে। সন্ত্যুভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ'সর্ব্বকর্ম্মাঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। 'কিমাসু শ্রুতিষূভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতান্যতরলিঙ্গম্। যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষমিতি মীমাংস্যতে। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রুত্যনুগ্রহাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্য-

---

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিম্বিতি"। যদ্যপি তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যত্র নিষ্প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মোপপাদিতং তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং বহ্বীনাং শ্রুতীনাং দর্শনাদ্ভবতি পুনর্ব্বিচিকিৎসা ততস্তন্নিবারণায়ারম্ভঃ। তস্য চ তত্ত্বজ্ঞানমপবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণাদুভয়রূপত্বং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্। তত্রাপি সবিশেষত্বনির্ব্বিশেষত্বয়োর্ব্বিরোধাৎ স্বাভাবিকত্বানুপপত্তেরেকং স্বতোপরন্তু পরতঃ। ন চ যৎ পরতস্তদপারমার্থিকম্। ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং দোষতোঽপ্রামাণ্যমপারমার্থি-

---

সুষুপ্ত্যাদিতে উপাধি-বিলয় হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে। "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্ম বোধক এবং "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন" ইত্যাদি বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বোধক। [কিমাসু…বিরোধাৎ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব? ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ? (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ?) না অন্যতর লিঙ্গ? (হয় সবিশেষ না হয় নির্ব্বিশেষ এই দুএর মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিব কি?) যদি অন্যতররূপ বুঝিতে হয় তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন্-

---

দৈবৈকরূপমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।—সগুণ নির্গুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায় এরূপ চিহ্নের অনেক কথা আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদায় শ্রুতিতে সর্ব্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। ন হি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি। ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থা-

---

কম্। বিপর্য্যয়জ্ঞানলক্ষণকার্য্যানুৎপাদপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদুভয়লিঙ্গকশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদুভয়রূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। ন স্থানত উপাধিতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণ উভয়চিহ্নত্বসম্ভবঃ। একং হি পারমার্থিকমন্যদধ্যারোপিতম্। পারমার্থিকত্বে হ্যুপাধিজনিতস্য রূপস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামোভবেৎ। স চ প্রাক্ প্রতিষিদ্ধঃ। তৎপারিশেষ্যাৎ স্ফটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্য লাক্ষারসাবসেকোপাধিররুণিমা সর্ব্বগন্ধত্বাদিরৌপাধিকো ব্রহ্মণ্যধ্যস্ত ইতি পশ্যামঃ। নির্ব্বিশেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্ছ্রুতীনাম্। সবিশেষতায়ামপি যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময় ইত্যাদীনাং শ্রুতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকত্বনানাত্বয়োশ্চৈকস্মিন্নসম্ভবাদেকত্বাঙ্গত্বেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্য্যবসানাৎ। নানাত্বস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধতয়ানুবাদ্যত্বাদেকত্বস্য চানধিগতের্ব্বিধেয়ত্বোপপত্তের্ভেদদর্শননিন্দয়া চ সাক্ষাদ্ভূয়সীভিঃ শ্রুতিভিরভেদপ্রতিপাদনাদাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণাঞ্চ কাসাঞ্চিচ্ছ্রুতীনামুপাসনাপরত্বমসতি বাধকেঽন্যপরাদ্বচনাৎ প্রতীয়মানমপি গৃহ্যতে। যথা দেবতানাং বিগ্রহবত্ত্বম্। সন্তি চাত্র সাক্ষাদ্দ্বৈতাপ-

---

রূপ? সবিশেষরূপ? না নির্ব্বিশেষরূপ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষ ত্রয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নান্বিত শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ হইলেও হইতে পারে। এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে সূত্রকার বলিতেছেন, পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপন্ন হয় না। বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্ব্বিশেষও বটে; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য নহে। কেন-না তাহা বিরুদ্ধ। [অস্তু···স্থাপিতত্বাৎ] এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধির দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে? দেখিতে গেলে তাহাও অনুপপন্ন বা অযুক্ত। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কি কখন অলক্তকাদি (অলক্তক=আল্‌তা) উপাধির যোগে (মেলনে) অস্বচ্ছস্বভাব

পিতত্বাৎ। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥১২॥*

অথাপি স্যাৎ, যদুক্তং নির্ব্বিকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম

বাদেনাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ। কাসাঞ্চিচ্চ দ্বৈতাভিধায়িনীনাং তৎপ্রবিলয়পরত্বম্। তস্মান্নির্ব্বিশেষমেকরূপং চৈতন্যৈকরসং সদ্ব্রহ্ম। পরমার্থতোঽবিশেষাশ্চ সর্ব্বগন্ধত্ববামনীত্বাদয় উপাধিবশাদধ্যস্তা ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্। অত্র কেচিদ্দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তীতি কিং সল্লক্ষণঞ্চ প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম কিং সল্লক্ষণমেব ব্রহ্মোত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি।

ভিদ্যত ইতি ভেদো বিশেষঃ। বিশেষশ্রুতাবপি বিশেষস্যাপি শ্রুতেরুভয়-

---

হয়? তবে যে রক্ত-স্ফটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা)। পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিতপদার্থ, সে জন্য সে সকল মিথ্যা। মিথ্যার দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অন্য কোন বৈপরীত্য ঘটে না। [অতশ্চা...দিশ্যতে] অতএব, অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্ব্বিশেষরূপই স্বীকার্য্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিশেষ রহিত নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মই উপাসকের জ্ঞেয়, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক "তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ," ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের) পোষক প্রমাণ।

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পক একরূপ ও তাঁহার কি স্বতঃ কি পরতঃ (উপাধি যোগে) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা

---

* ভেদাৎ শ্রুতৌ ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽঙ্গীকর্ত্তব্যমিতি ন। হেতুমাহ—প্রেতি। প্রত্যেকং প্রত্যুপাধিভেদং অতদ্বচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিভেদেনাভিহিতেঽপি ভেদেঽভেদ এব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।—শ্রুতিতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অঙ্গীকার্য্য নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অতদ্বচন অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে। অভিপ্রায় এই যে, অভেদ (নির্ব্বিশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য্য।

নাস্য স্বতঃ স্থানতো বোভয়লিঙ্গত্বমস্তীতি, তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যং ব্রহ্মণ আকারা উপদিশ্যন্তে 'চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম ষোড়শকলং ব্রহ্ম বামনত্বাদিলক্ষণং ব্রহ্ম ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ। তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্। ননূক্তং নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অয়মপ্যবিরোধঃ। উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্য। অন্যথা হি নির্ব্বিষয়মেব ভেদশাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নেতি ব্রূমঃ। কুতঃ। প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। প্রত্যুপাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রং 'যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব

রূপত্বং স্যাদিতি শঙ্কাং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্যাদিতি। পূর্ব্বোক্তং বিরোধং স্মারয়তি—ননূক্তমিতি। ভেদশ্রুতিপ্রামাণ্যার্থমৌপাধিকরূপভেদস্বীকারাদবিরোধ ইতি সমাধ্যর্থঃ। কিমুপাধিগত এব রূপভেদো ব্রহ্মণ্যুপচর্য্যতে ধ্যানার্থমুতোপা

উপপন্ন হয় কৈ ? প্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ আছে ? যথা—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে। সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য্য। [ননূক্তং...বচনাৎ] যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে; তাহার প্রত্যুত্তর—সেরূপ দ্বৈরূপ্য বা সেরূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে। কেননা তাহা উপাধিকৃত। (ভেদ ঔপাধিক, অভেদ বাস্তব)। ইহা অস্বীকার করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না। এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলেন, তাহাও নহে। কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক ঔপাধিকভেদে ভেদবিপরীত (অভেদ) বলিয়াছেন। [প্রত্যুপাধি...ইত্যাদি] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক-শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন। যথা—"যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা।"

স যোঽয়মাত্মা' ইত্যাদি। অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগো ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি শক্যতে বক্তুম্। ভেদস্যোপাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥*

অপি চৈবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্ব্বকমভেদদর্শনমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি—

"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ ইতি

তথান্যেঽপি 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ' ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃ-নিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবতামধীয়তে। কথং

ধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধরূপবত্তয়া ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি। আদ্যেঽস্মদিষ্টসিদ্ধিঃ দ্বিতীয়ে ভেদশ্রুত্যা দূষয়তি নেতি ব্রূম ইতি। ইতি রত্নপ্রভা।

দ্বৈতনিন্দাপূর্ব্বকমদ্বৈতোক্তেশ্চ নির্ব্বিশেষং তত্ত্বমিতি সূত্রার্থমাহ। অপি

ইত্যাদি। [অতশ্চ...তাৎপর্য্যাৎ] এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে, এ কথা বলা হইল না। বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ পারমার্থিক নহে। ভেদের কথন উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অভেদে।

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাঁতে কোনও রূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই। যে ইহাঁতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়।" "জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তদুভয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর, এই তিন্ মনন (বিচার) করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেক।" এই শ্রুতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতল্লক্ষণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্বভাবতা বলিয়াছেন। [কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার নিরাকার উভয়বোধক শ্রুতিবাক্য আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা

---

* একে শাখিনঃ, এবং ভেদদর্শননিষেধপূর্ব্বকমভেদং আহুঃ।—কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া অভেদদর্শন উপদেশ করিয়াছেন।

পুনরাকারবদুপদেশিনীষ্বনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষু সতীষ্বনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্ব্বিপরীতমিত্যেতদুত্তরং পঠতি ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥*

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ। কস্মাৎ। তৎপ্রধানত্বাৎ। 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম, দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ' ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মা-

---

চেতি। ভোক্তা জীবো ভোগ্যং শব্দাদি তয়োঃ প্রেরিতারমীশ্বরং চ মত্বা বিচার্য্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্ব্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। দ্বিবিধশ্রুতীষু সতীষু নির্ব্বিশেষত্বে কিং নিয়ামকমিতি শঙ্কতে। কথং পুনরিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদিতি ন্যায়ো নিয়ামক ইত্যাহ। অরূপবদেবেতি। উপাসনপরবাক্যেষু আকারে তাৎপর্য্যাভাবেঽপি দেবতা-

---

হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎপ্রতি কারণ? সূত্রকার তাহার উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্য নিচয় তৎপ্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন" "অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়" "প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক, নাম ও রূপ যাঁহার অন্তরে তিনি ব্রহ্ম" "তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ

---

* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব। হি যতঃ। তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরাহিত্যব্রহ্মতাৎপর্য্যকত্বাৎ শ্রুতীনামিতি শেষঃ।—ব্রহ্ম রূপাদি বর্জ্জিত। হেতু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য।

স্নতত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ' ইত্যত্র। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাশ্রুতং নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যমিতরাণি ত্বাকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি। উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি। তেষসতি বিরোধে যথাশ্রুতমাশ্রয়িতব্যং সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানান্যতৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—এষ বিনিগমনায়াং হেতুর্যেনোভয়াস্বপি শ্রুতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্ব্বিপরীতমিতি। কা তর্হ্যাকারবদ্বিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যত আহ ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥*

বিগ্রহবদাকারসিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিষ্প্রপঞ্চপরশ্রুতিবিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ। তেষসতীতি। ইতি রত্নপ্রভা।

পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত" "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য" "এই আত্মা ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতি স্বরূপ" এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাব বোধ করায় তাহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। [তস্মা···আহ] সেই জন্যই বলি, ঐ সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্ম প্রধান এবং সাকারব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর। এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু—সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ। বলিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

* একরূপোঽপ্যালোকো যথোপাধিসম্পর্কাত্তদ্ধর্ম্মবানিব ভবতি তথা ব্রহ্মাপ্যুপাধিসম্পর্কাত্তদ্ধর্ম্মবদিব ভবতীতি প্রতিপত্তব্যং অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবত্ত্বাদর্থবত্ত্বায়েতি যাবৎ।—সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক, সেই সার্থক্যের দ্বারা পাওয়া যায়, জানা যায়, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয় বা থাকে, আলোক তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির অনুরূপে অনুভূত হন।

যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাত্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবম্প্রতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যত এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারমিব প্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যমাকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নন্বেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি তদ্বিরুধ্যতে, নেতি ব্রূমঃ। উপাধিনিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্মতানুপপত্তেঃ। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। সত্যমেব চ নৈসর্গিক্যা

চকারাৎ সচ্চ। অবৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্মণি সচ্ছ্রুতেঃ। সিদ্ধান্তয়তি।

যেমন সূর্য্যসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির-সংসর্গে (সম্পর্কে) ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধি-সংসর্গে পৃথিব্যাদির আকার প্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব, উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার-বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাক্যের কতক সার্থক কতক নিরর্থক এরূপ বিবেচনা করা অন্যায্য। সমস্ত বেদবাক্য প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। [নন্বেবমপি···বোচাম] যদি এমন বল যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধিযোগেও পরব্রহ্মে উভয়চিহ্নতা (সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য) অসম্ভব, সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তাদাকার প্রাপ্তের ন্যায় হন, সুতরাং পূর্ব্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই। কেননা, যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত (কারণ) তাহা বস্তুর ধর্ম্ম (স্বভাব) নহে। তাহা আবিদ্যাকৃত। উপাধিমাত্রেই অবিদ্যা কর্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিক ব্যবহার

মবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি তত্র তত্রা-
বোচাম ॥ ১৫ ॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥*

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্ব্বি-
শেষং ব্রহ্ম 'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রস-
ঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞান-
ঘন এব' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। নাস্যাত্মনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বা
চৈতন্যাদন্যদ্রূপমস্তি। চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্য স্বরূপম্।

প্রকাশমাত্রম্। ন হি সত্ত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্যৎ যথা সর্ব্বগন্ধত্বাদয়ো-
ঽপি তু প্রকাশরূপমেব। সদিতি নোভয়রূপত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। তদেতদনেনো-
পন্যস্য দূষিতম্। সত্তাপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণত্বম্। ভেদেন স্থানতো-
পীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রয়োজয়তি। পরমার্থতস্তভেদ এব
প্রকর্ষপ্রকাশবদিতি। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সত্যরূপবদেব হি
তৎপ্রধানত্বাদিতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। এবং হি তস্যাব-
কাশঃ স্যাদ্ যদি কাশ্চিদুপাসনাপরতয়া রূপমাচক্ষীরন্ কাশ্চিন্নীরূপব্রহ্মপ্রতি-
পাদনপরা ভবেয়ুঃ। সর্ব্বাসান্তু প্রবিলয়ার্থত্বেন নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থত্বে
উক্তোবিনিগমনহেতুর্ন স্যাদিত্যর্থঃ। একবিনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাস-
বাক্যবদিত্যধিকারাভিপ্রায়ম্। অনুবন্ধভেদাত্তু ভিন্নোঽনয়োরপি নিয়োগ
ইতি।

শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্তৎপ্রসঙ্গে বলা
হইবে ও হইয়াছে।

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য।
যথা—"যদ্রূপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই
আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য)।" ইহাতে
ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ
বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্ব্বকালিক রূপ। যদ্রূপ

---

* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ।—শ্রুতিও ব্রহ্মকে চিদেকরস বলিয়া-
ছেন।

যথা সৈন্ধবঘনস্যান্তর্ব্বহিশ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি ন রসান্তরস্তথৈবায়মপীতি ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যেবমাদ্যা। বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে 'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তূষ্ণীং বভূব। তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ

কিঞ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মেত্যাহ—দর্শয়তি চেতি। অথ দ্বৈতোক্ত্যনন্তরং জ্ঞানহেতুত্বান্নেতি নেত্যুপদেশঃ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অধি অন্যৎ পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্ব্বন্ধকারিণং তং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ প্রশ্নে তূষ্ণীম্ভাবং ত্যক্ত্বা উবাচ। উপশান্তো নিরস্তদ্বৈতঃ। অতস্তস্য তূষ্ণীম্ভাব এবোত্তরমিতি। সৌত্রশ্চ অথোশব্দস্তথার্থকঃ। আদিমৎ·

লবণ-পিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী। তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন যথা—"দ্বৈত কথনের পর জ্ঞানকারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।" "তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক্।" "বাক্য ও মন যাঁহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি। [বাস্কলিনা···ইতি] শ্রুতিতে আরও শুনা যায়, বাস্কলি-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলী "হে ভগবন্! ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্।" এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার "ব্রহ্ম বলুন" বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না যে,

---

* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্য্যতে স্মৃতাবুক্তমিত্যর্থঃ।—শ্রুতি তদ্রূপ ব্রহ্মে উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহা স্মৃতিও বলিয়াছেন।

ব্রূমঃ খলু ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোঽয়মাত্মা' ইতি। তথা স্মৃতিষ্বপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"॥

ইত্যেবমাদ্যাসু। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ!।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি"॥ ইতি॥ ১৭॥

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ॥ ১৮॥*

কার্য্যং তন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। সৎ ইন্দ্রিয়বেদ্যম্। অসৎ পরোক্ষঞ্চ ন স্বপ্রকাশত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতগুণৈর্দিব্যগন্ধাদিভির্যুক্তং মাং মূর্ত্তিমন্তং পশ্যসীতি যৎ সা মায়া। অত এবমদ্বৈতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নার্হসি বস্তুতো দ্বৈতাতীতত্বাদিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষতা হেতু তাহা বাক্য পথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...মাদ্যাসু] স্মৃতিতেও পর-রূপ প্রতিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—"যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। যাহার জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞেয় পর ব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত হন।" (সৎ=প্রত্যক্ষ। অসৎ=পরোক্ষ) [তথা...ইতি] স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন—"তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ (মায়িকরূপধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।"

---

* নির্ব্বিশেষমেব তত্ত্বমিত্যস্মাদেব কারণাৎ জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষ্বিতি যোজনা।—যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলসূর্য্য—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব ভ্রম হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অদ্বয় ব্রহ্মেরও বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা বহুত্ব ভ্রম নিশ্চিত হয়)।

যত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্ব্বিশেষো বাঙ্মনসাতীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যোঽত এব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমোপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু—
'যথা হ্যয়ংজ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা'
ইতি।

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ"॥

ইতি চৈবমাদিষু। অত্র প্রত্যবস্থীয়তে॥ ১৮॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্॥ ১৯॥*

কিঞ্চ যথা জলাদ্যুপাধিকল্পিতঃ সূর্য্যচন্দ্রাদের্ভেদচলনাদির্ধর্ম্ম এবমাত্মন ইতি দৃষ্টান্তঃ। শ্রুতেশ্চ নির্ব্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি। জলবিম্বাকারেণ সূর্য্যস্যাভাসত্বদ্যোতনায় সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যয়ঃ। যথায়ং জ্যোতির্ম্ময়ো বিবস্বান্ স্বত একোঽপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোঽনুগচ্ছন্ বহুধা ক্রিয়তে এবমজোঽয়মাত্মা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোঽপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রেষ্বনুগচ্ছন ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজনা। ইতি রত্নপ্রভা।

যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং পররূপ (অনাত্মরূপ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যথা—"যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত (প্রতিবিম্বিত) হওয়ায় বহুর ন্যায় হন, তদ্রূপ, এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইতেছেন।" "একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় (জলে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র) এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন।" ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মস্তকোত্তোলন করেন—

* জলং যথা গৃহ্যতে জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়তে ন তথাত্মা। তস্মাৎ ন তথাত্বমৌপাধিকভেদবত্ব

ন জলসূর্য্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে তদ্বদগ্রহণাৎ। সূর্য্যাদিভ্যো হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে তত্র যুক্তঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বোদয়ো ন ত্বাত্মাঽমূর্ত্তো ন চাস্মাৎ পৃথগ্‌ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ। সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বানন্যত্বাচ্চ। তস্মাদযুক্তোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইতি। অত্র প্রতিবিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয় সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥*

ইহাত্মন্যুক্তদৃষ্টান্তবৈষম্যশঙ্কাসূত্রম্। অম্বুবদিতি। আত্মনোঽরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষু প্রতিবিম্বভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

আত্মাতে জলসূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ (জ্ঞান) হয় না। জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্তপদার্থ, পরন্তু সূর্য্যাদি মূর্ত্তপদার্থ হইতে মূর্ত্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয়। (জলকে পৃথক্ ও দূরস্থ রূপে জানা যায়)। অতএব জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বের উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। না-থাকার কারণ, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বাভিন্ন। সেই জন্যই বলা হইল, আত্মায় জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে। বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না। এই আপত্তির সমাধান এই—

প্রত্যেতব্যম্। অরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ। মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষ্বাত্মনঃ প্রতিবিম্বভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তবৈষম্যপ্রদর্শনসূত্রমেতৎ।—আত্মা জলের ন্যায় মূর্ত্তপদার্থ নহেন, সে জন্য তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। সঙ্গত দৃষ্টান্ত না হওয়ায় তাঁহার ঔপাধিকভেদ অগ্রাহ্য হয়। (এটী পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র)

* অন্তর্ভাবাৎ উপাধ্যন্তর্ভাবাৎ উপাধিধর্ম্মানুবিধায়িত্বাদিতি যাবৎ বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিত্যুপলক্ষণমুপাধিধর্ম্মভাগিত্বমিতি পরমার্থঃ। উপাধের্জলস্য বৃদ্ধৌ প্রতিবিম্বাত্মকঃ সূর্য্যো যথা বৃদ্ধিং ভজতে ন তু সূর্য্যস্তদ্বদুপাধের্দ্দেহাদের্বৃদ্ধৌ প্রতিবিম্বাত্মকং ব্রহ্ম (জীবাত্মা) বৃদ্ধিভাক্ ভবতি ন তু ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। সমাধানসূত্রমেতৎ। উপাধ্যন্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবত্ত্বমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যমস্ত্যেবেতি সমাধানসূত্রতাৎপর্য্যম্।—উপধেয় পদার্থ উপাধিধর্ম্মের অনু-

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তো বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশং মুক্ত্বা সর্ব্বসারূপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যতে। সর্ব্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যকাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নম্। শাস্ত্রপ্রণীতস্য ত্বস্য প্রজনমাত্রমুপন্যস্যতে। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি। তদুচ্যতে বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে জলহ্রাসে হ্রসতি জলচলনে চলতি জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ

উপাধ্যন্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবত্ত্বমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যেন সমাধানসূত্রম্—বৃদ্ধিহ্রাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যেহপি নীরূপাত্মনঃ প্রতিবিম্বং স্ববুদ্ধ্যা কথং কল্প্যত ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি। শ্রূয়তে ন কল্প্যত ইত্যর্থঃ। শ্রুতদৃষ্টান্তস্য সূর্য্যকাদিবৎ ইত্যুপন্যাসেন কিং ফলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি। আত্মনো নির্ব্বিশেষত্বং ফলমিত্যর্থঃ। অবিরোধ ইতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ। আত্মা প্রতি-

ঐ দৃষ্টান্ত ন্যায্য। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সমানতা কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত কে দার্ষ্টান্তিক তাহা জানা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক-ভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদং···মিতি] অপিচ, ঐ যে জলসূর্য্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ দৃষ্টান্ত অস্মদাদির কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্র-প্রণীত। সূত্রে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক?) সেই জন্য বলিতেছেন, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। [জলগতং··· অবিরোধঃ] জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস্ব হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা (অনেক) দেখায়। এইরূপে সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী কিন্তু পরমার্থপক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনিই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থপক্ষে

গামী, তদনুসারেই সূর্য্যের ও ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদিভাগিত্ব উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম নহে।

সূর্য্যস্য তথাত্বমস্তি। এবং পরমার্থতোঽবিকৃতমেকরূপমপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধি-হ্রাসাদীন্। এবমুভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবি-রোধঃ ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষ্বন্ত-রনুপ্রবেশঃ—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥

ইতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ইতি চ। তস্মাদ্‌যুক্ত-মেতৎ—অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবদিতি। তস্মাৎ নির্ব্বিকল্প-কৈকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নোভয়লিঙ্গং ন বিপরীতলিঙ্গঞ্চেতি সিদ্ধম্।

বিম্বশূন্যঃ নীরূপদ্রব্যত্বাৎ বায়ুবৎ ইত্যনুমানে আকাশে ব্যভিচারঃ। অল্পজলে বিদূরাকাশপ্রতিবিম্বদর্শনাদুপাধিরূপস্থত্বমপি ক্বচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধিধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদি ভজনা করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐরূপেই দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয়।

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন। যথা— "সেই ঈশ্বর দ্বিপদের পূর অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ সৃজন করিলেন। চতুষ্পদের পূর অর্থাৎ পশুদেহ সৃজন করিলেন। করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্ব্বে পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পূরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট হইলেন। দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ।" "জীবরূপ আত্মা রূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—" ইত্যাদি। অতএব, "সূর্য্যের ন্যায়" এই উপমা ন্যায্য উপমা সুতরাং ব্রহ্ম একরূপ নির্ব্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন। ইহা

---

* শ্রুতৌ পরস্যৈবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষ্বন্তরনুপ্রবেশদর্শনাদিতি যোজনা।— **শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মের শরীরান্তঃ প্রবেশ কথিত থাকাতেও ব্রহ্ম কেবল চিন্ময় ও এক-রূপ, ইহা অবধারিত হয়।**

অত্র কেচিৎ দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম উত প্রপঞ্চবদনেকাকারোপেতমিতি। দ্বিতীয়স্তু স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিতি। অত্র বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরারম্ভস্যেতি। যদি তাবদনেকলিঙ্গত্বং পরস্য ব্রহ্মণো নিরাকর্ত্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াসস্তৎ পূর্ব্বেণৈব—ন স্থানতোঽপীত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃতমিত্যুত্তরমধিকরণং প্রকাশবচ্চেতি ব্যর্থমেব ভবেৎ। ন চ সল্লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্। বিজ্ঞানঘন এবেত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তচৈতন্যং ব্রহ্ম চেতনস্য জীবস্যাত্মত্বেনোপদিশ্যেত। নাপি বোধ-

---

প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে। [অত্র...মিতি] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটী বিচার কল্পনা করেন। প্রথম বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম কি নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ? দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয়। তাহাতে এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কি সৎস্বরূপ? না বোধরূপ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ? [অত্র...দিশ্যেত] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ফল—নিষ্প্রয়োজনীয়। যদি ব্রহ্মের অনেকলিঙ্গতা (অনেকরূপিতা) নিরাকরণের জন্য ঐ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুতরাং তাহা ব্যর্থ। কেন-না তাহা "ন স্থানতোঽপি" এই পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। পরে যে "প্রকাশবচ্চ" এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার আরব্ধ হইয়াছে, সে বিচার কাযেই ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজনীয় হইতেছে। ব্রহ্ম কেবল সৎ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ নহেন, এরূপ বলিতে পার না। না পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে "বিজ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয়। ঐরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন নিরস্তচৈতন্য অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে চেতন জীবের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিবেন? [নাপি ··গম্যেত] বোধই ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা নহে, ইহাও বলিতে পার না। বলিতে গেলে "অস্তি—আছেন, এতদ্রূপে উপলব্ধব্য" ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক। যাহার সত্তা

লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্। 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তসত্তাকো বোধোঽভ্যুপগম্যেত। নাপ্যুভয়লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি শক্যং বক্তুম্। পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। সত্তাব্যাবৃত্তেন বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানস্য তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত। শ্রুতত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্যানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ। অথ সত্তৈব বোধো বোধ এব চ সত্তা নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তিরস্তীতি যদ্যুচ্যেত তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিত্যয়ং বিকল্পো নিরালম্বন এব স্যাৎ। সূত্রাণি ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভির্নীতানি। অপি চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষ্বাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাস্বনাকারে

নাই, যাহার সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে পার? [নাপ্যুভয়...প্রসজ্যেত] সত্তা ও বোধ এই দুইটীই ব্রহ্মের লক্ষণ, এমন কথাও বলিতে পারক নহ। কেননা তাহা পূর্ব্বস্বীকৃতের বিরোধী। যে ব্যক্তি সত্তাবিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিতে প্রস্তুত, উদ্যত, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষ আপতিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত বিঘটিত হয় এবং ইহারা ভিন্নোভয়রূপত্ব পক্ষের প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষই হয় না।) [শ্রুতত্বা...নীতানি] শ্রুতি বলিয়াছেন সুতরাং নির্দ্দোষ, এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ এই যে, একের অনেকস্বভাবতা অসিদ্ধ। যদি এমন বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদুভয়ের পরস্পর ব্যাবৃত্তি (ভেদ) নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সদ্রূপী অথবা বোধরূপী? এই বিকল্প (সংশয়) নিরালম্বন (বিষয়শূন্য) হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে, আমরা ঐ কএকটী সূত্রকে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি। [অপিচ...সম্পদ্যন্তে] অন্য কথা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য সন্দিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের কোন একটা গতি বলিতে হইবেক। সেই গতি বলিবার জন্যই "প্রকাশবচ্চ" ইত্যাদি সূত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যসিদ্ধি।

ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেঽবশ্যং বক্তব্যেতরাসাং শ্রুতীনাং গতিঃ। তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্চেত্যাদীনি সূত্রাণ্যর্থবত্তরাণি সম্প-দ্যন্তে। যদপ্যাহুরাকারবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবি-লয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্ত্যর্থা এব ন পৃথগর্থা ইতি তদপি ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে। কথম্। যে হি পরবিদ্যাধিকারে কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশে-ত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ' ইত্যেবমাদয়স্তে ভবন্তু প্রবিলয়ার্থাঃ। 'তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্ব-মনপরমনন্তরমবাহ্যং' ইত্যুপসংহারাৎ। যে পুনরুপাসনাধি-কারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' ইত্যেবমাদয়ো ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং ন্যায্যং স ক্রতুং কুর্ব্বী-তেত্যেবঞ্জাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপাসনবিধিনা তেষাং সম্ব-ন্ধাৎ। শ্রুত্যা চৈবঞ্জাতীয়কানাং গুণানামুপাসনার্থত্বেঽব-

---

[যদপ্যাহুঃ···সম্বন্ধাৎ] অন্য এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী শ্রুতিগণও প্রপঞ্চ-বিলয় দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জন্য সে সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই। এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। পর বিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে-প্রপঞ্চ পরিপঠিত প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে। যেমন, "এই জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটী হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত ও সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (প্রাণীর একত্ব বিবক্ষায় দশ, অনেকত্ব বিবক্ষায় শত, সহস্র ও অনন্ত)" ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রবিলয়, ইহা হইতেও পারে। কেননা, ঐ প্রস্তাব "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য—" এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্যে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে। কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকারে পঠিত, যথা তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তিরূপ, ইত্যাদি,—এ সকল ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা ন্যায্য নহে। কেননা, "সেই উপাসক ক্রতু (উপাসনা—ধ্যান) করিবেক" এইরূপ এইরূপ প্রকৃত (যাহার জন্য প্রস্তাবারম্ভ তাহা প্রকৃত) উপাসনা বিধির সহিতই ঐ সকলের সম্বন্ধ বা অন্বয়। [শ্রুত্যা...বাক্যত্বম্] যদি শব্দার্থের দ্বারা ঐ সকল গুণের (ব্রহ্মধর্ম্মের

কল্প্যমানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি 'অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ' ইতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। ফলমপ্যেষাং যথোপদেশং ক্বচিৎ দুরিতক্ষয়ঃ ক্বচিদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ ক্বচিৎ ক্রমমুক্তিরিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনাবাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ ন্যায্যং নৈকবাক্যত্বম্। কথঞ্চৈষামেকবাক্যতাৎপ্রেক্ষেতেতি বক্তব্যম্। একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিতি চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগাঽভাবাৎ। বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগোপদেশীনীতি। এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ'

উপাসনার্থতা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা করিতে পার না। সমুদায় গুণেরই সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" এই সূত্র নির্ব্বিষয় হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ঐ সূত্র বলিবার আর প্রয়োজন হয় না অথবা উহার উল্লেখ নিরর্থক হয়। ঐ সকল উপাসনার ফলও উপদেশানুসারে কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিশক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনাবাক্যের ও ব্রহ্মবোধক-বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই ন্যায্য, একবাক্য বা একার্থ হওয়া ন্যায্য নহে। [কথঞ্চৈষা···ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উন্নয়ন করিবে? তাহা বলিতে হইবে। এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস * বাক্যের ন্যায় একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্মবাক্য মিলিয়া এক ব্রহ্মার্থবোধক) হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। কেননা, ব্রহ্মবোধকবাক্যে নিয়োগ † নাই—নিয়োগ অসম্ভব। ব্রহ্ম-

---

* শ্রুতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবেক। অন্য স্থানে আছে, প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি করিবেক। ইহাতে মীমাংসাপরিশোধিত মত এই যে, ঐ সকল বাক্য মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস যাগের বোধক হইবে।

† প্রপঞ্চ-বিলয়বাদীর অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার ব্যতীত অন্য আকারের বিলয় করাই সেই সেই আকারবাদিনী শ্রুতির তাৎপর্য্য। তিনি মনোময়, এ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তিনি মনোতিরিক্ত উপাধিশূন্য। এইরূপ, প্রাণাতিরিক্ত উপাধিশূন্য। (উপাসকের চিত্তবৃত্তি যেন তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যাকার গ্রহণ না করে, ইহাই ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য্য) এবং ক্রমে যখন শরীর ও প্রাণ নিবারিত হইতেছে তখন

[বেদা০অ০ ১। পা০ ১সূ০ ৪] ইত্যত্র। কিংবিষয়কশ্চাত্র নিয়োগোঽভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্। পুরুষো হি নিযুজ্যমানঃ কুর্ব্বিতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে। ননু দ্বৈতপ্রপঞ্চ-প্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বা-ববোধপ্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ। যথা স্বর্গ-কামস্য যাগোঽনুষ্ঠাতব্য উপদিশ্যতে, এবমপবর্গকামস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ। যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভুৎ-সমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্ম-তত্ত্বমববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়ি-তব্যঃ। ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম। তেন

বাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য নিয়োগের উপদেশক নহে। এ সকল সবিস্তরে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে। [কিং...নিযুজ্যতে] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে নিয়োগ অভিপ্রেত তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে। কেননা, যে "কর" ইত্যাদি প্রকারে নিযুজ্যমান, নিয়োগের সামর্থ্যে সে কোন এক নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয়। সুতরাং উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ অভিপ্রেত কি-না তাহা বলা আবশ্যক কিন্তু বলিবার বা দেখাইবার উপায় নাই। (ব্যাপারের অযোগ্য বা অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না।) [ননু...ভবতীতি] যদি বল, দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়, কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত (বিলীন) না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শত্রুস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবি-লাপিত করিতে হয়। যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, প্রপঞ্চ বিলাপন, তেমনি, মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য। ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন তাহার জ্ঞান হইতেছে না। এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাসু যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে (আলোকের উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের

বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধে মনেরও নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সমুদায় বাক্য চরমে নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে।

নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি। অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম। কিমগ্নিপ্রতাপ-সম্পর্কাৎ ঘৃতকাঠিন্যপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রাবিলয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, আহোস্বিদেকস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যা-কৃতে ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি। তত্র যদি তাবদ্বিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যা-ত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত স পুরুষমাত্রেণাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশো-ঽশক্যবিষয় এব স্যাৎ। একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ

"কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়" ইতি। বাস্তবস্য বা প্রপঞ্চস্য প্রবিলয়ঃ সর্পিষ ইবাগ্নিসংযোগাৎ সমারোপিতস্য বা রজ্জ্বাং সর্পভাবস্যেব রজ্জুতত্ত্বপরি-জ্ঞানাৎ। ন তাবদ্বাস্তবঃ সর্ব্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রেণ শক্যঃ সমুচ্ছেত্তুম্। অপি চ প্রহ্লাদশুকাদিভিঃ পুরুষধৌরেয়ৈঃ সমূলমুন্মূলিতঃ প্রপঞ্চ ইতি শূন্যং জগদ্ ভবেৎ। ন চ বাস্তবং তত্ত্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছে-ত্তুম্। আরোপিতরূপবিরোধিত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানস্যেত্যুক্তম্। সমারোপিতরূপস্তু প্র-পঞ্চো ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনপরৈরেব বাক্যৈর্ব্রহ্মতত্ত্বমববোধয়দ্ভিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেত্তু-মিতি কৃতমত্র বিধিনা। ন হি বিধিশতেনাপি বিনা তত্ত্বাববোধনং প্রবর্ত্তস্বাত্মজ্ঞান ইতি বা কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়মিতি বেতি প্রবর্ত্তিতঃ শক্নোতি প্রপঞ্চপ্রবিলয়ং কর্ত্তুম্। ন চাস্যাত্মজ্ঞানবিধিং বিনা বেদান্তার্থব্রহ্মতত্ত্বাববোধো

প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন। প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বভাব নহেন। তাই নামরূপপ্রপঞ্চ বিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ হয়। [তত্র···ভবিষ্যৎ] যাঁহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চবিলয় কি? (অর্থাৎ কিরূপ বিলয়?) অগ্নিসম্পর্কে যে ঘৃত-কাঠিন্য বিলীন হয় (গলিয়া যায়), জগৎপ্রপঞ্চকে কি তাহার ন্যায় বিলাপিত কবিতে হইবে? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষ-জনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যদ্রূপ, ব্রহ্মে অবিদ্যা-দোষজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের তদ্রূপ বিলাপন করিতে হইবে? এই দৃশ্য-মান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহ্যিক-প্রপঞ্চ এই দ্বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি ঘৃতকাঠিন্য বিলাপনের ন্যায় বিলাপিত করিতে হয়

কৃতঃ ইদানীং পৃথিব্যাদিশূন্যং জগদভবিষ্যৎ। অথাবিদ্যাধ্যস্তো ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপ্যত ইতি ব্রূয়াৎ, ততো ব্রহ্মৈবাবিদ্যাধ্যস্তপ্রপঞ্চপ্রত্যাখ্যানেনাবেদয়িতব্যং 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' ইতি। তস্মিন্নাবেদিতে বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে তয়া চাবিদ্যা বাধ্যতে ততশ্চাবিদ্যাধ্যস্তঃ সকলোঽয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে। অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিজ্ঞানং কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঞ্চেতি শতকৃত্বোঽপ্যুক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো বা জায়েত। নন্বাবেদিতে ব্রহ্মণি তদ্বিজ্ঞানবিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো বা নিয়োগঃ স্যাৎ, ন, নিষ্প্রপঞ্চ-

---

ন ভবতি। মৌলিকস্য স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধেরেব বিবক্ষিতার্থতয়া সকলস্য বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধনপরতামাপাদয়তো বিদ্যমানত্বাদন্যথা কর্ম্মবিধি-

---

তাহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে। সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়করণের উপদেশ (বিধান) নির্বিষয় অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক। অপিচ, প্রথম-মুক্ত পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত হয়। [অথাবিদ্যা... জায়েত] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অদ্বয় ব্রহ্মে অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, (যদ্রূপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত তদ্রূপ আরোপিত), সুতরাং এই আরোপিতপ্রপঞ্চ বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা বিলাপিত করিতে হইবেক, এরূপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত, তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাদিপ্রকারে অবিদ্যাধ্যস্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মযাথার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী উপাসককে জ্ঞান-গম্য করা শাস্ত্রের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযাথার্থ্য জ্ঞানগোচর করাইতে পারিলে আপনা হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূরিত করিবেক, অবিদ্যার অভাব হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাপ্নপদার্থের ন্যায় বিলীন হইবেক। ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ "ব্রহ্মজ্ঞান কর" "প্রপঞ্চবিলয় কর" এই দুই কথা শত বার বল, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না। [নন্বাবেদিতে...ক্রিয়তে] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন তাহা হইলে ব্রহ্মবিষয়ক

ব্রহ্মাত্মতত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ। রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি। ন চ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিযোজ্যোঽপি চ প্রপঞ্চাবস্থায়াং যোঽবগম্যতে জীবো নাম স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈব বা স্যাৎ ব্রহ্মপক্ষস্যৈব বা। প্রথমে বিকল্পে নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনেন পৃথিব্যাদিবজ্জীবস্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত কস্য বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষোঽবাপ্তব্য উচ্যেত। দ্বিতীয়েঽপি ব্রহ্মৈবানিযোজ্যস্বভাবং জীবস্য স্বরূপম্। জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে

বাক্যান্যপি বিধ্যন্তরমপেক্ষেরন্নিতি। ন চ চিন্তাসাক্ষাৎকারয়োর্ব্বিধিরিতি তত্ত্বসমীক্ষায়ামস্মাভিরুপপাদিতম্। বিস্তরেণ চায়মর্থস্তত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। তস্মাজ্জর্তিলয়া যবগ্বা জুহুযাদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়ো ন তু বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানা ইতি। অপি চ ব্রহ্মতত্ত্বং নিষ্প্রপঞ্চমুক্তং ন তত্র নিযোজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবো হি নিযোজ্যো ভবেৎ স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে বর্ত্ততে কো নিযোজ্যস্তস্যোচ্ছিন্নত্বাৎ। অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিযোজ্যো ব্রহ্মণোঽনিযোজ্যত্বাৎ। অথ ব্রহ্মণোঽনন্যোঽপ্যবিদ্যয়াঽন্য ইবেতি নিযোজ্যস্তদযুক্তম্। ব্রহ্মভাবং পারমার্থিকমবগময়তাগমেনাবিদ্যায়া নিরস্তত্বাৎ। তস্মান্নিযোজ্যাভাবাদপি ন নিয়োগঃ। তদিদমুক্তং "জীবোনাম স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈবে"তি। অপি চ জ্ঞানবিধিপরত্বে তন্মাত্রাত্তু জ্ঞানস্যানুৎপত্তে-

---

জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয় এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান) নিষ্প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ তাহা "কর" বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যাথার্থ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। যেমন রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জুযাথার্থ্যের জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ। যাহা কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃতির (যত্নের বা চেষ্টার) অবিষয়। (ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে কিন্তু ভ্রমনিবারক উপদেশসাপেক্ষ) [নিযোজ্যোঽপি...এব] অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞানে ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিযোজ্যের ন্যায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব। কেন? তাহা

ব্রহ্মণি নিযোজ্যাভাবাৎ নিয়োগাভাব এব। দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতাস্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি। লোকেঽপীদং পশ্যেদমাকর্ণয়েতি চৈবঞ্জাতীয়কেষু নির্দ্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্ব্বিত্যুচ্যতে ন সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্ব্বিতি। জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপি জ্ঞানং কদাচিজ্জায়তে কদাচিৎ ন জায়তে, তস্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন। তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথা-

---

স্তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ং তত্র বরং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্তু তস্যাবশ্যাভ্যুপগন্তব্যত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ কৃতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ— "জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপী"তি। ন চ জ্ঞানাধানে প্রমাণানপেক্ষস্যাস্তি কশ্চিদুপযোগো বিধেরেবং হি তদুপযোগো ভবেদ্‌যদ্যন্যথাকারং জ্ঞাতমন্যথাদধীত। ন চ

বলিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্য প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইবে সে নিযোজ্য কে? সে নিযোজ্য জীব। ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্য হইবে,—জীব কি প্রপঞ্চান্তর্গত? না ব্রহ্ম? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির ন্যায় বিলাপিত হইবে, জীব বিলাপিত (লয়প্রাপ্ত) হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে? কেই বা নিয়োগনিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে? জীব যদি প্রপঞ্চান্তর্গত না হয় ও ব্রহ্মই হয়, তবে সে পক্ষেও ব্রহ্মের অনিযোজ্যতা আছে। অর্থাৎ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নির্লেপ-স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগার্হ নহেন। তাঁহার যে জীবভাব—তাহা অবিদ্যাকৃত। সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে। তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন, ঘটাদিজ্ঞানও নিয়োগের অনধীন। [দ্রষ্টব্যাদি···মুৎপদ্যতে] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে 'দ্রষ্টব্য' প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক নহে। সে সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র। "ইহা দেখ" "ইহা শুন" "তাহাই জান" এইরূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়, অন্য কিছু অর্থাৎ "জ্ঞান কর" এ রূপ বলা হয় না। জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে থাকিলেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতিবন্ধকাভাবে জ্ঞান হয়। সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাসু পুরুষকে জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়া দেয়. বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি

বিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ন চ প্রমাণান্তরেণান্যথাপ্রসিদ্ধেঽর্থেঽন্যথাজ্ঞানং নিযুক্তস্যাপ্যুপপদ্যতে। যদি পুনর্নিযুক্তোঽহমিত্যন্যথা জ্ঞানং কুর্য্যাৎ ন তু তজ্জ্ঞানম্। কিং তর্হি। মানসী সা ক্রিয়া। স্বয়মেব চেদন্যথোৎপদ্যেত ভ্রান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যং যথাভূতবিষয়ঞ্চ ন তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে ন বা প্রতিষেধশতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে। ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রম্। বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ। অতোঽপি নিয়োগাভাবঃ। কিঞ্চা-

---

তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ—"ন চ প্রমাণান্তরেণে"তি। কিঞ্চান্যন্নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব চ পর্য্যবস্যত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগতং ভবদ্ভিঃ শাস্ত্রপর্য্যালোচনয়াঽনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্যেতি তদেতচ্ছাস্ত্রবিরোধাদপ্রমাণকম্। অথৈতচ্ছাস্ত্রমনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বঞ্চ জীবস্য প্রতিপাদযতি জীবঞ্চ নিযুক্তং ততোদ্ব্যর্থঞ্চ বিরুদ্ধার্থঞ্চ স্যাদি-

---

জ্ঞান জন্মে। [ন চ...নিয়োগাভাবঃ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত (শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত) পুরুষ তদ্বস্তুকে অন্য আকারে জানিবে, ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। আমি শাস্ত্রকর্তৃক নিযুক্ত—শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, এই জ্ঞানের বশ্য হইয়া যদি কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে স্থলে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না। তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবেক। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপনা আপনি, ঐরূপ অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা ভ্রান্তি বলিয়া গণ্য হইবে। জ্ঞান বিষয়ের ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদিজনিত বিষয়াকারা মনোবৃত্তির) দ্বারাই জন্মে এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং শত শত নিয়োগ তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না এবং শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। (ফলিতার্থ এই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান হইবেক)। জ্ঞান পুরুষের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন। যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান হইবেই হইবে, পুরুষ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই জন্যই বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই। নিয়োগ কেবল অনুষ্ঠেয় বা কর্ত্তব্য পদার্থেই সম্ভবে। [কিঞ্চান্যৎ...শক্যাঃ] অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি

স্যৎ—নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব পর্য্যবস্যত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগত নিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্য তদপ্রমাণকমেব স্যাৎ। ত শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত তদববোধে চ পুরু নিযুঞ্জীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রস্যৈকস্য দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধা পরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াঞ্চ শ্রুতহানি শ্রুতকল্পনা কর্ম্মফলবন্মোক্ষফলস্যাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বঞ্চেতে বমাদয়ো দোষা নাপি কেনচিৎ পরিহর্ত্তুং শক্যাঃ। তস্মা বগতিনিষ্ঠান্যেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈব নিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যযুক্তম্। অভ্যুপগম্যমানেহ

ত্যাহ—"অথে"তি। দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যেষু জীবস্যানিযোজ্যস্যাপি বস্তু হধ্যস্তনিযোজ্যভাবস্য নিযোজ্যতা যুক্তা। ন হি তদ্বাক্যং তস্য নিযোজ্যতামা অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাং নিযোজ্যতামাশ্রিত্য দর্শপূর্ণমাসৌ বিধত্তে ইদন্তু নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুঙ্‌ক্তে চেতি দুর্ঘটমিতি ভাবঃ। "নিয়ো পরতায়াঞ্চে"তি। পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা শ্রুতা ন শ্র নিয়োগনিষ্ঠতেত্যর্থঃ। অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বে বাক্যস্য দর্শপৌর্ণমাসক ইবাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকর্ম্মণোঽপ্যপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাদেব স্বর্গা ফলবন্মোক্ষস্যানন্দরূপফলস্য সিদ্ধিঃ। তথা চানিত্যত্বং সাতিশয়ত্বঞ্চ স্বর্গবত্তবে ত্যাহ—"কর্ম্মফলবদি"তি। "অপি চ ব্রহ্মবাক্যেষ্বি"তি। সপ্রপঞ্চনিষ্প্রপ

নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্ম কথন আছে তাহা নিরর্থক ও নিষ্প্রমাণ হইবে। যদি এমন হয় যে, শ অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞানার্থ পুরুষকে নিযুক্ত (জ্ঞান ব বলিয়া প্রেরণ) করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) স্ব বিরুদ্ধ দুই অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ দুই প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করার দে অর্পণ করা হয়। ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শ্রুত-হা দোষ, অশ্রুতকল্পনা-দোষ, কর্ম্মফলের ন্যায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপাদ্যতা অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অন্যান্য অপরিহার্য্য অনেক দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। [তস্মা...মাশ্রয়িতু অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি অর্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অ নহে। বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্ব্বোক্ত "

; ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগসদ্ভাবে তদেকত্বং নিষ্প্রপঞ্চোপদেশেষু
সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বাঽসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাদিভিঃ প্রমা-
ণৈর্নিয়োগভেদেঽবগম্যমানে সর্ব্বত্রৈকো নিয়োগ ইতি শক্য-
মাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু ত্বধিকারাংশেনাঽভে-
দাদ্‌যুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণনির্গুণচোদনাসু কশ্চিদেক-
ত্বাকারাংশোঽস্তি। ন হি ভারূপত্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চবিলয়ো-
পকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপ-
ত্বাদিগুণোপকারিণঃ পরস্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কৃৎস্ন-

পদেশেষু হি সাধ্যানুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমসিদ্ধং দর্শপৌর্ণমাসপ্রযাজবাক্যেষু
তু যদ্যপ্যনুবন্ধভেদস্তথাপ্যধিকাবাংশস্য সাধ্যস্য ভেদাভাবাদভেদ ইতি।

নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে"
এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ
(বিধি, কর্ত্তব্যতারূপে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও তাহার
একত্ব স্বীকার দুর্ঘট। নির্গুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের
উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিযোগের একত্ব (এক নিয়োগ) সিদ্ধ
হয় না। অর্থাৎ সাকারব্রহ্মবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা
নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যের সহিত একার্থ করা দুর্ঘট
হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা * বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হয়
সত্য; কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। সর্ব্বত্র এক নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত
হইতে পার না। কেন-না, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রযাজ...
সমাবেশয়িতুম্] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে † অধিকারাংশের ঐক্য থাকায়
একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নির্গুণ-উপদেশ স্থলে কোনও
রূপ ঐক্যাংশ নাই। (একের সহিত অপরের ঐক্য করিয়া একার্থ করিবার

---

* ভিন্ন ক্রিয়াবাচী শব্দ শব্দভেদ। নির্গুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ। প্রকরণভেদ।
ফলভেদ অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুক্তি, কোন উপাসনার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গ)। এই সকল
অবলম্বনে যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

† প্রযাজ=দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের একটী অঙ্গ। দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্নামক দুইটী যাগে
একটী প্রধান যাগ নিষ্পন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ
পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ।
পূর্ব্বমীমাংসায় ঐ সকলের বোধক শ্রুতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগের বোধক করা
হয়। বেদান্তোক্ত নির্গুণ সগুণ উপাসনা বোধক বাক্য সমূহকে সেরূপ করিবার উপায় নাই।

প্রপঞ্চপ্রবিলাপনং প্রপঞ্চৈকদেশাপেক্ষণঞ্চৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি
যুক্তং সমাবেশয়িতুম্। তস্মাদস্মদুক্ত এব বিভাগ আকারবদনা-
কারোপদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ২১ ॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো
ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥*

'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ

অধিকরণবিষয়মাহ—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি। দ্বে এব ব্রহ্মণো রূপে
ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোহরূপস্যাধ্যারোপিতে দ্বে এব রূপে তাভ্যাং হি তদ্রূপ্যতে
তে দর্শয়তি—"মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ"। সমুচ্চীয়মানাবধারণম্। অত্র পৃথিব্যপ্তে-
জাংসি ত্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মূর্চ্ছিতাবয়বমিতরেতরানুপ্রবিষ্টাবয়ব-

---

উপায় নাই)। বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপত্ব গুণ'কে † প্রপঞ্চবিলয়ের ও
প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহ
যায় না। কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী। বিরুদ্ধতা বিধা
এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যপাতী
একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পার না। [তস্মা···ইতি] অতএব
সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অন্যের কথিত বিভাগ অপেক্ষ
অস্মদীয় বিভাগ যুক্ততর।

"ব্রহ্মের দুইটী রূপ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। (পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ
পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত=
মূর্ত্তিমৎ অর্থাৎ স্থূল। অমূর্ত্ত=তদ্রহিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম। পৃথিবী, জল ও
তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্ব

---

* হি যস্মাৎ প্রকৃতং যৎ এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং তৎ প্রতিষেধতি। তথা ভূয়ঃ পু-
রপি পরমস্তীতি ব্রবীতি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ততস্তস্মাৎ ব্রহ্মণো ন কেবলং নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রত্বমা-
তু সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেন সদ্রূপত্বমিতি স্থিতিঃ।—যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত দ্বৈরূপ্য (মূ
ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম এতদতিরিক্ত ও আছেন" সেই হেতু স্থির হ
পরমার্থ কল্পে অন্য কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই। তিনি কেবল সদ্রূপ
(বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুবাদে পাইবেন)।

† পরমাত্মা দীপ্তিরূপী, ইত্যাদিক্রমে একটী উপাসনা কথিত হইয়াছে। ঐ উপাসনা
পরমাত্মা দীপ্তিরূপগুণে উপাস্য। এই দীপ্তিরূপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী সুতরাং তাহা
সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না। অন্যান্য গুণেও এইরূপ জানিবে।

যচ্চ সচ্চৈতত্যঞ্চ ত্যচ্চ' ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

কঠিনমিতি যাবৎ। তস্যৈব বিশেষণান্তরাণি মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং স্থিতমব্যাপি অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। সৎ অন্যেভ্যো বিশিষ্যমাণমসাধারণধর্ম্মবদিতি যাবৎ। গন্ধস্নেহোষ্ণতাশ্চান্যোন্যব্যবচ্ছেদহেতবোঽসাধারণধর্ম্মাস্তস্যৈতস্য ব্রহ্মরূপস্য তেজোঽবন্নস্য চতুর্ব্বিশেষণস্যৈষ রসঃ সারো য এষ সবিতা তপতি। অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চ। তদ্ধি ন কঠিনমিত্যমূর্ত্তমেতদমৃতমমরণধর্ম্মকম্। মূর্ত্তং হি মূর্ত্ত্যন্তরেণাভিহন্যমানমবয়ববিশ্লেষাদ্ধ্বংসতে ন তু তথাভাবঃ সম্ভবত্যমূর্ত্তস্য। এতদ্যদেতি গচ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি এতত্যং নিত্যপরোক্ষমিত্যর্থঃ। তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ সবিতৃমণ্ডলে পুরুষঃ। করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভপ্রাণাহ্বয়স্তস্য হ্যেষ রসঃ সারো নিত্যপরোক্ষতা চ সাম্যমিত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণান্তরাকাশাভ্যাং ভূতত্রয়ং শরীরারম্ভকমেতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রস ইতি। অথামূর্ত্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্যাকাশঃ। এতদমৃতমেতদ্যদেতত্যং তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্যৈষ রসঃ। লিঙ্গস্য হি করণাত্মকস্য হিরণ্যগর্ভস্য দক্ষিণমক্ষ্যধিষ্ঠানং শ্রুতেরধিগতম্। তদেবং ব্রহ্মণ ঔপাধিকয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তযোরাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্ত্যদশব্দবাচ্যয়োঃ। অথেদানীং তস্য করণাত্মনঃ

অমূর্ত্তরূপ) মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর। অমূর্ত্তরূপটী অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা-বিশেষ বা অসাধারণধর্ম্মবিশিষ্ট। ত্যৎ ও এতত্য অর্থাৎ নিত্যপরোক্ষ।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ। মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার। তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা।" এইরূপে শ্রুতি পরমাত্মার উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কথন পুরঃসর লিঙ্গাত্মার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। রূপবর্ণনকালে মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন মাহারজন বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক বাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি। তাঁহার রূপ বাসনাময় সুতরাং স্বাপ্নিক বা মায়িক। সেই জন্য তাঁহার স্বরূপ বিচিত্র। (মহারজন=হরিদ্রা, পাণ্ডু=শ্বেত। আবিক=পশম)। ফলিতার্থ এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের সংস্কারীভূত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক

শ্যেন প্রবিভজ্যাঽমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মাহারজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণো নেত্যন্যৎ পরমস্তি' ইতি। তত্র কোঽস্য প্রতিষেধস্য বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে। ন হ্যত্রেদং তদিতি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিষেধ্যমুপলভ্যতে। ইতিশব্দেন ত্বত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে নেতি নেতীতি। ইতিশব্দপরত্বান্নঞ্‌ প্রয়োগস্য। ইতি শব্দশ্চায়ং সন্নিহিতালম্বন এবংশব্দসমানবৃত্তিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে 'ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ

পুরুষস্য লিঙ্গস্য রূপং বক্তব্যম্। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়ামহেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিত্রৈর্দৃষ্টান্তৈরাদর্শয়তি তদ্‌যথা "মাহারজন"মিত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্য বিচিত্রং রূপং লিঙ্গস্যেতি। তদেবং নিরবশেষং সবাসনং সত্যরূপমুক্ত্বা যত্তৎ সত্যস্য সত্যমুক্তং ব্রহ্ম তৎস্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে। যতঃ সত্যস্য রূপং নিঃশেষমুক্তমতোঽবশিষ্টং সত্যস্য যৎ সত্যং তস্যানন্তরং তদুক্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—"অথাত আদেশঃ"। কথনম্। সত্যসত্যস্য পরমাত্মনস্তমাহ—"নেতি নেতি"। এতদর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্। ননু কিমেতাবদেবাদেশ্যমুতেতঃ পরমন্যদপ্যস্তীত্যত আহ—"ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণ" ইতি। নেত্যাদিষ্টাদন্যৎ পরমস্তি যদাদেশ্যং ভবেৎ।

আধিভৌতিক লিঙ্গাত্মার, ইন্দ্রিময় আত্মার, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক সূত্রাত্মার স্বরূপ। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "অতঃপর ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—তাহা নহে। (ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম নহে। তাহা ব্রহ্মের উপাধিমাত্র।) যাহা প্রকৃত আদেশ্য তাহা "তাহা নহে" "তাহা নহে" এই নিষেধের নিষেধ্য হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অস্তিরূপ (সত্তাত্মক)। * [তত্র…দিষু] এখানে জিজ্ঞাসা এই যে "না বা নহে" এই নিষেধের বিষয় বা নিষেধ্য কি ? শ্রুতি ঐ

---

* শ্রুতি ব্রহ্ম বুঝাইবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্তামূর্ত্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন। পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য। তৎপরে বলিয়াছেন, যাহা এই সত্যের সত্য তাহা ব্রহ্ম। এই বিচারটী সেই শ্রুত্যুক্ত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতরিত। শ্রুতি যে নিখিল সত্যরূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ "নেতি" "নেতি" বলিয়াছেন, অর্থাৎ "না" "না" এই নিষেধ বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা সত্য-সত্যের স্বরূপ প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে। কেননা প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য ঐ স্থলে অভিহিত নাই। নিষেধ্যের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপর্য্যন্ত নিষেধ্যান্তর্গত হইবার

কথয়তি' ইত্যেবমাদিষু। সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যাদ্রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম যস্য তে দ্বে রূপে। তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে কিময়ং প্রতিষেধো রূপে রূপবচ্চোভয়মপি প্রতিষেধতি আহোস্বিদেকতরম্। যদাপ্যেকতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি আহোস্বিদ্রূপে প্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনষ্টীতি। তত্র প্রকৃতত্বাবিশেষাদুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাশঙ্কামহে। দ্বৌ তৌ প্রতিষেধৌ। দ্বির্নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতেঽপরেণ রূপবদ্ব্রহ্মেতি

তস্মাদেতাবদেবাদেশ্যং নাপরমস্তীত্যর্থঃ। অত্রৈবমর্থে নেতিনা যৎ সন্নিহিতং পরামৃষ্টং তন্নিষিধ্যতে নঞা। সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তসবাসনং রূপদ্বয়ম্। তদবচ্ছেদকত্বেন চ ব্রহ্ম। তত্রেদং বিচার্য্যতে। কিং রূপদ্বয়ং সবাসনং ব্রহ্ম চ সর্ব্বমেব চ প্রতিষিধ্যতে, উত ব্রহ্মৈবাথ সবাসনং রূপদ্বয়ম্। ব্রহ্ম তু পরিশিষ্যত ইতি। যদ্যপি তেষু তেষু বেদান্তপ্রদেশেষু ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং তদসদ্ভাবজ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চাস্য সত্ত্বমবধারিতং তথাপি সদ্বোধরূপং তদ্‌ব্রহ্ম সবাসনমূর্ত্তামূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামান্যং তস্য চৈতে বিশেষা মূর্ত্তামূর্ত্তাদয়ো ন চ তত্তদ্বিশেষনিষেধে সামান্যমবস্থাতুমর্হতি নির্ব্বিশেষস্য সামান্যস্যাযোগাৎ। যথাহুঃ—'নির্ব্বিশেষং ন সামান্যং ভবেচ্ছশবিষাণবৎ'।

নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়াছেন? সংশয় হইবার কারণ এই যে, ঐ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্যের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা, অমুক, এরূপ কোন কথা নাই। না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না। কেবল ন+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ ন-কারের পর ইতি শব্দ থাকায় সেই "ইতি" শব্দে সামান্যতঃ কোন এক অনির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয় (প্রতীত) করায়। ইতি-শব্দ সন্নিহিতবাচী। যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ। বেদেও এবং-শব্দের অর্থে ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ বলিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। [সন্নিহিতঞ্চাত্র···মতিঃ] অতএব, যাহা সন্নি-

---

সম্ভাবনা। সুতরাং প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ঐ তত্ত্বের নির্ণয় করা আবশ্যক সুতরাং বিচারারম্ভ নিরর্থক নহে।

ভবতি মতিঃ। অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তদ্ধি বাঙ্মনসাতীতত্বাদসম্ভাব্যমানসদ্ভাবং প্রতিষেধার্হং ন তু রূপ-প্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধার্হম্। অভ্যাসস্ত্বাদরা-

ইতি। তস্মাত্তদ্বিশেষনিষেধেঽপি তৎসামান্যস্য ব্রহ্মণোঽনবস্থানাৎ সর্ব্বস্যৈবাঽয়ং নিষেধঃ। অতএব ন হ্যেতস্মাদিতি নৈত্যন্যৎপরমস্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি সর্ব্বনিষেধমেব তত্ত্বমাহ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চোপাসনাবিধান-বন্নেয়ং ন ত্বস্তিত্বমেবাস্য তত্ত্বম্। তৎপ্রশংসার্থঞ্চাসদ্ভাবজ্ঞাননিন্দা। যচ্চান্যত্র ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবন্নিষেধার্থমসন্নিহিতোঽপি চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্ভনৎস্যতে। যথাহুঃ—'যেন যস্যাভিসম্বন্ধো দূরস্থ-স্যাপি তেন সঃ' ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বস্যৈবাঽবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ। অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্য সমস্তস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাদ্‌ব্রহ্মণস্তু বাঙ্মনসাগোচরতয়া সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্যাস্তু নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চ-প্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিব্যাকোপপ্রসঙ্গাদ্‌ব্রহ্মপ্রতিষেধে ত্বব্যাকোপাদ্‌-ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বান্ন প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ। বীপ্সা তু তদ-

হিত—পূর্ব্বকথিত—তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য। সন্নিধানে অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় যাঁহার, এইরূপে বর্ণিত আছে। সুতরাং সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপ-দ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক? অথবা একতরের নিষেধক? যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্দ্বারা কি ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে? (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে?) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে? (ব্রহ্মের রূপ নাই বলা হইয়াছে?) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, দুই বার "নেতি" শব্দের প্রয়োগ থাকাতে মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটী নিষেধ। একটীর দ্বারা ব্রহ্মের প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটীর দ্বারা রূপবদ্‌ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে। [অথবা...প্রসঙ্গাৎ] অথবা যাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে তাঁহারই—সেই ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে)। তিনি বাক্য মনের অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপ-প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহা নিষেধের অযোগ্য। (যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহা নাই বলা যায় না; সুতরাং তাহা নিষেধের যোগ্য নহে)। দুই বার নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য; তাহার এক উল্লেখের আদ-

র্থম্। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপ-
দ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ
প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে
কস্মিংশ্চিদ্ভাবেঽবকল্পতে। কৃৎস্নপ্রতিষেধে হি কোঽন্যো
ভাবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ
প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্যৈব পর-
মার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপ-

ন্তাভাবস্য সূচনায়েতি মধ্যমঃ পক্ষঃ। তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি। "ন
াবদুভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাদি"তি। অয়মভিসন্ধিঃ—উপাধয়ো
স্য পৃথিব্যাদয়োঽবিদ্যাকল্পিতা ন তু শোণকর্কাদয় ইব বিশেষা অশ্বত্বস্য।
চোপাধিবিগমে উপহিতস্যাভাবোঽপ্রতীতির্বা। ন হ্যুপাধীনাং দর্পণমণি-
পাণাদীনামপগমে মুখস্যাভাবোঽপ্রতীতির্বা। তস্মাদুপাধিনিষেধেঽপি নোপ-
হিতস্য শশবিষাণায়মানতাঽপ্রত্যয়ো বা। ন চেতীতি সন্নিধানাবিশেষাৎ সর্বস্য
প্রতিষেধ্যত্বমিতি যুক্তম্। ন হি ভাবমনুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপদ্যতে কি-
ঞ্চিদ্ধি কচিন্নিষিধ্যতে। ন হ্যনাশ্রয়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্। তদিদমুক্ত-
পরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্য-
াৎ তস্যৈব পরমার্থত্বাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি।
াপি ব্রহ্মনিষেধ উপপদ্যতে। যুক্তং যন্নৈসর্গিকাবিদ্যাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতি-
ধ্যতে প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য। ব্রহ্ম তু নাবিদ্যাসিদ্ধং নাপি প্রমাণা-
রাৎ। তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধনীয়ম্। তথা চ যস্তস্য শব্দঃ প্রাপকঃ
তৎপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণমিতি কথমস্য নিষেধোঽপি প্রমাণ-
ন্। ন চ পর্যুদাসাধিকরণপূর্বপক্ষন্যায়েন বিকল্পঃ। বস্তুনি সিদ্ধস্বভাবে
দনুপপত্তেঃ। ন চাবাঙ্মনসগোচরোবুদ্ধাবালেখিতুং শক্যঃ। অশক্যশ্চ কথং

তা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন বাক্য মনের
গাচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ
ক্তি ন্যস্ত হইয়াছে। এই আশঙ্কার বা এই পূর্বপক্ষের উপর বলা যায়,
য়নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ নহে। উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে। [কিঞ্চিদ্ধি···
ঙ্গাচ্চ] যদ্রূপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক
মার্থ সৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার)
ধধ হইয়া থাকে। নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-

পদ্যতে। 'ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি' ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ। 'অসন্নে
স ভবত্যসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ
'অস্তিত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যবধারণবিরোধাৎ। সর্ব্ববেদা
ব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ। বাঙ্মনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবা
ভিপ্রায়েণাভিধীয়তে। ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন 'ব্রহ্মবিদ
প্নোতি পরং' 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যেবমাদিনা বেদ
ন্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তস্যৈব পুনরভাবোঽভিলপ্যেত। প্রক্ষ
লনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরমিতি ন্যায়াৎ। অতঃ প্রতি
পাদনপ্রক্রিয়া ত্বেষা 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনস

নিষিধ্যতে। প্রপঞ্চস্তনাদ্যবিদ্যাসিদ্ধোঽনূদ্য ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্ত
তদিমামনুপপত্তিমভিপ্রেত্যোক্তং নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যত ইতি। হেত্ব
রমাহ—"ব্রহ্ম তে ব্রুবাণী"তি। "উপক্রমবিরোধাদি"তি। উপক্রমপরামর্শে
সংহারপর্য্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মপরত্বমুপপাদিতং প্রথ
ঽধ্যায়ে। ন চাসত্যামাকাঙ্ক্ষায়াং দূরতরস্থেন প্রতিষেধেনৈষাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি
যচ্চ বাঙ্মনসাতীততয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিষেধস্য ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি তত্রাহ
"বাঙ্মনসাতীতত্বমপী"তি। প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রযত্নেন ব্রহ্ম।

শেষ থাকে। সর্ব্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না। য
অবশেষ না থাকে, কিছু না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অন্যের নি
অর্থাৎ যাহাতে "নাই" বলিবে তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে। তাহা হই
সর্ব্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সৎ থাকায় তাহার নি
যুক্তিবহির্ভূত হয়। অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হই
না; কেননা, তাহা "তোমাকে ব্রহ্ম বলিব" এই উপক্রম বা প্রতিজ্ঞ
বিরুদ্ধ এবং তাহা "সেও অসৎ হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে
ইত্যাদি বাক্যে যে অসদ্‌ব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিরু
বটে। "অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধব্য।" এই যে অবধা
অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী। অধিক কি বলি
ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে
(অতএব, লৌকিকপ্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য; বেদ
প্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে)। [বাঙ্মনসা…ষেধতীতি। শ্রুতি তাঁহা

সহ' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। বাঙ্মনসাতীতমবিষয়ান্তঃপাতি-প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তদেতদুচ্যতে—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতীতি। প্রকৃতং যদেতাবত্ত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি। তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থেঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং

চ নিষেধায় তৎপ্রতিপাদনমনুপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। ইদানীন্তু নিষ্প্রয়োজনমিত্যুক্তং প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্যেতি ন্যায়াৎ। 'তস্মাদ্বেদান্তবাচা মনসি সন্নিধানাদ্ব্রহ্মণোবাঙ্মনসাতীতত্বং নাঞ্জসমপি তু প্রতিপাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এষঃ। যথা গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছব্দগ্রাহিকয়া প্রতিপাদ্যন্তে প্রতীয়ন্তে চ নৈবং ব্রহ্ম। যথাহুঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণমিতি। ননু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্মণোঽপি কস্মান্ন প্রতিষেধ ইত্যত আহ—"তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চে"তি।

বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব অর্থাৎ নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির অগোচর বলা হয় নাই। প্রমাণভূতা শ্রুতি মহা আড়ম্বরে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন" "ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐরূপ বলিবার প্রয়োজনও নাই। পাঁক মাখিয়া তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পাঁক না মাখাই ভাল, ইহা সামান্য লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে। "বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না," এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই; কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। প্রত্যগাত্মা অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ নেতি নেতি বাক্য—রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন। সূত্রকারও "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি" এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন। [প্রকৃতং...নুপপত্তেঃ] যে এতাবত্ত্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে,

রূপমমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহা
রজনাদ্যুপমাভির্দ্দর্শিতমমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ
যোগিত্বানুপপত্তেঃ। তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নি
হিতালম্বনেনেতি করণেন প্রতিষেধকনঞং প্রত্যুপনীয়ত ইতি
গম্যতে। ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বস্মিন
গ্রন্থে ন স্বপ্রধানত্বেন। প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবত
স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং 'অথাত আদেশো নেতি
নেতি' ইতি। তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপা
বেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদং হীদং সমস্তং কার্য্য
নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণশ

প্রধানং প্রকৃতং প্রপঞ্চশ্চ প্রধানং ন ব্রহ্ম। তস্য ষষ্ঠ্যন্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকত্বে
নাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ। 'ততোঽন্যদ্‌ব্রবীতী'তি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদন্য
ভূয়ো ব্রবীতীতি তন্নির্ব্বচনম্। ন হ্যেতস্মাদিত্যস্য যদা ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি

ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ "নেতি" শব্দে তাহা
রই নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা পরমার্থকল্পে নাই, ইহাই ঐ শব্দে
বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত তাহা পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে
দ্বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটী রূপ-
যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার—তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা-শব্দে শব্দিত
হইয়াছে এবং সেরূপটী মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমান
দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে (শ্রুতিকর্ত্তৃক)। অমূর্ত্তভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত
বাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইতে
হইয়াছে। [তদেতৎ···মূলত্বাৎ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত
হইয়া নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম
শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত
হইয়াছেন। রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ
যাঁহার সেই দুই রূপ—তাঁহার অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা)
স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ "অথাত আদেশো নেতি নেতি" এরূপে
উপক্রম। ঐ উপক্রম বাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান ও স্বরূপের
বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয়। এই যে-কিছু কার্য্য—যে-কিছু জন্মবান
বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত। সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ। তাৎপর্য

ন্বাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনং ন তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ। ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্ত্তব্যা।—কথং হি শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং' ইতি। যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দ্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধন্ত্বিদং রূপদ্বয়ং ব্রহ্মণি কল্পিতং পরামৃশতি প্রতিষেধ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যম্। দ্বৌ চৈতৌ প্রতিষেধৌ যথাসঙ্খ্যন্যায়েন দ্বে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ। যদ্বা পূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিং প্রতিষেধতি। উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা 'নেতি নেতি' ইতি বীপ্সেয়মি-

---

নেত্যাদিষ্টাদ্ব্রহ্মণোঽন্যৎ পরমস্তীতি ব্যাখ্যানং তদা প্রপঞ্চপ্রতিষেধাদন্যদ্ব্রহ্মৈব ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদা তু ন হেতস্মাদিতি সর্ব্বনাম্না প্রতিষেধো ব্রহ্মণ

এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মাস্পদ কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ নাই। কার্য্য (জন্যবস্তু) মাত্রেই বাক্যারম্ভ অর্থাৎ কথা মাত্র, বস্তুসৎ নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার মূল; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই। [ন চাত্রেয়...নিবর্ত্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন কেন? কর্দ্দম মাখিয়া ধৌতকরণ অপেক্ষা কর্দ্দম না মাখাই-ত ভাল? এ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত কল্পিত তদ্দ্বয়ের অনুবাদ বা অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপদ্বয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান) ও নিষেধ্যতা কথন শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন উদ্দেশেই কৃত হইয়াছে। ঐ প্রতিষেধদ্বয় যথাসঙ্খ্য ন্যায়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের প্রতিষেধ করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিষেধে বাসনারাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা "নেতি" "নেতি" এই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ বীপ্সা। বীপ্সা প্রয়োগের ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে-কিছু উৎপ্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে সে সমস্তই তাঁহাতে নাই। "ইহা নহে" এতাবৎ মাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ইহা

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥*

যত্তৎপ্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম তদস্তি চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি। উচ্যতে। তদব্যক্তমনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যং সর্ব্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ আহ হ্যেবং শ্রুতিঃ 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। স এষ নেতি নেত্যাত্মা' অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি 'অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যো-ঽয়মুচ্যতে' ইত্যেবমাদ্যা ॥ ২৩ ॥

অগ্রাহ্যত্বাৎ ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রং ব্যাচষ্টে যত্তৎপ্রতিষিদ্ধা-দিতি। রূপাদ্যভাবাদব্যক্তমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ন ত্বসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যৈর্দ্দেবৈরি-ন্দ্রিয়ান্তরৈর্ন গৃহ্যত ইত্যন্বয়ঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্ম আছেন। যদি থাকেন ত গৃহীত হন না কেন? জ্ঞানবিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন কিন্তু ইন্দ্রি-য়াতিরিক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস-জ্ঞান-বিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা (প্রকাশক)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"চক্ষুঃ তাঁহাকে গ্রহণ করে না, বাক্য তাঁহাকে বিষয় করে না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে গ্রহণ করে না। তপস্যার ও কর্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না।" "আত্মা এরূপ নহে সেরূপ নহে।" "যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না সেই হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন।" "তাহা অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।" "যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাত্ম্য ও নির্ব্বচনের অযোগ্য আত্মা—" ইত্যাদি। ইহাঁর অনুরূপা স্মৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। যথা—"তত্ত্বজ্ঞকর্তৃক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং অবিকার্য্য।" ইত্যাদি।

---

* তদ্বৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাদ্যভাবাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ন ত্বসত্ত্বাদিতি ভাবঃ 'যত আহ ব্রবীতি ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতাং শ্রুতিরিতি শেষঃ।—প্রতিষেধ যোগ্যের প্রতিষেধ হয়, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সমুদায়ই প্রতিষেধ্য, যদি অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন তবে দৃষ্ট না হন কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য। সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রিয় পথে ব্যক্ত হন না।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥*

অপি চৈনমাত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চমব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতিঃ

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' ॥ ইতি।

তর্হি কদা গ্রাহ্যমিতি শঙ্কোত্তরং সূত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈনমিতি। বস্তুর্থ ইন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যতে অপি তু সংরাধনেন শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ। ভক্তিধ্যানাভ্যাং প্রত্যগাত্মনশ্চিত্তে প্রকর্ষেণ নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং জপনমস্কারাদিরাদিশব্দার্থঃ। স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ। খানীন্দ্রিয়াণি। পরাঞ্চি অনাত্মগ্রাহকাণি কৃত্বা ব্যতৃণৎ নাশিতবান্। স হি তেষাং নাশে যদসমর্থগ্রাহিতয়া সর্জ্জনং তস্মাৎ তেষাং তথাসৃষ্টত্বাৎ সর্ব্বো লোকঃ পরাগর্থমেব পশ্যতি নান্তরাত্মানম্। কশ্চিত্তু

যোগীরাই সংরাধনকালে (আরাধনার সময়) এই অব্যক্ত ও নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন। চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ হইলে তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান। এই ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম সংরাধনা ও আরাধনা। যদি বল, যোগীরা যে আরাধনা কালে তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, শ্রুতিপ্রমাণে ও স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"স্বয়ম্ভু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে পরাগ্দর্শী অর্থাৎ অনাত্মদর্শী করিয়াই বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা (ইন্দ্রিয়েরা) অনাত্ম (বাহ্য)বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। সেই জন্য,

---

* সংরাধনমারাধনমিত্যনর্থান্তরম্। আরাধনকালে এনমাত্মানং পশ্যন্তি যোগিন ইতি পূরণীয়ম্। স আত্মা ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানসংস্কৃতমনসৈব গৃহ্যতে ন ত্বিন্দ্রিয়ৈঃ। এতচ্চ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বিজ্ঞায়তে। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।—এই নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না। শ্রুতির ও স্মৃতির দ্বারা জানা যায় যে, ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিপবিত্রচিত্তে বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি চৈবমাদ্যা। স্মৃতিরপি—

"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।" ইতি

চৈবমাদ্যা। নমু সংরাধ্যসংরাধকভাবাভ্যুপগমাৎ পরাপরাত্মনোরন্যত্বং স্যাদিতি। নেত্যুচ্যতে॥ ২৪॥

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ॥ ২৫॥*

ধীরো ধীমানাবৃত্তচক্ষুর্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্মানং শাস্ত্রেণ পশ্যতি মোক্ষার্থীত্যর্থঃ। ততঃ কর্ম্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাখ্যসত্ত্বোৎকর্ষেণ ধ্যায়ংস্ত নিষ্কলং পশ্যতীত্যর্থঃ। বিনিদ্রা বিতমস্কাঃ। তত্র হেতুর্জ্জিতশ্বাসত্বং প্রাণায়ামনিষ্ঠত্বম্। যুঞ্জানা ধ্যায়িনঃ। যোগলভ্য আত্মা যোগাত্মা। ইতি রত্নপ্রভা।

কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী) তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে দেখিতে পান।" "কামনা বর্জ্জন পুরঃসর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্ম্মলা হয়) তাহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হওয়ার নাম জ্ঞানপ্রসাদ)। যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাখ্যসত্ত্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট ও ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে দর্শন করেন।" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ যথা—"শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়ামতৎপর তমোগুণবর্জ্জিত সুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার।" "যোগীরাই সেই সনাতন ভগবান্‌কে অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।" ইত্যাদি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য আরাধক ভাব (সেব্য সেবক-ভাব) স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিতে হয় কি-না। সূত্রকার তদুত্তরার্থ বলিতেছেন না, হয় না—

* যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্যন্তে ন স্বত এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাঽপি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপাধে ভিদ্যতে ন স্বতঃ। অস্য চাঽবৈশেষ্যং একত্বসত্ত্বমভ্যাসাৎ তত্ত্বমস্যাদিশাস্ত্রাভ্যাসাদ্রীয়ত ই

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়োঽঙ্গুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ম্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বাভাবিকীমবিশেষাত্মতাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্মভেদঃ স্বতস্ত্বৈকাত্ম্যমেব। তথা হি বেদান্তেষভ্যাসেনাসকৃজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্যাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্য

যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্যন্তে ন স্বত এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাপি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপাধৌ ভিদ্যতে স্বতস্ত্বস্যাবৈশেষ্যমেকসত্ত্বমেব তত্ত্বমসীত্যভ্যাসাদিতি সূত্রযোজনা। ইতি রত্নপ্রভা।

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অঙ্গুলি, করকা (বর্ষোপল) ও জল প্রভৃতি উপাধিতে ও সে সকলের প্রচলনাদিক্রিয়ারূপ উপাধিতে সবিশেষের ন্যায় (সবিশেষ=বিভিন্নাকার) দৃষ্ট হয়, তাহাতে সূর্য্যাদির স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না; সেইরূপ, এই আত্মাও উপাধি অনুসারে সেইসেইরূপে পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু আত্মার একতাই স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে অভ্যাস-(অভ্যাস=পুনঃ পুনঃ কথন)-বাক্যে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে) জীবাত্মপরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিদ্যা নিবারিত

যোজনা।—আরাধ্য-আরাধক-ভাব মান্য করিলেই যে জীবপরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হয় না। প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মা সেইরূপ চিত্তোপাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন। বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ অর্থাৎ একরস। তাঁহার একরসত্ব তত্ত্বমসি শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

* অত ইতি। ভেদস্যাবিদ্যকত্বাদভেদস্য স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ। জীবোঽনন্তেন ব্যাপিনা পরমাত্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পূরণীয়ম্। লিঙ্গং জ্ঞাপকং ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপম্।—যেহেতু ভেদ আবিদ্যক—অবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব অবিদ্যাবিনাশের পর অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার একত্ব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য আছে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মাত্মভাবপ্রাপ্তি রূপ ফল শুনা যায়, তাহাতে ভেদের ঔপাধিকত্ব ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে)।

বিদ্যয়াঽবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং গচ্ছতি। তথা হি লিঙ্গং 'স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥*

তস্মিন্নেব সংরাধ্যসংরাধকভাবে মতান্তরমুপন্যস্যতি স্বমত-বিশুদ্ধয়ে। ক্বচিজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে 'ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃ-

জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ ঔপাধিক এবেত্যাহ সূত্র-কারঃ। অতোঽনন্তেনেতি। ইতি রত্নপ্রভা।

অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিরূপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং তেন বিষয়ভেদা-দ্ভেদাভেদয়োরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সর্ব্বদোপলব্ধেরবিরোধঃ। বিরুদ্ধ-

হইলেই সে অপরিমিত পরমাত্মার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাৎ অনুমাপক শাস্ত্র এই—"যে এই পরব্রহ্মকে জানে সে পরব্রহ্ম হয়।" "উপাসক জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হলেন।" ইত্যাদি। (ব্রহ্মত্ব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল সুতরাং সে এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল)।

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধক-ভাব বিষয়ে অন্য এব মত উত্থাপিত হইতেছে। কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা কথা আছে। যথা—"ধ্যানকারী সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়।" এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্ত্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যপদেশ দেখা যায় এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য-ভাবেও জীবপরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন। আবার অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রুতি নিয়ম্য-নিয়ামক-ভাব দেখাইয়া তদুভয়ের ভিন্নতা বলিয়াছেন। তদ্‌যথা—"উপাসক সেই দিব

* উভয়ব্যপদেশাদ্ধেতোঃ সর্পকুণ্ডলিন্যায়েন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ। যথা সর্পত্বেনাভেদঃ কুণ্ডলাস্য সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিত্বেন ভেদঃ, এবং জীবাখ্যব্রহ্মত্বেনাভেদোজীবত্বেন চ ভেদ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়—সেই হেতু অহিকুণ্ডলে অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সর্পভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহা কুণ্ডলাকারা অবস্থা ভেদ অনুসারে ভিন্ন। (কুণ্ডল=বলয়াকার অবস্থা। ভিন্ন=নানা। সর্প, কুণ্ডলী ইত্যাদি)। এইরূপ জীবও ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবভাবে অব্রহ্ম ও নানা।

দ্রষ্টব্যত্বেন চ। 'পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং' ইতি গন্তৃ-গন্তব্যত্বেন। 'যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি' ইতি নিয়ন্তৃ-নিয়ন্তব্যত্বেন চ। ক্বচিত্তু তয়োরেবাভেদো ব্যপদিশ্যতে—'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'এষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ' ইতি। তত্ত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ। অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথাঽহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদ এবমিহাপীতি ॥ ২৭ ॥

মিতি হি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে। আগমতশ্চ প্রমাণাদেকগোচরাবপি ভেদাভেদৌ প্রতীয়মানৌ ন বিরোধমাবহতঃ সবিতৃপ্রকাশয়োরিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণান্তেদাভেদাবিতি। প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়োরবিরোধমাহ।

পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।" "যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায় ভূতকে অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন অথবা নিয়মের অধীন রাখিয়াছেন" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, শ্রুত্যন্তরে অভেদ কথনও আছে। যথা—"তিনিই তুমি" "আমি ব্রহ্মই" "ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের অন্তরে—" "এই আত্মাই অন্তর্যামী ও অমৃত (অমর বা মুক্ত)।" [তত্ত্রৈব···হাপীতি] শাস্ত্রে ঐ দ্বিবিধ প্রকার ব্যপদেশ (কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মায় ভেদ, আবার অন্যান্য শাস্ত্রে অভেদ, এই দ্বিপ্রকার উল্লেখ) দৃষ্ট হয়। যদি অভেদপক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাদিনী শ্রুতি আলম্বনশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার তত্ত্ব (যাথার্থ্য) অহিকুণ্ডলের অনুরূপ হইতে পারে। যেমন সর্পত্বপ্রকারে অভেদ, একই, আর কুণ্ডলাকারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশুত্ব ও উদ্গতমুখত্ব প্রকারে ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন; তেমনি, জীবও, ব্রহ্মত্বপ্রকারে অভিন্ন কিন্তু জীবত্বপ্রকারে ভিন্ন। (কুণ্ডলাকার—বলয়াকার অবস্থা। আভোগ—ফণা। প্রাংশুত্ব—দীর্ঘ-দণ্ডাকার অবস্থা। ফলিতার্থ—অবস্থা-ভেদে ভিন্ন; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন। একই সর্প অবস্থা ভেদে কুণ্ডলী ও ফণী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়.)।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৮ ॥*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিন্নাবুভাবপি তেজস্ত্বাবি- শেষাৎ অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি ॥২৮।

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ২৯ ॥†

যথা বা পূর্ব্বমুপন্যস্তং প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি তথৈ- তদ্ভবিতুমর্হতি। তথা হ্যবিদ্যাকৃতত্বাদ্বন্ধস্য বিদ্যয়া মোক্ষ

তদেবং পরমতমুপন্যস্য স্বমতমাহ—

অয়মভিসন্ধিঃ।—যস্য মতং বস্তুনোঽহিত্বেনাভেদঃ কুণ্ডলত্বেন ভেদ ইতি স এবং ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে কিমহিত্বকুণ্ডলত্বে বস্তুনো ভিন্নে উতাভিন্নে ইতি। যদি ভিন্নে অহিত্বকুণ্ডলত্বে, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং ন তু বস্তুনস্তাভ্যাং ভেদাভেদৌ। ন হ্যন্যভেদাভেদাভ্যামন্যদ্ভিন্নমভিন্নং বা ভবিতুমর্হতি। অভি

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অনুরূপ জানিবে যেমন সূর্য্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্ত্বে সমান অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ, জীবপরমাত্মা অত্য ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আস্পদ হয়।

অথবা, ইতিপূর্ব্বে যে "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং" সূত্র বলা হইয়াছে তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার। তাহার বিবরণ ফলিতার্থ—বন্ধন অবিদ্যাকৃত, সেই জন্যই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। জীব য

---

* যথা সূর্য্যপ্রকাশয়োরেকতেজস্ত্বৈকধর্ম্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাত্মনোরপ্যেকো বাত্মত্বধর্ম্মেণ ভেদাভেদৌ শ্রুতিবলাৎ স্বীক্রিয়েতে ইতি যোজনা।—যেমন একমাত্র তেজোর ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য্য ও আলোক) গ্রহণ করা হয়, সেইরূ আত্মত্ব ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) শ্রুতিবলে স্বীকৃত হইতে পারে।

† সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ। পূর্ব্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ। যথা প্রকাশাকাশা স্বরূপেণৈকরূপা উপাধিভিস্তু বিভিন্নরূপা এবমাত্মা স্বরূপেণৈকরূপ উপাধিভিস্তু জীবাদ্যনেকর ইতি নির্গলিতার্থঃ।—কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার অভেদ কথন ও শাস্ত্রান্তরে ভে কথন থাকায় সেই বিসম্বাদ ভঞ্জনার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার। অর্থাৎ প্রকাশাদি দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও পার। যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন, কিন্তু উপাধিযো ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ অভিন্ন (জীব ও পরম এক) পরন্তু বুদ্ধ্যাদিযোগে ভিন্ন (জীব অল্প ও পরমাত্মা অনন্ত)।

উপপদ্যতে। যদি পুনঃ পরমার্থত এব বন্ধঃ কশ্চিদাত্মাঽহি-কুণ্ডলন্যায়েন বা পরস্যাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাশ্রয়ন্যায়েনৈবৈকদেশভূতোঽভ্যুপগম্যেত ততঃ পারমার্থিকস্য বন্ধস্য তিরস্কর্ত্তুমশক্যত্বান্মোক্ষশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন চাত্রোভাবপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিস্তুল্যবদ্ব্যপদিশতি। অভেদমেব হি প্রতিপাদ্যত্বেন নির্দিশতি ভেদন্তু পূর্ব্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্যর্থান্তরবিবক্ষয়া। তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব সিদ্ধান্তঃ॥ ২৯॥

প্রসঙ্গাৎ। অথ বস্তুনো ন ভিদ্যেতে অহিত্বকুণ্ডলত্বে তথা সতি কো ভেদাভেদয়োর্ব্বিষয়ভেদস্তয়োর্ব্বস্তুনোঽনন্যত্বেনাভেদাৎ। ন চৈকবিষয়ত্বেঽপি সদানুভূয়মানত্বাদ্ভেদাভেদয়োরবিরোধঃ। স্বরূপবিরুদ্ধয়োরপ্যবিরোধে ক নাম বিরোধো ব্যবতিষ্ঠেত। ন চ সদানুভূয়মানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিতুমর্হতি। দেহাত্মভাবস্যাপি সর্ব্বদানুভূয়মানস্য ভাবিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদস্মাভিঃ প্রথমসূত্রে ইতি নেহ প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদনাদ্যবিদ্যাবিক্রীড়িতমেবৈকস্যাত্মনো জীবভাবভেদো ন ভাবিকঃ। তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তাবপবর্গসিদ্ধিঃ। তাত্ত্বিকত্বে ত্বস্য ন জ্ঞানান্নিবৃত্তিসম্ভবঃ। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদন্যদপবর্গসাধনমস্তি। যথাহ শ্রুতিঃ—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে'তি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

সত্য সত্যই বন্ধস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার অবস্থা বিশেষ হইতে পারে, প্রকাশাশ্রয়ের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে পারে। কিন্তু তদুভয় পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না। বন্ধনের তিরস্কার (মোচন) ব্যতীত মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। (মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকার্য্য)। শ্রুতি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন সত্য; পরন্তু তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই। (তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহা বিরুদ্ধ। একের তাদৃশ দ্বৈরূপ্য অবশ্যই যুক্তিবিরুদ্ধ) শ্রুতি অভেদকেই প্রতিপাদ্যরূপে বলিয়াছেন। ভেদ লোকসিদ্ধ, সুতরাং অন্য এক উদ্দেশে তাহার অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। অতএব, প্রকাশের ন্যায় অভেদ, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত। (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ একরূপ, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ। জীবপরমাত্মার ভেদাভেদ ইহারই অনুরূপ)।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩০ ॥*

ইতশ্চৈষ এব সিদ্ধান্তো যৎকারণং পরস্মাদাত্মনোঽন্য চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রং 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যে মাদি। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব মনপরমনন্তরমবাহ্যং' ইতি চ। ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাক গাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩০

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥†

যদেতন্নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতমত্রাস্মাৎ পরমন্

(ব্রহ্মমাত্র পরিশেষে হেত্বন্তরমাহ প্রতীতি। প্রতিষেধাৎ ব্রহ্মব্যতিরি প্রপঞ্চনিরাকরণাৎ শ্রুত্যেতি শেষঃ।)

যদ্যপি শ্রুতিপ্রাচুর্য্যাদ্ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং নাস্তীত্যবধারিতং তথা

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু "ইহাঁ হইতে ভিন্ন, এমন দ্র নাই" এই শাস্ত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন নাই বলিয়াছেন। "অনন্ উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে। সেই এই ব্রহ্ম অপূ (অনাদি), অনপর (অনন্ত), অনন্তর (অপরিচ্ছিন্ন) ও অবাহ্য অর্থ একরস।" এ শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধে সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাক প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয়।

পরমাত্মা হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত শ্রু বিরোধ থাকায় সংশয়িত। অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। (ইহা পূ

---

* নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশাস্ত্রাদপ্যঽভেদবাদঃ সাধীয়ানিতি সূত্রার্থঃ।—"ইহা হই ভিন্ন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবভাবের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকাতে অভেদ পক্ষ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক।

† পুনঃ পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্। অতঃ অস্মাৎ পরমাত্মনঃ পরং অন্যৎ তত্ত্বং' জীবাখ্যমস্তীতি ব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগন্তব্যমিতি।—পরমাত্মা রিক্ত তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধশূন্য নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি সেতু প্রভৃতির দৃষ্টা তত্ত্বনিশ্চয় করাতে পরমাত্মাতিরিক্ত তত্ত্বের (জীবের) পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতীত করাইয়াছেন।

ত্রহ্মণস্তি নাস্তীতি [illegible]। কানিচিদ্বা-
ক্যান্যাপাততো [illegible] প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণোঽপি পরমস্তি
তত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তীব। তেষাং পরিহারমভিধাতুময়মুপক্রমঃ
ক্রিয়তে। পরমতঃ ব্রহ্মণোঽন্যৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি।
কুতঃ। সেতুব্যপদেশাৎ, উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ,
ভেদব্যপদেশাচ্চ। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ 'অথ য আত্মা স
সেতুর্বিধৃতিঃ' ইত্যাত্মশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীর্ত্ত-
য়তি। সেতুশব্দশ্চ হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে মৃদ্দা-
র্ব্বাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ। ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি
লৌকিকসেতোরিবাত্মসেতোরন্যস্য বস্তুনোঽস্তিত্বং গময়তি।
সেতুং তীর্ত্বা' ইতি চ তরতিশব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং
সেতুং তীর্ত্বা জাঙ্গলমসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে, এবমাত্মানং

সম্বাদিশ্রুতীনামাপাততস্তদ্বিরোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসমাধানার্থময়মারম্ভঃ। "প্রা-
লং* স্থলম্। প্রকাশবদনন্তবজ্জ্যোতিষ্মদায়তনবদিতি 'পাদা ব্রহ্মণশ্চত্বার-
স্তেষাং পাদানামর্দ্ধাষ্টকৌ শফাঃ।' তেঽষ্টাবস্য ব্রহ্মণ ইত্যষ্টশফং ব্রহ্ম। ষোড়শ
কলাঽস্যেতি ষোড়শকলম্। তদ্যথা প্রাচীপ্রতীচীদক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা
অবয়বা ইব কলাঃ স প্রকাশবান্নাম প্রথমঃ পাদঃ। এতদুপাসনায়াং প্রকাশ-
বান্ মুখ্যো ভবতীতি প্রকাশবান্ নাম পাদঃ। অথাপরা পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌঃ

ক)। কোন কোন শ্রুতির শ্রবণমাত্রে প্রতীতি হয়, সে সকল শ্রুতি যেন
ব্রহ্মভিন্ন তত্ত্ব (জীব) আছে বলিতেছে। তৎপরিশোধনার্থ বা সে সকল
শ্রুতির তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ এতৎ সূত্রের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পর
পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এরূপ তত্ত্বান্তর আছে।
অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন জীব পদার্থ আছে। [কুতঃ···দেশাচ্চ] কেন-না, শ্রুতিতে
সেতুর ব্যপদেশ, উন্মানের ব্যপদেশ, সম্বন্ধের ব্যপদেশ ও ভেদের ব্যপ-
দেশ (উল্লেখ) দেখা যায়। [সেতু···গম্যতে] সেতুর ব্যপদেশ যথা—
"যিনি আত্মা, তিনিই লোকমর্য্যাদা বিধারক সেতু।" এই শ্রুতি আত্ম-
শব্দে ব্রহ্মকে বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া-
ছেন। লোক সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক মৃত্তিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদি-

সেতুং তীর্ত্বাঽনাত্মানমসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে। উন্মা
ব্যপদেশশ্চ ভবতি 'তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়
কলং' ইতি। যচ্চ লোকে উন্মিতমেতাবদিদমিতি পরিচ্ছি
কার্ষাপণাদি ততোঽন্যদ্বস্ত্বস্তীতি প্রসিদ্ধং তথা ব্রহ্মণোঽপ্যু
নাং ততোঽন্যেন বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে। তথা সম্ব
ব্যপদেশো ভবতি 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' 'পার

সমুদ্র ইতি চতস্রঃ কলা এষ দ্বিতীয়ঃ পাদোঽনন্তবান্নাম সোঽয়মনন্তবত্ত্বেন গু
নোপাস্যমানোঽনন্তত্বমুপাসকস্যাবহতীত্যনন্তবান্ পাদঃ। অথাগ্নিঃ সূর্য্যশ্চ
বিদ্যুদিতি চতস্রঃ কলাঃ স জ্যোতিষ্মান্নাম পাদস্তৃতীয়স্তদুপাসনাজ্জ্যোতি
ভবতীতি জ্যোতিষ্মান্ পাদঃ। অথ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ ক

রচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বলে। প্রদর্শিতস্থলে শ্রুতি আত্মাকে
বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু
তদতিরিক্ত পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে। শ্রুতিতে "সেতুং তীর্ত্বা—
উত্তীর্ণ হইয়া" এরূপ প্রয়োগও আছে। লোক সকল যদ্রূপ লৌ
সেতু অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) জাঙ্গল (স্থল) প্রাপ্ত হয়, ত
সাধকও আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া অনাত্মপদার্থ প্রাপ্ত হয়। [উন্মা
গম্যতে] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মানের ব্যপদেশও দেখা যায়। (উন্মা
পরিমিত প্রমাণ)। যথা—"সেই এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষে
কলাত্মক।" * লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা
সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া ব্য
হয়, সে সকল ছাড়া যে অন্য বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দ্দিষ্ট পরি
কথনের দ্বারা প্রতীত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের
থাকায় ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লব্ধ হইতে পারে। [তথা...গম্য

---

* চারিটা দিক্ চারিটা কলা (অংশ)। ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ। পৃথিবী, অ
দিব্ (স্বর্গলোক) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার অনন্তবান্ নামক পাদ। অগ্নি, সূর্য্য,
বিদ্যুৎ, এই চারিটা কলা এবং ইহা তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ নামক পাদ। চক্ষুঃ, শ্রোত্র,
ঘ্রাণ; ইহা অপর কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার আয়তনবান্ নামক পাদ। ব্রহ্ম এ
চতুষ্পাদ। চারি পাদের অর্দ্ধেকে অর্দ্ধেকে ৮ আটটী শফ অর্থাৎ খুর। কোন্ পদার্থকে
হইয়াছে তাহা উপনিষদ দেখিলে প্রতীত হইবে। ভামতী দেখুন, উপনিষদ্ভাষ্যের
পাইবেন। প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাদি দুই দুই পদার্থে এক একটী শফ। এরূপ শফ
উপাসনার প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক পাদে ৪টী কলা, তদনুসারে চতুষ্পাদে ১৬ কলা।

আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ' ইতি চ। অমিতানাঞ্চ মিতেন সম্বন্ধোদৃষ্টো যথা নরাণাং নগরেণ। জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধং ব্যপদিশতি সুষুপ্তৌ। অতস্ততঃ পরমন্যদমিতমস্তীতি গম্যতে। ভেদব্যপদেশশ্চৈনমর্থং গময়তি। তথাহি 'অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে' ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশ্য ততোভেদেনাক্ষ্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশতি 'অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইতি। অতিদেশঞ্চাস্যামুনা রূপাদিষু করোতি 'তস্যৈতস্য যদ্রূপং তদেব রূপং যদমুষ্যরূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম' ইতি। সাবধিকঞ্চেশ্বরত্বমুভয়োর্ব্যপদিশতি 'যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ' ইত্যেকস্য। 'যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো

শ্চতুর্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম। এতে ঘ্রাণাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তনমাশ্রিত্য ভোগসাধনং ভবন্তীত্যায়তনবান্নাম পাদঃ। তদেবং চতুষ্পাদ্ব্রহ্মাষ্টশফং ষোড়শকলমুন্নিষিতং শ্রুত্যা। অতস্ততোব্রহ্মণঃ পরমন্যদস্তি। স্যাদেতৎ। অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যতামেতাবদিত্যত আহ—"অমিতমস্তীতি" প্রমাণ-

---

এতদ্ভিন্ন, সম্বন্ধের উল্লেখও আছে। যথা—"হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! সেই সময়ে জীব সৎসম্পন্ন হয়।" (সৎ—ব্রহ্ম, সম্পত্তি—তদ্ভাবপ্রাপ্তি) "তখন এই শারীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিষক্ত হয়। সেই কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক জ্ঞেয় জানে না।" যেমন নরের সহিত নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল শ্রুতিতে অপরিমিতের সহিত পরিমিতের (ব্রহ্ম অপরিমিত, জীব পরিমিত) সম্বন্ধ-বিশেষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি যখন সুষুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমন এক পদার্থ (জীব) আছে? [ভেদ···প্রতিপদ্যতে।] শ্রুতিতে যে ভেদব্যপদেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থের বোধক। ভেদব্যপদেশ যথা—"আদিত্যের অন্তরে ঐ যে হিরণ্ময়-পুরুষ দেখা যায়—" এইরূপে শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশ্বরকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"এই যে চক্ষুর অন্তরে পুরুষ—" ইত্যাদি। তাহার পরে শ্রুতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ করিয়াছেন।

লোকান্তেষাঞ্চেষ্টে । মনুষ্যকামানাঞ্চ ইত্যাদিবৎ । যথেদং মাগধস্য রাজ্যমিদং বৈদেহস্যেতি । এবমেতেভ্যঃ সেত্বাদিব্যপদেশেভ্যো ব্রহ্মণঃ পরমস্তীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে ॥৩১

সামান্যাত্তু ॥ ৩২ ॥*

তুশব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরুণদ্ধি । স ব্রহ্মণোঽন্যৎ কিঞ্চিদ্বস্তুমর্হতি প্রমাণাভাবাৎ । ন হ্যন্যস্যাস্তিত্বে কিঞ্চি[illegible]

সিদ্ধং ন স্বেতাবদিত্যর্থঃ । ভেদব্যপদেশশ্চ ত্রিঃপ্রকারঃ । আধারতশ্চাতিদে[illegible] তশ্চাবধিতশ্চ ।

জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বঞ্চ সেতুসামান্যম্ । যথা হি তন্তবঃ প[illegible] বিধারয়ন্তি তদুপাদানত্বাদেবং ব্রহ্মাপি জগদ্বিধারয়তি তদুপাদকত্বাৎ[illegible]

যথা—"এই চাক্ষুষ-পুরুষের সেইরূপ রূপ । আদিত্য-পুরুষের যে রূপ, অ[ক্ষি]পুরুষেরও সেই রূপ । আদিত্য-পুরুষের যে গেষ্ণ, অক্ষি-পুরুষেরও সেই গেষ্ণ[illegible] আদিত্য পুরুষের যে নাম, অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম ।" ইত্যাদি । শ্রু[তি] আদিত্যাধার ঈশ্বরের এবং নেত্রাধার ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বর্ণিয়াছে[ন] অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা বলেন নাই । যথা—"সেই লোকের উপর যে দে[ব]ভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা ।" "যা[হা] তাহা হইতে মনুষ্যভোগ্য নিম্ন লোক, এই অক্ষিপুরুষ তাহার নিয়ন্তা । লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বর্ণন ক[রে] যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজের, ইত্যাদি তেমনি শ্রুতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন অতএব, শ্রুতি যখন সেতু প্রভৃতি নিদর্শনের দ্বারা তত্ত্ব বর্ণন করিয়া[ছেন] তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য তত্ত্বও আছে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে পঠিত হয়—(ঐ সেত্বাদি ব্যপদেশ সামান্য[মাত্র] অর্থাৎ গৌণ ; মুখ্য নহে ।)

প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ—যাহা দেখান বা বলা হইল—তাহা তু-শব্দের দ্বা[রা] বিদূরিত করা যাইতেছে । বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ না থাকায় কি[illegible]

---

* সেতুসামান্যাৎ সেতুব্যপদেশ ইতি যোজনা । জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্ব[ং] সে[তু]সামান্যম্।—শ্রুতিতে সেতুব্যপদেশ অর্থাৎ আত্মায় যে সেতুশব্দের প্রয়োগ—তাহা কো[illegible]

প্রমাণমুপলভামহে। সর্বস্য হি আগমাপায়িনো বস্তুজাতস্য জন্মাদি ব্রহ্মণো ভবতীতি নির্দ্ধারিতমনন্যত্বঞ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যবধারণাৎ। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বস্তিত্বমবকল্পতে। ননু সেত্বাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং সূচয়ন্তীত্যুক্তম্। নেত্যুচ্যতে। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ ন ব্রহ্মণো বাহ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে 'সেতুরাত্মেতি হ্যাহ ন পুনস্ততঃ পরমস্তি' ইতি। তত্র পরস্মিন্নসতি সেতুত্বং নাবকল্পত ইতি পরং কিমপি কল্প্যেত। ন চৈতন্ন্যায্যম্। দৃষ্টো

তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকং ব্রহ্ম। ইতরথাঽতিচপলস্থূলবলবৎকল্লোলমালাকল্লিলোজ্জলনিধিসলিলাপরিমণ্ডলমবগিলেৎ। বড়বানলো বা বিস্ফূর্জিতজ্বালাজটিলো-

---

ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। আমরা ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকা দেখিতে পাই না। ব্রহ্ম হইতেই সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের জন্মাদি হয়, এবং যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই কারণের অনতিরিক্ত (ঘট যেমন মৃত্তিকার অনতিরিক্ত); ইহা অবধারিত। [ন চ…কল্পতে] ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ অর্থাৎ নিত্যবস্তু অসম্ভব। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ-ই ছিল" এই অবধারণ ও একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায় প্রতিজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বিদূরিত হয় [ননু…কল্পনা] বলিতে পার, সেতুব্যপদেশ প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বের সূচক, যেরূপে সূচক, অনুমাপক, তাহা বলা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছি, তাহা নহে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যপদেশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্বের অনুমাপক নহে। সেতুব্যপদেশ (সেতুরূপকে ব্রহ্ম কথন) ব্রহ্মবহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না। ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা সেতুস্বরূপ; তাহার পর অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু নাই। এই শ্রুত্যন্তর তাহার পোষক প্রমাণ। পর অর্থাৎ বস্তুর না থাকিলে সেতুত্ব কল্পনা হয় না, তদ-

---

ন্ক সেতুভাবমাত্র অবলম্বনে, ইহা বুঝিতে হইবে। সারার্থ এই যে, তিনি সেতু নহেন, কিন্তু সেতুর মত মর্য্যাদাবিধারক (সীমাসংস্থাপক)।

হ্যপ্রসিদ্ধকল্পনা [illegible] তাদৃশকল্পনায়াম [illegible]
সেতুনির্দ্দেশনেন [illegible] তা [illegible]
প্রসঙ্গ্যেত। ন চ তদ্ [illegible] বিরোধাৎ। চ সেতু
সামান্যাত্তু সেতুশব্দ [illegible] ইতি নিত্যত্বে জগতঃ
মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতুসামান্যমাত্রম্‌। অতঃ সেতু
রিব সেতুরিতি প্রকৃত আত্মা [illegible]। সেতুং তীর্ত্বেত্যাদি
তরতেরতিক্রমাসম্ভবাৎ প্রাপ্ত্যর্থ [illegible] যথা [illegible]
রণং তীর্ণ ইতি প্রাপ্ত ইত্যুচ্যতে নাতিক্রম [illegible] ॥ ৩২ ॥

জগত্তস্মসাত্তাবয়েৎ। পবনঃ প্রচণ্ডোবাহংকাণ্ডমেব ব্রহ্মাণ্ডং বিঘটয়েদিতি। ত
চ শ্রুতিঃ—'ভীষাস্মাবাতঃ পবতে' ইত্যাদিকা।

হ্যবোধে অন্ত কিছুর বাস্তবত্ব কল্পনা করিবে, তাহা অন্যায্য। অপ্রসি
কল্পনা হঠ অর্থাৎ বলপ্রকাশ মাত্র। [অপিচ...ত্তরতে] সেতুব্যপদেশ আ
তাহা দেখিয়া যদি আত্মাকে বাহ্যবস্তুবিশিষ্ট বল, (সেতু বলিলেই লো
বুঝে, সেতুভিন্ন স্থানান্তর আছে; সুতরাং সেতু-শব্দ সেতু বহিঃস্থ পদার
বোধক। যদি এরূপ বল,) তবে, তৎসঙ্গে ইহাও বল বা কল্পনা কর
আত্মাও মৃন্ময় অথবা কাষ্ঠময়। (সর্ব্বাংশে সমান বলিতে গেলে কা
ঐরূপ বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে)। পরন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে
তাহাতে "আত্মা অনাদি অজর অমর" এই শ্রুতির বিরোধ আছে। অতএ
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্মায় যে সেতু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তা
সেতুসামান্য অর্থাৎ কোন এক সেতুভাব লক্ষ্য করিয়াই হইয়াছে। জগ
ও তদন্তর্গত মর্য্যাদা আত্মার দ্বারা বিধৃত ও সংরক্ষিত হইতেছে, সে
কারণে তিনি সেতু। অর্থাৎ তিনি জগৎ বিধারণে সেতুর মতন আ
সেতুর ন্যায় বিধারক ও মর্য্যাদারক্ষক, শ্রুতি এই কথার দ্বারা প্রতা
পরমাত্মার স্তব করিয়াছেন মাত্র; বস্তুন্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন ক
নাই। [সেতুং...তরং] "সেতুং তীর্ত্বা—সেই আত্ম সেতু উত্তরণ করি
এই বাক্যে যে উত্তরণ শব্দ আছে, এ স্থলে তাহার অতিক্রমার্থ অস
বিত। কাজেই প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার্য্য। ব্যাকরণ উত্তীর্ণ, এ প্রয়োগে যে
তৃধাতুর প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি, আত্মসেতুং তীর্ত্বা, এ প্রয়োগেও তৃধা
প্রাপ্ত্যর্থ স্বীকার কর।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥ *

যদপ্যুক্তমুন্মানব্যপদেশাদস্তি পরমিতি তত্রাভিধীয়তে। উন্মানব্যপদেশোঽপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। কিমর্থস্তর্হি। বুদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলমিত্যেবংরূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্যাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে। ন হ্যবিকারেঽনন্তে ব্রহ্মণি সর্ব্বৈঃ পুম্ভিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুং মন্দমধ্যোত্তমবুদ্ধিত্বাৎ পুংসামিতি। পাদবৎ। যথা মনআকাশয়োরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োরাম্নাতয়োশ্চত্বারো বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশ্চা-

---

মনসোব্রহ্মপ্রতীকস্য সমারোপিতব্রহ্মভাবস্য বাগ্‌ঘ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি চত্বারঃ পাদাঃ। মনোহি বক্তব্যঘ্রাতব্যদ্রষ্টব্যশ্রোতব্যান্ গোচরান্ বাগাদিভিঃ সঞ্চরতীতি সঞ্চরণসাধারণতয়া মনসঃ পাদাস্তদিদমধ্যাত্মম্। আকাশস্য ব্রহ্মপ্রতীকস্যাগ্নির্বায়ুরাদিত্যোদিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ। তে হি ব্যাপিনো নভস উদর ইব গোঃ পাদা বিলগ্না উপলক্ষ্যন্ত ইতি পাদাঃ। তদিদমধিদৈবতম্।

বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় পৃথক্ পরমাত্মা থাকা প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন ব্রহ্মভিন্নের প্রতিপাদক নহে। তাহার কথন জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার জন্য; সুতরাং তাহা উপাসনারই প্রতিপাদক। [চতু···মিতি] যদি বল, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষোড়কল, † ব্রহ্মে এতদ্রূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে? সত্য হইবে? ব্রহ্ম অনন্ত; তাঁহাতে ঐরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকারঘটিত অর্থাৎ ব্রহ্মজাত পদার্থ ঘটিত। নচেৎ কোনও পুরুষ নির্ব্বিকার অসীম ব্রহ্মে ঐ রূপ পরিমিত জ্ঞান স্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। [পাদবৎ···দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ

---

* বুদ্ধ্যর্থঃ জ্ঞানার্থঃ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। যথা লৌকিকে কার্ষাপণাদৌ পাদবিভাগো দৃশ্যতে, এবমিহাপি।—পরিমাণব্যপদেশ বস্তুপ্রতিপাদক নহে। তাহা কেবল উপাসনার্থ অথবা সুখবোধার্থ জানিবে।

† ইহা এক প্রকার উপাসনার বিবরণ। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবেক। আরণ্যক শ্রুতিতে ইহার বিশদ উপদেশ আছে।

ম্যাদয় আকাশ[illegible] পাদবদিতি যথা কার্ষাপণে পাদবিভাগো ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায় কল্প্যতে। ন হি সকলেনৈব কার্ষাপণেন সর্বদা সর্বে জনা ব্যবহর্তুমী-শতে ক্রয়বিক্রয়পরিমাণানিয়মাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥*

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি ব্যপদেশয়োঃ পরিহারোঽভিধীয়তে।

তদ্বদেব পাদবদিতি বৈদিকং নিদর্শনং ব্যাখ্যায় লৌকিকমপ্যেকং নিদর্শন-মিত্যাহ—"অথ বা পাদবদিতি"। "তদ্বৎ" ইতি। ইহাপি মন্দবুদ্ধীনামাধ্যান-ব্যবহারায়েত্যর্থঃ।

বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্বিশেষবিজ্ঞানস্যোপা-

---

(আধ্যাত্মিক প্রতীক মন, অধিদৈব প্রতীক আকাশ। প্রতীক—আল-ম্বন)। যেমন ধ্যানের নিমিত্ত ঐ উভয়ের পাদ কল্পনা করা হয়, (বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, এই চারিটী মনের এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, এই চারিটী আকাশের পাদ), সেইরূপ, ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শফ ও কলা প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহারে কার্ষাপণ প্রভৃতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি, (উত্তমাধমমধ্যম উপাসকের) ধ্যানসৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে ঐরূপ পরিমাণ-বিশেষ কল্পিত হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল ব্যক্তি সকল সময়ে কার্ষাপণ লইয়া ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই কারণে, কার্ষাপণের পাদ কল্পনা (পাদ—৪ চারি ভাগের এক ভাগ) হইয়াছে; সেইরূপ, সকল উপাসক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণ ও মনন করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের জন্য ঐ সকল কল্পনা প্রদিষ্ট হইয়াছে।

এই সূত্রে অন্য দুইটী ব্যপদেশের পরিহার দেখান হইয়াছে। (সম্বন্ধ-ব্যপদেশের ও ভেদব্যপদেশের)। বলিয়াছিলে যে, শাস্ত্রে সম্বন্ধের ও ভেদের

---

* স্থানং উপাধিঃ তস্মিন্ বিশেষো ভেদঃ। [illegible] ইতি শেষঃ। প্রকাশাদিবদিতি যথা সৌরালোকাদের[illegible] সম্বন্ধোপচারস্তথাঽত্র চক্ষুষোঃ স্থানয়োর্ভেদাৎ হিরণ্ময়পুরুষাদিভেদকল্পনেত্যর্থঃ।—স্থানবিশেষ অর্থাৎ উপাধিভেদ-অনুসারে সৌরালোকাদির ভেদ ও [illegible] ও ভেদ কল্পনা উপচাররূপে সঙ্গত হইতে পারে।

যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাদিতি। তদপ্যসৎ। যত একস্যাঽপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশাবুপপদ্যেতে। সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যোপাধ্যুপশমে য উপশমঃ স পরমাত্মনা সম্বন্ধ ইত্যুপাধ্যপেক্ষয়োপচর্য্যতে ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়া। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষয়ৈবোপচর্য্যতে ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া। প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্। যথৈকস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য চান্দ্রমসস্য বোপাধিযোগাদুপজাতবিশেষস্যোপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশো ভবত্যুপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। যথা

্যপশমেঽভিভবে সুষুপ্তাবস্থানমিতি। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ত্রিবিধো ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষয়েতি। যথা সৌধজালমার্গনিবেশিন্যঃ সবিতৃভাসো জালমার্গোপাধিভেদাদ্ভিন্না ভাসন্তে তদ্বিগমে তু গভস্তিমণ্ডলেনৈকীভবন্ত্যত-

---

উল্লেখ আছে, সুতরাং জীবভিন্ন পরমাত্মা আছে, সে কথা অসৎ। কেননা, এক বস্তুর স্থান-বিশেষ অনুসারে ঐরূপ (ভেদ ও সম্বন্ধ) ব্যপদেশ হইতে দেখা যায়। [সম্বন্ধ···পেক্ষয়া] সম্বন্ধ প্রদর্শন বাক্যের অর্থ এই যে, বুদ্ধ্যাদি উপাধির যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান) জন্মে, সুতরাং সে সকল উপাধির অভাবে একাদ্বৈতই অবশিষ্ট হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধ্যাদিস্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন, সুতরাং তাঁহার সহিত বুদ্ধ্যাদির যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক। অর্থাৎ উপচারক্রমেই তদ্রূপ সম্বন্ধের ব্যপদেশ। অপিচ, সে ব্যপদেশ বুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন। কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি পরিমিত পদার্থ ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তদ্রূপপ্রায়। [তথা...স্তদ্বৎ] ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদ অনুসারী সুতরাং ঔপচারিক। ফলতঃ তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক। যেমন একই সৌরালোক অথবা চন্দ্রালোক অঙ্গুল্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষভাব (ভিন্ন ভিন্ন আকার) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি বিগমে তাহা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ একরূপ হয়, সেস্থলে যেমন সে সকলের সে সম্বন্ধ ও

বা সূচ্যাকাশাদিষূপাধ্যপেক্ষয়ৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভব
ন্তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥*

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ এষ সম্বন্ধো নান্যাদৃশঃ। য
স্বমপীতো ভবতি, ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমামনন্তি। স্বরূপ
চানপায়িত্বাৎ ন নরনগরন্যায়েন সম্বন্ধো ঘটতে। উপাধিকৃ
স্বরূপতিরোভাবাত্তু 'স্বমপীতো ভবতি' ইত্যুপপদ্যতে। ত
ভেদোঽপি নান্যাদৃশঃ সম্ভবতি বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বর
বিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকস্যাপ্যাকাশস্য স্থানকৃ

ন্তেন সম্বন্ধ্যন্ত ইব এবমিহাপীতি। স্যাদেতৎ। একীভাবঃ কস্মাদিহ সম্ব
কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে ন মুখ্য এবেত্যেতৎ সত্রেণ পরিহরতি।

স্বমপীত ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ব্রূতে। স্বভাবশ্চেদনেন সম্বন্ধত্বেন শ্
স্ততঃ স্বাভাবিকস্তাদাত্ম্যান্নাতিরিচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। ত
ভেদোঽপি ত্রিবিধো নান্যাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ।

সে ভিন্নতা সেই সেই উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষ
সম্বন্ধ ও ভেদও উপাধিযোগে পরিকল্পিত।

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ (ভেদনিবৃত্তিরূপ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অন্য কে
রূপ মুখ্য (সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। "সুষুপ্তিকালে আপনাে
লয়প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ অ
শ্বর। অতএব, নরের সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জী
পরমাত্মায় ঘটনা হয় না। উপাধির দ্বারা স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকায় "আ
নাতে অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন" এ কথা সহজেই উপপন্ন হইতে পাে
[তথা…ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ নহে। কেননা, তা
একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকাশের স্থানয়

---

* উপপত্তেরপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সম্বন্ধো জ্ঞেয়ো ন তু মুখ্যঃ সংযোগাদিঃ। বস্তুদ্বয়াসত্ত্বা
ভেদোঽপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিতি নিষ্কর্ষঃ।—সম্বন্ধকথন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্তু গৌ
কেন-না, গৌণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিলভ্য। বস্তুদ্বয় না থাকায় মুখ্য সংযোগাদিসম্ব
মুখ্যভেদ উপপন্ন হয় না।

ভেদব্যপদেশমুপপাদয়তি 'যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ' 'যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ' ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥*

এবং সেত্বাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতূনুন্মথ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং হেত্বন্তরেণোপসংহরতি। তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ অপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বন্তরমস্তীতি গম্যতে। তথা হি 'স এবাধস্তাদহমেবাধস্তাদাত্মৈবাধস্তাৎ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বম্। নেহ

সুগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবস্য সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো যুজ্যতে ন মুখ্যঃ সংযো-

---

ভেদ উপপাদন করিয়াছেন। যথা—"এই যে পুরুষের বহির্ব্বর্ত্তী আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ, এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ" ইত্যাদি। ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ (নানাভাব) উপপন্ন হয়।

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্থ সেত্বাদি ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত সমাধান সমাধা করিয়া সূত্রকার হেত্বন্তর আহরণপূর্ব্বক স্বমতের উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট বস্তু নাই বলিয়া প্রতীত হয়। যথা—"তিনিই নিম্নে, আমিও নিম্নে, আত্মাই নিম্নে, সমস্তই নিম্নে। ব্রহ্ম তাহার দূরে যান—যে এ সমুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে"। "এ সমস্তই ব্রহ্ম।" "এ সমস্তই আত্মা।" "এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই"। "এমন কিছুই নাই—যাহা তাঁহা হইতে পর।" "সেই এই ব্রহ্ম অনাদি (অকারণ), অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য অর্থাৎ তাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও কিছু নাই।" ইত্যাদি। এই সকল বাক্য ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত; সুতরাং অন্য কোনরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য। যদি ঐ সকল বাক্যের

---

* অন্যপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নস্য বস্ত্বন্তরস্য প্রতিষেধাৎ পরমার্থসত্ত্বনিবারণাৎ।—পরপক্ষীয় মতের উত্থাপক সেত্বাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যার দোষ দেখান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, শ্রুতিতে বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব নিষেধও আছে। বস্ত্বন্তরের প্রতিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব জানা যায়।

নানাস্তি কিঞ্চন। যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ। তদেত
ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্' ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্র
রণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুন্ত
বারয়ন্তি। সর্ব্বান্তরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোঽন্তরোঽন্য আত্ম
হস্তীত্যবগম্যতে॥ ৩৬॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ॥ ৩৭॥*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেনাঽন্যপ্রতিষেধসমা
য়ণেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হি
সিধ্যেৎ। সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষ্বঙ্গীক্রিয়মাণেষু পা
চ্ছেদ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ। তথা

গাদিঃ। বস্তুদ্বয়াসত্বাৎ। তথা ভেদোঽপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। ই
রত্নপ্রভা।

ব্রহ্মাদ্বৈতসিদ্ধাবপি ন সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বব্যাপিতা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণা স্বরূপেণ র
বত্বং সিধ্যতীত্যত আহ—"অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন" পরে

অন্যপ্রকার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বা
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, "তি
সকলের অন্তরে—" এই সর্ব্বান্তর-শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে
প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মান্তর নাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে
মাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্য কিছু নাই।

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নি
ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই দুএর দ্বারা আত্মার সর্ব্বব্যাপিত
সিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্ব্বগ
সিদ্ধ হয় না। সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আ
পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয়। কেননা, সেতুপ্র
তদাত্মক। অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। [তথা...গম্যতে] বস্তুন্তরের নি

*অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্তুন্তরপ্রতিষেধেন চাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বসিদ্ধির্ভবতি
শেষঃ। আয়ামশব্দাদিভ্যোঽপি। আয়ামো ব্যাপ্তিবাচী শব্দঃ। আদিশব্দাৎ নিত্যাদিগ্রহঃ
কথিত বিচারের দ্বারা ও ব্যাপ্তিবাচী শব্দের দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্বও সিদ্ধ হয়।

প্রতিষেধেঽপ্যসতি বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ব্যাবর্ত্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত। সর্ব্বগতত্বঞ্চাস্যায়ামশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে। আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবচনঃ শব্দঃ। 'যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ' 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' 'জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানাকাশাৎ' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্' ইত্যেবমাদয়ো হি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়াঃ সর্ব্বগতত্বমাত্মনোঽববোধয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥*

তস্যৈব ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাঽব-

নিরাকরণেনান্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপন্যাসেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্ব্বোঽয়মনির্ব্বচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবভাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান ইতি সর্ব্বস্য ব্রহ্মসম্বন্ধাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বগতমিতি সিদ্ধম্।

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্। স্যাদেতৎ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ কুত ঈশ্বরত্বং কুতশ্চ ফলহেতুত্বমপীত্যত আহ—"তস্যৈব ব্রহ্মণোব্যব-

---

না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ ব্যতীত দ্বৈতপক্ষেও এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবর্ত্তিত (ভিন্নতাপ্রাপ্ত) হয়; সুতরাং পরমাত্মারও পরিচ্ছিন্নতা ঘটনা হয়। এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকাতে পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিতা অবগত হওয়া যায়। [আয়াম…বোধয়ন্তি] আয়ামশব্দ অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাচী শব্দ (সর্ব্বগতত্ববোধক বাক্য)। যথা—"এই আকাশ যদ্রূপ, এই হৃদয়ান্তরস্থ আকাশও তদ্রূপ" (হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ = আত্মা)। "ইনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "দিব্ (আকাশ পর্য্যায়ক অন্তরিক্ষ) অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড়।" "নিত্য সর্ব্বগত, স্থিতিশীল ও অচল অর্থাৎ কূটবৎ নির্ব্বিকার।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় (যুক্তি) আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা বোধ করায়।

ব্রহ্মের আর একটী ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশি-

---

* অতঃ অস্মাৎ ঈশ্বরাৎ ফলং জীবানাং কর্ম্মানুরূপো ভোগো ভবতি। স্বর্গাদিকং বিশিষ্টদেশকালকর্ম্মাভিজ্ঞদাতৃকং কর্ম্মফলত্বাৎ সেবাফলবদিত্যুপপত্তেস্তস্মাৎ।—ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা, জীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, ইহা উপপত্তিবলে অর্থাৎ যুক্তিবলে পাওয়া যায়।

স্থায়াময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে। যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্র লক্ষণং কর্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তূনাং কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবত্যাহোস্বিদীশ্বরাদিতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাদ্ভবিতুমর্হতি কুতঃ। উপপত্তেঃ।. স হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারা বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানু রূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষবিনাশিন কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্। অভাবাৎ ভাবানুৎ

হারিক্যা"মিতি। নাস্য পারমার্থিকং রূপমাশ্রিত্যৈতচ্চিন্ত্যতে কিন্তু সাম্ব্যব হারিকম্। এতচ্চ 'তপসা চীয়তে ব্রহ্মে'তি ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরুপপাদিতম্ ইষ্টং ফলং স্বর্গঃ। যথাহুঃ—

'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং স্বর্গপদাস্পদম্' ॥ ইতি।

অনিষ্টমবীচ্যাদিস্থানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রং মনুষ্যভোগ্যম্। তত্র তাব প্রতিপাদ্যতে। ফলমত ঈশ্বরাৎ কর্ম্মভিরারাধিতাদ্ভবিতুমর্হতি। অথ কর্ম্মণ এ ফলং কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষবিনাশিনঃ" প্রত্যক্ষবিনাশি

তব্য নামে প্রসিদ্ধ। এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম এবং ইহার নিয়ন্তা ঈশ্বর। এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগে ব্রহ্মের অন্য একটী স্বভাব বর্ণিত হইবে। সংসারে জীবমাত্রেই ইষ্ট, অনি ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ব্যামিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সর্ব্ব বিদিত। এই সর্ব্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কর্ম্মপ্রভাবেই উপস্থি হয়? না তাহা ঈশ্বর হইতে সম্ভূত হয়? কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা? কি ঈশ্ব কর্ম্মফলদাতা? এরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারে পাওয়া যায় জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাং হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি···মুৎপত্তেঃ] ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-ক জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল তাঁহা হইতেই সম্পন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কর্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) সুতরাং অভাবগ্রস্ত কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিবহির্ভূত

পত্তেঃ। স্যাদেতৎ। কর্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ। যৎকালং হি যৎসুখং দুঃখং বাত্মনা ভুজ্যতে তস্যৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্। ন হ্যসম্বদ্ধস্যাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ। অথোচ্যেত

ইতি। চোদয়তি—"স্যাদেতৎ কর্ম্ম বিনশ্য"দিতি। উপাত্তমপি ফলং ভোক্তু-মযোগ্যত্বাদ্বা কর্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধাদ্বা ন ভুজ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তদপি ন পরিশুধ্যতী"তি। ন হি স্বর্গ আত্মানং লভতামিত্যধিকারিণঃ কাময়ন্তে কিন্তু ভোগ্যোঽস্মাকং ভবত্বিতি। তেন যাদৃশমেভিঃ কাম্যতে তাদৃশস্য ফলত্ব-মিতি ভোগ্যত্বমেব সৎ ফলমিতি। ন চ তাদৃশং কর্ম্মানন্তরমিতি কথং ফলং সদপি স্বরূপেণ। অপি চ স্বর্গনরকৌ তীব্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিষয়েণানু-ভবেন ভোগাপবনাম্নাঽবশ্যং ভবিতব্যম্। তস্মাদনুভবযোগ্যে অননুভূয়মানে শশশৃঙ্গবন্ন স্ত ইতি নিশ্চীয়তে। চোদয়তি—"অথোচ্যেত মাভূৎ, কর্ম্মানন্তরং

কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে। [স্যাদেতৎ···লৌকিকাঃ] যদি বল, এমন হইতেও ত পারে যে, কর্ম্ম আপন অবস্থানকালের মধ্যে অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ করে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে। অর্থাৎ ঐ কথা নির্দ্দোষ নহে। কেননা, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয় তাবৎ তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না। যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সর্ব্ববিদিত। আত্মার সহিত অসম্বদ্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে না, করিতে পারেও না। [অথো···ক্ষয়াৎ] কেহ কেহ বলেন বটে যে, কর্ম্মজন্য অপূর্ব্ব হইতে ফলের জন্ম হয় (কর্ম্ম আত্মায় অপূর্ব্বনামক শক্তি জন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও উপপন্ন হয় না। অপূর্ব্ব অচেতন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব (প্রবৃত্তি=ফলদানে উন্মুখ হওয়া। তাহা ঈশ্বরের বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব) অপিচ, তাদৃশ অপূর্ব্বের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই। ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে অর্থাপত্তি প্রমাণ ক্ষীণ অর্থাৎ তাহা কার্য্যকর হয় না। (যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন, যাগ

মাভূৎ, কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাত্তবেদিতি তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্ব্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্য চেতনেনাপ্রবর্ত্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ। অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ, ন। ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিক্ষয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কিং তর্হি। শ্রুতত্বাদপীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩৯ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪০ ॥†

ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাত্তবে"দিতি। পরিহরতি। "তদপি নে"তি যদ্যদচেতনং তত্তৎ সর্ব্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্ত্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাভ্যামবধারিতম্। তস্মাদপূর্ব্বেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্ত্তিতব্যং নান্যথেত্যর্থঃ। ন চাপূর্ব্বং প্রামাণিকমপীত্যাহ—"তদস্তিত্বে চে"তি।

"অন্নাদঃ" অন্নপ্রদঃ। সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—

স্বর্গজন্মায়। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই বিশ্বাসে মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হওয়া স্বীকৃত হয়। এই কল্পনামূলক স্বীকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত) কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাঁহার দ্বারা কর্ম্মফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অর্থাৎ অর্থাপত্তিপ্রমাণ দুর্ব্বল (দুর্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়।)

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্প্য নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য লব্ধ হয়। শ্রুতি—"সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে অন্নদান করেন, ধনদানও করেন।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

---

* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্য ফলহেতুত্বমপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্য ফলহেতুত্বম্। কর্ম্মণোঽপূর্ব্বস্য বা জড়ত্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রচেতন ঈশ্বর এব ফলদাতেতি তাৎপর্য্যম্।—কেবল যুক্তির দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনির্নাম মুনিরতএব শ্রুতেরুপপত্তেশ্চৈব হেতোর্ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।—এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমিনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। কেন-না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব হেতোঃ শ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। শ্রূয়তে তাবদয়মর্থঃ 'স্বর্গকামো

শ্রুতিমাহ—"শ্রূয়তে তাব"দিতি। নমু স্বর্গকামো যজেতেত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ ফলং প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি। তথা হি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া ন তদতিরিক্তা ভাবনা তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্ব্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বভাবা অবগম্যন্ত ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষন্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সম্বন্ধুমর্হন্তি। অথাপি তদতিরেকিণী ভাবনাঽস্তি তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং পূর্ব্বাবগতঞ্চ ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি ভাব্যতয়া স্বীকর্ত্তুমর্হতি। ন চৈকস্মিন্ বাক্যে সাধ্যদ্বয়সম্বন্ধসম্ভবঃ। বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। ন কেবলং শব্দতো বস্তুতশ্চ পুরুষপ্রযত্নস্য ভাবনায়াঃ সাক্ষাদ্ধাত্বর্থ এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদিস্তস্য তদব্যাপ্যত্বাৎ। স্বর্গাদেস্তু নামপদাভিধেয়তয়া সিদ্ধরূপস্যাখ্যাতবাচ্যং সাধ্যং ধাত্বর্থং প্রতি ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যত ইতি ন্যায়াৎ সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—'দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ' ইতি। তথা চ কর্ম্মণোযাগাদের্দুঃখত্বেন পুরুষেণাসমীহিতত্বাৎ সমীহিতস্য চ স্বর্গাদেরসাধ্যত্বান্ন যাগাদয়ঃ পুরুষস্যোপকুর্ব্বন্ত্যনুপকারিণাঞ্চৈষাং ন পুরুষ ঈষ্টে 'অনীশানশ্চ ন তেষু সম্ভবত্যধিকারী'-ত্যধিকারাভাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় কৃৎস্নস্যৈবাম্নায়স্য নির্মৃষ্টনিখিলদুঃখানুষঙ্গনিত্যসুখময়ব্রহ্মজ্ঞানপরত্বং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেণ। তথা হি—সর্ব্বত্রৈবাম্নায়ে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ভেদস্য প্রবিলয়োগম্যতে যথা স্বর্গকামোযজেতেতি শরীরাত্মভাবপ্রবিলয়ঃ। ইহ খল্বাপাততোদেহাতিরিক্ত আমুষ্মিকফলোপভোগসমর্থোঽধিকারী গম্যতে। তত্রাধিকারস্যোক্তেন ক্রমেণ নিরাকরণাদসতোঽপি প্রতীয়মানস্য বিচারাসহস্যোপায়তামাত্রেণাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাববিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে। গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাততোঽধিকৃতাধিকারাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ। নিষেধবাক্যানি চ সাক্ষাদেব প্রবৃত্তিনিষেধেন বিধিবাক্যানি চান্যানি সাংগ্রহণ্যা যজেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি সাংগ্রহণাদিপ্রবৃত্তিপরাণ্যপি তূপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষেধকানি। যথা বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মাঽস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ইতি। তথা চ রাগাদ্যাক্ষিপ্তপ্রবৃত্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্রস্য শাস্ত্রত্বমপ্যুপপদ্যতে রাগনিবন্ধনাং তূপায়োপদেশেন প্রবৃত্তিমনুজানতো রাগসম্বর্দ্ধনাদশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি

পূর্ব্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। তিনিও ধর্ম্মের ফলদাতৃত্বে ঐ দুই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপন্যস্ত করেন। ধর্ম্ম ফলদাতা, এ অর্থ "স্বর্গকামী যাগ করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে

যজেত' ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু। তত্র চ বিধিশ্রুতের্ব্বিষয়ভাবোপগমাদযাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে। অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত। তত্রাস্যোপদেশবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। নম্বন্বক্ষবিনাশিনঃ কর্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি

প্রণিধানমাদধৎ শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ। তস্মাৎ কর্ম্মফলসম্বন্ধস্যাপ্রামাণিকত্বাদ দিবিচিত্রাবিদ্যাসহকারিণ ঈশ্বরাদেব কর্ম্মানপেক্ষাদ্বিচিত্রফলোৎপত্তিরিতি কথং তর্হি বিধিঃ কিমত্র কথং প্রবর্ত্তনামাত্রত্বাদ্বিধেস্তস্য চাধিকারম রেণাপ্যুপপত্তেঃ। ন হি যোষঃ প্রবর্ত্তয়তি স সর্ব্বোঽধিকৃতমপেক্ষতে পবনাদেঃ প্রবর্ত্তকস্য তদনপেক্ষত্বাদিতি শঙ্কামপাচিকীর্ষুরাহ—"তত্র চ বি শ্রুতের্ব্বিষয়ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে" ইতি। "অন্য হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত" ইতি চ। অয়মভিসন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধি যথোক্তং, তস্য জ্ঞানমুপদেশ ইতি। উপদেশশ্চ নিযোজ্যপ্রয়োজনে ক লোকশাস্ত্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। তদ্যথারোগ্যকামো জীর্ণে ভুঞ্জীত। এষ সু গচ্ছতু ভবাননেনেতি। ন ত্বাজ্ঞাদিরিব নিয়োক্তৃপ্রয়োজনস্তত্রাভিপ্রায়স্য প্র কত্বাৎ তস্য চাপৌরুষেয়েঽসম্ভবাৎ। অস্য চোপদেশস্য নিযোজ্যপ্রয়ো ব্যাপারবিষয়ত্বমনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতানুকূলব্যাপারগোচরত্বমস্মাভিরুপপাদিতং গ্র কণিকায়াম্। তথা চ স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিষু স্বর্গকামাদেঃ সমীহি পায়া গম্যন্তে যাগাদয়ঃ। ইতরথা তু ন সাধয়িতারমনুগচ্ছেয়ুঃ। তৎ মৃষিণা 'অসাধকন্তু তাদর্থ্যা'দিতি। অনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রবর্ত্ত মাত্রার্থত্বে যজেতেত্যাদীনামসাধকং কর্ম্ম যাগাদি স্যাৎ সাধয়িতারং নাধিগ দিত্যর্থঃ। ন চৈতে সাক্ষাদ্ভাবনাভাব্যা অপি কর্ত্রপেক্ষিতসাধনতাবিং হিতমর্যাদা ভাবনোদ্দেশ্যা ভবিতুমর্হন্তি। যেন পুংসামনুপকারকাঃ সন্তো ধিকারভাজোভবেয়ুঃ। দুঃখত্বেন কর্ম্মণাং চেতনসমীহানাস্পদত্বাৎ। স্বর্গাদী ভাবনাপূর্ব্বরূপকামনোপধানাচ্চ। প্রীত্যাত্মকত্বাচ্চ। নামপদাভিধেয়ান

শ্রুত আছে। [তত্র···স্যাৎ] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করি এইরূপ নিয়োগ আছে), তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়, স্বর্গের উৎপাদক। ঐবাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত না এবং যাগ অনুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাগোপদেশ ব্যর্থ (কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ)। [নম্বন্বক্ষ···প্রকারেণ] বলিতে কর্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, তাহা থাকে না, যাহা

পরিত্যক্তোঽয়ং পক্ষঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ। শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথাঽয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্পয়িতব্যঃ। ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ব্বং কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি। অতঃ কর্ম্মণো বা কাচিদবস্থা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাঽপূর্ব্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে।

পুরুষবিশেষাণানামপি ভাবনোদ্দেশ্যতালক্ষণভাব্যত্বপ্রতীতেঃ ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপস্য ফলসাধ্যত্বস্য সমপ্রধানত্বাভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্ভবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রস্য চ যাগাদিসাধ্যত্বস্য করণেঽপ্যবিরোধাৎ। অন্যথা সর্ব্বত্র তদুচ্ছেদাৎ পরশ্বাদেরপি ছিদাদিষু তথাভাবাৎ ফলস্য সাক্ষাদ্ভাবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোঽপি তদুদ্দেশ্যতয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিতয়া ব্যবস্থানাৎ স্বর্গসাধনে যাগাদৌ স্বর্গকামাদেরধিকার ইতি সিদ্ধম্। ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়াঃ সাংগ্রহণ্যাদিযাগবিধয়ঃ পরিসঙ্খ্যায়কা নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি। ন চাধিকারাভাবে দেহাত্মপ্রবিলয়ো বাধিকারিভেদপ্রবিলয়ো বা শক্য উপপাদয়িতুম্। আপাততঃ প্রতিভানে চাস্য তৎপরত্বমেব নার্থায়াতপরত্বং স্বরসতঃ প্রতীয়মানেঽর্থে বাক্যস্য তাদর্থ্যে সম্ভবতি ন সম্পাতায়াতপরত্বমুচিতম্। ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ। তস্য স্বর্গাদ্যুপায়শাসনেঽপি শাস্ত্রত্বোপপত্তেঃ। পুরুষশ্রেয়োঽভিধায়কত্বং হি শাস্ত্রত্বং সরাগবীতরাগপুরুষশ্রেয়োঽভিধায়কত্বেন সর্ব্বপারিষদতয়া ন তত্ত্বব্যাঘাতঃ। তস্মাদ্বিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি সিদ্ধম্। "কর্ম্মণো বা কাচিদবস্থে"তি। কর্ম্মণোঽবান্তরব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি—কর্ম্মণোহি ফলং প্রতি তৎসাধনত্বং শ্রুতং তন্নির্ব্বাহয়িতুং তস্যৈবাবান্তরব্যাপারো ভবতি। ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাসতীতি যুক্তম্। অসৎস্বপ্যাগ্নেয়াদিষু তদুৎপত্ত্যপূর্ব্বাণাং পরমাপূর্ব্বে জনয়িতব্যে তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। অসত্যপি

না কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে? (কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্য জন্মায় না, সুতরাং যাগও অবিদ্যমানাবস্থায় স্বর্গফল জন্মায় না।) অভাব ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব পক্ষ ইতিপূর্ব্বে ত্যাগ করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। শ্রুতি যখন নির্দ্দোষ প্রমাণ, তখন যেরূপে কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং যাহাতে উহা উপপন্ন হয় তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্ত্তব্য। যখন দেখা যাইতেছে, নশ্বরস্বভাব কর্ম্ম কোন এক অপূর্ব্ব (নূতন জিনিশ) না জন্মাইয়া

উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ। ঈশ্বরস্তু ফলং দদ
তীত্যনুপপন্নম্। অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তে
র্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ। তস্ম
দ্ধর্ম্মাদেব ফলমিতি ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥*

বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে

চ তৈলপানকর্ম্মণি তেন দেহপুষ্টৌ কর্ত্তব্যায়ামন্তরা তৈলপরিণামভেদাঃ
তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মকার্য্যমপূর্ব্বং কর্ম্মণা ফলে কর্ত্তব্যে ত
বান্তরব্যাপার ইতি যুক্তম্। যদা পুনঃ ফলোপজননান্যথানুপপত্ত্যা কিঞ্চি
কল্প্যতে তদা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাকল্প্যতাং নাম। "অবিচিত্রস্য কারণস্যেতি
যদীশ্বরাদেব কেবলাদিতি শেষঃ। কর্ম্মভির্ব্বা শুভাশুভৈঃ কার্য্যদ্বৈধোৎপ
রাগাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়ঃ।

দৃষ্টানুসারিণী হি কল্পনা যুক্তা নান্যথা। ন হি জাতু মৃৎপিণ্ডদণ্ডাদ

কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান
করা উচিত যে অপূর্ব্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা কর্ম
চরমাবস্থায় কর্ম্মকর্ত্তার আত্মায় জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত থাকে
সেই অপূর্ব্ব পদার্থ ফলের জনক এবং সেই অপূর্ব্বকে হয় কৃতকর্ম্মের অবান্
ব্যাপার বা সূক্ষ্ম চরমাবস্থা, না হয় ফলের পূর্ব্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থা বলি
পার। এ তথ্যও ভবদুক্ত প্রণালীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে
['ঈশ্বরস্তু...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অবিচি
অর্থাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হ
অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দয়
এই দুই দোষ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানেরও নিষ্প্রয়োজনতা আপত্তি হয়। অতএ
ধর্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে।

পূর্ব্বপক্ষীর ঐ পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্ব

---

* তুঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন জৈমিনের্ম্মতং সাধ্বিতি প্রতিবাদিন আশয়ঃ। পূর্ব্বং পূর্ব্বো
মীশ্বরং ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোমন্যতে। যতঃ শ্রুতৌ তস্যেশ্বরস্য কর্ম্মাদীনাং কারয়িতৃ
হেতুত্বমুচ্যতে। অচেতনস্য কর্ম্মণঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ সর্ব্ববেদান্তেষ্বীশ্বরস্য জগদ্ধেতুত্বশ্রু
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণো জগদন্তঃপাতিফলসিদ্ধিরিতি নির্গলিতার্থঃ।—বাদরায়ণ মুনি মা

কেবলাৎ কর্ম্মণোঽপূর্ব্বাদ্বা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষস্তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্ত্যতে। কর্ম্মাপেক্ষাদপূর্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথাস্তু তথাঽস্তীশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কুতঃ। হেতুব্যপদেশাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরপি হি কারয়িতৃত্বেনেশ্বরো হেতুর্ব্ব্যপদিশ্যতে ফলস্য চ দাতৃত্বেন। 'এষ উহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উহ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধোনিনীষতে' ইতি। স্মর্য্যতে চায়মর্থোভগবদ্গীতাসু—

কুম্ভকারাদ্যনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভাদ্যারম্ভায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যুৎপবনাদিভিরপ্রযত্নপূর্ব্বৈর্ব্যভিচারস্তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদচেতনং কর্ম্ম বাঽপূর্ব্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিতুমুৎসহতে। ন চ চৈতন্যমাত্রং কর্ম্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিবিশেষবিজ্ঞানশূন্যমুপযুজ্যতে যেন তদ্রহিতক্ষেত্রজ্ঞমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুক্তাবোচ্যেত। তস্মাৎ তত্তৎপ্রাসাদাট্টালগোপুরতোরণাদ্যপজননিদর্শনসহস্রৈঃ সুপরিনিশ্চিতং যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কার্য্যারম্ভকত্বমিতি তথা চৈতন্যং দেবতায়া অসতি বাধকে শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রসিদ্ধং ন শক্যং প্রতিষেদ্ধুমিত্যপি স্পষ্টং নিরটঙ্কি দেবতাধিকরণে। লৌকিকশ্চেশ্বরোদানপরিচরণপ্রণামাঞ্জলিকরণস্তুতিভিরতিশ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাধিতঃ প্রসন্নঃ স্বানুরূপমারাধকায় ফলং প্রযচ্ছতি বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্ব্বিরোধকায়াহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্। তদিহ কেবলং কর্ম্ম বাঽপূর্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রসূত ইতি

ফলের হেতু। সেই কারণে তিনি সূত্রাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কর্ম্মের ও অপূর্ব্বের ফলদাতৃত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। [কর্ম্মাপেক্ষা…নিনীষতে ইতি] হয় কর্ম্মানুসারে, না হয় কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বানুসারে (অপূর্ব্ব = ধর্ম্মাধর্ম্ম) ঈশ্বরই কর্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। কেননা, শ্রুতি ঈশ্বরকেই জীবের কর্ম্মের, কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ও ফলের কারয়িতা ও দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধুকর্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন তাহাকে অসৎ কর্ম্ম (গর্হিত কর্ম্ম) করান।" [স্মর্য্যতে…হিতান্ ইতি] এ অর্থ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফলদাতা। কর্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদনুসারে তিনি ফলপ্রদান করেন। কেবল কর্ম্ম ফল দিতে অসমর্থ। কেননা তাহা জড়।

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি ॥
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্" ॥ ইতি

সর্ব্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যপদিশ্যন্তে
তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্ম্মানুরূপাঃ প্রজ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্। যথা বিনষ্টং কর্ম্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্প্যতে দৃষ্টবিরোধাদে
মিহাপীতি। তথা দেবপূজাত্মকো যাগোদেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্র
ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপূজাত্মকমারাধনং রাজানমপ্রসাদ্য ফ
কল্পতে। তস্মাদ্দৃষ্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরুৎপাদ্যতে। ত
চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোৎপত্তেরুপপত্তেঃ কৃতমপূর্ব্বেণ। এবমশু
নাপি কর্ম্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোঽনিষ্টফ
প্রসবঃ। ন চ শুভাশুভকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসুবানা দেবতা দ্বেষপ
পাতবতীতি যুজ্যতে। ন হি রাজা সাধুকারিণমনুগৃহ্ণন্নিগৃহ্ণন্ বা পাপকারি
ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা তদ্বদলৌকিকোঽপীশ্বরঃ। যথা চ পরমাপূর্ব্বে কর্ত্ত
উৎপত্ত্যপূর্ব্বাণামঙ্গাপূর্ব্বাণাঞ্চোপযোগ এবং প্রধানারাধনেঽঙ্গারাধনানামুৎ
ত্ত্যারাধনানাঞ্চোপযোগঃ স্বাম্যারাধন ইব তদমাত্যতৎপ্রণয়িজনারাধনানামি
সর্ব্বং সমানমন্ত্রাভিনিবেশাৎ। তস্মাদ্দৃষ্টাবিরোধেন দেবতারাধনাৎ ফল
মপূর্ব্বাৎ কর্ম্মণোবা কেবলাদ্বিরোধতঃ। হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রৌতঃ স্মার্ত
ব্যাখ্যাতঃ। যে পুনরন্তর্যামিব্যাপারায়াফলোৎপাদনায়া নিত্যত্বং সর্ব্বসাধার

"যে ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে মূর্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হ
আমি সেই সেই মূর্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থা
করাই), সেও সেই শ্রদ্ধায় অন্বিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধন
নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য (প্রার্থিতব
লাভ করে।" [সর্ব্ব···প্রসজ্যন্তে] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হওয়া
ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হ
যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্ম্মানুযায়ী করিয়া সৃজন করেন সেই হে
তেই তাঁহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বর ফলদা
হইলে এরূপ বিচিত্র কার্য্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকা
উন্মার্জ্জিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ন (কর্ম্ম) অ

সৃজতি। বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যাদয়োঽপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্না-পেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ত্বমিতি মন্যমানা ভাষ্যকারীয়মধিকরণং দূষয়াম্বভূবুস্তেভ্যো ব্যবহারিকামীশি-ত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং

তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সারে ফলবিধান করেন, এ রূপ হইলে আর ঐ দোষ হয় না। প্রযত্ন বা কর্ম্ম বিচিত্র, সুতরাং ফলও বিচিত্র। (এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে)।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিদানীন্তু প্রতিবেদান্ত
বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে ন বেতি বিচার্য্যতে। ননু বিজ্ঞেয়ং . ব্র
পূর্ব্বাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতঃ
তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তাবতারঃ। ন হি কর্ম্মবহুত্ব

পূর্ব্বেণ সঙ্গতিমাহ—"ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণ" ইতি। নিরুপাধিব্র
তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং মন্বান আক্ষিপতি—"ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মে"তি। সাবয়ব
হ্যবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচরভেদাদ্ভিদে
রন্নিত্যবয়বা ব্রহ্মণোনিরাকৃতাঃ পূর্ব্বাপরাদীত্যনেন। ন চ নানাস্বভাবং ব্র
যতঃ স্বভাবভেদাদ্ভিন্নানি জ্ঞানানীত্যুক্তমেকরসমিতি। "ঘনং" কঠিনম্। নন্বেব

জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে
সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান কি বিভি
বিজ্ঞান তাহা বিচারিত হইবে। সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা
কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা ? তাহা স্থিরীকৃত হইবে। [ননু···রূপত্বাচ্চ
যদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারভেদবিরহিত, অদ্বয়, একরূপ অর্থাৎ সৈন্ধব
ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞান

---

* সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তৈঃ প্রতীয়ন্ত ইতি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি। তৈস্তৈর্বিহিতান্যুপাসনানীত্যর্থঃ
অভিন্নান্যেবেতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ চোদনেতি। বিধায়কঃ শব্দশ্চোদিতপ্রযত্নোবা চোদনা
তদাদীনামবিশেষাৎ ঐক্যাদিত্যর্থঃ। আদিপদাৎ ফলসংযোগ রূপ-প্রযত্নাদ্যা গ্রাহ্যাঃ। যং
জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণকপ্রাণবিদ্যা সর্ব্বশাখাস্বেকা তথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপি ফলসংযোগাদ্যবিশেষাদেকৈব
এবং সর্ব্বত্র।—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে। কি
বেদান্তের নাম ভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও ধর্ম্মভেদ দেখা যায়। সেই কারণে সংশয় হ
একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটী পৃথ
উপাসনা কথিত হইয়াছে। সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদা
কথিত হইয়াছে। কারণ এই যে, বিধায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কথন নাই। সে সক
সর্ব্বত্র একই প্রকার। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি
শক্যং বক্তুম্। ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে
ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি। ন হ্যন্যথার্থোঽন্যথা-
জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহূনি
বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি তেষামেক-
ভ্রান্তং ভ্রান্তানীতরাণীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু। তস্মাৎ
ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদ আশঙ্কিতুং শক্যতে।
নাপ্যস্য চোদনাদ্যবিশেষাদভেদ উচ্যতে ব্রহ্মবিজ্ঞানস্যাচোদ-
নালক্ষণত্বাৎ। অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভির্ব্রহ্মবাক্যৈ-
র্ব্রহ্মবিজ্ঞানং জন্যত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ 'তত্তু সমন্বয়াৎ'
[বে০অ০১। পা০ ১। সূ০৪] ইত্যত্র। তৎ কথমিমাং ভেদা-

রূপ্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং যথা সোমশর্ম্মৈকোঽপ্যাচার্য্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো
ভ্রাতা ভর্ত্তা যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপ ইত্যত উক্তম্ "একরূপত্বাচ্চ"।
একস্মিন্ গোচরে সম্ভবন্তি বহূনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকাকারাণীত্যুক্তম্। "অনেক-

---

ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে না যে
বেদের পূর্ব্বকাণ্ড যেমন কর্ম্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্ত
সেইরূপ ব্রহ্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে। কেননা ব্রহ্ম এক ও একরূপ। [ন
চৈক···বেদান্তেষু] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেক প্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না।
বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্যপ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত
নহে। যদি অদ্বয় ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়,
তাহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটী অভ্রান্ত, অবশিষ্ট ভ্রান্ত হইবে। তাদৃশ
দ্বৈরূপ্য স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত
হইবে। [তস্মাৎ...ইত্যত্র] সেই জন্য, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান,
এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিয়োগাদির অভেদ কল্পনা করিয়া
অভেদ বা এক বলিতেও পার না। হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন
নহে। তাহা 'কর' বলিলে করা যায় না। যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা
বস্তুমাত্র পর্য্যবসায়ী (বস্তুমাত্রের বোধক), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান
জনিত হয়। এ কথা আচার্য্য ব্যাস "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলিয়াছেন
(দেখাইয়াছেন)। [তৎকথ··ত্যদোষঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, কি-

ভেদচিন্তামারভত ইতি। তদুচ্যতে। সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণা
বিষয়া চেয়ং বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তেত্যদোষঃ। অত্র হি ক
বহূপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ কর্ম্মবদেব চোপাসনা
দৃষ্টফলান্যদৃষ্টফলানি চোচ্যন্তে ক্রমমুক্তিফলানি চ কানি
সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ। তেম্বেষা চিন্তা সম্ভবতি কিং প্র
বেদান্তং বিজ্ঞানভেদ আহোস্বিৎ নেতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষহে
বস্তাবদুপন্যস্যন্তে—নামস্তাবদ্ভেদপ্রতিপত্তিহেতুত্বং প্রসি

রূপাণি”। রূপমাকারঃ। সমাধত্তে—“উচ্যতে। সগুণেতি”। তত্তদ্‌গুণো
ধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভে
ভিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত উপপন্নোবিমর্শ ইত্যাহ—“তেম্বেষা চিন্তা”। পূর্ব্বপ
গৃহ্লাতি—“তত্রে”তি। “নামস্তাব”দিতি। অস্ত্যথৈষ জ্যোতিরেতেন স
দক্ষিণেন যজেতেতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং যজেতেতি সন্নিহিতজ্যো
ষ্টোমানুবাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্। উতৈতদ্‌গুণবিশিষ্টকর্ম্মা
বিধানমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। জ্যোতিষ্টোমস্য প্রক্রান্তত্বাদ্‌যজে
তদনুবাদাজ্জ্যোতিরিতি প্রাতিপদিকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যনুকৃষ্য কর্ম্মস
নাধিকরণ্যেন কর্ম্মনামব্যবস্থাপনাৎ কর্ম্মণশ্চানুবাদ্যত্বেন তত্তন্ত্রস্য নাম্নো
তথৈব ব্যবস্থাপনাৎ জ্যোতিঃশব্দস্য বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষেতি চ জ্যো

জন্য এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে ? এ প্রশ্নের প্রত্যু
এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক অর্থাৎ প্রা
উপাসনাবিষয়ক। এরূপ বলিলে আর ঐ অসাঙ্গত্য দোষ হইবে না। [
হি⋯ নেতি] বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে যদ্রূপ কর্ম্মের ভেদাভেদ (অমুক অ
একত্রে এক প্রধান কর্ম্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কর্ম্ম, ইত্যাদি) বিচা
হয়, তদ্রূপ, এই বেদান্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হওয়া সুসঙ্গ
কেননা, কর্ম্মের ন্যায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত হইয়া
কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোন উপাসনার ফল অ
অর্থাৎ পারলৌকিক। আবার অন্য উপাসনার ফল তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির
ক্রমমুক্তি। (ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, তৎপরে মু
ইহারই নাম ক্রমমুক্তি।) সেই জন্য, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা
লইয়া এই চিন্তা (বিচারারম্ভ) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা উ
সনা সমুদায়তঃ এক কি অনেক। অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন। [তত্র⋯মা

জ্যোতিরাদিষু। অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেষ্ব-ন্যদন্যন্নাম—তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কৌথুমকং কৌশী-তকং শাট্যায়নমিত্যেবমাদি। তথা রূপভেদোঽপি কর্ম্মভেদস্য-

ষ্টোমে যোগদর্শনাৎ নামৈকদেশেন চ নামোপলক্ষণস্য লোকসিদ্ধত্বাৎ ভীম-সেনোপলক্ষণভীমপদবৎ অথশব্দস্য চানন্তর্য্যার্থস্যাসম্বন্ধিত্বেঽনুপপত্তের্গুণবিশিষ্ট-কর্ম্মান্তরবিধেশ্চ গুণমাত্রবিধানস্য লাঘবাদ্দ্বাদশশতদক্ষিণায়াশ্চোৎপত্ত্যশিষ্টতয়া ামশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃতস্যৈব জ্যোতিষ্টোমস্য হস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মনুবাদো ন তু কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূর্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং স্যাৎ। বিচ্ছি-ন্নন্তু তৎ। তথাহি—সন্নিধাবপি পূর্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞান্তরং প্রতীয়মানমন্যায়শ্চানে-কার্থত্বমিতি ন্যায়াদুৎসর্গতোঽর্থান্তরার্থত্বাৎ পূর্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিনত্ত্যপূর্ব্ববুদ্ধিঞ্চ প্রসূত ইতি লোকসিদ্ধম্। ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গামথ দেবায় বাজিন-মিতি দেবশব্দাদ্দেবদত্তং বাজিভাজমধ্যবস্যন্তি লৌকিকাঃ। তথা চোপরি-ষ্টাৎ যজেতেতি শ্রূয়মাণসম্বন্ধার্থপদব্যবায়াৎ তৎকর্ম্মবুদ্ধিমনাদধৎ তত্র গুণ-বিধানমাত্রাসমর্থং কর্ম্মান্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রানুপপত্ত্যা লক্ষণয়া জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃত্ত ইত্যসত্যামনুপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ। ন হি গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি মীনো গঙ্গায়ামিত্যত্রাপি লাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেঽপি চ প্রথমং সংজ্ঞান্তরেণোল্লিখিতে যজিশব্দসামা-নাধিকরণ্যং কর্ম্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি ন তু সংজ্ঞান্তরোপজনিতাং ভেদ-ধিয়মপনেতুমুৎসহতে। তথা চাথশব্দোঽধিকারার্থঃ প্রকরণান্তরতামবদ্যোত-য়তি। এষশব্দশ্চাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোঽয়ং সংজ্ঞান্তরাদ্ভেদ ইতি। ভবতু সংজ্ঞান্তরাৎ কর্ম্মভেদঃ প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—"অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষ্বি"তি। যথৈব কাঠকাদিসমাখ্যা গ্রন্থে প্রযুজ্যত এবং

যে যে হেতুতে বিচারের পূর্ব্বপক্ষ দাঁড়ায় সে সকল হেতু প্রদর্শিত হই-তেছে। নাম একটী কর্ম্ম প্রভেদের কারণ। জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, সোম, ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্তন্নামক বিভিন্ন কর্ম্মের বোধ জন্মায়। এইরূপ বেদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তদনুসারে সে সকলও বিভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নাম ভেদ যথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কৌথুমক, কৌশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি। [তথা···যোজয়িতব্যাঃ] পূর্ব্বতন্ত্রে "বৈশ্বদেবী আমিক্ষা" "সূর্য্যদেবতায়

প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—'বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজি

জ্ঞানেঽপি লৌকিকাঃ। ন চাস্তি বিশেষো যতো গ্রন্থে মুখ্যা বিজ্ঞানে
ভবেৎ। প্রণয়নঞ্চ গ্রন্থজ্ঞানয়োরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। তস্মাজ্জ্ঞানস্য
বাচিকী সমাখ্যা। তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোমসন্নিধৌ শ্রূয়মাণং সমাখ্যান্তরং
প্রতীকমপি কর্ম্মণো ভেদকং তদা কৈব কথা শাখান্তরীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমেঽ
প্রতীকভূতসমাখ্যান্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি। তথা রূপভেদোঽপি কর্ম্মণে
প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধো যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যোবাজিনমিত্যেবমা
ইদমাম্নায়তে—তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষেতি। অত্র হি
দেবতাসম্বন্ধানুমিতোযাগো বিধীয়তে তদনন্তরঞ্চেদমাম্নায়তে—বাজিভ্যোবা
মিতি। অত্রেদং সন্দিহ্যতে। কিং পূর্ব্বস্মিন্নেব কর্ম্মণি বাজিনং গুণো বিধী
উত কর্ম্মান্তরং দ্রব্যদেবতান্তরবিশিষ্টমপূর্ব্বং বিধীয়ত ইতি। কিং তাবৎ প্রা
দ্রব্যদেবতান্তরবিশিষ্টকর্ম্মান্তরবিধৌ বিধিগৌরবপ্রসঙ্গাৎ কর্ম্মান্তরাপূর্ব্বান্তরক
গৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কর্ম্মান্তরবিধানমপি তু পূর্ব্বস্মিন্নেব কর্ম্মণি বাজিনদ্রব্যবি
ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাগুণাবরোধাত্তত্র বাজিনমলব্ধাবকাশং কর্ম্মান্তরং গে
য়তীতি যুক্তম্। উভয়োরপি বাক্যয়োঃ সমসময়প্রবৃত্তেরামিক্ষাবাজিনয়ো
পত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং তৎ কথমনয়াবরুদ্ধং ক
বাজিনং নিবিশেৎ। ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রৌত আমিক্ষাসম্বন্ধো বি
দেবানাং যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাদ্বলবান্ ভবেদুভয়োরপি পদা
পেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ। নো খলু বৈশ্বদেবীত্যুক্তে আ
পদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবস্যামঃ। অস্তু বা শ্রৌতত্বং তথাপি বাজিভ্য
পদং বাজমন্নমামিক্ষা তদেষামস্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনোবিশ্বান্ দেবা
লক্ষয়তি। যদ্যপি বিশ্বেদেবশব্দাদ্বাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চো
তেনৈবোদ্দেশে দেবতাত্বং ন শব্দান্তরেণ। অন্যথাঽর্থৈকত্বেন সূর্য্যাদি
পদয়োঃ সূর্য্যাদিত্যচর্ব্বোরেকদৈবত্যপ্রসঙ্গাৎ। তথাপি বাজিন্নিতীনেঃ
নামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্য চ সর্ব্বনামার্থত্বাদ্বিশেষাৎ দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপ
সন্নিধাপনাৎ তৎপদপুরঃসরা এবৈতে বাজিপদেনোপস্থাপ্যা ন তু সূর্য্যা
পদবৎ স্বতন্ত্রাস্তথা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব
তামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দান্তরাদ্দেবতাভেদঃ। ততশ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপজীব
বিশ্বেভ্যোবাজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে কিন্তু তয়া সহ সমুচ্চ
ইতি ন কর্ম্মান্তরমপি তু বাক্যাভ্যাং দ্রব্যযুক্তমেকং কর্ম্ম বিধীয়ত ইতি

উদ্দেশে কর্ত্তব্য (ছানার জল)" ইত্যাদিবিধ রূপভেদ দৃষ্টে কর্ম্মভেদ স্বী

ইত্যেবমাদিষু। অস্তি চাত্র রূপভেদঃ। তদ্যথা কেচিচ্ছাখিনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি। অপরে পুনঃ পঞ্চৈব পঠন্তি। তথা প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদীনামনন্তি কেচিদধিকান্। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক

উচ্যতে। স্যাদেতদেবং যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্ধিতশ্রুত্যামিক্ষা নোচ্যেত। তদ্ধিতস্য স্বস্যেতি সর্ব্বনামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্য চ বিশেষস্য সর্ব্বনামার্থত্বাৎ তত্রৈব তদ্ধিতস্যাপি বৃত্তিঃ। ন তু বিশ্বেষু দেবেষু ন তৎসম্বন্ধেনাপি তৎসম্বন্ধিমাত্রে। নন্বেবং সতি কস্মাদ্বৈশ্বদেবীশব্দমাত্রাদেব নামিক্ষাং প্রতীমঃ কিমিতি চামিক্ষাপদমপেক্ষামহে। তদ্ধিতান্তস্য পদস্যাভিধানাপর্য্যবসানান্ন প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায় চাপেক্ষামহে। অবসিতাভিধানং হি পদং সমর্থমর্থধিয়মাধাতুমিদন্তু সন্নিহিতবিশেষাভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষমাণং সন্নিধাপকমামিক্ষাপদমপেক্ষত ইতি কৃত আমিক্ষাপদানপেক্ষ আমিক্ষাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ কুতোবা তত্রানপেক্ষা। অতশ্চ সত্যামপি পদান্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদান্তরাপেক্ষমভিধত্তে তৎ প্রমাণভূতপ্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রৌতং বলীয়শ্চ। যত্তু পর্য্যবসিতাভিধানপদাভিহিতপদার্থাবগমগম্যং তত্তচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যং দুর্ব্বলঞ্চেতি তদ্ধিতশ্রুত্যবগতামিক্ষালক্ষণগুণাবরোধাৎ পূর্ব্বকর্ম্মাসংযোগিবাজিনদ্রব্যং সসম্বন্ধি পূর্ব্বস্মাদ্ভিনত্তি। এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিক্ষা ন বাজিনদ্রব্যেণ সহ বিকল্পসমুচ্চয়ৌ প্রাপ্স্যতি। ন চাশ্বত্বে নিরূঢ়ত্বাদনপেক্ষবৃত্তি বাজিপদং কথঞ্চিদ্যৌগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিশ্বেদেবশব্দাৎ দেবতাং বৈশ্বদেবীপদাদামিক্ষাদ্রব্যং প্রত্যুপসর্জ্জনীভূতামবগতামুপলক্ষয়িষ্যতি। প্রকৃতং হি সর্ব্বনামপদগোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জ্জনম্। প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনাগৌরবেঽভ্যুপেতব্য এব প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ। তস্মাদ্যথেহ পূর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবিনো গুণাৎ কর্ম্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঃ ষড়গ্নিবিদ্যা ভিন্না এবং প্রাণসম্বাদেষু নাধিকভাবেন বিদ্যাভেদ ইতি। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক ইতি। তথাহি—কারীরীবাক্যান্যধীয়ানাস্তৈত্তিরীয়া ভূমৌ ভোজনমাচরন্তি নাচরন্ত্যন্যে। তথাগ্নিমধীয়ানাঃ কেচিদুপাধ্যায়স্যোদকুম্ভমাহরন্তি নাহরন্ত্যন্যে। তথাশ্বমেধমধীয়ানাঃ কেচিদশ্বস্য ঘাসমানয়ন্তি নানয়ন্ত্যন্যে। কেচিত্বাচরন্ত্যন্যমেব ধর্ম্মম্। ন চ তান্যেব কর্ম্মাণি ভূমিভোজনাদিজনিতমুপকারমাকাঙ্ক্ষন্তি নাকাঙ্ক্ষন্তি চেতি যুজ্যতে। অতোঽবগম্যতে ভিন্নানি তাসু

হইয়াছে। বেদান্তেও তেমনি উপাসনার রূপভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন কোন শাখা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অন্য এক ষষ্ঠ অগ্নি পাঠ করেন, আবার অন্য শাখা-

আশঙ্কিতঃ কারীর্য্যাদিষু। অস্তি চাত্র ধর্ম্মবিশেষো যথা
র্ব্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি। এবং পুনরুক্ত্যাদয়োঽপি ভে
হেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যাঃ। তস্মা
প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—সব
বেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তা
তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। চোদনাদ্যবিশেষাৎ। আদিগ্র
গেন শাখান্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহ

তাসু শাখাসু কর্ম্মাণীতি। অস্তু প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—"অ
চাত্রে"তি। অন্যেষাং শাখিনাং নাস্তীতি শেষঃ। "এবং পুনরুক্ত্যাদয়োঽপী"

ধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না। তাঁহারা মাত্র পাঁচ অগ্নির উল্লেখ করে
প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ=ইন্দ্রিয়) ন্যূন সংখ্যা, ক
বা অধিক সংখ্যা কীর্ত্তন করেন। কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূ
মীমাংসা-শাস্ত্র ধর্ম্মভেদকে কর্ম্মভেদের কারণ বলিয়াছেন। বেদান্ত বি
উপাসনাতেও ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা হই
পারে। অধিক কি বলিব, পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে কর্ম্মভেদের (ঐ সকল
পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে সে সকল গুলিই বেদা
শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করিতে
পারা যায়। [তস্মাৎ...বিশেষাৎ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সব
এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন। (যে সম্বর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বাজস
য়কে সে সম্বর্গ বিদ্যা নহে, তাহা এক পৃথক্ সম্বর্গবিদ্যা, ইত্যাদি) এই
পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অথ
উপাসনা সকল সেই সেই বেদান্তে সেই সে-ই অর্থাৎ একই জানিবে
হেতু এই যে, চোদনা (অভিধায়কশব্দ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অভে
(ঐক্য) দৃষ্ট হয়। [আদি...চোদনা] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখান্তরা
করণোক্ত * অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। মিলিত

---

* শাখাধিকরণসিদ্ধান্ত=পূর্ব্বমীমাংসার একটী বিচার। সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই
"একং বা সংযোগ-রূপ চোদনা-সমাখ্যাঽবিশেষাৎ।" অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বি
শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কর্ম্ম। কেননা, ফলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিধা
শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই। এই সিদ্ধান্ত বেদা
গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একত্ব স্থিরী
হয়।

ক্রষ্যন্তে। সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাদিত্যর্থঃ। যথৈকস্মি-ন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেঽপি পুরুষপ্রযত্নস্তাদৃশ এব চোদ্যতে জুহুয়াদিতি এবং 'যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ' ইতি

।মিধো যজতীত্যাদিষু পঞ্চস্বপ্যোঽভ্যস্তো যজতিশব্দঃ। তত্র কিমেকা কর্ম্মভাবনা কং বা পঞ্চৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্।' ধাত্বর্থানুবন্ধভেদেন শব্দান্তরাধি-করণে ভাবনাভেদাভিধানাদ্ধাত্বর্থস্য চ ধাতুভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তেঃ সমিধো জতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কর্ম্মভাবনা বিপরিবর্ত্তমানোপরিত-নৈর্ব্বাক্যৈরনূদ্যতে। ন চ প্রয়োজনভাবাদননুবাদঃ প্রমাণসিদ্ধস্যাপ্রয়োজনস্যা-নুযোজ্যত্বাৎ কর্ম্মভাবনাভেদে চানেকাপূর্ব্বকল্পনাপ্রসঙ্গাদেকাপূর্ব্বাবান্তরব্যা-পারমেকং কর্ম্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরস্পরানপেক্ষাণি হি মিদাদিবাক্যানীতি সর্ব্বাণ্যেব প্রাথম্যার্হাণ্যপি যুগপদধ্যয়নানুপপত্তেঃ ক্রমেণা-ধীতানীতি। ন ত্বয়মেষাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ। পরস্পরাপেক্ষাণামেকবাক্যত্বে হি প্রয়োজকঃ স্যাৎ তেন প্রাথম্যাভাবাৎ প্রাপ্তমিত্যেব নাস্তীতি কস্য কোঽনু-বাদঃ। কথঞ্চিদ্বিপরিবৃত্তিমাত্রস্যৌৎসর্গিকাপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনালক্ষণবিধিত্বাপবাদসা-মর্থ্যাভাবাৎ। গুণশ্রবণে হি গুণবিশিষ্টকর্ম্মবিধানে বিধিগৌরবভিয়া গুণমাত্র-বিধানলাঘবায় কর্ম্মানুবাদাপেক্ষায়াং বিপরিবৃত্তেরুপকারো যথা দধ্না জুহোতীতি বিধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্ত্যপেক্ষায়ামগ্নিহোত্রং জুহোতীতি বিহিতস্য হোমস্য বিপরিবর্ত্তমানস্যানুবাদঃ। ন চাত্র গুণান্তেদঃ সমিদাদিপদানাং কর্ম্ম-নামধেয়ানাং গুণবচনত্বাভাবাৎ। অগৃহ্যমাণবিশেষতয়া চ কিং বচনবিহিতং কিং কর্ম্মানুবাদেন কস্য গুণবিধিত্বমিতি ন বিনিগম্যতে। ন চাপূর্ব্বং

এই যে সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য) হেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় (বেদভাগে) কথিত হইলেও তদুক্ত হোতৃ পুরুষের হোমপ্রযত্ন তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত বলিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সর্ব্বত্রই জুহুয়াৎ শব্দে কথিত হইয়াছে, অন্য কোনরূপে কথিত হয় নাই, সুতরাং হোমপ্রযত্ন সর্ব্বত্র এক বা একরূপ), তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনা ও অন্য বেদা-ন্তোক্ত চোদনার সহিত সমান সুতরাং তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাজসনেয়ি-বেদান্তোক্ত "যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে" এই চোদনাই (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ ঐক্য থাকায় উক্ত উভয় চোদনা এক। অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া গণ্য।

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ তাদৃশ্যেব চোদনা। প্রয়োজ
সংযোগোঽপ্যবিশিষ্ট এব 'জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবা
ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানস্য যদুত জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠা
গুণবিশেষণান্বিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্যদেবতে যাগ
রূপং এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানস্য। তেন হি তদ্রূপ্যতে
সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়

নাম জ্যোতিরাদিবদ্বিধানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং যতঃ পূর্ব্ববুদ্ধিবিচ্ছে
বিধীয়মানং কর্ম্ম পূর্ব্বস্মাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্দ্যাৎ কিন্তু প্রথমত এব
সামানাধিকরণ্যেনাবগতাঃ সমিদাদয়স্তদ্বশাৎ কর্ম্মনামধেয়তাং প্রতিপদ্য
আখ্যাতস্যানুবাদত্বেঽনুবাদাবিধিত্বে বিধয়ো ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কস্যচিদীশ
তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকর্ম্মবিধিপরত্বাৎ কর্ম্মণ্যয়মভ্যাসো ভাবনানুবন্ধভূ
ভিন্দানো ভাবনাং ভিনত্তি যথা তথা শাখান্তরবিহিতা অপি বিদ্যাঃ শাখা
বিহিতাভ্যো বিদ্যাভ্যোঽভ্যাসো ভেৎস্যতীতি। অশক্তেশ্চ। ন হ্যেকঃ পু
সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াত্মিকামুপাসনামুপসংহর্ত্তুং শক্নোতি সর্ব্ববেদান্তাধ্যয়না
র্থ্যাৎ অনধীতার্থোপসংহারেঽধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিশাখং
তূপাসনানাং নায়ং দোষঃ। সমাপ্তিভেদাচ্চ। কেষাঞ্চিৎ শাখিনামো
সার্ব্বাত্ম্যকথনে সমাপ্তিঃ। কেষাঞ্চিদন্যত্র। তস্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ। অ
দর্শনাদপি। তথাহি—নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইত্যচীর্ণব্রতস্যাধ্যয়নাভাবদ
তূপাসনাভাবঃ। ক্বচিদচীর্ণব্রতস্যাধ্যয়নদর্শনাদুপাসনাবগম্যতে। তস্মাদুপা
ভেদ ইতি। অত্র সিদ্ধান্তমাহ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ত
চষ্টে সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সর্ব্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তস্মিংস্ত
বেদান্তে তানি তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। যান্যেকস্মিন্ বেদান্তে তান্যেব বেদা
ন্তরেষ্বপীত্যর্থঃ। চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যাদিশব্দেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্য
অত্র চ চোদ্যত ইতি চোদনা পুরুষপ্রযত্নঃ। স হি পুরুষস্য ব্যাপারঃ।

[প্রয়োজন…বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহারও ঐ
আছে। যথা—"সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।" এ ফল উভয় বেদ
সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক. অর্থাৎ অভি
উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে। যে
যাগের রূপ দ্রব্য ও দেবতা; তেমনি, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূ
বিজ্ঞেয় (উপাস্য)। কেমনা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হ

জ্ঞানানাম্। এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবৈশ্বানরবিদ্যাশাণ্ডিল্যবি-
দ্যত্যেবমাদিষু যোজয়িতব্যম্। যে তু নামরূপাদয়ো ভেদ-
ত্বাভাসাস্তে প্রথম এব কাণ্ডে 'ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধান-
ৎ' ইত্যারভ্য পরিহৃতা ইহাপি কশ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পরি-
াতি ॥ ১ ॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥*

য়ং গোমাদিধাত্বর্থাবচ্ছিন্নে প্রবর্ত্ততে। তস্য দেবতোদ্দেশেন ত্যাগস্যাসেচনা-
কস্যাবচ্ছেদ্যঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখান্তরে যথৈবমিহাপি প্রাণজ্যৈষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠ-
বেদনবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখান্তরেষ্বপীতি। এবং ফলসংযোগোঽপি
্যৈষ্ঠশ্রেষ্ঠভবনলক্ষণঃ স এব। রূপমপি তদেব। যথা যাগস্য যদেকস্যাং
খায়াং দ্রব্যদেবতা রূপং তদেব শাখান্তরেষ্বপীত্যেবং বেদনস্যাপি যদেকত্র
ণজ্যৈষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়স্তচ্ছাখান্তরেষ্বপীতি। "কশ্চিদ্বিশেষ"মিতি।
ং যদগ্নীষোমীয়স্যোৎপন্নস্য পশ্চাদেকাদশকপালত্বাদিসম্বন্ধেঽপ্যভেদ ইতি।
াৎপন্নস্য তস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। ইহ ত্বগ্নিষূৎপত্তিগত এব
ভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবন্ন ভেদক ইতি বিশেষন্তমিমং বিশেষমভিপ্রে-
াশঙ্কতে সূত্রকারঃ—

াখ্যাও (সমাখ্যা=নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক। বাজসনেয়ীরাও
উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরাও উহাকে প্রাণোপাসনা
ল। এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয়, উপাসনা সকলের
বেদান্তপ্রত্যয়তা আছে। অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে
ই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে। [এবং...হরতি] পঞ্চাগ্নি-
দ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সর্ব্বত্রই এতদনুসারে ব্যাখ্যা করিবে।
ম ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য;
স্তু সে সকল যথার্থ হেতু নহে; হেতুর ন্যায় দেখায় মাত্র। সে সকল
ত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্ব্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীয় মীমাংসায়
হৃত হইয়াছে। সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও
াৎ বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের
হার প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার।
শঙ্কা ও পরিহার এইরূপ—

* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। বিজ্ঞানানাং (উপাসনানাং) সর্ব্ববেদান্তবিহি-

স্যাদেতৎ, সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণ
নোপপদ্যতে। তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং এ
ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি 'তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি' ইত্যা
ছন্দোগাস্তু তং নামনন্তি পঞ্চসংখ্যয়ৈব চোপসংহরন্তি '
য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ 'বেদ' ইতি। যেষাঞ্চ স গুণে
যেষাঞ্চ নাস্তি তেষাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যে
চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং পঞ্চসংখ্যাবিরো
তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদন্যাংশ্চতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুঃশ্রো
মনাংসি ছন্দোগা আমনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চমমপ

"ভেদান্নেতি চে"দিতি। পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ। "ন একস্যামপী
পঞ্চৈব সাম্পাদিকা অগ্নয়োবাজসনেয়িনামপি ছান্দোগ্যানামিব বিধী
ষষ্ঠস্ত্বগ্নিঃ সম্পদ্ব্যতিরেকায়ানূদ্যতে ন তু বিধীয়তে। বৈশ্বদেব্যাং তূ
গুণো বিধীয়ত ইতি ভবতু ভেদঃ। অথবা ছান্দোগ্যানামপি ষষ্ঠোঽগ্নিঃ

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়া
কথা উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, গুণের বা উপ
প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে। নিদর্শন দেখ—বাজ
শাখাধ্যায়ীরা (বাজসনেয়ী=যজুর্ব্বেদের অন্যতম শাখা) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাও
"সেই উপাসকের অগ্নিও অগ্নি" এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন।
ছন্দোগগণ তাহা করেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ ক
প্রস্তাব শেষ করেন। (ছন্দোগ=সামবেদের বিভাগ) যথা—"অ
যে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চাগ্নি জানে, উপাসনা করে—" ইত্যাদি
এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অন্য শাখায় সে গুণের (অঙ্গের)
নাই; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এক হইতে পারে? যাঁ
গুণোল্লেখ নাই তাঁহারা অন্য শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অ
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। করিলে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হ
[তথা...ইতি] এইরূপ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ

তত্ত্বং একত্বমিতি যাবৎ নেতীতি ন বক্তব্যং যত একস্যামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কোগু
যুজ্যত ইতি সূত্রপদানাং ব্যাখ্যা।—গুণের অর্থাৎ উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে ব
সকলকে বিভিন্নোপাসনা বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও
গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন হইতে পারে।

। 'রেতো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য ং বেদ' ইতি। আবাপোদ্বাপভেদাচ্চ বেদ্যভেদো ভবতি দ্যভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতাভেদাদিব যাগস্যেতি । নৈষ দোষঃ। যত একস্যামপি বিদ্যায়ামেবঞ্জাতীয়কো ভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্ঠস্যাগ্নেরুপসংহারো ন সম্ভ- তি তথাপি দ্যুপ্রভৃতীনাং পঞ্চানামগ্নীনামুভয়ত্র প্রত্যভি- য়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো ভবিতুমর্হতি। ন হি ষোড়শিগ্র- াগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে। পঠ্যতেঽপি চ ষষ্ঠোঽগ্নি- ন্দোগৈঃ 'তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি' ইতি। সনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চস্বগ্নিষনুবৃত্তায়াঃ সমিদ্ধ্-

। অথবা ভবতু বাজসনেয়িনাং ষষ্ঠাগ্নিবিধানং মা চ ভূচ্ছান্দোগ্যানাং াপি পঞ্চত্বসংখ্যায়া অবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টত্বং সংখ্যায়াঃ কিন্তুৎপন্নেষ্বগ্নিষু য়শিষ্টা সংখ্যাঽনূদ্যতে সাম্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্তুং তেন যেষামুৎপত্তিস্তেষাং

া আরও চারিটী প্রাণ স্বীকার করেন। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র মন। কিন্তু বৃহদারণ্যকপাঠীরা ঐস্থলে পাঁচটীমাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন। া– বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ। (রেতঃ শব্দে চরম ধাতু ও াপতি। যে উপাসক ঐরূপ জানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা করে, সে াবান্ ও পশুমান হয়।) [আবাপো...পদ্যতে] যদি বল, যেমন ব্যর ও দেবতার ভিন্নতায় যাগের ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন বাপ উদ্বাপে * বেদ্যের অর্থাৎ উপাস্যের ভিন্নতা ঘটে, বেদ্যের ভেদে দ্যার অর্থাৎ উপাসনার পার্থক্য হয়। এস্থলে আমাদের বক্তব্য—তাহা হয় । অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনৈক্যের বিরোধী নহে। হেতু যে, অভিন্ন উপাসনায় ঐরূপ অল্প গুণভেদ উপপন্ন বা স্বীকৃত হইয়া ক। [যদ্যপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ িক একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির াথ পর্য্যন্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয়ত্রই দিব্

* আবাপ=নিক্ষেপ। অর্থাৎ অন্য বিধান হইতে কোন একটী গুণের গ্রহণ। উদ্বাপ= াপ। অর্থাৎ কোন একটী গুণের ত্যাগ। যাগের পার্থক্য=এ একটী যাগ, সে একটী যাগ, রূপ ভিন্নতা। যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া । দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়।

মাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে 'তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ স
ইত্যাদি সমামনন্তি স নিত্যানুবাদঃ। অথাপ্যুপাসনার্থ
বাদস্তথাপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্ত্তুম্। ন
পঞ্চসঙ্খ্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ।. সাম্পাদিকাগ্ন্যভিপ্রায়া

প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানায়াশ্চ সঙ্খ্যায়া অনুবাদ্যত্বেনানুৎপত্তে
য়মানস্য চাধিকস্য ষোড়শিগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবাৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানে

প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয়, উক্ত উভয় বেদান্তে
উপাসনা কথিত হইয়াছে। সে জন্য উপাসনাভেদ অযুক্ত। অতিরাত্র
ষোড়শী (পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলি
দুইটী অতিরাত্র যাগ হইবে, তাহা হইবে না। অতিরাত্র যাগ একটী
পূর্ব্বমীমাংসায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ
ন্তেও এক স্থানে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে প
বিদ্যার দ্বিত্ব হইবে না, প্রত্যুত ঐক্যই হইবেক। ছন্দোগেরা (সাম
ধ্যায়ীরা) আদৌ ষষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ করেন না, এমন নহে। তাঁ
স্থানান্তরে ষষ্ঠাগ্নির পাঠ করিয়াছেন। যথা—"জ্ঞাতিগণ এ লোক
পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্য লইয়া
যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাত্রের উল্লেখ করেন, আর যজুর্ব্বেদাধ্য
তদতিরিক্তের অর্থাৎ সমিধ্ বিশেষের উল্লেখ করেন; তথাপি, সে
নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। যজুর্ব্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যা
সম্পন্ন করিতে হয় তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্ত্তনে যে সমিধ্ ধূ
কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তির কারণ তাঁহারাও "তাহার
অগ্নি, সমিধই সমিধ" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (এই লৌকিক
অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ সমিধই সমিধ অর্থাৎ কাষ্ঠ। অভিপ্রেতার্থ এ
ষষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র, তাহা উপাসনাঙ্গ নহে। দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক
পঞ্চকই উপাস্য। তাহা উভয়বেদে সমান, সুতরাং উক্ত উভয় বেদে
পঞ্চাগ্নি-উপাসনা।) [অথা...দোষঃ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ—
সনা প্রয়োজনে কথিত, সুতরাং তদনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য্য, এ
বলিতে পার না। বলিলেও সামবেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটীকে (ষষ্ঠা
অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহা তাহাদের পঞ্চসংখ্যা বিরুদ্ধ
সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, ঐ পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকাগ্নি
প্রায়ে অভিহিত। (দিব প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উৎপাদন

পঞ্চসঙ্খ্যা নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসমবায়িনীত্যদোষঃ। এবং প্রাণসম্বাদাদিষ্বপ্যধিকস্য গুণস্যেতরত্রোপসংহারো ন বিরুধ্যতে। ন চাবাপোদ্বাপভেদাদ্বেদ্যভেদো বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ কস্যচিদ্বেদ্যাংশস্যাবাপোদ্বাপয়োরপি ভূয়সোর্ব্বেদ্যবেদিত্রো-রভেদাবগমাৎ। তস্মাদেকবিদ্যমেব ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধি-কারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥*

উৎপত্তিশিষ্টত্বেঽসিদ্ধে প্রাণসম্বাদাদয়োঽপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নাস্তাসু তাসু শাখাস্বিতি।

তাহা অবিচাল্য করিতে হয় সে জন্য সে জ্ঞান সাম্পাদিক) সুতরাং তাহা প্রায় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদতুল্য; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। কাযেই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [এবং...মেব] পঞ্চাগ্নিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অন্যস্থানে উপসংহৃত হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদান্তোক্ত অধিক গুণ (অঙ্গ) অন্য বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া গেলে তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের আবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয় সুতরাং সে অনুসারেও একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয়।

* শিরোব্রতমিতি স্বাধ্যায়স্য বেদাধ্যয়নস্য ধর্ম্মো ন বিদ্যায়াঃ। আথর্ব্বণিকানাং বিহিতং শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং কিন্ত্বধ্যয়নাঙ্গমতস্তন্ন বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতস্তথাত্বেন স্বাধ্যায় ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকা শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি কথয়ন্তি। অধিকারাচ্চ। অচীর্ণব্রতোমুণ্ডকং নাধীত ইতি চীর্ণশিরোব্রতস্যৈব মুণ্ডকাধ্যয়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তস্মাদপি শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং কিন্তু মুণ্ডকাধ্যয়নাঙ্গম্। সরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা সব্রা হোমা আথর্ব্বণিকৈঃ স্বসূত্রে উদিত একোঽগ্নিরেকর্ষিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধ স্তস্মিন্নগ্নৌ কার্য্যা ইতি নিয়ম্যন্তে তথেত্যর্থঃ।—বলিয়াছিলে যে, আথর্ব্বণিকদিগের শিরোব্রত আছে, অন্যের তাহা নাই, সেই জন্য শিরোব্রত ধর্ম্মটী উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ ব্রতটী মুণ্ডকাধ্যয়নের অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা বেদব্রত উপদেশপ্রসঙ্গে কথিত আছে। সেখানে ঐ ব্রতকে অধ্যয়নাঙ্গ বলা হইয়াছে। শিরোব্রত না করিলে মুণ্ডকাধ্যয়নে অধিকার হয় না, করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাঙ্গতা

যদপ্যুক্তমাথর্ব্বণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষণাদন্যেষাঞ্চ তদনপেক্ষণাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। এতৎপ্রত্যুচ্যতে। স্বাধ্যায়স্যৈষ ধর্ম্মো ন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে। যতস্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমামনন্তি। নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছব্দাদধ্যয়নশব্দাচ্চ স্বোপনিষদধ্যয়নধর্ম্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধার্য্যতে। ননু চ 'তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং

যৈরাথর্ব্বণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্যা তেষামেব শিরোব্রতপূর্ব্বাধ্যয়নপ্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রযচ্ছতি নান্যথা। অন্যেষান্তু ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব

বলিয়াছিলে যে, ঐ উপাসনায় আথর্ব্বণিক দিগের শিরোব্রত অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্যের তাহা নাই। সেই কারণে বলিতে হয়, শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে, (যেরূপ যেরূপ ব্রতাচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাঁহারা অধ্যয়নাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মুণ্ডকশ্রুত্যধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত অনুষ্ঠান না করে সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্বাক্যস্থ অধিকৃত বিষয়, এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, ঐ ব্রতটী আথর্ব্বণিক দিগের অথর্ব্বোপনিষদ অধ্যয়নের ধর্ম্ম, উপাসনার ধর্ম্ম নহে। [ননু চ···বিদ্যৈকত্বম্] যদি বল, "যাহারা এই শিরোব্রত

নিবারিত হয়। শিরোব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, অন্যের নহে। তাহার দৃষ্টান্ত সব অর্থাৎ হোম। অর্থাৎ যেমন সৌর্য্যাদি হোম আথর্ব্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ ব্রতটীও তাহাদের মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়মিত (মুণ্ডক=অথর্ব্বদের উপনিষদ্)। ফলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্ম্মটী উপাসনাঙ্গ নহে বলিয়া তাহা ভেদকারণও নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্' ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যেতি সঙ্কীর্য্যেতৈষ ধর্ম্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি প্রকৃতপরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া গ্রন্থবিশেষাপেক্ষমিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধর্ম্মঃ। সরবচ্চ তন্নিয়ম ইতি নিদর্শননির্দ্দেশঃ। যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনপর্য্যন্তা বেদান্তরোদিতত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাদাথর্ব্বণোদিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চাথর্ব্বণিকানামেব নিয়ম্যন্তে তথায়মপি ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষসম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত। তস্মাদপ্যনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যা নাচীর্ণশিরোব্রতানাং ফলদেত্যাথর্ব্বণগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে। তৎসম্বন্ধশ্চ বেদব্রতত্বেনেতি নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইতি সমাম্নানাদবগম্যতে। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদিতি বিদ্যাসংযোগেঽপ্যেতামিতি প্রকৃতপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্নাঽধ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধায়াঽথর্ব্ববিহিতৈব বিদ্যোচ্যত ইতি। সরা হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনান্তা আথর্ব্বণিকানাং ত একস্মিন্নেবাথর্ব্বণিকেঽগ্নৌ ক্রিয়ন্তে ন ত্রেতায়ামতো বিদ্যৈকত্বম্।

বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা—" এই শ্রুতিতে শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়; সুতরাং সর্ব্ব শাখায় একই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা স্থিরীকৃত হয়, হইলে ঐ শিরোব্রত ধর্ম্মটী সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত। অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে; সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না। কেননা, ঐ শ্রুতির 'এতাং—এই' এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থবিশেষ সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্ম্মটী (শিরোব্রতাচরণ) গ্রন্থবিশেষ সম্পর্কীয়। সরবচ্চ তন্নিয়মঃ—সরের ন্যায় তাহা নিয়মিত, এই সূত্রাংশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে। যেমন সৌর্য্যাদি (সৌর্য্য=সূর্য্যসম্বন্ধীয়) শতৌদন পর্য্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অন্য বেদোক্ত অগ্নিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্ব্বণিক দিগের একাগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় উহা আথর্ব্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়ন বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ ধর্ম্মটী তদধিকারেই নিয়মিত। অতএব, বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব পক্ষই অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত।

দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥*

দর্শয়তি চ বেদোঽপি বিদ্যৈকত্বং সর্ব্ববেদান্তেষু বেদ্যৈকত্বোপদেশাৎ 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' ইতি। 'তথৈতমেব বহ্বৃচা মহত্যুকৃথে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবাধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ' ইতি। তথা 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' ইতি কাঠকে চ। উক্তস্যেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে 'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি তত্ত্বেবাভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য' ইতি। তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্য

ভূয়োভূয়ো বিদ্যৈকত্বস্য বেদদর্শনাৎ। যত্রাপি সগুণব্রহ্মবিদ্যানাং ন সাক্ষাদ্বেদ একত্বমাহ তাসামপি তৎপ্রায়পঠিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব। তথাহ্যগ্রপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্বা ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি। যচ্চ কাঠকাদি-

---

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"সমুদায় বেদ যে প্রাপ্যকে বলেন।" এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্ব বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্য। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, সুতরাং উপাসনাও এক। উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা। একত্ব বোধক বেদান্তরও আছে, তাহা এই—"ঋগ্বেদীরা মহৎ উকৃথে (উকৃথ=এক প্রকার উপাসনা) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্ব্বেদীরা যাহা করেন তাহাও ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন।" "ইনি ভেদজ্ঞের উদ্যত বজ্র মহদ্ভয়।" ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতুত্ব গুণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্ট (অনুসন্ধিত) হইতে দেখা যায়। যথা—"এই নর যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে অল্পমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে অর্থাৎ ইহাঁকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন-সংসার ভয় হয়। কিন্তু যিনি বিদ্বান্, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয়।" [তথা বাজ⋯সিদ্ধিঃ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) "ইনি প্রাদেশপ্রমিত" ইত্যাদি প্রকারে অভিহিত হইয়াছে,

---

* দর্শয়তি বিদ্যৈকত্বং বেদোঽপীতি পূরণীয়ম্।—বেদও বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৈশ্বানরস্য ছান্দোগ্যে সিদ্ধবদুপাদানং 'যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশ-মাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে' ইতি। তথাচ সর্ব্ব-বেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনান্যত্র বিহিতানামুক্‌থাদীনামন্যত্রোপাসন-

---

দমাখ্যয়োপাসনাভেদ ইতি। তদযুক্তম্। এতা হি পৌরুষেয়াঃ সমাখ্যাঃ কাঠকাদিপ্রবচনযোগাৎ তাসাং শাখানাং ন তূপাসনানাম্। ন হ্যেতাঃ কঠাদিভিঃ প্রোক্তাঃ। ন চ কঠাদ্যনুষ্ঠানমাসামিতরানুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে। ন চ কঠপ্রোক্ততানিমিত্তমাত্রেণ গ্রন্থে প্রবৃত্তৌ তদ্যোগাচ্চ কথঞ্চিল্লক্ষণয়ো-পাসনাসু প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ গ্রন্থেদাভেদৌ জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ। মা ভূদ্‌যথাস্বমাসামভেদাজ্জ্ঞানানা-ত্মকশাখাগতানামৈক্যম্। কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈতাঃ সমাখ্যাঃ কঠা-দিভ্যঃ প্রাক্ নাসন্নিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিদানীং চাস্তীতি দুর্ঘট-মাপদ্যেত। তস্মান্ন সমাখ্যাতো ভেদঃ। অভ্যাসোঽপি নাত্র ভেদকঃ। যুক্তং যদেকশাখাগতো যজত্যভ্যাসঃ সমিদাদীনাং ভেদক ইতি। তত্র হি বিধি-রৌৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনমপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম্। শাখান্তরে ত্বধ্যে-তৃপুরুষভেদাদেকত্বেঽপি নৌৎসর্গিকবিধিত্বব্যাকোপ ইতি। অশক্তিরপি ন ভেদহেতুঃ। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি স্বশাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ। ততশ্চ শাখান্তরীয়ানর্থানন্যেভ্যস্তদ্বিধেভ্যোঽধিগম্যোপসংহরিষ্যতি। সমাপ্তিশ্চৈক-স্মিন্নপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তস্য ব্যপদিশ্যতে। যথাধ্বর্য্যবে কর্ম্মণি জ্যোতি-ষ্টোমস্য সমাপ্তিং ব্যপদিশন্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি। তস্মাৎ সমাপ্তি-ভেদোঽপি ন সাধনমুপাসনাভেদস্য। তদেবমসতি বাধকে চোদনাদ্যবিশে-ষাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কর্ম্মাণি তানি তান্যেবেতি সিদ্ধম্।

এই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অনুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায়। যথা—"যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে" ইত্যাদি। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দো-গ্যোক্ত বৈশ্বানর উপাসনা একই উপাসনা। সেই সেই বেদান্তে উক্‌থাদি উপাসনার বিধান প্রতীত হইলেও তদ্ভিন্ন বেদান্তে যে পুনর্ব্বার সেই সেই উপাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, এক বেদান্তের অভিহিত উপাসনাই অন্য বেদান্তে গৃহীত বা কথিত হইয়াছে। যে হেতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐরূপ অর্থাৎ উপাসনার একত্ব দেখাইবার অভিপ্রায়ে একই উপাসনা দুই তিন্ বেদান্তে কথিত; সেই হেতু প্রায়ো-দর্শন-ন্যায়ে (প্রায়োদর্শনন্যায়—আধিক্য দৃষ্ট হইলে যাহাব আধিক্য তাহার

বিধানায়োপাদানাৎ প্রায়োদর্শনন্যায়েনোপাসনানামপি সর্ব্ব বেদান্তপ্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৫ ॥*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্।

স্থিতে চৈবং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে বিজ্ঞানানামন্যত্রোদি তানাং বিজ্ঞানগুণানামন্যত্রাপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারো ভবতি। অর্থাভেদাৎ। য এব হি তেষাং গুণানামেকত্রাথে

কশ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পূর্ব্বতন্ত্রপ্রসাধিতম্।
বক্ষ্যমাণার্থসিদ্ধ্যর্থমর্থমাহ স্ম সূত্রকৃৎ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং সূত্রম্।

অত্রেদমাশঙ্কতে। ভবতু সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানং তথাপি শাখ স্তরোক্তানাং তদঙ্গান্তরাণাং ন শাখান্তরোক্তে তস্মিন্নুপসংহারোভবিতুমর্হতি তস্যৈকস্য কর্ম্মণো যাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকস্যাং শাখায়াং বিহিতং তাবন্মাত্রে বোপকারসিদ্ধেরধিকানপেক্ষণাৎ। অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়েত ন

বিধান, এরূপ যুক্তি) সমুদায় উপাসনারই সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা নির্ণী হয়।

বিজ্ঞানগণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকা সিদ্ধ হইলে কাযেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বে অঙ্গের বা ধর্ম্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থ সংগ্রহ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। কেননা সেইরূপেই অর্থের (অর্থ উপাসনারূপ বস্তু) অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ উপাসনার এক সুসিদ্ধ হয়। [য এব...মিহাপি] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটী এ

---

* উপসংহারঃ একাঙ্গীকরণং তচ্চ বিদ্যৈক্যবিচারস্য ফলম্। অর্থাভেদাৎ বিদ্যায়া অভে ঐক্যাদ্ধেতোরিতি যাবৎ। সমানে বিজ্ঞানে সমানায়াং বিদ্যায়াং বিধিশেষবদুপসংহারো ভত্ত দান্তোক্তবিজ্ঞানধর্ম্মাণামেকস্যোপাসনস্যাঙ্গত্বেনোপসংগ্রহণং ভবতীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—বে যত গুলি উপাসনা কথিত আছে সে সকলের প্রত্যেকটীই প্রত্যেক বেদান্তের অভিমত। অ এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদান্তেও সেই উপাসনা। এই সিদ্ধান্তের অন্য এক ফল যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য্য অর্থাৎ সেই উপাসনায় যোজনীয়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিবোধিত কর্ম্মের ঐক্য থাকিলে তাঁ অঙ্গেরও ঐক্য সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ স এবান্যত্রাপি। উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্। তস্মাদুপসংহারঃ। বিধিশেষবৎ—যথা বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্রেত্যর্থাভেদাদুপসংহার এবমিহাপি। যদি হি বিজ্ঞান-ভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবদ্ধত্বাদ্গুণানাং প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাভাবাচ্চ ন স্যাদুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু

বিহিতম্। তস্মাৎ যথা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সকলাঙ্গবদ্বিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্ছক্য-ঙ্গমনুষ্ঠাতুং তাবন্মাত্রাঙ্গজন্যেনোপকারেণোপকৃতং ভবত্যেবমিহাপ্যঙ্গান্তরা-বিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। সর্ব্বত্রৈকত্বে কর্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমে-ধীয়ন্যায়েন নোপকারাবচ্ছেদো যুজ্যতে। ন হি তদেব কর্ম্ম সৎ তদঙ্গমপেক্ষতে নাপেক্ষতে চেতি যুজ্যতে। নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তানুরোধাদবশ্যকর্ত্তব্যে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারস্য সদাতনত্বাসম্ভবাদুপকারাবচ্ছেদঃ কল্প্যতে। প্রকৃতোপ-কারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ। গৃহমেধীয়েঽপ্যুপকারাবচ্ছেদঃ যাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়াঙ্গবিধানং তানি বিধত্তে নেতরাণি পরিসঞ্চষ্টে।

বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অন্য বেদান্তোক্ত তন্নামক উপাসনাতেও সেই অঙ্গটী তদনুরূপ উপকারক সুতরাং তাহা তাহাতেও যোজনীয়। অতএব, উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই এক বেদান্তোক্ত উপাসনাঙ্গের অন্যত্রোক্ত উপাসনার উপসংহার বা সংগ্রহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের (বিধেয় পদার্থের গুণের বা অঙ্গের) একত্র সংগ্রহণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে। অগ্নিহোত্রাদি যাগ বিধিবোধিত, তাহার ধর্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্তে বেদান্তেও এক উপাসনায় একস্থানের ধর্ম্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। [যদি···ভবিষ্যতি] বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা-সনা সম্বন্ধীয় গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে * উপসংহার হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ঐক্য

---

* প্রকৃতি=প্রথম উপদিষ্ট। বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ। অগ্নিহোত্র যাগ প্রথম উপদিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি। অন্যান্য যাগ তাহার বিকৃতি। যে স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকে সেই স্থলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি যাগে নীত হইতে পারে।

নৈবমিতি। অস্যৈব চ প্রয়োজনসূত্রস্য প্রপঞ্চঃ সর্ব্বাভেদাদি-
ত্যারভ্য ভবিষ্যতি॥ ৫॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ৬॥*

বাজসনেয়কে 'তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনা-
ত্যয়ামেতি। তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি। তথা'—ইতি

ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবত্তন্মাত্রবিধানম্। তস্মাত্তন্তে
কর্ম্মণাং সর্ব্বাঙ্গসঙ্গম ঔৎসর্গিকোঽসতি বলবতি বাধকে নাপবদিতুং যুক্ত
ইতি।

দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা
জ্যায়সা অসুরাঃ। শাস্ত্রজন্যয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা সম্পন্না দেবাস্তে হি দীব্যন্ত ইতি
দেবাঃ শাস্ত্রযুক্ত্যপরিকল্পিতমতয়ঃ। তামসবৃত্তিপ্রধানা অসুরাঃ। অসুভিঃ

থাকাতেই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে
এক নামক উপাসনা কথিত আছে, সেই এক নামক উপাসনা
বেদান্তভেদ থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই
উপাসনা কি তন্নামক বিভিন্ন উপাসনা, (বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাগ্নি উপা-
সনা কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা অভিহিত
আছে। অতএব তন্নামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত?
কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত?) এই বিচারের পর যে একই
উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জন্য এই
"উপসংহার" সূত্র বলা হইল। পরে যে সর্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা
হইবে সে গুলি এই সূত্রেরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার (বিবরণ), সুতরাং
সে সকল সূত্র পুনরুক্তিদোষাক্রান্ত নহে।

বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে আছে "সেই দেবতারা
পরস্পর বলা বলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঔদ্গাত্র কর্ম্মের দ্বারা অসুর-
দিগকে অতিক্রম করিব। অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা-

---

* শব্দাদিতি। বাজসনেয়কে উদ্গীথেনেতি কর্ত্তৃশব্দপ্রয়োগাৎ অন্যথাত্বং বিদ্যানাত্বমিতি ন
বক্তব্যম্। কুতঃ? অবিশেষাৎ। তাবতৈব বিশেষেণ বিদ্যাভেদো ন ভবত্যবিশেষস্যাপি
বহুতরস্য সত্ত্বাৎ। অল্পরূপভেদো ন বিদ্যৈক্যবিরোধীতি ভাবঃ।—যজুর্ব্বেদের আরণ্যক
ব্রাহ্মণে যে প্রণালীতে প্রাণোপাসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই। সেই
কারণে উভয় বেদান্তে বিভিন্ন উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ, বহু অংশে সমানতা
আছে, এবং বহু অংশে সমানতা থাকিলে অল্প বিশেষ (প্রভেদ) অনৈক্যের কারণ হয় না।

প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা মুখ্য-
প্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে 'অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গা-
য়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ' ইতি। তথা
ছান্দোগ্যেঽপি 'তদ্ধদেবা উদ্গীথমাজর্হুরনেনৈনানভিভবি-
ষ্যামঃ' ইতি প্রক্রম্যেতরান্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা
তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে 'অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ
প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে' ইতি। উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশং-

---

াণৈরনিন্দ্রিয়ৈরগৃহীতৈস্তেষু তেষু বিষয়েষু রমন্ত ইত্যসুরাঃ। অত এব তে
্যায়াংসো যতোঽমী তত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ কানীনসাস্ত দেবাঃ। অজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাত্তত্ত্ব-
ানস্য। প্রাণস্য প্রজাপতেঃ সাত্ত্বিকবৃত্ত্যুদ্ভবস্তামসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিৎ।
দাচিত্তামসবৃত্ত্যুদ্ভবোঽভিভবশ্চ সাত্ত্বিক্যা বৃত্তেঃ। সেয়ং স্পর্দ্ধা। তে হ দেবা
চুঃ। হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়াম অসুরান্ জয়ামাস্মিন্নাভিচারিকে যজ্ঞে
দ্গীথলক্ষণসামভক্ত্যুপলক্ষিতেনৌদ্গাত্রেণ কর্ম্মণেতি। তে হ বাচমূচুরিত্যা-
না সন্দর্ভেণ বাক্প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনসামাসুরপাপ্মবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা অথ
েমমাসন্যমাস্যে ভবমাসন্যং মুখান্তর্ব্বিলস্থং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং
েবতামূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি। তথেত্যভ্যুপগম্য তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ৎ তে
রা বিদুরনেন প্রাণেনোদ্গাত্রা নোঽস্মান্ দেবা অত্যেষ্যন্তীতি। তমভিদ্রুত্য
াপ্মনাঽবিধ্যন্নসুরাঃ। যথাশ্মানমৃত্বা প্রাপ্য মৃদ্বা লোষ্টো বা বিধ্বংসত এবং
িধ্বংসমানা বিষ্বঞ্চোঽসুরা বিনেশুঃ। তদেতৎসঙ্ক্ষিপ্যাহ—"বাজসনেয়কে"
ি। তথা ছান্দোগ্যেঽপ্যেতদুক্তমিত্যাহ—"তথা ছান্দোগ্যেঽপী"তি। বিষয়ং

র ঔদ্গাত্র কর্ম্ম কর।" * যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে
ক্য প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আসুর-দোষ-দুষ্টতা দেখিয়া সে সকলকে
ন্দা করিলেন। পরে তৎকার্য্য যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্য
াণকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন "অনন্তর তাঁহারা এই মুখভব প্রাণকে
মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন, তুমি আমাদের ঔদ্গাত্র কার্য্য কর। অনন্তর
৷ 'তথাস্তু' বলিল এবং সে দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চৈরবে গান করিতে
গিল।" [তথা ছান্দোগ্যে···সায়তে] ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক্ ঐরূপ

---

* মনের সাত্ত্বিকবৃত্তি সকল দেবতা। রাজসী ও তামসী বৃত্তিনিচয় অসুর। ঔদ্গাত্র কর্ম্ম
িং ওঙ্কারাদি প্রতীক অবলম্বনে সাম গান। যজুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ উদ্গীথকর্ম্মকর্ত্তা প্রাণই
াস্যরূপে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অবয়ব ওঙ্কার প্রাণজ্ঞানে উপাস্য। এইরূপ
-কর্ম্ম-ভেদ দৃষ্টে আশঙ্কা হয়, একই উপাসনা কি-না, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা।

সয়া প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যাভেদঃ স্যাদাহোস্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। পূর্ব্বেণ ন্যায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি। নমু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্ব প্রক্রমভেদাৎ। অন্যথা হি প্রক্রমন্তে বাজসনেয়িনোঽন্যথা ছন্দোগাঃ। 'ত্বং ন উদ্গায়' ইতি বাজসনেয়িন উদ্গীথস্য কর্ত্তৃত্বেন প্রাণমামনন্তি, ছন্দোগা উদ্গীথত্বেন তমুদ্গীথমুপা-

---

দর্শয়িত্বা বিমৃশতি "তত্র সংশয়"ইতি। পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি "বিদ্যৈকত্বমিতি" পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি "নমু ন যুক্তমিতি"। একত্রোদ্গাতৃত্বেনোচ্যতে প্রাণ একত্র চোদ্গানত্বেন। ক্রিয়াকর্ত্রোশ্চ স্ফুটো ভেদ ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে

কথা আছে। যথা—"দেবতারা উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন আমরা এই উদ্গীথের দ্বারা এই অসুরদিগকে অভিভব (জয়) করিব।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমের পর ইতর প্রাণ সমূহকে (ইন্দ্রিয়দিগকে) অসুরপাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎপরে যজুর্ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদ্গীথ ও উপাস্য।" প্রণিধান কর, দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে সুতরাং নিশ্চয় হইতেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিদ্যার (প্রাণোপাসনার) কথন। [তত্র…মানত্বাৎ] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনা ভিন্ন কি অভিন্ন? পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে। বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত। বাজসনেয়ীরা এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা তার অন্য প্রকার বলিয়াছেন। প্রকারভেদ থাকায় উহা এক হইবার নিতান্ত অনুপযুক্ত। বাজসনেয়ীরা "তুমি আমাদের উদ্গীথ কার্য্য কর" এইরূপে প্রাণকে উদ্গীথ-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াছেন পরন্তু ছন্দোগেরা বলিয়াছেন "প্রাণই উদ্গীথ ও উপাস্য"। যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই তখন এক উপাসনা বলা কদাপি সঙ্গত নহে। যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে তাঁহাদের প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, ঐরূপ কীর্ত্তন দোষাবহ নহে। ঐ যৎকিঞ্চিৎ বিন্যাস ভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার ঐক্য নষ্ট হয় না। কেননা, উহার বহু অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপতা

াঙ্ক্রিয়ে ইতি। তৎকথং বিদ্যৈকত্বং স্যাদিতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। ন হ্যেতাবতা বিশেষেণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছত্যবিশেষ স্যাঽপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হি দেবাসুরসংগ্রা-মোপক্রমত্বং অসুরাত্যয়াভিপ্রায় উদ্গীথোপন্যাসোবাগাদিসঙ্কী-র্ত্তনং তন্নিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যপাশ্রয়স্তদ্বীর্য্যাচ্চাসুরবিধ্বংসনমশ্ম-মৃল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং বহবোঽর্থা উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। বাজসনেয়কেঽপি চোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতং 'এষ উ বা উদ্গীথঃ' ইতি। তস্মাচ্ছান্দোগ্যেঽপি কর্ত্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৬ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥*

নৈষ দোষ"ইতি। বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিঞ্চিল্লক্ষণয়া নতব্যং ন কেবলং শাখান্তরে। একস্যামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতন্ন চ তত্র বিদ্যা-ভেদ ইত্যাহ—"বাজসনেয়কেঽপি চে"তি। বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানানুগ্রহায় চামিত্যনেনাপি উদ্গীথাবয়বেন উদ্গীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

াছে। [তথাহি···বিদ্যৈকত্বমিতি] দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা, অসুরাভিভব, উদ্গীথের উল্লেখ, বাগিন্দ্রিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা, তাহারই সামর্থ্যে অসুরবিজয়, প্রস্তর-মৃত্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এ সমস্তই উভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে। অপিচ, উদাহৃত যজুর্ব্বেদ-বাক্য অনুসারে উদ্গীথকর্ম্মকর্ত্তা প্রাণই উপাস্য হয় সত্য; পরন্তু ঐ বেদের অন্য বাক্যে প্রাণের ও উদ্গীথের (ওঁ-শব্দে ব্রহ্মোপাসনার) অভেদ শ্রবণও আছে। যথা—"এই প্রাণই উদ্গীথ" ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মভাবে উদ্গীথের প্রয়োগ করিয়াছেন সুতরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্ত্তৃত্বে পর্য্যবসান করা আবশ্যক। ফলিতার্থ এই যে, প্রাণই উভয় বেদান্তে উদ্গীথরূপে উপাস্য, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন।

* বহুবিরুদ্ধরূপভেদান্ন বিদ্যৈক্যমিতি মনসিকৃত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী ন বেতি। বা বিকল্পে। প্রক-রণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি যোজ্যম্। পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ। ীয় ইতি সকারান্তম্। পরশ্চাসৌ বরঃ। বরোঽত্র বরতরঃ। ইত্থং পরোবরীয়ানিত্যেকং পদং শ্রুতৌ প্রযুক্তমস্তি। তথাচ যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট-

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং, বিদ্যাভেদ এবাত্র ন্যায্যঃ কস্মাৎ। প্রকরণভেদাৎ। প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ। তথা হি—ই প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে। ছান্দোগ্যে তাবৎ 'ওমিত্যেতদক্ষরমু গীথমুপাসীত' ইতি। এবমুদ্গীথাবয়বস্যোঙ্কারস্য উপাস্যত্ব প্রস্তুত্য রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা 'অথ খল্বে তস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি' ইতি পুনরপি তমেবোদ্ গীথাবয়বমোঙ্কারমনুবর্ত্ত্য দেবাসুরাখ্যায়িকাদ্বারেণ তং প্রাণ মুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যাহ। তত্র যদ্যুদ্গীথশব্দেন সকল

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেঽপি উপক্রমভেদাত্তদনুরোধেন চোপসংহারবর্ণনাদে কস্মিন্ বাক্যে তস্যৈব চোদ্গীথস্য পুনঃপুনঃ সঙ্কীর্ত্তনাৎ লক্ষণায়াঞ্চ ছান্দোগ

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যেহেতু প্রক্রমে বা আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একত্ব বলা ন্যায় নহে। ভিন্নতা বলাই ন্যায্য। এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথি হইয়াছে। কিরূপ বিভিন্ন? তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে কথিত আরণ্যকে সে প্রক্রমে কথিত নহে। সুতরাং প্রক্রমের বা আরম্ভ প্রকারে বিভেদ থাকায় প্রোক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন। [ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে "ওঁ এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করি বেক।" এইরূপে উদ্গীথের অবয়ব (এক অংশ) ওঁকারকে উপা বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমত্বাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (ওঁকার পৃথিব্যাদির সারের সার এবং ওঁকারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণে আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন)। অনন্তর বলিয়াছে "এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।" ব্যাখ্যানের পর পুনর্ব্বার সে উদ্গীথাবয়ব ওঁকারের অনুবর্ত্তন (উত্থাপন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাসুরে গল্প বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন "যে প্রাণ সে-ই উদ্গীথ, দেবতার তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদ্গীথের উপাসনা করিল।" [তত্র...প্রস্থানান্তরম্]

মুদ্গীথোপাসন মক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাত্তিন্নং তথেতি দৃষ্টান্ত পদাক্ষরার্থঃ।—উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নহে যদ্রূপ পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা আদিত্যাদিগত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশি উদ্গীথ উপাসনা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ।

ক্তিরভিপ্রেয়েত তস্যাশ্চ কর্ত্তোদ্গাতর্ত্বিক্ তত উপক্রমশ্চো-
রুধ্যেত লক্ষণা চ প্রসজ্যেত। উপক্রমতন্ত্রেণ চৈকস্মিন্
াক্যে উপসংহারেণ ভবিতব্যম্। তস্মাদত্র তাবদুদ্গীথাবয়বে
ঙ্কারে প্রাণদৃষ্টিরুপদিশ্যতে। বাজসনেয়কে তু উদ্গীথ-
ব্দেনাবয়বগ্রহণকারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে—ত্বং
উদ্গায়েত্যপি তস্যাঃ কর্ত্তোদ্গাতর্ত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত
তি প্রস্থানান্তরম্। যদপি তত্রোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং
াণস্য তদপ্যুদ্গাতৃত্বেনৈব দিদর্শয়িষিতস্য প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্ব-
তিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যৈকত্বমাবহতি সকলভক্তিবিষয় এব
তত্রাপ্যুদ্গীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্। ন চ প্রাণস্যোদ্গাতৃত্ব-
াম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত। উদ্গীথভাববদুদ্গাতৃভাব-
্যাপাসনার্থত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ। প্রাণবীর্য্যেণৈব চোদ্গা-

সনেয়কে প্রমাণাভাবাৎ বিদ্যাভেদ ইতি রাদ্ধান্তঃ। ওঁকারস্যোপাস্যত্বং
তা রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানমোঙ্কারস্য। তথাহি—ভূতপৃথিব্যোষধিপুরুষ-
ঋক্সাম্নাং পূর্ব্বস্যোত্তরমুত্তরং রসতয়া সারতয়োক্তম্। তেষাং সর্ব্বেষাং

নে যদি উদ্গীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদ্গীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ
ীথ) বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্ত্তা উদ্গাতা ঋত্বিক হয়, তাহা
ল প্রদর্শিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই দুই দোষ হয়। * উপসংহার
ং প্রস্তাব সমাপ্তি উপক্রমেরই অনুরূপে হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপে হয় না।
অনুসারে, বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথাবয়ব ওঁকার প্রাণ-দৃষ্টিতে
স্য কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদ্গীথ-শব্দে উদ্গীথাবয়ব ওঁকার গ্রহণ
বার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদ্গীথের গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গান
, ইহা নিরূপিত হয়। সুতরাং বাজসনেয় ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দো-
ক্ত পথ (প্রণালী) ভিন্ন। [যদপি…গায়ৎ ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে
ীথের সহিত প্রাণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য;

সাম পাঞ্চভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয়। এখানে ভক্তিশব্দের
ংশ অর্থাৎ গানের এক একটী পদ বা কলি। উদ্গীথও এক প্রকার গান সুতরাং
ও ভক্তি বা পদ আছে। এই গানের প্রথম পদ ওঁ। প্রথমেই ওঁ অবলম্বনে উদ্গীথ-গান
হইয়া থাকে। যজ্ঞে যে ঋত্বিক অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উদ্গাতা
প্রসিদ্ধ।

তৌদ্গাত্রং কর্ম্ম করোতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ। তথা চ তত্রৈব
শ্রাবিতং 'বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ' ইতি। ন
বিবক্ষিতার্থভেদে গম্যমানে বাক্যচ্ছায়ানুসারমাত্রেণ সমানার্থ
ত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্। তথা হ্যভ্যুদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে
'ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ', পশুকামবাক্যে চ—'যে মধ্যমা
স্থ্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাৎ' ইত্যাদিনি
র্দ্দেশসাম্যেঽপ্যুপক্রমভেদাদভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োঽধ্য

রসতম ওঁকার উক্তশ্ছান্দোগ্যে। "ন চ বিবক্ষিতার্থভেদ" ইতি। একত্রো
দ্গীথোদ্গাতাবাবুপাস্যত্বেন বিবক্ষিতাবেকত্র তদবয়ব ওঙ্কার ইতি। "তথা
হ্যভ্যুদয়বাক্য"ইতি। এবং হি শ্রূয়তে—অপি বা এতং প্রজয়া পশুভির্বর্দ্ধয়তি
বর্দ্ধয়তি অস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেতি স ত্রেধা
তণ্ডুলান্ বিভজেৎ যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব
পেৎ যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং যে ক্ষোদিষ্ঠাস্তান্ বিষ্ণবে শি
বিষ্টায় শৃতে চরুমিতি। তত্র সন্দেহঃ—কিং কালাপরাধে যাগান্তরমিদং চোদ্য
উত তেষ্বেব কর্ম্মসু প্রকৃতেষু কালাপরাধে নিমিত্তে দেবতাপনয় ইতি
এষ তাবদত্র বিষয়ঃ। অমাবাস্যায়ামেব দর্শকর্ম্মার্থং বেদিক্রিয়াগ্নিপ্রণয়নক্রি

কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্ব্বাত্মতা ও গানকর্তৃত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অন্য
কিছু প্রতিপাদিত হয় না। সুতরাং সে সামানাধিকরণ্যে উপাসনার অভে
(ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনাই যে বাজসনেয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, এরূপ
গৃহীত হইতে পাবে না। অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদ্গীথ-অর্থেই উদ্গীথশব্দে
প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশবিশেষ অর্থে নহে। সুতরা
ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যদি বল, প্রাণের
উদ্গাতৃত্ব অসম্ভব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে?) অসম্ভব বলিয়া
প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অর্থ পরিত্যাজ্য। উপাসনার জন্য যেমন উদ্গীথভাবে
বর্ণন, তেমনি, উপাসনার জন্যই ঐ ঔদ্গাতৃত্বের কথন। ইহার প্রত্যুত্তরে
বলিতে পারি, ঔদ্গাত্র কর্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যেই নির্ব্বাহিত হয়, তদনুসারে
প্রাণকে অবশ্য উদ্গীথকর্ত্তা (উদ্গাতা) বলা অন্যায্য বা অসম্ভব নহে।
শ্রুতিও ঐ কথা ঐস্থানেই বলিয়াছেন। যথা—"যেহেতু বাক্যের ও প্রাণে
(প্রাণকার্য্যান্বিত বাক্যের) দ্বারা উদ্গান করিতেছে—" ইত্যাদি। [বা
চ...বং] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রেতার্থ বা উদ্গী

সিতঃ পশুকামবাক্যে তু যাগবিধিস্তথেহাপ্যুপক্রমভেদাদ্

চাদিশ্চ যজমানসংস্কারঃ। দধ্যর্থশ্চ দোহঃ। প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্য-
ষ্ঠানক্রমস্তাত্ত্বিকঃ। যস্য তু যজমানস্য কুতশ্চিদ্ভ্রমনিবন্ধনাচ্চতুর্দ্দশ্যামেবা-
বাস্যাবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রয়োগস্য চন্দ্রমা অভ্যুদীয়তে তত্রেদং শ্রূয়তে—যস্য হবি-
রুপ্তমিতি। তেন যজমানেনাভ্যুদিতেনামাবাস্যায়ামেব নিমিত্তাধিকারং পরি-
াপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যুদ্ধরণাদিকর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ।
্যাভ্যুদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কর্ম্মান্তরং দর্শাচ্চোদ্যত উত তস্মিন্নেব দর্শ-
র্মণি পূর্ব্বদেবতাপনয়নেন দেবতান্তরং বিধীয়ত ইতি। তত্র হবির্ভাগমাত্র-
ণাচ্চরুবিধানসামর্থ্যাচ্চ কর্ম্মান্তরম্। যদি হি পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবীংষি
ভজেদিতি শ্রূয়েত ততস্তান্যেব হবীংষি দেবতান্তরেণ যুজ্যমানানি ন কর্ম্মা-
ং গময়িতুমর্হন্তি। কিন্তু প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্ধবিষ্কমপনীতপূর্ব্বদেবতাকং
বতান্তরযুক্তং স্যাৎ। অত্র পুনস্ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি হবিষ এব
মাদিক্রমেণ বিভাগশ্রবণাৎ। অনপনীতা হবিষি পূর্ব্বদেবতা ইতি পূর্ব্ব-
তাবরুদ্ধে হবিষি দেবতান্তরমলব্ধাবকাশং শ্রূয়মাণং কর্ম্মান্তরমেব গোচর-
। অপি চ প্রাপ্তে পূর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি দধ্নস্তণ্ডুলানাং পয়সস্তণ্ডুলানাঞ্চেন্দ্রাদি-
তাসম্বন্ধশ্চ বিধাতব্যঃ। চরুত্বঞ্চাত্র বিহিতং নাস্তীতি তদপি বিধাতব্যম্।
প্রাপ্তে কর্ম্মণ্যনেকগুণবিধানাৎ বাক্যং ভিদ্যেত। কর্ম্মান্তরং ত্বপূর্ব্বং
্যমেকেনৈব প্রযত্নেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কর্ম্মান্তরমেব
ায়তে দর্শস্তু লুপ্যতে কালাপরাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কর্ম্মান্তরম্।
দেবতাতো হবিষী বিভাগপূর্ব্বং নিমিত্তে দেবতান্তরবিধানাৎ। চর্ব্বর্থস্তু
প্রাপ্তঃ। ভবেদেতদেবং যদা ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি তণ্ডুলানাং
া বিভাগবিধানপরমেতদ্বাক্যং স্যাদপি তু বাক্যান্তরপ্রাপ্তস্তণ্ডুলানাং ত্রেধা-
দ্যে বিভজেদিত্যেতাবদ্বিধত্তে তত্র বাক্যান্তরালোচনয়া পূর্ব্বদেবতাভ্য ইতি
তে। তণ্ডুলানিতি ত্ববিবক্ষিতং হবিরুভয়ত্ববৎ। তথা চ যে মধ্যমা
াদীনি বাক্যান্যপনীতে পূর্ব্ববদ্দেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্নেব কর্ম্মণি অপ্র-
ং দেবতান্তরসম্বন্ধং বিধাতুং শক্নুবন্তি। তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতমুখপ্রত্য-
ানাদ্দেবতান্তরসম্বন্ধেঽপি ন কর্ম্মান্তরকল্পনা ভবিতুমর্হতি। ততশ্চ সমাপ্তে-
নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাধিকারসিদ্ধ্যর্থং তান্যেব পুনঃ কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি।
দধনি চরুমিতি চরুসপ্তম্যর্থয়োর্বিধানং তয়োরপ্যর্থপ্রাপ্তত্বাৎ। প্রকৃতে
কর্ম্মণি তণ্ডুলপেষণপ্রথনং পুরোডাশপাকাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি তত্রা-

তখন আর বাক্যাভাস অবলম্বনে তদুভয়ের সমানার্থতা নিশ্চয়
যুক্ত নহে। ইহার নিদর্শন পূর্ব্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশু-

বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ। যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসা-
ম্যেঽপি—'আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং স
এষ পরোবরীয়ান্ উদ্‌গীথঃ স এযোঽনন্তঃ' ইতি পরোবরীয়-
স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টমুদ্‌গীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-
গুণবিশিষ্টোদ্‌গীথোপাসনাদ্ভিন্নং, ন চেতরেতরগুণোপসং-

ভ্যুদয়নিমিত্তে দধিযুক্তানাম্পয়োযুক্তানাঞ্চ তণ্ডুলানাং বিভজেদিতি বাকে
পূর্ব্বদেবতাপনয়ং কৃত্বা যে মধ্যমা ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈর্দ্দেবতান্তরসম্বন্ধঃ কৃত
ন চ প্রভূতদধিপয়ঃসংসক্তৈরনৈস্তণ্ডুলৈঃ পুরোডাশক্রিয়া সম্ভবতীতি পুরোডা
নিবৃত্তৌ তদর্থস্য প্রথনস্যাপি নিবৃত্তিরনিবৃত্তস্য পাকোঽপবাদভাবাৎ তথা চা
প্রাপ্তশ্চোদ্যতে। ভবতু বাঽনেকবাক্যকল্পনম্। প্রকৃতাধিকারাবগমবলা
স্যাপি ন্যায্যত্বাদিতি। তস্মাত্তদেবেদং কর্ম্ম ন তু কর্ম্মান্তরমিতি সিদ্ধম্। প
কামবাক্যে ত্বপূর্ব্বকর্ম্মবিধিরভ্যুদয়বাক্যসারূপ্যেঽপি যঃ পশুকামঃ স্যাৎ সো
মাবাস্যায়ামিষ্ট্বা বৎসানপাকুর্য্যাৎ। যে স্থবিষ্ঠাস্তানগ্নয়ে সনিমতেঽষ্টাকপাল
নির্ব্বপেৎ। যে মধ্যমাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্। যে ক্ষোদিষ্ঠাস
নিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুমিতি। অত্র হি অমাবাস্যায়ামিষ্ট্বেতি সমাপ্তে যাগ
পশুকামেষ্টিবিধানং নাত্র পূর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽনন্বৃত্তের্যাগান্তরবিধিরিতি যুক্তং
পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ। যথোদ্গীথোপাসনাসাম্যেঽপ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি

কাম বাক্য। (সেখানে উপক্রমাদি অনুসারে ঐ দুই বাক্যের বিবক্ষিতা
ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় বিভিন্ন-কর্ম্মবোধক বলিয়া অবধারিত হই
য়াছে) যথা—"তণ্ডুল সকল তিন্ প্রকারে বিভাগ করিবেক।"
অভ্যুদয় বাক্যের অংশ। আর একটী বাক্য আছে তাহার নাম পশুকামবাক
তাহাতে এইরূপ আছে।—"মধ্যম ভাগ লইয়া দাতৃত্বগুণযুক্ত অগ্নির উদ্দে
অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক।" এ বাক্য পূর্ব্ববাক্যসম
হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূর্ব্ববাক্যে দেবতাপরিবর্ত্তন স্বীকৃত (পূ
কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি অঙ্গী
হইয়াছে। * ঐরূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হও
উচিত। অপিচ বেদান্তেও উহার অনুরূপ নিদর্শন আছে। সে নিদর্শ
পরোবরীয়স্ত্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি গুণ। [যথা...দ্বিতি] "এ সকল অপে

* বেদে অমাবাস্যার দর্শযাগ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আ
তৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, দৈবাৎ যদি অমাবাস্যা ভ্রমে চতুর্দ্দশীতে দর্শযাগের অনুষ্ঠান
হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শযাগ অঙ্গহীন ও কালব্যতি

ার একস্যামপি শাখায়াং,তদ্বচ্ছাখান্তরস্থেষ্বপ্যেবঞ্জাতীয়কেষূ-
াসনেষ্বিতি ॥ ৭ ॥

ণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাতঃ 'পরোবরীয়স্ত্বগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনা ভিন্না
দ্বদিদমপীতি। পরস্মাৎ পরশ্চ বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ
রমাত্মরূপঃ সম্পন্নঃ। অত এবানন্তঃ পরমাত্মদৃষ্টিমুদ্গীথে ভাবয়িতুমাকাশো
হুবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ানিত্যাকাশশব্দেন পরমাত্মানং নির্দ্দিশতি।

াকাশ (ব্রহ্ম) জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্
পর হইতেও পর এবং বর হইতেও বর। পর=জ্যেষ্ঠ, বর=শ্রেষ্ঠ)
দ্গীথ এবং সেই সেই উদ্গীথ অনন্ত।" এই বাক্যের দ্বারা পরো-
রীয়স্ত্বাদিগুণে এবং অন্য বাক্যে নেত্রাধিষ্ঠিত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণে উদ্-
াথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু উভয়ত্রই পরমাত্মদর্শনাধ্যাস সমান।
মান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক নহে। ইহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধা-
ন্ত হইয়াছে। এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয় এক শাখা (বেদের এক
ভাগ) স্থ হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন গুণের উপসংহার (একত্র সঙ্কলন)
য় নাই, অন্য শাখাগত উপাসনান্তর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা জানিবে।
াৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয়।

াযে দূষিত হওয়ায় যাগকর্ত্তার শত্রুবৃদ্ধি করে। এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে
কটী প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বাক্যটী এইরূপঃ—"দর্শদেবতা অগ্ন্যাদির
দ্দেশে হবিঃ (ঘৃত, তণ্ডুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি
দ্র দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অমাবাস্যা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আয়োজন
াহাকে পুত্র ও পশু হইতে বিযুক্ত করে এবং শত্রুবৃদ্ধি করায়। অতএব, (দোষশান্তির
ন্য) প্রস্তুত তণ্ডুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন্ প্রকারে বিভক্ত করিয়া পশ্চাদুক্ত প্রকরে
াই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক। মধ্যম ভাগ
ষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে, স্থূলভাগ দধি-
াশ্রিত করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে
োম করিবেক।" এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভ্যুদয় বাক্য বলে এবং ইহার পূর্ব্বমীমাংসাসিদ্ধ
দ্ধান্ত—এতদ্বাক্যোক্ত যাগ পৃথক্ যাগ নহে।' ঐ বাক্য দর্শকার্য্যে দেবতান্তর সম্বন্ধের
ধায়ক মাত্র। ঐ সঙ্গে আর একটী বাক্য আছে তাহা "যে পশুকামনা করিবে সে
াবাস্যায় যজ্ঞ করিয়া গোদোহনার্থ বৎস মোচন করিবেক" এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে, অব-
শেষে তাহা ঠিক্ ঐ অভ্যুদয় বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাই মীমাংসাশাস্ত্রকার
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পঠিত হওয়ায় অভ্যুদয়
াক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না; প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাক্যে অন্য
ক পৃথক্ যাগের বিধান হইবেক। উল্লেখ সমান হইলে যে এক জিনিশ হয় তাহা হয় না, ইহা
দেখাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিদর্শনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তমস্তি তদপি॥ ৮ ॥*

অথোচ্যেত সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং উদ্‌গীথবি- দ্যেত্যুভয়ত্রাপ্যেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে। উক্তং হ্যেতৎ ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি। তদেব চাত্র ন্যায্যতরং, শ্রুত্যক্ষরানুগতং হি তৎ। সংজ্ঞৈকত্বন্তু শ্রুত্যক্ষরবাহ্যমুদ্‌গীথশব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈর্ব্ব্যবহর্ত্তৃভি- রুপচর্য্যতে। অস্তি চৈতৎ সংজ্ঞৈকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষ্বপি

স্ফুটতরে ভেদাবগমে সংজ্ঞৈকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাৎ অপিচ শ্রুত্যক্ষরালোচনয়াভেদপ্রত্যয়োঽন্তরঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ। সংজ্ঞৈকত্ব

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের ঐক্য আছে, সে জন্যও উদাহৃত স্থলে বিদ্যা (উপাসনার) একত্ব। "উদ্‌গীথ-বিদ্যা" নামটী উভয় বেদান্তে সমা অর্থাৎ একই, সুতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ কথা উপপন্ন হইবে না। অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারক নহেন কেন? তাহা "ন বা প্রকরণভেদাৎ—" সূত্রে বলা হইয়াছে। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর ন্যায্য। কেন- না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ। সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহির্বর্ত্তী অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না। উভয় স্থলে "উদ্‌গীথ" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য সংজ্ঞার ব্যবহার করে; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞাব ব্যবহার অযথার্থ অর্থাৎ উপচারমাত্র। সুতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণের উপাসনা অক্ষিপুরুষ-উপাসনা হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তদুভয়কে উদ্‌গীথবিদ্যা বলে। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক-নাম প্রচারিত দেখা যায়। (অতএব,

* চেৎ যদ্যুচ্যেত—সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞৈক্যাৎ বিদ্যৈক্যমিতি তদপি নোপপদ্যত ইতি যোজ- নীয়ম্। যতস্তদুক্তং তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভেদাদিত্যত্র। তদপি সংজ্ঞৈক্যহেতুক- বিদ্যৈক্যমপাস্তি ক্বচিৎ ন সর্ব্বত্রেতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বলিয়া উপাসনাও এক, এ কথা বলিতে পার না। কেন? তাহা ন বা ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। সংজ্ঞার ঐক্যে সংজ্ঞীর ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে স্বীকৃত হয়।

পরোবরীয়স্ত্বাদ্যুপাসনেষূদ্‌গীথবিদ্যেতি। তথা প্রাসঙ্গভেদা-
ানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং
কাঠকসংজ্ঞৈকত্বং দৃশ্যতে তথেহাপি ভবিষ্যতি। যত্র তু নাস্তি
কশ্চিদেবঞ্জাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈ-
কত্বং যথা সম্বর্গবিদ্যাদিষু॥ ৮॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্॥ ৯॥*

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত। ইত্যত্রাক্ষরোদ্‌গীথশ-
দয়োঃ সামানাধিকরণ্যে শ্রূয়মাণেঽধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশে-
ণপক্ষাণাং প্রতিভানাৎ কতমোঽত্র পক্ষো ন্যায্যঃ স্যাদিতি
বিচারঃ। তত্রাধ্যাসো নাম দ্বয়োর্ব্বস্তুনোরনিবর্ত্তিতায়ামেবান্য-

---

তিবাহৃতয়া বহিরঙ্গঞ্চ পৌরুষেয়তয়া সাপেক্ষঞ্চ। তস্মাদ্‌দুর্ব্বলং নাভেদ-
াধনাযালমিতি।

"অধ্যাসো নামে"তি। গৌণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ। যথা মাণবকেঽনিবৃত্তায়া-
াব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তৌ সিংহবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তিঃ সিংহোমাণবক ইতি।
বং প্রতিমাযাং বাসুদেববুদ্ধির্নাম্নি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোঙ্কার উদ্গীথবুদ্ধিব্যপদেশা-

---

ংজ্ঞা বা নাম একরূপ হইলেই যে তদ্বলে সর্ব্বত্রই সংজ্ঞীর বা নামীর একত্ব
র্ণীত হয়, তাহা হয় না) [যত্র তু···দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে
সই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যাভেদ হয়। যেমন সম্বর্গবিদ্যা (তন্নামক
পাসনা) স্থলে হইয়াছে।

"ওঁ ইহা অক্ষর ও উদ্‌গীথ, ইহার উপাসনা করিবেক।" এই শ্রুতিতে
অক্ষরের ও উদ্‌গীথের সামানাধিকরণ্য (তুল্যার্থতা) শ্রুত হইতেছে।
সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষ-
তুষ্টয়ের অন্যতম গৃহীত হইতে পারে বটে; কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ
াধিক ন্যায্য তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। [তত্রাধ্যাসো···বুদ্ধিরিতি]

---

* চস্ত্বর্থে। "ওঁ ইত্যক্ষরং উদ্‌গীথং—" ইত্যত্রোক্ষরোদ্‌গীথয়োঃ সামানাধিকরণ্যশ্রবণাৎ
ধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীয়ানিতি বিচারণায়াং তু-
দস্থাননিবেশনীয়-চ-শব্দেন অধ্যাসাদিত্রয়ং সাবদ্যত্বেন ব্যাবর্ত্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত
ত ভাবঃ। ব্যাপ্তের্হেতোরোমিত্যস্যোদ্গীথমিত্যেদ্বিশেষণমেব সমঞ্জসং নিরবদ্যং কল্পনালাঘ-
দিত্যক্ষরযোজনা।—"ওঁ এই অক্ষর উদ্গীথ" এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ
ভেদ ও বিশেষণ, এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন্

তরবুদ্ধাবন্যতরবুদ্ধিরধ্যস্যতে। যস্মিন্নিতরবুদ্ধিরধ্যস্যতেঽনুবর্ত্ত
এব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি। যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধ
বধ্যস্তায়ামপ্যনুবর্ত্তত এব নামবুদ্ধির্ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে
যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাস এবমিহাপ্যক্ষরে উ
গীথবুদ্ধিরধ্যস্তোত উদ্গীথে বাঽক্ষরবুদ্ধিরিতি। অপবা
নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি পূর্ব্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চি
তায়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বনিবিষ্টায়া মিথ্যা
বুদ্ধের্নিবর্ত্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে আত্মবুদ্ধিরা
ন্যেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাদ্ভাবিন্যা 'তত্ত্বমসি' ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ
নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা দিগ্ভ্রান্তিবুদ্ধির্দ্দিগ্যাথার্থ্যবুদ্ধ্যা নি

বিতি অপবাদৈকত্বম্। বিশেষণানি চোক্তানি। একার্থেঽপি চ শব্দদ্ব
প্রয়োগো দৃশ্যতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়া

অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হ
না অথচ একে আর জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। যাহাতে অ
প্রকারের জ্ঞান আরূঢ় করান হয় এবং সেই আরূঢ়জ্ঞানের সঙ্গে য
সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আরো
পিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই অধ্যাস-লক্ষণটী অল্প কথা
বলিতে হইলে "বুদ্ধিপূর্ব্বক বা জ্ঞানপূর্ব্বক এক পদার্থে অপর পদার্থে
অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস" এইরূপ বলাই সঙ্গত। যেমন "নাম ব্রহ্ম
ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত (স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবু
নাম বুদ্ধির অনুবর্ত্তন নিষেধ করে না। অর্থাৎ নাম জ্ঞান লুপ্ত হয় না অথ
তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে। ইহার নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থা
নামোপাসনা করা। নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন। প্রতিমা
ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্ণ্বাদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস। এতন্নিদর্শনানুসারে
ওঁ অক্ষরে উদ্গীথের অধ্যাস? কি উদ্গীথে ওঁ অক্ষরের অধ্যাস
(বুদ্ধিপূর্ব্বক অভেদ জ্ঞান জন্মান?) তাহা বিচার্য্য। [অপবাদো...বুদ্ধিঃ
অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। কোন এক পদার্থে পূর্ব্বস্থাপিত মিথ্যা

প্রকার সমঞ্জস অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সঙ্গত হয়। ফলিতার্থ-
ওঙ্কারে প্রাণ দৃষ্টি বিধানার্থ ঐ উদ্গীথ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে এই অর্থই প্রতী
ও সঙ্গত হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

তে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদ্গীথবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত•উদ্গীথবুদ্ধ্যা
হক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বন্ত্বক্ষরোদ্গীথশব্দয়োরনতিরিক্তার্থবৃত্তি-
[। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং
াঃ সর্ব্ববেদব্যাপিনঃ ওমিত্যেতস্যাক্ষরস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্-
ত্রবিষয়স্য সমর্পণম্। যথা নীলং যদুৎপলং তদানয়েতি।

ারাণামপি সহপ্রয়োগো যথা সিন্ধুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি। বিমু-

র দৃঢ়ীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্ব্বনিবিষ্ট
্যাজ্ঞানকে বিদূরিত বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ
য়া গণ্য। এই অপবাদের অন্য নাম "বাধ"। এখন এই দেহে-
াদিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যের
। ও তদর্থের মনন নিদিধ্যাসনের পর ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে
আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্ব্বাবিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত
বিনষ্ট করিবেক, করিলে ইহার বাধ বা অপবাদ সুসম্পন্ন হইবেক।
সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্‌তত্ত্ব সাক্ষাৎকার
ল দিগ্‌ভ্রান্তির বাধ বা অপবাদ হয় তেমনি। এতন্নিদর্শনানুসারে
াবিত ওঁ অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত উদ্‌গীথ বুদ্ধি
ারণীয়? কি উদ্‌গীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত অক্ষরবুদ্ধি
বধনীয়? এরূপ বিচারও হইতে পারে। [একত্বন্তু···সীতেতি] একত্ব-
ার অর্থ বাস্তবাভেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদ্‌গীথ এই দুএর অর্থ
ভদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ সকল শব্দ যদ্রূপ, ওঁ
র ও উদ্‌গীথ কি তদ্রূপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? এরূপ
য় বা প্রশ্ন হইতেও পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্ত্তক
বিশেষণ তুল্যার্থ। ওঁ অক্ষরটী সর্ব্ববেদব্যাপী, সেই জন্য ওঁ বলিলে সর্ব্ব-
ব্যাপী প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃতস্থলে তাহার ব্যাবর্ত্তন
ৎ ওঁকারের অন্যান্য স্থান নিষেধ করিয়া ওঁ অক্ষরকে কেবলমাত্র
াত্র (উদ্গাতা = সামগায়ক ঋত্বিক বা পুরোহিত। ঔদ্‌গাত্র = উদ্‌গাতা যে
 করে তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া
ীথশব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল,
টী আন; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে উদ্‌গীথ ওঁকার—তাহার

এবমিহাপ্যুদ্গীথো য ওঙ্কারস্তমুপাসীতেতি। এবমেতস্মিন্
সামানাধিকরণ্যবাক্যে বিমৃশ্যমাণে এতে পক্ষাঃ প্রতিভান্তি।
তত্রান্যতমনির্ধারণে কারণাভাবাদনির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে।
ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসমিতি। চশব্দোঽয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী পক্ষ
পক্ষত্রয়ব্যাবর্ত্তনপ্রয়োজনঃ। তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা ইতি
পর্য্যুদস্যন্তে বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য ইত্যুপাদীয়তে।
তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্যস্যতে তচ্ছব্দস্য লক্ষণায়
.তিত্বং প্রসজ্যেত ফলঞ্চ কল্প্যেত। শ্রূয়ত এব ফলং 'আপয়িতা
হ বৈ কামানাং ভবতি'ত্যাদীতি চেৎ, ন। তস্যান্যফলত্বাৎ

শ্চানধ্যবসায়লক্ষণং পক্ষং গৃহ্লাতি—"তত্রান্যতমে"তি। সিদ্ধান্তমাহ—"ই
মুচ্যতে ব্যাপ্তেশ্চ"। প্রত্যনুবাকম্প্রত্যৃচমুপক্রমে চ সমাপ্তৌ চোঙ্কারঃ স
বেদব্যাপীতি কিঙ্গতোঽযমোঙ্কারস্তত্তদাপ্ত্যাদিগুণবিশিষ্টস্তস্মৈ তস্মৈ কামা
প্ত্যাদিফলায়োপাস্যত্বেনাধিক্রিয়ত ইত্যপেক্ষায়ামুদ্গীথপদেনেতি বিশিষ্যতে
উদ্গীথপদেনোঙ্কারাদ্যবয়বঘটিতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়স্যাবয়বত্বা
মুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যবয়ব ওঙ্কারো লক্ষ্যতে ন পুনরোঙ্কারেণাবয়বিন উদ্গী
লক্ষণা। ওঙ্কারস্যৈবোপরিষ্টাত্তু তত্তদ্গুণবিশিষ্টস্য তত্তৎফলবিশিষ্টস্য চো
ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। দৃষ্টশ্চ সমুদায়শব্দোঽবয়বে লক্ষণয়া যথা গ্রামো দ
পটো দগ্ধ ইতি তদেকদেশদাহে। অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ। ত
ব্যাপ্ত্যাদিগুণকপ্রণবোপাসনাদিদমুদ্গীথত্বোপাসনম্প্রণবস্যান্যৎ। ন চাত্রাপ্তা
উপাসনেষ্বিব ফলং শ্রূয়তে। তস্মাৎ কল্পনীয়ম্। উদ্গীথসম্বন্ধিপ্রণবোপা
সনাধিকারপরে বাক্যে পরার্থে নায়ং দোষঃ। অপি চ গৌণ্যা বৃত্তের্লক্ষ

উপাসনা কর। [এব...মিতি] "ওঁ অক্ষর উদ্গীথ" এ বাক্যের বিচার
আরম্ভ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশে
কারণের অভাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না। তা
সূত্রকার পক্ষ স্থির করণার্থ সূত্র বলিলেন, "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্।" [
শব্দো...ফলম্] পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু
নিবেশের পরিবর্ত্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপ্তে
বলিতে ব্যাপ্তেস্তু বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সদোষ বলি
অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দ্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশে
পক্ষের গ্রহণ ন্যায্য। অধ্যাসপক্ষের দোষ এই যে, উদ্গীথের জ্ঞান ওঙ্কা

প্ত্যাদিদৃষ্টিফলং হি তৎ নোদ্গীথাধ্যাসফলম্। অপবাদে-
া সমানঃ ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন,
ষার্থোপযোগানবগমাৎ। ন চ কদাচিদপ্যোঙ্কারাদোঙ্কার-
র্নিবর্ত্ততে উদ্গীথাদ্বোদ্গীথবুদ্ধিঃ। ন চেদং বাক্যং বস্তু-
প্রতিপাদনপরম্। উপাসনবিধিপরত্বাৎ। নাপ্যেকত্বপক্ষঃ
চ্ছতে। নিষ্প্রয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্যাৎ।
কনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ। ন চ হোত্রবিষয়ে বাহ্ধ্বর্যব-
য়ে বাহ্ক্ষরে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদ্গীথপ্রসিদ্ধিরস্তি। নাপি
লয়াম্। সাম্নাং দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদ্গীথশব্দবাচ্যায়ামোঙ্কার-

---

র্বলীয়সী লাঘবাৎ। লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদস্য তস্যৈব বাক্যার্থা-
াবাৎ। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্য তীরস্য বাক্যার্থেন্তর্ভাবো-
রণতয়া। গৌর্বাহীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্ঠন্মূত্রপুরীষাদিলক্ষণয়া ন
রত্বং গোশব্দস্য। অপি তু তৎকক্ষাধ্যবসিততদ্গুণযুক্তবাহীকপরত্বমিতি

স্ত (আরোপ) করিলে, ওঙ্কারে তদ্বাচক উদ্গীথ শব্দের লক্ষণাস্বীকার
তে হইবে এবং পৃথক্ ফলকল্পনাও করিতে হইবে। লক্ষণা করিতে
। যে সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, অসিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয়
সম্বন্ধের, লক্ষণাব ও ফলের কল্পনা অবশ্যই গৌরব দোষাঘ্রাত।
বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-শব্দের প্রয়োগে ইহাই জানান
ছে যে, "এই উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপক, যে
না করে সে কাম প্রাপ্ত হয়" সেই শ্রুত ফলই হইবে, কল্পনা
ত হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে,
আপ্ত্যাদিজ্ঞানের ফল। [অপবাদেঽপি...পরত্বাৎ] অপবাদ পক্ষেও
াব অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই ফল, এ কথা
ব্য। কেননা, তদ্গত মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে।
তে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল? অপিচ, কোনও কালে ওঙ্কারে
-বুদ্ধির ও উদ্গীথে উদ্গীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আরও কথা
যে, ঐ বাক্য উপাসনা বিধায়ক, বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদক নহে। বস্তু-
প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত। [নাপ্যেকত্ব...স্যাৎ]
পক্ষও সঙ্গত নহে। একত্ব (অনতিরিক্তার্থ) পক্ষে ওঁ উদ্গীথ

নিবর্ত্তয়িতুং ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ যদাত্মতয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতে তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্। যদপ্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিতি জীবেন পরস্যোপলক্ষিতত্বাদ্রাজ্ঞ ইব জীবস্যৈবেদং পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্ত্তিত্বমস্তীত্যত্র ব্রূমঃ। পরস্যৈবেদং ব্রহ্মণঃ পুরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে ব্রহ্মশব্দস্য তস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ। তস্যাপ্যস্তি পুরেণানেন সম্বন্ধ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষ্যতে স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয় ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথবা জীবপুরে এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সন্নিহিতমুপলভ্যতে। যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিত ইতি তদ্বৎ তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি চ কর্ম্মণামন্তবৎফলত্বমুক্ত্বাথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্

অর্গলোপমিত হৃদয়াকাশের পুণ্ডরীকবেষ্টন নিবৃত্তি করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মাভেদবিবক্ষা করিলেও জীবের সর্ব্বগতত্ববিবক্ষিত আছে, তথাপি আত্মস্বরূপে জীবের সর্ব্বগতত্ব বিবক্ষা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সর্ব্বগতত্ব বিবক্ষা করাই যুক্ত। আর যে শরীর ব্রহ্মপুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও জীবেতে পরমাত্মার উপলক্ষণহেতু হইতেছে। যেমন রাজা রাজ্যের একদেশে বাস করিলেও তাহাকে রাজ্যাধিপতি বলা যায়, সেইরূপ পুরস্বামী জীবের শরীররূপ পুরের একদেশবৃত্তিত্ব সত্তেও তাহাকে পুরাধিপতি বলিয়া থাকে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্মেরই এই শরীররূপ পুর; অতএব শরীরকে ব্রহ্মপুর বলিয়া থাকে। যেহেতু পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ এবং এই শরীরের সহিত সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, যেহেতু এই শরীরে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হয়। "স বা এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ মীক্ষতে" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থের প্রমাণ। অথবা জীবরূপ পুরেতে সন্নিহিত হইলেই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। যেমন শালগ্রামচক্রে বিষ্ণু সন্নিহিত হয়েন, সেইরূপ ব্রহ্ম জীবেতে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। আর "যেমন যাহারা কর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহারা ক্ষয় পায়, এইরূপ যাহারা পুণ্যসঞ্চয় করে, তাহারও ক্ষয়

তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি প্রকৃতদহরাকাশবিজ্ঞানস্যা-নন্তফলত্বং বদন্ পরাত্মত্বমস্য সূচয়তি। যদপ্যেতদুক্তং ন দহরস্যাকাশস্যা-ন্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রুতং পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিত্যত্র ব্রূমঃ। যদ্যাকাশো নান্বেষ্টব্যত্বেনোক্তঃ স্যাৎ যাবান্ বা অয়মাকাশ-স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুজ্যেত। নন্বেতদপ্যন্তর্ব্বর্ত্তিবস্তুসদ্ভাবদর্শনায়ৈব প্রদর্শ্যতে তঞ্চেদং ব্রূয়ুঃ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশৌ-পম্যোপক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাহিতত্বদর্শনাৎ নৈতদেবম্। এবং হি সতি যদন্তঃসমাহিতং দ্যাব্যাপৃথিব্যাদি তদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসি-তব্যঞ্চোক্তং স্যাৎ। তত্র বাক্যশেষো নোপপদ্যেত অস্মিন্ কামাঃ সমা-হিতাঃ এষ আত্মাপহতপাপ্মা ইতি হি প্রকৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যাদিসমা-ধানাধারমাকাশমাকৃষ্যাথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিতি সমুচ্চয়ার্থেন চশব্দেনাত্মানঞ্চ কামাধারমাশ্রিতাংশ্চ কামান্

পাইয়া থাকে" এইরূপে কর্ম্মফলের বিনশ্বরত্ব নিরূপণ করিয়া "যাহারা আত্মাকে জানে, তাহারা সত্যকামপ্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বলোকেতে কামচারী হইতে পারে" এইরূপে প্রকৃত হৃদয়াকাশবিজ্ঞানের অনন্ত ফল কীর্ত্তন-করত হৃদয়াকাশের পরমাত্মত্ব সূচনা করেন। আর যে উক্ত হইয়াছে, হৃদয়াকাশের অন্বেষণ ও বিজ্ঞানেচ্ছা নাই, যেহেতু তাহার পরবিশেষণো-পাদান আছে। এইরূপ বক্তব্য এই যে, যদি আকাশ অন্বেষ্টব্য না হয়, তাহাহইলে "যেমন এই আকাশ, সেইরূপ অন্তর্হৃদয়াকাশ" এইরূপে আকাশস্বরূপ প্রদর্শন উপযুক্ত হয় না। যদি ইহাও অন্তর্ব্বর্ত্তীবস্তু সদ্ভাব-প্রদর্শনার্থ হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই ব্রহ্মপুরে যে হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ বেশ্ম আছে, সেই অন্তরাকাশে কি আছে? যাহা অন্বেষণ করা যায়, কিম্বা যাহা জানিতে ইচ্ছা হয়? এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তাহার পরিহারা-বসরে আকাশোপমাক্রমে পৃথিবী ও স্বর্গের অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব দর্শন আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ এইরূপ হইলে যাহা পৃথিবী ও স্বর্গাদির অন্তঃ-

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষো দর্শয়তি। যস্মাদ্বাক্যোপক্রমেঽপি দহর এবাকাশো হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহান্তঃস্থৈঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সত্যৈঃ কামৈঃ বিজ্ঞেয় উক্ত ইতি গম্যতে। স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর ইতি ॥ ১৪ ॥

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভ্যো হেতুভ্য ইত্যুক্তম্। ত এবোত্তরে হেতব ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে। ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যস্মাৎ দহরবাক্যশেষে পরমেশ্বরস্যৈব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ। ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তীতি তত্র প্রকৃতং দহরং ব্রহ্মলোক-শব্দেনাভিধায় তদ্বিষয়া গতিঃ প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানাম্ অভিধীয়মানা দহরস্য ব্রহ্মতাং গময়তি তথা হ্যহরহর্জ্জীবানাং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং ব্রহ্মবিষয়ং গমনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তরে সতা সোম্য সদা সম্পন্নো ভবতীত্যেবমাদৌ। লোকেঽপি কিল গাঢ়ং সুষুপ্তমাচক্ষতে ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গত ইতি।

সমাহিত, তাহাই অন্বেষণ করিবে এবং জানিতে ইচ্ছা করিবে। ইহা উক্ত হইতে পারে, যাহাতে সকল কামনা সমাহিত আছে, তিনিই আত্মা এবং সর্ব্বপাপবিহীন, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বক্ষ্যমাণ কারণসমূহে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ, এইক্ষণ সেই সকল কারণ প্রপঞ্চিত হইতেছে। এই সকল কারণেই পর-মেশ্বর হৃদয়াকাশস্বরূপ, যেহেতু বাক্যশেষে গতি ও শব্দ, ইহারা পরমেশ্ব-রেরই প্রতিপাদক হইতেছে। এই সকল প্রজা অহরহ গমন করিয়াও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইস্থলে ব্রহ্মলোকশব্দে প্রকৃত হৃদয়াকাশ কহিয়া তদ্বিষয়ক গতি প্রজাশব্দবাচ্য জীবকথনপূর্ব্বক হৃদয়া-কাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং সর্ব্বদাই জীববর্গের সুষুপ্তি অবস্থাতে ব্রহ্মবিষয় গমন দৃষ্ট আছে, অর্থাৎ "সতা সোম্য সদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক গমন দৃষ্ট হয়। আর লোকেও

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

তথা ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি প্রকৃতে দহরে প্রযুজ্যমানো জীবভূতাকাশাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্য গময়তি। ননু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো গময়েৎ গময়েদ্‌যদীদং ব্রহ্মণো লোক ইতি ষষ্ঠীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যতে। সামানাধিকরণ্যবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি। এতদেব চাহরহর্ব্রহ্মলোকগমনং দৃষ্টং ব্রহ্মলোকশব্দস্য সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে লিঙ্গম্। ন হ্যহরহরিমাঃ প্রজাঃ কার্য্যব্রহ্মলোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। ১৫।

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ কথং দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি হি প্রকৃত্যাকাশোপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্ সর্ব্বসমাধানমুক্ত্বা তস্মিন্নেব চাত্মশব্দং প্রযুজ্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগঞ্চোপদিশ্য তমেবানতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দ্দিশত্যথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি।

"ব্রাহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গতঃ" ইত্যাদিরূপে গাঢ় সুষুপ্তি কথিত আছে। আর প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মলোকশব্দ হৃদয়াকাশে প্রযুজ্যমান হইয়া জীবভূত আকাশ শঙ্কা নিবৃত্তিকরত তাহারই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। যদি বল, কমলাসনের লোকও ব্রহ্মলোক শব্দবাচ্য হয়, পরন্ত যদি ব্রহ্মার লোক এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা যায়, তাহাহইলেই উক্তরূপ অর্থ হইতে পারে। বাস্তবিক সামানাধিকরণ্যবৃত্তিদ্বারা ব্যুৎপাদন করিলে ব্রহ্মই লোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোকশব্দের প্রতিপাদ্য হইতেছেন, ইহাই সর্ব্বদা ব্রহ্মলোক গমন বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্ত উহাই ব্রহ্মলোকশব্দের সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে কারণ। আর সর্ব্বদাই যে এই সকল প্রজা কার্য্যভূত ব্রহ্মলোকে গমন করে, ইহা কল্পনা করা যায় না। ১৫।

পরমেশ্বর সর্ব্বজগৎ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনিই দহর, অর্থাৎ হৃদয়াকাশ। এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, কিরূপে পরমেশ্বর হৃদয়াকাশ হইতে পারেন? এই অন্তরাকাশেই প্রকৃত আকাশের উপমা

তত্র বিধৃতিরিত্যাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাদ্বিধারয়িতোচ্যতে ক্তিচঃ কর্ত্তরি স্মরণাৎ। যথোদকসন্তানস্য বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদামসম্ভেদায়ৈবময়মাত্মা এষামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাদীনাঞ্চ বিধারয়িতা সেতুরসম্ভেদায়াসঙ্করায়েতি। এবমিহ প্রকৃতে দহরে বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি অয়ঞ্চ মহিমা পরমেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরাদুপলভ্যতে এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদেঃ। তথান্যত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রূয়তে এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেব ভূতাপাল এষ সেতুর্ব্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ॥ ১৬।

প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে সর্ব্ব সমাধান নিরূপণ করিয়া এবং তাহাতেই আত্মশব্দপ্রয়োগকরত নিষ্পাপত্বাদি গুণযোগ উপদেশ করিয়া তাঁহাকেই অনতিবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অনন্তর যিনি আত্মা, তিনিই জগতের সেতু এবং ধারণকর্ত্তা, এইরূপে সর্ব্বলোকেব অভেদ প্রতিপাদন হইয়াছে। এই সূত্রে বিধৃতিশব্দে আত্মশব্দের সামানাধিকরণ্যবশতঃ বিধারণকর্ত্তা অর্থ হইয়াছে। যেমন জলপ্রবাহ ধারণ করে বলিয়া লোকে সেই ধারণকর্ত্তাকে সেতু বলে এবং সেই সেতু ক্ষেত্রসমূহের ভেদ প্রদর্শন করে, সেইরূপ অধ্যাত্মাদিভেদভিন্ন এই সকল জীবের এবং বর্ণাশ্রমাদিব ধারয়িতা সেতুস্বরূপ পরমাত্মা তাহাদিগের অভেদ করিয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃত হৃদয়াকাশে পরমাত্মা বিধারণ লক্ষণ মহিমাপ্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে পরমেশ্বরেতেই উক্ত মহিমা উপলাভ করা যায়। "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থের প্রমাণ। এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতসকলকে পালন করেন, ইনিই ধারয়িতা সেতুস্বরূপ। ইত্যাদিরূপে জগতের ধারণহেতু পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ বলিয়া জানা যায়॥ ১৬॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যুচ্যতে। যৎকারণ-মাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ। জীবে তু ন কচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। ভূতাকাশস্ত সত্যামপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবান্ন গৃহীতব্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেতাস্তীতরস্যাপি জীবস্য বাক্যশেষে পরামর্শঃ। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচেতি। অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ শ্রুত্যন্তরে সুষুপ্তাবস্থায়াং দৃষ্টত্বাদবস্থাবন্তং জীবং শক্নোত্যুপস্থাপয়িতুং নার্থান্তরম্। তথা শরীরব্যপাশ্রয়স্যৈব জীবস্য শরীরাৎ সমুত্থানং সম্ভবতি। যথাকাশব্যপাশ্রয়াণাং বায্বা-

---

এইক্ষণ কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু আকাশশব্দ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধ আছে, অতএব পরমেশ্বরকেই অন্তরাকাশ বলা যায়। আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনহেতু পরমাত্মাই হৃদয়াকাশ বলিয়া প্রতীতি হয়। কদাচ জীবেতে আকাশশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। আকাশশব্দের প্রসিদ্ধিসত্ত্বে উপমানোপমেয়ভাবাদির অসম্ভবহেতু ভূতাকাশকে গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৭ ॥

যদি বাক্যশেষবলে পরমেশ্বরই দহরশব্দে পরিগৃহীত হইলেন, তবে জীবেরও বাক্যশেষে পরামর্শ আছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, ইহাই সম্প্রসাদ যে, এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া যে পরজ্যোতিপ্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বীয় রূপে নিষ্পন্ন হয়, সেই আত্মা। শ্রুত্যন্তরে এই সম্প্রসাদশব্দ সুষুপ্তিরূপ অবস্থাতে দৃষ্ট হয়; অতএব অবস্থাবিশিষ্ট জীবকে উপস্থাপিত করা

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

দীনামাকাশাৎ সমুত্থানং তদ্বৎ যথা চাদৃষ্টোঽপি লোকে পরমেশ্বরবিষয় আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্ম্মসমভিব্যাহারাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতেত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োঽভ্যুপগতঃ এবং জীববিষয়োঽপি ভবিষ্যতি। তস্মাদিতরপরামর্শাৎ দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যত্র স এব জীব উচ্যতে ইতি চেৎ। নৈতদেবং স্যাৎ কস্মাদসম্ভবাৎ ন হি জীবো বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্নাভিমানী সন্নাকাশে নোপমীয়তে ন চোপাধিধর্ম্মানভিমন্যমানস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ প্রথমে সূত্রে অতিরেকাশঙ্কাপরিহারায় তু পুনরুপন্যস্তম্। পঠিষ্যতি চোপরিষ্টাদন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাৎ নিরাকৃতা। অথেদানীং মৃতস্যৈবামৃতসেকাৎ পুনঃ সমুত্থানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে উত্তরস্মাৎ প্রাজাপত্যাদ্বাক্যাৎ। তত্র হি য আত্মাপহতপাপ্মেত্যপহতপাপ্ম

যায়, অর্থান্তর করা যায় না। আর শরীরের আশ্রীভূত জীবেরই শরীর হইতে উত্থান সম্ভব হয়। যেমন আকাশের আশ্রিত বায়ুপ্রভৃতির আকাশ হইতে সমুত্থান হয়, সেইরূপ শরীর হইতে জীবের উত্থান হইয়া থাকে। আর যেমন আকাশশব্দ পরমেশ্বরবিষয়ক, সেইরূপ জীববিষয়কও হইতেছে, অতএব ইতর পরামর্শহেতু "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" এই স্থলেও আকাশশব্দে জীব কথিত হইতে পারে। ইহা হইতে পারে না, যেহেতু অসম্ভব হইয়া উঠে, জীব বুদ্ধ্যাদি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ও অভিমানী হইয়া আকাশের সহিত উপমিত হয় না এবং যে জীব উপাধি ধর্ম্মস্বীকার করে, তাহার নিষ্পাপত্বাদিধর্ম্মের সম্ভব নাই। ইহা প্রথম সূত্রেই সবিশেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি অতিরেকাশঙ্কা পরিহারার্থ পুনর্ব্বার উপন্যস্ত হইতে এবং পরেও সূত্রান্তরে বিবৃত হইবে। ১৮।

ইতর পরামর্শহেতু জীবেতে অন্তরাকাশত্বের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা অসম্ভবহেতু নিরাকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ অমৃতসেকে মৃতেরও সমুত্থান

ত্বাদি গুণকম্ আত্মানমন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায় য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এব আত্মেতি ব্রুবন্নক্ষিস্থ দ্রষ্টারং জীবমাত্মানং নির্দ্দিশতি এতস্যৈব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি। তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে। তস্যৈব চাপহতপাপ্মত্বাদি দর্শয়ত্যেতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি। নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি চ সুষুপ্তা-বস্থায়াং দোষমুপলভ্য এতস্যৈবং তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি ইতি নো এবা-ন্যত্রৈতদস্মাদিতি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিন্দাপূর্ব্বকমেব সম্প্রসাদোঽস্মা-চ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরাৎ সমুত্থিতম্ উত্তমং পুরুষং দর্শয়তি।

হয়, এইহেতু বক্ষ্যমাণ প্রজাপতিবাক্যে পুনর্ব্বার জীবেতে আশঙ্কা হইতেছে। যিনি অপহতপাপ্মা, অর্থাৎ নিষ্পাপী, তিনিই আত্মা ইত্যাদি-রূপে নিষ্পাপিত্বগুণশালী আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া "য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা" এই শ্রুতিতে অক্ষিস্থ দ্রষ্টাপুরুষ বলিয়া জীবাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ইহাকেই পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া পুনর্ব্বার সেই জীবাত্মার পরামর্শপূর্ব্বক "য এষ স্বপ্নে মহীয়ানশ্চরতি এষ আত্মা" এবং "তদ্যত্রৈতৎসুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজাতি এষ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে জীবকেই অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ইনিই অমৃত অভয় ব্রহ্ম, এইরূপে সেই জীবেরই নিষ্পাপত্বাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু ইনি সম্প্রতি আত্মাকে জানেন না এবং ভূত সকলও জানিতে পারে না, এইরূপে সুষুপ্তাবস্থায় দোষ উপলাভ করিয়া ইহাকেই পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া "নো এবান্যত্রৈতদস্মাৎ" এই উপক্রমে শরীরসম্বন্ধ নিন্দাপূর্ব্বক "সম্প্রসাদো-ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতিতে জীবকেই শরীর হইতে উত্থিত উত্তম

তস্মাদস্তি সম্ভবতি জীবে পারমেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাম্ অতো দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদ্ব্রূয়াৎ তং প্রতিব্রূয়াদাবির্ভূতস্বরূপস্থিতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ কস্মাদ্যতস্তত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে। আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ ভূতপূর্ব্বগত্যা জীববচনম্ এতদুক্তং ভবতি। য এষোঽক্ষিণীত্যক্ষিলক্ষিতং দ্রষ্টারং নির্দ্দিশ্যোদশরাবব্রাহ্মণেনৈনং শরীরাত্মতায়া বুথাপ্যৈতং ত্বেব ত ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাকৃষ্য স্বপ্নসুষুপ্তোপন্যাসক্রমেণ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি যদস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপতয়ৈনং জীবং ব্যাচষ্টে ন জৈবেন রূপেণ যত্তৎপরং জ্যোতিরুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তৎপরং ব্রহ্ম তচ্চাপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকং তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং তত্ত্বমসীত্যাদিশাস্ত্রেভ্যো নেতরদুপাধিকল্পিতম্। যাবদেবহি স্থাণাবিবপুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাং ন

পুরুষ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব জীবেতে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম আছে, ইহা জানা যাইতেছে। "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" এই স্থলেও জীবকেই গ্রহণ করা যায়, কেহ এইরূপ বলিলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, উত্তর বাক্যে জীবের আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু সেই স্থলেও আবির্ভূত ব্রহ্মস্বরূপে জীব বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবেই উক্তরূপ শ্রুত্যর্থ বিবৃত হইয়াছে, বাস্তবিক পূর্ব্বে জীবাবস্থাই ছিল। "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষিলক্ষিত দ্রষ্টা পুরুষকে শারীর আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জীবকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্তোপন্যাসক্রমে সেই জীব পরমজ্যোতিঃস্বরূপকে পাইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হয়, ইহাই উক্ত আছে। আর ইহার যে পারমার্থিকস্বরূপ পরং ব্রহ্ম তদ্রূপেই জীবকে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু জীবস্বরূপে তাহার ব্যাখ্যা হয় নাই। আর যে পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তহইবে, এইরূপ শ্রুত আছে, তাহাও পরং ব্রহ্মই জানিবে, সেই পরব্রহ্মও নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই জীবের পারমার্থিকস্বরূপ, পরন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যে কোন ইতর উপাধি কল্পিত হয় নাই। যেমন স্থাণুতে

নিবর্ত্তয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপমানমহং ব্রহ্মাস্মীতি ন প্রতিপদ্যতে তাবজ্জীবস্য জীবত্বম্। যদা তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতদ্ব্যুত্থাপ্য শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে। নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতো নাসি ত্বং সংসারী কিং তর্হি সদ্যত্তৎ সত্যং স আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপস্তত্ত্বমসীতি। তদা কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপমাত্মানং প্রতিবুধ্যাস্মাচ্ছরীরাদ্যভিমানাৎ সমুত্তিষ্ঠন্ স এব কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মা ভবতি স যো হ বৈ তৎপরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদেব চাস্য পারমার্থিকং স্বরূপং যেন শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। কথং পুনঃ স্বঞ্চ রূপং স্বেনৈব চ নিষ্পদ্যত ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যস্য। সুবর্ণাদীনাস্তু দ্রব্যান্তরসম্পর্কাদভিভূতস্বরূপাণামভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপাদিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাত্তথা নক্ষত্রাদীনামহন্যভিভূতপ্রকাশানামভিভাবকবিয়োগে রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ।

পুরুষ বুদ্ধি হয়, যাবৎ সেইরূপ দ্বৈতলক্ষণা বুদ্ধি নিবৃত্তিকরিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে কূটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে না পারে, তাবৎই জীবের জীবত্ব থাকে। যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসঙ্ঘাতরূপ শরীরকে অতিক্রম করিয়া শ্রুতি অনুসারে প্রতিবোধিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে এবং তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসঙ্ঘাতরূপ না, তুমি সংসারী না, তবে তুমি সৎস্বরূপ চৈতন্যময় আত্মা, এইরূপ হয়, তখনই কূটস্থ নিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মার প্রতি উত্থিত হইয়া এই শরীরাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি কূটস্থ নিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মা হয়েন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পরাৎপর ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন। যিনি শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন; সেই স্বীয়রূপই তাঁহার পারমার্থিকরূপ। যিনি কূটস্থ নিত্য, কি প্রকার তাহার স্বীয় রূপ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইতে পারে? বরং সুবর্ণাদি পদার্থ দ্রব্যান্তর সম্পর্কে তাহাদিগের স্বরূপ অভিভূত হইলে ক্ষারপ্রক্ষেপাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয়রূপ পাইয়া থাকে, এইরূপ দিবাতে সূর্য্যপ্রকাশে নক্ষত্রগণের স্বরূপ অভিভূত থাকে এবং রজনীযোগে সেই অভিভাবকারক

ন তু তথা চৈতন্যজ্যোতিষো নিত্যস্য কেনচিদভিভবঃ সম্ভবত্যসংসর্গিত্বাৎ ব্যোম্ন ইব দৃষ্টবিরোধাচ্চ। দৃষ্টিশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ো হি জীবস্য স্বরূপং তচ্চ শরীরাদসমুত্থিতস্যাপি জীবস্য সদা নিষ্পন্নমেব দৃশ্যতে। সর্ব্বো হি জীবঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ ব্যবহারানুপপত্তিঃ। তচ্চেচ্ছরীরাৎ সমুত্থিতস্য নিষ্পদ্যেত প্রাক্‌সমুত্থানাৎ দৃষ্টো ব্যবহারো বিরুধ্যেত। অতঃ কিমাত্মকমিদং শরীরাৎ সমুত্থানং কিমাত্মিকা চ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিরিতি অত্রোচ্যতে প্রাক্ বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়-বেদনোপাধিভিরবিবিক্তমিব জীবস্য দৃষ্ট্যাদি জ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি। যথা শুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শৌক্ল্যঞ্চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেকগ্রহণাদ্রক্ত-নীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকগ্রহণাত্তু উত্তর-কালবর্ত্তী পরাচীনস্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্ল্যেন চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুচ্যতে প্রাগপি তথৈব স্যাত্তথা দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্যৈব সতো জীবস্য

সূর্য্যের বিয়োগে তাহা স্বীয়রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু চৈতন্যময় নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপের কোনরূপেও অভিভবের সম্ভব নাই, যেহেতু তিনি অসংসর্গী এবং আকাশের ন্যায় দৃষ্টি বিরোধ আছে। আর দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান এই সকলই জীবের স্বরূপ শরীর হইতে অসমুত্থিত জীবে-রই সর্ব্বদা ঐ সকল নিষ্পন্ন দেখা যায়, সকল জীবই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করে, অন্যথা জীবের ব্যবহারেরই অনুপপত্তি হয়। যদি শরীর হইতে সমুত্থিত জীবেরও দর্শনাদি নিষ্পন্ন হয় বল, তাহাহইলে শরীর হইতে সমুত্থানের পূর্ব্বে দৃষ্ট ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, শরীর হইতে সমুত্থানই বা কিরূপ এবং স্বীয়রূপে অভিনিষ্পত্তিই বা কি প্রকার? ইহাতে বক্তব্য এই যে, বিবেক জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে শরীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয় জ্ঞানোপাধিদ্বারা অবিবিক্ত দর্শনাদিই জীবের স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। যেমন স্বচ্ছতা ও শুক্লতা বিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বভাব, কিন্তু বিবেকগ্রহণের পূর্ব্বে উহা রক্ত-নীলাদি উপাধিদ্বারা অবিবিক্তের ন্যায় হয়। প্রমাণজনিত বিবেকগ্রহ হইলে উত্তরকালবর্ত্তী প্রাচীনস্ফটিক স্বচ্ছতা ও শুক্লতারূপ স্বীয়রূপে

শ্রুতিকৃতং বিবেকজ্ঞানং শরীরাৎ সমুত্থানং বিবেকবিজ্ঞানফলং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ কেবলাত্মস্বরূপাবগতিঃ। তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণৈবাত্মনোঽশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্ত্রবর্ণাৎ অশরীরং শরীরেষ্বিতি শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ববিশেষাভাবস্মরণাৎ। তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবির্ভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেকজ্ঞানাদাবির্ভূতস্বরূপ ইত্যুচ্যতে ন ত্বন্যাদৃশাবাবির্ভাবানাবির্ভাবৌ স্বরূপস্য সম্ভবতঃ স্বরূপত্বাদেব। এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃত এব জীবপরমেশ্বরয়োর্ভেদো ন বস্তুকৃতঃ ব্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ। কুতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্। যতো য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ইত্যুপদিশ্যৈতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেত্যুপদিশতি। যোঽক্ষিণি প্রসিদ্ধো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভা-

---

অভিনিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিবিবিক্ত নিত্য জীবের শ্রুতিবিহিত বিবেকজ্ঞানই শরীর হইতে সমুত্থান, অর্থাৎ যখন জীবের বিবেকজ্ঞান হয়, তখনই সে শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে এবং স্বীয়রূপে অভিনিষ্পত্তি, অর্থাৎ কেবল আত্মস্বরূপাবগতিও জীবের বিবেকজ্ঞানের ফল। এইরূপ বিবেক ও অবিবেকদ্বারাই জীবের অশরীরত্ব ও সশরীরত্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাবৎ জীব অবিবেকী থাকে, তাবৎই শরীরী এবং যখন তাহার বিবেক জন্মে, তখনই অশরীরী হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ জীবও অশরীরী হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শরীরস্থ জীব কোন কর্ম্ম করে না বা কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না। এইরূপে কারণবিশেষে জীবের সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব স্মরণ আছে; অতএব বিবেকবিজ্ঞানের অভাবে তাহার স্বরূপ আবির্ভূত হইতে পারে না এবং বিবেকজ্ঞান হইলেই স্বরূপ আবির্ভূত হইয়া থাকে। পরন্তু স্বরূপের অন্যরূপে আবির্ভাব ও অনাবির্ভাব সম্ভব নাই, এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞানজন্যই জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক জীব ও পরমাত্মার ভেদ নাই, যেহেতু উভয়েরই আকাশের ন্যায় অসঙ্গত্ব আছে। ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—যেহেতু "এই যে অক্ষিস্থপুরুষ দৃষ্ট হয়" এইরূপ উপদেশ করিয়া ইহাই

ব্যতে সোঽমৃতাভয়লক্ষণাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেৎ স্যাৎ ততোঽমৃতাভয়ব্রহ্মসামানাধিকরণ্যং ন স্যাৎ। নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মায়মক্ষিলক্ষিতো নির্দ্দিশ্যতে প্রজাপতের্ম্মৃষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাৎ। তথা দ্বিতীয়েঽপি পর্য্যায়ে য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতীতি ন প্রথমপর্য্যায়নির্দ্দিষ্টাদক্ষিপুরুষাৎ দ্রষ্টুরন্যো নির্দ্দিষ্টঃ এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুপক্রমাৎ। কিঞ্চাহমদ্য স্বপ্নে হস্তিনমদ্রাক্ষং নেদানীং তং পশ্যামীতি দৃষ্টমেব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্যাচষ্টে দ্রষ্টারন্তু তমেব প্রত্যভিজানাতি য এবাহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং স এবাহং জাগরিতং পশ্যামীতি। তথা তৃতীয়েঽপি পর্য্যায়ে নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি সুষুপ্তাবস্থায়াং বিশেষবিজ্ঞানাভাবমেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি। যত্তু তত্র বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেব ন বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায়ম্। নহি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবি-

---

অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম, এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, যিনি অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে অন্য, তাহাহইলে তাহাতে অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না এবং এই অক্ষিলক্ষিত আত্মা প্রতিচ্ছায়া, এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। আর প্রজাপতির মিথ্যাবাদিত্ব আশঙ্কা হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে "য এষ মহীয়মানশ্চরতি" ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, পরন্তু পর্য্যায়নির্দ্দিষ্ট অক্ষিগত দ্রষ্টাপুরুষ হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। আর দেখ,—নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বলিয়া থাকে যে, আমি অদ্য স্বপ্নে যে হস্তী দেখিয়াছি, তাহা এখন দেখিতেছি না, এই স্থলে যে বলিতেছে, আমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছি এবং এখন তাহা দেখিতেছি না, তাহাকেই দ্রষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। আর তৃতীয় পর্য্যায়ে উক্ত আছে যে, "আমিই সেই আত্মা" এইরূপে সম্প্রতি আত্মাকে জানিতেছি না এবং এই সকল ভূতও আত্মা নহে। ইহাতে সুষুপ্তাবস্থাতে বিজ্ঞানাত্মারই প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাতাকে প্রতিষেধ করিতেছেন না। আর যে জীব বিনাশ পায়, ইহাও বিশেষ বিজ্ঞানাভিপ্রায়,

নাশিত্বাদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদিত্যুপক্রম্য মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমিত্যাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাদ্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যাখ্যানেন সম্প্রসাদশব্দোদিতং জীবং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি ব্রহ্ম স্বরূপাপন্নং দর্শয়ন্ ন পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽমৃতাভয়স্বরূপাদন্যং জীবং দর্শয়তি। কেচিত্তু পরমাত্মবিবক্ষায়াম্ এতন্ত্বেব তে ইতি জীবাকর্ষণমন্যায্যং মন্যমানা এতমেব বাক্যোপক্রমসূচিতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানং তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি কল্পয়ন্তি তেষামেতমিতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনামশ্রুতির্বিপ্রকৃষ্যেত ভূয়ঃ শ্রুতিশ্চোপরুধ্যেত পর্য্যায়ান্তরাভিহিতস্য পর্য্যায়ান্তরেণানভিধীয়মানত্বাৎ এতন্ত্বেব তে ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থাৎ পর্য্যায়াদন্যমন্যং ব্যাচক্ষাণস্য প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত তস্মাদ্যদবিদ্যা-

---

কিন্তু বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায় নহে। পরন্তু বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিপরিলোপ হয় না, যেহেতু তাহার বিনাশ নাই, এইরূপ শ্রুত্যন্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ পর্য্যায়ে "সেই আত্মাকেই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, ইহার অন্য কিছুই বলিব না" এই উপক্রমে এই শরীর মরণধর্ম্মী ইত্যাদিরূপে সবিস্তর বর্ণিত আছে যে, শরীরাদি উপাধিসম্বন্ধের বিনাশ সম্প্রসাদোদ্দিত জীবকে স্বীয়রূপে অভিনিষ্পাদিত করে। এইরূপে জীবই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া অমৃত ও অভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন নহে, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ পরমাত্মবিবক্ষাতে "এতন্ত্বেব তে ভূয়ো অভিব্যাখ্যাস্যামি" অর্থাৎ এই জীবকেই পুনর্ব্বার তোমার নিকট ব্যাখ্যা কবিব, এইস্থলে জীবাকর্ষণ অন্যায্য, এইরূপ স্বীকারকরতঃ "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽভিব্যাখ্যামি" এই শ্রুতিতে অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণ পরমাত্মার কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের মতে "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽভিব্যাখ্যাস্যামি" এই শ্রুতিতে "এতং" শব্দদ্বারা সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনাম শ্রুতি বিপ্রকৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক শ্রুতির অনুরোধেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু এক পর্য্যায়ে অভিহিত বিষয় পর্য্যায়ান্তরে বাধ হয় না। "এতন্ত্বেব তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞা

প্রত্যুপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃভোক্তৃরাগদ্বেষাদিদোষকলুষিতমনেকানর্থযোগি তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরস্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপাদ্যতে। সর্পাদিবিলয়নেনেব রজ্জ্বাদীন্। অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্যন্তে। অস্মদীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্ব্বেষামাত্মৈকত্বসম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানাং প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারব্ধমেক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে নান্যো বিজ্ঞানধাতুরস্তীতি। যত্বিদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি সূত্রকারঃ নাসম্ভবাদিত্যাদিনা তত্রায়মভিপ্রায়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-সত্যস্বভাবে কূটস্থনিত্য একস্মিন্নসঙ্গেহরূপে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোম্নীব তলমলাদিপরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরবাক্যৈর্ন্যায়োপেতৈর্দ্বৈত

করিয়া চতুর্থপর্য্যায়ের পূর্ব্বেই অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী প্রজাপতির প্রতারকত্ব প্রসঙ্গ হয়। অতএব জানা যায় যে, জীবের রূপ মায়াপরিকল্পিত অপারমার্থিক এবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদিদ্বারা দূষিত। ইহাই অনেক অনর্থের উপযোগী, ইহার বিলয় হইলেই তদ্বিপরীত অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণই পারমেশ্বররূপ, বিদ্যাদ্বারাই সেইরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে যখন সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তখনই রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ কর্তৃত্বাদি ভ্রান্তির নিবৃত্তিতে পারমেশ্বররূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর বাদীরা বলেন যে, জীবের স্বরূপই পারমার্থিক। আমাদিগের পক্ষীয় কোন কোন বাদীরা বলেন, সকলই একাত্মৈকত্ব সম্যকদর্শন প্রতিপক্ষভূত, ইহাদিগের প্রতিষেধার্থই উক্তরূপ শরীরারম্ভ হইয়াছে। পরমেশ্বর কূটস্থ নিত্য ও বিজ্ঞানময়, কেবল মায়াদ্বারাই অনেক প্রকার হন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বিজ্ঞানময় নহে। আর যে সূত্রকার "নো সম্ভবাৎ" এই সূত্রে পরমেশ্বরবাক্যে যে জীব আশঙ্কা করিয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, কূটস্থ এক অসঙ্গ পরমাত্মাতে সেই জীবরূপের বৈপরীত্য আছে। যেমন আকাশে তলমলাদি কল্পিত

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

বাদপ্রতিষেধৈশ্চাপনেষ্যামীতি পরমাত্মনো জীবাদন্যত্বং দ্রঢ়য়তি জীবস্য তু ন পরস্মাদন্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতি কিন্ত্বনুবদত্যেবাবিদ্যাকল্পিতং লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্। এবং হি স্বাভাবিককর্তৃত্বভোক্তৃত্বানুবাদেন প্রবৃত্তাঃ কর্ম্মবিধয়ো ন বিরুধ্যন্ত ইতি মন্যতে প্রতিপাদ্যন্তু শাস্ত্রার্থমাত্মৈকত্বমেব দর্শয়তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববদিত্যাদিনা বর্ণিতশ্চাস্মাভির্ব্বিদ্বদবিদ্বদ্ভেদেন কর্ম্মবিধিবিরোধপরিহারঃ। ১৯।

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শো দর্শিতঃ অথ য এষ সম্প্রসাদ ইত্যাদিঃ স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাসনোপদেশো ন প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং প্রাপ্নোতীত্যত আহ অন্যার্থঃ। অয়ং জীবপরামর্শো ন জীবস্বরূপপর্য্যবসায়ী কিন্তু হি পরমেশ্বরস্বরূপপর্য্যবসায়ী কথং সম্প্রসাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরা-

---

হয়, সেইরূপ আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপর ন্যায়োপেত দ্বৈতবাদ প্রতিষেধ বাক্যে অপনয়ন করিব, এইরূপে জীবের পরমাত্মভিন্নত্ব দৃঢ়ীভূত হইতেছে, পরন্তু জীবের পরমাত্মভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু জীবভেদ অবিদ্যাকল্পিত লোকপ্রসিদ্ধ অনুবাদমাত্র। এইরূপ স্বাভাবিক কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব অনুবাদে প্রবৃত্ত কর্ম্মবিধির বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই স্বীকার করা যায়; অতএব কর্ম্মবিধির পরিহার হইল ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিবাক্যে জীবানুবাদদ্বারা ব্রহ্মেতেই অপহতপাপ্মত্বাদি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু জীবেতে উহার সম্ভব নাই; সুতরাং জীব হৃদয়াকাশ নহে, তবে জীবপরামর্শের সার্থকতা কোথায় থাকে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, উক্ত পরামর্শ অন্যার্থক। "অথ স এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পূর্ব্বে যে জীবপরামর্শ দর্শিত আছে, তাহা পরমেশ্বরে ব্যাখ্যা করিলে জীবোপাপাসনার উপদেশ এবং প্রকৃত বিশেষোপদেশ হয় না, এইরূপ অনর্থ ঘটে, অতএব উক্ত পরামর্শ অন্যার্থ, অর্থাৎ উক্ত জীবপরামর্শ জীবস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী, তবে

অল্পশ্রুতিরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

ধ্যক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানির্ম্মিতাংশ্চ স্বপ্নান্নাড়ীচরোঽনুভূয় হ্যন্তঃশরণং প্রেপ্সুরুভয়রূপাদপি শরীরাভিমানাৎ সমুত্থায় সুষুপ্তাবস্থায়াং পরং জ্যোতিরাকাশশব্দিতং পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্বং পরিত্যজ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যতে যদস্যোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ যেন স্বেন রূপেণায়মভিনিস্পদ্যতে স এষ আত্মাপহতপাপ্মত্বাদিগুণ উপাস্য ইত্যেবমর্থোঽয়ং জীবপরামর্শঃ পরমেশ্বরবাদিনোঽপ্যুপপদ্যতে। ২০ ॥

যদপ্যুক্তং দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যাকাশস্যাল্পত্বং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যতে জীবস্য ত্বারাগ্রোপমিতস্যাল্পত্বমবকল্পত ইতি তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। উক্তো হ্যস্য পরিহারঃ পরমেশ্বরস্যাপেক্ষিকমল্পত্বমবকল্পত ইত্যর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চেত্যত্র স এব পরিহারোঽনুসন্ধাতব্য ইতি সূচয়তি। শ্রুত্যৈব চেদমল্পত্বং প্রত্যুক্তং

কিরূপে সম্প্রসাদশব্দোক্ত জীব জাগরিত ব্যবহারে দেহ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্জরাদির অধ্যক্ষ হইয়া তদ্বাসনানির্ম্মিত স্বপ্ন সকল অনুভবকরত অন্তঃকরণ প্রেপ্সু হইয়া উভয়রূপ শরীরাভিমান হইতে উত্থানপূর্ব্বক সুষুপ্তাবস্থাতে আকাশ শব্দবাচ্য পরং জ্যোতিঃস্বরূপ পরং ব্রহ্মলাভ করিয়া বিশেষ বিজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়রূপে অভিনিস্পন্ন হয়। জীব যেরূপে অভিনিস্পন্ন হয়, অর্থাৎ যে পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাই পাপরাহিত্যাদি গুণসম্পন্ন এবং তিনিই উপাস্য, এইরূপ অর্থেই জীব পরামর্শ হয়, ইহাই পরমেশ্বরবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। ২০ ॥

আর যে উক্ত হইয়াছে, "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ" ইত্যাদিরূপে আকাশের অল্পত্ব শ্রূয়মাণ আছে, তাহা পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় না। চক্রের অর্গলোপমিত জীবেরও অল্পত্ব অবকল্পিত হয়, ইহার পরিহারে বলিতেছেন, বাস্তবিক ঐ পরিহার উক্ত আছে, পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব অবকল্পিত হয়, ইত্যাদিরূপে ব্যপদেশ আছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" এই সূত্রে সেই পরিহারানুসন্ধান

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

প্রসিদ্ধেনাকাশেনোপমিমানয়া যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি ॥ ২১ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি সমামনন্তি। তত্র যং ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য চ ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি স কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিদ্ভুত প্রাজ্ঞ আত্মেতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুরিতি তাবৎপ্রাপ্তং কুতঃ তেজোধাতুনামেব সূর্য্যাদীনাং ভানপ্রতিষেধাৎ। তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবকে এব সূর্য্যে ভাসমানেঽহনি ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধং তথা সহ সূর্য্যেণ সর্ব্বমিদং চন্দ্রতারকাদি যস্মিন্ন ভাসতে সোঽপি তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে। অনু-

---

কর্ত্তব্য, ইহাই সূত্রে প্রকাশ করিতেছেন, শ্রুতিতেই এই অর্থ পরিষ্কৃত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ আকাশোপমানদ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ যাবৎপরিমাণক, অন্তর্হৃদয়াকাশও তাবৎ পরিমাণক, এইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

শ্রুতিতে কথিত আছে যে, সেই পরমেশ্বরের নিকট সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা ইহারা প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ বিস্ফূরিত হয় না, অগ্নি তাঁহার নিকটে কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে? তাঁহারই প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারই আভাতে এই জগৎ আভাবিশিষ্ট হইতেছে। এই স্থলে যাঁহার আভাতে বিশ্ব আভাম্বিত হয় এবং যাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কি তেজোধাতুস্বরূপ, অথবা প্রজ্ঞাত্মা? এই সংশয়ে যদি বলি, তিনি তেজোধাতুস্বরূপেই প্রাপ্ত হইতেছেন, যেহেতু তেজোধাতুরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশ প্রতিষেধ হয়। চন্দ্রতারকাদি সকলই তেজঃস্বভাব এবং তেজঃস্বভাব সূর্য্য প্রকাশমান হইলেই সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কেবল দেবতাতে কোন বস্তুই প্রকাশ পায় না, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাদি তাঁহার নিকট

ভানমপি তেজঃস্বভাবক এবোপপদ্যতে সমানস্বভাবকেষ্বনুকারদর্শনাৎ গচ্ছন্তমনুগচ্ছতীতি বৎ তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রাজ্ঞ এবায়মাত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ অনুকৃতেঃ অনুকরণমনুকৃতিঃ যদেতত্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বমিত্যনুমানং তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহেঽবকল্পতে। ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি ন তু তেজোধাতুং কঞ্চিৎ সূর্য্যাদয়োঽনুভান্তীতি প্রসিদ্ধম্। সমত্বাচ্চ তেজোধাতূনাং সূর্য্যাদীনাং ন তেজোধাতুমন্যং প্রত্যপেক্ষাস্তি যং ভান্তমনুভায়ুঃ। ন হি প্রদীপঃ প্রদীপান্তরমনুভাতি। যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেষ্বনুকারো দৃশ্যত ইতি নায়মেকান্তো নিয়মোঽস্তি ভিন্নস্বভাবকেষ্বপি হ্যনুকারো দৃশ্যতে যথা সুতপ্তোঽয়ঃপিণ্ডোঽগ্ন্যনুকৃতিরগ্নিং দহন্তমনুদহতি ভৌমং বা রজো বায়ুং বহন্তমনু-

---

প্রকাশ পায় না, তিনিও তেজঃস্বভাব, ইহাই জানা যায়, আর অনুপ্রকাশও তেজঃস্বভাবক বলিয়া উপপন্ন হয়, যেহেতু সমানস্বভাবেই অনুকরণ দর্শন হইয়া থাকে। যেমন "গমনকারীর অনুগমন করে" এইস্থলে গন্তা ও অনুগন্তা উভয়ই সমানস্বভাব, সেইরূপ প্রকাশক ও অনুপ্রকাশক এই উভয়ই তুল্যস্বভাব, অতএব যাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়, তিনি কোন তেজোধাতুস্বরূপ, এইরূপ হইলে ইহাই বলা যায় যে, যাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়, ইনি প্রাজ্ঞ আত্মা। যেহেতু তাঁহারই অনুকরণে এই জগৎ হইয়াছে, এইস্থলে প্রাজ্ঞ আত্মার পরিগ্রহেই "তাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়" এইরূপ কল্পনা হইতে পারে। "যিনি তেজঃস্বরূপ, তিনি সত্যসঙ্কল্প" এইরূপে প্রাজ্ঞ আত্মাকেই বর্ণন করা যায় "কোন তেজোধাতুরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়" এইরূপ প্রসিদ্ধি নাই। যেহেতু সূর্য্যাদি সকল তেজোধাতুই সমান, পরন্তু অন্য এমন কোন তেজোধাতু নাই যে, তাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হইতে পারে, কখনও এক প্রদীপ প্রদীপান্তরের প্রকাশে প্রকাশ হয় না। আর উক্ত আছে যে, সমানস্বভাব পদার্থে অনুকরণ দৃষ্ট হয়, ইহা নিশ্চিত নিয়ম নহে, যেহেতু ভিন্নস্বভাব পদার্থেরও অনুকরণ দৃষ্ট আছে। প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডও দহনকারী অগ্নির অনুকরণ করে, অর্থাৎ দহন করিয়া থাকে

বহতীতি। অনুকৃতেরিত্যনুভানমনুসূচৎ তস্য চেতি চতুর্থপাদমস্য শ্লোকস্য সূচয়তি। তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি চ তদ্ধেতুকং ভানং সূর্য্যাদেরুচ্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতমিতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি। তেজোঽন্তরেণ তু সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ তেজোঽন্তরেণ তেজোঽন্তরস্য প্রতিঘাতাৎ। অথ বা ন সূর্য্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং তদ্ধেতুকং বিভানমুচ্যতে কিং তর্হি সর্ব্বমিদমিত্যবিশেষশ্রুতেঃ সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাভিব্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি চ তত্র শব্দমাহরন্ প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি প্রকৃতঞ্চ ব্রহ্ম যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতমিত্যাদিনা। অনন্তরঞ্চ হিরণ্ময়ে পরে

এবং পার্থিব রেণুসমূহও বহনকারী বায়ুর অনুকরণ করে, ইত্যাদি স্থলে বিভিন্ন স্বভাবপদার্থেরও অনুকরণ দেখা যায়। বাস্তবিক অনুকরণশব্দে অনুপ্রকাশই সূচিত হইয়া থাকে। "তাঁহার আভাতে সকল আভাষিত হয়" এই স্থলে সূর্য্যাদির আভাও পরমাত্মজ্যোতির্জন্য; সুতরাং প্রাজ্ঞ আত্মাকেই জানা যাইতেছে। "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতমিতি" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রাজ্ঞ আত্মাকে নিরূপণ করিতেছে। আর অন্য কোন তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যাদির তেজঃপ্রকাশ পায়, ইহা অপ্রসিদ্ধ এবং বিরুদ্ধ, যেহেতু অন্য তেজে অপর তেজকে প্রতিঘাত করে, অথবা সূর্য্যাদির তেজঃ যে, পরমাত্মতেজোজন্য ইহা বলা যায় না, কিন্তু শ্রুতিতে এই সকলই অবিশেষ বলিয়া কথিত আছে। পরন্তু নাম, রূপ, ক্রিয়া, কারকপ্রভৃতির যে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মজ্যোতিঃ, উহা সত্তানিমিত্তক। যেমন সূর্য্যের জ্যোতিঃ সত্তানিমিত্তক, সেইরূপ এই সকলের জ্যোতিও সত্তানিমিত্তক বলিয়া জানিবে। "তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না" এই শ্রুতি তৎশব্দ আহরণকরত প্রকৃতগ্রহণ প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সেই স্থলে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। "যাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি বিদ্যমান আছে" এই শ্রুতিই উহার

কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্ম-বিদো বিদুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং ন যত্র সূর্য্যো ভাতীতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজো-ধাত্বাবেবাস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রানুভানং স এব তেজোধাতুরন্যো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-ত্বাৎ যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ॥ ২২ ।

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিষ্কল ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। যদি তিনি জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাত্মতেজ সূর্য্যাদিতেজের প্রকা-শক নহে, ইহাতে এই কল্পনা করা যায় যে, সূর্য্য যেমন ইতর জ্যোতিষ্ক-গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে; অতএব ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অন্য তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে। আর ব্রহ্মেতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিষেধ কল্পনা করা যায়, যেহেতু যে সকল উপলাভ করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অন্য জ্যোতিদ্বারা উপলাভ করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি যাবতীয় তেজস্বপদার্থই ব্রহ্মতেজদ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। আর ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব্ব-প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ইতি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রূয়তে তথা অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোঽয়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে স কিং বিজ্ঞানাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাদ্বিজ্ঞানাত্মেতি তাবৎপ্রাপ্তম্। ন হ্যনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

---

এই জগৎ প্রাজ্ঞ আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রাজ্ঞ আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। আর উক্ত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্ধূমজ্যোতির্ম্ময়, তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের ঈশ্বর এবং তিনি সকলের আদ্য। এই যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা? কিম্বা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয় হইতেছে। এই স্থলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ ও বিস্তার অনন্ত; সুতরাং তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে

কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্ম-বিদো বিদুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং ন যত্র সূর্য্যো ভাতীতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজো-ধাত্বাবেবান্যস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রানুভানং স এব তেজোধাতুরন্যো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পতে যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতি-ষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ-ত্বাৎ যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ॥ ২২॥

হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণ বলেন, হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ, নিষ্কল ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুভ্র ও জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। যদি তিনি জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, এইরূপ কথা উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উক্ত হইয়াছে, এক তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অপর তেজ প্রকাশ পাইতে পারে না বলিয়া পরমাত্মতেজ সূর্য্যাদিতেজের প্রকা-শক নহে, ইহাতে এই কল্পনা করা যায় যে, সূর্য্য যেমন ইতর জ্যোতিষ্ক-গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে; অতএব ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অন্য তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে। আর ব্রহ্মেতে অপরাপরের প্রকাশ প্রতিষেধ কল্পনা করা যায়, যেহেতু যে সকল উপলাভ করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রহ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অন্য জ্যোতিদ্বারা উপলাভ করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি যাবতীয় তেজস্পদার্থই ব্রহ্মতেজদ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। আর ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মকে অপর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে শ্রুতিতে ব্রহ্মই সর্ব্ব-প্রকাশক বলিয়া উক্ত আছেন॥ ২২॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অপি চেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ইতি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ইতি চ॥ ২৩॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রূয়তে তথা অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোঽয়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে স কিং বিজ্ঞানাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাদ্বিজ্ঞানাত্মেতি তাবৎপ্রাপ্তম্। ন হ্যনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ-

---

এই জগৎ প্রাজ্ঞ আত্মারই স্বরূপ, ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, পরমাত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে এবং এই যে চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা আমার তেজ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রাজ্ঞ আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না॥ ২৩।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। আর উক্ত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্ধূমজ্যোতির্ম্ময়, তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের ঈশ্বর এবং তিনি সকলের আদ্য। এই যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাত্মা? কিম্বা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয় হইতেছে। এই স্থলে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এই পরিমাণোপদেশহেতু বিজ্ঞানাত্মাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার দৈর্ঘ ও বিস্তার অনন্ত; সুতরাং তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

দিশ্যতে। বিজ্ঞানাত্মনস্তূপাধিমত্ত্বাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পনয়াঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং স্মৃতেশ্চ—"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশঙ্গতম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥" ইতি। নহি পরমেশ্বরো বলাদ্যমেন নিষ্ক্রষ্টুং শক্যঃ তেন তত্র সংসার্য্যঙ্গুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ স এবেহাপীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ শব্দাৎ ঈশানো ভূতভব্যস্যেতি। ন হ্যন্যঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশমীশিতা এতদ্বৈতদিতি চ। প্রকৃতং পৃষ্টমিহানুসন্ধধাতি এতদ্বৈতৎ যৎপৃষ্টং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। পৃষ্টঞ্চেহ ব্রহ্ম "অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ" ইতি। শব্দাদেবেতি অভিধানশ্রুতেরেবেশান ইতি পরমেশ্বরোঽবগম্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৪॥

কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ব্রূমঃ।

না। বিজ্ঞানাত্মা উপাধিমান; অতএব কোন কল্পনাদ্বারা তাহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ সম্ভব হয়। স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শরীরে পাশবদ্ধ হইয়া বশীভূত আছেন, যম বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করে।" যম কখনও বলপ্রয়োগদ্বারা পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিতে পারে না, অতএব সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সংসারী, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণবিশিষ্ট পুরুষ হইতেছেন। যেহেতু তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশ্বর, এইরূপ শব্দশ্রুতি আছে। পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই ভূতভব্য পদার্থের নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে পারে না। আর "এতদ্বৈতৎ" অর্থাৎ উক্ত ঈশ্বরই তোমার পৃষ্ট, ইত্যাদিশ্রুতিও পরমাত্মবিষয়ক। বাস্তবিক "অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাচ্চ যত্তপশ্যসি তদ্বদ" ইত্যাদি শব্দপ্রমাণে পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়া জানা যাইতেছে॥ ২৪।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এইরূপ

সর্ব্বগতস্যাপি পরমাত্মনো হৃদয়েঽবস্থানমপেক্ষ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমিদমুচ্যতে আকাশস্যেব বংশপর্ব্বাপেক্ষমরত্নিমাত্রত্বম্। ন হ্যঞ্জসাতিমাত্রস্যৈব পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্হতি ঈশানশব্দাদিভ্য ইত্যুক্তম্। নন্বু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাত্তদপেক্ষমপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে মনুষ্যাধিকারত্বাদিতি। শাস্ত্রং হ্যবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যানেবাধিকরোতি শক্তত্বাদর্থিত্বাদপর্য্যুদস্তত্বাদুপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্চেতি। বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে মনুষ্যাণাঞ্চ নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ ঔচিত্যেন নিয়তপরিমাণমেব চৈষামঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ম্। অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য মনুষ্যহৃদয়াবস্থানাপেক্ষমঙ্গুষ্ঠ-

---

আশঙ্কা হইতেছে যে, যিনি সর্ব্বগত পরমাত্মা, তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সর্ব্বগত পরমাত্মার হৃদয়ে অবস্থানাপেক্ষায় তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা যায়। যেমন অনন্ত আকাশকে ঘটাবস্থানহেতু ঘটাকাশ বলা যায়, সেইরূপ হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা যাইতে পারে। যেমন একখণ্ড বংশ লইয়া এক অরত্নি (এক হস্তের কিঞ্চিৎ ন্যূন) পরিমাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ হয়। বাস্তবিক অতিমাত্র পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন হয় না এবং পরমাত্মার অন্য কাহাকেও এইস্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ঈশান শব্দাদি দ্বারা পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, পরমাত্মা প্রতিব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন না, তবে "হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ" ইহা উপপন্ন হইতে পারে না, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র সকল অবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে মনুষ্যগণেরই অধিকার হয়, যেহেতু শাস্ত্রার্থ প্রতিপালনে মনুষ্যেরই শক্তি আছে, মনুষ্যই তাহার অর্থী, ও মনুষ্যই শাস্ত্রার্থে অপর্য্যুদস্ত। অধিকারলক্ষণে ইহা বিশেষ বিবৃত হইয়াছে, মনুষ্যের নিয়ত পরিমাণই শরীর, ইহাদিগের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র, ইহাই উচিত পরিমাণ, অতএব শাস্ত্রে মনুষ্যাধিকারিত্ব প্রযুক্ত মনুষ্য হৃদয়াবস্থানাপেক্ষ পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

মাত্রত্বমুপপন্নং পরমাত্মনঃ। যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ সংসার্য্যেবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ প্রত্যেতব্য ইতি তৎ প্রত্যুচ্যতে স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদিবৎ সংসারিণ এব সতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রস্ত ব্রহ্মত্বমিদমুপদিশ্যত ইতি। দ্বিরূপা হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃত্তিঃ ক্বচিৎ পরমাত্মস্বরূপনিরূপণপরা ক্বচিদ্বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপরা। তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বমুপদিশ্যতে নাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং কস্যচিৎ। এতমেবার্থং পরেণ স্পষ্টীকরিষ্যতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষা মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্যেত্যুক্তং তৎপ্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে। বাঢ়ং মনুষ্যানধিকরোতি শাস্ত্রং ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোঽস্তি তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদ্যে দেবাদয়স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে কস্মাৎ সম্ভবাৎ।

হইল। আর যে উক্ত হইয়াছে, পরিমাণোপদেশবশত এবং স্মৃতিপ্রমাণ হেতু সংসারী আত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়া জানা যাইতেছে, ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে, সেই আত্মার "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মত্ব উপদিষ্ট হয়। বাস্তবিক বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, অর্থাৎ বেদান্তের কোন অংশে পরমাত্মস্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে, কোন অংশে বিজ্ঞানাত্মার পরমাত্মৈকত্ব উপদেশ আছে, অতএব এ স্থলে বিজ্ঞানাত্মারই পরমাত্মরূপে একত্ব উপদিষ্ট হয়, কাহারও অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, এই বিষয় পরে বিশেষ রূপে স্পষ্ট করিবেন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রের মনুষ্যাধিকারপ্রযুক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র শ্রুতি হৃদয়াবস্থান অপেক্ষা করে, তাহার প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে, শাস্ত্র যে মনুষ্যদিগকে অধিকার করে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান

সম্ভবতি হি তেষামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিত্বং তাবন্মোক্ষবিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্। তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি মন্ত্রার্থাবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ। ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধোঽস্তি ন চোপনয়নাদিশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্ত্তিতঃ। উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ তেষাঞ্চ স্বয়ং প্রতিভাতবেদত্বাৎ অপি চৈষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি দর্শয়তি একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত্যাদি। যদপি কর্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ ন ঋষীণামার্ষেয়ান্তরাভাবাদিতি ন তদ্বিদ্যাস্বস্তি। ন হীন্দ্রাদীনাং বিদ্যাস্বধিক্রিয়মাণানামিন্দ্রাদ্যুদ্দেশেন কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি ন চ ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদি-

---

হইলে উক্ত নিয়ম থাকে না, বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, সেই মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ যে দেবাদি তাহাদিগকেও শাস্ত্র অধিকার করে। যেহেতু দেবাদিরও অর্থিত্বাদি অধিকারকারণ আছে। এই স্থলে মোক্ষই প্রার্থনীয়, তাহা দেবাদিরও সম্ভব আছে। বিকারবিষয় ঐশ্বর্য্যের অনিত্যত্ব পর্য্যালোচনাদ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে। আর মন্ত্রার্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ ও লোক প্রসিদ্ধিহেতু দেবগণের শরীরবত্তাবগমপ্রযুক্ত দেবগণেরও সামর্থ্য আছে এবং তাহাদিগের কোন প্রতিষেধ নাই। আর উপনয়নশাস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের অধিকারনিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু বেদাধ্যয়নই উপনয়নের প্রয়োজন, কিন্তু দেবগণের বেদজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ জানা যায়, পরন্তু বিদ্যাগ্রহণার্থেই দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য দর্শন আছে, অর্থাৎ ইন্দ্র একশত বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন এবং বরুণতনয় ভৃগু আপন পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন, ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য উক্ত আছে। আর যে অনধিকারকারণ উক্ত আছে, তাহাও দেবতাদিগের কারণ, দেবতার অন্যদেবতা নাই এবং ঋষিগণের অন্য ঋষি নাই, আর বিদ্যাতেও তাহা কিছুই নাই, বিদ্যাতে অধিকারী ইন্দ্রাদির উদ্দেশে

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

সগোত্রতয়া তস্মাদ্দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বার্য্যতে। দেবাদ্যধিকারেঽপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বাঙ্গুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরুধ্যতে ॥ ২৬ ॥

স্যাদেতৎ যদি বিগ্রহবত্ত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাস্বধিকারো বর্ণ্যেত বিগ্রহবত্ত্বাৎ ঋত্বিগাদিবৎ ইন্দ্রাদীনামপি স্বরূপসন্নিধানেন কর্ম্মাঙ্গভাবোঽভ্যুপগম্যেত তদা চ বিরোধঃ কর্ম্মণি স্যাৎ ন হীন্দ্রাদীনাং স্বরূপসন্নিধানেন যাগেঽঙ্গভাবো দৃশ্যতে ন চ সম্ভবতি। বহুষু যোগেষু যুগপদেকস্যেন্দ্রস্য স্বরূপসন্নিধানানুপপত্তেরিতি চেৎ নায়মস্তিবিরোধঃ কস্মাদনেকপ্রতিপত্তেঃ। একস্যাপি দেবতাত্মনো যুগপদনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি। কথমেতদবগম্যতে দর্শনাৎ। তথা হি কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি নিরুচ্য কতমে তে ইত্যস্যাং পৃচ্ছায়াং মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি ব্রুবতী শ্রুতি-

---

কোন কার্য্যই নাই এবং ভৃগুপ্রভৃতির ভৃগুপ্রভৃতি সগোত্রতাহেতু কোন কার্য্য হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রাদির বিদ্যাধিকারকে কে বারণ করিতে পারে; সুতরাং দেবাদির অধিকারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শ্রুতি আঙ্গুষ্ঠাপেক্ষায় বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২৬ ॥

যদি শরীরবত্তাদি স্বীকার করিয়া দেবাদির শরীরবত্তাহেতু বিদ্যাতে অধিকার বর্ণিত হইল এবং ঋত্বিগাদির ন্যায় ইন্দ্রাদিরও স্বরূপসন্নিধানহেতু কর্ম্মাঙ্গভাব স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে কর্ম্মেতে বিরোধ ঘটিয়া উঠে, ইন্দ্রাদির স্বরূপ সন্নিধানহেতু যাগের অঙ্গ বলিয়া দৃষ্ট হয়, ইহা সম্ভব হয় না, বহুযাগেতে একদা এক ইন্দ্রের স্বরূপ সন্নিধান অসম্ভব হইতেছে; সুতরাং বিরোধ হয়, ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে বিরোধ হয় না। যেহেতু অনেক প্রতিপত্তি আছে, অর্থাৎ এক দেবতারও একদা অনেক স্বরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব দেখা যায়। দেবতার সংখ্যা কত? এই উপক্রমে শ্রুতিতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা বলিয়া এক দেবতার একদা অনেকস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অন্য শ্রুতিও দেবতার অনেক রূপতা

রেকৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা ত্রয়স্ত্রিংশত্তোঽপি ষড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈকরূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তস্যৈবৈকস্য প্রাণস্য যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা স্মৃতিরপি—"আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ। কুর্য্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ম্মহীঞ্চরেৎ॥ প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রন্তপশ্চরেৎ। সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥" ইত্যেবং জাতীয়িকা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামপি যুগপদনেকশরীরযোগং দর্শয়তিকিমু বক্তব্যমাজানসিদ্ধানাং দেবানাম্। অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাচ্চৈকৈকা দেবতা বহুভী রূপৈরাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যোগেষু যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি পরৈশ্চ ন দৃশ্যতেঽন্তর্ধানাদিশক্তিযোগাদিত্যুপপদ্যতে। অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ইত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা। বিগ্রহবতামপি কর্ম্মাঙ্গভাবচোদনাস্বনেকা প্রতিপত্তির্দৃশ্যতে। কচি-

---

প্রদর্শন করিয়া একদা এক প্রাণের অনেক রূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগীরা আত্মাকে বহু সহস্ররূপ করিতে পারেন এবং তাঁহারা যথোচিত বল পাইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বিষয়ী হয়, কেহ বা উগ্রতপস্যা করে, পুনর্ব্বার সেই সকল সংক্ষেপ করিয়া থাকে। সূর্য্য যেমন রশ্মিসকল বিস্তৃত করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, সেইরূপ যোগীরা আত্মাকে বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইত্যাদিরূপে যোগীরা যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইয়া একদা অনেক শরীরযোগ করেন, তাহা দর্শিত আছে। যোগীরাও যখন এইরূপে একদা বহু শরীরযোগ করিতে পারেন, তখন সিদ্ধ দেবগণের উক্ত বিষয়ে সংশয় কি? অতএব দেবতাদিগের অনেক রূপ প্রতিপত্তি সম্ভবহেতু এক এক দেবতাও বহুরূপে আত্মাকে বিভাগ করিয়া একদা বহু যাগের অঙ্গীভূত হইতে পারেন। তাহাদিগের অন্তর্ধানশক্তিযোগ আছে বলিয়া অপরে ইহা দেখিতে পায় না, অথবা শরীরধারী দেবতাদিগের কর্ম্মাঙ্গভাববিষয়ে অনেক প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। কোন এক শরীরবান্ একদা অনেক ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে পারে না। যেমন একদা

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

দেকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি যথা বহুভির্ভোজয়দ্ভির্নৈকো ব্রাহ্মণো যুগপদ্ভোজ্যতে। কচিচ্চৈকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি। যথা বহুভির্নমস্কুর্ব্বাণৈরেকো ব্রাহ্মণোযুগপন্নমস্ক্রিয়তে তদ্বদিহোদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্বাদ্‌যাগস্য বিগ্রহবতীমপ্যেকাং দেবতামুদ্দিশ্য বহবঃ স্বং স্বং দ্রব্যং যুগপৎপরিত্যক্ষ্যন্তীতি বিগ্রহবত্ত্বেঽপি দেবানাং ন কিঞ্চিৎকর্ম্মণি বিরুধ্যতে ॥ ২৭ ॥

মা নাম বিগ্রহবত্ত্বে দেবাদীনামভ্যুপগম্যমানে কর্ম্মণি কচিদ্বিরোধঃ প্রাসঞ্জি শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত কথং ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্যানপেক্ষত্বাদিতি বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্। ইদানীন্তু বিগ্রহবতী দেবতাভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্‌যুগপদনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত তথাপি বিগ্রহযোগাদস্মদাদিবজ্জননমরণবতী সেতি

অনেকে ভোজন করাইলে এক ব্যক্তি তাহা একদা ভোজন করিতে পারে না, সেইরূপ এক শরীরবান্ ব্যক্তি কখনও একদা অনেক যাগের অঙ্গ হইতে পারে না। বাস্তবিক যেমন একদাই একজনকে অনেকে নমস্কার করিলে সেই এক ব্যক্তি একদা অনেকের নমস্য হইতে পারে, সেইরূপ এইস্থলেও অবিরোধ হয়, অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া দ্রব্য পরিত্যাগ করিলেই যাগ হয়; সুতরাং শরীরবান্ এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া অনেকেই আপন আপন অভিলষিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারে, অতএব দেবগণের শরীরসত্ত্বেও কর্ম্মেতে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭ ॥

দেবতাদিগের শরীরবত্তা স্বীকার করিলেও কর্ম্মেতে কোন বিরোধ হয় না বরং শব্দেতেই বিরোধপ্রসঙ্গ হয়, তবে কিরূপে অর্থের সহিত শব্দের ঔৎপত্তিক সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া অনপেক্ষত্বহেতু বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইল, এইক্ষণ দেবতারা শরীরবান্ ইহাই স্বীকার করা যায় এবং তাঁহারা যদি ঐশ্বর্য্যযোগহেতু একদা অনেক কর্ম্মসম্বন্ধী দেবতা যজ্ঞীয়হবিঃ ভোজন করেন বটে, তথাপি শরীরযোগহেতু অস্মদাদির ন্যায় তাঁহারাও

নিত্যস্য শব্দস্যানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রতীয়মানে যদ্বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং তস্য বিরোধঃ স্যাদিতি চেন্নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ কস্মাৎ অতঃ প্রভবাৎ। অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্দেবাদিকঞ্জগৎ প্রভবতি। নন্বু জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোঽবধারিতং কথমিহ শব্দ-প্রভবত্বমুচ্যতে। অপি চ যদি নাম বৈদিকাচ্ছব্দাদস্য প্রভবোঽভ্যুপগতঃ কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ যাবতা বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বে দেবা মরুত ইত্যেতেঽর্থা অনিত্যা এবোৎপত্তিমত্বাৎ তদনিত্যত্বে চ তদ্বা-চিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্য্যতে। প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্রে উৎপন্নে যজ্ঞদত্ত ইতি তস্য নাম ক্রিয়তে ইতি। তস্মাদ্বিরোধ এব শব্দ ইতি চেন্ন গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ। নহি গবাদিব্যক্তীনামুৎপত্তিমত্বে তদাকৃতীনামপ্যুৎপত্তিমত্বং স্যাৎ দ্রব্যগুণ-কর্ম্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ। আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং

জননমরণশালী। অতএব অনিত্য অর্থের সহিত নিত্যশব্দের নিত্যসম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলেও বৈদিকশব্দের যে প্রামাণ্যস্থিত আছে, তাহার বিরোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক বিরোধ হয় না, যেহেতু এই বৈদিকশব্দ হইতেই দেবাদি জগতের সম্ভব হয়। এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি অবধারিত আছে, তবে কিরূপে জগতের শব্দপ্রভবত্ব বলা যাইতে পারে? আর যদিও বৈদিক-শব্দ হইতে জগতের প্রভব স্বীকার হইয়াছে, তবে আর কিরূপে এই বিরোধ শব্দে পরিহৃত হইতে পারে, যেহেতু বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বগণ ও মরুদ্গণ ইহারা সকলই উৎপত্তিশালিত্বপ্রযুক্ত অনিত্য এবং যদি ইহারা অনিত্য হইল, তবে তাহাদিগের বাচক বৈদিক বসুপ্রভৃতি শব্দের অনিত্যতা কে বারণ করিতে পারে? লোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, দেবদত্তের পুত্র উৎপন্ন হইলেই যজ্ঞদত্ত বলিয়া তাহার নামকরণ করা যায়, অতএব শব্দেই বিরোধ হয়, তাহা নহে, যেহেতু গবাদিশব্দের অর্থসম্বন্ধের নিত্যত্বদর্শন আছে, গবাদি ব্যক্তির উৎপত্তিশালী হইলেও তদাকৃতীর উৎপত্তিমত্তা স্বীকার করা যায় না। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম

সম্বন্ধো ন ব্যক্তিভিঃ। ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সম্বন্ধগ্রহণানুপপত্তেঃ ব্যক্তিষুৎপদ্যমানাস্বপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন গবাদিশব্দেষু কশ্চিদ্বিরোধো দৃশ্যতে। তথা দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেঽপি আকৃতিনিত্যত্বান্ন কশ্চিদ্বস্বাদিশব্দেষু বিরোধ ইতি দ্রষ্টব্যম্। আকৃতিবিশেষস্তু দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদবগন্তব্যঃ। স্থানবিশেষসম্বন্ধনিমিত্তাশ্চেন্দ্রাদিশব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ। ততশ্চ যো যস্তৎস্থানমধিতিষ্ঠতি স স ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়তে ইতি ন দোষো ভবতি। ন চেদং শব্দপ্রভবত্বং ব্রহ্মপ্রভবত্ববদুপাদানকারণত্বাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি স্থিতিবাচকাত্মনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারযোগ্যার্থব্যক্তিনিষ্পত্তিরতঃ প্রভব ইত্যুচ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং হি শ্রুতিঃ প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ প্রামাণ্যং প্রতিসাপেক্ষত্বাৎ। তে হি শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিং দর্শ-

---

ইহাদিগের ব্যক্তিই উৎপত্তিশালী আকৃতির উৎপত্তি নাই। আকৃতির সহিতই শব্দের সম্বন্ধ হয়, ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ হয় না, যেহেতু ব্যক্তি অনন্ত, অতএব তাহার সম্বন্ধগ্রহণের উৎপত্তি নাই, ব্যক্তি সকলের উৎপত্তি হইলেও আকৃতি সকলের নিত্যতাহেতু গবাদিশব্দে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না এবং দেবাদি ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করিলে আকৃতির নিত্যতাহেতু বসুপ্রভৃতি শব্দে কোন বিরোধ নাই, ইহাই দেখা যায়, দেবাদির যে আকৃতি শেষে উক্ত আছে, তাহাও মন্ত্রার্থবাদাদিহেতু শরীরবত্তাদির অবগমে জানা যায়, সেনাপত্যাদিশব্দের ন্যায় ইন্দ্রাদিশব্দও স্থান এবং সম্বন্ধবিশেষ নিমিত্ত জানিবে। যে যে সেই স্থানে, অর্থাৎ অমরাবতীতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকেই ইন্দ্র বলা যায়, অতএব কোন দোষ হইতে পারে না, যেমন উপাদানকারণাভিপ্রায়ে ব্রহ্মপ্রভবত্ব বলা যায়, শব্দপ্রভবত্ব সেইরূপ নহে, তবে কিরূপে স্থিতিবাচকরূপে নিত্যশব্দে এবং শব্দব্যবহারযোগ্য অর্থনিষ্পত্তি হয়, অতএবই "প্রভব" এই কথা বলা যায়, শব্দ হইতে জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষও অনুমানদ্বারা উক্তার্থ প্রতীয়মান হয়। প্রামাণ্যানপেক্ষপ্রযুক্ত শ্রুতিই প্রত্যক্ষ

সৃজত। এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভি-সৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ। তথাঽন্যত্রাপি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে। স্মৃতিরপি— "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" ইতি। উৎসর্গোঽপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মকো দ্রষ্টব্যঃ অনাদিনিধনায়া অন্যাদৃশস্যোৎসর্গস্যাসম্ভবাৎ। তথা— "নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥" ইতি। "সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥" ইতি চ। অপি চ চিকীর্ষিতমর্থমনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমনুতিষ্ঠতীতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ব্বভূবুঃ পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্ সসর্জ্জেতি

এবং প্রামাণ্যাপেক্ষপ্রযুক্ত স্মৃতিই অনুমান। উক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই উভয়ই শব্দপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রদর্শন করিতেছেন। "এত ইতি বৈ প্রজাপতি দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্থিরঃ পবিত্রমি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভি সৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" এবং "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে শব্দপূর্ব্বক সৃষ্টি শ্রুত আছে। স্মৃতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, ব্রহ্মা আদিতে অনাদি, অনন্ত, নিত্য, দিব্য, বেদময়ী বাক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বাক্য হইতেই সকল জগৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সৃষ্টি বাক্‌সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মক জানিবে। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, নাম, রূপ ও ভূত এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তন এই সকলই মহেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদবাক্য হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আর সকলেরই নাম, রূপ ও কর্ম্ম এই সমুদায় তিনি বেদবাক্য হইতে সৃষ্টির প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মাণ করেন। আর দেখ,—চিকীর্ষিত অর্থ অনুষ্ঠানকরত পূর্ব্বে তদ্বাচকশব্দ স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ সেই অর্থানুষ্ঠান করে, ইহা আমাদিগের সকলেরই প্রত্যক্ষ আছে

গম্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ স ভূরিতি ব্যাহরন্ স ভূমিমসৃজতেত্যেবমাদিকা ভূরাদিশব্দেভ্য এব মনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদীন্ লোকান্ প্রাদুর্ভূতান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি। কিমাত্মকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেদং শব্দপ্রভবত্বমুচ্যতে স্ফোটমিত্যাহ। বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বান্নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ। উৎপন্নপ্রধ্বংসিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যুচ্চারণমন্যথা চান্যথা চ প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হ্যদৃশ্যমানোঽপি পুরুষবিশেষোঽধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব বিশেষতো নির্ধার্য্যতে দেবদত্তোঽয়মধীতে যজ্ঞদত্তোঽয়মধীতে ইতি। নচায়ং বর্ণবিষয়োঽন্যথাত্বপ্রত্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানং বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ। ন চ বর্ণেভ্যোঽর্থাবগতির্যুক্তা ন হ্যেকৈকো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ব্যভিচারাৎ। ন চ বর্ণসমুদায়প্রত্যয়োঽস্তি ক্রমবত্ত্বাদ্বর্ণানাম্। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কার-

---

এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিরও মনেতে বৈদিকশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, পরে প্রজাপতি সেই শব্দানুযায়ী সকল পদার্থ সৃষ্টি করেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে, প্রজাপতি "ভূঃ" এই শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইরূপে প্রজাপতির মনে ভূরাদিশব্দ প্রাদুর্ভূত হইলে ভূরাদি সকল লোকের সৃষ্টি প্রদর্শিত আছে। কিরূপ শব্দ অভিপ্রায় করিয়া এই শব্দপ্রভবত্ব কথিত হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, স্ফোটশব্দই এই স্থলে অভিপ্রেত, বর্ণপক্ষে বর্ণের উৎপন্ন প্রধ্বংসিত্বপ্রযুক্ত নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, ইহা অনুপপন্ন হয়, বর্ণ সকলই উৎপন্ন ও ধ্বংসশালী, যেহেতু তাহাদিগের প্রতি উচ্চারণেই পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কোন পুরুষ অধ্যয়ন করিতেছে, এমন সময় সে অদৃশ্যমান হইলেও তাহার অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণে প্রতীয়মান হয় যে, দেবদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বাধকাভাবপ্রযুক্ত এই বর্ণবিষয়ক অন্যথাত্ব প্রত্যয় মিথ্যাজ্ঞান নহে এবং বর্ণ হইতে অর্থাবগতি হয় না, ব্যভিচারহেতু এক এক বর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষী শব্দ স্বয়ং প্রতীয়মান হইয়া ধূমাদির ন্যায় অর্থপ্রতীতি করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব

সহিতোঽন্ত্যো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যদ্ব্যুচ্যেত তন্ন সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতস্যান্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোঽন্ত্যবর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি চেন্ন সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ তস্মাৎ স্ফোট এব শব্দঃ স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজেঽন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িন্যেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেকপ্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বান্নিত্যত্বং ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নিত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফললক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি। বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননূৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং তন্ন তএবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিম্বিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্ত-

---

পূর্ব্ব বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণের প্রতীতি হয় না, যেহেতু সংস্কারের প্রত্যক্ষ নাই। আর যদি বল, কার্য্যদ্বারা অনুমিত সংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণ অর্থপ্রতীতি জন্মায়, ইহা নহে, যেহেতু সংস্কারের কার্য্য স্মরণের ক্রমবর্ত্তিত্ব আছে, অতএব স্ফোট শব্দই সকলের কারণ, সেই শব্দও এক এক বর্ণের প্রত্যয়জন্য সংস্কারের বীজভূত অন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিত পরিপাকপ্রতীতির জনক হইলে একপ্রতীতিবিষয়তাপ্রযুক্ত ঝটিতি প্রকাশ পায়। আর একত্বপ্রত্যয় বর্ণকে বিষয় করে না, কারণ বর্ণ অনেক; সুতরাং তাহাতে একত্ব প্রতীতির বিষয় নাই, তাহার উচ্চারণের প্রতি প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া তাহার নিত্যত্ব হইয়া থাকে, যেহেতু ভেদপ্রতীতি বর্ণবিষয়ক; অতএব জগতের অভিধায়ক ও নিত্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ হইতেই অভিধেয়ভূত ক্রিয়াকারকলক্ষণ এই জগৎ উৎপন্ন হয়। আর বর্ণের যে উৎপত্তি ও ধ্বংস উক্ত হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ "সেই এই বর্ণ" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়, ইহাতে যদি বল, সেই "এই কেশ" ইত্যাদি স্থলে যেমন তৎসজাতীয় কেশ, এইরূপ প্রত্য-

রেণ বাধানুপপত্তেঃ। প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ ন ব্যক্তি-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্যা অন্যা বর্ণ-ব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরং তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং স্যাৎ। নত্বেতদস্তি বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি। নমু বর্ণা অপ্যুচ্চারণ-ভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদ-প্রতীতেরিত্যুক্তম্। অত্রাভিধীয়তে সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভি-জ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যনিমিত্তোঽয়ং বর্ণ-বিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ। অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদ-বাদিনাপি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ। তাসু চ পরো-পাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্য তদ্বরং বর্ণব্যক্তিষ্বেব পরোপাধিকো

ভিজ্ঞান হয়, সেইরূপ "সেই এই বর্ণ" এই স্থলেও সাজাত্য অবলম্বন করিয়া তৎসজাতীয় বর্ণ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু প্রমাণান্তরে প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা নাই। তথাপি যদি বলি, আকৃতি নিমিত্তই প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহাও নহে, যেহেতু ব্যক্তিরও প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। যদি উচ্চারণের প্রতি গবাদি ব্যক্তির ন্যায় অন্য বর্ণ ব্যক্তির প্রতীতি হয়, তবেই আকৃতিনিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাই, উচ্চারণের প্রতি বর্ণ ব্যক্তিরই প্রত্যভি-জ্ঞান হইয়া থাকে, "গো গো" এইরূপ দুইবার উচ্চারণ করিলে গোশব্দ দুইবার উচ্চারিত হইল, ইহাই জানা যায়, কিন্তু ইহাতে দুইটি গোশব্দ হয় না। আর বর্ণ সকলই উচ্চারণভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণেই ভেদপ্রতীতি উক্ত আছে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, বর্ণবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান নিশ্চয় হইলে সংযোগ-বিভাগের ব্যঙ্গতাবশতই বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র্যনিমিত্ত বর্ণবিষ-য়ক বৈচিত্র্য হয়, উহা স্বরূপনিমিত্তক নহে। আর বর্ণব্যক্তিভেদবাদীরা প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বর্ণের আকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই সকল কল্পনাতেও পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি হয়, ইহাও স্বীকার্য্য, বাস্তবিক

ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্য বাধকঃ প্রত্যয়ো যৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেকরূপঃ স্যাৎ উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ নিরনুনাসিকশ্চ ইতি। অথবা ধ্বনিকৃতোঽয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ। কঃ পুনরিদং ধ্বনির্নাম যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি তন্নিবন্ধনাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালম্বনা উদাত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদিভেদাঃ কল্পেরন্। সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষাৎ ন তদাশ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষ্বধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতো নিরালম্বনা এবৈতে

ইহাতে গৌরব হয়, কিন্তু বর্ণ ব্যক্তিতে পরোপাধিক ভেদপ্রতীতি এবং প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ কল্পনাতে লাঘব আছে। পরন্তু এই যে প্রত্যভিজ্ঞান, তাহাই বর্ণবিষয়ক ভেদপ্রতীতির বাধক, তবে কিরূপে এককালে অনেকে উচ্চারণ করিলে একই গকার একদা অনেকরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, সানুনাসিক ও নিরনুনাসিকভেদে অনেক প্রকার উচ্চারণ হয়, অথবা এইরূপ প্রতীতিভেদ ব্যক্তিকৃত, বর্ণকৃত নহে, অতএব কোন দোষ নাই। এইক্ষণ ধ্বনি কি? এই আশঙ্কায় ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন।—যখন দূর হইতে শ্রবণ করে, তখন কর্ণবিবেক হয় না, কিন্তু যাহা কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, তাহাই ধ্বনি। নিকটস্থ হইয়া শুনিলে মন্দত্ব পটুত্বাদিভেদ কর্ণে আশক্ত হয় এবং তন্নিবন্ধনই উদাত্তাদি বিশেষ গুণ, উহা বর্ণস্বরূপনিবন্ধন নহে। যেহেতু বর্ণের প্রতি উচ্চারণেরই প্রত্যভিজ্ঞান হয়। এইরূপ হইলে উদাত্তাদি প্রতীতি সালম্বন হয়, অন্যথা প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের নির্ভেদহেতু সংযোগ বিভাগকৃত উদাত্তাদিভেদ কল্পনা করিতে হয়। সংযোগবিভাগের অপ্রত্যক্ষতাপ্রযুক্ত তদাশ্রয় কোন বিশেষ বর্ণেতে কল্পনা করা যায় না, এই

উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ। অপিচ নৈবৈতদভিনিবেষ্টব্যমুদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং ভেদো ভবেদিতি। ন হ্যন্যস্য ভেদেনান্যস্যাভিদ্যমানস্য ভেদো ভবিতুমর্হতি। নহি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে। বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনানর্থিকা। ন কল্পয়াম্যহং স্ফোটং প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি। একৈকবর্ণগ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদিতি চেৎ ন অস্যা অপি বুদ্ধের্বর্ণবিষয়ত্বাৎ একৈকবর্ণগ্রহণোত্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধির্গৌরিতি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থান্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে যতোঽস্যামপি বুদ্ধৌ গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্ত্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হ্যস্যা বুদ্ধের্গকারাদিভ্যোঽর্থান্তরং স্ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ ততো দকারাদয় ইব গকারাদয়োঽপ্যস্যা বুদ্ধের্ব্যাবর্ত্তেরন্ নতু তথাস্তি তস্মাদিয়মেকবুদ্ধির্বর্ণবিষয়ৈব স্মৃতিঃ। নম্বনেকত্বাদ্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তাং প্রতি ব্রূমঃ।

নিমিত্তই উদাত্তাদিপ্রত্যয় নিরালম্বন হয়। আর ইহাও অভিনিবেশ করা যায় না যে, উদাত্তাদিভেদে প্রত্যভিজ্ঞায়মান বর্ণের ভেদ হইতে পারে, পরন্তু অন্যের ভেদে অভিদ্যমান অপরের ভেদ হইতে পারে না এবং ব্যক্তিভেদে জাতিভেদও স্বীকার করা যায় না, বাস্তবিক বর্ণ হইতে অর্থপ্রতীতির সম্ভব আছে, এই নিমিত্ত স্ফোটকল্পনা অনর্থক। যদি বল, এক এক বর্ণগ্রহণেই বুদ্ধিতে সংস্কার জন্মে, এই নিমিত্তই ঝটিতি শব্দ প্রকাশ পায়, তাহা নহে, যেহেতু উক্তরূপ বুদ্ধিও বর্ণবিষয়ক। আর এক এক বর্ণের উত্তরকালে যে "গো" এইরূপ এক বুদ্ধি হয়, তাহাও সমস্ত বর্ণকে বিষয় করে, উহা অর্থান্তরবিষয়ক নহে। যেহেতু উক্ত বুদ্ধিও গকারাদি বর্ণের অনুবর্ত্তন করে, কিন্তু দকারাদি বর্ণের অনুবর্ত্তন করে না। যদি উক্ত বুদ্ধির গকারাদি হইতেই অর্থান্তর স্পষ্টবিষয় হয়, তবে দকারাদির ন্যায় গকারাদিও এই বুদ্ধির ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা হয় না; অতএব উক্ত স্মৃতি যেমন এক বর্ণবিষয়িণী, তেমন দ্বিবর্ণবিষয়িণীও হইতেছে। বর্ণের অনেকত্বপ্রযুক্ত একবর্ণবিষয়তা উপপন্ন হয় না, স্মৃতিতে [illegible] উহাতে বক্তব্য এই যে,

সম্ভবত্যনেকস্থাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্। পংক্তির্বনং সেনা দশশতং সহস্র-মিত্যাদিদর্শনাৎ। যা তু গৌরিত্যেকোঽয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুষেব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধনৌপচারিকো বনসেনানি বুদ্ধিবদেব। অত্রাহ যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ ততো জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তি র্ন স্যাৎ ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যবভাসন্ত ইতি। অত্র বদামঃ সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পংক্তিবুদ্ধি-মারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি তত্র বর্ণানাম-বিশেষেঽপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন বিরুধ্যতে। বৃদ্ধ-ব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যব-হারেঽপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে

অনেকেতে একত্বের ন্যায় দ্বিত্বাদিবিষয়ত্ব সম্ভব হয়, যেহেতু দশশত সেনা সহস্র সেনা ইত্যাদি দর্শন আছে। আর "গো এই একটি শব্দ" এইরূপ যে বুদ্ধি হয়, তাহাও বহু বর্ণেতে একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধন উপচার জানিবে, ইহাতে বলিতেছেন।—যদি বর্ণসমুদায় সমস্ততারূপে একত্ববুদ্ধির বিষ-য়তা প্রাপ্ত হইয়া পদ হয়, তবে জারা, রাজা, কপি, পিক, ইত্যাদি স্থলে পদবিশেষ প্রতীতি হইতে পারে না, সেই সকল বর্ণ অন্যান্য স্থানে অন্যান্যরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে আমরা বলি যে, সমস্ত বর্ণের প্রত্য-বমর্শ হইলে যেমন পিপীলিকাগণ ক্রমানুরোধে পংক্তিবুদ্ধি আরোহণ করে, সেইরূপ ক্রমানুরোধেই বর্ণসকল পদবুদ্ধি আশ্রয় করে। ইহাতে বর্ণসকলের কোন বিশেষ না থাকিলেও ক্রমবিশেষকৃত পদবিশেষ-প্রতীতি বিরুদ্ধ হয় না। বৃদ্ধব্যবহারেও এই সকল বর্ণ ক্রমানুসারে অনু-গৃহীত ও গৃহীতার্থের সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ব্যবহারকালে এক এক বর্ণ গ্রহণানন্তর সমস্ত বর্ণবিষয়িণী বুদ্ধিতে ভাস[illegible] হইয়া অব্যভিচাররূপে তদর্থ প্রতীতি জন্মায়, বর্ণবাদীরা এইরূপ লঘুতর কল্পনা করেন। স্ফোট,

অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। অথাপি নাম প্রত্যুচ্চারণমন্যেঽন্যে চ বর্ণাঃ স্যুস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বনভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাভ্যুপগমযাত্বাৎ যা বর্ণেষ্বর্থপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা ততশ্চ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্। ২৮।

স্বতন্ত্রস্য কর্তুঃ স্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য অতঃ প্রভবাদিতি পরিহৃত্যেদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্রঢয়তি অত এব চ নিত্যত্বমিতি। অত এব চ নিয়তাকৃতের্দেবাদের্জগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদ্বেদশব্দনিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যম্। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টামিতি স্থিতামেব বাচমনুবিন্নাং দর্শয়তি। বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি—"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা।" ইতি ॥ ২৯।

অর্থাৎ ধ্বন্যাত্মকশব্দবাদীদিগের দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্টকল্পনা হয়, পরন্তু বর্ণসকলই ক্রমত গৃহ্যমাণ হইয়া ধ্বনির প্রকাশ করিয়া পরে সেই ধ্বনি অর্থ প্রকাশ করে, ইহাতে গৌরবকল্পনা হয়। আর যদিও উচ্চারণের প্রতি অন্যান্য বর্ণ থাকুক, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞানালম্বনভাবে বর্ণ সামান্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, বর্ণেতে যে অর্থপ্রতিপাদনক্রিয়া রচিত আছে, তাহা সামান্য বর্ণেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব নিত্য বর্ণ হইতেই দেবাদির প্রভব, ইহা অবিরুদ্ধ হইল। ২৮ ॥

স্বতন্ত্র কর্তার স্মরণহেতু বেদের নিত্যত্ব স্থিত হইলে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করিলে তাহার বিরোধ হয়, এই আশঙ্কা করিয়া প্রভব পরিহারপূর্ব্বক এইক্ষণ বেদের নিত্যত্ব দ্রঢ়ীভূত করিতেছেন।—দেবাদি জগতের বেদশব্দ প্রভবত্বপ্রযুক্ত বেদশব্দের নিত্যত্ব জানা যায়। মন্ত্রবর্ণ প্রমাণে জানা যায় যে, পূর্ব্বকৃত সুকৃতদ্বারা বেদলাভযোগ্যতা পাইয়া

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥

অথাপি স্যাৎ যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োঽপি সন্তত্যৈবোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ ততোঽভিধানাভিধেয়াভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে পরিহ্রিয়তে। যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্তনামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে প্রভবতি চাভিনবমিতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রেদমভিধীয়তে সমাননামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং তাবদভ্যুপগন্তব্যম্। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যানাদিত্বমুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চেতি। অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেঽপি পূর্ব্বপ্রবোধবদুত্তরপ্রবোধেঽপি ব্যবহারান্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যং। স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রূয়তে।

যাজ্ঞিকগণ ঋষিস্থিত বাক্যলাভ করেন।. বেদব্যাসও বলিয়াছেন যে, যুগান্তে বেদ ও ইতিহাস অন্তর্হিত হয়, মহর্ষিগণ পূর্ব্বকৃত তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাহা লাভ করেন। ২৯।

যদি পশ্বাদি ব্যক্তির ন্যায় দেবাদি ব্যক্তিও সন্ততিদ্বারা উৎপন্ন হয় ও নিরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে অভিধান, অভিধেয় ও অভিধাতৃব্যবহারের অবিচ্ছেদহেতু সম্বন্ধের নিত্যতাপ্রযুক্ত শব্দে বিরোধ পরিহৃত হয়। যখন ত্রৈলোক্য নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্লেপরূপে প্রলীন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করে, এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিবাক্য আছে, তখন কিরূপে অবিরোধ হইতে পারে। ইহাতে এই বলা যায় যে, সমান নামরূপত্বাদিহেতু ঐরূপ হয়, তাহাতেও সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু সংসারের যে অনাদিত্ব উপপন্ন হয়, ইহা আচার্য্য প্রতিপাদন করিবেন। অনাদি সংসারে যেমন নিদ্রা ও প্রবোধই প্রলয় ও উৎপত্তি বলিয়া শ্রবণ আছে, ইহাতে পূর্ব্ব প্রবোধের ন্যায় উত্তর প্রবোধেও ব্যবহারহেতু কোন বিরোধ নাই, সেইরূপ কল্পান্তরেও প্রভব ও প্রলয় দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক নিদ্রা আর প্রবোধই প্রলয় ও উৎ

"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথাযতনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি। স্যাদেতৎ স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ঞ্চ সুষুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্। মহাপ্রলয়ে তু সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্পান্তরব্যবহারস্যানুসন্ধাতুমশক্যত্বাৎ বৈষম্যং ইতি। নৈষ দোষঃ সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ। যদ্যপি প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধানা দৃশ্যন্তে ইতি ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাং ভবিতব্যম্। যথা

পত্তি বলিয়া শ্রুত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যখন সুপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, অনন্তর প্রাণেতে একীভূত হয়, তখন বাক্ সকল নামের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষু সকল রূপের সহিত ইহাকে পায়, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত ইহাকে পায়, মন সকল চিন্তার সহিত ইহাকে পায়। আর যখন প্রতিবোধিত হয়, তখন যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকলদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে প্রাণ সকল স্ব স্ব আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ হইতে দেবগণ ও দেব হইতে লোক প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ হইলেও স্বপ্নেতে পুরুষান্তর ব্যবহারের অবিচ্ছেদহেতু স্বয়ং সুষুপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে পূর্ব্বে প্রবোধ ব্যবহারানুসন্ধানপ্রযুক্ত অবিরোধ হয়। মহাপ্রলয়সময়ে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদহেতু জন্মান্তরীণ ব্যবহারের ন্যায় কল্পান্তরব্যবহার। কল্পনার অনুসন্ধান করা অশক্য; অতএব মহা বৈষম্য হইয়া উঠে। এই দোষ হইতে পারে না, মহাপ্রলয়ে সর্ব্বব্যবহারের উচ্ছেদ হইলেও পরমেশ্বরানুগ্রহহেতু হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বর সকলের কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধান উপপন্ন হইতেছে না। যদিও প্রাকৃত প্রাণিসকলই জন্মান্তরানুসন্ধান

হি প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপ্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ শ্রুতিস্মৃতি-বাদেষ্বসকৃদেবানুকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পারমৈশ্বর্য্যং শ্রূয়মাণং ন শক্যং নাস্তীতি বদিতুং ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্য-গর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেব-মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি। স্মরন্তি চ শৌন-কাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভির্দ্দাশতয্যো দৃষ্টা ইতি। প্রতিবেদঞ্চৈব-মেব কাণ্ডর্ষ্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে। শ্রুতিরপ্যৃষিজ্ঞানপূর্ব্বকমেব মন্ত্রেণানুষ্ঠানং দর্শয়তি "যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি

করে দেখা যায়, কিন্তু প্রাকৃতের ন্যায় ঈশ্বরের ঐ রূপ হইতে পারে না। যেমন প্রাণিত্বের কোন বিশেষ না থাকিলেও মনুষ্যাদি স্তম্বপর্য্যন্তের জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি প্রতিবন্ধ পর পর কারণে মহান্ দেখা যায়, সেইরূপ মনু-ষ্যাদি স্তম্বপর্য্যন্তে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তিও পর পর কারণে মহান্ হইয়া উঠে, এইরূপে শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে একবার প্রাদুর্ভূত পদার্থেরই পারমৈশ্বর্য্য শ্রুত হয়, ইহাও বলিতে শক্তি হয় না, তাহাহইলে অতীত কল্পানুষ্ঠিত প্রকৃত জ্ঞানকর্ম্মশালী পরমেশ্বরানুগ্রহে প্রাদুর্ভূত হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বরগণের নিদ্রা ও প্রতিবোধের ন্যায় কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানের উপ-পত্তি আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বেদ প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তিকামনায় সেই পর-মাত্মার শরণাপন্ন হইলাম, শৌনকাদিরাও এইরূপ বলিয়া থাকে এবং মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতি ঋষিগণও ঋক্‌সকলে ঐ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রতি বেদেই উহা প্রদর্শিত আছে, আর শ্রুতিও ঋষিজ্ঞানপূর্ব্বক মন্ত্রানু-ষ্ঠান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ না জানিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাজন করেন, কি অধ্যয়ন করেন, তিনি বৃক্ষ-

বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং চর্চ্ছতি মর্ত্তং বা প্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো বিধীয়তে দুঃখ-পরিহারায় চাধর্ম্মঃ প্রতিষিধ্যতে। দৃষ্টানুশ্রবিকসুখদুঃখবিষয়ৌ চ রাগ-দ্বেষৌ ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়াবিত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরা সৃষ্টি নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি—"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ। হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মবৃতানৃতে। তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে।" ইতি। প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যাপ্যুদ্ভবতাং ভূরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতির্য্যঙ্ম-নুষ্যলক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলব্যবস্থানাঞ্চানাদৌ

যোনি প্রাপ্ত হন ও নরকে গমন করেন, এই উপক্রমে বলিয়াছেন, অত-এব মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা জানিবে। আর প্রাণিগণের সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্ম্মবিধান হয় এবং দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত অধর্ম্মের নিষেধ হই-য়াছে। দৃষ্ট ও শ্রুত রাগদ্বেষ সুখদুঃখবিষয় উহা অন্য কোন বিলক্ষণ প্রতীতি বিষয় নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, উহা পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশ হইয়া নিষ্পন্ন হয় না। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির প্রথমে যাহারা যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি হইলেও তাহারা সেই সেই কর্ম্ম পাইয়া থাকে। আর হিংস্র ও অহিংস্র, মৃদু ও ক্রূর, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সত্য ও মিথ্যা এই সকলের মধ্যে যে যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, তাহার তাহাতে রুচি হইয়া থাকে। আর যখন এই জগৎ লীন হয়, তখনও শক্তির অবশেষ হইলেই লয় পাইয়া থাকে এবং তাহার প্রভবও শক্তি-মূলক জানিবে। অন্যথা জগতের আকস্মিকত্ব প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু অনেক প্রকার শক্তিকল্পনা করা যায় না। তাহা পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। ভূঃপ্রভৃতি লোকসকল দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যপ্রভৃতি প্রাণিগণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলক ব্যবস্থাসকল এই সমুদায়ই অনাদিসংসারে

সংসারে নিয়তত্বমিন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ প্রত্যেতব্যং। ন হীন্দ্রিয়-
বিষয়সম্বন্ধাদের্ব্যবহারস্য প্রতিসর্গমন্যথাত্বং ষষ্ঠেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শক্য-
মুৎপ্রেক্ষিতুং। অতশ্চ সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানু-
সন্ধানক্ষমত্বাচ্চেশ্বরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি
সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষণায়াং জগতোঽভ্যুপ-
গম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদিবিরোধঃ। সমাননামরূপতাঞ্চ শ্রুতি-
স্মৃতী দর্শয়তঃ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবী-
ান্তরীক্ষমথো স্বঃ ইতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ
ক্লৃপ্তং তথাস্মিন্নপি কল্পে পরমেশ্বরোঽকল্পয়দিত্যর্থঃ। তথা অগ্নির্বা অকা-
য়ত অন্নাদো দেবানাং স্যামিতি স এতমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টা-
কপালং নিরবপদিতি নক্ষত্রেষ্টিবিধৌ যোঽগ্নির্নিরবপৎ যস্মৈ বায়বে নির-
পৎ তয়োঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়কা শ্রুতিরিহোদাহ-
র্ত্তব্যা। স্মৃতিরপি ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ। শর্ব্বর্য্যন্তে

নিয়ত আছে, উহাতে ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদি ব্যবহারের অন্যথা হয় না,
অতএব সর্ব্বকল্পের তুল্য ব্যবহারপ্রযুক্ত এবং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধান
ক্ষমত্ব হেতু ঈশ্বরগণের সমাননামরূপ বিষয়ই সৃষ্টির প্রতি বিশেষরূপে
প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; সমাননামরূপত্বহেতু জগতের মহাসৃষ্টি ও
মহাপ্রলয়রূপ বৃত্তি স্বীকার করিলেও কোন শব্দপ্রামাণ্যাদি বিরোধ
হয় না। বিশেষতঃ শ্রুতি স্মৃতিতে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে।
ধাতা প্রথমে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অনন্তর স্বর্গ, পৃথিবী ও
আকাশ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি জগৎ
কল্পিত হইয়াছে, এই কল্পেও পরমেশ্বর সেইরূপ কল্পনা করিয়াছেন।
শ্রুতিতে লিখিত আছে যে "অগ্নি কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি দেব-
গণের অন্নাদ হই" এবং "তিনি এইরূপে অগ্নিকে এবং কৃত্তিকাদিনক্ষত্র-
গণকে অষ্টাকপাল নামক পুরোডাশ, অর্থাৎ সংস্কৃত চরুপ্রদান করিয়া-
ছিলেন।" এইরূপে নক্ষত্রযাগবিধিতে অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হয়,
এইরূপে সমাননামরূপতা প্রদর্শিত আছে। এই প্রকার বহু বহু শ্রুতি

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১

প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥ যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ। দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ॥ ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্যা॥ ৩০ ॥

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি যৎপ্রতিজ্ঞাতং তৎপর্য্যাবর্ত্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ মধ্বাদিষসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষান্মধ্বাদিবিদ্যাস্বপ্যধিকারোঽভ্যুপগম্যেত। ন চৈবংসম্ভবতি কথমসৌ বা আদিত্যো

এই বিষয়ে উদাহরণ করা যায়। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ঋষিদিগের যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে এবং বেদেও যে যে সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ দেখা যায়, প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সেই সকল নামাদি প্রদান করেন, আর যেমন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন সকলও চিরকালই একরূপ থাকে, অর্থাৎ বসন্তকালে বৃক্ষের নূতন শাখা পল্লব উদ্গত হয়, বর্ষাকালে মেঘের আবির্ভাব হয়, যুগ যুগান্তরেও এইরূপ হইয়া থাকে, প্রতি বসন্ত ঋতুতেই নূতন শাখা পল্লবাদি ও প্রতিবর্ষাতেই মেঘের আবির্ভাব হয়। আর যেমন দেবগণ পূর্ব্বকালেও যেরূপ মাননীয় ছিলেন, অধুনাও তাঁহারা সেইরূপ স্তুতিযোগ্য আছেন, তেমন সর্ব্বদাই সমাননামরূপত্ব জানিবে। এইরূপ বহু বহু স্মৃতিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দেবাদিরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, এইক্ষণ তাহাই বিবৃত করিতেছেন।—আচার্য্যপ্রবর জৈমিনি দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার স্বীকার করেন না, কারণ যদি ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবাদির অধিকার স্বীকার কর, তাহাহইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত মধ্বাদি বিদ্যাতেও তাহাদিগের অধিকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা সম্ভব হয় না। আদিত্য দ্যুলোকরূপ বংশদণ্ডে এবং অন্তরীক্ষরূপ মধুচক্রে অবস্থিত আছেন, ইনি দেবগণের আমোদ সাধন করেন বলিয়া

দেব মধ্বিত্যত্র মনুষ্যা আদিত্য মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্ দেবাদিষু হ্যুপাসকেষ্বভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কথমন্যমাদিত্যমুপাসীত। পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতান্যুপক্রম্য বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীত্যুপদিশ্য স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতীত্যাদিনা বস্বাদ্যুপজীব্যান্যমৃতানি বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। বস্বাদয়স্তু কানন্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ। তথাগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু

ইহাকে মধু বলা যায়। আদিত্যকে এই প্রকার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করাই মধ্বাদিবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত আছে। মনুষ্যগণ এইরূপে আদিত্যকে উপাসনা করে, যদি দেবতাদির ব্রহ্মবিদ্যাধিকার থাকে, তাহা হইলে বিদ্যার অবিশেষ প্রযুক্ত এই মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিকার আছে; সুতরাং আদিত্যদেব অন্য আদিত্যের উপাসনা করেন, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। যদি আদিত্যের বিদ্যাধিকার না হইল, তবে বসু প্রভৃতির বিদ্যাধিকারে বাধা কি? এই আশঙ্কায় বস্বাদিরও বিদ্যাধিকারের প্রতিষেধ দেখাইতেছেন। বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্য এই পঞ্চ দেবগণ সেই অমৃতভোগ করেন, এইরূপ উপদেশ করিয়া যিনি সেই অমৃত জানেন, তিনি বসু প্রভৃতির অন্যতমরূপী হইয়া অগ্নিরূপ মুখদ্বারা সেই অমৃত ভোগ করতঃ পরিতৃপ্ত হয়েন, এই প্রকারে যাহারা বসুদিগের উপজীব্য অমৃত জানিতে পারে, তাহারা বস্বাদির মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শিত আছে; সুতরাং বসু প্রভৃতিরা ধ্যেয়, তাঁহারা ধ্যাতা নহেন। যদি বসুপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার থাকে, তাহাহইলে তাহারাও ধ্যাতা হইলেন, তবে বসুপ্রভৃতিরা অপর কোন অমৃতোপজীবী বসুদিগকে জানেন এবং অপর কোন বসুদিগের মহিমা ইচ্ছা করেন? আর অগ্নিপাদ, বায়ুপাদ, আদিত্যপাদ ও দিকসকলও পাদ, ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মোপদেশে, দেবতারূপে ব্রহ্মোপাসনা উক্ত হইয়াছে, অতএব

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

দেবতাত্মোপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাত্মনামধিকারঃ সম্ভবতি। তথেমামেব গোতমভরদ্বাজা বয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিঋষিসম্বন্ধেষু উপাসনেষু ন তেষামেবর্ষীণামধিকারঃ সম্ভবতি। কুতশ্চ ন দেবাদীনামনধিকারঃ। ৩১ ॥

যদিদং জ্যোতির্মণ্ডলং দ্যুস্থানমহোরাত্রাভ্যাং বংভ্রমজ্জগদবভাসয়তি তস্মিন্নাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধের্ব্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ। ন চ জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়াঽর্থিত্বাদিনা বা যোগোঽবগন্তুং শক্যতে মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতেনাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। স্যাদেতৎ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো

দেবতাদিগেরই ব্রহ্মবিদ্যাতে অনধিকার সম্ভব হয়। আর গোতম ভরদ্বাজাদি ঋষি সম্বন্ধী উপাসনাতেই সেই সকল ঋষিদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং কোনরূপেও দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সম্ভব হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

ঋষিগণ ধ্যেয়, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই এবং বিগ্রহাভাব প্রযুক্ত দেবগণও অধিকারী নহেন, জ্যোতিষ্কগণাদিয়া রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল ইত্যাদিগ্রহগণই জ্যোতির্ম্মণ্ডল, এই সূর্য্যাদি শব্দও দেবতার্থে প্রযুক্ত হয়। যেহেতু আদিত্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইতেছেন, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। তবে জ্যোতিষ্কগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে পারে, তাহা নহে, কারণ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের হৃদয়াদি বিগ্রহ এবং চেতনতাপ্রযুক্ত অর্থিত্বাদির সহিত যোগ স্বীকার করা যায় না, তাহারা মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন, ইহাই স্বীকৃত আছে; সুতরাং জ্যোতিষ্কগণের বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে। ইহাতে অগ্ন্যাদিরও বিদ্যাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি ইত্যাদির অচেতনত্বপ্রযুক্ত ইহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই। এইক্ষণ যদি বলি, "ইন্দ্র বজ্রহস্ত এবং যম দণ্ডধারী" ইত্যাদি মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ ইতিহাস

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদয়মদোষঃ ইতি চেৎ নেত্যুচ্যতে ন তাবল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হ্যবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে ন চাত্র প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থাঃ সন্তো ন পার্থগর্থ্যেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে। মন্ত্রা অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোঽভিধানার্থা ন কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। তস্মাদভাবো দেবাদীনামধিকারস্য ॥৩২॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে। যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাসু দেবতাদিব্যামিশ্রাস্বসম্ভবোঽধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবোঽর্থিত্বসাম-

ও লৌকিক প্রমাণে দেবতাদিগের শরীরবত্তাহেতু তাহাদিগের অনধিকার দোষ নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ লোকে এমন কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নাই যে, সেই প্রমাণে উক্তদোষ পরিহৃত হইতে পারে। লোকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এস্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই, এই ইতিহাস পুরাণাদিও লৌকিক প্রযুক্ত তাহা প্রমাণান্তরমূলক, আর অর্থবাদও বিধির সহিত একবাক্যতাপ্রযুক্ত প্রশংসাপর, উহা দেবাদির শরীরসদ্ভাবসাধনে পৃথকরূপে কারণ নহে। মন্ত্রসকলও শ্রুত্যাদি বিনিযুক্ত এবং প্রয়োগসমবায়ী হইয়া কোন অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না; সুতরাং উহা কোন অর্থের প্রমাণ হয় না, অতএব দেবাদির বিদ্যাধিকারের অভাব জানা যায় ॥৩২॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি করিতেছেন।—বাদরায়ণ নামা আচার্য্য দেবাদির বিদ্যাধিকার স্বীকার করেন, কারণ যদিও দেবতাদি মিশ্রিত মধ্বাদিবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার অসম্ভব হয় বটে, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাতে অর্থিত্ব সামর্থ্যের অপ্রতিষেধাদি অপেক্ষায় দেবগণের বিদ্যাধিকার সম্ভব আছে। দর্শবাগাদি কোন কোন স্থলে অসম্ভব নাই।

ন চ কচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র
র্থ্যা প্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধিকারস্য।
সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোঽপোদ্যেত মনুষ্যাণামপি ন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং
সর্ব্বেষু রাজসূয়াদিষ্বধিকারঃ সম্ভবতি তত্র যোঽন্যায়ঃ সোঽত্রাপি ভবি-
ষ্যতি। ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গদর্শনং শ্রৌতং দেবাদ্যধিকারস্য
সূচকং তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনু-
ষ্যাণামিতি তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ
লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি ইন্দ্রো হ বৈ দেবানামভি প্রবব্রাজ
বিরোচনোঽসুরাণামিত্যাদি চ। স্মার্ত্তমপি চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদি।
যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি অত্র ব্রূমঃ জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদি-
ত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবন্তমৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং দেবা-
ত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ। অস্তি হ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্দেব-
তানাং জ্যোতিরাদ্যভিশ্চাবস্থাতুং যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যং।

এতাবতা জানা যায় যে, যাহাতে অধিকার সম্ভব হয়, তাহাতেই অনধি-
কার হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের মধ্যেও সকল ব্রাহ্মণাদির সকল
রাজসূয়াদিতে অধিকার সম্ভবে না। ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তাবে যে শ্রুত্যুক্ত
লিঙ্গদর্শন আছে, তাহাও দেবাদির অধিকারসূচক। দেবতাদিগের
মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তিনিই মহর্ষিদিগের
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি সেই আত্মাকে
জানিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ যাহাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধি
হইয়া সর্ব্বলোক প্রাপ্তি হয়। এইরূপে ইন্দ্র দেবতাদিগের এবং বিরো-
চন অসুরদিগের নিকট গমন করিয়া ছিলেন। আর ব্রহ্মামৃত কি? এই
গন্ধর্ব্বপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন, মোক্ষধর্ম্মে দেবাদির অধিকার শ্রুত
আছে; পরন্তু "জ্যোতিষি ভাবাচ্চ" এই যে সূত্র উক্ত আছে, তাহাতে এই
বলা যায় যে, জ্যোতিরাদি বিষয়ক আদিত্যাদিশব্দ দেবতাবাচী হইয়াও
চেতনাযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যাদি সমন্বিত আত্মস্বরূপার্থ সমর্থন করে, যেহেতু মন্ত্র
ও অর্থবাদে এইরূপ ব্যবহার আছে। পরন্তু দেবতাদিগের এমন ঐশ্বর্য্য
আছে যে, সেই ঐশ্বর্য্যবলে তাঁহারা জ্যোতিরাদি স্বরূপে অবস্থান করি-

তথা হি শ্রূয়তে। সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্ম্মেষেতি মেধাতিথিং হ কাণ্বা-য়নং ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহারেতি। স্মর্য্যতে চ আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতি। মৃদাদিষ্বপি চেতনাধিষ্ঠাতারোঽভ্যুপগম্যন্তে মৃদব্রবী-দাপোঽব্রুবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ। জ্যোতিরাদেস্তু ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্য-চেতনত্বমভ্যুপগম্যতে চেতনাস্ত্বধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু ব্যবহারাদিত্যুক্তং। যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বান্ন দেবতাবিগ্রহাদিপ্র-কাশনসামর্থ্যমিতি অত্র ব্রূমঃ। প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমনন্যার্থত্বং বা। তথা হ্যন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে। অত্রাহ বিষম উপন্যাসঃ তত্রাহি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তমস্তি যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্ব্বিধ্যুদ্দেশৈক বাক্যভাবেন স্তুত্যর্থেঽর্থবাদেন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্য-বসায়য়িতুং। নহিমহাবাক্যে প্রত্যায়কেঽবান্তরবাক্যস্য পৃথক্ প্রত্যায়-

---

বেন ও যথেষ্ট শরীর ধারণ করিতে পারেন। সুব্রহ্মণ্য অর্থবাদে শ্রুত আছে যে, ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথিকে সংহার করিয়াছিলেন। স্মৃতি প্রমাণে জানা যায় যে, আদিত্য মানবদেহ ধারণ করিয়া কুন্তীকে উপ-ভোগ করিয়াছিলেন, আর মৃত্তিকাদিতেও চেতনাধিষ্ঠান স্বীকৃত আছে, যেহেতু "মৃত্তিকা বলিয়া ছিল এবং জল কহিয়াছিল" ইত্যাদি দর্শন আছে। আর যে উক্ত আছে মন্ত্র ও অর্থবাদের অন্যার্থতা প্রযুক্ত দেবগণের শরীর প্রকাশন সামর্থ্য নাই, ইহাতে বলা যায় যে, প্রতীতি ও অপ্রতীতি ইহা-রাই সদ্ভাব ও অসদ্ভাবের কারণ, অন্যার্থতা ও অনন্যার্থতা কারণ নহে। আর তাৎপর্য্য শূন্য বিষয়েও প্রতীতিমাত্রে অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ অন্যার্থে প্রস্থিত ব্যক্তি ও পথিমধ্যে তৃণপর্ণাদি আছে, এইরূপ প্রতীতি করে। যদি বল তৃণপত্রাদিতে ঐরূপ প্রতীতি হইতে পারে বটে, কিন্তু বিগ্রহাদিতে তাহা নাই, ইহাতে ব্যক্তব্য এই যে, তৃণ পত্রাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত হয়, ইহাতেই তাহার অস্তিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থানে বিধি ও উদ্দেশের একবাক্যতাপ্রযুক্ত স্তুতি ও অর্থবাদের পার্থক্য-রূপে প্রতীতি হয়। মহাবাক্য প্রতীতির প্রযোজক হইলে অবান্তর

কত্বমস্তি যথা ন সুরাংপিবেদিতি নঞ্ বতি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপান প্রতিষেধ এবৈকোঽর্থোগম্যতে ন পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদদ্বয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি। অত্রোচ্যতে। বিষমউপন্যাসঃ যুক্তং যৎ সুরাপান প্রতিষেধে পদান্বয়স্যৈকত্বাদবান্তরবাক্যার্থস্যাগ্রহণং বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়ো স্বর্থবাদস্থানিপদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপাদ্যানন্তরং কৈমর্থক্য-বশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপাদ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ ইত্যত্র বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ নৈবং বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি সএবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেষামর্থবাদগতানাং পদানাং নহি ভবতি বায়ুর্ব্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি বায়ুস্বভাব সঙ্কীর্ত্তনেন ত্ববান্তমন্বয়ং প্রতিপদ্য এবং বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কর্ম্মেতি বিধিং স্তবন্তি। তদন্যত্র যোঽবান্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি তত্র তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন। যত্রতু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিংপ্রমাণান্তরাভাবাদ্গুণবাদঃ স্যাদাহোস্বিৎ

বাক্যের পৃথক্ প্রীতিতির প্রয়োজকতা নাই। যেমন "সুরাপান করিবে না" এই নিষেধযুক্ত বাক্যে পদত্রয় সম্বন্ধবশতঃ সুরাপান নিষেধ, এই এক মাত্র অর্থ বোধ হয়, "সুরাপান করিবে" এই পদদ্বয় সম্বন্ধবশতঃ এই-রূপ বিধি প্রতীতি হয় না ; সুতরাং বিষমোপন্যাসই বলা যায়। সুরাপান প্রতিষেধে পদদ্বয়ের ঐক্যপ্রযুক্ত অবান্তর বাক্যার্থের যে অগ্রহণ, তাহাই যুক্ত। বিধ্যুদ্দেশ ও অর্থবাদ ইহাদিগের মধ্যে অর্থবাদস্থ পদসকলই বৃত্তান্তবিষয়ে পৃথগন্বয় প্রতিপাদন করে। যেমন"ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বায়ব্য শ্বেত ছাগল গ্রহণ করিবে" এই স্থানে বিধি ও উদ্দেশবর্ত্তী বায়ব্যাদি পদের বিধির সহিত সম্বন্ধ হয়, বায়ু দেবতাকে প্রেরণ করে না, পরন্ত বায়ুকেই স্বীয় ভাগ্য উপধাবিত করে, তাহাতেই ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই সকল অর্থবাদগত পদের তাহা হয় না। "বায়ুর্ব্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেত" ইত্যাদিশ্রুতিতে বায়ুস্বভাব সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা অবান্তর অন্বয় প্রতিপাদন করা যায়, ইহাই বিশিষ্ট দৈব এবং ইহাই কর্ম্ম, এইরূপ

প্রমাণান্তরাবিরোধাদ্বিদ্যমানার্থবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্ব্বিদ্যমানার্থবাদ আশ্রয়ণীয়ো ন গুণানুবাদঃ। এতেন মন্ত্রোব্যাখ্যাতঃ। অপিচ বিধি-ভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়দ্ভিরপেক্ষিত মিন্দ্রাদীনাং স্বরূপং নহি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতস্যারোপয়িতুং শক্যন্তে। ন চ চেতস্য-নারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্নিতি। নচ শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ তত্র যাদৃশং মন্ত্রার্থবাদয়ো-রিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দপ্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তং। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্ মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুং। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হ্যস্মাকম-

---

বিধি নির্ণয় করিয়াছেন। বাস্তবিক যেথানে যে অবান্তর অর্থ প্রমাণ-গোচর হয়, সেই স্থানে সেই অনুবাদ দ্বারা অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয়। আর যেথানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অর্থবাদ, সেখানে গুণবাদদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যেথানে উক্ত উভয়ই নাই, সেইথানে প্রমাণা-ন্তরাভাবহেতু গুণাবাদ কিম্বা প্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু অর্থবাদই বিদ্যমান থাকে? এইরূপ প্রতীতিবলে বিদ্যমান অর্থবাদই আশ্রয়ণীয়, গুণানুবাদ আশ্রয়ণীয় নহে। এইরূপেই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর দেখ, বিধিদ্বারা ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে হবিঃপ্রদান জানা যায় এবং তাহাতে ইন্দ্রাদির স্বরূপ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু যে যে দেবতা আরূঢ় হয় না, তাহাদিগকে হবিঃপ্রদান করা যায় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যে দেবতাকে হবিঃপ্রদান করা যায়, বষট্কারপূর্ব্বক তাহাকেই ধ্যান করিবে। পরন্তু শব্দমাত্র অর্থস্বরূপ নহে, যেহেতু শব্দ ও অর্থ ইহা-দের ভেদ আছে। তাহাতে মন্ত্র ও অর্থবাদে যেরূপ ইন্দ্রাদির স্বরূপ, অবগত হওয়া যায়, শব্দ প্রমাণদ্বারা তাহা খণ্ডন করা যায় না। ইতিহাস পুরাণাদি ও উক্ত ব্যাখ্যাত মার্গানুসারে মন্ত্রার্থবাদমূলহেতু দেবতাদির বিগ্রহ প্রপঞ্চিত করিয়াছে এবং দেবাদিবিগ্রহ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাও সম্ভব আছে। দেবশরীর আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও পূর্ব্বতন আর্য্য-

প্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং। তথাচ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে। যস্তু ব্রূয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবতাভিঃ ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিবচ নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ ততশ্চ রাজসূয়াদি চোদনা উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানী মিবচ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়ি শাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ। তস্মা দ্ধর্ম্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহুরিতি শ্লিষ্যতে। অপিচ স্মরন্তি স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগ ইত্যাদি। যোগোঽপ্যণি মাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যা- খ্যাতুং। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি পৃথিব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ছিল। ব্যাসাদিরা দেবতাদির সহিত প্রত্যক্ষ ব্যব- হার করিতেন, ইহা স্মৃতি প্রমাণে উক্ত আছে। যাঁহারা বলেন, যেমন আধুনিক লোকদিগের দেবপ্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বতন ঋষিদিগেরও দেবতাদিগের সাক্ষাৎ ব্যবহারের শক্তি ছিল না, তাঁহারা জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না; সুতরাং তাহাদিগের মতে এইক্ষণ যেমন ক্ষত্রিয় সার্ব্বভৌম রাজা নাই, সেইরূপ অন্য কোন কালেও ক্ষত্রিয় সার্ব্বভৌম রাজা ছিল না, ইহাও বলিতে পারা যায়। অতএব পূর্ব্বে যে রাজসূয়াদি যাগ হইয়াছে, তাহাও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর ইদানীন্তনের ন্যায় কালান্তরেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অব্যবস্থা জানা যায়, তাহাহইলে ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্র অনর্থক হইয়া উঠে; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মোৎকর্ষবশতঃ প্রাচীনগণ দেবগণের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্মৃতি প্রমাণেও জানা যায় যে, স্বাধ্যায় দ্বারাই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যোগসাধন করিলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়; সুতরাং কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। শ্রুতিতেও যোগমাহাত্ম্য প্রপঞ্চিত আছে, যিনি যোগ দ্বারা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের গুণ জানিতে পারেন

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতেহি ॥ ৩৪ ॥

প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং ইতি। ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণং। লোক-প্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রা-দিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়া মধিকারঃ। ক্রমমুক্তিদর্শনান্যপ্যেবমেবো-পপদ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারউক্ত স্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিত্যেতামা-শঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং ইদমধিকরণমারভ্যতে। তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎপ্রাপ্তং অর্থিত্বসামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তইতি-বৎ শূদ্রোবিদ্যায়ামনবক্লৃপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ। যচ্চ কর্ম্মস্বনধিকার-কারণং শূদ্রস্যানগ্নিত্বং ন তদ্বিদ্যাস্বধিকারস্যাপবাদকং। ন হ্যাহবনীয়াদি-

---

তাঁহার রোগ, জরা বা মৃত্যু হয় না, পরন্তু যোগাগ্নিময় শরীর লাভ হয়। অতএব মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শী ঋষিদিগের সামর্থ্য, আমাদিগের সামর্থ্যের সহিত তুলনা করা যুক্ত হয় না; সুতরাং সম্ভবসত্ত্বে লোকপ্রসিদ্ধিকে নিরা-লম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব মন্ত্রাদি হইতেই দেবাদির যে শরীর আছে, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে এবং দেবাদির প্রার্থনা আছে বলিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এইরূপেই ক্রমত মুক্তি-লাভ হয়, ইহা উপপন্ন হইল। ৩৩ ॥

যেমন মনুষ্যের বিদ্যাধিকারে নিয়ম প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবাদিরও বিদ্যা-ধিকার উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মণের বিদ্যাধিকারনিয়ম দ্বারা শূদ্রেরও অধিকার হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বক্ষ্যমাণ আখ্যা-য়িকার আরম্ভ করিতেছেন।—এইক্ষণ শূদ্রেরও বিদ্যাধ্যয়নে সামর্থ্য ও প্রার্থনা সম্ভব হেতু বিদ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, বাস্তবিক শূদ্র যেমন যজ্ঞেতে অনধিকারী, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকারী, এইরূপ

রহিতেন বিদ্যা বেদিতুং নশক্যতে। ভবতিচ লিঙ্গং শূদ্রাধিকারস্যোপো-দ্বলকং সংসর্গ বিদ্যায়াংহি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রূষুং শূদ্রশব্দেন পরামৃশতি 'অহ হারে ত্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু' ইতি। বিদুরপ্রভৃ-তয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ স্মর্য্যন্তে তস্মাদধি-ক্রিয়তে শূদ্রোবিদ্যাস্বিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়না-ভাবাৎ। অধীতবেদোহি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে নচ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি উপনয়নপূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয় বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেঽধিকারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্যাসামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রোযজ্ঞেঽনবক্লৃপ্ত ইতি তৎ ন্যায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যা-

---

নিষেধ শ্রবণ নাই। আর শূদ্রের যে বৈদিক কার্য্যে ও অগ্নিকার্য্যে অধি-কার নাই, ইহাও বিদ্যাধিকারের অপবাদক নহে, পরন্তু যাহারা আহব-নীয়াদিতে অনধিকারী, তাহারাই ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে পারে না। কিন্তু "অহ হারে ত্বা শূদ্রং তবৈব সহ গোভিরস্তু" এই শ্রুতিই শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা-ধিকারের পোষক। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামে কোন ব্যক্তি গুরুশুশ্রূষা করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানেও শূদ্রের অধিকার দেখা যায় এবং বিদুরপ্রভৃতিরা শূদ্রযোনিপ্রভব হইয়াও বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে লিখিত আছে; সুতরাং শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার জানা যাইতেছে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু শূদ্রের বেদাধ্যয়নে নিষেধ আছে, অতএব তাঁহার বিদ্যাধিকার নাই, বাস্তবিক যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ পরিগ্রহ করিতে পারিয়া-ছেন, তাঁহাদেরই বেদপ্রতিপাদ্য বিদ্যাতে অধিকার জানা যায়, শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, যেহেতু উপনয়নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম এবং সেই উপনয়নও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্র-য়ের পক্ষেই বিহিত। শূদ্রের যে প্রার্থনা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেনলিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

ন্নামপ্যনবক্লৃপ্তত্বং দ্যোতয়তি। ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ। যৎ পুনঃ সংসর্গ বিদ্যায়ামেবৈকস্যাঃ শূদ্রমধিকুর্য্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ ন সর্ব্বাসু বিদ্যাসু অর্থ-বাদস্থত্বাৎ নতু ক্বচিদপ্যয়ং শূদ্রমধিকর্ত্তুমুৎসহতে। শক্যতেচায়ং শূদ্রশব্দো-ঽধিকৃতবিষয়ে যোজয়িতুং। কথমিত্যুচ্যতে কংবরএনমেতৎ সন্তং সযুগ্বা-নমিব রৈক্বমাথেত্যস্মাদ্ধবংসবাক্যাদাত্মনোঽনাদরংশ্রুতবতো জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুগুৎপেদে তামৃষীরৈক্বঃ শূদ্রশব্দেনানেন সূচয়াম্বভূবাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞানস্য খ্যাপনায়েতি গম্যতে। জাতিশূদ্রস্যানধিকারাৎ। কথং পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যতে ইতি। উচ্যতে তদা দ্রবণাচ্ছূচমভিদুদ্রাব শুচাবাভিদুদ্রুবে শুচাবা রৈক্বমভিদুদ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য-চাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে চায়মর্থোঽস্যামাখ্যায়িকায়াং ॥ ৩৪ ॥

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ যৎকারণং প্রকরণনিরূপণেন

কারণ হয় না, সামর্থ্য না থাকিলে কেবল প্রার্থনায় কোন ফল হইতে পারে না। পরন্তু কেবল লৌকিক সামর্থ্যও বিদ্যাধিকারের কারণ নহে, শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থ্যই কারণ হয়। কিন্তু বেদাধ্যয়ন নিষেধ দ্বারাই শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিরাকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ শূদ্রের যে যজ্ঞেতে অনধিকার, তাহা ন্যায়পূর্ব্বকহেতু বিদ্যাবিষয়ে অনধিকার জানাইতেছে। যেহেতু ন্যায়কে সাধারণেই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর যে সংসর্গ বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার শ্রবণ আছে, তাহাও বেদবিদ্যাধিকারের কারণ নহে, যেহেতু তাহাতে ন্যায় নাই, ন্যায়কথন থাকিলেই লিঙ্গদর্শন দ্যোতক হয়। অতএব জানা যায় যে, শূদ্রের কেবল এক সংসর্গ বিদ্যাতেই অধিকার আছে, সর্ব্ববিদ্যাতে অধিকার নাই। পরন্তু অর্থবাদপ্রযুক্ত কোনরূপেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার হইতে পারে না। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যাহারা জাতিশূদ্র, তাহাদিগেরই বেদ বিদ্যাবিষয়ে অনধিকার, এই হেতুই জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের সংসর্গ বিদ্যা-ধিকার হইয়াছিল। ৩৪।

পূর্ব্বে যে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির বিদ্যাধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বমস্যোত্তরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাং লিঙ্গাদ্গম্যতে। উত্তরত্র হি সংসর্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্ররথিরভিপ্রতারো ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্কীর্ত্যতে। অথহ শৌনকঞ্চ কাপেয় মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ ইতি। চৈত্ররথিত্বং চাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যং। কাপেয় যোগোহি চৈত্ররথস্যাবগতঃ। এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্নিতি। সমানান্বয়যাজিনাঞ্চ প্রায়েণ সমানান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামৈকঃ ক্ষত্র পতি রজায়ত ইতিচ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়ত্বমস্যাবগন্তব্যং। তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ত্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি। সমানামেবহি প্রায়েণ সমভিব্যাহারাভবন্তি। ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতিঃ। অতোন শূদ্রস্যাধিকারঃ। ৩৫ ॥

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদ্বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরা-

---

বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন।—জানশ্রুতি শূদ্রজাতি ছিলেন না, তিনি যে, ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে, চৈত্ররথনামক ক্ষত্রিয়ের সমভিব্যাহার হেতু জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব জানা যায়। পরন্তু সংসর্গবিদ্যার বাক্যশেষে চৈত্ররথ ক্ষত্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। বিশেষত "অথহ শৌনকঞ্চ কাপেয় মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ" ইত্যাদি শ্রুতিতেই চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অতএব চৈত্ররথের সমানান্বয়জাতিপ্রযুক্ত জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়োচিত ঐশ্বর্য্যযোগহেতুই তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানা যাইতেছে; সুতরাং শূদ্রের যে বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৩৫ ॥

শূদ্রের যে বেদবিদ্যাধিকার নাই, তাহাতে বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

ৃশুস্তে। তং হোপনিন্যে অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
রঃব্রহ্মান্বেষমাণা এষহ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তেহ সমিৎপাণয়ো ভগ-
ন্তং পিপ্পলাদমুপসন্না ইতিচ তান হানুপনীয়েবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপ-
য়নপ্রাপ্তির্ভবতি। শূদ্রস্য চ সংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ
একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্মরণেন ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার
ইতীত্যাদিভিশ্চ ॥ ৩৬ ॥

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে
জাবালং গৌতম উপনেতু মনুশাসিতুঞ্চ প্রববৃতে। নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু-
ইতি সমিধং সোম্যাহ রোপত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতিশ্রুতিলিঙ্গাৎ।৩৭॥

রিতেছেন।—বিদ্যাধিকারবিষয়ে উপনয়নাদি সংস্কারের অবশ্যকর্ত্তব্যতা
আছে। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিগণ উপনয়ন করাইয়া
বেদাধ্যয়ন করাইতেন, অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারিগণ সমিধ-
গ্রহণপূর্ব্বক গুরুসমীপে উপস্থিত হইলে গুরুগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদান করিতেন;
সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা জানা যায়, শূদ্রের
উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ আছে, অতএব তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার
নাই ॥ ৩৬ ॥

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই, এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করি-
তেছেন।—শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সত্যবচন দ্বারা জাবালের শূদ্রত্বা-
ভাব নির্দ্ধারিত হইলেই গৌতম তাহাকে উপনীত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার
অনুশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহারা অব্রাহ্মণ তাহারা কখনও
বলিতে পারে না যে "আমরা সমিধাদান করিয়াছি, আমাদিগকে বেদ-
বিদ্যাপ্রদান কর।" ব্রাহ্মণাদিরাই উক্তরূপ বাক্য বলিয়া বেদধ্যয়ন করি-
য়াছেন; সুতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই। ৩৭।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধোভবতি বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধস্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। শ্রবণপ্রতিষেধ স্তাবদথাস্য বেদমুপশৃণ্বত স্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রে প্রতিপূরণমিতি। পদ্যুহ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যমিতি চ। অতএবাধ্যয়নপ্রতিষেধো যস্য হি সমীপেঽপিনাধ্যেতব্যং ভবতি স কথং শ্রুতিমধীয়ীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ ইতি। অতএব চার্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো ভবতি। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানমিতি চ। যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ।

শূদ্রের যে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই, তাহার কারণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।—যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থপরিজ্ঞান ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিষেধ আছে, অতএব শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা-হইলে সীস ও লাক্ষাদ্বারা তাহার কর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখিবে। আর শূদ্র-সমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, এইক্ষণ জানা-যাইতেছে যে, যাহার নিকটে অপরে বেদাধ্যয়ন করিতেও নিষেধ হইল, সে কোন রূপেও বেদাধ্যয়ন করিতে পারে না। শ্রুতিতে ইহাও লিখিত আছে যে, শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে এবং যে শূদ্র বেদধ্যয়ন করে, তাহার শরীর ছেদন করিবে। যখন এইরূপে শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইল, তখন যে অর্থ পরিজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? শ্রুতি প্রমাণ আর জানা যায় যে, শূদ্রকে বেদাধ্যয়নের অনুমতিও দিবে না। বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির যে মোক্ষলাভ হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব জন্মকৃত জ্ঞানই কারণ, যদি একবার জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাহইলে সেই জ্ঞান অবশ্যই ফলোৎপাদন করিবে,

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতং ॥ ৩৮ ॥

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোঽধিকারবিচারঃ প্রকৃতামেব ইদানীং বাক্যার্থবিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি। এতদ্বাক্যং এজৃ কম্পন ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ লক্ষিতং। অস্মিন্ বাক্যে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং স্পন্দতে। মহচ্চ কিঞ্চিদ্ভয়কারণং বজ্রশব্দিতং উদ্যতং তদ্বিজ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রূয়তে। তত্র কোঽসৌ প্রাণঃ কিঞ্চ তদ্ভয়ানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তের্ব্বিচারে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্বায়ুঃ প্রাণ ইতি প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্ব্বজ্রং স্যাদ্বায়োশ্চেদং মাহাত্ম্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে। কথং সর্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্ত-

---

এই নিমিত্তই বিদুরাদির মোক্ষ হইয়াছিল। "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান" এই বচন প্রমাণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতিহাস ও পুরাণই চারি বর্ণকে শ্রবণ করাইতে পারে। কেবল ইতিহাসাদিতেই চতুর্ব্বর্ণের অধিকার আছে। কিন্তু বেদপাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিবে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ৩৮ ॥

প্রসঙ্গত যে অধিকারবিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পর্য্যবসিত হইল,এইক্ষণ পুনর্ব্বার প্রকৃত বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে।—কাঠক শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সকল জগৎই প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, চিদাত্মা প্রাণেই চেষ্টা করে, অর্থাৎ প্রাণই জগৎকে প্রেরণ করিতেছে। সেই প্রাণাখ্য ব্রহ্মই বজ্রের ন্যায় ভয় হেতু। যাহারা এই প্রাণাখ্য মহাব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রাণ কে এবং কেনই বা তাহা বজ্রের ন্যায় ভয়ের কারণ, এই বিচারে জানা যাইতেছে যে, পঞ্চবৃত্তি বায়ুই প্রাণ, বজ্র যে ভয়হেতু তাহাতেও বায়ুই কারণ, অতএব প্রাণই ভয়হেতু। আর কেনই এই সকল জগৎ প্রাণশব্দাত্মক পঞ্চবৃত্তি বায়ুতে

মেব চ মহদ্ভয়ানকং বজ্রমুৎপদ্যতে। বায়ৌ হি পর্য্যন্যভাবেন বিবর্ত্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনয়ো নিবর্ত্তন্ত ইত্যাচক্ষতে। বায়ুবিজ্ঞানাদেব চেদমমৃতত্বম্। তথা হি শ্রুত্যন্তরম্ বায়ুরেব ব্যষ্টির্ব্বায়ুঃ সমষ্টিরপ্ পুনর্মৃত্যুঞ্জয়তি য এবং বেদেতি তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ব্রহ্মৈবেদমিহ প্রতিপত্তব্যং কুতঃ পূর্ব্বোত্তরালোচনাৎ। পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে ইহেব কথমকস্মাদন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহি। পূর্ব্বত্র তাবৎ। "তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন"॥ ইতি। ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। প্রাণশব্দোঽপ্যয়ং পরমাত্মন্যেব প্রযুক্তঃ প্রাণস্য প্রাণমিতি দর্শনাৎ। এজয়িতৃত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ুমাত্রস্য তথাচোক্তম্। "ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি

প্রতিষ্ঠিত হইয়া চেষ্টা করে। বায়ু নিমিত্তই মহাভয়ঙ্কর বজ্র উৎপন্ন হয় এবং বায়ুই পর্জ্জন্যরূপে পরিণত হইলে বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি ও বজ্র এই সকল হইয়া থাকে, ঐ বায়ুবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভ হয়। অন্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, বায়ুই ব্যষ্টি, অর্থাৎ পৃথক্‌ভূত এবং বায়ুই সমষ্টি, অর্থাৎ একত্রীভূত। যিনি এইরূপ জানেন, তিনিই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, অতএব বায়ুকেই জানিতে হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মকেই জানিবে। যেহেতু পূর্ব্বাপর ব্রহ্মপরিজ্ঞানই আলোচিত আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর গ্রন্থেই ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্যমান বলিয়া জানা যায়, তবে এই স্থানে কেন অকস্মাৎ বায়ু নির্দ্দেশ হইতেছে। পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাহাকেই অমৃত বলা যায়। এই ব্রহ্মেতেই লোক আশ্রিত আছে, এই জগতের অন্য আশ্রয় নাই; সুতরাং ব্রহ্ম নির্দ্দেশই উদ্দেশ্য। ব্রহ্মের সান্নিধ্যবশতই সকল জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং সেই প্রাণ লোকের আশ্রয়ীভূত, এই নিমিত্তই প্রাণের নির্দ্দেশ হয়। বাস্তবিক প্রাণশব্দ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হয়, এই হেতু "ব্রহ্মই প্রাণের প্রাণ" এইরূপ দর্শন আছে। আর প্রাণ যে চেষ্টা করে, তাহাও পরমাত্মার

কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" ॥ ইতি। উত্তরত্রাপি "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"। ইতি। ব্রহ্মৈব নির্দ্দেক্ষ্যতে বায়ুঃ সবায়ুকস্য জগতো ভয়হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। বজ্রশব্দোঽপ্যয়ন্ত্ভয়হেতুত্বসামান্যাৎ প্রযুক্তঃ যথা হি বজ্রমুদ্যতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমস্য শাসনং ন কুর্য্যামিত্যনেন ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ত্ততে। এবমিদমগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্যন্নিয়মেন স্বব্যাপারে প্রবর্ত্ততে ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্ ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কার্য্য, উহা বায়ু মাত্রের কার্য্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মানবাদিরা প্রাণ বা অপানদ্বারা জীবিত থাকিতে পারে না এবং অন্য কেহই অন্য কোন কারণে জীবিত হয় না, কেবল পরমাত্মদ্বারাই সকল জীবিত আছে এবং সেই ব্রহ্মেই প্রাণাপান ইহারা আশ্রিত রহিত রহিয়াছে। আর উক্ত আছে যে, পরমাত্মার ভয়েই অগ্নি পাকক্রিয়া সাধন করেন, সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু ইহারাও তাঁহারই ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে সংহার করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মনির্দ্দেশই উদ্দেশ্য, বায়ুনির্দ্দেশ উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু বায়ুর সহিত ব্রহ্মই জগতের ভয় কারণ ইহা কথিত আছে। এই নিমিত্তই উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়হেতুত্বকথনপ্রযুক্ত বায়ুনির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে এবং ভয়হেতু বিধায় প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি আমি তাহার শাসনে নিযুক্ত না থাকি, তবে এই উদ্যত বজ্র আমার মস্তকে পতিত হইবে, এই ভয়েই লোক সকল সেই রাজার শাসনপালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি জগৎও এই ব্রহ্মের ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক স্ব স্ব ব্যাপার সাধনে প্রবৃত্ত আছে। এই হেতু ব্রহ্ম বজ্রের ন্যায় ভয়ানক বলিয়া জানিবে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুত্যন্তর প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু গমন করিতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি ও ইন্দ্র ইহারাও তাঁহার ভয়ে

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

ইত্যমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ কচিদমৃতত্বমভিহিতম্ তদাপেক্ষিকম্ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন পরমাত্মানমভিধায় অতোঽন্যদার্ত্তমিতি বায়্বাদেশার্ত্তত্বাভিধানাৎ। প্রকরণাদপ্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ ॥ ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩৯ ।

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রূয়তে তত্র সংশয্যতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্ব্বিষয়ং তমোঽপহং তেজঃ কিং বা পরং ব্রহ্মেতি কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি কুতঃ তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ।

স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে যথাকালে ধাবিত হয়। এইরূপে অমৃতত্বফলশ্রবণহেতু ব্রহ্মই জানিবে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। মন্ত্রবর্ণে জানা যায় যে, তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে মৃত্যু অতিক্রমের আর পন্থা নাই। বায়ুবিজ্ঞানে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি উক্ত আছে, তাহাও ব্রহ্মাপেক্ষিত। প্রকরণান্তরকরণেও ব্রহ্মই কারণ বলিয়া উক্ত আছে, বায়ু প্রভৃতি অন্য সকলই আর্ত্ত, অর্থাৎ ঋতুসম্বন্ধী। যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতিরিক্ত, যাহা এই কৃতাকৃত হইতে অতীত, যাহা ভূত ও ভবিষ্যতের পরবর্ত্তী, তাহাকে দর্শনকর ও তাহাকে কীর্ত্তন কর। এইরূপে পরমাত্মজ্ঞানই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ৩৯ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে লিখিত আছে যে, এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তিপূর্ব্বক আত্মস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ কি চক্ষুর বিষয়ীভূত তমোপহারী তেজঃপর, অথবা পরঃব্রহ্মবাচক? বাস্তবিক জ্যোতিঃ শব্দের তেজার্থই প্রসিদ্ধ

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে। তথা চ নাড়ীখণ্ডে অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মি-ভিরূর্দ্ধমাক্রমত ইতি মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-শব্দম্ কস্মাদ্দর্শনাৎ। তস্য হীহ প্রকরণে বক্তব্যত্বেনানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। য আত্মাপহতপাপ্মেত্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্যাত্মনঃ প্রকরণাদাবন্বেষ্টব্যত্বেন বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি চানুসন্ধানাৎ অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীর তায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরস্যাভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্চান্যত্রাশরীরতানুপপত্তেঃ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্তূক্তং মুমুক্ষো-

---

যেহেতু উক্তার্থেই জ্যোতিঃ শব্দের রূঢ় আছে। এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" এই সূত্রে প্রকরণ বশতঃ জ্যোতিঃশব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয়। কিন্তু এইরূপ স্বার্থ পরিত্যাগে কোন কারণ দেখা যায় না। নাড়ীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যখন প্রাণ এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখনই রশ্মিদ্বারা ঊর্দ্ধে আক্রমণকরে, এই-রূপে মুমুক্ষুদিগের আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে; সুতরাং প্রসিদ্ধার্থেই জ্যোতিঃশব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত, কিরূপে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচক হইতে পারে? এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, জ্যোঃতিশব্দে পরংব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, যেহেতু এই প্রকরণে ব্রহ্মেরই অনুবৃত্তি দেখা যায়। "য আত্মা অপ-হতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকরণ বশতঃ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অন্বেষণ ও ব্রহ্মেরই জ্ঞানেচ্ছা জানা যাইতেছে, আর "অশরীরং বাব প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃসতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অশরীরতা প্রতি-পাদনার্থই জ্যোতিঃস্বরূপের কথনহইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মভাবহেতুই ব্রহ্মাতিরিক্তে অশরীরতার অনুপপত্তি আছে। আর "পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষঃ" এইরূপে ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষণ উক্ত হইয়াছে। মুমুক্ষুদিগের যে আদিত্যপ্রাপ্তি কথিত আছে, তাহাতেও ঐকান্তিক

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি ন চাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষো গত্যুৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ। ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রূয়তে। তৎ কিমাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তঃ আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ নামরূপনির্ব্বহণস্য চাবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্যত্বাৎ। স্রষ্টৃত্বাদেশ্চ স্পষ্টস্য ব্রহ্মলিঙ্গস্যাশ্রবণাৎ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্মেহাকাশশব্দং ভবিতুমর্হতি কস্মাৎ অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়োরপি নির্ব্বহণং নিরঙ্কুশং

মোক্ষ নহে, কারণ উহাতে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আত্যন্তিক মোক্ষে গতি ও উৎক্রান্তি সম্বন্ধ নাই ॥ ৪০ ॥

"আকাশো বৈ নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে আকাশশব্দ উক্ত আছে, তাহা কি পরংব্রহ্মবাচক, অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ প্রতিপাদক? এই বিচারে প্রথমত ভূতাকাশইযুক্ত হইতেছে, যেহেতু রূঢ়িবশতঃ আকাশব্দ ভূতাকাশেই প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে আকাশ যে নাম রূপের নির্ব্বাহক, তাহাও অসম্ভব হয় না, কারণ অবকাস দ্বারাই ভূতাকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক হইতে পারে। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রেই ভূতাকাশের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নিষেধ হইয়াছে; সুতরাং আকাশশব্দে ভূতাকাশই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশশব্দে পরংব্রহ্মই জানিতে হইবে, যেহেতু অর্থান্তরত্বাদির কথন আছে, অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অর্থান্তরভূত আকাশই কথিত হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন নামরূপদ্বারা অর্থান্তর সম্ভব নাই, সকল বিকারী ভূত পদার্থই নামরূপদ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মের অন্তত্র

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

ন ব্রহ্মণোঽন্যস্য সম্ভবতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। নমু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্ব্বোঢ়ৃত্বমস্তি। বাঢ়মস্তি অভেদস্ত্বত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপনির্ব্বহণাভিধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি। তৎব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যত্রায়ং প্রপঞ্চঃ। ৪১।

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ। তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্রান্বাখ্যানপরং বাক্যমুতাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং সংসারিস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেতি। কুতঃ উপক্রমোপসংহারাভ্যাং। উপক্রমে যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি শারীরলিঙ্গাৎ উপসংহারে চ স বা এষ

নামরূপের নির্ব্বাহকতা সম্ভব হইতে পারে না। "আমি এই জীবাত্মাদ্বারা প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব" এইরূপে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণ আছে। যদি বল, জীবের যে নামরূপ নির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে অভেদ বিবক্ষা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিবক্ষা করিয়াই জীবের নামরূপনির্ব্বাহকর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত আছে। বস্তুতঃ নামরূপনির্ব্বাহকথনই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "সেই ব্রহ্ম সেই অমৃত, এবং সেই আত্মা" এই সকলই ব্রহ্মলিঙ্গ জানিবে। পরন্তু "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রেই উক্ত বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে॥ ৪১।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে লিখিত আছে যে, জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদার্থ আমাদিগের বুদ্ধির গোচরীভূত হয়, ইহাদিগের মধ্যে আত্মা কে? জনকের এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি প্রাণ ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ পুরুষ, তিনিই আত্মা, এই উপক্রমে আত্মবিষয় সবিশেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, উক্তবাক্য কি সংসারি-

মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি তদপরিত্যাগান্মধ্যেঽপি বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেন তস্যৈব প্রপঞ্চনাদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। পরমেশ্বরোপদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরং কস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবদয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি শারীরাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাত্তস্য বেদিতৃত্বাৎ বাহ্যাভ্যান্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ। প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিয়োগাৎ তথোৎক্রান্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতীতি জীবাদ্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্যাৎ শরীরস্বামিত্বাৎ। প্রাজ্ঞস্তু স এব পরমেশ্বরঃ তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-

---

স্বরূপমাত্রকথনপর, কিম্বা অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদক? আপাততঃ উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা সংসারিস্বরূপকথনপর বলিয়াই বোধ হইতেছে, অর্থাৎ উপক্রমকালে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে শারীরলিঙ্গহেতু এবং উপসংহার কালেও "সবা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের সংসারিস্বরূপত্ব প্রপঞ্চীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্তবাক্য পরমেশ্বররই উপদেশকপর, উহা শারীরমাত্রকথনপর নহে। যেহেতু সুষুপ্তি ও উত্থান এই উভয় অবস্থাতেই শরীরসম্বন্ধভিন্ন পরমেশ্বরেরই কথন হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত পরিষক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় কিছুই জানে না; সুতরাং শরীরসম্বন্ধভিন্ন পরমেশ্বরের কথন হয়। ইহাতে যদি পুরুষ শরীরসম্বন্ধী হয়, তাহাহইলেই তাহার জ্ঞানকর্তৃত্ব থাকে; সুতরাং বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের জ্ঞান প্রসঙ্গ হইলেই তৎপ্রতিষেধ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ লক্ষণ, প্রাজ্ঞাযোগ তাহার নিত্যই আছে, আর উত্থানকালে এই শরীরবান আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিসর্জ্জন করতঃ গমন করে, এইরূপে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বাস্তবিক জীবই শরীরবান,

র্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যদুক্তমা-দ্যন্তমধ্যেষু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি অত্র ব্রুমঃ। উপক্রমে তাবৎ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্ কিং তর্হি অনূদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাঽস্যৈকতাং বিবক্ষতি যতো ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণপরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেঽপি যথোপক্রমমেবোপসংহরতি। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে স বা এষ মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ। যস্তু মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপবিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত যতো ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসে-নাবস্থাবত্ত্বম্ সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতং কিং তর্হি অবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি। কথমেতদবগম্যতে। যদত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি পদে

যেহেতু শরীরে জীবেরই স্বামিত্ব আছে। পরন্তু পরমেশ্বরই প্রাজ্ঞ, এই নিমিত্তই সুষুপ্তি ও উৎক্রমণের ভেদকথনহেতু উক্তবাক্যে পরমেশ্বরই বিবক্ষিত, ইহা জানা যাইতেছে। আর যে উক্ত আছে, বাক্যের আদি, মধ্য ও অন্তে শরীরলিঙ্গহেতু উক্ত বাক্যও পরমেশ্বরপর, ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, উপক্রমকালে "যোঽয়ং পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে সংসারিস্বরূপ বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য বিবক্ষিত হইয়াছে। যেহেতু "ধ্যায়তীব" ইত্যাদি উত্তর গ্রন্থে সংসারি-স্বরূপ নিরাকরণ হইয়াছে এবং উপসংহারকালেও সেই রূপেই উপ-সংহার করা হইয়াছে "সবা এষ মহানজ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতেও যিনি বিজ্ঞানময়, তিনিই সংসারী এবং যিনি মহান, অজন্মা পরমাত্মা, তিনিই পরমেশ্বর, এইরূপে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি। মধ্যে যে বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপন্যাসহেতু সংসারিস্বরূপবিবক্ষা জ্ঞানকরে, সে পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিয়া পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপন্যাস দ্বারা অবস্থাবত্ত্ব ও সংসারিত্ব বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অবস্থা রহি-তত্ব ও অসংসারিত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে। আর ইহা কিরূপে জানা যায়

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

পদে পৃচ্ছতি যচ্চানন্বাগতস্তেন ভবতি অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি। অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতীতি চ তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমে-বৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্। ৪২ ॥

ইতশ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যং। যদ-স্মিন্ বাক্যে পত্যাদিশব্দা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতি-ষেধনাশ্চ ভবন্তি। স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশান সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যেবংজাতী-য়কা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ। সন্ সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবা-সাধুনা কনীয়ানিত্যেবংজাতীয়কাঃ সংসারিস্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তস্মাদ-সংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে। ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

যে, অতঃপর বিমোক্ষের নিমিত্তই বলিবে, অতএব পদে পদেই প্রশ্ন হয়। বাস্তবিক পরমাত্মপুরুষ যে অসংগত, তাহা পদে পদেই কথিত আছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যে অসংসারিস্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৪২।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য যে সংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর নহে, তাহার কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—উক্ত বাক্যে যে পত্যাদি শব্দ উক্ত আছে, তাহাই অসংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনপর এবং তাহাকেই সংসারিস্বরূপ প্রতিপাদনের নিষেধ জানা যাইতেছে। ঐ শ্রুতিতেই পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ স্বাধীন, সকলের ঈশ্বর, অর্থাৎ নিয়ম কর্ত্তা এবং সকলের অধিপতি, এইরূপ উক্ত আছে। ইহাতেই তিনি যে অসংসারী, তাহা জানা গেল। আর তিনিই সৎকর্ম্ম দ্বারা মহান এবং তিনি অসৎকর্ম্ম দ্বারা কনীয়ান্ ইত্যাদি শব্দেই তাহার সংসারিত্বের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং পর-মেশ্বর যে অসংসারী ইহাই প্রতিপাদিত হইল। ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ। ৩।

প্রথমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ পাদঃ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্যযত ইতি তল্লক্ষণং প্রধানস্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব্দত্বেন নিরাকৃতমীক্ষতের্নাশব্দমিতি গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে ন প্রধান-কারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রন্থেন। ইদমিদানীমবশিষ্টমাশ-ঙ্ক্যতে। যদুক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বং তদসিদ্ধম্ কাসুচিচ্ছাখাসু প্রধানসমর্পণা-ভাসানাং শব্দানাং শ্রূয়মাণত্বাৎ। অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্যা-বত্তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে তাবৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ

ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞা করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর উক্ত লক্ষণে ব্রহ্ম প্রকৃতির সমান হইতেছেন, এই আশঙ্কায় "ঈক্ষতের্ণাশব্দঃ এই সূত্রের অবতারণ করিয়া শঙ্কার নিরাস করিয়াছেন। আর "গতি সামান্যাৎ" এই সূত্রে বেদান্ত বাক্য ব্রহ্মকারণবাদের প্রতি বিদ্যমান আছে, উহা প্রকৃতি কারণ বাদের অনুকূল নহে, ইহাই পূর্ব্বগ্রন্থে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এইক্ষণ ইহাই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকৃতির যে অশব্দত্ব উক্ত আছে, তাহাও অসিদ্ধ, কারণ কোন কোন শাখাতে প্রকৃতির সমর্পণাভাস শব্দের শ্রবণ আছে। অতএব প্রকৃতির কারণত্ব যে বেদসিদ্ধ, তাহা কপিলাদি মহা মহা পরমর্ষিগণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। যাবৎ সেই সকল শব্দের অন্য-পরত্ব প্রতিপাদিত না হয়, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাতে

কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ অতস্তেষামন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ত্ততে। আনুমানিকমপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দবদুপলভ্যতে। কাঠকে হি পঠ্যতে মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি। তত্র য এব যন্নামানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাস্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানমভিধীয়তেঽতস্তস্য শব্দবত্ত্বাদশব্দত্বমনুপপন্নং তদেব চ জগতঃ কারণং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ নৈতদেবং। ন হ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে শব্দমাত্রং হ্যত্রাব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদন্যস্মিন্নপি সূক্ষ্মে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুজ্যতে ন চায়ং কস্মিংশ্চিদ্রূঢ়ঃ। যা তু প্রধানবাদিনাং রূঢ়িঃ সা তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চ ক্রমমাত্রসামান্যাৎ সমানার্থপ্রতিপত্তি-

---

প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অতএব সেই সকল শব্দের অন্যপরত্ব প্রদর্শনার্থ উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে। প্রকৃতির কারণত্ব অনুমানে নিরূপিত হইলেও তাহা কোন কোন শাখিদিগের মতে শব্দবৎ উপলব্ধ হইতেছে। কাঠক শ্রুতিতে পঠিত আছে যে, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহারা যে যে নামে স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা সেই সেই নামে প্রকৃত্যাদি জ্ঞাত হয়। পরন্তু "প্রকৃতি অব্যক্ত" এইরূপেই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে এবং তাহার শব্দাদি হীনত্বপ্রযুক্তই ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তি সম্ভব হয় না; সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতিই কথিত হয়। অতএব তাহার শব্দহেতু অশব্দত্ব অনুপপন্ন এবং তাহাই জগতের কারণ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ে প্রসিদ্ধ হইল। তাহা নহে, কারণ ব্রহ্ম যেরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধস্বতন্ত্র কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সেইরূপ কারণ বলিয়া বোধ হয় না, শব্দমাত্রেই অব্যক্ত, ইহাই জানা যায়। সেই শব্দও "যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই অব্যক্ত" এইরূপ যোগার্থবশত অন্য সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য বিষয়ে নিযুক্ত হয়,

ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে। ন হ্যশ্বস্থানে গাং পশ্যন্নশ্বোঽয়মিত্যমূঢ়োঽধ্যবস্যতি। প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ। শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে। কুতঃ প্রকরণাৎ পরিশেষাচ্চ। তথা হ্যনন্তরাতীতো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককৢপ্তিং দর্শয়তি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। ইতি। তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি। সংযতৈস্ত্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা কিং তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াং তেভ্য এব প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মানমধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং

ইহাতে কোন রূঢ়ার্থ দৃষ্ট হয় না, প্রকৃতিকারণবাদীরা যে রূঢ় স্বীকার করে, তাহা প্রকৃত রূঢ় নহে, উহা পারিভাষিক রূঢ়; সুতরাং ঐ রূঢ় বেদার্থ নিরূপণে কারণ হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথার্থার্থের প্রত্যাভিজ্ঞান না হইলে সামান্য ক্রমবশতঃ সমানার্থজ্ঞান হয় না। কোন মূঢ়ব্যক্তিও অশ্বস্থানে গো-দর্শন করিলে "ইহাই অশ্ব" এইরূপ জ্ঞান করে না। বাস্তবিক এই প্রকরণ নিরূপণে কোনরূপ কল্পিত প্রকৃতির প্রতীতি হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিকে শরীররূপে গ্রহণকরা হইয়াছে, অর্থাৎ এই প্রকরণনিরূপণে প্রকৃতি শব্দে শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর গ্রন্থেই শরীরকে রথ এবং আত্মাকে রথীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ. অর্থাৎ অশ্বরজ্জু এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে. আত্মা এইরূপে বিষয়ে ভ্রমণ করেন, পণ্ডিতগণ এইরূপে ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে যে ভোক্তা বলিয়া থাকেন। ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণ যখন অসংযত থাকে, তখনই আত্মা সংসারে গমন করেন

কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥ ইতি। তত্র য এবেন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ব্বস্মাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদিভাবেন প্রকৃতাস্তে এবেহ পরিগৃহ্যন্তে প্রকৃতহানা-প্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায়। তত্রেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্ব্বত্রেহ চ সমান-শব্দা এব অর্থাস্তু যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়হয়গোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টাস্তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বং ইন্দ্রিয়াণাং চ গ্রহত্ব বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং মনোমূলত্বাদ্বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য মন-সস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধিং হ্যারুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারমুপসর্পতি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি রথিত্বেনোপক্ষিপ্তঃ কুতঃ আত্মশব্দাৎ ভোক্তুশ্চ ভোগোপকরণাৎ পরত্বোপপত্তেঃ। মহত্বং চাস্য স্বামি-ত্বাদুপপন্নম্। অথ বা মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ। প্রজ্ঞা সংবিচ্চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥ ইতি স্মৃতেঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। ইতি চ শ্রুতেঃ। যা প্রথমব্রহ্ম

এবং উহাদিগকে সংযত করিতে পারিলেই পন্থার পরবর্ত্তী বিষ্ণুর পদপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রদর্শন করিয়া পন্থার পরবর্ত্তী বিষ্ণুপদ কি? এই আশঙ্কায় ইন্দ্রিয়াদির পরবর্ত্তী পরমাত্মাই পন্থার পরবর্ত্তী বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরবর্ত্তী মন, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধির পর আত্মা, আত্মার পর মহত্তত্ব, মহত্তত্ত্বের পর প্রকৃতি, প্রকৃ-তির পর পুরুষ। এই পুরুষের পর কিছুই নাই, উহাই পরমাগতি, ইহাতে ইন্দ্রিয়াদিগকে যে পূর্ব্বে রথরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অশ্বাদিরূপেই পরিগৃহীত হয়, এই স্থানেও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সকল শব্দই সমান, কিন্তু ইহাদিগের অর্থে বিশেষ আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ ঘোটকের বিষয় শব্দাদিই নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব সেই সকলই ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত শব্দাদি ইন্দ্রিয়গণের পরবর্ত্তী, ইহা "ইন্দ্রিয়াণাংগ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বং" এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। বিষয় হইতে যে মনের পরত্ব, তাহাতেও মনই কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে, বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারেই বুদ্ধি যে মনের পরবর্ত্তিনী তাহা প্রতীতি হয়, ভোগ্যবস্তু সকল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই ভোক্তাকে অনুসরণ করে। আর বুদ্ধি

হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মেত্যু-চ্যতে। সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধিগ্রহণেনৈব গৃহীতা সতী হি রুক্ ইহোপদিশ্যতে তস্যা অপি অস্মদীয়াভ্যো বুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ। এতস্মিংস্তু পক্ষে পর-মাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্ পর-মার্থতস্তু পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোর্ভেদাভাবাৎ। তদেবং শরীরমেবৈকং পরি-শিষ্যতে তেষু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয়া সমনু-ক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে। শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যা-বতো ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপ-ণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা। তথা চ এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ইতি। বৈষ্ণবস্য পরমপদস্য দুরবগমত্বমুক্ত্বা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি। যচ্ছে-

---

হইতে আত্মা পরবর্ত্তী, এই নিমিত্তই আত্মাকে রথী বলিয়া জানা যায়। এইরূপে আত্মার রথিত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং আত্মাই ভোগ করেন, এই নিমিত্তই তাহাকে সকলের পরবর্ত্তী বলিয়া জানা যায়, আর এই আত্মাই সকলের স্বামী, অতএব তাঁহারই মহত্ব আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি, এই স্থানে প্রথম জাত হিরণ্যগর্ভের যে বুদ্ধি, তাহাই সর্ব্ববুদ্ধির প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তাহাকেই মহান আত্মা বলা যায়। সেই বুদ্ধিও পূর্ব্ব বুদ্ধি গ্রহণে গৃহীত হইয়া উপদিষ্ট হইতেছে, সেই বুদ্ধিই আমাদিগের বুদ্ধি হইতে পরবর্ত্তী এইরূপে উপপত্তি হই-তেছে। এই পক্ষেও পরমাত্মবিষয় পরপুরুষগ্রহণে রথী আত্মার গ্রহণ জানিবে, বাস্তবিক, পরমাত্মার জ্ঞান ও আত্মার ভেদ নাই। তাহাহইলে একমাত্র শরীরই পরিশিষ্ট থাকে এবং ইতর ইন্দ্রিয়াদিকে পরমপদপ্রদ-র্শনেচ্ছায় অবশিষ্ট শরীরমাত্রই প্রদর্শন করান হয়। পরন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং বিষয়বিজ্ঞানযুক্ত মায়াবান্ ভোক্তার শরীরাদির রথাদি কল্পনাতে সংসার মোক্ষগতি নিরূপণ দ্বারা প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মাবগতিই এই-

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

দ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ইতি। এতদুক্তং ভবতি বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ। বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেৎ। মনোঽপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ। তামপি বুদ্ধিং মহত্যাত্মনি ভোক্তর্য্যগ্র্যায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিযচ্ছেৎ মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি। তদেবং পূর্ব্বাপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্যাবকাশঃ। ১ ॥

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতি ইদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দার্হত্বং শরীরস্য যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দার্হং অস্পষ্টবচনস্ত্বব্যক্তশব্দ ইতি অত উত্তরমুচ্যতে। সূক্ষ্মন্ত্বিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষতে সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। যদ্যপি স্থূল-

---

স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা সর্ব্বভূতেই গূঢ়ভাবে আছেন, ইনি সহজে প্রকাশ পান না, কেবল সূক্ষ্মদর্শীরাই সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে দেখিতে পায়, অতএব বৈষ্ণবপদের দুরবগম্যত্ব বলিয়া সেই বৈষ্ণবপদ পরিজ্ঞানার্থ যোগ প্রদর্শন করিতেছেন। বাক্যকে মনেতে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাগাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবে, আর সেই বিষয়বিকল্পাভিমুখ মনকে দোষ দর্শন দ্বারা নিবারিত করিয়া অধ্যবসায় স্বভাবা বুদ্ধিতে ধারণ করিবে এবং সেই বুদ্ধিকে মহাত্মাতে সংযত রাখিবে॥ ১

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকরণ ও পরিশেষহেতু অব্যক্তশব্দে শরীর কথিত হয়, প্রকৃতি নহে। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, কি কারণে শরীরেই অব্যক্তশব্দার্থতা হয়, স্থূলত্বহেতু স্পষ্টতর শরীরই ব্যক্তশব্দবাচ্য হইতেছে। যাহা অস্পষ্ট, তাহাকেই অব্যক্ত শব্দে বুঝাইতে পারে, শরীর অস্পষ্ট নহে, তাহা কিরূপে অব্যক্তশব্দবাচ্য হয়? ইহাতে উত্তর করি-

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

দং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমর্হতি তথাপি তস্য ত্বারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম-ক্তশব্দমর্হতি প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং তি। তথা শ্রুতিশ্চ তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি। ইদমেব ব্যাকৃতং ামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্য-স্থমব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

অত্রাহ যদি জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং প্রাগবস্থমব্যক্ত ব্দার্হমভ্যুপগম্যেত তদাত্মনা চ শরীরস্যাপ্যব্যক্তশব্দার্হত্বং প্রতিজ্ঞায়েত। ন এব তর্হি প্রধানকারণবাদ এবং সত্যাপদ্যেত অস্যৈব জগতঃ প্রাগ-বস্থায়াঃ প্রধানত্বেনাভ্যুপগমাদিতি। অত্রোচ্যতে যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধান-কারণবাদং পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা

ছেন যে, কারণশরীর সূক্ষ্ম এবং যাহা সূক্ষ্ম, তাহাই অব্যক্তশব্দযোগ্য হয়। যদিও এই স্থূল শরীর অব্যক্তশব্দবাচ্য না হউক, তথাপি এই স্থূল শরীরের আরম্ভক হইতে পারে, পরন্তু প্রকৃতি শব্দ বিকারে দৃষ্ট আছে। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, এই শরীর অব্যাকৃত ছিল ; সুতরাং নাম-রূপমিশ্রিত এই ব্যক্ত জগৎ পূর্ব্বাবস্থাতে ব্যক্তনামরূপ পরিত্যাগ করিয়া বীজশক্তির অবস্থাপন্ন হইলেই অব্যক্তশব্দবাচ্য হইতে পারে ॥ ২ ॥

এইক্ষণ বলিতেছেন, যদি এই জগৎ অনভিব্যক্ত নামরূপবীজাত্মক পূর্ব্বাবস্থাপন্ন অব্যক্ত শব্দার্থক হইল, তাহাহইলে শরীরও অব্যক্ত শব্দার্হ হইতে পারে, ইহাও প্রকৃতিকারণবাদ হইল, যেহেতু এই জগতের যে পূর্ব্বাবস্থা, তাহাকেই প্রকৃতিস্বরূপে স্বীকার আছে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যদি আমরা জগতের স্বতন্ত্র কোন পূর্ব্বাবস্থাকে কারণস্বরূপে স্বীকার করিতাম, তাহাহইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রধানকারণবাদ হইত, কিন্তু এই জগতের পূর্ব্বাবস্থাকে আমরা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া

পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দ্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তির্যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দ্দিষ্টং এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ। কচিদক্ষরশব্দোদিতং অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। কচিন্মায়েতি সূচিতং মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তং অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ যদা হৈরণ্যগর্ভো বুদ্ধির্মহান্ যদা তু জীবো মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্।

স্বীকার করি, উহা স্বতন্ত্র নহে, আর জগতের সেই পূর্ব্বাবস্থাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় এবং উহাও নিরর্থক নহে, যেহেতু সেই অবস্থা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধি হয় না এবং শক্তিরহিত পরমেশ্বরের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া উঠে। তবে মুক্ত পুরুষদিগের পুনরুৎপত্তি নাই, যেহেতু বিদ্যাদ্বারা তাহাদিগের সেই বীজশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বীজশক্তিই অবিদ্যাস্বরূপ এবং উহারই অব্যক্ত শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। আর মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিও পরমেশ্বরের আশ্রিত, এই মহাসুষুপ্তিতেই সংসারী জীবগণ স্বরূপপ্রতিবোধরহিত হইয়া শয়ন করে। এই অব্যক্তও কখন কখন আকাশশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ" এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ জানিবে। কদাচিৎ উহা অক্ষরশব্দে কথিত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, উহা পরমাক্ষর হইতেও পারে। কখন ইহাকে মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রবর্ণপ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং যিনি মহেশ্বর, তিনিই মায়ী। বাস্তবিক সেই অব্যক্তই মায়া, যেহেতু তাহার তত্ত্বনিরূপণ অশক্য, আর সেই অব্যক্তও মহত্তত্ত্বের পর, কারণ সেই মহত্তত্ত্বও অব্যক্ত প্রভব। আর ইহাও উক্ত আছে যে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহান এবং জীবও মহান, তখন জীবই

অবিদ্যা হ্যব্যক্তং অবিদ্যাবত্ত্বে চ জীবস্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সন্ততো বর্ত্ততে। তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে। সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরিশিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য। অন্যে তু বর্ণয়ন্তি দ্বিবিধং হি শরীরং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্র বক্ষ্যতে তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্ব্বং রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতং ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাত্তস্য পরত্বং যথা অর্থাধীনত্বাদিন্দ্রিয়ব্যাপারস্যেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বমর্থানামিতি। তৈস্ত্বেতদ্বক্তব্যমবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি। আম্নাতস্যার্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নাম্নাতং পর্য্যনুযোক্তুং আম্নাতঞ্চাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

অব্যক্তাধীন, ইহা জানা যাইতেছে; সুতরাং অব্যক্তই মহত্তত্ত্বের পর, ইহা প্রতিপন্ন হইল। আর অবিদ্যাই অব্যক্ত, অবিদ্যাহেতুই জীবের সকল সংসার সর্ব্বত্র প্রবৃত্ত আছে, মহত্তত্ত্বের পরত্বও অব্যক্তগত, আর উহা অব্যক্তের বিকারীভূত শরীরে পরিকল্পিত হয়। অন্যে বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শরীর দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম শরীর পরে কথিত হইবে। আর যাহা সম্প্রতি উপলব্ধ হইতেছে, তাহাই স্থূলশরীর, এই উভয় শরীরের অবিশেষ হেতু ঐ উভয়ই পূর্ব্বে রথরূপে কল্পিত হইয়াছে, এই সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্তশব্দে পরিগৃহীত হয়, যেহেতু সূক্ষ্মই অব্যক্তশব্দের প্রতিপাদ্য, আর বন্ধমোক্ষ ব্যবহারও তাহার অধীন, অতএব জীব হইতে তাহার পরত্ব জানা যায়, যেমন অর্থাধীনত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের পরত্ব। এইক্ষণ ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে অবিশেষে শরীরদ্বয়ই রথরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তবে কিরূপে কেবল সূক্ষ্ম শরীর এই স্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে, স্থূল শরীর পরিগৃহীত হয় না? বাস্তবিক আমরা আম্নাতার্থ পরিজ্ঞানের নিমিত্তই যত্ন করিতেছি এবং সেই অব্যক্তপদই আম্নাত, তাহা সূক্ষ্মার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে, স্থূলার্থ

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

শক্নোতি নেতরদব্যক্তত্বাৎ তাস্তিবেৎ ন একবাক্যতামনাপদ্য কশ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈক বাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেঽনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি কুত আম্নাতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। ন চৈবং মন্তব্যং দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎসতয়া সুশোধত্বাদগ্রহণমিতি। যতো নৈবেহ শোধনং কস্যচিদ্বিবক্ষ্যতে ন হ্যত্র শোধনবিধায়ি কিঞ্চিদাখ্যাতমস্তি অনন্তর-নির্দ্দিষ্টত্বাত্তু কিং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ইদমিহ বিবিক্ষ্যতে। তথা হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্ত্বা পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিত্যাহ। সর্ব্ব-থাপি আনুমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথা নামাস্তু ন নঃ কিঞ্চিচ্ছিদ্যতে॥৩॥

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাঙ্খ্যৈঃ প্রধানং স্মর্য্যতে গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্য-

---

প্রতিপাদন করে না, যেহেতু উহা ব্যক্ত। আর ইহাও বলা যায় না, কারণের একবাক্যতা না হইলে কোন অর্থই প্রতিপাদন করিতে পারে না, ইহাতে প্রকৃতের হানি এবং অপ্রকৃতের প্রসঙ্গ হয়। আর আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে একবাক্যতা প্রতিপত্তি হয় না, তাহাতে অবিশিষ্ট শরীরদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষাতে অর্থাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একবাক্যতা বাধিত হয়; সুতরাং কিরূপে আম্নাতার্থের প্রতিপত্তি হইতে পারে। আর ইহাও স্বীকার করা যায় না যে, দুঃসাধ্যহেতু কেবল সূক্ষ্ম শরীরেরই এই স্থানে গ্রহণ হয়, স্থূল শরীরের বীভৎসতা দৃষ্ট আছে, অতএব তাহার সুশোধ্যতাপ্রযুক্ত সেই স্থূল শরীরের গ্রহণ হইতে পারে, যেহেতু এই স্থলে কাহারও শোধন বিবক্ষা নাই। আর এই স্থলে শোধন বিধায়ী কোন কথাই নাই এবং অনন্তর নির্দ্দিষ্ট হেতু বিষ্ণুর পরমপদ কি? ইহাই এই স্থানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ ইহাই ইহার পর এবং অন্য পদার্থ তাহার পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছুই নাই, ইহাই বলা যায়॥৩॥

অব্যক্ত যে প্রধান নহে, তাহাতে হেত্বন্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

মিতি বদন্তিঃ ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতু-মিতি। কচিৎ চ বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি। ন চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দো নেহাব্যক্তং জ্ঞাত-ব্যমুপাসিতব্যং চেতি বাক্যমস্তি। ন চানুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থ-মিতি শক্যং প্রতিপত্তুং তস্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে। অস্মা-কন্তু রথরূপককৢপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মু-পন্যাস ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥

অত্রাহ সাঙ্খ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্। কথং শ্রূয়তে হ্যুত্তরত্রা-ব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽ-রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যু-

সাংখ্যেরা প্রধানকে জ্ঞেয়স্বরূপে স্মরণ করে, যেহেতু সত্ত্বাদিগুণরূপ প্রধান হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান আছে। যাঁহারা বলেন, প্রধানই জ্ঞেয়, তাঁহারাও গুণসম্বন্ধ না জানিয়া গুণ হইতে পুরুষের ভেদ জানিতে পারেন না, আর কেবল পুরুষের বিভিন্নতারূপে প্রধানকে জানিবে, ইহাই তাহাদিগের ইষ্ট, তাহা নহে, তাহার উপাসনাতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, অতএব প্রধানকেই জানিবে। এইস্থানে অবক্তাই জ্ঞেয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অব্যক্তশব্দ পদমাত্র এবং সেই অব্যক্ত জ্ঞাতব্য নহে ও উপাসিতব্য নহে, এইরূপ বাক্য আছে, বিশেষতঃ অনুপদিষ্ট পদার্থ-জ্ঞানই যে পুরুষার্থ, তাহাও জানা যাইতেছে না, অতএব অব্যক্তশব্দে প্রধান কথিত হয় না। আমাদিগের মতে রথরূপে পরিকল্পিত শরীরা-দির অনুসরণ দ্বারা বিষ্ণুরই পরমপদ প্রদর্শনার্থ এই উপন্যাস, অতএব উহাই অনিন্দনীয়কল্প ॥ ৪ ॥

সাংখ্যবচনে প্রধানের জ্ঞেয়ত্ববচনাভাবহেতু ইহা অসিদ্ধ, কারণ পরেই অব্যশব্দোদিত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব কথন আছে। আর লিখিত আছে যে, যিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপশূন্য, অব্যয়, রসবিহীন, নিত্য, আগন্ধ, আদি ও অন্তরহিত এবং মহতের পর, তাঁহাকে জানিতে

মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ইতি অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতৌ নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্ তস্মাৎ প্রধানমেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টমিতি অত্র ক্রমঃ। নেহ প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্ প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। কুতঃ প্রকরণাৎ। প্রাজ্ঞস্য হি প্রকরণং বিততম্ বর্ত্ততে। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। ইতি চ দুর্জ্ঞানত্ববচনেন তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞঃ ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদিসংযমস্য বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাচ্চ। ন হি প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাঙ্খ্যৈরিষ্যত। চেতনাত্মবিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেষামভ্যুপগমঃ। সর্ব্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনোঽশব্দাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে তস্মান্ন প্রধানস্যাত্র জ্ঞেয়ত্বমব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টত্বং বা। ৫।

পারিলে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্তি পায়, এই স্থলে যেরূপে শব্দাদিবিহীন মহতের পরবর্ত্তী প্রধান স্মৃতিতে নিরূপিত আছে, সেই রূপেই তাহাকে জানিবে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত স্থানে প্রধানই জ্ঞেয়স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়, যেহেতু এই প্রকরণে প্রাজ্ঞ আত্মাই বিবৃত হইয়াছেন। কারণ পুরুষের পর কিছুই নাই, তাহাই সকলের প্রধান এবং পরমাগতি। আর লিখিত আছে যে, এই পুরুষই সর্ব্বভূতের আত্মা, ইনি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, সচরাচর প্রকাশিত হয়েন না। এই পুরুষের পরিজ্ঞানার্থই বাগাদিসংযম বিহিত, আর ঐ পুরুষের বিজ্ঞান হইলেই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। কেবল প্রধানকে জানিয়া কেহ মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, ইহাই সাংখ্যেরা স্বীকার করেন। তাঁহারা আর বলেন যে, চেতন আত্মার পরিজ্ঞানই মৃত্যু ভয় অতিক্রম করিতে পারে, বাস্তবিক সকল বেদান্তেই প্রাজ্ঞ আত্মার অশব্দাদি ধর্ম্ম কথিত আছে, অতএব জানা যায় যে প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি জ্ঞেয় নহে এবং উক্ত অব্যক্তশব্দ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যস্মাৎ ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে কঠবল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসো দৃশ্যতে তদ্বিষয় এব চ প্রশ্নঃ নাতোঽন্যস্য প্রশ্নঃ উপন্যাসো বাস্তি। তত্র তাবৎ স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ইতি জীববিষয়ঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ। ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ। প্রতিবচনমপি লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা ইত্যগ্নিবিষ-

---

প্রধান, অর্থাৎ প্রকৃতি যে অব্যক্তশব্দবাচ্য এবং জ্ঞেয় নহে, তাহার কারণান্তর দর্শাইতেছেন।—যেহেতু এই গ্রন্থে বরপ্রদান সামর্থ্যহেতু ব্যক্ততারূপে উপন্যাস দেখা যায় এবং এই বিষয়েই প্রশ্ন আছে, এতদ্ভিন্ন প্রশ্ন বা উপন্যাস নাই। কঠবল্লীতে উক্ত আছে যে, যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তিনটি বর গ্রহণ কর, অনন্তর নচিকেতা তিন প্রশ্ন করিয়াছিল, হে মৃত্যো! তুমি আমাকে বরপ্রদান করিবে, ইহা স্বীকার করিয়াছ এবং অগ্নি যে স্বর্গের কারণ, তাহাও তুমি জান, এইক্ষণ আমাকে বল দেখি, মরণের পর দেহ ভিন্ন আর কিছু থাকে কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে, অতএব উক্ত সংশয় নিরাকরণ করিয়া আমাকে বল, ইহাই অগ্নিবিষয় প্রশ্ন। আর কেহ বলেন, মনুষ্যের মরণের পর বিচিকিৎসা থাকে, কেহ বলেন, থাকে না, এইক্ষণ আমার উক্ত সংশয় নিবারণ করিয়া বিদ্যানুশাসন কর। ইহা আমার দ্বিতীয় বর। ইহাই জীবাবিষয় প্রশ্ন। আর ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য, কৃতাকৃতের অন্য এবং ভূতভব্যের অন্য যাহা দেখিতেছ, তাহা বল, ইহাই পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন। অনন্তর যম নচিকেতার প্রশ্নত্রয় শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরত্রয় বলিতেছেন, অর্থাৎ যাবৎস্বরূপ, যাবৎসংখ্যক এবং যেরূপক্রমে অগ্নিচয়ন

য়ম্। হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্মসনাতনং। যথা চ মরণং প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতম॥ যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যে-হনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্। ইতি। ব্যবহিতং জীববিষয়ম্। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্। নৈবং প্রধান বিষয়ঃ প্রশ্নোঽস্তি অপৃষ্টত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তস্যেতি। অত্রাহ যোঽয়মাত্ম-বিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য ইতি কিং স এবায় মন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি পুনরনুকৃষ্যতে কিং বা ততোঽন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যতে ইতি। কিঞ্চাতঃ স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃষ্যতে ইতি যদ্যুচ্যেত তদা দ্বয়োরাত্মবিষয়য়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নিবিষয় আত্মবিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যত ইতি যদ্যুচেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্ন-

---

করিতে হয়, সমুদায় নচিকেতাকে বলিলেন। ইহাই অগ্নি বিষয়ক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। হে গৌতম! যেরূপে জীব মরণ প্রাপ্ত হইয়া অতিগুহ্য সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। জীব শরীরপ্রাপ্তির নিমিত্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে এবং কর্ম্মানুসারে গতিলাভ করে, ইহাই জীববিষয় প্রশ্নোত্তর, আর যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইত্যাদিরূপে পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন বাহুল্যরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রকারে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন ও উপন্যাস আছে, কিন্তু প্রধানবিষয় প্রশ্ন নাই, তদ্বিষয়ক উপন্যাসও নাই। এইক্ষণ সূত্রার্থে দোষারোপ করিতেছেন, পূর্ব্বে যে জীববিষয়ক প্রশ্ন উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই কি যিনি "ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য" ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে? কিম্বা উহা অন্য? এই মহান প্রশ্ন উপস্থিত হইল। ইহাতে যদি বল, জীববিষয় প্রশ্নে "যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য" ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে, তাহাহইলে জীববিষয় ও পরমাত্মাবিষয় এই দুই প্রশ্নের ঐক্যযুক্ত অগ্নিবিষয় ও আত্ম-বিষয় এই দুই প্রশ্ন, এইরূপেই বলা উচিত, কিন্তু অগ্নিবিষয়, জীববিষয় ও পরমাত্মবিষয় এই তিন প্রশ্ন, এইরূপ বলা উচিত হয় না, আর যদি বল, অন্য অপূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাহইলে যেমন বরপ্রদান ব্যতিরেকে

কল্পনায়া মদোষঃ এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাসকল্পনায়াম-দোষঃ স্যাদিতি অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিৎ কল্পয়ামঃ বাক্যোপক্রমসামর্থ্যাৎ। বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুন-চিকেতঃসম্বাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে পিত্রা প্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ নচিকেতাঃ কিল তেষাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়ে-নাত্মবিদ্যাং। যেয়ং প্রেত ইতি বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র যদ্যন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্নঃ উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতি-রেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাদ্বাক্যং বাধ্যেত। নন্বু প্রষ্টব্যভেদাদপূর্ব্বোঽয়ং প্রশ্নো ভবিতুমর্হতীতি পূর্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসাভিধানাৎ জীবশ্চ ধর্ম্মাদিগোচরত্বান্নান্যত্র র্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি প্রাজ্ঞস্তু ধর্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতীতি।

প্রশ্ন কল্পনায় দোষ নাই সেইরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকেও প্রধানোপন্যাস কল্প-নাতে দোষ হয় না। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, আমরা বর-প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন কল্পনা করি না, যেহেতু বাক্যেতে উপ-ক্রমই প্রধান, বাস্তবিক কঠবল্লীতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত নচিকেত-মৃত্যু সংবাদ-রূপ বাক্যপ্রবৃত্তিতে বরপ্রদানই উপক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ নচিকেতাকে তাঁহার পিতা যমালয়ে প্রেরণ করিলে নচিকেতা যমের নিকট প্রথমত এই বর প্রার্থনা করেন যে, আমার পিতার পূর্ব্ববৎ মন প্রশান্ত হউক এবং দ্বিতীয়বরে অগ্নি বিদ্যা ও তৃতীয়বরে আত্মবিদ্যা প্রার্থনা করেন, ইহাতে যদি "ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্য" এই বলিয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাহইলে বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্ন কল্পনাহেতু বাক্য বাধিত হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিভিন্নতাহেতু অপূর্ব্ব প্রশ্নই হই-তেছে। পূর্ব্ব প্রশ্নই জীববিষয়ক, অর্থাৎ মনুষ্য মরণের পর কি কার্য্য রে, ইহাই জীববিষয়ক প্রশ্ন, আর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে; সুতরাং তাহা র্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত নহে, অতএব জীব পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নে লক্ষ্য হই-তেছে না। পরন্তু উভয়প্রশ্নাভাসও সমান দেখা যায় না, যেহেতু প্রথম

প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে পূর্ব্বস্যাস্তিত্বনাস্তিত্ববিষয়ত্বাদুত্তরস্য ধর্ম্মাদ্যতীতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ তস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ ন পূর্ব্বস্যৈবোত্তরত্রানুকর্ষণমিতি চেৎ ন জীবপ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ। ভবেৎ প্রষ্টব্যভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ ন ত্বন্যত্বমস্তি তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ। ইহ চান্যত্র ধর্ম্মাদিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োরভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধভাগী ভবতি। প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন পরমেশ্বরস্য। তথা স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চ উভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশো জীবস্যৈব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্য মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্যো জীব

প্রশ্ন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিষয়ক এবং উত্তর প্রশ্ন ধর্ম্মাদির অতীত বস্তুবিষয়ক, অতএব প্রত্যভিজ্ঞানাভাব হেতুই প্রশ্নভেদ জানা যাইতেছে। যদি বলি, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নের বিষয়ীভূত জীবের পরবর্ত্তী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নে অনুকর্ষণ হইতে পারে না। তাহাও বলিতে পার না, কারণ জীব ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার আছে। যদি প্রাজ্ঞপুরুষ হইতে জীব অন্য হয়, তাহা হইলেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ভেদে প্রশ্নভেদ হইতে পারে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ জানা যায় না। বাস্তবিক যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, ইত্যাদি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে জানা যায় যে, যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তিনিই পরমাত্মা। পরন্তু জন্মজরাপ্রতিষেধদ্বারা জীব ও পরমাত্মার, যে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংস্পর্শহেতু জীবেরই জন্মমরণপ্রসঙ্গ আছে, উহা পরমেশ্বরের নাই। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যাহার স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থা নাই, তিনি মহান্ বিভু আত্মা, যে ধীর ব্যক্তি উক্ত আত্মাকে জানেন, তিনি শোকে মগ্ন হয়েন না। অতএব স্বপ্ন ও জাগরণ দর্শী জীবের মহত্ত্ববিভুত্ব বিশেষণের স্মরণদ্বারা শোকবিচ্ছেদ প্রদর্শন করত জীব প্রাজ্ঞভিন্ন নহেন, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। বেদান্ত-

ইতি দর্শয়তি। প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্ধি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। তথা যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ইতি জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্বনাস্তিত্ব-প্রশ্নস্যানন্তরং অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্বেত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা যদা ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবিভাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্তেতি প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্ তদুবাচ 'তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি'। ইতি। তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবেহ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যৎপ্রশ্ন-

---

সিদ্ধান্তে জানা যায় যে, প্রাজ্ঞের বিজ্ঞানেই শোকবিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ এই দেহে যে চৈতন্য, সূর্য্যাদিতেও সেই চৈতন্য এবং সূর্য্যাদিতে যে চৈতন্য,এই দেহেও সেই চৈতন্য, এইরূপে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মেও যিনি মিথ্যা ভেদ দর্শন করেন, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি মরণের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, কখনও তিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। এইরূপে জীব ও প্রাজ্ঞের ভেদপ্রতিষেধ করিতেছেন, আর জীবপ্রাজ্ঞবিষয়ক অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রশ্নান্তে "নচিকেতা তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" এই বলিয়া যম নচিকেতাকে নানা প্রলোভন দর্শাইলেও নচিকেতা যখন তাহাতে প্রলোভিত হইল না, তখন যম অভ্যুদয় ও মুক্তির ভেদপ্রদর্শনদ্বারা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ প্রদর্শনদ্বারা বিদ্যাভিলাষী নচিকেতাকে "তোমাকে কোন কামনাই লোলুপ করিতে পারিল না" ইত্যাদি বাক্যে প্রশংসা করিয়া এবং তদীয় প্রশ্নের প্রতিও ভূয়সী প্রশংসা করত বলিয়াছিলেন, সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র অতি গূঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনি সকলের হৃদয় গুহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তিনিই পুরাণপুরুষ, অর্থাৎ সকলের আদি। যে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ জানিয়া সেই দেবকে জানিতে পারে, সে কদাচ হর্ষিত বা শোকমগ্ন হয় না। ইহাতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদই বিবক্ষিত বলিয়া জানা যাইতেছে। যে প্রশ্ন নিমিত্ত

নিমিত্তাচ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্যপদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্নমুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সর্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ তস্মাদেয়ং প্রেতে ইত্যস্যৈব প্রশ্নস্যৈতদনুকর্ষণমন্যত্র ধর্ম্মাদিতি। যত্তু প্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদূষণং তদীয়স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ। পূর্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরত্র তু তস্যৈবাসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে তাবদ্ধর্ম্মাদিগোচরত্বং জীবস্য জীবত্বং চ ন নিবর্ত্ততে। তন্নিবর্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ এব তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে। ন চাবিদ্যাবত্ত্বে তদপগমেচ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি। যথা কশ্চিৎ সন্তমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপমানঃ পলায়তে তঞ্চাপরো ব্রূয়াৎ মাভৈষীঃ নায়মহী-রজ্জুরেবেতি স চ তদুপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুৎসৃজেদ্বেপথুং পলায়নঞ্চ ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুতঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ স্যাৎ তথৈবৈতদপি

নচিকেতা যমের নিকট মহতী প্রশংসা পাইয়াছিলেন। নচিকেতা যদি সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্ন করিতেন, তাহাহইলে সেই প্রশংসা অস্থানে পতিত হইত; সুতরাং জীববিষয় প্রশ্নেই "যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত" ইত্যাদির অনুকর্ষণ হইয়াছে। আর প্রশ্নাভাসের যে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ নহে, কারণ পূর্ব্বে যে বিষয়ের প্রশ্ন হইয়াছিল, পরেও তাহারই বিশেষ প্রশ্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, পরেও সেই আত্মার অসংসারিত্ব প্রশ্ন করিতেছেন। বস্তুতঃ যাবৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে এবং জীবত্ব নিবৃত্ত হয় না, পরে যখন জীবত্ব নিবৃত্ত হয়, তখনই "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিদ্বারা প্রাজ্ঞ আত্মার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাসত্ত্বে ও অবিদ্যার অপগমে বস্তুর কোন বিশেষ থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকার মধ্যে পতিত কোন রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে, তাহাকে ভীত দেখিয়া অপর ব্যক্তি বলে, তোমার ভয় নাই, তুমি যাহাকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ, উহা সর্প নহে, উহা রজ্জু। তখন সে ঐ

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

দ্রষ্টব্যং। ততশ্চ ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্ব-প্রশ্নস্য প্রতিবচনং সূত্রস্ত্ববিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্। একত্বেঽপি হ্যাত্মবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রাণাবস্থায়াং ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানপোহনাচ্চ পূর্ব্বস্য পর্য্যায়স্য জীববিষয়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে উত্তরস্য তু ধর্ম্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ত্তনাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি ততশ্চ যুক্তাঽগ্নিজীবপরমাত্মকল্পনা। প্রধানকল্পনায়াং তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্নো ন প্রতিবচন মিতিবৈষম্যং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

যথা মহচ্ছব্দঃ সাঙ্খ্যৈঃ সত্তামাত্রেঽপি প্রথমজে প্রযুক্তো ন তমেব বৈদিকেঽপি প্রয়োগেঽভিধত্তে বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ মহান্তং বিভুমাত্মানং

ব্যক্তির বাক্য শুনিয়া সর্পভয় পরিত্যাগ করে, তাহার আর কম্প থাকে না এবং পলায়ন করে না, এই স্থলে যখন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়াছিল এবং যখন সেই সর্প বুদ্ধির নিবৃত্তি হইল, তখন সেই রজ্জু একরূপই ছিল, তাহার কোন বিশেষ হয় নাই। সেইরূপ অবিদ্যা কালে ও অবিদ্যার অপগমে বস্তুগত কোন বৈশিষ্ট হয় না, বস্তু একরূপই থাকে। অতএব যাহার "জন্ম মরণ নাই" ইত্যাদি বাক্যই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রশ্নের প্রতিবচন। বাস্তবিক এই সূত্র অবিদ্যাকল্পিত জীব ও আত্মভেদাপেক্ষায় যোজিত করা কর্ত্তব্য। জীব ও প্রাজ্ঞের একত্ব হইলেই আত্মবিষয় প্রশ্নের প্রাণাবস্থা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব মাত্র জ্ঞানে কর্তৃত্বাদি সংসার ভাবের অনপগমহেতু পূর্ব্বপর্য্যায়ের জীববিষয়ত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়, আর পর পর্য্যায়ের ধর্ম্মাদির অভাব সঙ্কীর্ত্তন হেতু প্রাজ্ঞ বিষয়ত্ব জানা যায়। অতএব অগ্নি, জীব ও পরমাত্ম কল্পনাতে বরপ্রদান, প্রশ্ন বা প্রতিবচন নাই; সুতরাং মহাবৈষম্য হইয়া উঠে ॥ ৬ ॥

শ্রুত্যুক্ত অব্যক্তশব্দ সাংখ্যসাধরণ তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, যেহেতু উহা মহচ্ছব্দের ন্যায় বৈদিক শব্দ, অর্থাৎ যেমন সাংখ্যেরা সত্তামাত্রে মহচ্ছব্দের প্রয়োগ করে, তাহারা বৈদিক প্রয়োগে অভিধান করে না, যেহেতু

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

বেদাহ মেতংপুরুষং মহান্তং ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যঃ তথাব্যক্তশব্দোঽপি ন বৈদিকেপ্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি। অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য স্মার্ত্তস্য শব্দবত্বং ॥ ৭ ॥

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ কস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাৎ অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ। ইতি। অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণশব্দৈরজঃসত্ত্বতমাংস্যভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থাবয়বধর্ম্মৈর্ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। ন জায়ত ইতি চাজা স্যাৎ মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ।, নম্বজাশব্দঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ। বাঢ়ং সা তু রূঢ়িরিহ নাশ্রয়িতুং শক্যা বিদ্যাপ্রকর-

---

"বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ" "মহান্তং বিভুমাত্মানং" "বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং" ইত্যাদি অনেকানেক শ্রুতিতে আত্মশব্দ প্রয়োগ আছে, তথাপি বৈদিক প্রয়োগে অব্যক্তশব্দ প্রকৃতিকে অভিধান করিতে পারে না। অতএব আনুমাণিক স্মার্ত্তের শব্দত্ব নাই ॥ ৭ ।

পুনর্ব্বার প্রকৃতি-কারণ-বাদীরা প্রকৃতির যে অশব্দত্ব অসিদ্ধ তাহা বলিতেছেন। কোন মন্ত্রে লিখিত আছে যে, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা অজা বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, কেবল এক আত্মাই সেই প্রকৃতির সেবা করিতেছেন এবং ইহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই স্থানে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণশব্দে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের সম্বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ রঞ্জনাত্মক বিধায় লোহিতশব্দে রজঃ, সত্ত্বপ্রকাশাত্মক প্রযুক্ত শুক্লশব্দে সত্ত্ব এবং আবরণাত্মক হেতু কৃষ্ণশব্দে রজোগুণ জানা যায়; সুতরাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণা এই বিশেষণে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা জানা যায়। যাহার জন্ম নাই, তিনি অজা, ইহাতে অজাশব্দে মূল প্রকৃতি স্বীকার করা যায়। এইরূপ যদি বল

গাং সা 5 বহ্বীঃ প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিতা জনয়তি তাং প্রকৃতিং অজো হ্যেকঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ সেবমানো বাঽনুশেতে তামেবাবিদ্যায়া আত্মত্বেনোপগম্য সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। নানেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমূলত্বং সাঙ্খ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম্। ন হ্যয়ং মন্ত্রঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কঞ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে। সর্ব্বত্রাপি যয়া কয়াচিৎ কল্পনয়াঽজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাংখ্যবাদ এবেহাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ। যথা হি অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধ্ববুধ্ন ইত্যস্মিন্মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যেণায়ং নামাসৌ চমসোঽভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তুং সর্ব্বত্রাপি যথাকথঞ্চিদর্ব্বাগ্বিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ। এবমিহাপ্যবিশেষোঽজামেকামি-

---

অজাশব্দ ছাগীতেই রূঢ়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বিদ্যাপ্রকরণ হেতু এইস্থানে সেই রূঢ়ার্থ আশ্রয় করা যায় না। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিত বহুপ্রজা উৎপাদন করেন এবং পুরুষ ঐ প্রকৃতিকে সেবা করতঃ অনুশায়িত আছেন। আর পুরুষ সেই প্রকৃতিকে অবিদ্যাস্বরূপে উপগমন করিলেই আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ় এইরূপ অবিবেক বশত সংসারে ভ্রমণ করে, অন্য পুরুষ বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ কপিল শিষ্যেরা যে প্রকৃতি কল্পনা করে, তাহাও শ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে বলা যায় যে, উক্ত "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রার্থদ্বারা সাংখ্যবাদের শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করাযায় না, যেহেতু উক্ত মন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে কোন অর্থবাদ সমর্থন করিতে শক্ত হয় না, সর্ব্বত্রই কোন না কোন কল্পনাদ্বারা সম্পাদনের উপপত্তি আছে, ইহাই সাংখ্যবাদীর অভিপ্রেত, যেহেতু চমসবৎ ইহার বিশেষ অবধারণের কারণ নাই। চমস একপ্রকার যজ্ঞপাত্র, যাহার অধোদেশে গর্ত্ত এবং উর্দ্ধ্বেবুধ্ন, অর্থাৎ শির, তাহাই চমস। এইস্থানে যেমন এই নামে চমস অভিপ্রেত, ইহা স্বাতন্ত্র্যরূপে নিয়ম করা যায় না, যেহেতু সর্ব্বত্রই যে

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

ত্যস্য মন্ত্রস্য নাস্মিন্মন্ত্রে প্রধানমেবাজাভিপ্রেতেতি শক্যতে নিয়ন্তুং। তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষ-প্রতিপত্তির্ভবতি ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যেতি অত্র ক্রমঃ ॥ ৮।

পরমেশ্বরাদুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোবন্নলক্ষণা চতুর্ব্বিধভূত-গ্রামস্য প্রকৃতিভূতেয়মজা। তুশব্দোঽবধারণার্থঃ। ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া ন গুণত্রয়লক্ষণা। কস্মাৎ। তথা হ্যেকে শাখিনস্তেজোঽবন্নানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাম্নায় তেষামেব রোহিতাদিরূপতামামনন্তি যদগ্নে-রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি। তান্যেবেহ তেজোঽবন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে রোহিতাদিশব্দসামান্যাৎ রোহিতাদীনাঞ্চ শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ ভাক্তত্বাচ্চ গুণবিষয়ত্বস্য অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে তথেহাপি ব্রহ্মবাদিনে

কোনরূপে অধোদেশে গর্ত্ত কল্পনা হইতে পারে। সেইরূপ এই স্থলে "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ম করা যাইতে পারে না। চমস স্থানে বরং "ইহা মুখ, ইহা শির" ইত্যাদি প্রকারে চমসের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে কেবল অজার এইরূপ প্রতিপত্তি হয়। বিশেষ পরসূত্রে বিবৃত হইবে। ৮।

অজাশব্দের বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন।—যাহা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং জ্যোতিঃপ্রভৃতিরূপে চতুর্ব্বিধ ভূতের প্রকৃতিভূতা, তাহাই অজা বলিয়া জানিবে। এই অজা ভূতত্রয়স্বরূপা, গুণত্রয়স্বরূপা নহে। কোন কোন শাখাবাদীরা তেজ, জল ও অন্ন, এই সকলকে পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন জ্ঞান করিয়া তাহাদিগেরই লোহিত কৃষ্ণাদিরূপ স্বীকার করে, অর্থাৎ তেজের লোহিতরূপ, জলের শুক্লরূপ এবং অন্নের কৃষ্ণরূপ। আর লোহিতাদি শব্দ সামান্য হেতু তেজ, জল ও অন্ন, ইহারাই প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। বাস্তবিক লোহিতাদি শব্দে রূপবিশেষেই মুখ্য, গুণবিষয়ে ভাক্ত,

বদন্তি কিং কারণং ব্রহ্মেত্যুপক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা বাক্যোপক্রমেঽবগমাৎ বাক্যশেষেঽপি মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। ইতি। যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবা-বগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণাম্নায়ত ইতি শক্যতে বক্তুং। প্রকরণাৎ তু সৈব দেবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নাম-রূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রেণাম্নায়ত ইত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ স্ববিকার-বিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তং। কথং পুনস্তেজোঽবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপাঽজা প্রতিপত্তুং শক্যতে। যাবতা ন তাবত্তেজোঽবন্নেষজাকৃ-তিরস্তি ন চ তেজোঽবন্নানাং জাতিশ্রবণাদজাতিনিমিত্তোঽপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীতি অত্র উত্তরং পঠতি। ৯।

অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের অর্থে বিশেষ বিশেষ রূপই জানা যায়, গুণবোধ হয় না। আর অসন্দিগ্ধপদার্থ দ্বারাই সন্দিগ্ধপদার্থ নিরূপণ ন্যায্য, এই স্থলে ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ কি? এই উপক্রমে তাঁহারা ধ্যানগত হইয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, অতএব দেবশক্তি ও আত্মশক্তি স্বীয়গুণে নিগূঢ় আছে, ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন। "ইহা জগদ্বিধায়িনী পরমেশ্বরীর শক্তির বাক্যোপক্রমে অবগত হওয়া যায়, বাক্যশেষেও জানা যায় যে, মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। পরন্তু "যো যোনি মধিতিষ্ঠত্যেকঃ" এই প্রমাণেও সেই প্রকৃতিরই অবগম হয়, বাস্ত-বিক প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে, "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকৃতিকেই নির্দ্দেশ করা যায়। আর প্রকরণ বশতঃ সেই দৈবীশক্তিরই নামরূপ ব্যক্ত নাই এবং উক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বাবস্থান রূপেই প্রকৃতি কথিত হয়, তাহার স্বীয় বিকার হেতুই ত্রিরূপ উক্ত আছে, তবে কিরূপে তেজ, জল ও অন্নের ত্রিরূপবিধায় অজা বলিয়া জানা যাইতে পারে, যেহেতু তেজ, জল ও অন্নেতে অজাকৃতি নাই এবং ঐ তেজ, জল ও অন্নের জাতিশ্রবণহেতু, অজাশব্দের সম্ভব হয় না, অতএব পরসূত্রে উত্তর পাঠ করিতেছেন। ৯।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোঽজাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং তর্হি কল্পনোপদেশোঽয়ং অজারূপককৢপ্তিস্তেজোঽবন্নলক্ষণায়াশ্চরাচরযোনেরুপদিশ্যতে। যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা সরূপবর্করা চ তাঞ্চ কশ্চিদজো জুষমাণোঽনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্তভোগাং জহাদেবমিয়মপি তেজোঽবন্নলক্ষণা ভূতপ্রকৃতিস্ত্রিবর্ণা বহু সরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি অবিদুষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভুজ্যতে বিদুষা চ পরিত্যজ্যতে ইতি। ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽনুশেতেঽন্যো জহাতীতি অত ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিষ্টঃ প্রাপ্নোতীতি। ন হীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাদয়িষয়া কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থাপ্রতিপিপাদয়িষৈবৈষা। প্রসিদ্ধস্তু ভেদঃ অনূদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা

এই অজাশব্দ অজাপ্রকৃতিনিমিত্ত বা যৌগিক নহে, উহা কল্পনার উপদেশ মাত্র, অর্থাৎ এইস্থলে অজারূপে কল্পনা করিয়া প্রকৃতি যে তেজ, জল ও অন্নরূপ চরাচর জগতের যোনি, তাহারই উপদেশ করিয়াছেন, যেমন লোকে যদৃচ্ছাক্রমেই কোন কোন পশু লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কোন বাল পশুকে অপর পশু সেবা করিয়া তাহার অনুশয়ন করে এবং কোন পশু বা তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তেজ, জল ও অন্নরূপা ত্রিবর্ণা ভূতপ্রকৃতি বহু চরাচর বিকারজাত উৎপাদন করিয়া থাকে। আর অজ্ঞ আত্মা সেই প্রকৃতিকে ভোগ করে এবং জ্ঞানী আত্মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই স্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না যে, আত্মা প্রকৃতির অনুসরণ করে এবং অন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অতএব পারমার্থিক আত্মভেদ পরের ইষ্ট, ইহা জানা গেল। বাস্তবিক উহা আত্মভেদ প্রতিপাদনের ইচ্ছায় হয় নাই, কিন্তু বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থার প্রতিপাদনের ইচ্ছায় ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপ প্রসিদ্ধ ভেদ বলিয়া বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই ভেদও উপাধি নিমিত্ত মিথ্যাজ্ঞান কল্পিত, উহা পার-

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

প্রতিপাদ্যতে ভেদস্তু উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। মধ্বাদিবৎ যথাদিত্যস্যামধুনো মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং দ্যুলোকাদীনাং চানগ্নীনামগ্নিত্বং ইত্যেবং জাতীয়কং কল্প্যতে এবমিদমনজায়া অজাত্বং কল্প্যতে ইত্যর্থঃ তস্মাদবিরোধস্তেজোঽবন্নেষ্বজাশব্দপ্রয়োগস্য ॥ ১০ ॥

এবং পরিহৃতেঽপ্যজামন্ত্রে পুনরপ্যন্যস্মান্মন্ত্রাৎ সাঙ্খ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতমিতি" অস্মিন্মন্ত্রে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াঽপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে। তথা চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ সংখ্যেয়া আকাঙ্ক্ষ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্ত্বানি সাঙ্খ্যৈঃ সঙ্খ্যায়ন্তে "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ

মার্থিক ভেদ নহে। যেহেতু শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, এক দেব সর্ব্ব-ভূতে গূঢ়ভাবে আছেন, ইনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। যেমন মধ্বাদি বিদ্যাতে, অর্থাৎ আদিত্যরূপ অমধুর মধুত্ব এবং বাক্যরূপ অধেনুর ধেনুত্ব, আর অনগ্নি দ্যুলোকাদির অগ্নিত্ব কল্পনা হয়, সেইরূপ যে অজা নহে, তাহার অজাত্ব কল্পনা হইয়া থাকে। অতএব তেজ, জল ও অন্নাদিতে যে অজাশব্দ প্রয়োগ তাহা অবিরুদ্ধ জানিবে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্র পরিহৃত হইলেও সাংখ্যগণ অন্য মন্ত্র সহায়ে পুনরুত্থান করিতেছেন। যাহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই লোকে ব্রহ্মামৃত লাভ করিয়া অমৃতত্ব পাইতে পারে। যেহেতু উক্ত মন্ত্রে দুইটি পঞ্চশব্দ দেখা যায়। অতএব পঞ্চ পঞ্চ জনা, এই পঞ্চশব্দে পঞ্চ সংখ্যাবিষয় অপর পঞ্চ সংখ্যা জানা যায়; সুতরাং এই স্থলে পঞ্চ সংখ্যায় পঞ্চবিংশতি সংখ্যা হইল, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা যত সংখ্যা হইতে পারে, সাঙ্খ্য-বাদীরা তত সংখ্যক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে

প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ"। ইতি। তথা শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসঙ্খ্যয়া তেষাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তঃ তাবৎ শ্রুতিমত্ত্বমেব প্রধানাদীনাং ততো ব্রূমঃ। ন সঙ্খ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ত্ব প্রত্যাশা কর্ত্তব্যা কস্মাৎ নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিস্তত্ত্বানি নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্ম্মোঽস্তি যেন পঞ্চবিংশতেরন্তরালেঽপরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সঙ্খ্যা নিবিশেরন্ ন হ্যেকনিবন্ধনমন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সঙ্খ্যা নিবিশন্তে। অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসঙ্খ্যৈবেয়মবয়বদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। যথা "পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ"। ইতি। দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিতি তদপি নোপপদ্যতে। অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষো যল্লক্ষণা আশ্রয়ণীয়া স্যাৎ। পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজনা ইতি ভাবিকেন স্বরেণৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়ো-

---

যে, মূল প্রকৃতির বিকার নাই, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতিরূপ এবং ষোড়শ পদার্থ বিকারী, কিন্তু পুরুষ বিকারী বা প্রকৃতি কিছুই নহে। এইরূপ সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা দ্বারা স্মৃতি প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহহেতু প্রধানাদির শ্রুতিমত্তা জানা যায়। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যার উপসংগ্রহ হেতু প্রধানাদির শ্রুতিমত্তা আশা করা যায় না, কারণ প্রধানাদির নানাত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ এই সকল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাপ্রকার দেখা যায়, ইহাদিগের এখন পাঁচ পাঁচ করিয়া প্রধান ধর্ম্ম নাই যে, যাহাতে পঞ্চবিংশতির অন্তরালে তাহার অপর পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যার নিরাস করিতে পারে। বাস্তবিক একনিবন্ধন ব্যতিরেকে নানা ভূতে নানা সংখ্যা নিবিষ্ট হয় না, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অবয়ব দ্বারাই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উপলাভ হয়। যেমন "পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ" এই স্থলে পাঁচ ও সাতে যুক্ত হওয়াতে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হয়, সেইরূপ অবয়বগত সংখ্যার গ্রহণ হইতে পারে, ইহাও উপপন্ন হইতেছে না, ইহাই এই পক্ষে দোষ দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাস হইয়াছে,

গান্তরে চ পঞ্চানাং স্বাপঞ্চজনানামিত্যৈকপদ্যৈকস্বর্য্যৈকবিভক্তিকত্বাবগ-
মাৎ সমস্তত্বাচ্চ ন বীপ্সা পঞ্চ পঞ্চেতি তেন ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চ-
পঞ্চেতি। ন চ পঞ্চসঙ্খ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চসঙ্খ্যয়াঽপরয়া বিশেষণং পঞ্চ-
পঞ্চকা ইতি উপসর্জ্জনস্য বিশেষণেনাসংযোগাৎ। নন্বাপন্নপঞ্চসঙ্খ্যকা
জনা এব পুনঃ পঞ্চসঙ্খ্যয়া বিশেষ্যমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষ্যন্তে। যথা
পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূলা প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ নেতি ব্রূমঃ যুক্তং
যৎ পঞ্চপূলীশব্দস্য সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং
পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি বিশেষণং ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদা-
নাৎ কতীতি অসত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বিশেষণং
ভবেৎ ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসঙ্খ্যায়া এব ভবেৎ তত্র চোক্তো দোষঃ
তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চ জনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকাচ্চ ন

যেহেতু ভাষিক স্বরের সহিত একপদত্ব নিয়ম আছে, প্রয়োগান্তরে,
অর্থাৎ "আপঞ্চজনানাং" এই এক পদে এক স্বর এবং একবিভক্তির অব-
গম আছে। আর পঞ্চ পঞ্চ ইহাকে বীপ্সাও বলা যায় না, যেহেতু পঞ্চ
শব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হইয়াছে। অতএব পঞ্চ পঞ্চ এই শব্দে
দুই পাঁচ, কিম্বা এক পঞ্চশব্দ অপর পঞ্চের বিশেষণ ইহাও বলা যায় না,
কারণ বিশেষণের সহিত উপসর্জ্জন সংযোগ হইতে পারে না। এইক্ষণ
যদি বলি পঞ্চ সংখ্যাপ্রাপ্ত জন সকলই পুনর্ব্বার পঞ্চ সংখ্যা দ্বারা বিশেষ্য-
মাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা প্রতিপাদন করে, যেমন "পঞ্চ পঞ্চ পূলী"
এই স্থলে পঞ্চবিংশতি পূলীর জ্ঞান হয়, সেইরূপ পঞ্চ পঞ্চ জন, এই
শব্দে পঞ্চবিংশতি জন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। ইহাতে বলা যায়
যে, পঞ্চ পূলীশব্দের সমাহারাভিপ্রায়হেতু ভেদাকাঙ্ক্ষা সত্বে "পঞ্চ পঞ্চ
পূলী" এই স্থলে পঞ্চশব্দের বিশেষণত্বই যুক্ত, পরন্তু "পঞ্চজনাঃ" এইরূপ
শব্দেই ভেদোপাদানহেতু ভেদাকাঙ্ক্ষার অভাবে "পঞ্চ পঞ্চজনা" এইরূপ
বিশেষণ হইতে পারে না। আর যদিও পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ হইতে
পারে, তাহাতেও উক্ত দোষ হইয়া উঠে। অতএব জানা যায় যে, "পঞ্চ
পঞ্চজনাঃ" এই স্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অভিপ্রেত নহে। বাস্তবিক তত্ত্ব

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকাশাভ্যাং পঞ্চ-বিংশতিসঙ্খ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ যস্মিন্নিতি সপ্তমীসূচিতস্য তমেবমন্যে আত্মানং ইত্যাত্মত্বেনানুকর্ষণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ স চ পঞ্চবিংশতাবন্তর্গত এবেতি ন তস্যৈবাধারত্ব মাধেয়ত্বং চ যুজ্যেত অর্থান্তরপরিগ্রহে বা তত্ত্বসঙ্খ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ ইত্যাকাশস্যাপি পঞ্চবিংশতাবন্তর্গ-তস্য ন পৃথগুপাদানং ন্যায্যং অর্থান্তরপরিগ্রহে চোক্তং দূষণং। কথঞ্চ সঙ্খ্যামাত্রশ্রবণে সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়েত জনশব্দস্য তত্ত্বেষ্বরূঢ়ত্বাৎ অর্থান্তরোপসংগ্রহেঽপি সঙ্খ্যোপপত্তেঃ। কথং তর্হি পঞ্চজনা ইতি উচ্যতে দিক্সঙ্খ্যে সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষস্মরণাৎ সংজ্ঞা-য়ামেব পঞ্চশব্দস্য জনশব্দেন সমাসঃ ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ পঞ্চজনা নাম বিবক্ষ্যন্তে ন সাঙ্খ্যতত্ত্বাভিপ্রায়েণ তে কতীত্যস্যামাকা-

---

সংখ্যা পঞ্চবিংশতির অধিক বিধায়, উক্ত পঞ্চ পঞ্চ শব্দে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অভিপ্রেত হইতে পারে না, অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা দ্বারাই পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের আধিক্য জানা যায়। পরন্তু আত্মাই প্রতিষ্ঠার প্রতি আধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যেহেতু আত্মাকেই আধার বলিয়া স্বীকার করি, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চেতন পুরুষ, ইহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত নহে এবং তাহারই আধারত্ব ও আধেয়ত্ব যুক্ত হয়, আর অর্থান্তর গ্রহণে তত্ত্বসংখ্যা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। "আর আকা-শশ্চ প্রতিষ্ঠিত" এইরূপে পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত আকাশের পৃথক্ উপা-দান ন্যায্য হয় না, অর্থান্তর পরিগ্রহেও উক্ত দোষ হয়, তবে কিরূপে সংখ্যামাত্র শ্রবণে শ্রুত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপসংগ্রহ প্রতীতি হইতে পারে, যেহেতু জন শব্দের তত্ত্বে রূঢ় নাই, আর অর্থান্তর গ্রহণেও সংখ্যার উপপত্তি আছে। তবে কিরূপে "পঞ্চ পঞ্চ জন" এইরূপ বলাযায়? যেহেতু দিক্ ও সংখ্যা ইহারা সংজ্ঞাতে বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ বিশেষ স্মরণ আছে। সংজ্ঞাতেই পঞ্চশব্দের সহিত জনশব্দের সমাস হয়, অতএব রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েই কেহ কেহ পঞ্চজন এইরূপ নাম বিবক্ষা করেন, উহা

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

ঙ্ক্ষায়াং পুনঃ পঞ্চেতি প্রযুজ্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিৎ তে চ পঞ্চেত্যর্থঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা। কে পুনস্তে পঞ্চজনা নামেতি তদুচ্যতে। ১১।

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি তেঽত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাৎ পঞ্চজনা বিবক্ষ্যন্তে। কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ তত্ত্বেষু বা কথং জনশব্দপ্রয়োগঃ সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জনশব্দভাজো ভবন্তি। জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ" ইতি অত্র "প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা" ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণং। সমাসবলাচ্চ সমুদায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধং। কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে রূঢ়িঃ শক্যা-

---

সংখ্যোক্ত তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। বাস্তবিক তত্ত্বসংখ্যা কত? এই আকাঙ্ক্ষাতেই পঞ্চজনা" এইটি নাম মাত্র জানা যায়। যেমন সপ্তর্ষি বলিলে সপ্তজন বুঝায়, সেইরূপ পঞ্চজন শব্দে পঞ্চসংখ্যামাত্র জানিবে। সেই পঞ্চজন নামে কাহাকে বুঝাইবে, তাহা বলা যাইতেছে॥ ১১ ॥

"যস্মিন পঞ্চজনা" এই উত্তর মন্ত্রে ব্রহ্ম নিরূপণার্থ প্রাণাদিপঞ্চ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, অন্নের অন্ন এবং মনের মন ইত্যাদিরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই স্থলে সান্নিধ্য বশতঃ বাক্যশেষগত পঞ্চজন বিবক্ষিত হয়, তবে কিরূপে জনশব্দ প্রয়োগ হয়। কিন্তু সমান বিষয়ে প্রসিদ্ধি অতিক্রম করিয়া বাক্যশেষ বশতঃ প্রাণাদিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, জনসম্বন্ধবশতই প্রাণাদি জনশব্দভাগী হইয়া থাকে। এই প্রকারে জনশব্দের ন্যায় পুরুষ শব্দ প্রাণে প্রযুক্ত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সেই প্রাণাদিরাই পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষ এবং প্রাণই পিতা ও প্রাণই মাতা ইত্যাদি রূপেও নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্ভিদাদিবদিত্যাহ। প্রসিদ্ধার্থসন্নিধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজেত যূপং ছিনত্তি বেদিং করোতীতি তথাঽয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসাদ্বাখ্যানাদবগতসংজ্ঞা-ভাবঃ সংজ্ঞাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষসমভিব্যাহৃতেষু প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে। কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা অসুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চ জনা ব্যাখ্যাতাঃ। অন্যৈশ্চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। ক্বচিচ্চ যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে তৎপরিগ্রহেঽপীহ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। আচার্য্যস্তু ন পঞ্চবিংশতেস্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরস্তীত্যেবং-পরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাদিতি জগাদ। ভবেযুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্যন্দিনানাং যেঽন্নং প্রাণাদিষ্বামনন্তি কাণ্বানান্তু কথং প্রাণা-দয়ঃ পঞ্চজনা ভবেযুঃ যেঽন্নং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি অত উত্তরং পঠতি। ১২ ॥

বাস্তবিক সমাসবলেই সমুদায়ের রূঢ় অবিরুদ্ধ। তবে কিরূপে প্রথম প্রয়োগ না থাকিলে উদ্ভিদাদির ন্যায় রূঢ় আশ্রয় করা যায়, পরন্তু প্রসি-দ্ধার্থ সন্নিধান দ্বারা অসিদ্ধার্থ শব্দ প্রযুজ্যমান হয়। সমভিব্যাহার বশতঃ তদ্বিষয়ের নিয়ম আছে। উদ্ভিদ দ্বারা যাগ করে, যূপ ছেদন করে এবং বেদি প্রস্তুত করে, ইত্যাদি শব্দের ন্যায় এই পঞ্চজন শব্দেও সমাসের কথন হেতু সংজ্ঞাভাব জানা যায়। সংখ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বাক্যশেষ সমভি-ব্যাহৃত হইলেই প্রাণাদিতে বর্ত্তমান থাকিবে। কেহ কেহ দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য বাদীরা চারি বর্ণ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, কোন স্থানে বিংশতি প্রজাপর বলিয়া প্রয়োগ করেন, তাহা গ্রহণ করিলেও কোন বিরোধ দেখা যায় না আচার্য্য এই স্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি আছে, এইরূপ বলিয়া ছেন; সুতরাং প্রাণাদিরাই পঞ্চজন শব্দবাচ্য হইতেছে। মাধ্যন্দি শাখীরা "প্রাণাদি অন্ন" এইরূপ পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে কাণ্বশি ষ্যেরা কিরূপে প্রাণাদিরাই পঞ্চজন, ইহা বলিতে পারে, এই আশঙ্কা পর সূত্রে উত্তর পাঠ করিতেছেন। ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসন্নে ॥ ১৩ ॥

অসত্যপি কাণ্বানন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসঙ্খ্যা পূর্যতে। তেঽপি হি যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব্বস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি। কথং পুনরুভয়েষাম্ অপি তুল্যবদিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসঙ্খ্যয়া কেষাঞ্চিদ্গৃহ্যতে কেষাঞ্চিন্নেতি অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ। মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নাস্মিন্মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাত্তু কাণ্বানাং ভবত্যপেক্ষা অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেঽপি মন্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে যথা সমানেঽপ্যতিরাত্রে বচনভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদেব। তদেবং ন তাবৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধী তু পরিহৃতে ॥ ১৩ ॥

কাণ্বমতে অন্নের অসিদ্ধি হইলেও যে তাহাদিগের মতে জ্যোতিঃ দ্বারা পঞ্চসংখ্যার পূরণ আছে। তাঁহারা "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা" ইত্যাদি পূর্ব্বমন্ত্রে ব্রহ্মনিরূপণার্থ জ্যোতিই কহিয়াছেন, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই জ্যোতিষ্ক পদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ, এই প্রকারে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন। তবে কিরূপে উভয় মতের তুল্যতা হইতে পারে, কারণ অপেক্ষার বিভিন্নতা প্রযুক্ত সমানমন্ত্রগত পঞ্চসংখ্যাদ্বারা কোন কোন মতে ব্রহ্মই পরিগৃহীত হন এবং কোন কোন মতে তাহা হয় না। অতএব বলিতেছেন, মাধ্যন্দিন শাখিদিগের মতে সমান মন্ত্রে পঠিত প্রাণাদি পঞ্চজনলাভ হেতু মন্ত্রান্তরপঠিত হইলেও জ্যোতিতে অপেক্ষা নাই, কাণ্বদিগের তাহা লাভ হয় না বলিয়া তাহাদিগের মতে অপেক্ষার বিভিন্নতা দেখা যায়; সুতরাং সমান মন্ত্রেও জ্যোতির গ্রহণ ও অগ্রহণ হইতেছে, যেমন সমান অতিরাত্র যাগে বচনভেদহেতু ষোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণ আছে, এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে। অতএব জানা যাইতেছে, প্রধানবিষয়া কোন শ্রুতিপ্রসিদ্ধি নাই এবং স্মৃতি ও ন্যায়প্রসিদ্ধিও পরিহৃত হইবে ॥১৩॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্যং বাক্যানাং প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানস্যাশব্দত্বম্। তত্রেদমপরমাশঙ্ক্যতে। ন জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতিপাদয়িতুং শক্যং কস্মাৎ বিগানদর্শনাৎ প্রতিবেদান্তং হ্যন্যান্যা সৃষ্টি-রুপলভ্যতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ তথা হি কচিদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যা-কাশাদিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে কচিত্তেজআদিকা তত্তেজোঽসৃজতেতি কচিৎ-প্রাণাদিকা স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধামিতি কচিৎ অক্রমৈব লোকানা-মুৎপত্তিরাম্নায়তে "স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচির্ম্মরমাপঃ" ইতি তথা কচিদসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদ-জায়তেতি" "অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসত্যমভবদিতি" চ

পূর্ব্বে ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মবিষয়ে গতিসামান্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর প্রধানের যে অশব্দত্ব, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ অপর আশঙ্কা হইতেছে যে, জন্মাদি কারণতা ব্রহ্মের ব্রহ্মবিষয় নহে এবং বেদান্ত বাক্যের গতিসামান্যত্ব প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ প্রতিবেদান্তেই নানাপ্রকার সৃষ্টির উপলাভ হয় এবং তাহাতে ক্রমবৈচিত্র্য আছে, কখন ও আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়, এইরূপে আকাশাদি সৃষ্টি, কচিৎ "তেজোঽসৃজৎ" এই শ্রুতিতে তেজ আদি এবং কচিৎ প্রাণাদি সৃষ্টি উক্ত আছে। তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং প্রাণের পর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় এইরূপে কোন কোন স্থলে অক্রমেই লোক সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। "স ইমাঁল্লোকান সৃজতাম্ভো মরীচিমর মাপঃ" এই শ্রুতিতে ক্রমবিপর্য্যয় দেখা যায়, আর কোন কোন শ্রুতিতে অসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কীর্ত্তিত আছে, অর্থাৎ অগ্রে এই জগৎ অসৎ ছিল এবং সেই অসৎ হইতেই সত্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে,আর কোন কোন স্থানে অসদ্বাদ নিরাকরণ

কচিদসদ্বাদনিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে "তদ্ধৈক আহু-রসদেবেদমগ্র আসী" দিত্যুপক্রম্য"কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিতি" কচিৎ স্বয়ং কর্ত্তৃকৈব ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নাম-রূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি। এবমনেকধা বিপ্রতিপত্তেঃ বস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তের্ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা ন্যায্যা স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যাং তু কারণান্তরপরিগ্রহো ন্যায্য ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। সত্যপি প্রতিবেদান্তং সৃজ্যমানেষ্বাকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে ন স্রষ্টরি কিঞ্চিদ্বিগানমস্তি কুতঃ যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মকোঽদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ তথাভূত এব বেদান্তান্তরেষ্বপি ব্যপদিশ্যতে তদ্যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" অত্র তাবজ্জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিষয়েণ কামযি-

---

করিয়া সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টির প্রমাণ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে কেবল অসৎই ছিল, এই উপক্রমে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল যে, কিরূপে অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে, সৎমাত্রই পূর্ব্বে ছিল, ইত্যাদি বেদ প্রমাণে জানা যায়। কোন কোন স্থলে এই জগৎ স্বয়ংই ব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ কথিত আছে। অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ছিল, পরে নাম রূপদ্বারা ব্যক্তীভূত হয়। এইরূপে অনেক প্রকার মত আছে এবং বস্তুমাত্রে বিকল্পের অনুপপত্তি হেতু বেদান্ত বাক্য যে, জগতের কারণাবধারণ করিয়াছে, তাহা বলা উচিত হয় না, আর স্মৃতি ও ন্যায় প্রসিদ্ধ জগতের কারণান্তর পরিগ্রহের ন্যায় বোধ হয় না। এইরূপ বিপ্রতিপত্তিতে বলিতেছেন, প্রতি বেদান্তে আকাশাদি সৃষ্টি-ক্রমদ্বারা নিন্দা শ্রবণ থাকিলেও সৃষ্টিকর্ত্তার পক্ষে কোন দোষ হইতে পারে না, যেহেতু ব্যপদেশানুসারেই উক্তি আছে, যেমন এক বেদান্তে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মক পরংব্রহ্মই অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য বেদান্তেও সেই ব্রহ্মেরই জগৎকারণতার উপদেশ আছে, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে জ্ঞানশব্দ দ্বারা

ত্বৰবচনেন চেতনং ব্রহ্মণ্যন্নপয়দপরপ্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমব্রবীৎ। তদ্বিষয়েণৈব পরেণাত্মশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্তরনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসনেন সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরভেদমভাষত তথে "দং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চনেতি" সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্ সৃষ্টেরদ্বিতীয়ং স্রষ্টারমাচষ্টে তদত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং তল্ল-ক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবা-দ্বিতীয়ম্ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "তত্তেজোঽসৃজতেতি" তথা "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি চ এবং জাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণপরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাৎ। কার্যবিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে কচিদাকাশা-দিকা সৃষ্টিঃ কচিত্তেজ আদিকেত্যেবংজাতীয়কম্। ন চ কার্য্যবিষয়েণ

এবং অপর বিষয় দ্বারা কামনা বচনে ব্রহ্মেতে চেতন নিরূপণ করত অপর প্রযোজ্যস্বরূপে ঈশ্বরকে জগৎ কারণ বলিয়াছেন। আর তদ্বি-ষয়ী ভূত পরমাত্মশব্দদ্বারা শরীরাদি পরম্পরায় অন্তরানুপ্রবেশ দ্বারা তিনিই যে আমাদিগের সকলের প্রত্যগাত্মা তাহা নিশ্চয় হইয়াছে। "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতিতে আত্মবিষয়ে অনেকের উৎপত্তিকথন দ্বারা সৃজ্যমান বিকারী পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তার অভেদ কথিত হইয়াছে, এই প্রকার "অথেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চন" এই শ্রুতিতে সমস্ত জগৎ-সৃষ্টির নির্দ্দেশ দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কহিয়াছেন, তবে এইক্ষণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মকে কারণরূপে জানা যাইতেছে, অন্যত্রও সেইরূপ লক্ষণান্বিত জানা যায়। যেহেতু "পূর্ব্বে সৎস্বরূপ পরমাত্মাই ছিলেন, তিনিই অদ্বিতীয় জগৎকর্ত্তা, তাহাকেই দর্শন করিবে" আর সেই তেজই "সৃষ্টি করিয়াছে" এবং কেবল আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, তিনিই লোক সকল সৃষ্টি করিয়া-ছেন" এইরূপ বহু বহু শ্রুতিতেই ব্রহ্ম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু কার্য্যবিষয়ে নিন্দা দেখা যায়, কখন আকাশাদি সৃষ্টি, কখন বা তেজ

বিগানেন কারণমপি ব্রহ্ম সর্ব্ববেদান্তেম্ববিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুং অতিপ্রসঙ্গাৎ। সমাধাস্যতি চাচার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ং বিগানং ন বিয়দশ্রুতে রিত্যারভ্য। ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বং অপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ ন হ্যয়ং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। ন হি তৎপ্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা ন চ কল্পয়িতুং শক্যতে। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈর্ব্বাক্যৈঃ সাকমেকবাক্যতায়া গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাং "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমবিচ্ছদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছেতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে। তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা। উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥ ইতি। ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বদ্ধং তু ফলং

আদি সৃষ্টি, এইরূপে নানা প্রকার মত ভেদ হেতু নিন্দার বিষয় বটে। কিন্তু কার্য্যবিষয়ে নিন্দা থাকিলেও ব্রহ্মই কারণ, ইহা সর্ব্ববেদান্তেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তাহাহইলে অতিপ্রসঙ্গ হইয়া উঠে। স্বয়ং আচার্য্যই কার্য্যবিষয়ক নিন্দার সমাধান করিতেছেন। কার্য্যের যে নিন্দা প্রতিপাদ্যমান হয় না এবং সৃষ্টি প্রভৃতির ও বিস্তার প্রতিপাদিত হয় নাই, আর কোন পুরুষার্থকে সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, তাহাও শ্রুত বা দৃষ্ট হইতেছে না এবং কল্পনাও করা যায় না। বাস্তবিক উপক্রমও উপসংহার দ্বারাই সেই সেই স্থলে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য দ্বারা একবাক্যতার সহিত জানা যায়, আর ইহাও প্রদর্শন করিতেছেন যে, সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চই ব্রহ্মবিজ্ঞানের কারণ। "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমল মন্বিচ্ছদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সমূলমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্ট্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাই কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ কথনার্থই সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ আরব্ধ হইতেছে, ইহাই জানা যায়। সম্প্রদায়বাদীরা বলেন যে, মৃত্তিকা, লৌহ বিস্ফুলিঙ্গাদি দ্বারা যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রূয়তে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি চ প্রত্যক্ষাবগমং চেদং ফলং"তত্ত্বমসি"ইত্যসংসার্য্যাত্মপ্রতিপত্তৌ সত্যাং সংসার্য্যাত্মত্বব্যাবৃত্তেঃ। যৎ পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। ১৪ ॥

অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি নাত্রাসন্নিরাত্মকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে। যতোঽসন্নেব স ভবত্যসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেদস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিত্যসদ্বাদাপবাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মান্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগাত্মানং নির্ধার্য্য "সোঽকাময়তেতি" তমেব প্রকৃতং সমাকৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত" ইতি চোপসংহৃত্য

নিমিত্ত জানিবে। অতএব কোনরূপ ভেদ নাই। আর ব্রহ্মজ্ঞান নিবন্ধন ফলশ্রুতিও আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করে, যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, সে শোক হইতে পরিত্রাণ পায় এবং সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল উক্ত আছে। আর উক্ত ফলও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার অসংসারিত্ব পরিজ্ঞান হইলে সংসারিত্বের ব্যাবৃত্তি হয়, আর "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণ বিষয়ক নিন্দা শ্রবণ আছে, এখন তাহার পরিহার হইল ॥ ১৪ ॥

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে অসৎ আত্মভিন্ন কারণ বলিয়া শ্রুত হয় না,কারণ যাহা অসৎ,তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবেনা। যদি ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তাহা হইলে সৎস্বরূপেই তাহার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপে অসদ্বাদের অপবাদ দ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মের অন্নময়াদি কোন পরম্পরায় প্রত্যগাত্মার নির্দ্ধারন করিয়া "সোঽকাময়ত"এই শ্রুতিতে সেই প্রকৃত সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাহইতেই প্রপঞ্চ জগৎসৃষ্টি

"তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেঽর্থে শ্লোকমিমমুদাহরত্য "সদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি।" যদি ত্বসন্নিরাত্মকমস্মিন্ শ্লোকেঽভিপ্রেয়েত ততোঽন্যসমাকর্ষণেঽন্যস্যোদাহরণাদসম্বন্ধং বাক্যমাপদ্যেত। তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্মাসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। এষৈবাসদেবেদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা "তৎ সদাসীদিতি" সমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ সদাসীদিতি কিং সমাকৃষ্যেত। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসী" দিত্যত্রাপি ন শ্রুত্যন্তরাভিপ্রায়েণায়মেকীয়মতোপন্যাসঃ ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ। তস্মাৎশ্রুতিপরিগৃহীতসৎপক্ষদার্ঢ্যায়ৈবায়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাসৎপক্ষস্যোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসী" দিত্যত্রাপি ন নির-

---

শ্রবণ করাইয়া "তাহাই সৎ" এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পরে উক্তরূপে উপসংহার করিয়া "তদপ্যেষ শ্লোকা ভবতি" এই শ্রুতিতে উক্তরূপ প্রকৃতার্থে শ্লোক উদাহরণ করিয়াছেন যে, অসৎই পূর্ব্বে ছিল, যদি এই শ্লোকে অসৎ নিরাকরণই অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে অন্য সমাকর্ষণে অন্যের উদাহরণ হেতু অসম্বদ্ধ বাক্যাপত্তি হয়, অতএব জানা যায় যে, সৎশব্দ প্রায়ই নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত বস্তুতেই প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে ব্যক্তীকরণাভাবাপেক্ষয়াই "উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ" ব্রহ্মই অসৎস্বরূপে ছিলেন, ইত্যাদি উপচার হয়। এই স্থলে অসৎই পূর্ব্বে ছিল, এইরূপ যোজনা হয়, যেহেতু "সেই সৎ ছিল" এইরূপে সমাকর্ষণ হইয়াছে। অসৎ শব্দে অত্যন্তাভব স্বীকার করিলে "সেই সৎ ছিল" এইরূপে কি সমাকর্ষণ কর্ষণ করা যায়। ইহাতে কেহ কেঁহ বলেন, "অসৎই পূর্ব্বে ছিল" এই স্থলে শ্রুত্যন্তরের অভিপ্রায়ে এই এক মতোপন্যাস হইয়াছে। কারণ ক্রিয়ারন্যায় বস্তুতে বিকল্পের অসম্ভব আছে। অতএব শ্রুতি পরিগৃহীত অসৎপক্ষ দৃঢ়তা সম্পাদনার্থই মন্দবুদ্ধি পরিকল্পিত অসৎপক্ষোপন্যাসের নিবৃত্তি হইয়াছে। "এই জগৎ অব্যক্ত ছিল" এই স্থলে নিরধ্যক্ষ জগতের ব্যক্তীকরণ কথিত হয় না। কারণ তিনিই এই

ধ্যক্ষস্য জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্য" ইত্যধ্যক্ষস্য ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ নিরধ্যক্ষে ব্যাকরণা-ভ্যুপগমে হ্যনন্তরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা স ইত্যনেন সর্ব্বনাম্না কঃ কার্য্যানু-প্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যতে। চেতনস্য চায়মাত্মনঃ শরীরেঽনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে অনুপ্রবিষ্টস্য চেতনত্বশ্রবণাৎ "পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ" ইতি। অপি চ যাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে এবমাদিসর্গেঽপীতি গম্যতে দৃষ্টবিপরীতকল্পনানুপ-পত্তেঃ। শ্রুত্যন্তরমপ্য "নেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবা-ণীতি" সাধ্যক্ষামেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি। ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্ম্ম-কর্ত্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথা

স্থলে জগৎকর্ত্তার ব্যক্তীভূত কার্য্যে অনুপ্রবেশ দ্বারা সমাকর্ষ আছে। পরন্তু কর্ত্তা ব্যতিরেকেই জগতের ব্যক্তীকরণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে প্রকৃতারলম্বীরা "সঃ" এই সর্ব্বনাম পদদ্বারা কার্য্যে অনুপ্রবেশিরূপে কাহাকে সমাকর্ষণ করা যায়। বাস্তবিক চেতন আত্মারই অনুপ্রবেশ শ্রুত হয়, যেহেতু অনুপ্রবিষ্টেরই চেতনত্ব শ্রবণ আছে, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যে দর্শন করে, তাহাই চক্ষু, যে শ্রবণ করে, তাহাই কর্ণ এবং যে মনন করে তাহাই মন, আর যেরূপে এই জগৎ নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাতেও সকর্তৃক জগতের ব্যক্তীকরণ জানা যায়, আদি সৃষ্টিতেও এইরূপ জানা যায়, যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করা উচিত হয় না। আর "এই জীবই অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ ব্যক্ত করে" এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও কোন কর্ত্তাই যে জগৎকে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাই জানা যায়। বিশেষতঃ পরমেশ্বরে কর্তৃত্ব স্বীকার করি-লেই "ব্যাক্রিয়তে" এই পদে কর্ম্ম কর্তৃবাচ্যে প্রত্যয় হইতে পারে। যেমন "কেদার স্বয়ংই ছিন্ন হয়, এই স্থলে পূর্ণ কেদার যদি ছেদ কর্ত্তা বলিয়া বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলেই উক্তরূপ বাক্য হইতে পারে, সেইরূপ পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব সত্ত্বেই "ব্যাক্রিয়তে" এই পদে কর্ম্ম কর্তৃবাচ্যতা হয়। অথবা "ব্যাক্রিয়তে এই পদে কর্ম্মবাচ্যই প্রত্যয় হইয়াছে, কিন্তু অর্থানু

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

নূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি। যদ্বা কর্ম্মণ্যেবৈষ লকারঃ অর্থাক্ষিপ্তং কর্ত্রন্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যং যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥১৫॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে শ্রূয়তে "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্ম সবৈ বেদিতব্যঃ" ইতি। তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্যতে উত মুখ্যঃ প্রাণ উত পরমাত্মেতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং প্রাণ ইতি কুতঃ 'যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি' শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ বাক্যশেষে 'চাথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি' প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণশব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্চন্দ্রমসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দ্দিষ্টাঃ তেষামপি ভবতি

বোধে অন্য কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। যেমন "গ্রামোগম্যতে" এইস্থলে সাক্ষাৎ কর্ত্তৃপদের উল্লেখ না থাকিলেও কোন কর্ত্তা অনুভূত হয়, সেইরূপ "ব্যাক্রিয়তে" এই স্থলেও কর্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে। ১৫।

কৌষীতকি-ব্রহ্মণোপনিষদে বালাকি ও অজাতশত্রুসম্বাদে শ্রুত আছে যে, অজাতশত্রু বালাকিকে বলিয়াছিলেন, হে বালাকে! যিনি এই পুরুষ সকলের কর্ত্তা এবং এই সকলই যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানিবে। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে যে, এই স্থলে কি জীবই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ হইতেছে, অথবাপ্রাণই এই উপদেশের বিষয়, কিম্বা পরমাত্মাকে জানিবে, এইরূপ উপদেশ কৌষীতকি ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্রার্থ? এইক্ষণ প্রাণই উক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে যাহার 'এই কর্ম্ম, এইরূপ শ্রুত আছে, আর পরিস্পন্দনরূপ কর্ম্ম প্রাণের আশ্রয়, অর্থাৎ প্রাণের পরিস্পন্দনেই কর্ম্ম হয়। আর পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষে উক্ত আছে যে, এই প্রাণেই সকল একীভূত হয়; সুতরাং এই স্থলে প্রাণশব্দ শ্রবণহেতু, প্রাণশব্দও মুখ্যপ্রাণে প্রসিদ্ধ, আর পূর্ব্বে যে বালাকি "আদিত্যে পুরুষ এবং চন্দ্রেতে পুরুষ" এইরূপে পুরুষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগেরও প্রাণই

প্রাণঃ কর্ত্তা প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিদেবতাত্মনাং কতম একো দেব ইতি। প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে তস্যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং কর্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুং যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি সোঽপি ভোক্তৃত্বাদ্ভোগোপকরণভূতানামেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে বাক্যশেষে চ জীবলিঙ্গমবগম্যতে। যৎকারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য পুরুষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবুবোধয়িষুরজাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনামভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। তদ্যথা 'শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্ক্তে যথাবা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্ক্তে এবমেবৈতে আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি' ইতি প্রাণভৃত্বাচ্চ

কর্ত্তা হইতেছেন। প্রাণের অবিশেষত্ব প্রযুক্ত আদিত্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে প্রাণ কোন দেবতা? এই প্রশ্নে 'ব্রহ্মই সেই দেবতা" এইরূপ কথিত আছে, এইরূপ শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব প্রাণই জানিবে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় বলিয়া জানা যাইতেছে। আর জীবকেই জানিবে, ইহাও পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় হইতে পারে, যেহেতু জীবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম আছে, ইহাও বলা যায়। পরন্তু যাহার কর্ম্ম আছে, ভোক্তৃত্ব প্রযুক্ত তাহাই ভোগোপকরণ ভূত পুরুষের কর্ত্তা বলিয়া উপপন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষেও জীবই কর্ত্তা ইহা জানা যায়, অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতব্যরূপে উপন্যস্ত এবং পুরুষের কর্ত্তা, তাঁহারই পরিজ্ঞান বিধেয়, ইহাই বাকিকে পরিজ্ঞাপিত করিবেন, এই অভিপ্রায়ে অজাতশত্রু কোনসুপ্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিলেন, যখন সেই সুপ্তব্যক্তি সেই সম্বোধন বাক্য শুনিতে পাইল না, তখনই প্রাণাদির যে ভোগকর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা বুঝাইয়া এবং যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেও সে ভীত হইল না, ইহা দর্শাইয়া প্রাণাদির অতিরিক্ত যে ভোগকর্ত্তা আছে, তাহা জানাইলেন। এইরূপ পরেও জীবই কর্ত্তা, ইহা প্রতিপাদিত আছে, অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠি স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষা প্রজ্ঞাত্মৈতে

জীবত্বোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো-ন পরমেশ্বরঃ তল্লিঙ্গানবগমাদিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেশ্বর এবায়মেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা স্যাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ ইহ হি বালাকিরজাতশত্রুণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি সম্বদিতুমুপচক্রমে স চ কতিচিদাদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরুষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব তমজাতশত্রুর্মৃষা বৈ খলু মা সম্বদিষ্ঠা ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়াপোদ্য তৎকর্ত্তারমন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্ষেপ। যদি সোঽপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাদুপক্রমো বাধ্যেত তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি। কর্ত্তৃত্বঞ্চৈতেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণাবকল্পতে। যস্য বৈতৎ

ভুঙ্‌ক্তে এবমেবাত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি" ইত্যাদি কৌষীতকি ব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে জীবই প্রাণের ভরণকর্ত্তা বলিয়া জানা যায়, অতএব প্রাণশব্দ জীবেতেই উপপন্ন হইতেছে; সুতরাং প্রাণ ও জীব, এই দুইয়েব মধ্যে কোন একটিই পূর্ব্বোক্ত উপাদেশের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, পরমেশ্বরকে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু পরমেশ্বরলিঙ্গক কোন অবগম নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে হেতু করিয়া কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তে বলিতেছেন, পরমেশ্বরই এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, যেহেতু তাঁহারই উপক্রম সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ বালাকি অজাত শত্রুর সহিত ব্রহ্মনিরূপণ আরম্ভ করিলেন, বালাকি অজাত শত্রুকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি, এই বলিয়া বালাকি কতিপয় আদিত্যাধিষ্ঠিত পুরুষকে ব্রহ্মভাগীরূপে কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন, তুমি মিথ্যা কথা আমাকে বলিও না, তুমি "ব্রহ্ম বলিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অমুখ্য ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়া অন্যকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিতেছ এবং তাহাকেই জানিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ করিতেছ। এইক্ষণ যদি অমুখ্য প্রাণই ব্রহ্মশব্দভাগী হইল, তাহাহইলে উপক্রমও বাধিত হয়, অতএব পরমেশ্বরই কর্ত্তা হইতেছেন। বাস্তবিক ঐ সকল আদিত্যগত পুরুষের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবেনা, যেহেতু পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও সাতন্ত্র্য কল্পনা করা

কর্ম্মেত্যপিনায়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্থ বা কর্ম্মণো নির্দ্দেশঃ তয়োরন্যতরস্থাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিতত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাং অয়ং নির্দ্দেশঃ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেত্যেব তেষাং নির্দ্দিষ্ট-ত্বাৎ লিঙ্গবচন বিগানাচ্চ। নাপি পুরুষবিষয়স্থ করোত্যর্থস্থ ক্রিয়াফলস্থ বায়ং নির্দ্দেশঃ কর্ত্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপাত্তাৎ পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসন্নিহিতং জগৎ সর্ব্ব-নাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্যতে ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎকর্ম্ম। নন্থ জগদপ্যপ্রকৃতমসংশব্দিতঞ্চ সত্যমেতৎ তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধা-রণেনার্থেন সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রস্থায়ং নির্দ্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিষ্টস্থ কস্যচিৎ বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ। পূর্ব্বত্র চ জগদেকদেশভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবেহোপাদীয়ত ইতি গম্যতে। এতদুক্তং ভবতি য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তা কিম-নেন বিশেষেণ যস্থ বা কৃৎস্নমেব জগদবিশেষিতম্ কর্ম্মেতি। বাশব্দ এক-

---

যায় না। আর "অস্যৈবৈতৎ কর্ম্ম" এই স্থলে পরিস্পন্দন লক্ষণ বা ধর্ম্মা ধর্ম্ম লক্ষণ কর্ম্মের নির্দ্দেশ হয়, যেহেতু জীব ও প্রাণ ইহাদিগের অন্যতঃ অপ্রকৃত এবং ইহা পুরুষের নির্দ্দেশ নহে, পরন্তু আদিত্যগত পুরুষই এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথবা করোত্যর্থের বিষয়ীভূত ক্রিয়া ফলের নির্দ্দেশ হয় নাই। যেহেতু কর্ত্তৃশব্দে সেই জীব ও প্রাণই পাওয়া যাইতেছে এবং পরিশেষবশত প্রত্যক্ষ সন্নিহিত তৎ-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহা করা যায়. তাহাই কর্ম্ম ; সুতরাং জগৎই কর্ম্মশব্দে জানা যাইতেছে। যদিও অপ্রকৃত জগৎই অসংশব্দিতরূপে সত্য হয়, তথাপি কোন বিশেষোপাদান না থাকিলে সাধারণ অর্থদ্বারা সন্নি-ধানবশত সন্নিহিত বস্তু মাত্রেরই এই নির্দ্দেশ হইতেছে। বিশেষ সন্নিধান-বশত কোন বিশিষ্ট পদার্থের নির্দ্দেশ হয় না। পূর্ব্বেও জগতের একদেশভূত পুরুষের বিশেষ গ্রহণহেতু অবিশেষিত জগৎই পাওয়া যাইতেছে, ইহাই প্রতীয়মান হয়, আর ইহাও উক্ত আছে যে, যিনি এই জগতের একদেশ-ভূত পুরুষের কর্ত্তা, তাহার এই বিশেষণ দ্বারা কি হইতে পারে? আর এই অবিশেষিত জগৎ যাহার কর্ম্ম, তিনিই পরমেশ্বর। বাস্তবিক বাশ-

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥

দেশাবচ্ছিন্নকর্ত্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্ত্তিতাস্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানং এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েনমাসাঙ্গবিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষ্ববধারিতঃ। ১৬ ॥

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাৎ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং ন পরমেশ্বরস্যেতি তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে পরিহৃতং তত্রোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাদিত্যত্র। ত্রিবিধং হ্যত্রোপাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং চেতি। ন চৈতৎ ন্যায্যং উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্য বাক্যস্যাবগম্যতে। তত্রোপক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতং। উপসংহারস্যাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে"সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্যা

কির যে সকল পুরুষ ব্রহ্মরূপে অভিমত হয়, তাহাদিগের অব্রহ্মত্ব কথনার্থই বিশেষোপাদান করা যায়। অতএব জগৎকর্ত্তাকেই জানিবে, ইহাই উপদেশ হইতেছে এবং সর্ব্ব বেদান্তেই পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে ॥ ১৬ ।

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, বাক্যশেষবশত জীবলিঙ্গহেতু ও মুখপ্রাণলিঙ্গপ্রযুক্ত জীব ও প্রাণ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটির গ্রহণই ন্যায্য, পরমেশ্বরের পরিগ্রহণ উচিত নহে, এইক্ষণ ইহার পরিহার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বলিতেছেন। উপসানার ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিলে উহা পরিহৃত হয় না, যেহেতু যদি মুখ্যপ্রাণোপাসনা, জীবোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা, এইরূপ ত্রিবিধ উপাসনা থাকে, তাহাহইলেই ত্রিবিধোপাসনা স্বীকার করা যায়। ইহা ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উপক্রম ও উপসংহার দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ব্রহ্মবিষয়ত্ব জানা যায়। উপক্রমের ব্রহ্মবিষয়ত্ব পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। আর উপসংহারেও নিরতিশয় ফলশ্রবণহেতু ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, যিনি সেই পরংব্রহ্মকে

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে॥১৮॥

সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ" ইতি। নন্বেবং সতি প্রতর্দ্দনবাক্যনির্ণয়েনৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত ন নির্ণীয়তে"যস্যৈতত্তৎ কর্ম্মে"ত্যস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্দ্ধারিতত্বাৎ তস্মাদত্র জীবমুখ্যপ্রাণশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ত্ততে। প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইত্যত্র জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংসারয়োর্ব্বিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্॥ ১৭॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্যাৎ ব্রহ্মপ্রধানং বেতি যতোঽন্যার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং অস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে কস্মাৎ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নস্তাবৎ সুষুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জ্জীবব্যতিরিক্তবিষয়ো দৃশ্যতে "ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্ব বা এতদ-

---

জানিতে পারেন, তিনি সকল পাপ বিনাশ করিয়া সর্ব্বভূতের একীভাব পরিজ্ঞানপূর্ব্বক স্বর্গাধিপত্য লাভ করেন। এইরূপ হইলে প্রতর্দ্দন বাক্য নির্ণয় দ্বারা উহা নির্ণীত হয়, কিন্তু তাহা হয় নাই। বাস্তবিক "যাহার এই কর্ম্ম" এই স্থলেও ব্রহ্মবিষয়ত্ব রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, অতএব জীব ও মুখ্য প্রাণাশঙ্কা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে। পরন্তু প্রাণশব্দের ব্রহ্মবিষয়ত্ব দৃষ্ট হইয়াছে, যেহেতু "প্রাণবন্ধনই মন" এই স্থলে জীবলিঙ্গক জ্ঞান উপক্রম ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তার অভেদাভিপ্রায়েই যুক্ত হয়॥ ১৭।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, উক্ত বাক্য জীবপ্রধানই হউক, কিম্বা ব্রহ্ম প্রধানই হউক, কোন পক্ষেই বিবাদ দেখা যায় না। যেহেতু জৈমিনি আচার্য্য ব্রহ্মপরিজ্ঞানার্থই উক্ত বাক্যের অন্যার্থকল্পনা করেন, কারণ প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাদ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই প্রশ্ন এই সুষুপ্ত ব্যক্তির প্রবোধন দ্বারা প্রাণাদিব্যতিরিক্ত জীব প্রবোধিত হয়, তবে কিরূপে জীব ব্যতিরিক্ত বিষয় দৃষ্ট হইতে পারে? কৌষীতকি ব্রাহ্মণে উক্ত আছে

ভূৎ কৃত এতদাগাদিতি। প্রতিবচনমপি "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদি এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ সুষুপ্তিকালে চ পরেণ জীব একতাং গচ্ছতি পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্য্যাদা। তস্মাদ্যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধ স্বচ্ছতারূপঃ স্বাপঃ উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তদ্ভ্রংশরূপমাগমনং সোঽত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে। অপি চৈবমেকে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমাম্নায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্ক বৈ তদভূৎ কৃত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেঽপি "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত" ইতি আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তো

যে, হে বালাকি এই পুরুষ কোন স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, কোথায় বা তিনি ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই পুরুষ আগমন করিয়াছেন? ইহার প্রতিবাক্যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, যখন সুপ্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না এবং এই প্রাণেই একীভূত হয়। ঐ কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আর উক্ত আছে যে, এই আত্মা হইতেই প্রাণ সকল যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই প্রাণ হইতে দেব এবং দেব হইতে লোক যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরন্তু সুষুপ্তিকালে পরব্রহ্মের সহিত জীব ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর পরব্রহ্ম হইতেই প্রাণাদি জগৎ জন্মে, ইহাই বেদান্তমত। অতএব যাহাতে এই জীবের নিঃসন্দিগ্ধ স্বচ্ছতারূপ স্বপ্ন হয়, আর ঐ স্বপ্ন উপাধিজনিত বিশেষ বিজ্ঞান রহিতস্বরূপ এবং তদ্ভ্রংশরূপ যে আগমন, তাহাতেই সেই পরমাত্মাকে জানিবে, ইহা জানা যায়। আর কোন কোন শাখীরা বলেন, এই অজাতশত্রু ও বালাকি সম্বাদে স্পষ্টরূপে বিজ্ঞানময় শব্দে জীব উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন এবং "যিনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনি কোথায় আছেন ও কোথা হইতে আগমন করেন" এই প্রশ্নে এবং প্রতিবাক্যেই "যিনি এই হৃদয়াকাশে শয়ান আছেন" এইরূপে আকাশশব্দ পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, আর

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি অত্র সর্ব্ব এত আত্মানো ব্যুচ্চরন্তীতি চোপাধি-মতামাত্মনামন্যতো ব্যুচ্চরণমামনন্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনন্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরাকরণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতি-রিক্তোপদেশোঽভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ব্রাহ্মণেঽভিধীয়তে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় ইত্যুপক্রম্য "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-সিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং" ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎস্যতে কিং বিজ্ঞানাত্মৈবায়ং দ্রষ্টব্য ত্বাদিরূপেণোপদিশ্যতে আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ পুনরেষা বিচি-কিৎসা প্রিয়সংসূচিতেনাত্মনা ভোক্তোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতিপ্রতি ভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি।

এই স্থলে সকল আত্মাই উৎক্রমণ করেন, এইরূপে উপাধিমান্ আত্মা-দিগের অন্যত্র উৎক্রমণ স্বীকার করিয়া পরমাত্মাকেই কারণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা জানা যায়। প্রাণনিরাকরণেই সুষুপ্তপুরু-ষের উত্থাপনদ্বারা প্রাণাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার উপদেশ হয় ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণোপনিষদে কথিত আছে যে "নবা অরে পত্যুঃ কামায়' এই উপক্রমে "সকলের কামনার্থ সকলই প্রিয় হয় এবং আত্মার কামনা পূরণার্থ সকলই প্রিয় হয়" আর আত্মদর্শন করিবে, আত্মশ্রবণ করিবে, আত্মমনন করিবে. এবং নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে আত্মার দর্শন' শ্রবণ, মনন্ ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সকল বিদিত হয়"। এইক্ষণ সংশয় হইতেছে যে, এই স্থলে কি বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্যরূপে উপাদিষ্ট হইতেছে, কিম্বা পরমাত্মাই উক্ত শ্রুতিতে বিষয়ীভূত হইতেছে? অর্থাৎ প্রিয় সংসূচিত আত্মা দ্বারা ভোক্তার উপক্রমহেতু বিজ্ঞানাত্মার উপদেশ জানা যাইতেছে। আর আত্মবিজ্ঞানদ্বারাও সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশ হেতু

কিং তাবৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি। কস্মাৎ উপক্রমসামর্থ্যাৎ। পতিজায়াপুত্রবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্ব্বং জগদাত্মার্থতয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপক্রম্যানন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাদ্যুপদিশ্যমানং কস্যান্যস্যাত্মনঃ স্যাৎ। মধ্যেঽপীদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবে ব্রুবন্ বিজ্ঞাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপদিষ্টং দর্শয়তি তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্ত্রর্থাৎ ভোগ্যজাতস্যোপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমাত্মোপদেশ এবায়ং কস্মাৎ বাক্যান্বয়াৎ। বাক্যং হীদং পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমা-

পরমাত্মার উপদেশ হয়। ইহাতে যদি বলি, বিজ্ঞানাত্মারই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু বিজ্ঞানাত্মার উপদেশেই উপক্রমসামর্থ্য আছে। পতি, জায়া, পুত্র ও বিত্তাদি ভোগ্য বস্তু, এই সকলই আপন প্রয়োজন সাধনকরে বলিয়াই প্রিয় হইতেছে, এই নিমিত্তই আত্মাকে প্রিয়সংসূচিত বলা যায় এবং সেই ভোক্তা আত্মাকে উপক্রম করিয়া কোন্ অন্য আত্মার দর্শনাদি দ্বারা উপদেশ হইতে পারে? আর এই অপার অনন্ত মহাভূতসকল এই বিজ্ঞানাত্মা হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ পায় এবং পরকালেও সংজ্ঞান্তর নাই। অতএব প্রকৃত মহাভূতই দ্রষ্টব্য এবং তাহাই বিজ্ঞানাত্মভাবে ভূত হইতে সমুত্থিত হয়, ইহা বলিয়া বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। আর "বিজ্ঞানাত্মাকে কোন কারণে জানা যায়" এই কর্ত্তৃবচনশব্দদ্বারা উপসংহার করত বিজ্ঞানাত্মাই এইস্থলে উপদিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব আত্মবিজ্ঞানদ্বারাই সর্ব্ববিজ্ঞানবচন জানা যায়, যেহেতু ভোক্তার নিমিত্ত ভোগ্যবস্তু সকলের ঔপচারিক দ্রষ্টব্যত্ব হইতেছে, ইহাতে বলা যায় যে, পূর্ব্বশ্রুতিতে পরমাত্মারই উপদেশ হইয়াছে, যেহেতু এইরূপেই বাক্যান্বয় হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বাপর ভাবে দৃশ্যমান পরমাত্মাই এই স্থলে অন্বিত, ইহা লক্ষিত

স্মানং প্রত্যন্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে কথমিতি তদুপপাদ্যতে 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুপশ্রুত্য "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহন্তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি" ইতি অমৃতত্বমাশংসমানায়ৈ মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিজ্ঞানমুপদিশতি ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তীতি শ্রুতিস্মৃতিবদা বদন্তি। তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানান্মুখ্যমবকল্পতে ন চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িতুম্ শক্যম্ যৎকারণমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রন্থেন তদেবো পপাদয়তি "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদিনা যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্যেদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি সমস্ত বস্তুজাতস্যাত্মাব্যতিরেকমব-

---

হইতেছে, তবে কিরূপে উহা উপপন্ন হইতে পারে? আর চিত্তদ্বারা মোক্ষের আশা নাই" যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ শুনিয়া "আমি কোন রূপেই মোক্ষ পাইতেছি না; অতএব সেই বিত্তদ্বারা কি করিব। ভগবন! আপনি এবিষয়ে যাহা জানেন, তাহাই উপদেশ করুন" মৈত্রেয়ী এইরূপ বলিলে যাজ্ঞবল্ক্য মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণী মৈত্রেয়ীকে আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন। বাস্তবিক আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, ইহাই শ্রুতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আর আত্মবিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, কখনও পরমকারণ ব্যতিরেকে মুখ্য কল্পনা করা যায় না এবং ইহা যে ঔপচারিক, তাহাও বলা যায় না, যে কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, তাহা প্রতিজ্ঞার অনন্তর গ্রন্থে উপপাদন করিবেন, আর "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যো অন্যত্রাত্মনা ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জগৎব্রহ্ম ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আছে, এইরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহারা মিথ্যাদর্শী এবং সেই মিথ্যাদর্শীকেও মিথ্যাদৃষ্ট ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণাদি জগৎ নিবারণ করিতেছেন, এইরূপে ভেদদৃষ্টি নিবারণ করিয়া এই জগৎই ব্রহ্মময়, এইরূপে সকল বস্তুরই আত্মব্যতিরেকতা বারণ করিয়াছেন। যেমন এক

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥

তারয়তি। দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রঢ়য়তি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা চ প্রকৃতস্যাত্মনো নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তথৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনন্তরমবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞানঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি তস্মাৎ পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি গম্যতে। যৎপুনরুক্তং প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ১৯ ॥

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিসঙ্কীর্ত্তনম্। যদি হি বি জ্ঞানাত্মা

সময়ে দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণা প্রভৃতির শব্দ হইলে সেই সকল শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হয়,সেইরূপ আত্মব্যতিরিক্ত সকল জানা যায়। "এই মহাভূতের নিঃশ্বাসই এই ঋগ্বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত আত্মাই যে নাম রূপাত্মক প্রপঞ্চ জগতের কারণ, তাহা দর্শাইয়া পরমাত্মাই যে পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয় তাহা জানাইয়াছেন এবং একের বিজ্ঞানেই সকলের জ্ঞান হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াতেও সবিষয়, ইন্দ্রিয়যুক্ত ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট প্রপঞ্চ জগতের একমাত্র পরমাত্মাই কারণ, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে; সুতরাং পরমাত্মাই পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল। আর যে প্রিয় সূচনার উপক্রম দ্বারা বিজ্ঞানাত্মাই উপদেশের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার সমাধান উত্তর সূত্রে বিবৃত হইবে ॥ ১৯ ॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আত্মবিজ্ঞান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয় এবং এই সমুদায়ই আত্মা। এই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি এইরূপেই হইতে পারে, অর্থাৎ যদি প্রিয়সংসূচিত আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেই উক্ত প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয়। বাস্তবিক যদি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞাতং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২০ ।

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহাদিসঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিত্যৌডুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। শ্রুতিশ্চৈবং ভবতি "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি। কচিচ্চ জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাং-

---

অন্য হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার বিজ্ঞান হইলেও জ্ঞানাত্মার বিজ্ঞান হয় না; সুতরাং এক বিজ্ঞানে যে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, ইহা পরিহৃত হইতেছে। অতএব প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্তই বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার অভেদাংশের উপক্রম হইয়াছে, ইহা আশ্মরথ্য আচার্য্য স্বীকার করেন না। ২০।

ঔডুলোমিনামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকৃত উপাধিসম্পর্কবশতঃ কলুষিত হয় এবং জ্ঞানধ্যানাদি সাধনানুষ্ঠানে সম্পন্ন ও সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে উৎক্রমণ করে এবং তাহাতেই পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, ইহাতেই অভেদোপক্রম হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও ইহাই লিখিত আছে যে, ইহাই আত্মার প্রসন্নতা যে আত্মা এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। আর কোন স্থলে নদীদৃষ্টান্তে জীবাশ্রয় নামরূপ জানা যায়, অর্থাৎ

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ॥ ইতি ॥ যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্রমুপয়ন্তি এবং জীবোঽপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পরমং পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তুল্যতায়ৈ ॥ ২১ ॥

অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। তথা চ ব্রাহ্মণং "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবংজাতীয়কম্ পরস্যৈবাত্মনো জীবভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্রবর্ণশ্চ "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইত্যেবংজাতীয়কঃ। ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা যেন পরস্মাদাত্মনোঽন্যস্তদ্বিকারো জীবঃ স্যাৎ। কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্। আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভি-

---

যেমন নদী প্রচলিত হইয়া নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সেইরূপ জীব নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করে। এইরূপেই জীব ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১ ॥

কাসকৃৎস্ন নামা আচার্য্য বলেন যে, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা একীভাবে অবস্থান করে, তাহাতেই পরমাত্মার অভেদ প্রতীতি হয়। মন্ত্রব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, এই জীবই পরমাত্মাতে প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করে, এইরূপে পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করে। মন্ত্রবর্ণে উক্ত আছে যে, সর্ব্বপ্রকার রূপ সৃষ্টি করিয়া এবং নাম সকল প্রকাশ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ আত্মা বিদ্যমান আছেন। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তেজঃপ্রভৃতির সৃষ্টিবিষয়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি শ্রুত নাই, যাহাতে জীব পরমাত্মার অন্য অথচ পরমাত্মার বিকারীভূত বলিয়া জানা

প্রেতং তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি স্বাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে। ঔড়ুলোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যেতে॥ তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ এবঞ্চ সতি তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে বিকারাত্মকত্বেহি জীবস্যাভ্যুপগম্যমানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পেত অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপাধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে অত এবোৎপত্তিরপি জীবস্য ক্বচিদগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যাশ্রয়ৈব বেদিতব্যা। যদপ্যুক্তং প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী যোজয়িতব্যা। "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গ-

---

যাইতে পারে। কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মতে জীবই অবিকৃত, পরমেশ্বর তদ্ভিন্ন নহেন, আশ্মরথ্য আচার্য্যের মতে যদিও জীব পরমাত্মার অন্য না হউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির সাপেক্ষত্ব কথনহেতু কিরূপ কার্য্যকারণভাব অভিপ্রেত, তাহা বলা যায় না। ঔড়ুলোমির মতে স্পষ্টত অন্তরাপেক্ষ ভেদাভেদ জানা যাইতেছে। ইহাতে কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মতই যে শ্রুতির অনুযায়ী, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির উহা প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত। এইরূপ হইলেই পরমাত্মজ্ঞানে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। জীবে বিকারাত্মকত্ব স্বীকার করিলে বিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গহেতু পরমাত্মজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি কল্পনা করা যায় না। অতএব স্বাশ্রয়ীভূত নামরূপের অসম্ভবহেতু উপাধির আশ্রয়স্বরূপ নামরূপ জীবে উপচার করা যায়। এই নিমিত্তই অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদাহরণ দর্শনে জীবের উৎপত্তিও উপাধির আশ্রয় বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, জীবের উৎপত্তিও সেইরূপ জানিবে। আর উক্ত আছে যে, ভূত হইতেই প্রকৃত মহাভূতের সমুত্থান হয়, ইহা বিজ্ঞানাত্মভাবে দর্শন করাইয়া বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাতেও এইরূপ সূত্রত্রয়

মাশ্মরথ্যঃ"। ইদমত্র প্রতিজ্ঞাতম্ "আত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ উপপাদিতঞ্চ সর্ব্বস্য নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চস্যৈকপ্রসবত্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যকারণয়োরব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তস্যা এবং প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যন্মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমবকল্পত ইতি। "উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ"। উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্রসন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদাভিধানমিত্যৌডুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"। অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। ননূচ্ছেদাভিধানমেতৎ "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি

যোজনা করা যায়। আর আশ্মরথ্য আচার্য্য যে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, "আত্মবিজ্ঞান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু সকলই আত্মস্বরূপ। আর ইহাও উপপাদিত হইয়াছে যে, এই সকল নামরূপপ্রপঞ্চই এক পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে, অতএব দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যকারণের অব্যতিরেকতা প্রতিপাদনবশত সেই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি সূচিত হয়, এই নিমিত্তই ভূত হইতে বিজ্ঞানাত্ম স্বরূপে মহাভূতের সমুত্থান কথিত আছে, ইহাই আশ্মরথ্য আচার্য্য স্বীকার করেন, বাস্তবিক অভেদ স্বীকার করিলেই একের বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞাত হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কল্পনা করা যায়। ঔডুলোমি আচার্য্যও 'বিজ্ঞানাত্মার উৎক্রমণেই এইরূপ হয়, ইহা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্মা উৎক্রমণ করিবেন, এইরূপ হইলেই জ্ঞানধ্যানাদি সামর্থ্যবশত আত্মা সম্যক প্রকারে প্রসন্ন হয় এবং পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, অতএবই ঔডুলোমি আচার্য্য অভেদ কথন স্বীকার করেন। কাশ কৃৎস্ন আচার্য্য বলেন, পরমাত্মাই বিজ্ঞানাত্মভাবে অবস্থান করে, অতএব অভেদ কথন উপপন্ন

কথমেতদভেদাভিধানং। নৈষ দোষঃ বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মে-তদ্বিনাশাভিধানং নাত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ং অত্রৈব মা ভগবান্ মুমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যাঽর্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ "ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি কূটস্থনিত্য এবায়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গোঽস্তি মাত্রাভিস্ত্বস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভির-সংসর্গো বিদ্যয়া ভবতি সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভা-বান্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যুক্তমিতি। যদপ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজা-নীয়াৎ" ইতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহারাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্ব-মিতি তদপি কাশকৃৎস্নীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব

হইয়াছে। এইক্ষণ উক্ত মীমাংসার উচ্ছেদ কথন হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, আছে যে, আত্মা এই সকল ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই প্রবেশ করে এবং পরকালেও কোন সংজ্ঞা নাই, তবে কিরূপে অভেদ কথন হইতে পারে? এই দোষ হইতে পারে না, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়েই এই বিনাশাভিধান হই-য়াছে, আত্মার উচ্ছেদাভিপ্রায়ে কথন হয় নাই। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রুতিদ্বারা অর্থান্তর দর্শাইয়া মরণান্তে যে সংজ্ঞা নাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, অহে আমি মোহকর বাক্য বলি নাই, বাস্তবিক আত্মা অবিনাশী কথনও ইহার উচ্ছেদ নাই, কেবল মাত্রা সংসর্গমাত্র হইয়া থাকে। আর উক্ত আছে যে, আত্মা কূটস্থ, নিত্য ও বিজ্ঞানময়, ইহার উচ্ছেদ প্রসঙ্গ নাই, কেবল ভূত ও ইন্দ্রিয়লক্ষণ অবিদ্যা-কৃত মাত্রার সহিত বিদ্যার সংসর্গ হয়। সংসর্গাভাব স্বীকার করিলেও পরমাত্মকৃত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হেতুই পরকালে সংজ্ঞা নাই, ইহা উক্ত হইয়াছে। আর "বিজ্ঞাতাকে জানিবে" এইরূপে কর্ত্তৃ বচন শব্দ-দ্বারা উপসংহার হেতু বিজ্ঞানাত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া যে উক্ত আছে, তাহাও কাশকৃৎস্নাভিপ্রেত দর্শন দ্বারা পরিহৃত হইতেছে। আর যখন দ্বৈত জ্ঞান

দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভিদধাতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেঽপ্যাত্মানং বিজানীয়াদিত্যাশঙ্ক্য "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাহ। ততশ্চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্বাক্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূতপূর্ব্বগত্যা কর্তৃবচনেন তৃচা নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। দর্শিতন্তু পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতিমত্ত্বং অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যেষোঽর্থঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগন্তব্যঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ইদম্ সর্ব্বং যদয়মাত্মা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যেবং রূপাভ্যঃ স্মৃতিভ্যশ্চ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্" ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। সমং সর্ব্বেষু

হয়, তখন অন্য অন্যকে দর্শন করে, এইরূপে আরম্ভ করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে আত্মারই দর্শনাদি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রপঞ্চিত করিয়া যখন সকলই আত্মময় জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, ইত্যাদি রূপে বিদ্যাবিষয়ে সেই পরমাত্মারই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানাভাব নির্ণয় করিয়াছেন, পুনর্ব্বার বিষয়াভাবেও আত্মাকে জানিবে, এই আশঙ্কা করিয়া সেই বিজ্ঞানাত্মাকেই জানিবে, ইহা বলিয়াছেন। অতএব বাক্যের বিশেষ বিজ্ঞানাভাবোপাদানপরত্বহেতু কেবল বিজ্ঞানাত্মাই সৎস্বরূপ. ইহাই কর্তৃবচন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বেই কাশকৃৎস্নাচার্য্যের মত যে শ্রুতিসিদ্ধ তাহা দর্শিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানাত্মার যে, ভেদ হয়, তাহা অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপরচিত ও দেহাদিনিমিত্ত জানিবে, ঐ ভেদ প্রকৃত নহে, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববেদান্ত বাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে "একমাত্র সৎস্বরূপই অগ্রে ছিলেন" "পরমাত্মাই অদ্বিতীয়" "এই সকলই ব্রহ্ম" 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পরমাত্ম' ইহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিই কারণ। স্মৃতিতেও লিখিত আছে য, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে ভারত! আমাকেই সর্ব্বভূতের

ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। ইতেবংরূপাভ্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ 'অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' ইত্যেবংজাতীয়কাৎ। "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মেতি" চাত্মনি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ অন্যথা চ মুমুক্ষূণাং নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ সুনিশ্চিতার্থানুপপত্তেশ্চ। নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা' ইতি চ শ্রুতেঃ তত্র কোমোহঃ কঃ শোকত্রকত্বমনুপশ্যতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতেশ্চ। স্থিতে চ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ পরমাত্মায়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবংজাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োঽয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি ন হি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়া'' মিতি কাঞ্চিদেবৈকাং

আত্মা এবং সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে। আর ভেদ দর্শনের অপবাদহেতু পরমাত্মাই অভেদরূপে জ্ঞাতব্য। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি আমি অন্য ও অপর ব্যক্তি অন্য, এইরূপে নানা জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর বশীভূত হয়। আর সেই আত্মাই মহান্, অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাতে সর্ব্ববিকার প্রতিষেধ আছে। অন্যথা মুমুক্ষুদিগের নিরপবাদ বিজ্ঞানের অনুপপত্তি হয় এবং সুনিশ্চিতার্থে বস্তুর অনুপপত্তি হইয়া উঠে। বাস্তবিক আত্মবিষয় জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট আছে ও তাহাতে সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, ইহা মুনিগণ ইচ্ছা করেন। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। স্মৃতিতে স্থিত প্রজ্ঞের যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির এক জ্ঞান হইয়াছে, তাহার শোক বা মোহ থাকে না। জীব ও পরমাত্মার একত্ববিষয়ক জ্ঞান সম্যকরূপে স্থিরীভূত হইলে জীব ও পরমাত্মা, এই নাম ভেদমাত্র জানা যায়। এই জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং এই পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন, এইরূপে যে আত্মার ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা নিরর্থক। বস্তুতঃ এক পরমাত্মাই নামমাত্রভেদে বহুধা হইয়াছেন এবং "যিনি সত্য,

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

গুহামধিকৃত্যৈতদুক্তং ন চ ব্রহ্মণোঽন্যো গুহায়াং নিহিতোঽস্তি 'তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকম-নিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতুত্বাদ্ব্রহ্মাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তং ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানং ইত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি কস্মাৎ ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বমবগম্যতে "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" 'স প্রাণমসৃজত' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ

জ্ঞানময়, অনন্ত ও গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই পরমপদ লাভ করেন," ইহাও কোন এক গুহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হয় নাই, আর ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য কেহই গুহাতে নিহিত নহে। পরন্তু "সেই ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা" এবং "তিনিই সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন" এইরূপে সৃষ্টি কর্ত্তারই প্রবেশশ্রবণ আছে। আর যাহারা উক্ত বিষয় স্বীকার করে না, তাহারা বেদান্তার্থ বাধ করিয়া পরমপদ প্রাপ্তির প্রশস্তদ্বার অবরুদ্ধকরত কৃত্রিম মোক্ষ কল্পনা করে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে ॥ ২২ ॥

যেমন ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের কারণবিধায় সেই ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিবে, সেইরূপ ব্রহ্ম মোক্ষের কারণ বলিয়া তাঁহাকে জানিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে ব্রহ্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে ঘট ও কুণ্ডলাদির পক্ষে যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি প্রকৃতি এবং যেমন কুম্ভকার ও স্বর্ণকার নিমিত্ত, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদিবিষয়েও সেইরূপ জানিবে, এইক্ষণ ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ? এই আশঙ্কা হইতেছে। ইহাতে পরংব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত

কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টং অনেককারকপূর্ব্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা। স চ ন্যায় আদিকর্ত্তর্য্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্। ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্। কার্য্যঞ্চেদং জগৎসাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ ব্রহ্ম চ নৈবং লক্ষণমবগম্যতে। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্ব্রহ্মণোঽন্যদুপাদানকারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যং ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতের্নিমিত্তত্বমাত্রে পর্য্যবসানাদিতি এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব কস্মাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রৌতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ "উত

কারণ বলিয়াই জানা যাইতেছে, যেহেতু ইচ্ছাপূর্ব্বকই কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ আছে; সুতরাং ইচ্ছা হইলেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন, ইহা জানা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তিনি প্রথমত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অনন্তর প্রাণ সৃষ্টি করেন। কুম্ভকারাদিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিমিত্ত কারণতা দেখা যায়। লৌকিকে সকলকার্য্যেরই পূর্ব্বে অনেক কারণ দৃষ্ট আছে, এই নিয়ম আদি কর্ত্তাতেই যুক্ত হয়। এইরূপ হইলেই ঈশ্বরত্বসিদ্ধি হয়। যেমন রাজবৈবস্বতাদি ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণত্ব প্রতীতি হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও নিমিত্তকারণতাই যুক্ত হইতেছে। পরন্তু কার্য্যভূত এই জগৎকে সাবয়ব অচেতন ও প্রাণবান্ দেখা যায়, অতএব ইহার কারণও সেইরূপ, অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ হওয়া উচিত, যেহেতু কার্য্য ও কারণ, এই উভয়ের সমানরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মসাবয়ব, অচেতন ও প্রাণবান্ নহে। যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দনীয় ও নিরঞ্জন বলিয়া উক্ত আছে; সুতরাং ব্রহ্মের অন্য যে উপাদান কারণ, তাহা অশুদ্ধিগুণযুক্ত, কিন্তু উহা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ বিধায়ই স্বীকার করিতে হয়। আর ব্রহ্মই জগতের কারণ, এইরূপ যে শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাও নিমিত্ত কারণ

তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং” ইতি তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে তচ্চোপাদানকারণবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি ‘যথা সোম্যৈ-কেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নাম-ধেয়ং সত্যং’ ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্নায়তে তথৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদেকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি চ। তথান্যত্রাপি “কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি প্রতিজ্ঞা যথা ‘‘পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি” দৃষ্টান্তঃ তথা ‘আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্’ ইতি প্রতিজ্ঞা “স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শকুয়াৎ

বলিয়া জানিবে। এইরূপ অবস্থাতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত-কারণ নহে, আত্মাকে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে, যেহেতু প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ নাই, এইরূপ হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষা হয়। ইহাই প্রতিজ্ঞা যে, সেই আদেশে অশ্রুত শ্রুত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, ইহাতে একের বিজ্ঞানেই অবিজ্ঞাত সকলের বিজ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাতেও উপাদান কারণের বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়, উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের সম্ভব হয় না এবং নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্য হইতে পারে না, লোকেও প্রাসাদ ব্যতিরেকে স্থপতি দর্শন আছে। দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন এক মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সর্ব্ব মৃত্তিকার পরিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটাদি সকলই মৃত্তিকা, উহার ঘটাদি নাম কেবল বাক্য মাত্র, উহারা বিকার, বাস্তবিক সকলই মৃত্তিকা, ইহাই সত্য, এইস্থলে মৃত্তিকাকে উপা-দান কারণ বলিয়া জানা যায়, আর এক লোহমণির বিজ্ঞান হইলেই সকল লোহের বিজ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে। কাহাকে জানিলে সর্ব্ব পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহাই প্রতিজ্ঞা, আর যেমন পৃথিবীতে

গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত” ইতি দৃষ্টান্তঃ। এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ। ‘যতঃ’ ইতীয়মপি পঞ্চমী “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যত্র জনিকর্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যা নিমিত্তত্বমধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৄনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য স্বতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্যস্মিন্নভ্যুপগম্যমানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ

ঔষধি প্রভৃতি জন্মে, ইহাই দৃষ্টান্ত। আর আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও বিজ্ঞান হইলেই সকল জানা যায়, ইহাও প্রতিজ্ঞা। যেমন দুন্দুভিতে আঘাত করিলে প্রবল শব্দ হয়, তখন আর বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না, কেবল সেই দুন্দুভিশব্দই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতি বেদান্তেই যথাসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে, ইহা প্রকৃতিত্বসাধন বলিয়া জানা যায়। আর যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে, এই স্থলে জনধাতুর যে কর্ত্তা, তাহাই প্রকৃতি, এইরূপ বিশেষ স্মরণ আছে, আর ব্রহ্ম যে নিমিত্ত কারণ বলিয়া উক্ত আছে, তাহাও ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠাতা বিধায় উপপন্ন হইতেছে। যেমন লোকে ঘট ও কুণ্ডাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণের উপাদান কারণত্ব ও কুম্ভকার এবং স্বর্ণকার অধিষ্ঠাতা বিধায় তাহাদিগের নিমিত্ত কারণত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া নিমিত্ত কারণ হইতেছেন। বাস্তবিক উপাদান কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠাতা নাই, আর উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন, এইরূপ অবধারণ আছে, অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয় না, ইহা জানা যায়। উপাদান কারণ ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠাতা স্বীকার করিলে, একের বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান হয়, ইহা সম্ভব হয় না; সুতরাং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ হয়, অতএব অধিষ্ঠাতার অন্তর্ভাবেই আত্মার কর্তৃত্ব

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

এব স্যাৎ তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমুপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্। কুতশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি চ। তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গম্যতে। বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং সাক্ষাদ্ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবাম্নায়েতে 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি' ইতি। যদ্ধি যস্মাৎ

এবং উপাদান কারণান্তর্ভাবে প্রকৃতিত্ব হয়, তবে কিরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব হইতে পারে। ২৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে আত্মার সৃষ্টি সঙ্কল্পের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই কর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব জানা যায়, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, তিনি এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত বহুধা হইব, ইহাতেই তিনি যে সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য বৃত্তির কর্ত্তা, তাহা জানা যাইতেছে। আর "আমি বহুধা হইব" ইহাদ্বারা প্রত্যগাত্মারই বহুরূপধারণের সঙ্কল্প হইয়াছিল; সুতরাং উক্ত সঙ্কল্পের প্রকৃতিও পরমাত্মা ইহাই প্রতীয়মাণ হইতেছে। ২৪ ॥

পরমাত্মার যে প্রকৃতিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ দর্শাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্মকেই সাক্ষাৎ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে। অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সকল ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই লয় পাইয়া থাকে। আর যাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয়

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং যথা ব্রীহিয়বাদীনাং পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যাকাশাদেবেতি। প্রত্যস্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ। ২৫।

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি আত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বং চ দর্শয়তি "আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ব্রূমঃ পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে। পরিণামাদিতি বা পৃথক্‌সূত্রং তস্যৈষোঽর্থঃ।

এবং যাহাতে যে বস্তু লয় পায়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। যেমন ধান্যাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতেই লয় পায়, সুতরাং পৃথিবীই ধান্যাদির উপাদান, সেইরূপ এইজগৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরমাত্মাতেই লীন হয়, অতএব সেই ব্রহ্মই জগতের উপাদান। বিশেষত উপাদান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেই কার্য্যের অন্ত হয় না; সুতরাং ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, ইহা উপপন্ন হইল॥ ২৫।

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি তদ্বিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্ম প্রক্রিয়াতে, অর্থাৎ "তিনিই স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মকার্য্যে ব্রহ্মই কর্ত্তা ও কর্ম্ম ইহা প্রতীয়মাণ হয়। "আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" এই বাক্যের "আত্মাকে" এই পদে কর্ম্মত্ব এবং "সৃষ্টি করিয়াছেন" এই পদে কর্ত্তৃত্ব জানা যায়। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, যিনি পূর্ব্বসিদ্ধ, সৎস্বরূপ এবং কর্ত্তা বলিয়া ব্যবস্থিত আছেন, তাহার কর্ম্মত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎস্বরূপ হইলেও বিশেষ প্রকার আপনাকে বিকারীরূপে পরিণামিত করেন, এই বিকারাত্মক পরিণাম মৃত্তিকাদিতে

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনায়ং পরিণামঃ সামানাধিকরণ্যেনাম্নায়তে 'সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিরুক্তঞ্চানিরুক্তং চ' ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তে "কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" ইতি "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিতি। স্ত্রীযোনেরপ্যস্ত্যেবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রত্যুপাদানকারণত্বম্। ক্বচিৎ স্থানবচনোঽপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ "যোনিস্তে ইন্দ্র নিষদে অকারি" ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ" ইত্যেবংজাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃ-

---

উপলব্ধ হয়, পরন্তু তিনি কোন নিমিত্তান্তর অপেক্ষা করেন না, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। মতান্তরে "পরিণামাৎ" এই একটী পৃথক্ সূত্র, তাহার অর্থ এই যে, যেহেতু ব্রহ্মেরই বিকারাত্মক পরিণাম হয়, অতএব ব্রহ্মই প্রকৃতি বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রহ্মই যোনি, এইরূপ পঠিত আছে, অতএব ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। বেদান্ত প্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কর্তা, ঈশ্বর, পুরুষ এবং যোনি, আর লিখিত আছে যে, পণ্ডিতগণ ভূতযোনিকে দর্শন করেন। এই সকল স্থলে যোনিশব্দে প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন লোকে পৃথিবীই ওষধিবনস্পতিদিগের যোনি, সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের যোনি। আর অবয়ব দ্বারাই গর্ভের প্রতি স্ত্রীযোনির উপাদান কারণত্ব আছে। কোন কোন স্থলে স্থানবাচী যোনিশব্দ দৃষ্ট আছে। "যোনিস্তে ইন্দ্র নিষদে অকারি" এই স্থলে যোনিশব্দে স্থানার্থ দেখা যায়, অর্থাৎ হে ইন্দ্র নিষদদেশে তোমার স্থান করা হইয়াছে, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এইক্ষণ পরিশেষবশত পূর্ব্বোক্ত যোনিশব্দের স্থানার্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

তিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্। যৎপুনরিদমুক্তং ঈক্ষাপূর্ব্বক কর্তৃত্বং নিমিত্ত-কারণেষ্বেব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষ্বিত্যাদি তৎপ্রত্যুচ্যতে ন লোকবদিহ ভবিতব্যং ন হ্যয়মনুমানগম্যোঽর্থঃ শব্দগম্যত্বাত্ত্বস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যং শব্দশ্চেক্ষিতুরীশ্বরস্য প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবো-চাম পুনশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ প্রতিবক্ষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রৈরেব পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষ্বা-পাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভান্তীতি। স চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নো বেদান্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থে-

---

ঊর্ণনাভি সূত্র সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন ও সংহার করেন। পরন্তু ব্রহ্মই যে প্রকৃতি ইহা প্রসিদ্ধ আছে। আর যে উক্ত হইয়াছে, ইচ্ছাপূর্ব্বকই কর্তৃত্ব, এই লোকে যেমন কুম্ভকারাদিরা ঘটাদির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মও জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদান কারণ নহে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায় না এবং উহা অনুমানগম্য নহে, শব্দগম্য অর্থের যে রূপ শ্রুত আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, বাস্তবিক শব্দে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বরই প্রকৃতি। এই বিষয় পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে ॥ ২৭ ॥

"ঈক্ষতেৰ্নাশব্দঃ" এই সূত্র হইতে প্রতিসূত্রেই প্রকৃতির কারণত্বে পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইয়াছে। মন্দবুদ্ধিরা এই পক্ষ সমর্থনের পোষক কতিপয় হেতু প্রদর্শন করে, কিন্তু কার্য্য কারণের অনন্যত্ব স্বীকারহেতু দেবলপ্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মসূত্রকার আপন

স্বাশ্রিতঃ তেন তৎপ্রতিষেধে এব যত্নোঽতীব কৃতো নাণ্বাদিকারণবাদ-প্রতিষেধে। তেঽপি তু ব্রহ্মকারণবাদপক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি এতেন প্রধানকারণবাদ-প্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বেঽণ্বাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। তেষামপি প্রধানবদশব্দত্বাচ্ছব্দবিরোধিত্বাচ্চেতি। ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদ্গোবিন্দপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

আপন গ্রন্থে উক্তমত সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব উক্ত মতের প্রতি-ষেধেই যত্ন করা উচিত, সূক্ষ্ম কারণবাদের প্রতিষেধে যত্ন করা উচিত নহে. এই সকলই ব্রহ্মকারণবাদের প্রতিপক্ষ; সুতরাং উহাদিগেরই প্রতিষেধ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু পূর্ব্বোক্তমতের পোষক যে বেদোক্তহেতু মন্দমতিরা স্বীকার করে, তাহাতেই প্রধানকারণবাদ নিরস্ত হইয়াছে। আর এই প্রধানকারণবাদের প্রতিষেধেই সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মকারণবাদ প্রতি-ষিদ্ধ, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেহেতু তাহাদিগেরও প্রধানের ন্যায় অশব্দবিরোধিত্ব আছে। অধ্যায়সমাপ্তির শেষবাক্যের দ্বিরুক্তির নিয়ম আছে, অতএব ভগবান্ প্রথমাধ্যায়ের শেষসূত্রের শেষবাক্য, অর্থাৎ "ব্যাখ্যাতা" এই পদ বারদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

—00—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ-
দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাং উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীঃ প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণমবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য স এব চ সর্ব্বেষাং ন আত্মেত্যেতদ্বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতং প্রধানাদিবাদাশ্চাশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাঞ্চ ন্যায়াভাসোপবৃংহি-

---

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের উৎপত্তির কারণ। যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ ইহারা ঘট ও কুণ্ডলাদির কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই উৎপন্ন জগতের কারণ, অর্থাৎ তিনিই জগতের নিয়ন্তা বিধায় তাঁহাকেই জগতের স্থিতিকারণ বলিয়া জানা যায়। যেমন মায়াবীরা নানা প্রকার মায়া প্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্ভূত ব্যাপার দর্শাইয়া সেই সকল পুনর্ব্বার আপনিই সংহার করে, সেইরূপ পরমাত্মা একবার এই জগৎ প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার আপনাতেই সংহার করিয়া থাকেন, অতএব তিনিই জগৎকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। যেমন এই পৃথিবী চতুর্ব্বিধ ভূতের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও জগতের আশ্রয়। তিনি আমাদিগের সকলের আত্মা, ইহাই বেদান্ত বাক্যসমন্বয়ের প্রতিপাদন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর অশব্দত্ব হেতু প্রধানাদিবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ স্বীয়পক্ষে স্মৃতি ন্যায়বিরোধ পরিহার, প্রধান

তত্ত্বং প্রতি বেদান্তঞ্চ স্বষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বমিত্যস্যার্থজাতস্য প্রতি-পাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমংতাবৎ স্মৃতিবিরোধ মুপন্যস্য পরিহরতি যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি তদযুক্তম্। কুতঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্ট-পরিগৃহীতা অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ এবং সত্যনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্ তাসু হ্যচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে মন্বাদিস্মৃতয়-স্তাবচ্চোদনালক্ষণেনাগ্নিহোত্রাদিনা ধর্ম্মজাতেনাপেক্ষিতমর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশা ভবন্তি অস্য বর্ণস্যাস্মিন্ কালেঽনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশশ্চা-চার ইত্থং বেদাধ্যয়নমিত্থং সমাবর্ত্তনমিত্থং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগ ইতি তথা পুরুষার্থাংশ্চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি নৈবং কাপিলাদিস্মৃতী-নামনুষ্ঠেয়ে বিষয়েঽবকাশোঽস্তি মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্দর্শনমধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ যদি তত্রাপ্যনবকাশাঃ স্যুঃ আনর্থক্যমেবাসাং প্রসজ্যেত

কারণবাদের ন্যায়াভাসমূলকত্ব এবং প্রতি বেদান্তেই স্বষ্ট্যাদি ক্রিয়ার অনিন্দনীয়ত্ব আছে, এই সকল অর্থের প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে। প্রথমত স্মৃতিবিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ যে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে, যেহেতু স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ হয়, তন্ত্রাখ্য স্মৃতিই পরমঋষি প্রণীত এবং তাহাই শিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া-ছেন, অন্যান্য স্মৃতি সেই তন্ত্রাখ্য স্মৃতির অনুযায়ী, সুতরাং স্মৃতিরই অনবকাশপ্রসঙ্গ হইতেছে, ঐ সকল স্মৃতিতে অচেতন প্রকৃতিই জগ-তের কারণ, তাহা নিবদ্ধ আছে। মন্বাদি স্মৃতিতে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম কথিত আছে; সুতরাং তাহার অবকাশও আছে, পরন্তু এই বর্ণের এই কালে যথাবিধি উপনয়ন, এইরূপ আচার, এইরূপ বেদাধ্যয়ন, এইরূপ সমাবর্ত্তন, এইরূপ ধর্ম্মপত্নীর সহবাস, আর চতুর্ব্বর্ণ বিহিত আশ্রমধর্ম্ম ও নানাবিধ পুরুষার্থ, এই সকলই স্মৃতিতে বর্ণিত আছে, অতএব ঐ মন্বাদিস্মৃতির অবকাশ দেখা যায়, কিন্তু কাপিলাদিস্মৃতির অনুষ্ঠের বিষয়ে অবকাশ নাই। সম্যক দর্শন দ্বারা মোক্ষ সাধন অধিকার করি-

তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ। কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যো হেতুভো ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞঃ জগতঃ কারণমিত্যবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপ্যতে। ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাং পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্ তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্। অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্ব্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাঞ্চার্ষং জ্ঞানমপ্রতিহতং স্মর্য্যতে শ্রুতিশ্চ ভবতি "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ইতি। তস্মান্নৈষাং মতমযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুং তর্কাবষ্টম্ভেন চ তেঽর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনরাক্ষেপঃ তস্য সমাধির্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি। যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেনেশ্বরকারণবাদ আক্ষি-

---

য়াই ঐ সকল কাপিলাদি স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, যদি উহাদিগেরও অনবকাশ হয়, তাহা হইলে এই সকল স্মৃতির অসার্থকতা হইয়া উঠে, অতএব অবিরোধেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, তবে কিরূপে দর্শনাদি হেতুতে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা অবধারিত হইতে পারে? বাস্তবিক স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গে শ্রুত্যর্থেও দোষারোপ হয়। ইহাই অনবকাশ যে, জন সকল প্রায়ই পরতন্ত্র, তাহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞদিগের নিকট স্বাতন্ত্র্যরূপে শ্রুত্যর্থ অবধারণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা ব্যাখ্যাতার্থের প্রণেতৃ স্মৃতিবচন অবলম্বন করিয়া থাকে এবং সেই বলেই শ্রুত্যর্থ প্রতিপাদন করে। আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাহাই বহুজ্ঞান করিয়া স্মৃতিপ্রণেতাদিগের প্রতি বিশ্বাস করেন না এবং কপিল প্রভৃতির যে আর্যজ্ঞান তাহাও প্রতিহত বলিয়া জানা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কপিল ঋষিকে প্রসব করিবেন এবং তিনিই পরে জ্ঞানদ্বারা সকল পূর্ণ করিবেন, আর সেই জায়মান ঋষিকে দর্শন করিবেন। অতএব ইহাদিগের মত অযথার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না এবং তর্কবলেই তাহারা সেই অর্থ স্থাপন করিতে পারে; সুতরাং স্মৃতিবলেই বেদান্ত ব্যাখ্যাত হয়, ইহাই পুনর্ব্বাও আক্ষেপ

প্যেতৈবমপ্যন্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়োঽনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্ তা উদাহরিষ্যামঃ। 'যৎ তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়ং'ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যত ইতি চোক্তা "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" ইত্যাহ। তথান্যত্রাপি "অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে" ইত্যাহ। "অতশ্চ সঙ্ক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ। স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ"। ইতি পুরাণে ভগবদ্গীতাসু চ "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইতি পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি "তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ সনিত্যঃ" ইতি। এবমনেকশঃ স্মৃতিষ্বপীশ্বরঃ কারণত্বেনোপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে। স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেনৈবোত্তরং প্রবক্ষ্যামি ইত্যতোঽয়মন্যস্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ।

দেখা যায়, আর মায়াতে সূক্ষ্মাত্মক জগৎ লীন হয়, এইরূপ বলা যায় না, তাহা হইলে অন্যান্য স্মৃতির অনবকাশদোষ প্রসঙ্গ হয়। যদিও স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ঈশ্বরকারণবাদে আক্ষিপ্ত হয় এবং ঈশ্বরকারণপ্রতিপাদিকা অন্যান্য স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ "যাহা সূক্ষ্ম তাহাই জানিবে" এইরূপে পরংব্রহ্মোপলক্ষে "যিনি ভূত সকলের অন্তরাত্মা তাঁহাকেই জানিবে," এইরূপে আত্মাই কথিত হয়, ইহা উক্ত আছে এবং "ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" ইহা বলিয়াছেন, আর অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, নির্গুণ পুরুষেই প্রকৃতি লয় পায়। পুরাণে লিখিত আছে যে, অতঃপর সংক্ষেপে শ্রবণ কর, যিনি পুরাণপুরুষ নারায়ণ, তিনিই সৃষ্টিকালে এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং বিনাশকালেও তিনিই জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতাতে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমা হইতেই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে। আর পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, তাহা হইতেই শরীর সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং তিনিই সকলের মূলকারণ ও নিত্য। এইরূপে অনেক স্মৃতিতেই পরমেশ্বর জগতের কারণ ও উপাদান বলিয়া প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক স্মৃতিবলে

দর্শিতন্তু শ্রুতীনামীশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যং বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতী-নামবশ্যকর্ত্তব্যেঽন্যতরপরিগ্রহেঽন্যতরস্যাপরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষ্যা ইতরাঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং" ইতি। ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ শ্রুতিমন্তরেণ কশ্চিদুপলভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং নিমিত্তাভাবাৎ শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানামপ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ ন সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মানুষ্ঠানা-পেক্ষা হি সিদ্ধিঃ স চ ধর্ম্মশ্চোদনালক্ষণঃ ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াশ্চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতিশঙ্কিতুং শক্যতে সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্প-নায়ামপি বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যৎ নির্ণয়কারণমস্তি। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি নাক-স্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ কস্যচিৎ ক্বচিত্তু পক্ষপাতে সতি

যাহার স্থিতি হইতেছে, অর্থাৎ স্মৃতিদ্বারা যে বিরোধ হয়, স্মৃতি দ্বারাই তাহা সমাধান করা যায়, অতএবই অন্য স্মৃতির অনবকাশ উপন্যস্ত হই-য়াছে। পরন্তু শ্রুতিতেও ঈশ্বরকারণবাদের প্রতি তাৎপর্য্য দর্শিত আছে, আর বিপ্রতিপত্তি বিষয়েও অন্যতর পরিগ্রহে স্মৃতির অবশ্যকর্ত্তব্যতাতে এবং অন্যতর পরিত্যাগেও শ্রুতির অনুযায়ী স্মৃতি সকলই প্রমাণরূপে অপেক্ষণীয় নহে। প্রমাণ লক্ষণে উক্ত আছে যে, বিরোধ না থাকিলে অনুমানের অপেক্ষা নাই; আর শ্রুতি ব্যতিরেকে কোন অতীন্দ্রিয়বিষয় লাভ করা যায়, ইহাও সমর্থন করা যায় না, যেহেতু তাহাতে কোন নিমিত্ত নাই। আর যদি বল কপিলাদির যে বিজ্ঞান তাহাও অপ্রতিহত বিধায় সমর্থন করা যায়, তাহাও নহে, যেহেতু উহাতে সিদ্ধির সাপেক্ষত্ব আছে, এই স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষাই সিদ্ধি এবং এই ধর্ম্মও চোদনালক্ষণ জানিবে, অতএব পূর্ব্বসিদ্ধ চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের যে অর্থ, তাহাতে পর-সিদ্ধ পুরুষবচনবশে শঙ্কা করা যায় না, যেহেতু সিদ্ধাভাব কল্পনাতেও বহুত্ব আছে, সিদ্ধদিগের প্রদর্শিত প্রকারে স্মৃতিবিরোধ হইলেও শ্রুত্যা-শ্রয় ভিন্ন অন্য নির্ণয়কারণ নাই, আর যাহারা পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাহাদিগের অকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষ বিষয়ে পক্ষপাত যুক্ত হয় না, কাহারও কোন বিষয়ে

পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ তস্মাত্তত্রাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যু-পন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানন্নুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া। যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা ন তথা শ্রুতি-বিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্র-ত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্যাসাধকত্বাৎ। ভবতি চান্যা মনোর্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজং" ইতি। মনুনা চ "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য-মধিগচ্ছতি" ॥ ইতিসর্ব্বাত্মত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি গম্যতে। কপিলো হি ন সর্ব্বাত্মত্বদর্শনমনুমন্যতে আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ। মহাভারতেঽপি চ "বহবঃপুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু" ইতি বিচার্য্য "বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাং" ইতি পরপক্ষমুপন্যস্য তদ্ব্যু-দাসেন "বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে। তথা তং পুরুষং

পক্ষপাত হইলে পুরুষমতির বৈরূপ্যদ্বারা যাথার্থ্যের অব্যবস্থা প্রসঙ্গ হয়। অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে স্মৃতি বিপ্রতিপত্তির উপন্যাস দ্বারা শ্রুত্যনুসারে বিবেচনা করিয়া সন্মার্গে প্রজ্ঞা করা কর্ত্তব্য। যে শ্রুতি কপিলের বিজ্ঞানাতিশয় প্রদর্শন করে বলিয়া প্রদর্শিত আছে, সেই শ্রুতিতেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কপিলমতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। বাস্তবিক কপিলমত সামান্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, অন্য যে কপিল সগরপুত্র-দিগকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসুদেব নামের স্মরণ আছে। মনুর মাহাত্ম্য প্রকাশিকা অন্য শ্রুতি আছে, যথা—মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঔষধ স্বরূপ। মনু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতকে সমান দর্শনকরত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে পারে। এইরূপে সকলেই আত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলমতের নিন্দা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কপিল সর্ব্বপ্রকার আত্মতত্ত্বদর্শন স্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁহারমতে আত্মভেদ স্বীকার আছে। "পুরুষ বহু কি এক?" এইরূপে বিচার করিয়া "যাহারা সাংখ্যযোগের বিচার করে,

বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্'' ॥ ইত্যুপক্রম্য "মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংস্থিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্'' ॥ ইতি সর্ব্বাত্মতৈব নির্দ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং ভবতি "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'' ॥ ইতি এবম্বিধা। অতশ্চাত্মভেদকল্পনয়াপি কাপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ। ন কেবলং স্বতন্ত্র-প্রকৃতিপরিকল্পনয়ৈবেতি সিদ্ধং বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসান্তু মূলান্তরাপেক্ষম্। স্বার্থে প্রামাণ্যবক্তৃ-স্মৃতিব্যবহিতশ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশ-প্রসঙ্গো ন দোষঃ। কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ॥ ১ ॥

তাহারাই বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকে," এইরূপ পরপক্ষের উত্থাপন-পূর্ব্বক তাহার নিরাস করিয়া "যেমন বহুপুরুষের একই যোনি কথিত আছে, সেইরূপ এক পুরুষই বিশ্বময় ও গুণাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব, এই উপক্রমে "যাহাকে দেহী, অর্থাৎ আত্মা বলা যায়, যিনি তোমার ও আমার অন্তরাত্মা তিনিই সকলের সাক্ষীস্বরূপ তাঁহাকে কেহ কখন গ্রহণ করিতে পারে না, আর এই বিশ্বই তাঁহার মস্তক, বিশ্বই তাঁহার মুখ, বিশ্বই তাঁহার পাদ, বিশ্বই তাঁহার চক্ষু এবং বিশ্বই তাঁহার নাসিকা। তিনি এক হইয়াও সর্ব্বভূতে আপন ইচ্ছানুসারে যথাসুখে বিচরণ করেন." এই সকলই আত্মা, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর আত্মাই সর্ব্বময়, এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, যাহাতে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছে, সেই আত্মাকে যে জানিতে পারে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাত্মতা দর্শন করে, তাহার শোক মোহ থাকে না। অতএব কপিল আত্মভেদ কল্পনা করেন বলিয়াই তাহার মত বেদবিরুদ্ধ ও বেদানুসারী মনুবচনবিরুদ্ধ, কেবল স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনাদ্বারা ঐ মত সিদ্ধ হইতে পারে না। বাস্তবিক বেদ নির-পেক্ষ, স্বার্থসাধন বিষয়ে তাহারই প্রামাণ্য আছে। পরন্তু যেমন রবির তেজ রূপবিশেষে নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পুরুষবাক্যও মূলান্তরাপেক্ষ,

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদাদীনি ন তানি বেদে লোকে চোপলভ্যন্তে ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্ত্তুম্। অলীকবেদপ্রসিদ্ধত্বাত্তু মহদাদীনাং ষষ্ঠস্যেবেন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিরবকল্পতে। যদপি ক্বচিৎ তৎপরমিব শ্রবণমবভাসতে তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতং আনুমানিকমপ্যেকেষাং ইত্যত্র। কার্য্যস্মৃতেরপ্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্যং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টম্ভস্তু ন বিলক্ষণত্বাদিত্যারভ্যোন্মথিষ্যতি ॥ ২ ॥

এতেন সাঙ্খ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্ট-

---

অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গও দোষ বলিয়া গণ্য হয় না; সুতরাং কোনরূপেও এই স্থলেও স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গদোষ হইতে পারে না। ১ ॥

প্রকৃতির ইতর মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া স্মৃতিতে কল্পিত আছে, তাহা বেদে কিম্বা লোকে উপলাভ করা যায় না. পরন্তু ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলই লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক মহত্তত্ত্বাদির কারণতা লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ নাই বলিয়াই স্মৃতিতেও তাহা কল্পনা করা যায় না। আর কোন স্থলে যে প্রকৃতি পর বলিয়া ভাসমান হয়, তাহাতেও প্রকৃতি পর নহে, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যস্মৃতির অপ্রামাণ্যহেতু কারণ স্মৃতিরও অপ্রামাণ্য যুক্ত হয়। ইহাই অভিপ্রায়, অতএব স্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গদোষ হইতে পারে না। আর তর্কদ্বারা যে দোষোদ্ভাবন করা তাহাও নিবারিত হইবে ॥ ২ ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাংখ্যস্মৃতির খণ্ডন দ্বারা যোগ স্মৃতিও খণ্ডিত

ব্যেতমতিদিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে। নন্বেবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ পূর্ব্বেণৈবৈতদ্গতং কিমর্থং পুনরতিদিশ্যতে অস্তি হ্যত্রাভ্যধিকা শঙ্কা সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" ইত্যাদিনা চাসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশ উপলভ্যন্তে "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং" ইতি "বিদ্যামেতাং যোগবিধিশ্চ কৃৎস্নং" ইতি চৈবমাদীনি। যোগশাস্ত্রেঽপি "অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ" ইতি সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ ইতি সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগোঽঙ্গীক্রিয়তে অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাদষ্টকাদিস্মৃতিবদ্যোগস্মৃতিরপ্য-

---

হইয়াছে। সাংখ্যেরা শ্রুতিবিরোধ স্বীকার করিয়া প্রকৃতিই কারণ ও মহত্তত্ত্বাদি তাহার কার্য্য এইরূপে লৌকিকে অপ্রসিদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে. সমান অন্বয়বশত পূর্ব্বেই উক্তমত নিরস্ত হইয়াছে, তবে পুনর্ব্বার তাহার অতিদেশ কেন? পরন্তু ইহাতে আর অধিক আশঙ্কা এই যে, যে উপায়ে সম্যক দর্শন হয়, তাহাই যোগ বলিয়া বেদে কথিত আছে, আর "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে" ইত্যাদিরূপে আসনাদি কল্পনাপুরসরঃ বাহুল্যরূপে শ্বেতাশ্বরোপনিষদে যোগবিধান দৃষ্ট আছে এবং যোগবিষয়ে সহস্র সহস্র বৈদিকযোগহেতু উপলাভকরা যায়। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে. স্থিররূপে যে ইন্দ্রিয়ধারণ তাহাকে যোগ বলিয়া জানা যায়, এবং যোগবিধিকেই কৃৎস্ন বিদ্যা বলাযায়। আর তত্ত্বদর্শনের যে উপায় তাহাই যোগ, এইরূপে সম্যক্ দর্শনের কারণকে যোগ বলা যায়, অতএব সম্যক দর্শনের উপায়রূপেই যোগ স্বীকৃত হয়, সুতরাং প্রাতিপন্ন অর্থের একদেশত্বহেতু অষ্টকাদি স্মৃতিরন্যায় যোগস্মৃতিও অনিন্দনীয় হইতেছে, অতএব পূর্ব্বোক্ত অধিক শঙ্কা অতিদেশেই নিবৃত্ত হইল, যেহেতু অর্থের একদেশজ্ঞান হইলে যে অন্য অর্থৈকদেশের বিপ্রতিপত্তি হয়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত

নপবদনীয়া ভবিষ্যতীতি। ইয়মপ্যধিকা শঙ্কাতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপ্যর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়া দর্শনাৎ। সতীষ্বপ্যধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাঙ্খ্যযোগস্মৃতেরেব নিরাকরণায় যত্নঃ কৃতঃ সাঙ্খ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ লিঙ্গেন চ শ্রৌতেনোপবৃংহিতৌ তৎকারণং সাঙ্খ্য-যোগাভিপন্নং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরিতি। নিরাকরণন্তু ন সাঙ্খ্য-স্মৃতিজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি। শ্রুতির্হি বৈদিকাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদন্যন্নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি। দ্বৈতিনো হি তে সাঙ্খ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ। যত্তু দর্শনমুক্তং তৎকারণং সাঙ্খ্য-যোগাভিপন্নমিতি বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাঙ্খ্যযোগশব্দাভ্যা-

---

রীতিতে দেখা যায়। অধ্যাত্মবিষয়ক বহু বহু স্মৃতি বিদ্যমানে সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতির নিরাকরণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতি এই উভয়ই পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ কারণেই শিষ্টগণ উক্ত উভয় স্মৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্তরূপ শ্রৌতলিঙ্গেই উক্ত স্মৃতিদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএবই লিখিত হইয়াছে যে, সাংখ্যযোগাভিপন্ন দেবকে জানিয়া সর্ব্ব পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তবে যে উক্ত মতের নিরাস হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, বেদনিরপেক্ষ সাংখ্যজ্ঞান অথবা সাংখ্যযোগ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। বৈদিক আত্মবিজ্ঞানভিন্ন অন্য যে মোক্ষসাধন আছে, তাহা শ্রুতিই নিবারণ করিয়াছে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ঐ জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য পন্থা নাই। সেই সাংখ্যেরা দ্বৈতবাদী, তাহাদিগের যোগেও আত্মদর্শন হয় না। তবে যে সাংখ্যমত দর্শন বলিয়া উক্ত আছে, তাহার কারণ এই যে, সাংখ্যযোগদ্বারা বৈদিক জ্ঞানই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাংখ্যযোগশব্দে বৈদিক জ্ঞান ও ধ্যান কথিত হয়। বাস্তবিক সাংখ্য-

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

মভিলপ্যতে প্রত্যাসত্তেরিত্যবগন্তব্যং যেন যংশেন ন নিরুধ্যতে তেনেষ্ট-মেব সাঙ্খ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বং। তদ্যথাঽসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেব-মাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাঙ্খ্যৈ-রভ্যুপগম্যতে। তথা চ যোগৈরপি "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডো-ঽপরিগ্রহঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশে-নানুগম্যতে। এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরনাণি প্রতিবক্তব্যানি তান্যপি তর্কোপ-পত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকুর্ব্বন্তীতি চেৎ উপকুর্ব্বন্তু নাম তত্ত্বজ্ঞানন্তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাস্য জগতো নিমিত্তং কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্য পক্ষস্যাক্ষেপঃ স্মৃতি-নিমিত্তঃ পরিহৃতঃ তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিহ্রীয়তে। কুতঃ পুন-রস্মিন্নবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্যাক্ষেপস্যাবকাশঃ। নন্বু ধর্ম্ম ইব

মতের যে অংশ বিরুদ্ধ নহে, সেই অংশ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতকে দর্শন বলা যায়। "এই পুরুষ অসঙ্গ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিশুদ্ধত্বই বিজ্ঞানপুরুষনিরূপণে সাংখ্যেরা স্বীকার করেন। যোগেও উক্ত আছে যে, জ্ঞাননিপুণ ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী, বিবর্ণবাসা, মুণ্ডিতমুণ্ড ও অপরিগ্রহ হইয়া থাকিবে। ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রব্রজ্যাদির উপদেশেই সর্ব্বনিবৃত্তি জানা যায়, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার তর্কের উত্তর হইল, আর যদি বল, তর্কই উপপত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উপকারক হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, তর্ক উপপত্তির উপকার করুক, কিন্তু বেদান্তবাক্যেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে কখনও সেই উপপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে পারে না। ৩ ॥

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি, এই বিষয়ে যে দোষাশঙ্কা হইয়াছিল, স্মৃতিদ্বারা সেই দোষ পরিহৃত হইয়াছে, এইক্ষণ তর্কদ্বারা উক্ত দোষাশঙ্কার পরিহার করিতেছেন,। পূর্ব্বে যেরূপ আগমার্থ অবধারিত

ব্রহ্মণ্যপ্যনপেক্ষ আগমো ভবিতু মর্হতি ভবেদয়মবষ্টম্ভো যদি প্রমাণান্তরা-নবগাহ্য আগমমাত্রপ্রমেয়োঽয়মর্থঃ স্যাদনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ পরিনিষ্পন্ন-রূপস্তু ব্রহ্মাবগম্যতে। পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণামস্ত্যবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু। যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতির্নীয়তে। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিরৈতি-হ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ। অনুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে। শ্রুতিরপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্ত্তব্যং দর্শয়তি অতস্তর্ক-নিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে ন বিলক্ষণত্বাদস্যেতি। যদুক্তং চেতনং

হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপেও তর্কনিমিত্ত দোষাশঙ্কার উত্থাপনই হইতে পারে না। তথাপি যদি বল, ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মেতে আগম অনপেক্ষ হইতেছে, এইক্ষণ ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রমাণান্তরের অবগম না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত আগমমাত্রেরই প্রাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, বাস্তবিক যেমন ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়রূপ, সেই প্রকার ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্নরূপ বলিয়া জানা যায় এবং পরিনিষ্পন্ন বস্তুতে পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রমাণান্তরের অবকাশ আছে, যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে কান কারণবশতঃ কোন কোনটি গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ প্রমাণান্তর বিবোধ হইলেও সেই প্রমাণবলেই শ্রুতি পরিগৃহীত হয়। যে যুক্তি দৃষ্ট সাধর্ম্ম্যদ্বারা অদৃষ্টার্থ সাধন করে, তাহাও অনুভবের অনুগত আছে এবং শ্রুতির বহির্ভূত হয়, যেহেতু অনুভবমাত্রেই স্বার্থের কথন হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেই অনুভবের অবসান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং দৃষ্টফল বিধায় ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানকেই মুক্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "ব্রহ্ম শ্রবণ করিবে, ও ব্রহ্ম মনন করিবে" এই শ্রুতিও শ্রবণ ব্যতিরেকে মনন বিধান করিয়া তর্কই যে আদরণীয় ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, অত-এব তর্কনিমিত্ত দোষারোপ হইতে পারে, উহা বিলক্ষণ বিধায় দোষা-

ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতিরিতি তন্নোপপদ্যতে। কস্মাদ্বিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য প্রকৃত্যা। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেয়মাণং জগদ্ব্রহ্মবিলক্ষণং অচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রূয়তে। ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ ন হি রুচকাদয়ো বিকারা মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ মৃদৈব তু মৃদন্বিতাঃ বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে সুবর্ণেন সুবর্ণান্বিতাঃ তথেদমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সদচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বঞ্চাস্যজগতোঽশুদ্ধচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্। অশুদ্ধং হীদং জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপবিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। অচেতনং চেদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য্যকারণভাবেনোপকরণভাবোপগমাৎ ন হি সাম্যে সত্যুপকার্য্যোপকারক-

---

রোপ হয় নাই। আর যে উক্ত আছে, চেতন ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, ইহা উপপন্ন হইতেছে না, যেহেতু উক্ত বিকার প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত, তাহাদের প্রকৃতি বিকার দেখা যায় না, পরন্তু কুণ্ডলাদি মৃত্তিকা প্রকৃতির বিকার, সরাবাদি সুবর্ণ প্রকৃতির বিকার নহে। বাস্তবিক মৃত্তিকা প্রকৃতির যাহা বিকার তাহাও মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ প্রকৃতির যে বিকার তাহাও সুবর্ণ ভিন্ন নহে। এইরূপ সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন জগৎও সুখদুঃখমোহান্বিত অচেতন কারণের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহা জগতে অতিরিক্ত ব্রহ্মের কার্য্য হইতে পারে না। জগৎ যে ব্রহ্মের অতিরিক্ত তাহাও তাহার অশুদ্ধত্ব ও অচেতনত্ব দ্বারাই জানা যায়, আর সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব, প্রীতি, পরিতাপ ও বিষাদাদি সমন্বিতত্ব ও স্বর্গ নরকাদিভাগিত্ব প্রযুক্তই জগৎ অশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মাণ হইতেছে। আর সচেতনের প্রতি জগতের কার্য্যকারণভাবে উপকরণীভাব স্বীকার আছে বলিয়াই জগৎ যে অচেতন তাহা জানা যায়। যদি জগৎ ব্রহ্মের সমান হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মেতে জগতের উপকরণীভাব কল্পনা করা যাইতে পারে না, কদাচ দুইটী প্রদীপ পরস্পরের উপকার সাধন করে না, যদি বল যেমন স্বামী ও ভৃত্য ইহারা একজাতীয় হইলেও পরস্পরের উপকার

ভাবো ভবতি ন হি প্রদীপৌ পরস্পরস্যোপকুরুতঃ। নম্বু চেতনমপি কার্য্যকরণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তৃরূপকরিষ্যতি ন স্বামিভৃত্যয়োরপ্যচেতনাংশস্যৈব চেতনং প্রত্যুপকারকত্বাৎ। যো হ্যেকস্য চেতনস্য পরিগ্রহো বুদ্ধ্যাদিরচেতনভাগঃ স এবান্যস্য চেতনস্যোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেতনশ্চেতনান্তরস্য উপকরোত্যপকরোতি বা নিরতিশয়া হ্যকর্ত্তারশ্চেতনা ইতি সাঙ্খ্যা মন্যন্তে তস্মাদচেতনং কার্য্যকরণম্। ন চ কাষ্টলোষ্ট্রাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎপ্রমাণমস্তি প্রসিদ্ধশ্চায়ং চেতনাচেতনবিভাগো লোকে তস্মাদ্ব্রহ্মবিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্। যোঽপি কশ্চিদাচক্ষীত শ্রুত্যা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগমিষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ অবিভাবনন্তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ভবিষ্যতি যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।

করে, সেইরূপ সচেতনও অচেতন জগতের উৎপত্তিতে উপকার করিতে পারে, তাহা নহে, যেহেতু স্বামী ও ভৃত্য ইহাদিগের অচেতনাংশই চেতনের প্রতি উপকারক হয়, অর্থাৎ এক চেতনের পরিগ্রহে বুদ্ধ্যাদি যে অচেতন ভাগ, তাহাই অন্য চেতনের উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু যে স্বয়ং চেতন, তাহা চেতনান্তরের উপকার বা অপকার করিতে পারে না। সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, চেতন নিরতিশয় অকর্ত্তা, অতএব অচেতনই কার্য্যের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চেতনতাবিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, এইরূপ চেতনাচেতনভাবই লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত, এই জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করা যায় না। অপর কেহ শ্রুতিদ্বারাই জগতের চেতনপ্রকৃতিকত্ব বলিয়া থাকেন এবং তদ্বলেই সমস্ত জগৎ সচেতন বলিয়া জানিতে পারা যায়, যেহেতু বিকারে প্রকৃতিরূপের অন্বয় দর্শন আছে, কিন্তু চৈতন্যের পরিণামবিশেষহেতু চেতন বলিয়া বোধ হয় না, যেমন স্পষ্টত সচেতন আত্মার নিদ্রা ও মোহাবস্থাতে চৈতন্য প্রতীয়মান হয় না, সেইরূপ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির চৈতন্য অনুমিত হইতেছে না। এইরূপ বিভাবিত ও অবিভাবিতরূপ বিশেষহেতু রূপাদি

এতস্মাদেব চ বিভাবিতত্বাবিভাবিতত্বকৃতাৎ বিশেষাদ্রূপাদিভাবাভাবাভ্যাঞ্চ কার্য্যকরণানামাত্মনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষেঽপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে। যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেঽপি মাংসসূপৌদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশেষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবত্যেব মিহাপি ভবিষ্যতি প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপ্যত এব ন বিরোৎস্যত ইতি। তেনাপি কথঞ্চিচ্চেতনত্বাচেতনত্বলক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রীয়েত। শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণন্তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রীয়তে ন বেতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্তুং শক্যত ইত্যাহ। তথাত্বঞ্চ শব্দাদিতি। অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাচ্ছব্দশরণতয়া কেবলমোৎপ্রেক্ষতে তচ্চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে যতঃ শব্দাদপি তথাত্বমবগম্যতে। তথাত্বমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি। শব্দএব বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চেতি কস্যচিদ্বিভাগস্যাচেতনতাং শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্ব্রহ্মণো বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি। নমু চেতনত্বমপি কচিদ-

---

ভাবাভাবদ্বারা কার্য্যের কারণস্বরূপ আত্মার চেতনত্বের অবিশেষ থাকিলেও গুণপ্রধানভাব বিরুদ্ধ হয় না। যেমন মাংসসূপাদিতে পার্থিবত্বের কোন বিশেষ না থাকিলেও আত্মাতে বিশেষ বোধহেতু পরস্পর উপকারিত্ব হয়, সেইরূপ জগতেও ব্রহ্মের পরস্পর উপকারিত্ব জানা যায়। এই কারণেই প্রবিভাগ সিদ্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এইরূপেই জগৎ অচেতন ও ব্রহ্ম চেতন বিধায় যে ব্রহ্মের অতিরিক্ততা উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। পরন্তু ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং জগৎ অশুদ্ধ, এইরূপে যে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহৃত হয় নাই, আর অন্যান্য বৈলক্ষণ্যেরও পরিহার করা যায় না, বাস্তবিক লোকে সকল বস্তুর চেতনত্ব জানা যায় না, বস্তু মাত্রই চেতনপ্রকৃতিক। অতএব তাহাদিগেরই চেতনত্ব উৎপ্রেক্ষিত হয়, ইহাও শব্দদ্বারা বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু শব্দেও জগতের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর শব্দই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে কোন ভাগের অচেতনতা শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপাদন করে, আর কোন স্থলে অচেতনত্বরূপে অভিপ্রেত ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের চেতনত্ব শ্রুত হয়, যথা,—"মৃত্তিকা বলিয়াছিল ও জল

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

চেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে যথা "মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্" ইতি "তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি চৈবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াপি "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবিদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইতি "তে হ বাচমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়" ইতি চৈবমাদ্যেন্দ্রিয়বিষয়েতি। অত উত্তরং পঠতি ॥ ৪ ॥

তুশব্দ আশঙ্কামপনুদতি। ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেবং জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতোঽভিমানিব্যপদেশ এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনাদেবতা বদনসংবদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যবদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্। কস্মাদ্বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো হি ভোক্তৄণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চেতনাচেতন প্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ সর্ব্বচেতনতায়াং চাসৌ নোপপদ্যেত। অপি চ

বলিয়াছিল" "সেই তেজ দেখিয়াছিল ও সেই জল দেখিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভূতের চেতনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, "আর তে হে মে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবিদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" "এবং তেহ বাচ মূচুস্তব উদ্বায়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব জানা যায়, ইহার উত্তর পরে বিবৃত হইবে। ৪ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে যে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—পূর্ব্বে "মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে অভিমানীর ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে মৃত্তিকা বলিয়া ছিল ও জল বলিয়া ছিল, এইরূপে ভূতের চেতনতা উক্ত আছে, তাহা ভূতের চেতনতা নহে, উহা ভূতবর্ত্তিনী ভূতাভিমানিনী দেবতার চেতনা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ঐ চেতনা ভূত অথবা ইন্দ্রিয়ের চেতনা নহে, ইহা বিশেষ ও অনুগমদ্বারাই প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ইন্দ্রিয়গণের যে চেতনাচেতনবিভাগ, তাহাই বিশেষ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, পরন্তু সর্ব্বচেতনতাতে উহা উপপন্ন হয় না,

কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতন-পরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি "এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" ইতি "তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইতি চ। অনুগতাশ্চ সর্ব্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনাদেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণাদিভ্যোঽবগম্যন্তে "অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যেবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষনুগ্রাহিকাং দেবতামনুগতাং দর্শয়তি প্রাণসংবাদবাক্য-শেষে চ "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" ইতি শ্রেষ্ঠত্বনি-র্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাচ্চৈকৈকোৎক্রমণেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ "তস্মৈ বলিহরণং" ইতি চৈবংজাতীয়কোঽস্মদাদিম্বিব ব্যবহারোঽনুগম্যমানোঽভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি। "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষনুগতায়া ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যত ইতি দ্রষ্টব্যং তস্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগদ্বিলক্ষণত্বাচ্চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ৫ ॥

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, করণমাত্রাশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্ত দেবতাশব্দে অধিষ্ঠাতৃদেবতার পরিগ্রহ হয়, "এতা হবৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" "তা এতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতি, মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে সর্ব্বত্রই যে অভিমানী দেবতা অনুগত আছে, তাহা জানা যায়। শ্রুতিতে আর লিখিত আছে যে, অগ্নি বাক্যরূপী হইয়া মুখে প্রবেশ করে, এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির অনু-কারিণী দেবতা যে তাহাতে অনুগত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর প্রাণসংবাদের বাক্যশেষেও লিখিত আছে যে, সেই প্রাণেরা প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, এই স্থলে প্রজাপতির নিকট গম-নই প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারণ করে, আর তাহার বাক্যে এক এক প্রাণের উৎক্রমণে অন্বয়ব্যতিরেকরূপে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান হয়, ইত্যাদি প্রকারে অভিমানী দেবতা দৃঢ়ীভূত হইতেছেন, আর "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিষ্ঠাত্রী পরদেবতার স্বীয় বিকারীভূত ইন্দ্রিয়াদিতে ব্যপদেশ দৃষ্ট হয়। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং ঐ অতি-

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি যদুক্তং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃকমিতি নায়মেকান্তো দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনামুৎপত্তিরচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্। নম্বচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণ্যচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি অচেতনান্যেব বৃশ্চিকাদিশরীরাণ্যচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণীত্যুচ্যতে এবমপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্যায়তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চিন্নেত্যেব বৈলক্ষণ্যম্। মহাংশ্চায়ং পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাঞ্চ রূপাদিভেদাৎ তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাঞ্চ অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়েত। অথোচ্যেত অস্তি কশ্চিৎপার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষ্বনুবর্ত্তমানো গোময়াদীনাং চ বৃশ্চিকাদিম্বিতি ব্রহ্মণোঽপি তর্হি

রিক্ততা প্রযুক্তই জগৎ ব্রহ্মপ্রাকৃতিক নহে, এই আক্ষেপে সমাধান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, জগৎব্রহ্মাতিরিক্ত প্রযুক্ত তাহা ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, কিন্তু এইরূপ নিয়ম লোকে দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষাদি হইতে তদতিরিক্ত অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি এবং অচেতনরূপে প্রসিদ্ধ গোময়াদি হইতে তদতিরিক্ত চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি দেখা যায়। এইক্ষণ যদি অচেতন পুরুষশরীরই অচেতন কেশ নখাদির কারণ এবং অচেতন গোময়াদি শরীর বৃশ্চিকাদি শরীরের কারণ হইল, তাহা হইলে কোন্ অচেতন পদার্থ চেতনের আয়তন হইতে পারে ? ইহাতে কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। ইহা স্বভাবের পারিমাণিক মহাবিপ্রকর্ষ, যেহেতু পুরুষাদি ও কেশনখাদির রূপভেদ আছে, এইরূপ গোময়াদি ও বৃশ্চিকাদিরও রূপভেদ দেখা যায়। বাস্তবিক যেখানে অত্যন্ত সাম্য আছে, সেই স্থলেই প্রকৃতিবিকৃতিভাব প্রলীন হয়, আর ইহাও বলা যায় যে, পুরুষাদির কোন পার্থিবত্বাদি স্বভাব গোময়াদিতে অনুবর্ত্তমান আছে এবং বৃশ্চিকাদিতেও গোময়াদির স্বভাব বিদ্যমান আছে। তবে

সত্তালক্ষণং স্বভাব আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিমশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্যানমুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে উত যস্য কস্যচিৎ অথ চৈতন্যস্যেতি বক্তব্যম্। প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। নহ্যসত্যতিশয়ে প্রকৃতিবিকারভাব ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বং দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমান ইত্যুক্তং। তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং হি যচ্চৈতন্যেনানন্বিতং তদ্‌ব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং প্রত্যুদাহ্রীয়েত সমস্তস্যাস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ। আগমবিরোধস্তু প্রসিদ্ধ এব চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যাগমতাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ। যত্তূক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি তদপি মনোরথমাত্রং রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামাগমমাত্রংসমধিগম্য এব ত্বয়মর্থো

কি আকাশাদিতে ব্রহ্মের সত্ত্বাদিলক্ষণ স্বভাব বর্ত্তমান হয় দেখা যায়। আর বিলক্ষণত্বরূপ কারণদ্বারা জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব দূষিত করিয়াই কি অশেষ ব্রহ্মস্বভাবে বর্ত্তমান নাই, ইহাই অভিপ্রেত, অথবা ব্রহ্মের যে কোন স্বভাব বর্ত্তমান নাই, ইহাই কি স্থিরীকৃত? এইক্ষণ যদি বলি, ব্রহ্মের চৈতন্য বর্ত্তমান নাই, ইহাই বক্তব্য, তাহা হইলে প্রথমপক্ষে সমস্ত বিকারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, কারণ সমস্ত স্বভাবের অবর্ত্তমানে প্রকৃতিবিকারভাব সম্ভবেনা, দ্বিতীয় পক্ষে অপ্রসিদ্ধি হয়, বাস্তবিক সত্তালক্ষণ ব্রহ্মস্বভাবই আকাশাদিতে অনুবর্ত্তমান দেখা যায়, ইহা উক্ত হইয়াছে, আর তৃতীয়পক্ষে দৃষ্টান্তাভাব হয়, তবে কি যাহা চৈতন্যান্বিত, তাহাই ব্রহ্মপ্রকৃতিক দৃষ্ট আছে, এইরূপে ব্রহ্মকারণবাদী প্রত্যুদাহৃত হয়, যেহেতু সমস্ত বস্তুরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকৃত আছে, বাস্তবিক আগমবিরোধ প্রসিদ্ধই আছে, যেহেতু চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও প্রকৃতি, এইরূপ আগমতাৎপর্য্য সাধিত আছে। আর উক্ত হইয়াছে যে, পরিনিষ্পন্ন হেতু ব্রহ্মেতে প্রমাণান্তর সম্ভব হয়, তাহাও মনোরথ মাত্র, কারণ রূপাদির অভাবহেতু উক্তার্থ প্রত্যক্ষগোচর হয় না, আর হেতুদর্শ-

ধর্ম্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞা-নায় প্রেষ্ঠ”ইতি। “কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আব-ভূব” ইতি চৈতৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ স্মৃতিরপি ভবতি “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজ-য়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং”। ইতি “অব্যক্তোঽয়ম-চিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোয়মুচ্যতে”। ইতি চ “ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ” ॥ ইতি চৈবং-জাতীয়কা। যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছব্দ এব তর্কমপ্যাদর্ত্তব্যং দর্শয়তীত্যুক্তং নানেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্যাত্রাত্মলাভঃ সম্ভবতি শ্রুত্যনুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োরিতরেতরব্য-ভিচারাদাত্মনোঽনন্বাগতত্বং সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা

নাভাবপ্রযুক্ত উক্তার্থে অনুমানও হইতে পারে না। তবে কেবল আগম-মাত্র অবলম্বনে উক্তার্থ স্বীকার করা যায় না, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা মতিপরিশুদ্ধ হয় না, আর যাহা হইতে এই সৃষ্টি হই-য়াছে, তাহাকে কে জানিতে পারে? এই দুই মন্ত্রে জগৎ কারণ যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরদিগেরও দুর্ব্বোধ, তাহা প্রদর্শিত আছে। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, তাহাতে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে, যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। স্মৃতিতে আর লিখিত আছে যে, যিনি জগৎকারণ তিনি অচিন্তনীয়, অব্যক্ত ও অবিকারী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, সুরগণ ও মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি জানিতে পারে নাই, যেহেতু আমি সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি। আর যে উক্ত আছে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মনন বিধান করিয়া শব্দই তর্কের আদরণীয়তা প্রদর্শন করে, কিন্তু এই কপট বাক্যে এই স্থলে শুষ্ক তর্কের বলে আত্মলাভ হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে শ্রুতির অনুগামী তর্কই গ্রহণ করা যায়। বাস্তবিক স্বপ্নাবসান ও প্রবুদ্ধ্যবসান এই উভয়ের পরস্পর ব্যভিচার হেতু অন্য কোনরূপে আত্মার গতি হয় না, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যখন আত্মপ্রসাদ হয়, তখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সম্পত্তের্নিষ্প্রপঞ্চ সদাত্মত্বং প্রপঞ্চস্য চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্যত্ব-ন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইত্যেবংজাতীয়কঃ। তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি। যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেনৈব সমস্তস্য জগতশ্চেতনতামুৎপ্রেক্ষেত তস্যাপি বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যত এব যোজয়িতুম্। পরস্যৈব ত্বিদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে, কথং পরমকারণস্য হ্যত্র সমস্তজগদাত্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞনঞ্চাভবদিতি। তত্র যথা চেতনস্যাচেতনভাবো নোপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ এবমচেতনস্যাপি চেতনভাবো নোপপদ্যতে প্রত্যুক্তত্বাৎ বিলক্ষণত্বস্য যথা শ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি। ৬।

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্যাচেতনস্যাশুদ্ধস্য

করিয়া সৎস্বরূপের অবগতি হইলে সদাত্মা যে নিষ্প্রপঞ্চ, তাহাই বোধ হয়। যেহেতু এই প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই জানা যায়। পরন্তু কার্য্যকারণের অনন্যত্বন্যায়ে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রে কেবল তর্কের বিপ্রলম্ভকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি জগতের কারণ তিনিই চেতন, ইহা শ্রবণ করিয়াই সমস্ত জগতের চেতনতার উৎপ্রেক্ষা করেন, তাঁহার মতে বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণও চৈতন্যের বিভাবনাবিভাবন দ্বারা যোজনা করা যায়, এইরূপ বিভাগশ্রবণ পরমাত্মার যুক্ত হয় না। তবে কিরূপে পরমকারণের সমস্ত জগৎস্বরূপে অবস্থান কল্পিত হইতে পারে? যেমন বিলক্ষণতাপ্রযুক্ত চেতনের অচেতনভাব উপপন্ন হয় না, সেইরূপ অচেতনেরও চেতনভাব উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব জগৎ অতিরিক্ত হইলেও চেতনই তাহার কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ৬॥

যদি চেতন, শুদ্ধ ও শব্দাদি হীন ব্রহ্মই তদ্বিপরীত, অর্থাৎ অচেতন, অশুদ্ধ, শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্যভূত জগতের কারণ হইলেন, তাহা হইলে

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণমিষ্যতে অসৎ তর্হি কার্য্যং প্রাগুৎপত্তেরিতি প্রসজ্যেত অনিষ্টঞ্চৈতৎ সৎকার্য্যবাদিনস্তবেতি চেৎ নৈষ দোষঃ প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ প্রতিষেধমাত্রং হীদং নাস্য প্রতিষেধ্যমস্তি ন হ্যয়ং প্রতিষেধঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি কথং যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। ন হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণাত্মনা তু সর্ব্বং কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেরবিশিষ্টম্। নন্বু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং বাঢ়ং ন তু শব্দাদিমৎকার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাগুৎপত্তেরিদানীঞ্চাস্তীতি তেন ন শক্যতে বক্তুং প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যমিতি। বিস্তরেণ চৈতৎকার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

অত্রাহ যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মকং কার্য্যং

উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল, এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে; এইরূপ হইলে সৎকার্য্যবাদীর অনিষ্ট হইল, এই দোষ হইতে পারে না, কারণ উহা প্রতিষেধ মাত্র, প্রতিষেধ্য নহে, অর্থাৎ জগৎ অসৎ ছিল, ইহাতে জানা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কিছুই ছিল না, ইহাতে কার্য্যের সত্তারই প্রতিষেধ হইয়া থাকে। তবে কিরূপে যেমন এইক্ষণ এই কার্য্যভূত জগৎ কারণরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসত্বাও সেইরূপ, ইহা সম্ভবিতে পারে? এইক্ষণ এই কার্য্যস্বরূপ জগৎ কারণাত্মা ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র নাই। "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থেই উক্তার্থ প্রতীয়মান হইতেছে। বাস্তবিক উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ স্বরূপে কার্য্যের সত্তা জানা যায়। শব্দাদিহীন ব্রহ্মই জগতের কারণ হইল, কিন্তু শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্যভূত জগৎ যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণাত্মহীন ছিল, তাহা এইক্ষণ নাই, অতএব ইহা বলিতে পারে না যে, কার্য্যভূত জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল। ইহার বিশেষ কার্য্য কারণের অনন্যত্ব কথনকালে সবিস্তর বর্ণিত হইবে। ৭ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যেত তদাপীতৌ প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণেঽবিভাগমাপদ্যমানং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিত্যপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যেবাশুদ্ধ্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিত্যসমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেনোৎপত্তির্ন প্রাপ্নোতীত্যসমঞ্জসম্। অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণাঽবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতৈবমপ্যপীতিরেব ন সম্ভবতি কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং ন সম্ভবতীত্যসমঞ্জসমেবেতি অত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

নৈবাস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমস্তি যত্তাবদভিহিতং কারণমপি-

---

যদি ব্রহ্মকেই স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অশুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে প্রলয় কালেও সৃজ্যমান জগৎ কারণে অবিভক্তরূপে আপদ্যমান কারণ স্বীয় ধর্ম্মে দূষিত হয়, অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্য্যভূত জগতের ন্যায় কারণস্বরূপ ব্রহ্মেরও অশুদ্ধ্যাদিরূপতা প্রসঙ্গ হইয়া উঠে ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, এইমত অসমঞ্জস হয়, ইহাই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য দর্শন, আর সমস্ত বিভাগেরই অবিভাগপ্রাপ্তিহেতু পুনরুৎপত্তিতে কারণাভাবপ্রযুক্ত ভোক্তা ও ভোগ্যাদি বিভাগের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ অসামঞ্জস্য হয় এবং পরব্রহ্মের সহিত অবিভাগপ্রাপ্ত ভোক্তাদিগের কর্ম্মাদি নিমিত্ত স্বীকৃত হইলে মুক্তদিগেরও পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গ হয়, এইরূপ অসমঞ্জস হইয়া উঠে, বাস্তবিক প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্মের সহিত অবিভক্তরূপেই বর্ত্তমান থাকে, এইরূপ অন্যান্য স্থলেও কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং অনেক প্রকার অসামঞ্জস্য হইল। ৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে সকল অসামঞ্জস্যদোষ উক্ত হইয়াছে, তাহার পরিহারার্থ

গচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিতি তদদূষণং কস্মাৎ দৃষ্টান্তভাবাৎ। সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি তদ্যথা শরাবাদয়ো মৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়ামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো ন তামাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারশ্চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। তৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তোঽস্তি অপীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং আরম্ভণশব্দাদিভ্য ইতি বক্ষ্যামঃ। অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে কার্য্যমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি স্থিতাবপি হি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ কার্য্য-

---

বলিতেছেন, আমাদিগের দর্শনে কোন অসামঞ্জস্যদোষ নাই। পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় ধর্ম্ম কারণকে দূষিত করে, এই দোষ হইতে পারে না। কারণ উক্ত বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই, ইহাতে যদি বল, উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত সকল বিদ্যমান আছে, যাহাতে কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম কারণকে দূষিত করিতে পারে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অর্থাৎ শরাবাদি মৃত্তিকার বিকার এবং মৃত্তিকাই তাহার প্রকৃতি, ইহাদিগের বিভাগাবস্থাতে উত্তম মধ্যম অনেক প্রকার প্রভেদ আছে, কিন্তু ঐ শরাবাদি প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মে সেই মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কুণ্ডলাদি সুবর্ণের বিকার, এই সুবর্ণই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ঐ কুণ্ডল স্বীয় ধর্ম্মে সুবর্ণ সৃষ্টি করিতে পারে না। এইরূপ চতুর্ব্বিধ ভূতই পৃথিবীর বিকার, পৃথিবীর বিনাশকালে ঐ সকল ভূত স্বীয় ধর্ম্মে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। এই পক্ষে কোন দৃষ্টান্তই নাই। বাস্তবিক বিনাশই অসম্ভব, যদি কার্য্যও কারণে স্বধর্ম্মরূপে অবস্থিত হয় এবং কার্য্যকারণের অভেদে কার্য্যেরই কারণাত্মতা হয়, কিন্তু কারণের কার্য্যাত্মত্ব হয় না, ইহার বিশেষ "আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রে বিবৃত হইবে। ইহাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলা যায়, অভাবকালেও

কারণয়োরনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যেবমাদ্যাভির্হি শ্রুতিভিরবিশেষেণ ত্রিষ্বপি কালেষু কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বান্ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ইতি অপীতাবপি স সমানঃ। অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপিকালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যত ইতি। যথা চ স্বপ্নদর্শকঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্বাগতত্বাৎ এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যেকোঽব্যভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণাং ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনোঽবস্থাত্রয়াত্মনাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসংপ্রদায়বিদ্ভিরাচার্য্যৈঃ। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা"। ইতি তত্র যদুক্তম-

---

কার্য্য স্বীয় ধর্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে, স্থিতি কালেও উক্ত প্রসঙ্গ সমান দেখা যায়, যেহেতু কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার আছে। "এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই আত্মা এবং আত্মাই এই সমুদায় জগৎ" আর "পূর্ব্বে সকলই ব্রহ্মস্বরূপে ছিল ও এখনও ব্রহ্মই সমুদায় বস্তু স্বরূপে আছেন" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতেই কালত্রয়ে অবিশেষরূপে কার্য্যকারণের অভিন্নত্ব শ্রবণ আছে। ইহাতে যেরূপ পরিহার করিতে হয়, তাহাও কার্য্য ও তদ্ধর্ম্মে অবিদ্যাধ্যারোপহেতু স্বীয় ধর্ম্মে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে না, এইরূপে বিনাশাবস্থাতেও সমান হইতেছে। ইহাই অপর দৃষ্টান্ত যে, যেমন মায়া স্বয়ং প্রসারিত হইয়া কালত্রয়েও মায়াবীকে স্পর্শ করিতে পারে না, যেহেতু প্রবোধ ও সম্প্রসাদ ইহারা অননুগত থাকে, সেইরূপ অবস্থাত্রয় সাক্ষী এবং অব্যভিচারীকে অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচরী স্পর্শ করে না। আর যেমন রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদিভাব, সেইরূপ পরমাত্মার এই অবস্থাত্রয় মায়ামাত্র। বেদান্তার্থ সম্পাদনকারী আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, অনাদি মায়ায় প্রসুপ্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈত আত্মাকে জানিতে পারে। তাহাতে আরও উক্ত আছে যে, বিনাশকালেও

পীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গ ইত্যেতদযুক্তং সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্ব্বিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়মকারণং নোপপদ্যত ইত্যয়মপ্যদোষঃ দৃষ্টান্তভাবাদেব যথা হি সুষুপ্তিসমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্যানপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তত্তদা ভবন্তীতি। যথা হি অসংবিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধৈব বিভাগশক্তিরনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ সম্যগ্জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনরয়মন্তেঽপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতো-

---

কার্য্যের ন্যায় কারণের স্থূলত্বাদি দোষ প্রসঙ্গ হয়,ইহা অযুক্ত। আর যে উক্ত আছে, সকল বিভাগের অবিভাগ প্রাপ্তিহেতু পুনর্ব্বার বিভাগরূপে উৎপত্তিতে নিমিত্ত কারণ উপপন্ন হয় না, এই নিমিত্তই দৃষ্টান্তাভাবহেতু দোষাভাব হয়। যেমন সুষুপ্তি ও সমাধান প্রভৃতি হইলে স্বাভাবিকী অবিভাগপ্রাপ্তিতে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয়না এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রবোধ হইলে বিভাগ হয়, এই স্থলেও সেইরূপ জানিবে। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, এই সকল প্রজাই সেই সৎস্বরূপে সম্পন্ন হইয়াও তাহাকে জানিতে পারে না, তবে কিরূপে আমরা সংস্বরূপে সম্পন্ন হইতেছি। ঐ সকল প্রজা ব্যাঘ্রই হউক, সিংহই হউক, বৃকই হউক, বরাহই হউক, কীটই হউক, পতঙ্গই হউক, দংশকই হউক বা মশকই হউক, সৎরূপ পরমাত্মাতে সম্পন্ন হয়। যেমন অবিভাগকালেও পরমাত্মাতে মিথ্যাজ্ঞানজন্য বিভাগব্যবহার স্বপ্নের ন্যায় অব্যাহত রূপে স্থিত দেখা যায়, সেইরূপ বিনাশকালেও মিথ্যাজ্ঞানজন্য বিভাগশক্তির অনুমান হয়। ইহাতে মুক্তদিগের পুনর্ব্বার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ নিবারিত হইল, যেহেতু সম্যক্জ্ঞান দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়। আর যে, শেষে অপর পক্ষ

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

ইত্থেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতেতি সোঽপ্যভ্যুপগমাদেব প্রতিবিদ্ধঃ তস্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনং ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষে চৈতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রাদুঃষ্যুঃ কথমিত্যুচ্যতে যত্তাবদভিহিতং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগদ্ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি সমানমেতচ্ছব্দাদিহীনাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাদসমানঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ তথাঽপীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎ প্রসঙ্গোঽপি সমানঃ তথা মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষপীতাববিভাগাত্মতাং গতেষ্বিদমস্য পুরুষস্যোপাদানমিদমস্যেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষং যে নয়িতা ভেদা ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তুং শক্যন্তে কারণাভাবাৎ বিনৈব চ কারণেন নিয়মেঽভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসামান্যাৎ মুক্তানামপি পুনর্ব্বন্ধ-

উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনাশকালে এই জগৎ বিভক্ত হইয়াও পরব্রহ্মেতে অবস্থিত হয়, ইহারও স্বীকার মাত্রে প্রতিষেধ করা যায়, অতএব এই উপনিষদ দর্শনের সর্ব্বসামঞ্জস্য হইল ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত দোষসকল স্বপক্ষে সাধারণ দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, তবে কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৈলক্ষণ্যহেতু এই জগৎ ব্রহ্ম প্রকৃতিক নহে, বরং শব্দাদি হীনতাপ্রযুক্ত প্রধান প্রকৃতিক হইতে পারে, যেহেতু প্রধান হইতে শব্দাদিমান্ জগতের উৎপত্তি স্বীকার আছে, অতএব বিলক্ষণ কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ কার্য্যবাদপ্রসঙ্গ সমান হইতেছে, এইরূপ প্রলয়কালেও কার্য্যকারণের অবিভাগ স্বীকারহেতু পূর্ব্ববৎ অসৎকার্য্যবাদ প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। আর সর্ব্ববিশেষাপগমরূপ বিকারে এবং প্রলয়ে কোন বিভাগ না থাকিলেও ইহা এই পুরুষের উপাদান এবং এই ভোগ্যবস্তু ইহার কার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে এইরূপ যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, কারণাভাববশতঃ উৎপত্তি হইলে তাহাও নিয়ম করা যায় না। কারণব্যতিরেকে নিয়ম স্বীকার করিলে কারণাভাবহেতু

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমো-ক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

প্রসঙ্গঃ। অথ কেচিদ্ভেদা অপীতাববিভাগমাপদ্যন্তে কেচিন্নেতি চেৎ যে নাপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতীত্যেবমেতে দোষাঃ সাধারণত্বান্নান্যতরস্মিন্ চোদয়িতব্যা ভবন্তীত্যদোষতা মেবৈষাং দ্রঢ়য়তি পক্ষশ্চাশ্রয়িতব্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবস্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ তথা হি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্যান্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিল-

---

ক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার বন্ধপ্রসঙ্গ হয়। আর যদি বল, নাশকালে কোন কোন প্রকার ভেদ থাকে ও কোন কোন ভেদ থাকে না, তাহা হইলে যাহা বিনাশ পায় নাই, তাহা প্রধানের কার্য্য নহে, এইরূপ সাধারণ দোষ অন্য পক্ষে বলা যায় না, এইরূপে নির্দ্দোষতাই দৃঢ়ীভূত হইতেছে ॥ ১০ ॥

কেবল তর্কদ্বারা আগমগম্য অর্থ খণ্ডন করা যায় না, বিশেষত যে আগমার্থ বিরুদ্ধ এবং কেবল পুরুষোৎপ্রেক্ষা মাত্রই যাহার মূল, সেই আদরণীয় নহে, যেহেতু উৎপ্রেক্ষার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ পুরুষের বৈরূপ্য প্রযুক্ত এক ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক যে তর্ক স্থাপন করে, অন্য নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করে, পুনর্ব্বার যদি ঐ তর্কের স্থাপনে যুক্তি দেখাইতে পারে, তাহা হইলেও অপর বুদ্ধিব্যক্তি আপন বুদ্ধিকৌশলে যুক্তিদ্বারা সেই তর্কের অযৌক্তিকতা পাদন করিতে পারে, এইরূপে তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। আর

কণভুক্‌প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ। অথোচ্যেতান্যথা বয়মনুমাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে। কেষাঞ্চিৎ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনান্যেষামপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেঽপ্যধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থেবিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবমেব মন্যতে"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥ ইতি "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি চ

যদি কোন প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য ব্যক্তির, কপিলের অথবা অন্য কোন প্রখ্যাত নামা ব্যক্তির সম্মত তর্ক গ্রহণ করা যায় বল, তাহা হইলেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠাই জানা যায়, কারণ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্য বলিয়া অভিমত কপিল কণা প্রভৃতিরও পরস্পর মতের অনৈক্য দেখা যায়, আর যদি বলি, আম ইহাই অনুমান করিতেছি যে, তর্কের অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে পারে ন কারণ প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই, ইহাও বলা যায় না, ইহাতেও তর্কদ্বারাই ত প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কারণ কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দর্শনে তজ্জ তীয় অন্যান্য তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করা যায়, বাস্তবিক সর্ব্ব তর্কে অপ্রতিষ্ঠাতে সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু লোক সকল সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থ অতীত ও বর্ত্তমান পন্থাক্রমেই অনা পন্থাতে বর্ত্তমান দেখা যায়। আর শ্রুত্যর্থের বিরোধেও অনর্থ নি করণ দ্বারা যে সম্যগর্থের নির্দ্ধারণ হয়, তাহাও বাক্যবৃত্তি নিরূপণ তর্কদ্বারাই সম্পন্ন করা যায়। মনুও ইহাই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বুদ্ধির অ লাষী ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র প্রণয়ন কর‍ ছেন, মনু আর বলিয়াছেন যে, যিনি বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা প্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জা

চ ব্রুবন্। অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারো যদপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম এবং হি সাবদ্য-তর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যস্তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যং ইতি কিঞ্চিদস্তি প্রমাণং তস্মান্ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। যদ্যপি ক্বচিদ্বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বমুপলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃতে তাবদ্বিষয়ে প্রসজ্যত এবাপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্ম্মোক্ষস্তর্কস্য ন হীদমতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তি-নিবন্ধনমাগমমন্তরেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরো লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচাম। অপি চ সম্যগ্‌জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ তচ্চ সম্যক্‌জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্‌জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাঽগ্নিরুষ্ণ ইতি তত্রৈবং সতি সম্যগ্‌জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না তর্কজ্ঞানানাস্তু অন্যোন্য-

---

পারেন, তদ্ভিন্ন কেহ ধর্ম্ম জানেন না। বাস্তবিক তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা, তাহাই তর্কের অলঙ্কার বলিয়া জানিবে, আর নিন্দিত তর্কের পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনিন্দিত তর্কই গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আর পূর্ব্বজাত ব্যক্তি মূঢ় ছিল বলিয়াই যে, স্বয়ং মূঢ় হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষাবহ নহে, ইহা বলিলে অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, আর যদি কোন বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষিত হয়, তথাপি প্রকৃত বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠাদোষহেতু তর্কের অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, ইহার ভাবযাথাত্ম্য অতি গম্ভীর, তাহা মুক্তিনিবন্ধন আগম ব্যতিরেকে উৎপ্রেক্ষা করা যায় না। বস্তুত এই বিষয় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বা লিঙ্গদর্শনাদির অভাব হেতু অনুমানসিদ্ধও নহে, পরন্তু সম্যক্‌জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, ইহাই সর্ব্ব মোক্ষবাদীরা স্বীকার করেন। আর বস্তুর তন্ত্রতাপ্রযুক্ত সেই সম্যক্ জ্ঞানও একরূপ, অর্থাৎ একরূপে অবস্থিত যে অর্থ, তাহাই পরমার্থ বলিয়া জানা যায়, সেই পরমার্থবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, যেমন "অগ্নি উষ্ণ" ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান। এইক্ষণ যদি পুরুষের সম্যক্‌জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর কোন বিরোধ থাকে না, কিন্তু

বিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদি কেনচিত্তার্কিকেণেদমেব সম্যক্-জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোঽপরেণ ব্যুত্থাপ্যত ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্‌জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদো তর্কবিদামুত্তম ইতি সর্ব্বৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতি-পদ্যেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপ-পত্তেঃ তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌ত্বং অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুমশক্যং অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্-জ্ঞানত্বং অতোঽন্যত্র সম্যগ্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ এব প্রস-

---

পরস্পর বিরোধহেতু তর্কজ্ঞানের বিপ্রতিপত্তি প্রসিদ্ধই আছে, আর কোন তার্কিক, ইহাই সম্যক জ্ঞান, এই বলিয়া যাহা স্থাপন করেন, অন্য তার্কিক তাহা খণ্ডন করিয়া দেয় এবং পরবর্ত্তী তার্কিক যাহা স্থাপন করেন, অপর তার্কিক তাহার অন্যথা করিয়া উঠায়, ইহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে; সুতরাং একপ্রকার তর্কলভ্যার্থ অনবস্থিত হইলে তাহাকে কিরূপে সম্যক্ জ্ঞান বলা যাইতে পারে? আর যাহারা প্রধানবাদী, তাহারাও যে তার্কিকদিগের মধ্যে উত্তম, ইহা সর্ব্ব তার্কিকেরা গ্রহণ করে না, যাহাতে তদীয় মতকে সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া জানা যাইতে পারে এবং অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান তার্কিকেরা একদেশে ও এককালে সকল সমাহরণ করিতে পারে না, যাহাতে একরূপ ও একবিষয়ক উক্ত জ্ঞানকে সম্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কারণ বেদের নিত্যতা বিষয়ও বিজ্ঞানোৎপত্তির-হেতুতা সিদ্ধ হইলেই ব্যবস্থিতার্থ বিষয়ের উপপত্তি হয়। আর বেদজনিত জ্ঞানই সম্যক্‌জ্ঞান, তাহা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্ব তার্কিকেই স্বীকার না করিয়া পারেন না। অতএব ঔপনিষদ জ্ঞানই যে সম্যক্‌জ্ঞান, তাহা সিদ্ধ হইল; সুতরাং তদ্ভিন্ন জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলা যায় না, তাহা হইলে সংসারমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়। অতএব আগম ও আগমানু

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রোত অত আগমবশেনাগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিচ্ছিষ্টৈঃ কেনচিদংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্ব্যপাশ্রিত্য যস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষূদ্ভাবিতঃ ইদানীমণ্বাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্মন্দমতিভির্ব্বেদান্তবাক্যেষু পুনস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি পরিগৃহ্যন্ত ইতি পরিগ্রহাঃ ন পরিগ্রহা অপরিগ্রহাঃ শিষ্টানামপরিগ্রহাঃ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ এতেন প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টৈর্ম্মনুব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদপ্যংশেনাপরিগৃহীতা যে-ঽণ্বাদিকারণবাদাস্তেঽপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যাঃ তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণস্য নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিদস্তি। তুল্যমত্রাপি পরম-

---

সারী তর্কবলে চেতন ব্রহ্মই যে জগতের কারণ ও প্রকৃতি, ইহা সিদ্ধ হইল। ১১ ।

বৈদিকদর্শনের প্রত্যাসন্নতাবশতঃ ও গুরুতর তর্কবলে কোন কোন বেদান্তানুসারী শিষ্টতার্কিকেরা কোন অংশে পরিগৃহীত প্রধান কারণবাদ আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এইক্ষণ মনুপ্রভৃতির বাক্য আশ্রয় করিয়া কোন কোন মন্দমতিরা পুনর্ব্বার বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের আশঙ্কা করেন, তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন। ইহাতে যাহা শিষ্টগণ গ্রহণ করেন না, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ প্রধান কারণবাদের নিরাসদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, মনুবেদব্যাস প্রভৃতি শিষ্টগণ কোন অংশেও যে সূক্ষ্মকারণবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহা নিরাকৃত হইল, এই নিরাকরণের যে কারণ, তাহাতে আশঙ্কামাত্র নাই, অর্থাৎ পরম গম্ভীর, জগৎ কারণের তর্কানবগ্রাহ্যত্ব, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, অন্যথানুমানে অবি-

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

গম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগাহ্যত্বং তর্কস্যচাপ্রতিষ্ঠিতত্বমন্যথানুমানেঽপ্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চেত্যেবং জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ১২ ॥

অন্যথা পুনর্ব্রহ্মকারণবাদস্তর্কবলেনেবাক্ষিপ্যতে। য অপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারেঽন্যপরা ভবিতুমর্হতি যথা মন্ত্রার্থবাদৌ তর্কোঽপি হি স্ববিষয়াদন্যত্রাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাং যথা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ। কিমতো যদ্যেবং অত ইদমযুক্তং যৎপ্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থবাধনং শ্রুতেঃ কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধোঽর্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যত ইতি অত্রোচ্যতে প্রসিদ্ধোঽহ্যয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ লোকে ভোক্তা চ চেতনঃ শারীরঃ ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি। যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোগ্য ওদন ইতি তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবং আপদ্যেত তয়োশ্চেতরেতরভাবা-

---

মোক্ষ এবং আগমবিরোধ ইত্যাদি কারণেই সূক্ষ্মকারণবাদাদি নিরাকৃত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যদিও শ্রুতি স্ববিষয়েই প্রমাণ হউক, তথাপি প্রমাণান্তরদ্বারা বিষয় পরিগ্রহে সেই শ্রুতি অন্যপর হইতে পারে, যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ স্ববিষয়ের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ তর্কও স্ববিষয়ভিন্নে অপ্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতুপ্রদর্শন অযুক্ত হইতেছে, প্রামাণান্তরদ্বারা যে শ্রুতির প্রসিদ্ধার্থবাধ, তাহা উচিত হইতেছে না। তবে কিরূপে প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থ শ্রুতিদ্বারা বাধিত হইতে পারে? ইহাতে বলা যায় যে, এইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে, লোকে চেতন শারীরজীবই ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য, এইরূপ বিভাগ দেখা যায়। যেমন দেবদত্ত ভোক্তা ও অন্নাদিভোগ্য, সেইরূপ শারীরজীব ভোক্তা ও শব্দাদিভোগ্য। এইক্ষণ সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগাভাবপ্রসঙ্গ হইল। যদি ভোক্তা ভোগ্যভাব এবং ভোগ্য ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরম কারণ ব্রহ্মের অন্যান্যতা

পত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্। যথাত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্ব্বিভাগো দৃষ্টঃ তথাতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ তং প্রতি ব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবুদ্বুদাদীনাং ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনাং ইতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি ন চৈষামিতরেতরভাবানুপপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽনন্যত্বং ভবতি এবমিহাপি ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োরিতরেতরভাবাপত্তিঃ ন চ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽন্যত্বমিতি ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

হেতু অন্যোন্যভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, অতএব প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা যুক্ত হয় না; সুতরাং যেমন বর্ত্তমানে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ দেখা যায়, সেইরূপ অতীত ও অনাগতেও ঐরূপ বিভাগ কল্পনা করা কর্ত্তব্য, অতএব প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গহেতু ব্রহ্মের কারণভাবাবধারণ অযুক্ত হইতেছে, যদি এইরূপ কেহ বলেন, তাহা হইলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, লোকদৃষ্টত্বহেতু আমাদিগের পক্ষেও উক্ত বিভাগ উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যে জল আছে, তাহার ভেদ না থাকিলে সেই জলের স্ববিকারীভূত ফেণ, তরঙ্গ ও বুদ্বুদের পরস্পর বিভাগ আছে এবং তাহাদিগের পরস্পর আলিঙ্গন স্বরূপ ব্যবহার উপলব্ধ হয়। পরন্তু উদকময় সমুদ্রের ভেদ না থাকিলে তদ্বিকারীভূত ফেণ, বুদ্বুদ ও তরঙ্গের পরস্পরভাবাপত্তি হইতে পারে না, আর ইহাদিগের পরস্পর ভাবের অনুপপত্তি হইলেও তাহা সমুদ্রভিন্ন নহে, এই স্থলেও এইরূপ জানিবে। আর ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর অভাবাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ এই জগৎও পরব্রহ্মের অন্য নহে। যদিও ব্রহ্মের বিকার নহে, যেহেতু "ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ আকাশস্যেব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি যস্মাৎ তয়োঃকার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ কারণং পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে কুতঃ আরম্ভাশব্দাদিভ্যঃ। আরম্ভণশব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে "যথা সোম্যৈকেন মৃৎ-

---

করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিকৃত স্রষ্টা ব্রহ্মেরই কার্য্যেতে অনুপ্রবেশপ্রযুক্ত ভোক্তৃত্বশ্রবণ আছে, তথাপি কার্য্যানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কার্য্যোপাধিনিমিত্ত বিভাগ আছে, যেমন ঘটাদি উপাধি ভেদে আকাশের বিভাগ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও কার্য্যনিমিত্ত বিভাগ জানিবে, এতএব পরমব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ না থাকিলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি ন্যায়ে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত সমাধান করিতেছেন, পূর্ব্ববৎ ব্যাবহারিক ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণ বিভাগ স্বীকারপূর্ব্বক একরূপ পরিহার কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃত বিভাগ নহে, যেহেতু কার্য্যকারণরূপ ভোগ্য ও ভোক্তার অভেদ স্বীকার আছে, এই বহু প্রপঞ্চ জগৎ কার্য্য এবং পরংব্রহ্ম কারণ, সেই কারণ হইতে কার্য্যেতে প্রকৃত অভেদই আছে, পরন্তু ব্যতিরেকরূপে অভেদ জানা যায়, যেহেতু উক্ত কার্য্যেতে আরম্ভাদি শব্দ প্রয়োগ আছে, অর্থাৎ এক বিজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দৃষ্টান্তাপেক্ষায় আরম্ভণশব্দ কথিত হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে "হে সৌম্য! একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড জানিতে পারিলেই সর্ব্ব মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞা

পিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” ইতি। এতদুক্তং ভবতি একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এবং ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজোঽবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতামুক্ত্বা তেজোঽবন্নকার্য্যাণাং তেজোঽবন্নব্যতিরেকেণাভাবং ব্রবীতি “অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং ইত্যাদিনা। আরম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যাদিশব্দাৎ “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং” “তৎসত্যং স আত্মা” “তত্ত্বমসি” “ইদং সর্ব্বং যদয়-

---

গতি হইতে পারে। ঘটাদি সমুদায়ই বিকার, উহাদিগের নাম বাক্য মাত্রেই থাকে, এ সমুদায়ই মৃত্তিকা। এইক্ষণ ইহাই উক্ত হইল যে, একটি মৃত্তিকা পিণ্ডকে যথার্থ রূপে মৃত্তিকা বলিয়া জানিতে পারিলেই ঘটশরাবাদি সমস্ত মৃণ্ময়বস্তুই মৃৎস্বরূপের অবিশেষহেতু বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু উহাদিগের নাম কেবল বাক্য মাত্রে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ ঘট, শরাবাদি ঐ মৃত্তিকার বিকার, ইহা মৃত্তিকা ভিন্ন নহে, পরন্তু বস্তুর বিকারও নহে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য। এইরূপ ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত আছে, তাহাতে শ্রুত বাচারম্ভণ শব্দের দার্ষ্টান্তিকেও ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যসমূহের অভাব জানা যায়। পুনর্ব্বার তেজ, জল ও অন্নের ব্রহ্মকার্য্যতা বলিয়া সেই কার্য্যভূত তেজ, জল ও অন্নের তেজ, জল ও অন্ন ব্যতিরেকে অভাব বলিয়াছেন, অর্থাৎ অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হয়, অগ্নি এই নামটী কেবল বাক্য মাত্র জানিবে, তিনটী রূপ মাত্র সত্য, ইত্যাদি রূপে উক্ত আছে, আর “আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ” এই আদি শব্দ প্রযুক্ত আছে। “এই সমুদায়ই আত্মস্বরূপ” “যিনি আত্মা তিনিই সত্য” “তুমিই সেই ব্রহ্ম” “এই যে আত্মা, তাহাই সর্ব্বময়” “সর্ব্ব জগৎই ব্রহ্ম-

মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যেবমাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্। ন চান্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে তস্মাদ্যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্। নম্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বং যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং ফেণতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বংযথা চ মৃদাত্মনা একত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি এবং চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তীতি। নৈবং স্যান্মৃত্তিকেত্যেব

স্বরূপ" "আত্মাই সর্ব্বময়" "আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপর বচনের উদাহরণ দেখা যায়, অন্যথা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না। অতএব যেমন ঘটাকাশাদি মহাকাশ হইতে অন্য এবং যেমন মরীচিকাতে যে জল দর্শন হয়, তাহা সেই ঊষরভূমি হইতে অন্য, যেহেতু উহাদিগের স্বরূপ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তাদি লক্ষণ প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অভাব হয়, ইহা দেখা যায়। আর ব্রহ্ম অনেকাত্মক, অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ অনেক শাখাবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তি ও অনেক প্রবৃত্তিযুক্ত। অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও অনেকত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এক ও শাখা অনেক এবং যেমন সমুদ্র এক ও ফেণ তরঙ্গাদি অনেক, আর মৃত্তিকা এক ও ঘটশরাবাদি অনেক। ইহাতে ব্রহ্মের একত্বাংশে মোক্ষ ব্যবহার সিদ্ধ আছে ও নানাত্বাংশে কর্ম্ম কাণ্ডাশ্রয় লৌকিক ব্যবহার হয়, এইরূপ মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতেছে, কেবল মৃত্তিকাই সত্য, ইহা সম্ভব হইতেছে না, কারণ প্রকৃতি মাত্রের দৃষ্টান্তসত্যতার অবধারণ এবং বাচারম্ভণ শব্দদ্বারা বিকার সমূহের মিথ্যাত্ব কথন আছে। আর দার্ষ্টান্তিকেও "ঐতদাত্ম্য-

সত্যমিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ। বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকার-জাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যমিতি চ পরমকারণস্যৈবৈকস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন যত্নান্তরপ্রসাধ্যম্। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎ প্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈ-বাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়া-কারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্। ন চায়ং ব্যবহারাভাবোঽবস্থাবিশেষ-নিবদ্ধোঽভিধীয়ত ইতি যুক্তং বক্তুম্। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষ-নিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ন্নেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্।

মিদং সর্ব্বং তৎ সত্যমিত্যাদি শ্রুতি একমাত্র পরম কারণ অদ্বয় ব্রহ্মেরই সত্যত্বাবধারণ করিতেছে। "স আত্মা তত্ত্বমসি" শ্বেতকেতো ইত্যাদি শ্রুতি ও শরীরস্থিত জীবেরই ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। শরীরস্থ জীবের ব্রহ্মভাব স্বতঃসিদ্ধই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্য নহে। (অর্থাৎ ইহা যত্নান্তর সাধ্য নহে) অতএব এই শাস্ত্র স্বীকৃত ব্রহ্মভাব স্বভাবসিদ্ধ শরীরাত্মবাদের বাধা জন্মাইতেছে। যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুবুদ্ধির বাধক হয়। সুতরাং শরীরাত্ম তত্ত্ব বাধিত হইলে তদাশ্রয় সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার বাধিত হইল। যাহার উপপত্তির নিমিত্ত নানাত্বাংশে অপর ব্রহ্মভাব কল্পনা করিতে হইত। শ্রুতিও ইহাই দেখাইতেছেন যে, যখন এসমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপ প্রতিপন্ন হইবে, তখন কোন্ব্যক্তি কিপ্রকারে কাহাকে দেখিবে। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্ম-দর্শিব্যক্তির ক্রিয়াকারক লক্ষণ লৌকিক যাবতীয় ব্যবহারাভাবই দৃষ্টহয়। এক্ষেত্রে এপ্রকারও বলা যায় না যে এই প্রকার ব্যবহারাভাব অবস্থা বিশেষের দ্বারাই হইয়া থাকে। যেহেতু—"তত্ত্বযথার্থ" এই শ্রুতিতে ঈদৃশ ব্যবহারাভাবই যথার্থ। ইহা কোনও অবস্থা বিশেষ জন্য নহে। তস্কর দৃষ্টান্ত উপন্যাস দ্বারা

উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্নেতদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপপদ্যতে। সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যা-জ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপনুদ্যত ইত্যুচ্যতে। নন্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্বিষয়ত্বাৎ স্থাণ্বাদিষ্বিব পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাঽপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহ-ন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে। নৈষ দোষঃ। সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ

শ্রুতি মিথ্যাবাদীর বন্ধন ও সত্যবাদীর মুক্তি বলায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে নানাত্বই মিথ্যাবিজৃম্ভিত এবং একত্বই সত্য। যদি নানাত্ব এবং একত্ব এই উভয়ই সত্য হইবে তাহা হইলে ভেদদর্শীকে শ্রুতি মিথ্যাভিসন্ধ বলেন কেন? "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এই শ্রুতি বাক্যেও ভেদদর্শনের নিন্দাই প্রকাশ পায়। এবং একেরই সত্যতা বুঝা যায়। জ্ঞানের প্রতিমুক্তির কারণতা ভেদাভেদমতেই উপপত্তি হয়। যেহেতু যথার্থজ্ঞাননাশ্য কোনও অপরমার্থিক জ্ঞানই সংসার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। ইহা তাহারা স্বীকার করেন না। একত্ব জ্ঞানই বহুত্ব জ্ঞানের বিনাশী, উভয় সত্যবাদী এইরূপও বলিতে পারেন না। কারণ, তাহাদের মতে নানাত্ব জ্ঞানও সত্য স্বরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, আত্যন্তিক একত্ব স্বীকৃত হইলে নানাত্ব জ্ঞান বিনাশ পায়। নানাত্ব বোধ অপহৃত হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও মিথ্যাতিব্যঞ্জক বলিয়া মিথ্যা হইয়া পড়ে। যেমন স্থাণুতে মনুষ্যজ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান তদ্বৎ অসত্যে সত্যজ্ঞান ভ্রমাত্মক। এবং বিধিও (প্রবর্ত্তকবাক্য) নিষেধ (নিবর্ত্তক বাক্য) পরস্পর ভেদসাপেক্ষ। সুতরাং ভেদ বুদ্ধি না থাকিলে এতদুভয়েই অনুপপত্তি হয়। মোক্ষশাস্ত্রও ভেদ সাপেক্ষ। গুরু শিষ্য প্রভৃতি শব্দ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বাচক। ভেদজ্ঞান অসিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষ শাস্ত্রের ও মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায়। যদি বল মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা

সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারস্যেব-প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ। ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ। কথং ত্বসত্যেন বেদান্ত-বাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিরুপপদ্যেত, ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ম্রিয়তে,

---

তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র প্রতিপাদিত একাত্মবাদ ও মিথ্যা এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি একত্বের সত্যতার প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা হইলে আদৌ এই সমস্ত আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না। কেন না ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই যাবতীয় ব্যবহারিক সত্যতার উপপত্তি হইয়া থাকে। যেমন প্রজাগরের পূর্ব্বে স্বাপ্নিক ব্যবহার সত্য-বলিয়া অনুমিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করা যায়। যাবৎ সময় একাত্মবাদের উপপত্তি না হয় এতাবৎ কাল কোনও প্রাণীর প্রমান, প্রমেয়, ফল ইত্যাদি বিষয়ে এবং অন্তং ব্যবহারিক বিষয়েও মিথ্যাজ্ঞান হইয়া থাকে। জাগতিক সমস্ত প্রাণীই ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বয় ব্রহ্মভাব বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যা কল্পিত বিকার সমূহকে আমি বা আমার এই প্রকার জল্পনা করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের প্রাক্কালেই বৈদিক বা লৌকিক ব্যবহার উপপত্তি হইতে পারে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থা হইতে মনুষ্য যতক্ষণ না চেতন পায় তাবৎ কালই স্বপ্নদৃশ্যমান পদার্থগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা ভ্রমাজ্ঞান নহে। সেইরূপ আত্মজ্ঞানোদয়ের প্রাক্কালীনই লৌকিক ব্যবহারগুলি সত্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীতিহয়। এস্থলে এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে যে মিথ্যা বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে। জীব রজ্জুসর্প্পেরদংশনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না বটে, এবং মৃগমরীচি কায় পান বা অবগাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না সত্য। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে

নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। শঙ্কাবিষাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ। স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ। তৎকার্য্যমপ্যনৃতমেবেতি চেৎ ব্রূয়াৎ তত্র ব্রূমঃ। যদ্যপি-স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যমনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলং প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। ন হি স্বপ্নাদুত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যং মিথ্যেতি মন্যমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্নদৃশোঽবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদোদূষিতো বেদিতব্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"যদাকর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমৃদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষ-দর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি বিদ্যাদিত্যুক্ত্বা অথ যঃ

বেদান্তবাক্য আপ্তবাক্য না হইলেও উল্লিখিত দোষাবলীর আরোপ করা যাইতে পারে না। যেহেতু রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কা বিষাদাদিময়াত্মক ক্রিয়া হইয়া থাকে। সুষুপ্ত্যবস্থায় পুরুষও স্বপ্নদৃষ্ট জলে বা মরীচিকায় স্নানাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বস্তুগত্যা ঐ সমস্ত ক্রিয়াই ভ্রমাত্মক; এই সমস্ত কিছুই প্রমাণ নহে এই প্রকার উত্তর দিলে, তদুত্তরে এই বক্তব্য যে, যদ্যপি স্বপ্নদর্শন কালীন সর্পদংশন অথবা জলাবগাহন প্রভৃতি তাবৎ ক্রিয়াই মিথ্যা, তথাপি তত্তৎ ক্রিয়াবগাহী জ্ঞান কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। কেননা ঐ সমস্ত জ্ঞান মিথ্যা হইলে জাগ্রদবস্থায় তাহা থাকিতে পারে না। স্বপ্নদ্রষ্টাপুমান্ সুপ্তোত্থিতের পরক্ষণে স্বপ্নকালীন ক্রিয়াকলাপ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেও তৎসংসর্গাবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলে না। স্বপ্নদর্শকের স্বাপ্নিক জ্ঞান তিরোহিত হয় একথা বলা যায় না কেননা চৈতন্যাবস্থায় তাদৃশজ্ঞানের অনুবর্ত্তন হইয়া থাকে। এতদ্বারা দেহাত্মবাদীরমতও প্রত্যুক্ত হইল ইহা জানিতে হইবে।

এতদ্বিষয় শ্রুতিও দেখা যায়। যথা কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষ যদি তৎকালে স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তদীয় কাম্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। অশুভ দর্শন সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন যে যদি স্বপ্নে কোনও অনিষ্ট দেখা যায় তাহা হইলে এই স্বপ্নদ্রষ্টার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে। এই প্রকার বলিয়া,

প্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তঃ পশ্যতি স এনং হন্তীত্যাদিনা তেনাসত্যেনৈব স্বপ্ন-
র্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যত ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকেঽন্বয়ব্যতিরেক-
শলানাং ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যত ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি।
থাঽকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ। অপি চান্ত্যমিদং
মাণমাত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি। যথা হি
লাকে যজেতেত্যুক্তে কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতে ন চৈবং তত্ত্বমসীত্যুক্তে
কিঞ্চিদন্যদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাদবগতেঃ। সতি হ্যন্যস্মিন্নবশিষ্য-
াণেঽর্থে আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ ন ত্বাত্মৈকত্বব্যতিরেকেনাবশিষ্যমাণোঽন্যোঽর্থোঽস্তি য
াকাঙ্ক্ষ্যেত। ন চেয়মবগতির্নোৎপদ্যত ইতি শক্যং বক্তুং, তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ

শবে বলিয়াছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট
বকটাকার পুরুষকে দর্শন করেন তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণবর্ণপুরুষ অচিরেই তাহাকে
বনাশ করিবে। এই প্রকার বুঝিতে হইবে। এবম্বিধ উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা
দখাইয়াছেন যে অসত্য স্বপ্নও অবশ্যম্ভাবীমরণের সূচক হইয়া থাকে। এই
প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এতাদৃশ ফল হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এইরূপ ফল
য়, এসকল তত্ত্ব অন্বয়ব্যতিরেক (তৎসত্ত্বে তৎসত্বা তৎ অসত্ত্বে তদসত্বা অন্বয়-
্যতিরেকসম্বন্ধ বিশেষ) নিপুণ পুরুষেরা অবগত আছেন। এবং মিথ্যা বা
াল্পনিক জ্ঞান দ্বারা অকল্পনীয় অকারাদিজ্ঞানোৎপত্তি হয় এইরূপ দেখা যায়।
এতাবতা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদান্তশাস্ত্র কল্পিত হইলে ও
অকল্পিত সত্যব্রহ্ম বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার ক্ষমতা আছে। এতদ্বিষয়ে আরও
একটী প্রমাণ উপন্যাস করা যাইতেছে যথা একাত্মপ্রতিপাদক তত্ত্বমসিরূপ
মহাবাক্যই ইহার চরমপ্রমাণ, অতঃপর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না; অতএব
কানও প্রকার আশঙ্কার ও কথা নাই। যেমন "যজেত" প্রভৃতি বিধিবাক্যে
কি নামক যজ্ঞ, কোন্ যজ্ঞ, কোন্দ্রব্য দ্বারা কি প্রকারে নিষ্পন্ন করিবে ইত্যাদি,
জ্ঞের নাম, যজ্ঞ সম্পাদকদ্রব্য এবং যজ্ঞনির্ব্বাহিকা প্রণালী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা
াকে, তদ্বৎ "তত্ত্বমসি" সেই অদ্বয়ব্রহ্ম তুমি এই বাক্যে তাদৃশী কোনও আকাঙ্ক্ষা
াকেনা। অভীপ্সিত কোনও পদার্থ নাই বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না।
অনাকাঙ্ক্ষার বিষয় এই যে সর্ব্বাত্ম ভাবই এতাদৃশ জ্ঞানের বিষয়। যদি আত্মা

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মান-ত্বাৎ। ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্ব্বেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যানিবৃত্তিফল-দর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃত-ব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম। তস্মাদন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিত আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাব-কাশোঽস্তি। ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্র স্যাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়োঽর্থা লোকে সমধিগতা ইতি। নেত্যুচ্যতে। স বা এষ মহানজঃ, আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি নেত্যাত্মা অস্থূলমনণু ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্ব-

---

ভিন্ন অন্য কোনও একটা কিছু থাকিত তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষারও উদয় হইত। যখন আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই তখন সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং সেই জ্ঞান কাহারও অপেক্ষা করেনা, সেইজ্ঞানের কোনও আকাঙ্ক্ষা ও থাকেনা সেইজ্ঞান কেবলাত্মবী। অদ্বয়াত্মজ্ঞান হয় না এই রূপ বলা যাইতে পারেনা যেহেতু পিত্রুপ দেশে শ্বেতকেতুর তাদৃশ জ্ঞান হইয়াছিল। এবং অদ্বৈত জ্ঞানোৎ-পত্তির উপায়ীভূত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বেদানুবচন প্রভৃতির বিধান পরিদৃষ্ট হয়। অদ্বৈতজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোনও ফলনাই অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান ইত্যাদিরূপে কল্পনাও করিতে পারে না। যেহেতু এইজ্ঞান জীবের অবিদ্যা বিনাশ করিয়া থাকে, এইজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে পারে এতাদৃশ কোনও জ্ঞানা-ন্তরও নাই। যৎ পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞানোৎপত্তি না হয় তাবৎ কালই সত্য মিথ্যা প্রভৃতি লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহার হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপরিশেষে সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণগম্য সর্ব্বাত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর পূর্ব্বের সমস্ত ভেদবুদ্ধির বিনাশ হয়। সুতরাং তৎকালে ব্রহ্ম অনে-কাত্মক এইরূপ কল্পনাও মনে স্থান পায়না। যদি বল মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা পরিনামবাদই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রেত। যেহেতু দেখা যায় দৃষ্টান্তোপন্যস্ত সমস্ত পদার্থই পরিনামী। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে একথা সত্যনহে, যেহেতু "এই সেই আত্মা জন্মবিকারবর্জ্জিত" "আত্মা অজর, আত্মা অমর, আত্মা নিত্যমুক্ত, আত্মা ভয়রহিত, এবং আত্মাইব্রহ্ম" তিনি ইহাও নহেন তাহাওনহেন।

বণনাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্ স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্যবোচাম। ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনং এবং জগদাকারপরিণামিত্বদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায়াভিপ্রেয়েত প্রমাণাভাবাৎ। কূটস্থব্রহ্মাত্মত্ববিজ্ঞানাদেব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, স এষ নেতি নেত্যাত্মা ইত্যুপক্রম্য অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি, ইত্যেবঞ্জাতীয়কম্। তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি। ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ। ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যত ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বমাত্মনঃ ফলং স্যাদিতি বক্তুং যুক্তম্। কূটস্থ-

---

"আত্মা স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন হ্রস্বও নহেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। একই ব্রহ্মের পরিনামিত্ব ও অপরিনামিত্ব এতদুভয় প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। যদি বল স্থিতিগতি দৃষ্টান্ত দ্বারা একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের উপপত্তি করা যাইতে পরে, বস্তুত তাহাও সম্ভব হয় না কেননা ব্রহ্ম কূটস্থ, ব্রহ্মকূটস্থ হেতু তাহাতে অনেক ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারেনা। ইহাপূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রমানাভাব প্রযুক্ত একথাও বলা যায়না যে একত্ব বিজ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ জগদাকার পরিনতি জ্ঞানও তদ্বৎ অন্যফলের হেতু। কূটস্থ ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানই শাস্ত্র প্রদর্শন করাইয়াছেন। সেই আত্মা এরূপ ও নহেন তদ্রূপ ও নহেন এই প্রকারে উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে "হে জনক! তুমি মোক্ষপদ পাইয়াছ" এই শাস্ত্রে কূটস্থাত্মবিজ্ঞান মোক্ষ হওয়া কথিত হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান শাস্ত্র দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রহ্মনিরূপণ শাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষফল সুতরাং এতৎ শাস্ত্রে ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিনতির বর্ণনা বিফল। পরিনাম জ্ঞানের পৃথক ফল নাই। তাদৃশ জ্ঞান কেবল ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায় স্বরূপ হইবে। ফলবৎসন্নিধানে পঠিতফলানুক্তকর্ম্ম ফলবৎকর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ইহা বুঝিতে হইবে। জৈমিনীর এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম দর্শনে ও পরিগৃহীত হইবে।

নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নন্থ কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্তাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাব ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিবাক্যেভ্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, নাচেতনাৎ প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেষোঽর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব ন তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যেত অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা। শৃণু যথা নোচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। নামরূপে ব্যাকরবাণি, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে, একং বীজং বহুধা যঃ করোতি ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিদ্যা-

---

যখন মোক্ষ কূটস্থ নিত্য তখন আর এই রূপও বলিতে পারাযায় না যে পরিনামিত্ববিজ্ঞানদৃষ্টে আত্মার পরিনামিত্বসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মেরই পরিনতি অবস্থা এই জগৎ, এতাদৃশ সিদ্ধান্তে আত্মাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত ভিন্ন কিছু নহে। যদি বল কূটস্থ ব্রহ্মবাদীদিগের মতে একত্বই শেষ সীমা, তাহাদের মতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ একভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। সুতরাং নিয়োজ্য ও নিয়োগকর্ত্তা এতদুভয়ের কিছুই নাই। এতদুভয় না থাকায় ঈশ্বরই জগৎ কারণ এতাদৃশ প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয় তদুত্তরে বক্তব্য যে এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষই হইতে পারে না। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম অবিদ্যক নামরূপাত্মক বীজের বিকাশ সাপেক্ষ অর্থাৎ কল্পিত দ্বৈতঘটিত। "সেই আত্মা হইতেই আকাশের বিকাশ হইয়াছে" ইত্যাদি সৃষ্টিবিষয়িনী শ্রুতিদ্বারা জানা যায়, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি: ওবিনাশ হইয়া থাকে। অচেতনপ্রধান পরিমাণুপুঞ্জ হইতে এই সমস্তের সম্ভব হয় না। এবম্বিধ তত্ত্ব "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এইসূত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে প্রতিজ্ঞা ঐ ঈশ্বর কারণ প্রতিজ্ঞাসূত্রে কৃত হইয়াছে সেইপ্রতিজ্ঞা এখানেও ঠিক আছে, কিছুমাত্র ব্যতি-

কৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধিঃ স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘা-তানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যা-ত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চোক্তম্—যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা ইতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদি চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ, তথেশ্বরগীতাস্বপি—

ক্রম ঘটে নাই। একটী বাক্য ও তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয় নাই। যখন আত্যন্তিক একত্ব বলা হইয়াছে তখন কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ যাহা সত্য বা মিথ্যা কর্ত্তৃক নিরূপিত হয় নাই। যাহাকে অস্তি নাস্তি কোনও রূপেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বরাশ্রিত অনির্ব্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বর সেই উভয় পদার্থ হইতেই ভিন্ন। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা, আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক, যিনি নামরূপভিন্ন এবং নামরূপের নির্ব্বাহক তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য। "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন আমি নামরূপে বিকার প্রাপ্ত হইব সেই ব্রহ্মই সমুদয় রূপের কল্পনা ও সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক সকলের নামধারণ করত বিদ্যমান আছেন। যে ব্রহ্ম একমাত্র বীজকেই বহুপ্রকার করিয়াছেন" ইত্যাদি। সেই অবিদ্যো-পাধ্যুপহিত ঈশ্বরই ব্রহ্ম। একমাত্র আকাশই যেমন ঘটপটাদি উপাধি-উপহিত তদ্বৎ। ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাকাশাদি স্থানীয় অবিদ্যা কর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপদ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যকারণসমষ্টিস্বরূপ উপাধিতে অনুরক্ত জীবনামক বিজ্ঞানাত্মবাদিগণকে নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালিত করি-তেছেন। উক্ত প্রকার অবিদ্যকোপাধির পরিচ্ছেদ অনুসারে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব কিন্তু পরমার্থদর্শনে এক বা অদ্বিতীয়। তত্ত্বজ্ঞানোৎ-পত্তি হইলে নিরুপাধি হয় সুতরাং পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্য নিয়ামকতা

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ॥ ইতি

পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াস্তূক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় ইতি। তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ॥ ইতি

ও সার্ব্বভৌমিকতা প্রভৃতি কোনও রূপ ভেদব্যবহার থাকিতেই পারে না। তাহার উপপত্তি ও হয় না। এ বিষয়ে এতাদৃশী শ্রুতিও দেখা যায় যে জীব যখন অন্য কিছুই দেখেনা,শুনিতে পায়না, এমন কি অন্য কিছুই জানেনা, তখনই জীব ব্রহ্ম হয়। যখন এসমুদায় তাহার আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখেনা অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম বিনিবৃত্তিন্যায় আত্মাতে জগৎ-ভ্রম বিদূরিত হয়; তখন কে কাহারদ্বারা কোন পদার্থ দেখিবে? এই রূপে পারমার্থিক পরিণতাবস্থায় ব্যাহিক ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাই বেদান্তশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরগীতাতে ও পরমার্থাবস্থায় নিযোজ্যনিযোজকভাবনাই এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা প্রভু লোকের নিমিত্ত কর্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব কিছুই সৃষ্ট করেন নাই। কর্ম্মজন্যফলভোগাদি তিনি সৃষ্টি করেন নাই। এক মাত্র প্রকৃতিই এই সমস্ত করিয়া থাকে। পরমাত্মা কখনও কাহারও সুকৃতি (পুণ্য) বা দুষ্কৃতি (পাপ) গ্রহণকরেন না। অজ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান আবৃত থাকাতেই জন্তুগণমোহিত হইতেছে। যতক্ষণ জীব ব্যবহারাবস্থায়ই থাকে, পারমার্থিক অবস্থায় পরিণত না হয়, তত দিনই জীবের ব্যবহারোপপত্তি হয়। ব্যবহারকালেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—ইনিই সমস্তের ঈশ্বর, ইনিই ভূতসমূহের অধিপতি, ইনিই ভূতসমষ্টির পালক, এবং ইনিই লোকের সেতুর ন্যায় বিধারক, নিয়মপরিপাটীর মর্য্যাদাস্বরূপ। ভগবদ্গীতায় ও উক্ত হইয়াছে যে "হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সমুদায় প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত আছেন। এবং মায়া দ্বারা

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু স্যাল্লোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্য-প্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি॥ ১৪॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ॥ ১৫॥

ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব কারণস্য কার্য্যমুপ-লভ্যতে। তদ্‌যথা সত্যাং মৃদি ঘট উপলভ্যতে সংসু চ তন্তুষু পটঃ। ন চ নিয়মেনান্যভাবেঽন্যস্যোপলব্ধির্দৃষ্টা। ন হ্যশ্বো গোরন্যঃ সন্ গোর্ভাব এবোপ-

মন্ত্ররূপ প্রাণীবর্গকে মোহিত করিতেছেন। ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস দেবও পরমার্থাভিপ্রায়েই অভেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যবহারব্যপদেশে তিনি অভিন্নতা বলেন নাই। ব্যবহারাভিপ্রায়েই লৌকিক দৃষ্টান্তোপন্যাস করতঃ পরমব্রহ্মের মহাসাগরের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াছেন। এবং সগুণ উপাসনার উপযোগী বলিয়াই কর্ম্মের প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার পরিণাম উল্লেখ করিয়াছেন। (এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত প্রাত্যহিক কর্ম্মের দ্বারা মানসশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহাতেই উপাত্তদুরিত ক্ষয় হইবে। তদনন্তর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে। প্রমান যথা—

"আদৌ স্ববর্ণাশ্রমকীর্ত্তিতা ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাধিত শুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্যতৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনং
সমাশ্রয়ে সদ্‌গুরুমিষ্ট সাধনে"॥

রামগীতা।

সত্ত্বশুদ্ধিঃ জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমেনেতি শেষঃ॥

ইতি কল্পতরুঃ॥ ১৪॥

কার্য্যকারণের ঐক্যের প্রতি হেত্বন্তরপ্রদর্শন করা যাইতেছে। কারণসত্ত্বে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, কারণব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ঘটপটাদিও ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের অথবা তন্তুসত্ত্বেই পটের উৎ-পত্তি হয়। মৃত্তিকা না থাকিলে বা তন্তু না থাকিলে ঘট বা পট কিছুই হয় না।

লভ্যতে। ন চ কুলালভাব এব ঘট উপলভ্যতে সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে- ঽন্যত্বাৎ। নন্বন্যভাবেঽপ্যন্যস্যোপলব্ধির্নিয়তা দৃশ্যতে, যথাঽগ্নিভাব এব ধূমস্যেতি। নেত্যুচ্যতে। উদ্বাপিতেঽপ্যগ্নৌ গোপালঘটিকাদিধারিতস্য ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ। অথ ধূমং কয়াচিদবস্থয়া বিশিংষ্যাৎ ঈদৃশো ধূমো নাসত্যগ্নৌ ভবতীতি, নৈবমপি কশ্চিদ্দোষঃ। তদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ। ন চাসাবগ্নিধূময়োর্বিদ্যতে। ভাবাচ্চোপলব্ধেরিতি বা সূত্রম্। ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং, প্রত্যক্ষোপলব্ধের্ভাবাচ্চ তয়োরনন্যত্ব- মিত্যর্থঃ। ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে। তদ্যথা তন্তু- সংস্থানে তন্তুব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্য্যং নৈবোপলভ্যতে, কেবলাস্তু তন্তব আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে। তথা তন্তুষ্বংশবোঽংশুষু তদবয়বাঃ। অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি ত্রীণি রূপাণি ততো বায়ুমাত্রমাকাশ-

---

(ঘটোৎপত্তির প্রতি মৃত্তিকা সমবায়ি কারণ, পটোৎপত্তির প্রতি তন্তু সমবায়ি কারণ)। একপদার্থের অস্তিতাবস্থায় পেদার্থান্তরের অনুপলব্ধি স্বতঃপ্রসিদ্ধ। অশ্বসন্দর্শনে যেমন গরুর উপলব্ধি হয়না, তদ্বৎ অন্যপদার্থদর্শনে অন্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। ঘটোৎপত্তির প্রতিকুলান (কুম্ভকার) নিমিত্তকারণ হইলেও কুলানের বিদ্যমানাবস্থায় ঘটের উপলব্ধি নিয়মিতরূপ হইতে পারেনা। এক পদা- র্থের সদ্ভাবে অপর পদার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন অগ্নিলিঙ্গ সন্দর্শনে ধূমসত্তা অনু- মিত হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়না, কেননা ইহা নিয়ত নহে। স্থল বিশেষে (গোপালঘটিকাদিতে) নির্ব্বানাগ্নিতেও ধূমসন্দর্শন হয়। যদি বল, ধূমস্থলবিশেষে বিশেষণবিশিষ্ট স্বীকার করিলেই উপপত্তি হয়। অগ্নাভাবে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম থাকেনা, অগ্নি থাকিলে অবিচ্ছিন্নমূলধূমই থাকে। এক্ষেত্রে আমরাও তাহা স্বীকার্য্য বলিয়া মনে করি। কেননা ইহাতে কোনও দোষ শঙ্কা নাই। তদ্ভাবানুরক্তা বুদ্ধিকে কার্য্যকারণের অনন্যত্বে হেতু বলিয়া আমরাও বলি। কিন্তু তাদৃশী বুদ্ধি অগ্নিধূমে বিদ্যমানা থাকে না। অথবা "ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ" এইপ্রকারই সূত্র। সূত্রার্থ এই যে, কার্য্যকারণের অনন্য কেবল শাস্ত্রৈকগম্য নহে। তাহা প্রত্যক্ষও উপলব্ধ হয়। তন্তুসমষ্টির যথা যথভাবে বিন্যাস ব্যতীত বস্ত্র নামে পৃথক্ কোন কার্য্য নাই, আতানবিতান ভাবে

মাত্রক্ষেত্যনুমেয়ম্। ততঃ পরং ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্। তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠামবোচাম ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনন্যত্বদুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে। যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং, অতোঽপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য ॥ ১৬ ॥

কতকগুলি সূত্রই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। তদ্বৎ সূত্রে অংশু এবং অংশুতে তদবয়বই প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কিছুই দেখা যায় না। এবম্ভূত প্রত্যক্ষোপলব্ধি দ্বারা লোহিতশুক্লকৃষ্ণাত্মকরূপত্রয়ের এবং তাহাতেই বায়ুমাত্রার ও আকাশ তন্মাত্রার অনুমান করিবে। তদনন্তর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই অনুমিত হইবে। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্ব্ব প্রপঞ্চের সমাপ্তিস্থানীয় ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতেও কার্য্যকারণের অনন্যত্ব বুঝাযায়। উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ কার্য্যের কারণে কারণাকারে থাকার উল্লেখ শ্রুতিতে আছে, এই হেতুতেও কার্য্য কারণ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়না। শ্রুতি যথা,"হে সৌম্য! এ সকল অগ্রেই বিদ্যমান ছিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই ছিল"। উল্লিখিত শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্‌শব্দবাচ্য জগতের একাধিকরণ্যের উল্লেখ থাকায় কার্য্যকারণের একতাই প্রতীতি হয়। যে পদার্থ যদাধিকরণে যদ্রূপে নাই সেই পদার্থ হইতে তাহা তদ্রূপে জন্মে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বালুকা হইতে তৈলোৎপত্তি অসম্ভব ইহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব কার্য্য যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত অভিন্ন, তদ্রূপ উৎপত্তির পরেও অভিন্নই। যেমন সর্ব্বদাই কারণীভূত ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই, সেই-

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

নন্থ কচিদসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইতি, অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইতি চ। তস্মাদসদ্ব্যপদেশান্ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমিতি চেৎ, নেতি ব্রূমঃ। ন হ্যয়মত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসদ্ব্যপদেশঃ। কিং তর্হি। ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ধর্ম্মাদব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরম্। তেন ধর্ম্মান্তরেণায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণরূপেণানন্যস্য। কথমেতদবগম্যতে। বাক্যশেষাৎ। যদুপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছেষাদেব নিশ্চীয়তে। ইহ চ তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্যসচ্ছব্দেনোপক্রমে নির্দ্দিষ্টং যৎ তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য সদিতি বিশিনষ্টি তৎ

রূপ কার্য্যভূত জগতের ও ত্রৈকালিক সত্তার অব্যভিচার অক্ষুন্ন। যেহেতু সত্তা এক, এই হেতু কার্য্যকারণও এক ॥ ১৬ ॥

স্থলবিশেষে শ্রুতি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অবিদ্যমানতা বলিয়াছেন। যথা শ্রুতি,—"এসমুদায় পূর্ব্বে অসৎ ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকিতে পারে না, যদি এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ উপস্থিত হন এতদুত্তরে বক্তব্য, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। যেহেতু ঐ শ্রুতিতে যে অভাবপদ আছে উহা অত্যন্তাভাবপর নহে। ব্যক্ততা প্রাপ্ত নামরূপাপেক্ষা অব্যক্ত নামরূপের ব্যবহারিক বিভিন্নতার প্রতিপাদকমাত্রই ইহার অর্থ। তদনুযায়ী এবম্বিধ উল্লেখ। বস্তুত শ্রুতির অর্থ এই যে ক্রিয়াকূট উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে থাকায় কারণ হইতে পৃথক্ নহে। উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্যক্ততা ধর্ম্মের আগমন হয় সুতরাং তাহার ব্যবহারও ভিন্ন প্রকার হয়। জগৎ অব্যক্তছিল এই অভিপ্রায়েই "অসৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপেই এই প্রস্তাবের শেষ বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। আরম্ভবাক্য সন্দিগ্ধ হইলে বাক্যশেষদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয়। (সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ)। (অক্তাশর্করা উপদধাতি ইত্যত্র সন্দেহে তেজোবৈঘৃতামিতি দর্শনাৎ ঘৃতেনৈবাক্তাগ্রনীয়া ইতি মাধবাচার্য্যঃ)। অতএব অগ্রে এসকল অসৎই ছিল এই আরম্ভক শ্রুতিতে যাহাকে "অসৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, বাক্যশেষে তাহাকেই সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। যথা "সদেবাসীৎ" যাহা অত্যন্ত অসৎ অথবা শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক তাহাতে পূর্ব্বাপর কাল সম্বন্ধ

সদাসীৎ ইতি। অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছব্দানুপপত্তেশ্চ। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ইত্যত্রাপি তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি বাক্যশেষে বিশেষণান্নাত্যন্তাসত্ত্বম্। তস্মাৎ ধর্ম্মান্তরেণৈবায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য। নামরূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছব্দার্হং লোকে প্রসিদ্ধং, অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাদসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

যুক্তেশ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে। শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিস্তাবদ্বর্ণ্যতে। দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীন্যুপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভির্মৃত্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটার্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসৎকার্য্যবাদেনোপপদ্যতে। অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎ-

---

কিপ্রকারে হইতে পারে? "অসদ্বা আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ পদ যে অত্যন্তাভাবপর নহে তাহা "আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন" এই বাক্যশেষ দ্বারাই নির্ণয় করা যায়। এতাবতাপ্রবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, এই অসদ্বাদ ধর্ম্মান্তর ঘটিত। লোকপ্রসিদ্ধনামরূপী বস্তুকেই "সৎ" বলা যায়। ইতঃপূর্ব্বে ইহার স্পষ্ট কোনও নাম ছিল না সেই জন্যই শ্রুতি লৌকিক বাক্য অনুবাদ করিয়া এই সকল সৎ ছিল ইত্যাদিরূপমোপধবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। "অসদেব" এই শ্রুতিতে ইব শব্দার্থে এব শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে॥ ১৭ ॥

যুক্তি দ্বারাও কার্য্যকারণের অভিন্নতা এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের বিদ্যমানতা জানা যায়। শব্দান্তর দ্বারাও তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ যুক্তিদ্বারা কিপ্রকারে অভিন্নতা প্রমাণ করা যাইতে পারা যায় তাহাই বুঝান যাইতেছে। যাহারা দধি, ঘট কিম্বা রুচকাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে তাহারা দুগ্ধ, মৃত্তিকা এবং সুবর্ণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট উপাদানই প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়া থাকে। যৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধিলিপ্সু মৃত্তিকা বা ঘটলিপ্সু দুগ্ধাদি গ্রহণ করে না। এবম্বিধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অসদ্বাদে সম্ভবে না। যদি কোনও রূপ বৈলক্ষণ্যই না থাকিবে তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন না হইয়া বস্তুন্তরের উৎপত্তি হয় না কেন? মৃত্তিকা হইতেই বা দ্রব্যান্তরোৎপত্তি না হইয়া

পত্তেঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তাসত্ত্বে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধ্যুৎপদ্যতে ন মৃত্তিকায়াঃ, মৃত্তিকায়া এব চ ঘট উৎপদ্যতে ন ক্ষীরাৎ। অথাবিশিষ্টেঽপি প্রাগসত্ত্বে ক্ষীর এব দধ্নঃ কশ্চিদতিশয়ো ন মৃত্তিকায়াং, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্য কশ্চিদতিশয়ো ন ক্ষীর ইত্যুচ্যেত, তর্হি, অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়া অসৎকার্য্যবাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদ-সিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্। অপি চ কার্য্যকারণয়োর্দ্রব্যগুণাদীনাঞ্চাশ্বমহিষবদ্ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যমভ্যুপগন্তব্যম্। সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধেঽভ্যু-

---

ঘটোৎপত্তি হয় কেন ? দুগ্ধ হইতে ঘটোৎপত্তি না হইবার কারণ কি ? যদি এই প্রকার বল যে, কার্য্য থাকা বা না থাকা নিয়মিত নহে। কারণ সম্বন্ধে সেইরূপ বিশেষ কোনও নিয়ম নাই। কেবল দধি সম্বন্ধীয় কোনও অপূর্ব্ব (যে শক্তি দ্বারা দধিই জন্মিতে পারে) দুগ্ধে থাকে ইহা মৃত্তিকায় নাই। সেইরূপ ঘটসম্বন্ধীয় অতিশয় (ঘটজনক শক্তি বিশেষ) মৃত্তিকাতেই থাকে, তাহা দুগ্ধে থাকে না। সেই নিবন্ধনই ব্যুৎক্রমে কার্য্য হইতে পারে না। এপ্রকার বলিলে নিশ্চয়ই অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সৎকার্য্যবাদই সংসাধিত হইবে যেহেতু প্রথমাবস্থায় কোনও এক বৈজাত্য স্বীকার করা যাইতেছে। অতিশয় শব্দের অর্থ শক্তিবিশেষ তাহা কারণকূটে অবস্থিতি পূর্ব্বক কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে তাদৃশী শক্তি নাই তাহা কার সামগ্রীতেও নাই। সুতরাং কার্য্যও জন্মাইতে পারে না। যদি শক্তি কার্য্য কারণ হইতে পৃথক হইত তাহাহইলে কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত না। অসত্বের ও অনন্যত্বের কোনও বৈলক্ষণ্য না থাকা প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য্য হইত ইহার কোনও একটা নিরূপিত নিয়ম থাকিত না। সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তিরই স্বরূপ এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অশ্ব ও মহিষে যেমন অত্যন্ত পার্থক্য আছে, তদ্রূপ পার্থক্য কার্য্যে বা কারণে, তত্তৎ দ্রব্যে বা তত্তৎগুণে প্রতীতি হইতে পারে না, যেহেতু ইহাতে ভেদ বুদ্ধি জন্মে না। সেই হেতুই কার্য্য কারণের অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহারা অভেদপ্রত্যায়ক সমবায়সম্বন্ধের (অবয়বাবয়বিনোঃ ক্রিয়া ক্রিয়াবতোঃ গুণ গুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ) কল্পনা করেন তাহাদের সমবায়ি-

পগম্যমানে তস্য তস্যাঽন্যোঽন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অনভ্যু-পগম্যমানে বা বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈবাপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈব সমবায়ং সম্ব-ধ্যেত। তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কল্পনানর্থক্যম্। কথঞ্চ কার্য্য-মবয়বি দ্রব্যং কারণেষবয়বদ্রব্যেষু বর্ত্তমানং বর্ত্তেত কিং সমস্তেষবয়বেষু বর্ত্তেতোত প্রত্যবয়বম্। যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্ত্তেত ততোঽবয়ব্যনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্যাশক্যত্বাৎ। ন হি বহুত্বং সমস্তেষাশ্রয়েষু বর্ত্তমানং ব্যস্তাশ্রয়-গ্রহণেন গৃহ্যতে। অথাবয়বশঃ সমস্তেষু বর্ত্তেত, তদাপ্যারম্ভকাবয়বব্যতিরেকেণাব-য়বিনোঽবয়বাঃ কল্প্যেরন্ যৈরবয়বৈরারম্ভকেষবয়বেষবয়বশোঽবয়বী বর্ত্তেত।

দ্রব্যের সহ তৎ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সম্বন্ধান্তর থাকা এবং সেই সম্বন্ধ সিদ্ধির জন্য অন্য সম্বন্ধের স্বীকার করিতে হয়। এবম্বিধ সম্বন্ধ স্বীকারে অনবস্থা দোষ দাঁড়াইয়া পড়ে। এবং তাদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে আদৌ বিশিষ্ট বুদ্ধিই হইতে পারে না।

সমবায় সম্বন্ধ বিশেষ,—

(ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ভাষা পরিচ্ছেদ।)

তৎকারণে সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকেনা এইপ্রকার বলিলে, আমরাও বলিতে পারি যে, সংযোগও একটা সম্বন্ধ স্বরূপ, সুতরাং সে সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। বাস্তবিক দ্রব্য,গুণাদিতে এবং উপাদান-উপাদেয়ে তাদাত্ম্য (অভেদ) প্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থান্তরের প্রতীতি হয়না। তাদাত্ম্য প্রতীতিদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে সমবায় কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা-করা অসঙ্গত হইবেনা যে, কারণরূপ অবয়বদ্রব্যে যে কার্য্যরূপী অবয়বী বিদ্য-মান থাকে, তাহাকি স্বরূপসম্বন্ধে তাদৎ অবয়বে অথবা অংশক্রমে প্রত্যয়বে? প্রথম পক্ষে দোষ এই যে স্বরূপতঃ যাবদবয়বে থাকিলে অবয়বীর একটা অনুভব হইতে পারেনা। কেননা সমস্ত অবয়বের সন্নিকর্ষ হয়না। (চাক্ষুষ সংযোগ-বিশেষেরনাম সন্নিকর্ষ) অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিতেহইবে যে, বহুত্ব যেমন

কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈর্হ্যবয়বৈরসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি, অনবস্থা চৈবং প্রসজ্যেত, তেষু তেষবয়বেষু বর্ত্তয়িতুমন্যোষামবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ। অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত তদৈকত্র ব্যাপারেঽন্যত্রাব্যাপারঃ স্যাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শ্রুঘ্নে সন্নিধীয়মান-স্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাদ্দেবদত্তযজ্ঞ-দত্তয়োরিব শ্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ। গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেরদোষ ইতি চেৎ, ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ। যদি গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তোঽ-বয়বী স্যাৎ। যথা গোত্বং প্রতি ব্যক্তিপ্রত্যক্ষং গৃহ্যতে এবমবয়ব্যপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যেত, ন চৈবং নিয়তং গৃহ্যতে। প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চাবয়বিনঃ কার্য্যেণাধিকারাৎ তস্য চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্য্যাৎ উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্।

বহু আশ্রয়ে পর্য্যাপ্ত বলিয়াই একটী আশ্রয়ের জ্ঞানে বহু আশ্রয়ের জ্ঞান হয়না, সেইরূপ একাবয়ব দর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীর জ্ঞান হইতে পারেনা। স্বরূ-পতঃ না থাকুক অংশে অংশে সমস্তাবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিলেও আরম্ভক অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বের কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু সেইকল্পনাতেও অনবস্থা দোষ পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই যায়। যে হেতু তত্তদবয়বে বৃত্তিমান হইবার জন্য তত্তিন্নে তত্তিন্ন অবয়বের কল্পনা করিতে হয়। যেমন অস্তের অবস্থিতির জন্য হস্তা বয়-বের। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আবশ্যক নাই। সেইরূপ কার্য্য নামক অবয়বী ও অংশ ক্রমে কারণ নামক অবয়ব সমূহে থাকে এইরূপবলিলে একাবয়বের ব্যাপার কালীন অন্যাবয়বের ক্রিয়া হয়না কেন তাহা বলিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা বুঝান যাইতেছে। যেমন একই দেবদত্ত শ্রুঘ্নদেশে উপস্থিত থাকিয়া সেই দিবসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে বা থাকিতে পারেনা তদ্বৎ। (হস্তক্রিয়া সমকালীন পাদক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারেনা)। একসময়ে উভয়-দেশে উপস্থিত থাকা দুই ব্যক্তি ভিন্ন একব্যক্তির সম্ভবপর নহে। গোত্বজাতি যেমন প্রত্যেক গো ব্যক্তিতে থাকে অথচ বহুত্বের ব্যাঘাত হয়না।

(গবাদি চোদনা নোমা জাতিব্যক্ত্যোরনির্ণয়াৎ
আনন্ত্যব্যভিচারাভ্যাং নব্যক্তিরিতি নির্ণয়ঃ)

ন্যায়মালা।

এইস্থলে ও তদ্বৎ হইবেক, বহুত্ব দোষ হইবেনা এইরূপও বলাযায়না। কেননা

ন চৈবং দৃশ্যতে। প্রাগুৎপত্তেশ্চ কার্য্যস্যাসত্ত্ব উৎপত্তিরকর্তৃকা নিরাত্মিকা চ স্যাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া সা সকর্তৃকৈব ভবিতুমর্হতি গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্তৃকা চেতি বিপ্রতিষিধ্যেত। ঘটস্য চোৎপত্তিরুচ্যমানা ন ঘটকর্তৃকা কিং তর্হি অন্যকর্তৃকেতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তি-রুচ্যমানাঽন্যকর্তৃকৈব কল্প্যেত। তথা চ সতি ঘট উৎপদ্যত ইত্যুক্তে কুলালাদীনি কারণান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনা-মপ্যুৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে, উৎপন্নতাপ্রতীতেশ্চ। অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এবোৎপত্তিরাত্মলাভশ্চ কার্য্যস্যেতি চেৎ, কথমলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেতেতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্ব্বা, অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ।

প্রদর্শিত স্থলে সেইরূপ প্রতীতি হয়না (গোত্ব যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হয়, অবয়বী কিন্তু প্রত্যেক অবয়বে সেইরূপ প্রত্যক্ষ গোচর হয়না। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অবয়বী গোত্ব জাতির ন্যায় প্রত্যবয়বে বিশ্রান্ত নহে। একই অবয়বী যদি গোত্বাদির ন্যায় সমস্তাবয়বে স্থিত থাকিত তাহা হইলে তাহার সর্ব্বত্র সমভাবে কার্য্যক্ষেত্র থাকিত। শৃঙ্গের দ্বারা স্তনের কার্য্য এবং বক্ষের দ্বারা পৃষ্ঠ দেশের কাজ চলিত। কিন্তু অদ্যপর্য্যন্তও লোকে এইরূপ ক্রিয়া দেখা যায় নাই।

কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকেনা, কোনও রূপে থাকেনা, এরূপ হইলে উৎপত্তির কর্ত্তাও থাকেনা এবং উৎপত্তিপদার্থটাও নিরাকার হইয়া পড়ে। বিচার করিয়া দেখ উৎপত্তিপদার্থটা কি। উৎপত্তি কিনা এক প্রকার ক্রিয়া-বিশেষ। যখন ক্রিয়া বলিলে অবশ্যই তাহার একটা কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবে, কেননা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া হইতে পারেনা। ঘটের উৎপত্তি বলিলে ঘটকর্তৃক উৎ-পত্তি এইরূপ অর্থ হয়না, কিন্তু অন্য কর্তৃক ঘটোৎপত্তি এইরূপই বুঝাযায়। কপা-লের উৎপতি বলিলে বুঝিতে হইবে যে অন্যকর্তৃক কপালের উৎপত্তি হইতেছে, ঘট জন্মিতেছে এইরূপ প্রয়োগ করিলে কুম্ভকার হইতেছে এই প্রকার বুঝায় না। যেহেতু ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীতি হইতে পারেনা। কেবল মাত্র উৎপন্নতারই প্রতীতি হয়। কারনীভূত দ্রব্যে কার্য্যের সত্তা সম্বন্ধ হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি ও স্বরূপনিষ্পত্তি হয়। এই প্রকার মীমাংসায় উপনীত হইলে

প্রাগুৎপত্তেরিতি মর্য্যাদাকরণমনুপপন্নম্। সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা নাভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণোঽভিষেক-দিত্যেবঞ্জাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধমভবিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎস্যত কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ন্তু পশ্যামো বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চাভাবত্বাবিশেষাৎ। যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতীতি। নন্বেবং সতি কারকব্যাপারোঽনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্-সিদ্ধত্বাৎ কারণস্য স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়তে এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ

জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যাহার কোনও স্বরূপ নাই কিরূপে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা হইতে পারে? বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, বিদ্যমান পদার্থের সহিত অবিদ্যমান পদার্থের অথবা উভয় অবিদ্যমান পদার্থে আদৌ একটা সম্বন্ধই হইতে পারেনা। অভাব পদার্থ মিথ্যা সুতরাং তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে এইরূপ সীমাস্থানবর্ত্তী হইতে পারেনা। যেহেতু যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান আছে তাহাকেই সীমাস্থানীয় করা যাইতে পারে। গৃহাদি বস্তু সৎ, সেইজন্যই গৃহাদি সীমা স্থানীয় হয়। অসৎ বা অভাবের কখনও একটা সীমা হইতে পারেনা। রাজা পূর্ণবর্ম্মের অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজ্য শাসন করিয়া-ছিল এইবাক্য যেমন সর্ব্বৈবমিথ্যা উল্লিখিতবাক্যও তদ্বৎ সর্ব্বাংশে অলীক। কারকব্যাপারের পরে যদি বন্ধ্যাপুত্রহয় বা থাকে তাহা হইলে কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পরে হইতে পারে বা থাকিতে পারে। কিন্তু কারক ব্যাপা-রের উর্দ্ধে বন্ধ্যাপুত্র ও অসৎ, কার্য্যাভাবও অসৎ। যদি এপ্রকার বল যে সৎকার্য্য পক্ষে কারক ব্যাপারের আনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহা আছে কর্ত্তা তাহার আর কি করিবে? যেমন পূর্ব্ব সিদ্ধ কারণের স্বরূপ নিষ্পত্তির জন্য কোনও ব্যক্তি প্রবৃত্ত করেনা। সেইরূপ কার্য্যের জন্য ও যত্নবান্ না হওয়াই উচিত। কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর কাহার জন্য যত্ন করিবে। চক্রদণ্ড প্রভৃতি কারকের আয়োজনেরই বা প্রয়োজন কি? তদ্বিষয়ে চেষ্টারই বা আর আবশ্যক কি? সুতরাং স্বীকার করিতে বাধ্য যে কারক ব্যাপার কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে থাকেনা। ইহা পরেই

কার্য্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েঽপি ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়েত ব্যাপ্রিয়তে চ। অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্ত্বায় মন্যামহে প্রাগুৎপত্তেরভাবঃ কার্য্যস্যেতি। নৈষ দোষঃ। যতঃ কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্যার্থবত্ত্বমুপপদ্যতে। কার্য্যাকারোঽপি কারণস্যাত্মভূত এব, অনাত্মভূতস্যানারভ্যত্বাদিত্যভাণি। ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথা প্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, মম পিতা মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র তত্র যুক্তং নান্যত্রেতি চেৎ, ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ।

হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এইযে কার্য্যদ্রব্য থাকিলেও কারকের আয়োজন এবং সেই সমুদায়ে ক্রিয়াযোগ দোষনীয় বা নিরর্থক নহে। কার্য্য অবশ্য থাকে এই কথা স্বীকার করি কিন্তু কার্য্য কার্য্যাকারে থাকেনা। যেহেতু কার্য্যাকারে থাকে না সেইহেতুই কার্য্যকারিতা সম্পাদনার্থ কারক ব্যাপারের আবশ্যকহয়, ইহা স্বীকার্য্য। কারক ব্যাপার কার্য্যাকার প্রাপ্ত করায়। সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে। সেইকার্য্যাকারও কারণের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। যে দ্রব্য যাহার স্বরূপনির্ব্বাহক নহে, তাহা তাহার আরভ্য ও নহে। এই কথা পূর্ব্বেইবলা হইয়াছে। আকৃতিগত বিভিন্নতা দ্বারা বস্তুর বিভিন্নতা হইতে পারেনা। যদি আকৃতি গত বৈলক্ষণ্যানুসারেই বস্তুবৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইত তাহা হইলে একই মনুষ্য সময়ে হস্তপদসংকুচিত করিয়া অন্য সময়ে হস্তপদাদি প্রসারণ পূর্ব্বক পরিদৃশ্যমান হওয়ায় তাহার বিভিন্নতা প্রতীতি হইত কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া মনুষ্য এক ইহাই প্রতীতি হয়। পূর্ব্বসঙ্কুচিত হস্তপাদবিশিষ্ট মানুষই অধুনা হস্তপদাদি প্রসারিত করিয়াছে ইহা প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণসিদ্ধ। প্রত্যহই পিতামাতা প্রভৃতি স্বতন্ত্রাকারে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন কিন্তু সেই পিত্রাদি যে নিত্য নূতন এমন নহে। বিভিন্নাকার দর্শন কালেও আমার পিতা আমার মাতা আমার ভ্রাতা এবম্বিদ প্রকারেই জ্ঞান হয়। প্রতিদিন পিত্রাদি দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যহ তাহার জন্মও উচ্ছেদ হয়না। যে হেতু পিত্রাদি শরীর অভিন্ন সেইহেতু তাহা জন্মও উচ্ছেদশূন্য ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অদৃশ্যমানানামপি ঘটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানামঙ্কুরাদিভাবেন দর্শনগোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাং অপচয়বশাদদর্শনতাপত্ত্যুচ্ছেদসংজ্ঞা। তত্রেদৃক্‌জন্মোচ্ছেদান্তরিতত্বেন চেদসতঃ সত্বাপত্তিঃ সতশ্চাসত্বাপত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ। তথা বাল্যযৌবনস্থাবিরেষ্বপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ। যস্য পুনঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং তস্য নির্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ, অভাবস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। আকাশস্য হননপ্রয়োজনখড়্গাদ্যনেকায়ুধপ্রসক্তিবৎ। সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, অন্য-

---

দুগ্ধের উচ্ছেদ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধ ও দধি ভিন্ন পদার্থ। এইরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু দুগ্ধই দধ্যাকারে এবং মৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখাযায়। অতএব তাহাতে উচ্ছেদ বা জন্ম এতদুভয়ই অসিদ্ধ। বটবৃক্ষাদি তত্তৎবীজে অদৃশ্য থাকে, অদৃশ্য থাকিবার কারণ সূক্ষ্মতা। অনন্তর সজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের প্রবেশ দ্বারা ক্রমশ বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি হইলেই অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই রূপ দৃশ্য হইলেই তাহার জন্ম হইল এবং অবয়বের উপচয় বশতঃ যখন তাহা একেবারেই দেখা যায়না তখনই তাহার বিনাশ হইল এই প্রকার বলা যায়। যদি ঈদৃশ জন্মও বিনাশ দেখিয়া বস্তুর বিভিন্নতা স্বীকার কর বা অনুমান কর এবং তজ্জন্যই অসতের উৎপত্তি এবং সতের বিনাশ হয় এই কথা মানিয়া লও তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে গর্ভস্থ শিশু এবং উত্থানশায়ী পরাপর বিভিন্ন। অধিকন্তু বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থারও একই ব্যক্তির বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। যদি আপত্তিমুখে তাহা স্বীকার করিতে চাও তবে পিত্রাদি ব্যবহার পূর্ব্বেই বিদুরিত করিতে হইবে।

এই বিচার দ্বারা অসদ্বাদ নিরসনপূর্ব্বক যুক্তিদ্বারা ক্ষণিকবাদের ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকেনা, তাহার কোনও আকার থাকেনা এই প্রকার বলিলে কারকব্যাপারের উচ্ছেদ সাধিত হয়। কারণ অভাব পদার্থ কাহারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য

ব্যয়েণ কারকব্যাপারেণান্যনিষ্পত্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যৈবাত্মাতিশয়ঃ কার্য্যমিতি চেৎ, ন, অতস্তর্হি সৎকার্য্যতাপত্তিঃ। তস্মাৎ ক্ষীরাদীন্যেব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্ত ইতি ন কারণাদন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্। তথা চ মূলকারণমেবান্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চৈতদবগম্যতে। পূর্ব্বসূত্রে· সদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ, ততোঽন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরম্। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি "তদ্ধৈক আহুঃ" "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি চাসৎপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাক্ষিপ্য

হইতে পারেন না। শত সহস্র খড়্গের প্রহারেও আকাশ কখনও ভিন্ন হয় না, কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই ব্যাপৃত হয় এ কথাও বলা যায় না। যেহেতু একের ব্যাপারে অন্যের উৎপত্তি একান্তই অসম্ভব। যদি সম্ভব বল তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। দণ্ডচক্রাদিকারক মৃত্তিকায় ব্যাপৃত হইলে তাহা হইতে কি কখনও সুবর্ণোৎপত্তি হইয়া থাকে? অবশ্যই তাহা হয় না। কার্য্যকে সমবায়ী কারণের আতিশয্য বিশেষও বলা যায়না। কেননা তাহা বলিলে তোমাকে সৎকার্য্যবাদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে দুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদি ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয় এবং শতবর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কার্য্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হইবে না। প্রদর্শিত বিচার ফল ইহাই বুঝিতে হইবে যে একমাত্র মূল কারণই চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে নটের ন্যায় সমুদায় ব্যবহারের বিষয় হইতেছে।

উল্লিখিত যুক্তিতে উৎপত্তির পূর্ব্বকার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব সিদ্ধ হইল। যেমন যুক্তি দ্বারা ইহা জানিতে পারা গেল সেইরূপ শব্দান্তরের দ্বারায় তাহা জানা যায়। পূর্ব্ব সূত্রে যে অসৎ উল্লেখপূর্ব্বক উদাহরণ পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সচ্ছব্দই শব্দান্তর। শ্রুতিতে সৎ শব্দের উল্লেখ হেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব এবং কারণের অভিন্নত্ব স্পষ্ট বুঝা

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধারয়তি। তত্রেদংশব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য শ্রূয়মানত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ। যদি তু প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং স্যাৎ পশ্চাচ্চোৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ তদাহন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ। তত্র 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্ত্বিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে কিময়ং পটঃ কিঞ্চান্যৎ দ্রব্যমিতি, স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং স পট এবেতি প্রসারণেনাভিব্যক্তো গৃহ্যতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোহপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো

যায়। শ্রুতি বলিতেছেন "হে সৌম্য! এ সকল পূর্ব্বেই ছিল, তাহা একই ইহার আর দ্বিতীয় নাই।" কেহ কেহ বলেন যে এই সকল পূর্ব্বে অসৎ ছিল এই প্রকারে অসদ্বাদ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া অনন্তর "কেমন করিয়া অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে" ইত্যাদিরূপে প্রতিবাদ করতঃ পরে এই সমস্ত সৎই ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিতে ইদং শব্দ বোধ্য জগৎ কার্য্যের সহিত সৎ শব্দ বোধ্য ব্রহ্মকারণের সামানাধিকরণ্য কথিত হওয়ায় কার্য্যের সত্তা এবং কারণের অভিন্নতা প্রতীতি হইতেছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকেনা, কারকব্যাপারই নূতন উৎপন্ন হয়, কারণে সমবেত হয় এই প্রকার বলিলে কার্য্যকারণের ভেদ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে কারণজ্ঞানাধীন কার্য্যজ্ঞান সিদ্ধি, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্য কারণাকারে থাকে। সুতরাং সে কারণাতিরিক্ত নহে। এইপ্রকার বলিলে প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয়। কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

সংবেষ্টিত বস্ত্র স্পষ্টরূপে জ্ঞান গোচর হয়না, বস্ত্র কি অন্য কোনও দ্রব্য তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা বিস্তৃত হইলে স্পষ্টই বস্ত্র বলিয়া বুঝা যায়। যদি বা সম্বেষ্টিত বস্ত্রকে বস্ত্র বলিয়া জানা যায় তবুও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি জানিতে পারা যায় না কিন্তু উহাকে বিস্তার করিলে সমুদায়ই জানিতে পারা যায়।

হ্যতে স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ং ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকার্য্যমস্পষ্টং সং তুরীবেম-হুবিন্দাদিকারকব্যাপারাভিব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপটপ্রসারিত-পটন্যায়েনৈবানন্যৎ কারণাৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

যথা চ প্রাণাদি॥ ২০॥

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্ররূ-পেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং, ষেব প্রাণভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসরণাদিকমপি কার্য্যা-রং নির্ব্বর্ত্ত্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাদন্যত্বং সমীরণস্বভাবা-শেষাৎ। এবং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্য-ং তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-জ্ঞাতং বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি॥ ২০॥

স্থলে সঙ্কোচিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে, একই। সেইরূপ সূত্রাবস্থ বা রণাবস্থ বস্ত্রাদিও বিস্পষ্ট প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন তাহা তুরী-বেমাও হুবায় প্রভৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট হয় তখন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দৃষ্টান্ত রাও নিশ্চয় করা যায় যে কার্য্য, কারণ হইতে পৃথক নহে॥ ১৯॥

লোকমধ্যেও দেখা যায় প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ াণায়াম কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে তাহা মাত্র কারণ রূপে অবস্থান করে, এ বস্থায় কেবল জীবনকার্য্যই নির্ব্বাহিত হয়। শরীরের আকুঞ্চন বা প্রসারণ ছুই হয় না, সময়ান্তরে আবার ঐ সকল প্রাণ বৃত্তিমান্ হয়। বৃত্তিমান্ য়া জীবনাতিরিক্ত আকুঞ্চনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। উক্তপ্রাণপঞ্চক প্রাণের প্রভেদ সেই মূলপ্রাণ হইতে উক্তপ্রাণপঞ্চকের প্রভেদ নাই। সক-বায়ুস্বভাব, সুতরাং সকলগুলিই বস্তুত এক, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। র্য্য কারণ যে বাস্তবিক অভিন্ন তাহা এই প্রাণাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও নিশ্চয় া গেল। যেহেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য ও ব্রহ্মভিন্ন, সেইহেতু শ্রুত্যুক্ত বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞাও সুসিদ্ধ হইল॥ ২০॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

অন্যথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে। চেতনাদ্ধিজগৎপ্রক্রিয়ায়ামাশ্রীয়-মাণায়াং হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। কুতঃ, ইতরব্যপদেশাৎ। ইত-রস্য শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি প্রতিবোধনাৎ। যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বদ-র্শনাৎ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি চ পরা দেবতা জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নং শারীর ইতি দর্শয়তি। তস্মাৎ যদ্‌ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তচ্ছারীরস্যৈবেতি। অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ

চেতনব্রহ্মই জগৎ কারণ এই মতের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকরনাদি দোষ আশ্রয় করে। যেহেতু শ্রুতি ইতরের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন। যথা শ্রুতি "হে শ্বেতকেতো! তাহাই আত্মা এবং তুমিই তাহা।" অথবা ইতর-শব্দে জীবভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম। শ্রুতি তাহার জীব হওয়া বলিয়াছেন যথা, ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন। এই শ্রুতিতে দেখাযায় সৃষ্টিকর্ত্তা অবিকৃত ব্রহ্মই সৃষ্টপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব। সেই দেবতা আলোচনা করিলেন আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব। এতৎ শ্রুত্যুক্ত পরা দেবতা জীবকে আত্মশব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং জীবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব একই কথা। যদি ব্রহ্ম ও জীবসৃষ্টি এক হয় তবে ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয় সে অবশ্যই আপনার মঙ্গলজনক কার্য্য করে। যে কার্য্যে আপনার অনিষ্ট হয় কদাচ এরূপকাজ করেনা। ব্রহ্মই যদি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে যাহাতে জন্ম মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট আছে তাহা করিবেন কেন যিনি পরাধীন নহেন, স্বাধীন, তিনি কি কখনও স্বয়ং কারাগৃহ নির্ম্মা করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করেন! সুনির্ম্মল স্ফটিকপ্রভ ব্রহ্ম কি জন্য মলি

সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্। ন হি
কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতি। ন চ স্বয়মত্যন্তনির্ম্মলঃ
সন্নত্যন্তমলিনং দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিদ্যৎ দুঃখকরং তদিচ্ছয়া
জহ্যাৎ সুখকরঞ্চোপাদদীত। স্মরেচ্চ, ময়েদং জগদ্বিবিধং বিচিত্রং বিরচিতমিতি,
সর্ব্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি। যথা চ
মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়ামিচ্ছয়াঽনায়াসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোঽপি
ইমাং সৃষ্টিং উপসংহরেৎ, স্বকীয়মপি তাবৎ শরীরং ন শক্রোত্যনায়াসেনোপসং-
হর্তুম। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাদন্যাষ্যা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়েতি মন্যতে॥ ২১॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ॥ ২২॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-
স্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতকরণাদয়ো
দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্ত্যহিতং বা পরিহর্ত্তব্যং

দেহকে আত্মভাবে গ্রহণ করিবেন! যদিও তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়াছেন
তথাপি যাহা দুঃখময় তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে এবং যাহা সুখকর
তাহা গ্রহণ করিতে না পারিবার কারণ কি? যে ব্যক্তি যখন যাহা করে সে
ব্যক্তি তাহা স্মরণ ও করিতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্যই কার্য্য করিবার পর
স্বকৃত কার্য্যকে আমি এই কাজ করিয়াছি এইরূপ স্মরণ করিতে দেখা যায়।
অতএব জীব ব্রহ্মের ও একথা মনে থাকা উচিৎ যে আমিই এই জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছি। যেমন বাজিকর স্বোদ্ভাবিত মায়াকে স্বেচ্ছাক্রমে অক্লেশে
উপসংহার করে। জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মও তদ্রূপ অবলীলাক্রমে স্বকৃত বিষমসৃষ্টি
ও শরীরকে স্বেচ্ছায় অক্লেশে উপসংহার করিতে না পারিবার কারণ কি!
অতএব অমঙ্গল কার্য্য দেখা যায় বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে, চেতন ব্রহ্ম এই
জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন॥ ২১॥

তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ায় আপত্তি নিরাস
করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, তিনি জীব
হইতে অধিক, সুতরাং ভিন্ন। তাঁহাকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলাযায়, জীব

নিত্যমুক্তত্বাৎ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি, সর্ব্ব-জ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্ত্বনেবম্বিধঃ। তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতকরণাদয়ো দোষাঃ। ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ। ভেদনির্দ্দেশাৎ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি, শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্ম-নান্বারূঢ়ঃ, ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নন্বভেদনির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ, তত্ত্বমসি ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্। নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনোভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবঞ্জাতীয়কেনাঽভেদনির্দ্দেশেনাঽ-ভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবত্যপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃ-

---

স্রষ্টা নহেন। ব্রহ্মে হিতাকরনাদি দোষের প্রসক্তি নাই। ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত। সুতরাং ব্রহ্মের হিতাহিত কোনপ্রকার কর্ত্তব্যই নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, সেকারণে তাঁহার জ্ঞানের বা শক্তিবিশেষের আবশ্যক করেনা। জীব কিন্তু সেইরূপ নহে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা কিছুই নাই। জীবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বপক্ষে এই সকল দোষ আছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া জীবকে স্রষ্টা বলা যায়না। কেননা শ্রুতিতে তাহার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি যথা, "হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা আত্মা-রই সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য"; "আত্মাই অন্বেষণীয় এবং আত্মাই বিচারনীয় হে সৌম্য! সেই কালে আত্মা সৎসম্পন্ন হন। জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মায় অন্বারূঢ়" ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতিতে যে কর্ত্তৃকর্ম্মের প্রভেদ উল্লেখ আছে, সেই উল্লেখ দ্বারাই ব্রহ্মের জীবাধিকতা দর্শিত হইয়াছে। অবশ্য একথাও বলিতে পার যে, ভেদ উপদেশের ন্যায় অভেদ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। অভেদ উপদেশ বিষয়ক শ্রুতি যথা, "তিনিইতুমি" অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায় যে, ভেদাভেদ উভয়বিধ নির্দ্দেশ থাকিলেও কোনও দোষ হয়না। মহাকাশও ঘটাকাশদৃষ্টান্তে উভয় উভয় প্রকারই সম্ভবপর হয়। ইহা পূর্ব্বে অনেক বার প্রদর্শন করা হইয়াছে আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যখন "তিনিইতুমি" এইরূপ উপদেশ দ্বারা

ত্বম্। সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যক্‌জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ সংসারো ন তু পরমার্থতোঽস্তীত্যসকৃদবোচাম জন্মমরণছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ইত্যেবঞ্জাতীয়কেনভেদনির্দ্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মণঃ অধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহার্হা মণয়ো

অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয় তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব উভয়ই পরিত্যক্ত হয়। কারণ যে কিছু ভেদজ্ঞান তাহা সমস্তই মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত। সেই জন্যই সম্যক্ জ্ঞান তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয়। অতএব পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিইবা কোথায়, অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায়? যে হেতু পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই পারমার্থিক দোষও নাই। অবিদ্যাজনিত অব্যক্ত নামরূপ, তজ্জনিত কার্য্যকরণ সঙ্ঘাত, সেই সঙ্ঘাতই উপাধি, এই উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত করা, নাকরা, এতদ্রূপ সংসার ভ্রম জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে, সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেক বার বলিয়াছি ও বুঝাইয়া দিয়াছি। জন্ম, মরণ, ছেদন, ভেদন এসকল অভিমান যদ্রূপ সংসার তদ্রূপ অর্থাৎ পরমার্থ সৎ নহে। জ্ঞানোদয় হইলে স্রষ্টৃত্বাভিমান নাশ হয় সত্য কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্ব্বে অবাধিত থাকে। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যে ভেদব্যবহার নাশ পায় না শ্রুতি তাহাই অনুবাদ পূর্ব্বক "তিনিই জীবে অন্বেষণীয়, তিনিই বিচারনীয়" ইত্যাদি প্রকার ভেদকরিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই উপদেশ দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকত্ব অনুভূত হয় এবং অহিতাচরণাদি দোষপ্রশক্তির অবরোধকরে ॥২২॥

প্রস্তর পৃথিবীর বিকার। সমস্ত প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব থাকিলেও কোনও প্রস্তর মহামূল্য ও মহাগুণ, কোনও প্রস্তরমধ্যে গুণ, কোনও প্রস্তর কেবল লোষ্ট্রকার্য্য-

বজ্রবৈদূর্য্যাদয়োঽন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়োঽন্যে প্রহীণাঃ শ্ববায়সপ্রক্ষেপণার্হা পাষাণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে। যথা চৈকপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণামপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিম্পাকাদিষূপলভ্যতে। যথা চৈকস্যাপ্যন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যঞ্চোপপদ্যত ইত্যতস্তদনুপপত্তিঃ। পরপরিকল্পিতদোষাঽনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রমাণ্যাদ্বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবচ্চেত্যভ্যুচ্চয়ঃ॥ ২৩॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি॥ ২৪॥

চেতনং ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারো মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে। ব্রহ্মচাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্। তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং

কারী, একই বীজ পৃথিবীতে বপন করাহয়, কিন্তু তাহার পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও রসাদি নানাপ্রকার হইতে দেখাযায়। একমাত্রই অন্ন, রস, রক্ত ও লোমরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞভেদ ও অন্য ২ বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। অতএব তাহাতে পরকল্পিত দোষের অনুপপত্তি থাকিয়াই যায়। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ, ("নিরপেক্ষরবাশ্রুতিঃ") তাহাতে কথিত আছে বিকার সকল কথামাত্র, সুতরাং সে সকলের স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিচিত্রতা সুসম্ভব॥২৩॥

আপত্তি সূত্র। এক অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা এই কথার উপপত্তি হয়না যেহেতু ইহা দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। লোকসমাজে কারণকূট সংগ্রহ পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখাযায়। কুলাল ঘটকার্য্যের কর্ত্তা। কুম্ভকার মৃত্তিকা, দণ্ডচক্র, সূত্র প্রভৃতি অনেক উপাদান সংগ্রহ করতঃ ঘট নির্ম্মাণ করে। এই সকল উপকরণ ব্যতীত কিছুই করিতে সক্ষম হয়না। তোমার মতে ব্রহ্ম এক, অসহায়। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যদি অন্য কিছুনা থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উপকরণাদির একটীও থাকিলনা, সুতরাং একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব মিথ্যা ইহা

স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যেত। তস্মান্ন ব্রহ্মজগৎকারণমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতেঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। নন্থ ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং, কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবতীঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব ত্বার্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ নৈবৌষ্ণ্যাদিনাঽপি বলাদ্ দধিভাবমাপদ্যেত। ন হি বায়ুরাকাশো বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি—

> ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে বাধ্য যে ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা নহেন। এপ্রকার আপত্তিতে বলা যায় যে, ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে দত্ত দোষ সম্ভব হয় না। যেহেতু দুগ্ধাদির উদাহরণে একের বহুভাবিত্ব উপপন্ন হয়।

দুগ্ধ ও জল ক্রমে দধিও হিমানীরূপে পরিণত হয়। তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের অপেক্ষা করেনা। এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হইতে পারে, অথ চ তাহাতে অন্য কোনও কারণান্তরের অপেক্ষা করেনা। যদি এই প্রকার আপত্তি কর যে, দুগ্ধ যে দধিরূপে পরিণত হয় তাহা বাহ্যসাধনের সাহায্যেই হয়। তাহাতে উষ্ণতার সাহায্য আছে। সুতরাং দুগ্ধের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে সাধক হইলনা। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইযে, দধি ভাবের প্রতি উষ্মাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষাবহ নহে। দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উষ্মাদি তাহার শীঘ্রতা মাত্র জন্মায়। যদি দুগ্ধ নিজে দধিভাবপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে উষ্মাদি কি বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে দধি করিতে পারে? যদিবল, জোর করিয়াই করে, তবে একথা জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত হইবেনা যে উষ্মা বায়ুকে এবং আকাশকে কেন দধি করিতে পারে না? সাধন সহায়ীর পূর্ণতাসম্পাদন ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারেনা। ব্রহ্ম স্বয়ংই

পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি।

তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদবিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

স্যাদেতৎ। উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবো দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে। কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহায়ং প্রবর্ত্তেতি দেবাদিবদিতি ব্রূমঃ। যথা হি লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোঽনপেক্ষ্যৈব কিঞ্চিদ্বাহ্যং সাধনমৈশ্বর্য্যবিশেষযোগা-

---

পূর্ণশক্তি। সেকারণ তাহার শক্তিপূরণের জন্য অন্য কিছুর কল্পনা করিতে হয়না। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন। শ্রুতি যথা, "তাঁহার কার্য্যনাই, কারণও নাই, তাঁহার সমানও অধিক দেখাযায় না"। শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি এবং স্বাভাবিকজ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উল্লেখ আছে। যে হেতু ব্রহ্ম পূর্ণ-শক্তি, সেইহেতু ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা উপপন্ন হইয়া থাকে ॥২৪॥

আপত্তি সূত্র। দুগ্ধও ব্রহ্ম সমস্বভাব নহেন। দুগ্ধ অচেতন সুতরাং দুগ্ধ বিনা বাহ্যসাধনে দধি হইতে দেখিয়াছ। কুম্ভকার চেতন, তাহাকে বিনা সাধনে কার্য্য-করিতে দেখা যায় না। প্রত্যুত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তবে তুমি কি দেখিয়া বা কিপ্রকারে বল যে, চেতন ব্রহ্ম একাকী জগৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন! কোনও একক চেতনকে ত বিনা উপাদানে কার্য্য করিতে অদ্যাপি দেখ নাই। এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে দেওয়া যায় যে দেবতাদির দৃষ্টান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ইহাঁরা যেমন মহাপ্রভাবও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে কেবল মাত্র স্বমহিমাবলে অভিধ্যানমাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা, ও রথাদি নির্ম্মাণ করেন, এই কথা মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্যে

ভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ, তন্তুনাভশ্চ স্বত এব তন্তূন্ সৃজতি, বলাকা চান্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্মানপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি। স যদি ব্রূয়াদ্ য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা উপাত্তাস্তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা সমানস্বভাবা ন ভবন্তি। শরীরমেব হ্যচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদিবিভূত্যুৎপাদনেোপাদানং ন তু চেতন আত্মা। তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাল্লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি। বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্গর্ভং ধত্তে। পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতনেনৈব শরীরেণ সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরমুপসর্পতি বল্লীব বৃক্ষং ন তু স্বয়মেবাচেতনা সরোঽন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে। তস্মান্নৈতে ব্রহ্মণোদৃষ্টান্তা ইতি। তং প্রতি-

---

নিশ্চয় করাযায়। সেইরূপ ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মাকড়শা একাকীই সূত্র সৃষ্টি করে। বক পক্ষী বিনা মৈথুনে গর্ভ ধারণ করে। পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে না। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত হইবেনা যে, চেতন ব্রহ্ম বিনা বহিঃ সাধনে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। বাদী যদি এখনও একথা বলেন যে প্রদর্শিত দেবাদি দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সামঞ্জস্য হয়না। যেহেতু দেবাদির শরীর আছে, তাঁহারা অচেতন। অচেতনদেহই তাহাদের ঐশ্বর্য্যোৎপাদনের সহায়। তন্তুনাভ সকল ক্ষুদ্রজীব ভক্ষণকরে, তাহাতে তাহাদের লালাস্রাব হয়, সেই লালা কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া সূত্রাকার ধারণকরে। মেঘগর্জ্জন শ্রবণে বকীর গর্ভ হয়। পদ্মিনীও বৃক্ষে লতারন্যায় চেতন জীবকর্তৃক সরোবর হইতে সরোবরে প্রাপিত হয়। চেতন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রস্থান করিতে অসমর্থা। অতএব এই সকল ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। বাদীএই প্রকার আপত্তি করিলে উত্তরপক্ষে বক্তব্যএই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত হইবেনা। যেহেতু কেবল মাত্র কুলালের সহিত দেবতার বৈলক্ষণ্য দেখানই

ক্রমান্নায়ং দোষঃ। কুলালাদিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাদিতি। যথা কুলালাদীনাং দেবাদীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্য ইত্যেতাবৎ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃ তথা সর্ব্বেষামেব ভবিতুমর্হতীতি নাস্ত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৫॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা॥ ২৬॥

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদ্দেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমাণং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনরাক্ষিপতি—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নস্যাস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভবিষ্যত্ততোঽস্যৈকদেশঃ পর্য্যণংস্যত একদেশশ্চা বাস্থাস্যত। নিরবয়বন্তু ব্রহ্মশ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে—

উক্ত দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত, কুলালও চেতন, দেবতাও চেতন। সেই অংশে সমান হইলেও কুলাল বাহ্যসাধনসংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেনা। কিন্তু দেবতা বাহ্য সাধন ব্যতীতই কার্য্য করিতে পারেন। ইহাই আংশিক দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মচেতন হইলেও তাহার কার্য্যে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা নাই, এই মাত্র দেবতাদি দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত। ফলিতার্থ এই যে একের যে সামর্থ্য হইবে, অপরের যে তদ্বৎ সামর্থ্যাদি হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই॥ ২৫॥

চেতনও অদ্বিতীয় এক ব্রহ্মই দুগ্ধাদিরও দেবতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহ্য সাধ ব্যতীত জগদ্রূপে পরিণত হন। এই সিদ্ধান্ত অকাট্য হইলেও পুনরায় শাস্ত্র পরিশুদ্ধির জন্য পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা হইতেছে। যেহেতু ব্রহ্ম নিরাকা সেই হেতু সমুদায় ব্রহ্মই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্ম যদি পৃথিবী সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ব্রহ্মের একাংশে জগৎ হইয়াছে অবশিষ্টাংশ অবিকৃতই আছে। ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, সাবয়ব নহেন, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন। তদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা, "ব্রহ্ম নিরবয়ব, ক্রিয়া শূন্য, শান্ত, অনিন্দনীয় নিরঞ্জন। সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত্ত, জন্মাদি বর্জ্জিত এবং তিনিই বাহিরেও অন্তরে পূর্ণাবস্থায় বিরাজমান। এই মহদ্ভূত, অনন্ত অপার, কেবল বিজ্ঞান।

'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ'॥

ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং, বিজ্ঞানঘন এব, স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽস্থূলমনণু, ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভ্যঃ। ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং মূলচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চাপন্নমযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য। তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ। অজত্বাদিশব্দব্যাকোপশ্চ। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাস্তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি॥ ২৬॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ২৭॥

তু-শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। ন খল্বস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষোঽস্তি। ন তাবৎ

সেই ইনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, তিনি কেবল মাত্র অস্তি এতদ্রূপে জ্ঞেয়। আত্মা স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন" ইত্যাদি। যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই হেতু ব্রহ্মের আংশিক বিপরিণামও অসম্ভব। সুতরাং মানিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইতেছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে তাঁহার ভিত্তি থাকে না। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে ইহাই পাওয়া যায়। যদি মূল ভিত্তিই না থাকে তবে "তাঁহাকে দেখিবেক, তাঁহাকে জানিবেক" ইত্যাদি উপদেশ ব্যর্থ হইল। কেননা কার্য্যমাত্রেই অযত্ন দৃশ্য। আবার ইহাও প্রতীতি হয় যে তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্মের এইরূপ পারিণামিক জন্মবিনাশ পদে পদে স্বীকার করিলে "ব্রহ্ম অজর, ব্রহ্ম অমর" ইত্যাদি শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি ঐসকল দোষ পরিহার মানসে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিতে চাও, তাহাহইলে নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক। সাবয়ব পক্ষে ব্রহ্মের নশ্বরত্বাপত্তি উপস্থিত হয়। কোনও রূপেই সাবয়বপক্ষ সমর্থন করা যায় না॥ ২৬॥

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনাভিপ্রায়ে সূত্রে তু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে বেদান্তবাদীর পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ সম্ভব

কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি। কুতঃ। শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে। প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদে ব্যপদেশাৎ। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন জীবেনাত্ম নানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাৎ। তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ। সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্য-ভাবেনোপযুক্তং স্যাৎ 'সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণমনুপপন্নং স্যাৎ। বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ, তথেন্দ্রিয় গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণো বিকারস্য চেন্দ্রিয়গোচরত্বো-পপত্তেঃ। তস্মাদস্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম। নচ নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপোঽস্তি শ্রূয়মাণ-ত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপ্যভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদি-

---

হয় না। সমুদায় দোষের ত আদৌ সম্ভবনাই নাই। যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি এবং জগৎ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থিতি উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা, "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই ত্রিদেবাত্মক আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব। যাহা বলা হইল সমস্তই ব্রহ্ম পুরুষের মহিমা, পরন্তু ব্রহ্ম পুরুষ এই সমুদায় হইতে অধিক। এই সমুদায়-ভূত তাঁহার একপাদ, অপর ত্রিপাদ মুক্তে ও স্বর্গে অবস্থিত। তাঁহার অবস্থিতি হৃদয়ে এবং তিনি সৎসম্পন্ন"। এই শ্রুতিতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে সুপ্তিকালের "হে সোম্য! জীব যখন সৎসম্পন্ন হয়, এই বিশেষণের কোনও সার্থকতা থাকে না। কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি নিত্য, তাহা আগন্তুক অথবা নৈমিত্তিক নহে। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকাতেই উহা স্বীকার্য্য। আরও দেখ বিকার ইন্দ্রিয়গম্য, কিন্তু শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হইবেক, অবিকৃত ব্রহ্ম একজন আছেন। শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকার করায় নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের অর্থের কোনও অনুপপত্তি নাই। ব্রহ্ম শব্দমূলক শব্দ-প্রমাণক। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষ প্রমাণক নহেন। সেই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপ যথা শব্দ অর্থাৎ শব্দানুরূপ। শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের

প্রমাণকং তদ্‌যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্। শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়ত্যকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি,* কিমুতাঽচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ইতি।

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ। নমু শব্দেনাপি ন শক্যতে

অবস্থান প্রতিপাদন করিয়াছেন। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদি নিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও বহুবিরুদ্ধ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা যায় না। অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এই সমুদয় যখন বিনা উপদেশে কেবল মাত্র তর্কে জানা যায় না, তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শব্দপ্রমাণ ব্যতিরেকে জানা যাইবে না ইহা বলাই বাহুল্য।

এই কথা পৌরাণিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যেবস্তু অচিন্তনীয়, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে না। যাহা প্রকৃতির পর তাহাই অচিন্ত্য। এই জন্যই বলি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দমূলক। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক নহে। যদি বল যে, শাস্ত্রও লোকপ্রসিদ্ধার্থের বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতে পারে না।

ব্রহ্ম নিরবয়ব অথচ তাহার একাংশ পরিণাম হয়, এইপ্রকার অর্থ বিপরীতার্থ। যদি ব্রহ্মকে নিরবয়ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার পরিণাম হয় না। যদি বল হয়, ত সমস্তই হয়। এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপাবস্থান করেন। এইরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি বিকল্পাশ্রয় কর, তাহা হইলে ক্রিয়া-বিষয়ক বিরোধ পরিহার করিতে পার,

বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বঞ্চ ব্রহ্ম পরিণমতে ন চ কৃৎস্নমিতি, যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যান্নৈব পরিণমেত, কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমেত কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়ে হি 'অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি, ইত্যেবঞ্জাতীয়কায়াং বিরোধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি পুরুষতন্ত্রত্বাদনুষ্ঠানস্য। ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি, অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্বস্তুনঃ। তস্মাদ্দুর্ঘটমেতদিতি। নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হ্যবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি। অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমা-

---

বটে কিন্তু বস্তু-বিরোধের সমাধান করিতে পারিবে না। অতিরাত্রাখ্যযাগে সসোমক পাত্র গ্রহণ করিবেক, অতিরাত্র নামক যাগ ভিন্ন অন্য যাগে সোমপাত্র লইবে এই বিরুদ্ধবাক্যদ্বয়ের পরিহারার্থে বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেননা এতাদৃশ স্থলে বিকল্পাশ্রয় ভিন্ন বিরোধসমাধানের আর পথ নাই। গ্রহণ করা না করা উভয়ই কর্ত্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যজমান ষোড়শী গ্রহণ করিতেও পারেন, না ও করিতে পারেন। অতএব তদনুযায়ী বিকল্পও হইতে পারে। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্প ব্যবস্থা হইতে পারেনা। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিরুদ্ধ প্রতীতিস্থলে শব্দের প্রামাণ্য সুকঠিন। এই বিষয়ে আমরা বলি কাঠিন্য দোষ হয় না। যে হেতু আমরা কল্পিতভেদের স্বীকার করিয়া থাকি। বাস্তবিক ভেদ স্বীকার করি না। অনেক লোকই চক্ষু দোষে দ্বিচন্দ্র ত্রিচন্দ্র দেখিয়া থাকে তাই বলিয়া চন্দ্র কি কখনও দুইটী বা তিনটী হয়? নামরূপমূলক, রূপভেদ মিথ্যা জ্ঞানমূলক। তাহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াত্মক। সত্য মিথ্যা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট রূপে নিরূপণীয় নহে। তদ্রূপ তুচ্ছও অনির্ব্বাচ্য কল্পিতভেদের দ্বারায় ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ ইহা সত্য; কিন্তু পারমার্থিকরূপে তিনি সর্ব্বব্যবহারের অতীত এবং অপরিণতই আছেন।

র্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চাবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চেয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিনামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ। সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা ত্বেষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ। 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' ইত্যুপক্রম্যাহ 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' ইতি। তস্মাদস্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোঽস্তি॥ ২৭॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥২৮॥

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাদিতি, যতঃ আত্মন্যপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূ-

---

কল্পিত নামরূপাদি যখন মিথ্যা, কেবলমাত্র কথার কথা, তখন কি জন্য তাহার নিরবয়বত্ব বোধক শব্দের ব্যাকোপ হইবে। যে হেতু পরিণাম জ্ঞান নিষ্ফল, পরিণাম জ্ঞানের কোনও ফল নাই, সেই হেতু পরিণামশ্রুতি পরিণামতাৎপর্য্যে অভিহিত নহে। সর্ব্বব্যবহারপরিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ। যে হেতু তাদৃশ ব্রহ্মাত্মতা জ্ঞানের ফল মোক্ষ কথিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথা,—"আত্মা ইহা নহে, আত্মা তাহা নহে" ইত্যাদিরূপে নিষেধ করিয়া "হে জনক! তুমি অভয়পদ পাইয়াছ।" অতএব আমাদের পক্ষে কোনও দোষাভাস নাই॥ ২৭॥

ব্রহ্ম এক অসহায় তাঁহাতে অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয়না। ইহা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? ইহা লইয়া বিবাদ করা উচিত নয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে, স্বপ্নদর্শী আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ তাঁহার স্বরূপ ঠিকই থাকে। স্বপ্ন বিষয়ক বিচিত্র সৃষ্টি শ্রুতি পাঠেও জানা যায়। "তথায় রথ নাই, রথবাহী অশ্বও নাই, পথও নাই, স্বপ্ন দ্রষ্টা কিন্তু স্বপ্নে রথ, অশ্ব ও পথ দেখেন"। লোকমধ্যেও দেবতা ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রভৃতিতে দেখা যায় তাঁহাদের

পানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানু-পমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

পরেষামপ্যেষ সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ। প্রধানবাদিনোঽপি হি নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণমিতি স্বপক্ষস্তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাভ্যুপগম-কোপো বা। নন্বু নৈব তৈর্নিরবয়বং প্রধানমভ্যুপগমাতে, সত্ত্বরজস্তমাংসি হি ত্রয়ো গুণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং তৈরেবাবয়বৈস্তৎসাবয়বমিতি, নৈবঞ্জা-তীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতো দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে, যতঃ সত্ত্বরজস্তমসাম-প্যেকৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বং একৈকমেব চেতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চ-স্যোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্ব-

---

স্বরূপ বিনাশ পায়না অথচ হস্তী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অদ্বৈত ব্রহ্মেও বিবিধাকার সৃষ্টি হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার স্বরূপও বিনষ্ট হইবে না ॥ ২৮ ॥

উক্ত স্বপক্ষ দোষ সাংখ্যবাদীর পক্ষে সমান। প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদি বিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত জগৎ কার্য্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ। এতৎ পক্ষেও নির-বয়বত্ব নিবন্ধন কৃৎস্ন প্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব এবং নিরবয়বত্ব প্রতিবোধক বাক্যের আনর্থক্যাপত্তি থাকিয়াই যায়। যদি বল সাংখ্যা-চার্য্য প্রধানকে নিরবয়ব বলেন না, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যা-বস্থাকে কপিলমুনি প্রধান বলেন। এই গুণত্রয়ই অবয়ব, অতএব প্রধান নিরবয়ব নহেন অর্থাৎ তিনি সাবয়ব। এই বিষয়ে বলা যায় যে, ঐরূপ সাব-য়বত্ব দ্বারা প্রস্তুত দোষের উদ্ধার হয় না, যে হেতু তাঁহাদের মতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রত্যেকে সমান নিরবয়ব এবং অন্য গুণদ্বয়ের সাহিত্যে সজাতীয় প্রপঞ্চের উপাদান হয়। তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে। তর্কের দ্বারা যথার্থ তত্ত্ব

মেবেতি চেৎ, এবমপ্যনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতা অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্ত ব্রহ্মবাদিনোঽপ্যবিশিষ্টাঃ। তথা, অণুবাদিনোঽপ্যণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানো নিরবয়বত্বাদ্‌যদি কাৎস্ন্যেন সংযুজ্যেত ততঃ প্রথিম্নাঽনুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। অথৈকদেশেন সংযুজ্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপ ইতি স্বপক্ষেঽপি সমান এষ দোষঃ সমানত্বাচ্চ নান্যতরস্মিন্নেব পক্ষ উপক্ষেপ্তব্যো ভবতি। পরিহৃতস্ত ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষদোষঃ ॥২৯॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥৩০॥

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তং, তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদুচ্যতে, সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতেত্যবগন্তব্যং, কুতঃ, তদ্দ-

---

নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। অতএব তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব গ্রহণ করিলেও অনিত্য দোষাদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যদি কার্য্যের বিচিত্রতা দেখিয়া সত্ত্বাদিনিষ্ট শক্তিপুঞ্জের অনুমান কর এবং তদনুরূপ সাবয়বত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে সেইরূপ সাবয়বত্ব বেদান্তবাদীর পক্ষে ইষ্ট ও সঙ্গত। ব্রহ্মবাদীও মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, অধিকন্তু পরমাণুবাদে স্বপক্ষ দোষও আছে। পরমাণুর কোনও অবয়ব নাই। সুতরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে নিরবয়বত্ব নিবন্ধন কৃৎস্ন সংযোগই হইবে। সমুদায় সংযোগ হইলে তাহা স্থূল হইবে না। যদি বল এক দেশ সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব এই কথা বলিওনা, সুতরাং অণুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমানই হইল। যে হেতু সমান দোষ সেই হেতু কেহ কাহার পক্ষে উক্ত দোষ উপক্ষেপ করিতে পারেন না। ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষ দোষ ক্ষালন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিমান তাহা জানা যায় নাই, তজ্জন্য উত্তর করা হইতেছে যে "সর্ব্বোপেতাচতদ্দর্শনাৎ", সেই পরমদেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্ত ইহা অবগত হইবে। যে হেতু প্রমাণভূত শ্রুতি

র্শনাং। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, ইত্যেবং জাতীয়কা ॥ ৩০ ॥

*বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

স্যাদেতৎ, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং 'অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনাঃ ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং সা সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ, দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তো বিজ্ঞায়ন্তে, কথঞ্চ 'নেতি' 'নেতি' ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়া দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবেদিতি চেৎ যদত্র বক্তব্যং তৎপুরস্তাদেবোক্তম্। শ্রুত্যবগাহ্যমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম ন তর্কাবগাহ্যম্। ন চ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথান্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তীতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষ-

---

তাহাই দেখাইয়াছেন। পরদেবতা সর্ব্বশক্তি সম্পন্না, "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম, সত্যসঙ্কল্প, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসন হেতু চন্দ্রসূর্য্য বিধৃত আছে।" ইত্যাদি শ্রুতিই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ করিতেছে॥৩০॥

শাস্ত্রকার বলিতেছেন, পরদেবতা নিরিন্দ্রিয়, যথা শ্রুতি, "তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, বাক্য রহিত ও মনরহিত। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে পারেন? দেবতা সকল চেতন, তাঁহারা অধ্যাত্মিক কার্য্যকারণসম্পন্ন, তৎকারণে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়া সেই সেই কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু পরদেবতা ব্রহ্মের দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই। এমন কি তাঁহার কোনও ধর্ম্ম নাই প্রত্যুত সর্ব্ব প্রকার বিশেষ তাঁহাতে প্রতিষিদ্ধ আছে। তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকিতে পারে! এই প্রশ্নের উত্তর করিতে যাহা বলা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবল মাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কের দ্বারা জানা যায় না। এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দৃষ্ট হয় অন্য ব্যক্তিতে সেই শক্তি তদনুরূপই থাকিবেক

স্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেনোক্তমেব। তথা চ শাস্ত্রং—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

ইত্যকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

অন্যথা পুনশ্চেতনকর্ত্তৃকত্বং জগত আক্ষিপতি। ন খলু চেতনঃ পরমাত্মেদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুমর্হতি। কুতঃ। প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্। চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রামামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুপযোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধানুবাদিনী শ্রুতিঃ 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' ইতি। গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চা-

---

এমন কোনও নিয়ম নাই। অতএব কোনও প্রকার বিশেষ না থাকিলেও পরব্রহ্মে সর্ব্বশক্তিযোগ অসম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বেই অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদস্বীকারপ্রসঙ্গে বলা হইল। এই বিষয়ে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণও আছে, যথা—"তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি গমন ও গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন। ইত্যাদি শ্রুতি ইন্দ্রিয়শূন্য পরব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন ॥ ৩১॥

চৈতন্য ব্রহ্ম জগন্নির্ম্মাণকারী, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি উদ্ভাবন করা হইতেছে। চেতনপরমাত্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, প্রবৃত্তিমাত্রেই সপ্রয়োজন। লোক মধ্যে দেখা যায় বুদ্ধি পূর্ব্বকারী চেতন পুরুষই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে। যে চেষ্টা নিতান্ত অল্প প্রয়োজনের উপযোগী বোধ না করিলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না। গুরুতর কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। এতদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ শ্রুতিও দেখা যায়। "হে মৈত্রেয়ি! সকলের কামনায় এই সকল প্রিয় নহে। আত্মকামনাতেই এই সমুদায় প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। উচ্চাবচও নানাপ্রকার জগৎ

বচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্। যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ। অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টস্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইত্যুচ্যেত, তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। তস্মাদশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিরিতি ॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

তুশব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ

প্রপঞ্চের রচনা করা অল্প প্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্টার কার্য্য নহে। যদি এই সৃষ্টি বিষয়ে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর, তাহাহইলে শ্রুতিশ্রাব্য পরমাত্মার নিত্যতৃপ্তির কি উপায় হইবে! এই দিকে আবার বলিতেছ প্রয়োজনব্যতীত কোনও কার্য্য কেহ করে না। যদি চ উন্মত্তাবস্থ ব্যক্তিকে বুদ্ধিদোষ বশতঃ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। এবং এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মার প্রবৃত্তিকে তাহার সহিত সমান করিতে চাও তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতির কি উপায় করিবে? এই সকল কারণেই বলিতে বাধ্য যে চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ হওয়া কোনও রূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

"লোকবত্," এই তু শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তি পরিহারের সূচনা করা হইয়াছে। যেমন লোক সমাজে রাজার অথবা মন্ত্রীর বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র লীলাখেলার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি বিনাপ্রয়োজনে কিম্বা বিনা উদ্দেশে স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় তদ্বৎ ঐশ্বরিক প্রবৃত্তিও উদ্দেশ্য ব্যতীত বা প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্বভাববশেই সম্পন্ন হইতে পারে। লীলাতেও যৎকিঞ্চিৎ উল্লাসি হয় বটে কিন্তু

প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন হীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্বরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্ব্বা। সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ। ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনাম-

---

শ্বাস প্রশ্বাসাদিতে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি থাকে না। কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই অমুকটা হইবে বা অমুক হউক এই প্রকার ভাবিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিক্ষেপ করেন না। তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের যে কালকর্ম্মসচিব মায়া শক্তি আছে সেই মায়া শক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবমূলেই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া হয়। কোনও ব্যক্তিই তাহা বারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ নহেন। জগৎ সৃষ্টিতে পরমাত্মার কোনও উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধান কিম্বা কিছু মাত্র প্রয়োজনও নাই। শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা ইহার একতরও প্রতিপাদন করা যায় না। তাহা হইলে পরমেশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি চুপ করিয়া কেন থাকেন না, ইত্যাদিরূপে প্রশ্নও হইতে পারে না। কেননা কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, স্বভাবরূপ কারণ আছে বলিয়াই এইরূপ কার্য্য হইতেছে। আমরা মনে ভাবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করা বড়ই গুরুতর কাজ, কিন্তু ভগবানের নিকট ইহা গুরুতর দূরের কথা লঘুতর, লঘুতর কেন, একটা কাজ বলিয়াই পরিগণিত নহে। তিনি অনন্তশক্তি, তাঁহার নিকট ইহা একমাত্র লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বা লৌকিক লীলায় বিন্দুমাত্র প্রয়োজনের উপলব্ধি করিতে পার কিন্তু ঈশ্বরের জগন্নির্ম্মাণ রূপ লীলায় অণুমাত্রও আবশ্যক সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। যেহেতু তিনি আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই অথবা তাঁহার এই প্রবৃত্তি উন্মাদের প্রবৃত্তির ন্যায়, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সমস্তই জ্ঞানপূর্ব্বক করেন। তিনি পাগল নহেন। কিন্তু ইহাও মনে করিও

রূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্ছেত্যেতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্ ॥৩৩॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমীশ্বরস্যাক্ষিপ্যতে স্থূণানিখননন্যায়েন প্রতিজ্ঞাতস্যার্থস্য দ্রঢ়ীকরণায়। নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে, কুতঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিদত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্, কাংশ্চিন্মধ্যমভাজো মনুষ্যাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্জনস্যেব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিলোপঃ প্রসজ্যেত। তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখযোগবিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত। তস্মাদ্বৈ-

---

না যে সৃষ্টিটা পারমার্থিক অর্থাৎ শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিয়েছেন তাহা পারমার্থিক সৃষ্টি। অবিদ্যার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহারযোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়াকে সৃষ্টি বলে। সুতরাং তাহা বাস্তবিক নহে। ব্রহ্মাত্ম ভাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্যসমুদায়ের অভিসন্ধি। ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না। ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু এই বিষয়ে অন্য প্রশ্ন উপস্থিত করা হইতেছে। নৌবাহিকেরা যেমন খুঁটা একবার উঠাইয়া পুনরায় তাহা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করে, এইরূপ বারম্বার করাতে খোটা অত্যন্ত শক্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্র কারেরাও বারম্বার আপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ তাহার খণ্ডন দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়কে সুদৃঢ় করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি, বা প্রলয়ের কারণ বলিলে তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ এবং নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়। কেননা তিনি দেবতাদিগকে যথেষ্ট সুখী এবং পশুদিগকে অত্যন্ত দুঃখী ও মানবমণ্ডলীকে মধ্যাবস্থ করায় অবশ্য অবশ্যই বিষমকার্য্য করিয়াছেন। এই প্রকার সৃষ্টিবৈষম্য সন্দর্শনে তাঁহার সাধারণ পামর মানবের ন্যায় রাগদ্বেষাদি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষমসৃষ্টি স্বীকার করিলে আরও গুরুতর দোষ হয়। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্ম নির্ম্মলস্বভাব কথিত আছে। বিষম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে

ষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে-নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণি-ধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জী-বগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি। কথং পুনরবগম্যতে সাপেক্ষ ঈশ্বরো নীচমধ্য-

---

পারে! অধিকন্তু দুঃখ বিধান এবং প্রজা সংহার করাতে ব্রহ্মকে খলপ্রকৃতি নির্দ্দয় মানুষের সহিত তুলনা করিতেও কোনও আপত্তি নাই। সুতরাং উক্ত বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দোষদ্বয়ের পরীহারের নিমিত্তই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছি। ঈশ্বরে এই দুই দোষের কোনও দোষই হয় না। কেননা তিনি সাপেক্ষ। এবম্বিধ বিষম সৃষ্টি নিমিত্তবশতই হইয়া থাকে। অতএব ইহা না জানিয়া না শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। যদি কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে বিষম সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার উপর প্রদত্ত বৈষম্যাদি দোষ আরোপ করা যাইত। কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সৃষ্টিপ্রসঙ্গে নিমিত্তান্তরেরও কারণতা আছে। ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এইরূপ বিষমসৃষ্টি করেন। যদি নিমিত্তটা কি প্রশ্ন কর, তবে তদুত্তরে বলিব, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই এইনিমিত্ত। সৃজিষ্যমান জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ। সুতরাং ঈশ্বরকে এই জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না। ঈশ্বর মেঘের ন্যায় সাধারণ কারণ মাত্র। মেঘ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সেই সকলের ন্যূনাধিক্যাদি বৈষম্যের অসাধারণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরও দৈবিক বা মানবীয় সৃষ্টির সাধারণ কারণ।

মোত্তমং সংসারং নির্ম্মিমীত ইতি। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ, এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে, ইতি। পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি চ। স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষাপেক্ষমেবেশ্বরস্যানুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বঞ্চ দর্শয়তি— যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্, ইত্যেবঞ্জাতীয়কা॥ ৩৪॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ॥ ৩৫॥

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগা-বধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষ্য বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদি-বিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত।

এবং জীবের শুভাশুভ কর্ম্মই এতাদৃশ বিষমসৃষ্টির অসাধারণ কারণ। সুতরাং সাপেক্ষতা আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে বৈষম্যাদি দোষে দূষিত করিতে পার না। ঈশ্বর যে কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন। শ্রুতি যথা, "ঈশ্বর যাহাকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা সৎকর্ম্ম করান। যাহাকে এই লোক হইতে অধঃপাতিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা অসৎকর্ম্ম করান। পুণ্য কর্ম্মের দ্বারাই উত্তমতা লাভ হয় এবং পাপকর্ম্মের দ্বারাই অধঃপাত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন ও কর্ম্মানুসারে নিগ্রহের পাত্র হয়। যথা আমাকে যেরূপে যে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপে প্রাপ্ত হই॥ ৩৪॥

হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সজাতীয়-বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য এক সৎ ছিল, ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ভেদরাহিত্য নিশ্চয় থাকায়, সেই সময়ে বিষমসৃষ্টির প্রযোজক কোনও কর্ম্মই ছিল না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সৃষ্টির পরে শরীরাদি বিভাগ হইলে কর্ম্ম হয় এবং কর্ম্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় (ইতরেতরাশ্রয় তদঘটিতত্বে সতি তদ্‌ঘটিতত্বং ইতরেতরাশ্রয়ত্বং) দোষও হয়। অতএব ঈশ্বর বিভাগের পরে ফল দেন তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকায় অবশ্যই সমান সৃষ্টি হইবেক। তাহা না হওয়ায় বৈষম্যাদি দোষ তাদবস্থই থাকে। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে

অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষো যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং পঠতি॥ ৩৫॥

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ॥ ৩৬॥

উপপদ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বম্। আদিমত্ত্বে হি সংসারস্যাঽকস্মাদুদ্ভূতের্ম্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদিবৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ। ন চেশ্বরো বৈষম্যহেতুরিত্যুক্তম্। ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণং, একরূপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ। ন চ কর্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি ন চ শরীরমন্তরেণ কর্ম্ম

সংসার প্রবাহের অনাদিত্ব বিধায় এই দোষ বা এই প্রকার আপত্তি দেওয়া যাইতে পারে না। সংসারের যদি আদি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত দোষে দুষ্ট হইত। যেহেতু সংসারের আদি নাই, বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি, সেই হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু হেতুমদ্ভাব আছে। সৃষ্টিবৈষম্য কর্ম্ম নিমিত্ত ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করেন সংসার যে অনাদি তাহা কিসে বুঝা গেল? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত পুনর্ব্বার সূত্রান্তর করিতেছেন॥ ৩৫॥

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ। সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার না করিলে আকস্মিক উৎপত্তিমুক্ত জীবের পুনঃ সংসার প্রত্যাসত্তি, অকৃতাভ্যাগম ও কৃতনাশ এই সকল অম্লান বদনে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ব্যতিরেকে দুঃখ সুখ ইত্যাদি বৈষম্য ও স্বীকার্য্য হইবে। ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নহেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং প্রতিপন্ন করিয়াছি। একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু নহে। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশের বাসনা নামক সংস্কার হইতে যে কর্ম্ম জন্মে সেই কর্ম্মই অবিদ্যার সচিবতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি বৈষম্য জন্মাইয়া থাকে। সংসারের

সম্ভবতীতীতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তেন কশ্চিদ্দোষো ভবতি। উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—অনেন জীবেনাত্মনা ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরমাত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণ-নিমিত্তেনাভিলপন্ননাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু ততঃ প্রাগণবধারিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখেঽভিলপ্যেত। ন চ ধারয়িষ্যতীত্যতোঽভিলপ্যেত। অনাগতাদ্ধি সম্বন্ধাদতীতঃ সম্বন্ধো বলীয়ান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্প-সদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতাবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে।—ন রূপমস্যেহ তথো-পলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ইতি। পুরাণে চাতীতানামনাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তীতি স্থাপিতম্॥ ৩৬॥

আদি স্বীকার পক্ষে বিনা কর্ম্মে শরীর হয় না এবং বিনা শরীরে কর্ম্ম হয় না ইত্যাদি রূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়।

কিন্তু অনাদিপক্ষে বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটনা দোষনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সংসার যে অনাদি ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতি এই উভয়ই প্রমাণ করিতেছে। শ্রুতি যথা,—"আমি এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া, এই শ্রুতিসৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় শরীরস্থিত আত্মাকে প্রাণধারণার্থক জীবশব্দে অভিহিত করিয়া" ইহাই দেখাইয়াছেন যে, সংসারের প্রথম একটা নাই। সংসার অনাদি, ইহার আদি থাকিলে কি রূপে সৃষ্টির প্রথমে প্রাণধারণবাচক জীবশব্দের উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে! প্রাণধারণ করিবেন, এইপ্রকার ভবিষ্যমাণ প্রাণ-ধারণ লক্ষ্য করিয়া জীবশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। যেহেতু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধাপেক্ষা অতীত সম্বন্ধের বলবত্তা দেখা যায়। বিধাতা পূর্ব্বকল্পানুরূপ চন্দ্রসূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন।

এই মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে পূর্ব্বকল্প একটা ছিল। স্মৃতি-প্রমাণ যথা,—

এই সৃষ্টিতে ইহাঁর রূপ, অন্ত, আদি এবং অবিস্থা উপলব্ধি হয় না, পৌরাণিকেরাও কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ বা ইয়ত্তা হইতে পারে না। ॥ ৩৬॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্মিন্নবধারিতে বেদার্থে পরৈরুপ-ক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীদাচার্য্যঃ। ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধ-প্রধানং প্রকরণমারিপ্সমাণঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি।—যস্মা-দস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপ-পদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্ম ইতি তস্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপ-নিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদনকারণ, এই নিশ্চিত বেদার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও বাদিগণ যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তাহা ভগবান্ সূত্রকার ব্যাস পরিহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পরপক্ষনিষেধ প্রধাণপ্রকরণ আরম্ভ করিতে প্রয়াসী হইয়া সপক্ষ সংশোধন প্রধান প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। যেকারণ চেতন ব্রহ্মকে জগৎ কারণরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিত সমুদায় কারণধর্ম্ম উপপন্ন হয়, সেইজন্য এই বেদন্তদর্শন সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার অতীত। এ বিষয়ে অণুমাত্রও আশঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং ন তর্কশাস্ত্রবং কেবলাভির্যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাঙ্খ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানীতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং তদ্ধ্যভ্যর্হিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি।

যদ্যপি এই উত্তরমীমাংসা বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রাদির ন্যায় কেবল যুক্তিমূলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে অথবা অন্য কোনও শাস্ত্রের দোষ দেখাইতে ইচ্ছুক নহে, তথাপি বেদান্তবাক্যাবলীর যথার্থ ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে তৎপ্রতিপাদ্য সম্যক্ জ্ঞানের শত্রুস্বরূপ সাংখ্যাদিশাস্ত্রের মত নিরাস করা প্রসঙ্গত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বক্ষ্যমাণ সূত্র আরম্ভ করা হইতেছে।

তত্ত্ব-জ্ঞানই একমাত্র বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন। তাহা ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তার্থ নিরূপণপূর্ব্বক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরমতখণ্ডন দ্বারা তাহার পরিপুষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অভিপ্রায়েই পরমতনিরসনাত্মক দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, অতএব তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ এবং তন্নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন মাত্র এই দুই কার্য্য করাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া পরবিদ্বেষাত্মক পরমত খণ্ডন করার প্রয়োজন কি?

একটুকু বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি

নমু মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরবিদ্বেষকারণেন। বাঢ়মেবং তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাঙ্খ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তান্যুপলভ্য ভবেৎ কেষাঞ্চিন্মন্দমতীনামেতান্যপি সম্যগ্দর্শনায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা। তথা যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষ্বিত্যতস্তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে। নমু, ঈক্ষতের্নাশব্দং [অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ৫] কামাচ্চ নামু-মানাপেক্ষা [অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ১৮] এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ [অ০ ১। পা০ ৪। সূ০ ২৮] ইতি চ পূর্ব্বত্রাপি সাঙ্খ্যাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ কিং পুনঃ কৃতকরণেনেতি। তদুচ্যতে। সাঙ্খ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্ত-

---

হইবে। সেই সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের ও গুরুত্ব আছে। দেখিবামাত্র আপাত জ্ঞানে বোধ হয়, সাংখ্যাদি শা। ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত। এবং সেই সকল শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত। অল্পজ্ঞানী লোকের মনে সহসা এইরূপ হইতে পারে যে, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাংখ্যাদিশাস্ত্রই অধ্যেতব্য।

বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ কপিলের কথিত এবং যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে পারে। কাজেই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের হিতের জন্য সেই সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বলিতে পার যে, সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। পুন-রায় তাহা খণ্ডনের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাদি শাস্ত্র নিজ পক্ষস্থাপনার্থ বেদবাক্য উল্লেখপূর্ব্বক সে সকলকে যে স্বমতের অনুকূল করিয়া লইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কাজ করেন নাই। পূর্ব্বে এতা-বন্মাত্র বলা হইয়াছে এবং দেখান গিয়াছে। বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয়পাদে তাঁহাদের যে বেদবাক্য নিরপেক্ষস্বতন্ত্রযুক্তি আছে, সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা হইবে। পূর্ব্বে তাঁহাদের যুক্তি প্রাধান্যরূপে খণ্ডিত হয় নাই। এই পাদে তাহাই প্রদর্শিত হইবে। এতন্মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যেরা এইরূপ মনে করেন যে, যেমন ঘটাদি মৃণ্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপের অন্বয় থাকায় মৃত্তিকা জাতি

বাক্যান্যুপাদায়ত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে, তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং তদ্ব্যাখ্যানাভাসং ন সম্যগ্ব্যাখ্যানমিত্যেতাবৎ পূর্ব্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়ত ইত্যেষ বিশেষঃ। তত্র সাঙ্খ্যা মন্যন্তে যথা ঘটশরাবাদয়ো ভেদা মৃদাত্মতয়াঽন্বীয়মানা মৃদাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্ব এব বাহ্যাধ্যাত্মিকা ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়াঽন্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা ভবিতুমর্হন্তি। যত্তৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবৃত্তং স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্ত্তত ইতি। তথা পরিমাণাদিভিরপি লিঙ্গৈস্তদেব প্রধানমনুমিমতে। তত্র বদামঃ, যদি দৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে

সেই সকলের কারণ, তেমনি যাহা কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎ সমস্তই সুখ দুঃখ মোহাবেশে অন্বিত থাকায় সুখদুঃখমোহাত্মক কোনও একজাতি তৎ সমস্তের কারণ। সেই সুখদুঃখমোহাত্মক সামান্য পদার্থটীই ত্রিগুণ এবং মৃত্তিকাবৎ অচেতন। চেতন এবং চেতনপুরুষের আবশ্যক-সম্পাদনার্থ তাহা স্বনিষ্ঠ বিচিত্র স্বভাব প্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরিনমিত হইয়া থাকে। পরিমাণ প্রভৃতি বোধক হেতুর দ্বারাও তাহার অনুমান করা যাইতে পারে।

এই মতের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, সাংখ্যাচার্য্য কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-বল অবলম্বন করিয়া এই প্রকারে জগৎকারণ নিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্ট পুরুষার্থ-নির্ব্বাহক বিকার রচনা করিতে দেখেন নাই। গৃহ, অট্টালিকা শয্যা, আসন, এবং ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যাহা কিছু সুখদুঃখপ্রাপ্তি পরিহারযোগ্য বস্তুভেদ, তৎ তাবৎই কোনও বুদ্ধিমান্ শিল্পী দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কেবল পাষাণাদি অচেতন কর্ত্তৃক সেই সকল রচিত হইতে দেখা যায় না। লোষ্ট্রপাষাণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণাব্যতীত অল্প মাত্রও বিশিষ্ট রচনা করিতে পারে না, তখন অচেতনপ্রধান কি প্রকারে এই পৃথিব্যাদি লোক, এতন্মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মফলভোগ্য নানাস্থান, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি, মানুষাদি জাতি অসাধারণ রূপে বিন্যস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নানা কর্ম্মফল অনুভব

নাচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভির্যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা রচিতা দৃশ্যন্তে, তথেদং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ম্মফলভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদিনানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসমনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্মনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ লোষ্ট্রপাষাণাদিষ্বদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষ্বপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং ন বাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকমস্তি। ন চৈবং সতি কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে চেতনকারণত্বসমর্পণাৎ। অতোরচনানুপপত্তেশ্চ হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চেতি চ-শব্দেন

করিবার উপযুক্ত আশ্রয় বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য-কল্পনাতীত এই অদ্ভুৎ জগৎ রচনা করিবে?

এই বিষয়ে এইমাত্র দেখা যায় যে, মৃত্তিকাদি দ্রব্য কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও কোনও এক চেতন অধিষ্ঠাতা আছে এইরূপ অনুমান হইতে পারে। এমন কোনও নিয়ম নাই যে, যেই নিয়মমূলে, মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদানস্বরূপের অতিরিক্ত ধর্ম্ম একটা স্বীকার করিতে হইবে। এবং কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠাতাকে পরিহার করা যাইতে পারে। অচেতনমাত্রেই চেতনাধিষ্ঠিত এইরূপ হইলে কিছুমাত্র দোষ হয়না, প্রত্যুত চেতন-কারণ সমর্পন করায় শ্রুতির আনুকুল্যেই প্রমাণ হয়। অতএব, অচেতনজনক পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন না হওয়ায় অচেতনপ্রধানই জগৎ কারণ, এইরূপ অনুমাণ করা যাইতে পারেনা। "রচনানুপপত্তেশ্চ" এই, চ, শব্দ দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অন্বয়াদি হেতুর অসিদ্ধতা প্রমানিত হইয়াছে। বাহ্যাভ্যন্তরীন যেকিছু বিকার সমস্তই সুখদুঃখমোহাত্মক, সমস্ত বিকারে সুখ দুঃখাদির অন্বয় আছে, এই প্রতিজ্ঞা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যে হেতু সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অন্তরস্থ বলিয়াই অনুভূত

হেতোরসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখ-মোহাত্মকতয়াহন্বয় উপপদ্যতে, সুখাদীনামন্তরত্বপ্রতীতেঃ শব্দাদীনাঞ্চাহন্ত-রূপত্বপ্রতীতেস্তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ। শব্দাদ্যবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গ-পূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বমনু-মিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ব্বকত্বপ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্য-কারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

আস্তাং তাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধ্যর্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তির্ব্বিশিষ্টকার্য্যাস্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাপি নাচেতনস্য

হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহিক বলিয়াই প্রতীতি হয়। একই শব্দ, একই স্পর্শ, একইরূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্যানুসারে কাহারও কোন বিষয়ে দুঃখ, কাহারওবা কোনও বিষয়ে সুখ হইয়া থাকে। যাহাঁরা পরিমিত অর্থাৎ পরি-চ্ছিন্ন পরিমান অঙ্কুরাদিবিকারের সংসর্গপূর্ব্বক উৎপত্তি দেখিয়া পরিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহিক ও অধ্যাত্মিকবিকারের সংসর্গপূর্ব্বকত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের ও সংসর্গপূর্ব্বকত্ব প্রসক্তি হইবে। কারণ উক্তগুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত যান, আসন, শয্যা, প্রভৃতিতে কার্য্যকারণভাব দেখা যায়। এই জন্য কার্য্যকারণভাব গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের অচেতনপূর্ব্বকত্ব অনুমান করা যাইতে পারেনা ॥ ১ ॥

রচনা করার কথাত সুদূরপরাহত, রচনাসিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা পর্য্যন্ত ও নিরপেক্ষভাবে অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশিষ্ট বিন্যাসের নাম রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রবৃত্তি। সৃষ্টির উদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবস্থার বিনাশ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-ত্রয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাব আছে। কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া চেতনা-

প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্যোপপদ্যতে মৃদাদিষ্বদর্শনাৎ রথাদিষু চ। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তশ্চেতনৈঃ কুলালাদিভিরশ্বাদিভির্ব্বাঽনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। সত্যমেতৎ, ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি, তথাপি, চেতনসংযুক্তস্য রথাদেরচেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। ন ত্বচেতনসংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তম্। যস্মিন্ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা তস্য সেতি, উত যৎসংযুক্তস্য দৃষ্টা তস্যৈব সেতি। ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিস্তস্যৈব সেতি যুক্তম্। উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ। প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি চৈতন্যস্য দর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, দেহস্যৈব

ধিষ্ঠিত অচেতনপ্রধানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কেননা, মৃত্তিকা ও রথাদি অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। মৃত্তিকাই বল, আর রথাদিই বল, কুম্ভকারের বা রথবাহকের আশ্রয় ব্যতীত আপনা আপনি কেহ কখন মৃত্তিকা বা রথকে বিশিষ্টকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে দেখেন নাই। দৃষ্টান্তোপবিন্যাস দ্বারা অদৃশ্যের অবগতি হয় সত্য, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়না। যেহেতু অনুমান-উৎপাদক দৃষ্টান্তাভাব, সেইহেতু অচেতনের প্রবৃত্তি অনুমেয়। যেহেতু অচেতনের বিশিষ্ট কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু অচেতন। জগৎ কারণের অনুমানও দুর্ঘট। যদিও কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়না; তথাপি, চেতনসংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি আদৌ দেখা যায় না।

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, যেই আধারে (পাত্রে) প্রবৃত্তি দেখা যায় সেই আধারেরই প্রবৃত্তি, না, যাহার সংযোগসম্বন্ধাধীন আধারবিশেষ প্রবৃত্ত হয় তাঁহার প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি বলিবে? এবং কাহার প্রবৃত্তি বলাই বা যুক্তিযুক্ত? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই আধারে প্রবৃত্তির দর্শন হয়, তাহারই প্রবৃত্তি এবং এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত।

যেহেতু এইরূপ বলিলে উভয়েরই প্রত্যক্ষতা সংরক্ষিত হয়। শুদ্ধ চেতন

চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাদচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি। তদভিধীয়তে। ন ব্রূমো যস্মিন্নচেতনে প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে ন তস্য সেতি, ভবতি তু তস্যৈব সা। সাপি চেতনাদ্ভবতীতি ব্রূমঃ। তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিক্রিয়াঽনুপলভ্যমানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি তৎসংযোগে দর্শনাৎ তদ্বিয়োগে চাদর্শনাৎ তদ্বৎ। লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহোঽচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্ত্তকো দৃষ্ট ইত্যবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বম্। নন্ তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ, ন, অয়স্কান্তবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ। যথাঽয়স্কান্তো মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোঽপ্যয়সঃ প্রবর্ত্তকো ভবতি, যথা চ রূপাদয়ো বিষয়াঃ

প্রবৃত্তির আশ্রয় হইলেও তাহা রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। আরও ভাবিয়া দেখা উচিত, প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। মৃতশরীরে কখনও চৈতন্যের সঞ্চার হইতে দেখা যায় না। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, কেবল অচেতন রথাদি জীবদ্দেহ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সেই জন্যই প্রবৃত্তিযুক্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্যসদ্ভাবের জ্ঞান হয়। তদ্ব্যতিরেকে চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয়না। দুঃখের বিষয়, এইপ্রকার মোহবিজৃম্ভিত ভ্রান্তিজ্ঞানে প্রণষ্টবুদ্ধি নাস্তিকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে। এই সকল যুক্তিতে ইহাই স্থির হয় এবং এই প্রকারই বুঝা যায় যে, অচেতনই প্রবৃত্ত হয়, এবং নিরবচ্ছিন্ন চেতনের প্রবৃত্তি হয়না। সাংখ্যাচার্য্যদের এই প্রকার মত খণ্ডনার্থ সূত্র করা হইল যে, "অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখাযায়, সে প্রবৃত্তি অচেতনের নহে এমন কথা আমরা বলিনা, সেপ্রবৃত্তি তাহারই, কিন্তু এই প্রবৃত্তি চেতন হইতে হয়। চেতনকে প্রবৃত্তির কারণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই প্রবৃত্তি হয় এবং চৈতন্য না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকার অনুভূত হয়না। তবে, ইহাও স্বীকার্য্য যে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকারও দেখা যায় না। অগ্নি সংযোগেই কাষ্ঠে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবর্ত্তকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক, স্বপক্ষসাধ

স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোঽপীশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সন্ সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়েদিত্যুপপন্নম্। একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যা ভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপমায়াবেশবশেনাসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বে ন ত্বচেতনকারণত্বে॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

স্যাদেতৎ। যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানমপ্যচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি। নৈতৎ সাধূচ্যতে।

নার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও চেতন দেহের কারণতা আছে। সুতরাং চেতনের কারণতা সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। যদি বল আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত সত্য, কিন্তু তাহার নিজের কোনও প্রবৃত্তি নাই। এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রবর্ত্তকতাও নাই। এই প্রশ্নের উত্তর এইযে, অয়স্কান্ত মনির ও রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবর্ত্তকতা সিদ্ধি করা যায় অয়স্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত অথচ সে প্রবর্ত্তক। রূপাদিবিষয়ের প্রবৃত্তি না থাকিলেও তাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সমুদায় জগতের প্রবর্ত্তক তাহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সুচারুরূপে উপপন্ন করা হইল। একমাত্র আত্মাই আছেন, অন্য কোনও কিছু নাই, সুতরাং প্রবর্ত্ত্য না থাকায় প্রবর্ত্তকতার উপপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার কল্পনা করাও অনুচিত। কেননা, অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মিকা মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্ত্ত্যের অভাব হইতে পারে না। সেই জন্যই বলি সর্ব্বজ্ঞকে কারণ বলিলেই প্রবৃত্তির সম্ভব হয়। অচেতন কারণ বলিলে তাহা অসম্ভব হয়॥ ২॥

দুগ্ধ অচেতন হইলেও স্বভাববশতঃই বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, জল অচেতন হইলেও স্বভাববশতঃ লোকহিতার্থই পতিত হয়; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক অচেতনপ্রধানও স্বভাববশতঃ পুরুষার্থসাধনের জন্য মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। সাংখ্যাচার্য্যগণের এতাদৃশী উক্তি ও সমীচীনা নহে। যেহেতু প্রদর্শিত

যতস্তত্রাপি পয়োঽম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনুমিমীমহে। উভয়বাদিপ্রসিদ্ধে রথাদাবচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। শাস্ত্রঞ্চ—যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি, এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি। প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্ত, ইত্যেবঞ্জাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিস্পান্দতস্যেশ্বরাধিষ্ঠিততাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োম্বুবদিত্যনুপন্যাসঃ। চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমানত্বাৎ। ন চাম্বুনোঽপ্যত্যন্তমনপেক্ষা নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্রোপদর্শিতম্। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি [২।১। সূ০ ২৪] ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্য্যং ভবতীত্যেতল্লোকদৃষ্ট্যা নিদর্শিতং, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা পুনঃ সর্ব্বত্রৈবেশ্বরাপেক্ষত্বমাপদ্যমানং ন পরাণুদ্যতে॥ ৩॥

স্থলদ্বয়ে আমরা চেতনার অধিষ্ঠান আছে ইহা অনুমান করিয়া লইতে পারি। অনুমাণের হেতু এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়না। অতএব প্রদর্শিত স্থলদ্বয়েও চেতনের অধিষ্ঠান থাকা অনুমান করা যাইতে পারে। এতদ্বিষয়ক শ্রুতিও পণ্ডিতেরা পাঠ করিয়া থাকেন। "যিনি জল হইতে ভিন্ন ও জলে অবস্থান করেন, যিনি জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলকে শাসন করেন, হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসনাধীনে থাকিয়াই পূর্ব্ববাহিনী নদী বহমানা হইতেছে। ইত্যাদিরূপ শাস্ত্র লোকপরিস্পন্দনের ঈশ্বর প্রযোজ্যতা দেখাইয়াছেন। অতএব জলীয় উদাহরণটাও সাধ্যমধ্যেই পরিগণিত হইয়া গেল। দুগ্ধ অচেতন হইলেও চেতন ধেনুর ইচ্ছায় এবং বৎসের প্রতি মমতাপ্রযুক্ত দুগ্ধের ক্ষরণ হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই দৃষ্টান্তটাও সাংখ্য পক্ষ সমর্থক হইল না।

বৎসের চোষণে ধেনুর দুগ্ধ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেও দুগ্ধের প্রবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ জলের প্রবর্ত্তনেও নিম্নভূমি প্রভৃতির অপেক্ষা দেখা যায়। সুতরাং জলও নিতান্ত নিরপেক্ষ নহে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রবৃত্তিমাত্রই চেতনসাপেক্ষ। ২য়াধ্যায়ের ১ম পাদের ২৪ শ সূত্রে যে বিনা বাহ্যিক কারণেও স্বাশ্রয়নিষ্ঠ কার্য্য হওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা লৌকিক জ্ঞান অনুসারে। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বত্র সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বর সাপেক্ষ॥ ৩॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সাঙ্খ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেনাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্। ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্বাহ্যমপেক্ষ্যমবস্থিতমস্তি। পুরুষস্তূদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি। অতোঽনপেক্ষং প্রধানম্, অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে, কদাচিন্ন পরিণমত ইত্যেতদযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

স্যাদেতৎ। যথা তৃণপল্লবোদকাদিনিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যত

সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থা প্রধানবাদী সাংখ্যাচার্য্য কপিল মহর্ষির মতে গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে এমনও কিছু নাই। পুরুষ থাকিলেও তিনি উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, সেইহেতু পুরুষকে প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কিছুই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধানের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। কিন্তু তিনি প্রবৃত্ত হন। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে কখন মহত্তত্ত্বাদিভাবে পরিণত হইয়া থাকেন এবং কখনও বা হন, না, এইরূপ বলা অন্যায়। কিন্তু বেদান্তবাদীর পক্ষে এতাদৃশী প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি অন্যায় হয় না। যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মায়াসহ ॥ ৪ ॥

সাংখ্যবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন যে, তৃণ, পল্লব, জল এই সকল যেমন নিমিত্তান্তর ব্যতিরেকেই আপনা আপনি দুগ্ধাদি আকারে পরিণত হইয়া যায়, সেইরূপ প্রধানও আপন স্বভাববশতই মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। তাহাতে অন্যের কোনও সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা দেখা যায় না বলিয়াই ঐসকল দুগ্ধজনক বস্তু নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষ। যদি ইহাদের সহকারী কারণ কোনও একটা কিছু দেখা যাইত, তাহা হইলে, আমরাও সেই সেই নিমিত্তের এবং প্রণালীর অনুসরণ করিয়া তৃণাদি

ইতি। কথং নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং তৃণাদীতি গম্যতে, নিমিত্তান্তরানুপলম্ভাৎ। যদি হি কিঞ্চিন্নিমিত্তান্তরমুপলভেমহি ততো যথাকামং তেন তেন নিমিত্তেন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়েমহি, নতু সম্পাদয়ামহে। তস্মাৎ যথা স্বাভাবিকস্তৃণাদেঃ পরিণামস্তথা প্রধানস্যাপি স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। ভবেৎ তৃণাদিবৎ প্রধানস্য স্বাভাবিকঃ পরিণামো যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামোঽভ্যুপগম্যেত ন ত্বভ্যুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিরন্যত্রাভাবাৎ। ধেন্বৈব হ্যপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি ন প্রহীণমনডুহাদ্যুপযুক্তং বা। যদি হি নির্নিমিত্তমেতৎ স্যাদ্ধেনুশরীরসম্বন্ধাদন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ। ন চ যথাকামং মানুষৈর্ন শক্যং সম্পাদয়িতুমিত্যেতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিদ্দৈবসম্পাদ্যম্। মনুষ্যা অপি চ শক্নুবন্ত্যেব স্বোচিতেনোপায়েন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্।

দ্বারা দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। যেহেতু আমরা অদ্যাপিও তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেই জন্যই স্বীকার করি যে তৃণাদির তাদৃশ পরিণাম স্বাভাবিক। তদ্দৃষ্টান্তে বলিতে পারি যে প্রধানের পরিনামও স্বাভাবিক।

সাংখ্যাচার্য্যগণের এই প্রশ্নে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, যদি তৃণাদির স্বতঃপরিণাম প্রমানিত হয়, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও পরিণতি স্বতই হয় এই কথা স্বীকার করিতে পারি।

আমরা দেখিতে পাই তৃণাদির পরিণতিও নিমিত্তান্তরসাপেক্ষ। গাভী প্রভৃতিই তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পরিণত হইয়া দুগ্ধাদি হয়, কিন্তু মানুষে ঘাস (খড়) খাইলে তাহা হয়না। অতএব বলিতে হইবে যে, তৃণাদির পরিণতি হইতে দুগ্ধাদির উৎপত্তিরও একটা নিমিত্ত আছে। ধেনু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেই তৃণাদি দুগ্ধপরিণাম প্রাপ্ত হয়। বৃষাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইলে দুগ্ধ হয়না। যদি নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তের অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে, তৃণাদি অবশ্যই ধেনুশরীর সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য শরীরেও দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে দেখা যাইত। মানুষ আপন ইচ্ছায় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারেনা বলিয়া দুগ্ধ উৎপাদনের প্রতি মানুষের কোনও নিমিত্ত নাই এইরূপ বলাও অসঙ্গত। এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা

প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি, ততশ্চ, প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তস্মান্ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তির্ন ভবতীতি স্থাপিতম্। অথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধামনুরুধ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিমভ্যুপগচ্ছেম তথাপি দোষোঽনুষজ্যেতৈব। কুতঃ। অর্থাভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তি, ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতেত্যুচ্যতে, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিন্নাপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিন্নাপেক্ষিষ্যত ইত্যতঃ প্রধানং পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্তত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ব্রূয়াৎ সহ কার্য্যেব কেবলং নাপেক্ষতে ন প্রয়োজনমপীতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং

মানুষসম্পাদ্য এবং এমন কার্য্যও অনেক আছে যাহা দৈবসম্পাদ্য। মানুষও উপযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। মানুষেরা যথেষ্ট দুগ্ধ পাইবার অভিলাষে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাওয়াইয়া থাকে এবং তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হয়। এই জন্যই বলিতেছি তৃণাদির পরিণাম প্রধানের স্বতঃ-পরিণামের দৃষ্টান্তসমকক্ষ নহে ॥ ৫ ॥

প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি অসিদ্ধ, ইহা স্থিরীকৃত হইলেও বাদীর শ্রদ্ধাজাড্যে অথবা বিশ্বাসাধিক্যের অনুরোধে আমরা অগত্যা তাহা অঙ্গীকার করিলাম। ইহা স্বীকার করিলেও দোষের পরিহার হয় না। তাহাতেও প্রয়োজনাভাব দোষ থাকিয়াই যায়। প্রধান যদি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেনা, তাহা হইলেও মানিতে হইবে যে প্রধান যেমন সহকারী কারণের অপেক্ষা করেনা, তেমনি কোনওরূপ প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষা করে না। তাহার প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনেই হয়। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে, সাংখ্যবেত্তার "প্রধান পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়। সাংখ্যবিৎ যদি এই কথা বলেন যে, প্রধান সহকারী অপেক্ষা করেনা সত্য কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিচারপূর্ব্বক প্রয়োজন দেখাইতে হইবেক। প্রধানের কোন্

ভোগো বা স্যাদপবর্গো বা উভয়ং বেতি। ভোগশ্চেৎ কীদৃশোঽনাধেয়াতিশয়স্য ভোগো ভবেদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি প্রবৃত্তেরপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তেরনর্থিকা স্যাৎ শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণামানন্ত্যাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। ন চোৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ। নহি প্রধানস্যাচেতনস্যৌৎসুক্যং সম্ভবতি। ন চ পুরুষস্য নির্ম্মলস্য। দৃক্‌শক্তিসর্গশক্তিবৈয়র্থ্যভয়াচ্চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ দৃক্‌শক্ত্যনুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাদানির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিরিত্যেতদযুক্তম্ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয়? ভোগ সাধিতে কি অপবর্গ সাধিতে অথবা ভোগ এবং অপবর্গ উভয় সাধিতে প্রধানের প্রবৃত্তি হয়? যদি বল পুরুষকে ভোগ করানই প্রধানের প্রয়োজন, তাহা হইলেই অপবর্গের আশা ছাড়িয়া দাও। বিশেষতঃ পুরুষের ভোগ ইহাই সিদ্ধ হয়না। পুরুষ নিগুর্ন, নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে কোন ও রূপ অতিশয় সম্ভব হয় না, কাযেই পুরুষের ভোগ অসিদ্ধ। যদি বল অপবর্গই প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহা প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই ছিল, সুতরাং প্রধানের প্রবৃত্তির সার্থক থাকে না। অধিকন্তু অপবর্গ প্রয়োজনা প্রবৃত্তি হইলে বন্ধজনক শব্দাদি অনুভব হইবে কেন? ভোগাপবর্গ উভয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করিলে, মুক্তির কথা মুখেও আনিও না। কেননা, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক পদার্থের শেষ নাই। সুতরাং কোনও সময়েই মুক্তি হইতে পারে না। মাত্র ঔৎসুক্য নিবৃত্তিই প্রয়োজন এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কেন না, প্রধান জড় তাহার আবার ঔৎসুক্য কি? ইচ্ছা বিশেষের নামই ত ঔৎসুক্য। সুতরাং জড়ের পক্ষে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? পুরুষ নির্ম্মল, সুতরাং পুরুষের ঔৎসুক্য নিবারণও অসম্ভব। সৃষ্টি না হইলে পুরুষের দৃক্‌শক্তি এবং প্রধানের সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হয়, সেইজন্যই যদি বল, প্রধান উক্ত উভয়শক্তির সার্থক্যসম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, ইহাও বলা উচিত যে, সৃষ্টিশক্তির ন্যায় দৃক্‌শক্তির অনুচ্ছেদ্যতা হেতু সংসারের নিত্যতা অক্ষত ও মুক্তি কথাটা মিথ্যা। অতএব প্রধানের পুরুষার্থপ্রবৃত্তি এই কথা যুক্তিসহ নহে ॥৬॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥ ৭ ॥

স্যাদেতৎ। যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ পঙ্গুরপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্‌শক্তিবিহীনমন্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি, যথা বাঽযস্কান্তোঽশ্মা স্বয়মপ্রবর্ত্তমানোঽপ্যয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি দৃষ্টান্তপ্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্। অত্রোচ্যতে। তথাপি নৈব দোষান্নির্ম্মোক্ষোঽস্তি। অভ্যুপেতহানং তাবদ্দোষ আপততি প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথঞ্চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ। পঙ্গুরপি হ্যন্ধং পুরুষং বাগাদিভিঃ প্রবর্ত্তয়তি, নৈবং পুরুষস্য কশ্চিৎ প্রবর্ত্তনব্যাপারোঽস্তি। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ। নাপ্যয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তয়েৎ, সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তি-

---

দৃষ্টান্তোপন্যাসপূর্ব্বক পুনরায় সাংখ্যাচার্য্য আপত্তি দর্শাইতেছেন যে, এক পুরুষ দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন কিন্তু প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন। অন্য এক পুরুষ প্রবৃত্তি-শক্তিসম্পন্ন এবং দৃক্‌শক্তিবিহীন। প্রথমোক্ত পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পুরুষের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক দ্বিতীয় পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে, কিম্বা চুম্বক পাষাণ যেমন স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান থাকিয়া লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ পুরুষও প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে। এইরূপ বলা যাইতে পারেনা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সে পক্ষেও দোষ থাকে। দোষ এই যে প্রধানের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ পুরুষের প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিবে না! অবশ্যই ইহা সাংখ্যাচার্য্যের পক্ষে দোষনীয় সন্দেহ নাই। কেননা তাহাতে স্বীকৃতহানি হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, উদাসীন পুরুষঃ কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে? পঙ্গুর বাক্ শক্তি আছে তদ্বারা সে অন্ধকে প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু পুরুষের এমন কোনও ব্যাপার নাই যদ্বারা তিনি প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি চুম্বকের ন্যায় কেবলমাত্র সন্নিধান বলে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপ বলাও যুক্তি সঙ্গত নহে। তাঁহার সন্নিধান নিত্য, চিরকালই সমান, তদনুসারে প্রধানেরও প্রবৃত্তি নিত্য ও সদাকাল সমান থাকা উচিত। দেখাযায় চুম্বকের

নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়স্কান্তস্য ত্বনিত্যঃ সন্নিধিরস্তি। স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ পরিমার্জ্জনাদ্যপেক্ষা চাস্যাস্তীত্যনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবদিতি। তথা প্রধানস্যাচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চৌদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সম্বন্ধয়িতুরভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। যোগ্যতানিমিত্তে সম্বন্ধে যোগ্যতাঽনুচ্ছেদাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ববচ্চেহাপ্যর্থাভাবো বিকল্পয়িতব্যঃ। পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়মৌদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ঞ্চ প্রবর্ত্তকত্বমিত্যস্ত্যতিশয়ঃ॥৭॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিরবকল্পতে। যদ্ধি সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্যগুণপ্রধানভাবমুৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণাবস্থানং সা প্রধানাবস্থা, তস্যামবস্থায়ামনপেক্ষ-

---

সন্নিধান অনিত্য। বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জ্জন ও ঋজুস্থাপনাদি অপেক্ষা করে, ইত্যাদি কারণে পুরুষ ও চুম্বক উভয়ই অযোগ্য দৃষ্টান্ত। আরও বিবেচনা করা উচিত, প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন, সুতরাং এতদুভয়ের সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। সম্বন্ধঘটক কোনও অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ সাংখ্যাচার্য্যেরা স্বীকার করেন নাই। যোগ্যতাই এইরূপ ঘটায়, একথা বলিতে গেলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদবশতঃ মোক্ষের আশা আদৌ করাই যাইতে পারেনা পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও প্রয়োজনাভাবাদি তাবৎ দোষই তাদবস্থ্য থাকিয়া যায় সুতরাং বেদান্তসিদ্ধান্তই অক্ষুন্ন এবং তাহাই গ্রহনীয়। এই বিষয়ে বৈদান্তিকেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, পরমাত্মা স্বরূপত উদাসীন, বা অপ্রবর্ত্তক হইলেও মায়ার প্রভাবে তিনি প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন। সাংখ্যমতের উক্ত সত্যতা বিরুদ্ধ, কিন্তু বেদান্ত মতে কল্পিতে অকল্পিতে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না॥ ৭॥

প্রধানের যে অন্য নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, তদ্বিষয়ে হেত্বন্তর প্রদর্শন করা হইতেছে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবত্যাগ করিয়া সমান ও স্বরূপ মাত্রায় অবস্থান হইলেই সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এতদৃশ অবস্থায় কিছুমাত্রের অপেক্ষা না করিয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রত্যঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ। বাহ্যস্য চ কস্য-চিৎ ক্ষোভয়িতুরভাবাদ্ গুণবৈষম্যনিমিত্তো মহদাদ্যুৎপাদো নস্যাৎ॥ ৮॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ॥ ৯॥

অথাপি স্যাদন্যথা বয়মনুমিমীমহে যথা নায়মনন্তরো দোষঃ প্রসজ্যেত। ন হ্যন-পেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাশ্চাস্মাভির্গুণা অভ্যুপগম্যন্তে প্রমাণাভাবাৎ। কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবোঽভ্যুপগম্যতে। যথা যথা কার্য্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথা তথৈ-তেষাং স্বভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। চলং গুণবৃত্তমিতি চাস্ত্যভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়ামপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্ত ইতি। এবমপি প্রধানস্য

অঙ্গ-প্রধান ভাবের উপপত্তি হয়না, অঙ্গাঙ্গিভাব দূর না হইলে সাম্যাবস্থা হইতে পারেনা। সুতরাং অঙ্গাঙ্গিভাব অনুপপন্ন ও অস্বীকার্য্য। এদিকে, চিরকাল প্রধানাবস্থা থাকাও সাংখ্যাচার্য্যদিগের অভিপ্রেত নহে। সাম্যাবস্থার বিচ্ছিন্ন না হইলেত সৃষ্টি হইতে পারেনা? অপর পক্ষে গুণের সাম্যাবস্থা বিনাশ করে বা তাহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে, এমন কোনও অতিরিক্ত বস্তু সাংখ্যাচার্য্য গণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহা স্বীকার না করিলে গুণবৈষম্যমূলক মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি কোনওরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না॥ ৮॥

সাংখ্যবেত্তারা যদি বলেন, আমরা অন্য প্রকারে অনুমান করিতে পারিব, যাহাতে প্রদত্ত দোষ ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারিবেনা। গুণসকল অনপেক্ষ-স্বভাব ও কূটস্থ ইহা প্রমাণব্যতিরেকে আমরা স্বীকার করিনা। সত্তাদি গুণের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী ইহাই আমাদের স্বীকার্য্য। যেরূপ স্বভাবে কার্য্যোৎ-পত্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাবই স্বীকার করিতে হইবে। গুণসকল চলস্বভাব, কূটস্থ নহে ইহাও অবশ্য স্বীকারকরি। সুতরাং সাম্যাবস্থায়ও গুণসকলের বৈষম্য প্রাপ্তি হইতে পারে। সাংখ্যাচার্য্যের এইরূপ প্রত্যাপত্তিতে পূর্ব্বসূত্রোক্ত অঙ্গিত্বানুপপত্তি দোষ পরিহার হইতে পারে; সত্য, কিন্তু তন্মতীয় প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি দোষ যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। কার্য্যানুরোধে জ্ঞানশক্তির কল্পনা অথবা অনুমান করিলে সাংখ্যাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করা উচিত। এবং ইহাও

জ্ঞশক্তিবিয়োগাদ্রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা দোষাস্তদবস্থা এব। জ্ঞশক্তিমপি ত্বনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বান্নিবর্ত্ততে, চেতনমেকমনেক প্রপঞ্চস্য জগত উপাদানমিতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবান্নৈব বৈষম্যং ভজেরন্, ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যত এবায়মনন্তরোঽপি দোষঃ ॥ ৯ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাঙ্খ্যানামভ্যুপগমঃ—ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যনুক্রামন্তি ক্বচিদেকাদশ। তথা ক্বচিন্মহতস্তন্মাত্রসর্গমুপদিশন্তি ক্বচিদহঙ্কারাৎ। তথা ক্বচিৎ ত্রীণ্যন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি ক্বচিদেকমিতি। প্রসিদ্ধ এব তু শ্রুত্যেশ্বরকারণবাদিন্যা বিরোধস্তদনুবর্ত্তিন্যা চ স্মৃত্যা। তস্মাদপ্যসমঞ্জসং সাঙ্খ্যানাং দর্শনমিতি। অত্রাহ নন্বৌপনিষদানামপ্যসমঞ্জসমেব দর্শনং, তপ্যতাপকয়োর্জাত্যন্ত-

---

তাঁহার স্বীকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবে যে, কোনও এক চেতনই এই জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান। সাংখ্যাচার্য্য তাহা স্বীকার করিলেই প্রসঙ্গত তাঁহার ব্রহ্মবাদ স্বীকার করা হইল। গুণসকল সাম্যকালেও বৈষম্য যোগ্যতাপন্ন থাকে, এইরূপ বলিলেও নিমিত্ত ব্যতিরেকে গুণসকলের সাম্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হইতে পারেনা বলিয়া বিষম হওয়ার কথা মুখেও আনিতে পারিবেন না।

কারণ ব্যতিরেকেই বৈষম্য হয়, এইরূপ বলিলে সর্ব্বদা বৈষম্যাপত্তি কেন করা হইবে না?

অতএব তাহাও অনন্তরোক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুপপত্তিদোষমধ্যেই পরিগণিত হইবে ॥ ৯ ॥

সাংখ্যাচার্য্যগণের পদার্থগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। কোনও আচার্য্যের মতে ইন্দ্রিয় সাতটী, কোনও আচার্য্যের মতে ইন্দ্রিয় একদাশটী, কেহ বলেন মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়, কেহ বলেন তন্মাত্রার সৃষ্টি অহঙ্কার হইতে হয়। কোনও গ্রন্থকার বলেন অন্তঃকরণ তিনটি, আবার কোনও গ্রন্থকার বলেন অন্তঃকরণ মাত্র একটীই, তিনটী নহে। এইরূপে পদার্থ বিভাগ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য্যগণের পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয় এতদ্ভিন্নও ঈশ্বরকারণবাদিনী

রভাবানভ্যুপগমাৎ। একং হি ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমভ্যুপগচ্ছতা-মেকস্যৈবাত্মনো বিশেষৌ তপ্যতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতাবিত্যভ্যুপগন্তব্যং স্যাৎ, যদি চৈতৌ তপ্যতাপকাবেকস্যাত্মনো বিশেষৌ স্যাতাং স তাভ্যাং তপ্যতাপকাভ্যাং ন নির্ম্মুচ্যেত। ইতি তাপোপশান্তয়ে সম্যগ্দর্শনমুপদিশৎ শাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ। ন হ্যৌষ্ণ্যপ্রকাশধর্ম্মকস্য প্রদীপস্য তদবস্থস্যৈব তাভ্যাং নির্ম্মোক্ষ উপপদ্যতে। যোঽপি জলবীচিতরঙ্গফেনাদ্যুপন্যাসস্তত্রাপি জলাত্মন একস্য বীচ্যাদয়ো বিশেষা আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এবেতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যা-দিভিরনির্ম্মোক্ষঃ। প্রসিদ্ধশ্চায়ং তপ্যতাপকয়োর্জ্জাত্যন্তরভাবো লোকে। তথা হি—অর্থী চার্থশ্চান্যোন্যভিন্নৌ লক্ষ্যেতে। যদ্যর্থিনঃ স্বতোঽন্যোঽর্থো ন স্যাদ্ যস্যার্থিনো যদ্বিষয়মর্থিত্বং স তস্যার্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি তস্য তদ্বিষয়-

---

শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ ত স্পষ্টই প্রতীতি হয়। ইত্যাদি রূপ বিরোধদর্শন দ্বারা সাংখ্যমতের কোনও সামঞ্জস্য নাই ইহাই বুঝাযায়। আরও বুঝা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের কোনও প্রামান্য নাই এবং সাংখ্যদর্শনের মত প্রমাণ নহে ইহা মোহবিজৃম্ভিত।

এই ক্ষেত্রে হয়ত সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিবেন যে, তোমার বেদান্তদর্শনও অস-মঞ্জস। বেদান্তদর্শনে তপ্য তাপকের প্রভেদ দেখা যায় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, অন্য সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ। যাঁহারা ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মকেই সর্ব্বোপাদান বলেন, তাঁহাদের মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর পৃথক্ নহে। ইহা আত্মার এক প্রকার অবস্থাবিশেষ। তপ্য-তাপক আত্মার অবস্থাবিশেষ হইলে কোনও কালেই আত্মা এই দুই অবস্থা বিশেষ হইতে মুক্তি পাইবার আশা করিতে পারেন না। সুতরাং বেদান্তদর্শনও উন্মত্তপ্রলাপবৎ হইয়া পড়িল। কেননা বেদান্ত ত্রিতাপোন্মূলন উদ্দেশেই সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা কস্মিন্ কালেও হইবার সম্ভব নাই। যদি তাহাই হয় তবে প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও শীতত্তা এবং অন্ধকার অনুভূত না হইবে কেন? কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয়না। বৈদান্তিকেরা যে, জল, বীচি, তরঙ্গও ফেন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অব্যাহতি লাভের আশা করেন তাহা দুরাশাভিন্ন কিছুই নহে।

মর্থিত্বং ন স্যাৎ। যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাখ্যোঽর্থো নিত্যসিদ্ধ এবেতি ন তস্য তদ্বিষয়মর্থিত্বং ভবতি। অপ্রাপ্তে হ্যর্থেঽর্থিনোঽর্থিত্বং স্যাদিতি। তথার্থস্যা-প্যর্থত্বং ন স্যাৎ। যদি স্যাৎ স্বার্থত্বমেব স্যাৎ। ন চৈতদস্তি। সম্বন্ধিশব্দৌ হ্যেতৌ—অর্থী চার্থশ্চেতি। দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্যান্নৈকস্যৈব। তস্মাদ্ভি-ন্নাবেতাবর্থার্থিনৌ, তথাঽনর্থানর্থিনাবপি। অর্থিনোঽনুকূলোঽর্থঃ প্রতিকূলো-ঽনর্থস্তাভ্যামেকঃ পর্য্যায়েণোভাভ্যাং স বধ্যতে। তত্রার্থস্যাল্পীয়স্ত্বাৎ ভূয়স্ত্বাচ্চা-নর্থস্যোভাবপ্যর্থানর্থাবনর্থ এবেতি তাপকঃ স উচ্যতে। তপ্যস্তু পুরুষো য একঃ পর্য্যায়েণোভাভ্যাং সম্বধ্যত ইতি। তয়োস্তপ্যতাপকয়োরেকাত্মতায়াং মোক্ষানু-পপত্তিঃ। জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাৎ স্যাদপি কদাচিন্মোক্ষোপ-পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। নৈকত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ। ভবেদেষ

বীচি, তরঙ্গ, ফেন এই সকল জলেরই বিশেষ সত্য; কিন্তু তাহারও আবির্ভাব, তিরোভাব বা উৎপত্তি, বিনাশ আছে। এতদ্রূপেই ইহারা নিত্য। এই সকল বীচি তরঙ্গাদি আবির্ভূত হইয়া আবার পরক্ষণেই বিনাশ পায়, তৎপরক্ষণে পুনরাবির্ভূত হয়, এবম্বিধরূপে তাহা অপরিহার্য্য সুতরাং নিত্য। জল যেমন লহরী প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। যাবৎ জল তাবৎই এই সকল। তদ্বৎ আত্মাও তপ্যতাপকরূপ বিশেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। যাবৎ আত্মা তাবৎ তপ্য তাপক। ইহাই জলবীচিতরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত হইতে পারে। তপ্যও তাপক এতদুভয় মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা সার্ব্বজনীন প্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপে অর্থী ও অর্থ দেখান যাইতে পারে। অর্থীও অর্থ অত্যন্ত ভিন্ন, কদাপি এক বা অভিন্ন নহে। দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। অর্থ যদি অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অর্থ অর্থীর অর্থনার বিষয় হইত না। স্বরূপসন্নিবিষ্ট থাকায় তাহা নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ তাহা অপ্রাপ্য নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ক একটা প্রার্থনা হইতে পারেনা। প্রকাশ নামক অর্থ প্রকাশা-ত্মক দীপের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। তাহা তাহার অপ্রাপ্য নহে। প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই তাহা তাহার নিত্যসিদ্ধ। সেই জন্যই দীপ কখনও প্রকাশ বিষয়ক প্রার্থনা করেনা। যাহা পাওয়া যায় নাই তাহার জন্যই লোক লালায়িত থাকে। অর্থ ও অর্থী এক হইলে, অর্থ অর্থী উভয়ই অসিদ্ধ হয়। যাহা কাময়িতব্য তাহাই

দোষো যদ্যেকাত্মতায়াং তপ্যতাপকাবস্থোঽন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবঃ প্রতিপদ্যেয়াতাং ন ত্বেতদস্ত্যেকত্বাদেব। ন হ্যগ্নিরেকঃ সন্ আত্মানং দহতি প্রকাশয়তি বা সত্যপ্যৌষ্ণ্যপ্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ কিমু কূটস্থে ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সম্ভবেৎ। ক পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ স্যাদিতি। উচ্যতে। কিং ন পশ্যসি কর্ম্মভূতো জীবদ্দেহস্তপ্যস্তাপকঃ সবিতেতি। নন্বু তপ্তির্নাম দুঃখং সা চেতয়িতুর্নাচেতনস্য দেহস্য। যদি হি দেহস্যৈব তপ্তিঃ স্যাৎ সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্যতীতি তন্নাশায় সাধনং নৈষিতব্যং স্যাদিতি। উচ্যতে। দেহাভাবে হি কেবলস্য চেতনস্য তপ্তির্ন দৃষ্টা। ন চ ত্বয়াপি তপ্তির্নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলস্যেষ্যতে, নাপি দেহচেতনয়োঃ

অর্থপদবাচ্য। যে কামনা করে তাহাকে অর্থী বলা যায়। সুতরাং একাধারে অর্থী ও অর্থ এতদুভয়স্থিতি হইতে পারেনা অপিচ অর্থ ও অর্থী এই দুইটী শব্দই সম্বন্ধবাচী। সম্বন্ধ মাত্রেই দ্বিষ্ঠ। দুইটী বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত একটী সম্বন্ধ হয় না। এই নিয়মবলেও অর্থ অর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন। অর্থ ও অর্থী যেমন পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী অত্যন্ত বিভিন্ন। যাহা অর্থীর সহায়ক তাহাই অর্থ এবং যাহা অর্থীর বিরোধী তাহাই অনর্থ। পর্য্যায়ক্রমে এতদুভয়ের সহিতই একের সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে অনর্থই অধিক। অর্থ অল্প। এই জন্যই অর্থানর্থ উভয়ই বিবেকীর নিকট অনর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদুভয় মধ্যে অনর্থই তাপক। পুরুষ তপ্য। তিনি পর্য্যায়ক্রমে উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তপ্য ও তাপক এক হইলে, যে তপ্য সেই তাপক। তপ্যতাপকের অভিন্নত্ব হেতু মোক্ষ পদার্থ মিথ্যাপদার্থ নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু যদি তপ্য তাপক এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর বিভিন্নত্ব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও কালে, কোনও না কোনও প্রকারে মোক্ষ লাভের আশাকরা যায়।

বুদ্ধি তপ্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ, তাদৃশ সম্বন্ধের হেতু অবিবেক। অবিবেকের পরিহার হইলেই বিবেকোৎপত্তি হয়, বিবেকোৎপত্তি হইলেই নিত্যমুক্ত আত্মার মোক্ষ হইল। সাংখ্যাচার্য্যগণের এই সমস্ত জল্পনা কল্পনার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। সাংখ্যবেত্তা বেদান্ত-

সংহতত্বম্। অশুদ্ধ্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তপ্তেরেব তপ্তিমভ্যুপগচ্ছসীতি কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ। সত্ত্বং তপ্যং তাপকং রজ ইতি চেৎ, ন, তাভ্যাং চেতনস্য সংহতত্বানুপপত্তেঃ। সত্ত্বানুরোধিত্বাচ্চেতনোঽপি তপ্যত ইবেতি চেৎ, পরমার্থতস্তর্হি নৈব তপ্যত ইত্যাপততি, ইবশব্দপ্রয়োগাৎ। ন চেৎ তপ্যতে নেবশব্দো দোষায়। ন হি ডুণ্ডুভঃ সর্প ইবেত্যেতাবতা সবিষো ভবতি সর্পো বা ডুণ্ডুভ ইবেত্যেবতা নির্ব্বিষো ভবতি। অতশ্চাবিদ্যাকৃতোঽয়ং তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিতি। নৈবং সতি মমাপি কিঞ্চিদ্দুষ্যতি। অথ পারমার্থিকমেব চেতনস্য তপ্যত্বমভ্যুপগচ্ছসি তবৈব সুতরাম-নির্ম্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত। নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য। তপত্যাপকশক্ত্যোর্নি-

---

মতে তপ্য—তাপকভাব ; অনুপপন্নদোষ দেখাইয়াছেন সত্য। পরন্তু তাহা দোষ নহে। কেননা একাত্মবাদীর পক্ষে আদৌ তপ্য—তাপক ভাব একটা নাই। তপ্য তাপক ভাব নাই বলিয়াই তাহা অনুপপন্ন। সুতরাং তাহা দোষনীয় নহে। অবশ্য তপ্য তাপক ভাব দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত যদি একাত্মভাবে তপ্য তাপক পরস্পর বিষয় বিষয়ি ভাব ভজনা করিত। কিন্তু তাহা করে না। একত্ব বা অভিন্নত্বই না করিবার কারণ। সাংখ্যা-চার্য্য বলিতে পারেন কি, বহ্নি কি কখনও একাকী দাহ্য সম্পর্ক বিবর্জ্জিত হইয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে বা প্রকাশ করিয়াছে ? বহ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম আছে, পরিণামিত্বও আছে। যে যখন একাকী আপনাকে প্রকাশ ও দগ্ধ করিতে পারে না, তখন আর কূটস্থ একক ব্রহ্মে তপ্য তাপক ভাবের সম্ভাবনা কি ? যদি কূটস্থ অদ্বয় ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবনিবন্ধন তপ্য তাপক ভাব না থাকে তাহা হইলে তাহা কোথায় থাকিবে? এতদুত্তর এই যে, তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এই জীবদ্দেহ তপ্য এবং সবিতা ইহার তাপক ? যদি দুঃখকেই তাপ বলিতে চাও, এবং সেই দুঃখ অচেতন দেহে থাকে না বা অচেতন দেহের দুঃখই আদৌ হয় না। দুঃখ যদি দেহগত হইত তাহা হইলে দুঃখ দেহ নাশের সঙ্গেই নাশ হইত, তন্নিমিত্ত উপায়ান্বেষণ নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার প্রত্যুত্তর এই—দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবল চেতনের দুঃখ হইতে পারে না। সাংখ্যাচার্য্যও কেবল চেতনের দুঃখ

ত্যত্বেঽপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তাবাত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমস্ততশ্চাত্যন্তিকো মোক্ষ উপপন্ন ইতি চেৎ, নাদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। গুণানাঞ্চোদ্ভবাভিভবয়োরনিয়তত্বাদনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরম ইতি বিয়োগস্যাপ্যনিয়তত্বাৎ সাঙ্খ্যস্যৈবানির্ম্মোক্ষেঽপরিহার্য্যঃ স্যাৎ। ঔপনিষদস্য ত্বাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাদেকস্য চ বিষয়বিষয়িভাবনুপপত্তেঃ, বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাদনির্ম্মোক্ষশঙ্কা স্বপ্নেঽপি নোপজায়তে। ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টস্তপ্যতাপকভাবস্তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যো বা ভবতি।

নামক বিকার স্বীকার করেন না। আবার চেতনের সহিত দেহের সংমিশ্রণও স্বীকার করেন না। সাংখ্যকার চেতনের দুঃখও অঙ্গীকার করেন না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তাহার মতেই বা কিপ্রকারে তপ্যতাপক ভাব উপপন্ন হইতে পারে? সত্ত্বগুণ তপ্য এবং রজোগুণ তাপক, সাংখ্যাচার্য্য এমন কথাও বলিতে পারেন না। যেহেতু উক্ত গুণদ্বয়ের মিশ্রণ অনুপপন্ন। রজস্তমই যদি তপ্য তাপক স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের কি? পুরুষের তাপমোচনার্থ শাস্ত্রারম্ভের ব্যর্থতা থাকিয়াই যায়। পুরুষ সত্ত্বরূপ তপ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাপযুক্তের ন্যায় হইয়া থাকেন। এরূপ বলিলে স্পষ্টই স্বীকার করা হইল যে, পুরুষ বস্তুত তাপযুক্ত হন না—তাপযুক্তের মতন হন। পুরুষের তাপ মিথ্যা। ফল কথা পুরুষ যদি সত্য সত্যই নির্দুঃখ হন, তাহা হইলে তাহাকে দুঃখিতের ন্যায় বলায় দোষ হয় না। ধোড়াকে সাপ বলিলে সে বিষধর হইবে না এবং সাপকে ধোড়া বলিলেও সে নির্ব্বিষ হইবে না। তপ্যতাপক ভাব প্রোক্তকারণেই পারমার্থিক নহে, ইহা আবিদ্যক। সাংখ্যের তপ্যতাপক ভাবের আবিদ্যকতা প্রতিপন্ন হইলে বেদান্তবাদীর কিছুই দোষ হয় না। বরং ভালই হইল। পুরুষের বাস্তবিক তাপ স্বীকার করিলে সাংখ্যাচার্য্য মোক্ষলাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সাংখ্যাচার্য্য তাপককে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য যদি বলেন তপ্যশক্তি ও তাপকশক্তি নিত্য হইলেও তাপপদার্থ সনিমিত্ত সংযোগ সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত দেখা যায় না। তাহা নিবৃত্তি হইলে আত্যন্তিক সংযোগও নিবৃত্ত হয়। আত্যন্তিক সংযোগ

ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাশ্রমং সর্ব্বাণ্যেবাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি। তত্রাপ্যেবম্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাত্তু বাহ্যানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি বিবেক্তব্যম্॥ ২৭॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ॥ ২৮॥*

প্রাণসম্বাদে শ্রূয়তে ছন্দোগানাং 'ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি' ইতি। তথা বাজসনেয়িনাং 'ন হ বা অস্যানন্নং

কর্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। যজ্ঞাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽনুষ্ঠেয়ত্বে শমাদীনাং তেভ্যোঽবিশেষাভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদয়মবিশেষেণানুষ্ঠানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

প্রাণসংবাদে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে। এষ কিল বিচারবিষয়ঃ। সর্ব্বাণি খলু

জ্ঞানের উপকারক হয়" ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। [তস্মাদ্‌...বিবেক্তব্যম্] অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গসাধন ও বাহ্যিক যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় "যে এইরূপ জানে

---

* সর্ব্বান্নানুমতিরিতি। প্রাণবিদঃ সর্ব্বভক্ষ্যতাভ্যনুজ্ঞানং স্তুত্যর্থমেব। বিধায়কশব্দাভাবান্ন তৎ উপাসনাঙ্গত্বেন নামাদিবৎ বিধীয়ত ইতি ভাবঃ। প্রাণাত্যয়ে প্রাণবিনাশরূপায়ামাপদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারপরিত্যাগেন সর্ব্বমেবান্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে ন তু তৎ স্বস্থাবস্থায়াম্। তদ্দর্শনাৎ চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামেবাবস্থায়াং অভক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শনাদিতি যাবৎ।—শ্রুতি যে বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, তাহা তাহাদের সার্ব্বকালিক নহে। এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য। জ্ঞানী হউক, অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণোপযুক্ত ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ ঋষির আখ্যানই প্রমাণ। চাক্রায়ণ বিপদকালে হস্তিপকের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎস্পৃষ্ট পানীয় পান করেন নাই। না করিবার কারণ, তাহা তাঁহার দুর্লভ্য নহে।

জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং ভবতি। সর্ব্বমস্যাদনীয়মেব ভবতীত্যর্থঃ। কিমিদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদ্বিদ্যাঙ্গং বিধীয়ত উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যত ইতি সংশয়ে বিধিরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তথা হি প্রবৃত্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি। অতঃ প্রাণবিদ্যাসন্নিধানাত্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরুপদিশ্যতে। নন্বেবং সতি ভক্ষ্যাভক্ষবিভাগশাস্ত্রব্যাঘাতঃ স্যাৎ।

বাগাদীন্তবজিত্য প্রাণো মুখ্য উবাচৈতানি কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি তানি হোচুঃ। যদিদং লোকেঽন্নমা চ শ্বভ্য আ চ শকুনিভ্যঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্তবান্নমিতি। তদনেন সন্দর্ভেণ প্রাণস্য সর্ব্বমন্নমিত্যনুচিন্তনং বিধায়াহ শ্রুতিঃ। ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেবং বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতৎ সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞানং শমাদিবদেতদ্বিদ্যাঙ্গতয়া বিধীয়ত উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যত ইতি। তত্র যদ্যপি ভবতীতি বর্ত্তমানাপদেশান্ন বিধিঃ প্রতীয়তে তথাপি যথা যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতীতি বর্ত্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীত্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারাপত্ত্যা

অর্থাৎ যে কথিত প্রকারে প্রাণোপাসক হয় তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু অনন্ন নহে। সমস্তই তাহার অন্ন (ভক্ষ্য)।" এ কথা বাজসনেয়ী শাখাতেও আছে। যথা—"ইহার (এই প্রাণোপাসকের) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার গৃহীত অনন্ন নহে।" ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য। প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। [কিমিদং...দিশ্যতে] প্রদর্শিত শ্রুতি যদ্ ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসককে সর্ব্বভক্ষ্য হইতে উপদেশ করিয়াছেন, এতদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সর্ব্বভক্ষ্যতা কি উপাসনার অঙ্গ? না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক? কি উহা স্তুতিমাত্র? সংশয়ের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সর্ব্বভক্ষ্যতা প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। বিধি—প্রবৃত্তিজনক উপদেশ। উক্ত বাক্যে প্রবৃত্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে জন্য উহা বিধি। ঐ বাক্য প্রাণোপাসনার নিকটে অভিহিত, সে জন্যও উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার নিবর্ত্তক। [নন্বেবং...উপলভ্যতে] তোমরা হয় ত ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে। তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা দোষ নহে। বিধানের সামান্য বিশেষ দৃষ্ট হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধ হওয়া শাস্ত্র যুক্তি উভয় সিদ্ধ; সুতরাং সে বাধ দোষ নহে। তাহা

নৈষ দোষঃ। সামান্যবিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ। যথা প্রাণি-হিংসাপ্রতিষেধস্য পশুসংজ্ঞপনবিধিনা বাধো যথা চ ‘ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্‌ব্রতম্’ ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বস্ত্র্য-পরিহারবচনেন সামান্যবিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে এবমনেনাপি প্রাণবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যেতেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নেদং সর্ব্বা-ন্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি। ন হ্যত্র বিধায়কঃ শব্দ উপলভ্যতে। ‘ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি’ইতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ।

তথেহাপি প্রবৃত্তিবিশেষকরতালাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ। স্তুতৌ হ্যর্থবাদমাত্রং ন তথার্থবদ্‌যথা বিধৌ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যশাস্ত্রঞ্চ সামান্যতঃ প্রবৃত্তমনেন বিশেষ-শাস্ত্রেণ বাধ্যতে গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিব সামান্যতঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিদ্যাঙ্গ-ভূতসমস্তস্ত্র্যপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

অশক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তরবিরোধতঃ।
প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বমিতি চিন্তনসংস্তবঃ॥

হইয়াই থাকে। যেমন সামান্যতঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধ বিধা-য়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে “কোনও স্ত্রী পরিত্যাগ করিবেক না” এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারের সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্যও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়ায়, উপস্থিত হওয়ায়, তদুত্তরার্থ বলিতেছেন—সর্ব্বান্ন ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত হয় নাই। কারণ, উহাতে বিধায়ক শব্দ (লিঙাদি) নাই। [ন হ বা...বিধিঃ] আছে—ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি। অর্থাৎ প্রাণোপাসকের কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষিত হয় না (সব খাওয়া হয়)। এ বাক্যে বিধায়ক শব্দ নাই কিন্তু “ভবতি” “হয়” এই মাত্র কথা আছে। এ কথা বর্ত্তমানবাচী সুতরাং বিধি নহে। সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত। বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবের প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তি বিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে ঐ সর্ব্বভক্ষণবাক্যের বিধিত্ব স্বীকার (কল্পনা) সঙ্গত নহে। আরও দেখ, “কুক্কুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই তোমার অন্ন।” শ্রুতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ প্রাণোপাসককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “যে এবম্প্রকারে প্রাণের উপাসনা করে, ধ্যান করে,

ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলোভেনৈব বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে। অপি চ শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণস্যান্নমিত্যুক্ত্বেদমুচ্যতে 'নৈবম্বিদি কিঞ্চিদনন্নং ভবতি' ইতি। ন চ শ্বাদিমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে। শক্যতে তু প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বমিতি বিচিন্তয়িতুম্। তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থোঽয়মর্থবাদো ন সর্ব্বান্নানুজ্ঞানবিধিঃ। তদ্দর্শয়তি—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয় এব হি পরস্যামাপদি সর্ব্বমন্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে তদ্দর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—'মটচীহতেষু

ন তাবৎ কৌলেয়কমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্য্যায়েণ বা শক্যমত্তুম্। ইভকরভকাদীনামন্নস্য শমীকরীরকণ্টকবটকাষ্ঠাদেরেকস্যাপ্যশক্যাদনত্বাৎ। ন চাত্র লিঙ ইব স্ফুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তি। ন চ কল্পনীয়ো বিধিরপূর্ব্বত্বাভাবাৎ। সত্যাপি চ তদুপপত্তেঃ। ন চ সত্যাং গতৌ সামান্যতঃ প্রবৃত্তস্য শাস্ত্রস্য বিষয়সঙ্কোচো যুক্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যনুচিন্তন-

---

তাহারও কোন কিছু অনন্ন নহে।" এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুক্কুর শকুনি কীট পতঙ্গ, সমুদায় ভক্ষণ করিতে পারে? তাহা পারে না। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা করিতে পারে। যাহা পারে তাহাতেই বিধি, যাহা পারেনা, তাহাতে বিধি নহে। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অতএব, ঐ বাক্য প্রাণান্নবিজ্ঞানের প্রশংসা কারক অর্থবাদ, বিধি নহে। অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব খাইবেন, ঐ বাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে। [তদ্দর্শয়তি...দর্শয়তি] সূত্রকার সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগ-শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহা দোষাবহ হইবে না। ইহাই শ্রুতির অনুজ্ঞা—অনুমতি। শ্রুতিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটী আখ্যায়িকাও আছে। শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন, কষ্টদশায় চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। [মটচী···ইতি] "মটচী কর্তৃক (মটচী – পতঙ্গ-পাল। কেহ কেহ বলেন, শিলাবৃষ্টি।) কুরুদেশীয় শস্যসম্পদ বিনষ্ট হইলে তদ্দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া

কুরুষু' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে। চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদ্গত ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষাংশ্চখাদানুপানন্তু তদীয়মুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে কারণঞ্চাত্রোবাচ 'ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্' ইতি 'কামো ম উদপানম্' ইতি চ। পুনশ্চোত্তরেদ্যুস্তানেব স্বপরোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়াম্বভূব ইতি। তদেতদুচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতে-

---

বিধানস্তুতিরিতি স্বাম্প্রতম্। শক্যত্বে চ প্রবৃত্তিবিশেষকরতোপযুজ্যতে নাশক্যবিধানত্বে। প্রাণাত্যয় ইতি চাবধারণপরং প্রাণাত্যয় এব সর্ব্বান্নত্বম্। তত্রোপাখ্যানাচ্চ। স্ফুটতরবিধিস্মৃতেশ্চ। সুরাবর্জ্জং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিধানাৎ ন ত্বন্যত্রেতি। ইভ্যেন হস্তিপকেন সামিখাদিতানর্দ্ধভক্ষিতান্। স হি চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ। কুল্মাষানিব মদুচ্ছিষ্টমুদকং কস্মান্নানুপিবসীতি। এবমুক্তস্তদুদকমুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণং চাত্রোবাচ। ন বাঽজীবিষ্যং ন জীবিষ্যমীতীমান্ কুল্মাষান-

---

বলিয়াছেন "সেই সময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত তদ্দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক পল্লীতে আসিয়া প্রথম দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত সুতরাং উচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় (শস্যবিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন পরং তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পান করেন নাই। হস্তিপক পানীয় পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আর কিছুক্ষণ তোমার এই উচ্ছিষ্ট অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিতাম না, সেই কারণে ইহা খাইলাম। কিন্তু পানীয় আমার স্বেচ্ছালভ্য। জল এখনই অন্যত্র পাইব, এই জন্য তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না।" চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকান্নের দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্নীর জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী তৎপূর্ব্বে প্রাণরক্ষার উপযোগী অন্য অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই। ঋষি পূর্ব্বদিন অতি যৎসামান্য আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য পর দিন প্রাতে আরও অধিক ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্নীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্ছিষ্ট পর্য্যুষিত কলায়পাকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" [তদেত···মাদিঃ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির স্বপরোচ্ছিষ্ট পর্য্যুষিত

রাশয়াতিশয়ো লক্ষ্যতে। প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়া-ভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি স্বস্থাবস্থায়াস্তু তন্ন কর্ত্তব্যং বিদ্যা-বতাপীত্যনুপানপ্রত্যাখ্যানাদ্গম্যতে। তস্মাদর্থবাদো 'ন হ বা এবংবিদি' ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥*

এবঞ্চ সত্যাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরিত্যেবমাদি ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

খাদম্। কামো ম উদকপানমিতি। স্বাতন্ত্র্যং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগ-প্রপাদিষু যথাকামং প্রাপ্স্যামীতি নোচ্ছিষ্টোদকাভাবে প্রাণাত্যয় ইতি তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি মটচীহতেষু কুরুষু যাবন্নশনায়য়া মুনির্নির্রপত্রপ ইভ্যেন সামিজগ্ধান্ খাদয়ামাস।

তস্যার্থবাদত্বে হেত্বন্তরমাহ। অবাধাচ্চেতি। সামান্যশাস্ত্রবিরোধাৎ ন

অন্ত্যজান্নভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অভিপ্রায়—লোক প্রাণসঙ্কট কালে প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপেয় পান করুক কিন্তু যেন স্বস্থাবস্থায় না করে। কি প্রাণোপাসক কি অন্য লোক সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয়াপেয় বিচার কর্ত্তব্য। বিচারের উপ-সংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে "ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" এ বাক্য বিধায়ক নহে; কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তাবক। সর্ব্বভক্ষ্যতার বিধান নহে কিন্তু প্রাণের সর্ব্বভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা। (প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্ব্বভক্ষ্য, এই ভাবনার এমনি মহিমা যে তদ্ভাবে ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপদকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও দোষভাগী হন না)।

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয় না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে

---

* ন হ বেত্যাদিবাক্যস্যার্থবাদত্বে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রস্য প্রামাণ্যমব্যাহতং ভবতীতি সূত্রার্থঃ।—প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অন্য সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য নিত্য শাস্ত্রানু-যায়ী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের স্বার্থক্য সংরক্ষিত হয়।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥*

অপি চ আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণমপি স্মর্য্যতে বিদুষোঽবিদুষশ্চাবিশেষেণ।

'জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'॥ ইতি।

তথা 'মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে। সুরাপাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ'। ইতি চ স্মর্য্যতে বর্জ্জনমনন্নস্য ॥ ৩০ ॥

কল্প্যো বিশেষবিধিরিত্যুক্তং, অধুনা সামান্যশাস্ত্রং দর্শয়ন্ সূত্রং যোজয়তি। এবঞ্চেতি। স্বস্থাবস্থায়াং ভক্ষ্যাভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ। ইত্যানন্দগিরিঃ।

আপদবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণানুজ্ঞানে স্মৃতিং সম্বাদয়তি। অপীতি। স্মৃতিরপি বিদ্বদ্বিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ। অপি চেতি। সুরাপানমবস্থাদ্বয়েঽপি ন কার্য্যমিত্যাহ। তথেতি। ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিতি শেষঃ। জীবিতাত্যয়স্মৃত্যা সুরাপি তদত্যয়ে পাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ। সুরাপস্যেতি। উষ্ণাং সুরামিতি যোজনা। উষ্ণামগ্নিতপ্তামিতি যাবৎ। মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদৃষ্টেস্তৎপ্রসঙ্গেঽপি সা ন

সত্ত্বশুদ্ধি (সত্ত্ব—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিদ্বান্ হউক আর অবিদ্বান্ হউক, বিপদ্‌কালে সকলেই সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করেন, করিলে দোষ হয় না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"যে ব্যক্তি জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না সেইরূপ।" প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না করা নিষিদ্ধ। ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত আছে তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও অভিহিত আছে। যথা—"ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতে সুরাপান বর্জ্জন করিবেন।

---

* স্মর্য্যতে স্মৃতাবুচ্যতে। অপি চ শব্দাৎ সুরাপানমবস্থাদ্বয়েঽপি ন কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেতি দ্রষ্টব্যম্।—আপৎ কালে অভক্ষ্য ভক্ষণ ক্ষতিকর নহে, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। আছে সত্য; কিন্তু সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে আপৎকালেও নিষিদ্ধ। স্মৃতি ব্রাহ্মণের আপৎ নিরাপৎ উভয়াবস্থাতেই সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন।

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩১ ॥*

শব্দশ্চানন্নস্য প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কঠানাং সংহিতায়াং শ্রূয়তে 'তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ' ইতি। সোঽপি 'ন হ বা এবংবিদি' ত্যস্যার্থবাদত্বাদুপপন্নতরো ভবতি। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥†

পাত্রব্যেত্যর্থঃ। ইতশ্চ সা সদা ন পেয়েত্যাহ। সুরাপা ইতি। তত্র হেতুরভক্ষ্যেতি। মদ্যমিত্যাদিস্মৃতেস্তাৎপর্য্যমাহ। বর্জ্জনমিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্মূলশ্রুতিমাহ। শব্দশ্চেতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণস্য সুরাপস্য মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ। শ্রৌতনিষেধস্য প্রকৃতোপযোগমাহ। সোঽপীতি। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃ-শব্দং ব্যাচষ্টে। তস্মাদিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

রাজা সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢালিয়া দিবেন। যাহারা সুরাপায়ী তাহারা কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি।

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধক ও স্বেচ্ছাচার নিবর্ত্তক শ্রুতিও আছে। যথা—"যেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না।" ইত্যাদি। সেই সেই শ্রৌত (শ্রুত্যুক্ত) নিষেধও "ন হ বা এবংবিদি—" ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলে সঙ্গতার্থ হইতে পারে। অতএব, কথিত প্রকার বাক্য মাত্রেই অর্থবাদ; কদাপি বিধি নহে।

---

* কামকার ইচ্ছা তন্নিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপ্যস্তীতি যোজনীয়ম্। নিষেধস্মৃতের্মূলীভূতা শ্রুতিরপ্যস্তীতি ভাবঃ। অতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতোক্তাৎ কারণাৎ ন হ বেত্যাদিবাক্যস্যার্থবাদত্বাদিতি যাবৎ। সোঽপি শ্রৌতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পূরণীয়ম্।—অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপেয় পানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে। নিষেধ শ্রুতির প্রয়োজন অর্থাৎ উদ্দেশ—লোকে অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপেয় পানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করুক। অপিচ, প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্থক) হইতে পারে—যদি সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্যের অর্থবাদতা সিদ্ধ হয়।

† আশ্রমকর্ম্মাপি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ অমুমুক্ষোরপ্যাশ্রমিণোঽনুষ্ঠেয়ানীতি যোজনা।—আশ্রম বিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির সহায় হইলেও যাহারা বিদ্যাকামী নহে তাহাদেরও অনুষ্ঠেয়। হেতু এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আশ্রমীর অবশ্যানুষ্ঠেয়, এইরূপে বিহিত হইয়াছে।

'সর্ব্বাপেক্ষা চ' [বে০সূ০৩।৪।২৬] ইত্যত্রাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুক্ষোরপ্যাশ্রম-মাত্রনিষ্ঠস্য বিদ্যামকাময়মানস্য তান্যনুষ্ঠেয়ান্যুতাহো নেতি চিন্ত্যতে। তত্র 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিনা আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যাম-নিচ্ছতঃ ফলান্তরং কাময়মানস্য নিত্যান্যননুষ্ঠেয়ানি। অথ তস্যাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ন তর্হ্যেষাং বিদ্যাসাধনত্বং নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধাদিত্যস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি। আশ্রমমাত্রনিষ্ঠৈঃ

নিত্যানিত্যান্যাশ্রমকর্ম্মাণি। যাবজ্জীবশ্রুতের্নিত্যহিতোপায়তয়াঽবশ্যং কর্ত্তব্যানি। বিবিদিষন্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাৎ বিদ্যায়াশ্চাবশ্যম্ভাবনিয়মাভা-বাদনিত্যতা প্রাপ্নোতি। নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকস্য ন সম্ভবতি। অবশ্যান-বশ্যম্ভাবয়োরেকত্র বিরোধাৎ। ন চ বাক্যভেদাদ্বাস্তবোবিরোধঃ শক্যোঽপ-নেতুম্। তস্মাদনধ্যবসায় এবাত্রেতি প্রাপ্তম্। এতেনৈকস্য তূভয়ত্বে সংযোগ-পৃথক্ত্বমিত্যাক্ষিপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

"সর্ব্বাপেক্ষা চ" সূত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা অর্থাৎ জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার উপস্থিত। যে মুমুক্ষু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল আ-শ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না। "করি-বেক কি না" এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতঃই পাওয়া যায়, যদি ফলান্তরের কামনা থাকে তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্য-কর্ম্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অননুষ্ঠেয়। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলান্তর-কামনায় জ্ঞানসাধকত্বরূপে বিহিত নিত্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে সে সকলের বিদ্যাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক। কারণ এই যে, নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। (যাহা নিত্য, কদাচ তাহা অনিত্য হইবার নহে এবং যাহা অনিত্য তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা ত্যাগ করিবার নহে, অবশ্যানুষ্ঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে অননুষ্ঠেয় তাহা অনিত্য।) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ সূত্র পঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রম-বিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ এই যে, শ্রুতিতে তাহা "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবেক" এবম্প্রকারে বিহিত হইতে দেখা যায়।

স্যাপ্যমুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যান্যেব নিত্যানি কর্ম্মাণি 'যাবজ্জীব-মগ্নিহোত্রং জুহুতি' ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ। ন হি বচনস্যা-তিভারো নাম কশ্চিদস্তি। অথ যদুক্তং নৈবং সতি বিদ্যাসাধ-নত্বমেষাং স্যাদিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্যুঃ। বিহিতত্বাদেব 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিনা। তদুক্তং 'সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ' ইতি [বে০সূ০৩।৪।২৬]

সিদ্ধে হি স্যাদ্বিরোধোঽয়ং ন তু সাধ্যে কথঞ্চন।
বিধ্যধীনাত্মলাভেঽস্মিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥

সিদ্ধং হি বস্তু বিরুদ্ধধর্ম্মযোগেন বাধ্যতে। ন তু সাধ্যরূপম্। যথা ষোড়শিন একস্য গ্রহণাগ্রহণে। তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এব। ন পুনঃ সিদ্ধে বিকল্পসম্ভবঃ। তদিহৈকমেবাগ্নিহোত্রাখ্যং কর্ম্ম যাবজ্জীবশ্রুতে-র্নিমিত্তেন যুজ্যমানং নিত্যমহিতোপাত্তদুরিতপ্রক্ষয়প্রয়োজনমবশ্যকর্ত্তব্যং বিদ্যাঙ্গতয়া চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিৎকতয়ানবশ্যম্ভাবেঽপি 'কাম্যো বা নৈমি-ত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিকৃত্য নিবিশতে' ইতি ন্যায়াৎ অনিত্যাধিকারেণ নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি তেনাপি তৎসিদ্ধেরিতি সংযোগপৃথক্ত্বাৎ ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ একস্য কার্য্যস্যেতি সিদ্ধম্।

সহকারিত্বঞ্চ কর্ম্মণাং ন কার্য্যে বিদ্যায়াঃ কিন্তূৎপত্তৌ। কোঽর্থো বিদ্যা-সহকারীণি কর্ম্মাণীত্যয়মর্থঃ। সৎসু কর্ম্মসু বিদ্যৈব স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে।

[ন হি...পঠতি] বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে। অর্থাৎ বচনে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা অস্মদাদির অনুযোজ্য নহে। বলিয়াছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা থাকিবেক না, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

ঐ সকল কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক। কারণ, ঐ সকল "ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত। এ নির্ণয় "সর্ব্বাপেক্ষা"

---

* সহকারিত্বেন রূপেণৈষাং বিদ্যাসাধনত্বমবগন্তব্যম্।—আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ জ্ঞানো-দয়ের সহকারী কারণ, জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতি তাহার সাক্ষাৎ কারণভাব নাই।

ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাশ্রমকর্ম্মণাং প্রযাজাদিবৎ বিদ্যা-ফলবিষয়ং মন্তব্যম্। অবিধিলক্ষণত্বাদ্‌বিদ্যায়া অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্য। বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল-সিষাধয়িষয়া সহকারিসাধনান্তরমাকাঙ্ক্ষতে নৈবং বিদ্যা। তথা চোক্তং 'অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা' ইতি [বে০সূ০৩। ৪।২৬।] তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এবৈষাং সহকারিত্ববাচো

যথা সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভীতি সংস্বেব দশপুত্রেষু সৈব ভারস্য বাহিকেতি। "অবিধিলক্ষণত্বাদি"তি। বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাদ্যৈঙ্গৈর্যুজ্যতে ন ত্ববিহিতম্। গ্রাহকগ্রহণপূর্ব্বকত্বাদঙ্গভাবস্য বিধেশ্চ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে চ তদনুপপত্তেঃ। চতসৃণামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানানুপপত্তেরি-ত্যুক্তং প্রথমসূত্রে। দ্রষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিসরূপং ন বিধি-রিত্যপ্যুক্তম্। উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্তু সত্ত্বশুদ্ধ্যা বিবিদিষোপজনদ্বারে-

---

সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ন চেদং...যুক্তিঃ] আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ন্যায় জ্ঞানফল মোক্ষ বিষয়ে নহে। যদ্রূপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ নির্ব্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য করে না, সেইরূপ, আশ্রমবিহিত কর্ম্মও চিত্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের সাহায্য করে কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না। কারণ, বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, সুতরাং বিধির অধীন নহে। (তাহা নিত্যসিদ্ধ ও অযত্নসাধ্য।) যাহা সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহা জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য। দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয়। অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন, তাহা যেমন অঙ্গ কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত অন্য কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। এ কথা "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" সূত্রে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে। প্রদর্শিত হেতু কূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলা-পের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা

যুক্তিঃ। ন চাত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। কর্ম্মাভেদেঽপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাবজ্জীবাদিবাক্যকল্পিতো ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্। অনিত্যস্ত্বপরঃ সংযোগঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিবাক্যকল্পিতঃ। তস্য বিদ্যাফলত্বম্। যথা একস্যাপি খাদিরস্যনিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থতা চ তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥*

ত্যধস্তাদুপপাদিতম্। অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্যাপবর্গস্য। স্বরূপাবস্থানলক্ষণো হি সঃ। ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং নিত্যত্বাৎ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

করে, তৎপরে আর কিছু করে না। [ন চাত্র...তদ্বৎ] এই সিদ্ধান্তে বিরোধের আশঙ্কা করিও না। একই কর্ম্ম অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য, এ কথা বিরুদ্ধ, এরূপ আশঙ্কা করিও না। (একই অগ্নিহোত্র অবশ্যকর্ত্তব্য বিধায় নিত্য, সদা অনুষ্ঠেয়, আবার ফলকামনায় কর্ত্তব্য বলিয়া অনিত্য। ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং অনিত্য। নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার; অনিত্যানুষ্ঠানে কাম্যলাভ; সুতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না।) কারণ, কর্ম্ম এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্য আছে। তদনুসারে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঞ্জন হয়। কর্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই। কর্ম্ম একই, পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ। এক সংযোগ নিত্য, তাহা "যত কাল জীবন তত কাল অগ্নিহোত্র" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক সংযোগ অনিত্য, তাহা "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত। প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিদ্যাফলের অভাব আছে এবং শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই আছে। এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপিতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ। খাদির যূপ একই কিন্তু যে খাদির যূপ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক হয়, আবার সেই খাদির যূপই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা পুরুষের উপকারক হয়। সঙ্কলিত সিদ্ধান্তও পূর্ব্বমীমাংসানুগত প্রোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

* সর্ব্বথাপি বিদ্যাসহকারিত্বাশ্রমধর্ম্মস্বরূপপক্ষদ্বয়েঽপি অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়া এব।

সর্ব্বথাপ্যাশ্রমধর্ম্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবাগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াঃ। ত এবেত্যবধারয়ন্নাচার্য্যঃ কিং নিবর্ত্তয়তি। কর্ম্মভেদাশঙ্কামিতি ব্রূমঃ। যথা কুণ্ডপায়িনাময়নে 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি' ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ কর্ম্মান্তরমুপদিশ্যতে নৈবমিহ কর্ম্মভেদোঽস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ। শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ

যথা মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতীতি প্রকরণান্তরাৎ কর্ম্মভেদ এবমিহাপি 'তমেনং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে'তি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাত্তদ্‌বুদ্ধিব্যবচ্ছেদে সতি কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম-ধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও বটে। সুতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম বলিয়াই হউক আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্ব্বপ্রকারে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস "তে এব—সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই" এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। (জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ বাক্যের দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়াছে।) কুণ্ডপায়ী দিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র * যেমন সর্ব্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কর্ম্ম, এখানে সেরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন—" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনত্বরূপে অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে। [শ্রুতিলিঙ্গং...ধারণম্] শ্রুতিস্থ

কুতঃ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ।—জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর আশ্রমীর কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত উভয় অধিকারীর উক্তবিধ সম্বন্ধ অনুসারে অনুষ্ঠেয়, ইহা অবধারিত আছে। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই উভয়বিধ অনুষ্ঠেয়তা পক্ষে লিঙ্গদর্শন আছে। (লিঙ্গ=জ্ঞাপক চিহ্ন অথবা বোধক বাক্য)।

* কুণ্ডপায়ী—শাখাবিশেষোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। অয়ন=কুণ্ডপায়ী দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। কুণ্ডপায়ীরা অয়ন-যাগ নির্ব্বাহার্থ একটি মাসব্যাপক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। সেই মাসব্যাপক কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এতদ্বাক্যবিহিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। তাহা "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" এতদ্বাক্যের দ্বারা বিহিত।

'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইতি সিদ্ধবদুৎ-পন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঙ্‌ক্তে ন জুহুবতী-ত্যাদিবদপূর্ব্বমেবৈষাং রূপমুৎপাদয়তীতি। স্মৃতিলিঙ্গমপি 'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ' ইতি বিজ্ঞাত-কর্ত্তব্যতাকমেব কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি। "যস্যৈতে অষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারা" ইত্যাদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদি-

---

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কর্ম্ম শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ সংযোগভেদঃ পরং যথা-ঽগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামোযাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি তদেবাগ্নিহোত্র-মুভয়সংযুক্তম্। ন হি প্রকরণান্তরং সাক্ষাদ্ভেদকং কিন্ত্বজাতজ্ঞাপনস্বরসো বিধিঃ প্রকরণৈক্যে স্ফুটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহ্যাৎ। প্রকরণান্তরেণ তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞানঃ স্বরসমজহৎ কর্ম্ম ভিনত্তি। ইহ তু সিদ্ধবদুৎপন্নরূপা-ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঞ্জানো ন জুহোতীত্যাদিবদপূর্ব্বমেষাং রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি। ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রে মাসবিধির্নাপূর্ব্বাগ্নি-হোত্রোৎপত্তিরিতি সাম্প্রতম্। হোম এব সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতেঃ। কালস্য চানুপাদেয়স্যাবিধেয়ত্বাৎ। কালে হি কর্ম্ম বিধীয়তে ন কর্ম্মণি কাল ইত্যুৎ-

---

পোষক বাক্য বা শ্রৌত চিহ্ন এই যে, শ্রুতি "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মা জানিবেন" এই বলিয়া পূর্ব্বপরিচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ করিয়াছেন। অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অন্য কোন নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই। (সুতরাং স্থির হইতেছে যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্ষু উভয়ের অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন।) স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি "যে ব্যক্তি ফল অনুসন্ধান না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে" এই বলিয়া জ্ঞাতকর্ত্তব্যতাক কর্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। (জ্ঞাতকর্ত্তব্যতাক=যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া জানা আছে অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে সেই সকল কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্ত্তব্যতা ও ফল শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট আছে সেই সকল কর্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান-প্রদ হয়।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কর্ম্মভেদাশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কর্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে, সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—"যাহার এই অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮)

কেষু কর্ম্মসু তৎসংস্কৃতস্য বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রেত্য স্মৃতৌ ভবতি। তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥*

সহকারিত্বস্যৈবৈতদুপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি শ্রুতির্ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্লেশৈঃ 'এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে' ইত্যাদিনা।

সর্গঃ। ইহ তু বিবিদিষায়াং বিধিশ্রুতির্ন যজ্ঞাদৌ। তানি তু সিদ্ধান্যেবানূদ্যন্ত ইত্যেককর্ম্মাৎ সংযোগপৃথক্ত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতিরুক্তা। লিঙ্গদর্শনমুক্তম্।

নিত্যানি কর্ম্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাপ্তিফলান্যপি জ্ঞানকামেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানার্থানীত্যুক্তম্। ইদানীং ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশতনূকরণেন বিদ্যোদয়ে হেতুত্বেত্যত্র লিঙ্গমাহ। অনভিভবঞ্চেতি। সূত্রস্য তাৎপর্য্যোক্তি-

---

সংস্কার—" ইত্যাদি। † যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া সুসম্ভব। (৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাৎপর্য্য—সংস্কার বলে তাহাদের চিত্তমল থাকে না, পরিমার্জ্জিত হয়, সুতরাং তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।) প্রদর্শিত প্রকারে কর্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জন্য ঐ সাবধারণ প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য।

যেমন প্রদর্শিত শ্রৌত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরও বিদ্যাহেতুতা অবধারিত হয়। কারণ, শ্রুতিই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন পুরুষ রাগদ্বেষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না। ক্লেশে অভিভূত না হইলেই নিষ্প্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়। যথা—"যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অনুভবারূঢ় হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না।" ইত্যাদি।

---

* অনভিভবং রাগাদিভিঃ। দর্শয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশতনূকরণদ্বারেণ বিদ্যোদয়হেতুত্বং শ্রুত্যা দর্শিতমিতি।—শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন না। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম কর্ম্মও রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্লেশপঞ্চক ক্ষীণ করে, করিয়া জ্ঞানোদয়ের কারণ হয়।

† গর্ভাধান হইতে পত্ন্যভিগম পর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ মহাযজ্ঞ, ৭ সোমযজ্ঞ, ৭ হবির্যজ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, অভুক্ত থাকিয়া সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণ কর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ, দৈহিক কর্ম্ম, ভস্মসমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ, এই ৮। সমুদায়ে ৪৮ এবং সমস্তই শুদ্ধিজনক বলিয়া সংস্কার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি চ ভবন্তি বিদ্যাসহকারীণি চেতি স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিং বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্। আশ্রমক-

---

পূর্ব্বকমক্ষরার্থং কথয়তি। সহকারিত্বস্যেতি। উভয়বিধ্যধীনমর্থমুপসংহরতি। তস্মাদিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যোপায়ত্বে সত্যনাশ্রমকর্ম্মণাং নৈবমিতি মন্বানং প্রত্যাহ। অন্তরেতি। অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষয়ীকৃত্য তেষাং কর্ম্মিত্বপ্রসিদ্ধের্নিন্দাপ্রসিদ্ধেশ্চ সংশয়মাহ। বিধুরেতি। অত্রানাশ্রমকর্ম্মণামুক্তবিদ্যাহেতুত্বোক্ত্যা পাদাদিসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে যথা বিধুরকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিস্তথৈবাশ্রমকর্ম্মণামপি. বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ। সিদ্ধান্তে ত্বাশ্রমিত্বস্য জ্যায়স্ত্বাৎ-কর্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মন্বানঃ সংশয়মনূদ্যপূর্ব্বপক্ষমাহ। নাস্তীত্যাদিনা।

অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম আশ্রমিকর্ত্তব্যও বটে; তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্যকারীও বটে।

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যালাভের উপায়, এতৎ প্রসঙ্গে অন্য এক সংশয় উপস্থিত হয়। সে সংশয় এই—কোন এক আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে নাই এরূপ বিধুর-নামক অন্তরালবর্ত্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র (যাহারা দ্রব্যাভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অপারক) তাহাদের বিদ্যাধিকার আছে কি নাই। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম কর্ম্মই বিদ্যালাভের উপায় তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অসম্ভাব্য। উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের

---

* অন্তরা অন্তরালে বর্ত্তমানা[illegible]ধুর-সংজ্ঞযা প্রসিদ্ধাস্তেষামপি বিদ্যায়ামধিকার ইতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ তদিতি। শ্রুতিস্মৃতীহাসশাস্ত্রেষু রৈক্বপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ।—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, এই অবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষে নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই উচিত। অনাশ্রমী বিধুর ও নিতান্ত দরিদ্র, ইহারা আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করণে অক্ষম ও অনধিকারী হইলেও জ্ঞানোৎপাদক জপাদি কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যাধিকার আয়ত্ত করিতে পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় অর্থাৎ নিদর্শিত হইয়াছে।

র্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেন্না-মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিত্বেনা-ঽন্তরালে বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কুতঃ। তদ্-দৃষ্টেঃ। রৈকবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রু-ত্যুপলব্ধেঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥*

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণা

বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণমাত্রধর্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্য কেবলবর্ণধর্ম্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ। আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্ম্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র-মিত্বেনেতি। তদ্দৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈক্কেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

শ্রৌতীং দৃষ্টিং শিষ্ট্বা স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি। অপীতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সিদ্ধে সিদ্ধান্তেঽনন্তরসূত্রনিরস্যশঙ্কোদ্যমাহ। নন্বিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্ম্মণো রৈক্কাদীনাং বিদ্যাসম্ভবাৎ বর্ণোপাধাবুক্তাৎ কর্ম্মণো বিদ্যেত্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-

---

দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব হয়। রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।)

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্য্যায় (নগ্নচর্য্যা = ব[illegible]ত্যাগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন, কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র (শ্রুতি ও স্মৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শাস্ত্র কৈ? বিধায়ক

---

* আশ্রমকর্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিত্বমিতি শেষঃ।—সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম কর্ম্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এ কথা ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে (পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে।

মপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যত ইতিহাসে। নম্বু লিঙ্গমিদং শ্রুতি-স্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাঽভিধীয়তে ॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥*

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জপোপবাসদেবতারাধনাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ—

'জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে' ॥

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকান্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগৃহীতা বিদ্যোদেষ্যতীতি সূত্রেণ সমাধত্তে সেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

যদি বিদ্যাসহকারীণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি হন্ত ভো বিধুরাদীনামনাশ্রমিণামনধিকারো বিদ্যায়াম্। অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নাত্যন্তমকর্ম্মাণো রৈক্কবিধুরবাচক্নবীপ্রভৃতয়ঃ। সন্তি হি তেষামনাশ্রমিত্বে জপোপবাসদেবতারাধনাদীনি কর্ম্মাণি। কর্ম্মণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্। আশ্রমকর্ম্মণামুপ-

---

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সূত্রকার এতৎপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় (পুরুষমাত্রকর্ত্তব্য) জপ, উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে। স্মৃতি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জপকর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ।" (মৈত্র = মিত্রতায় অবস্থানকারী। অহিংসক বা দয়াবান্।) এই স্মৃতি বিধুর ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে বলিয়াছেন। অন্য স্মৃতিতেও আছে "বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" এই স্মৃতি জন্মান্তরসঞ্চিতধর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

---

* বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পূরণীয়ম্। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্মৈরনুগৃহীতা বিদ্যা উদেষ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—আশ্রমবিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বর্ণধর্ম্মে রত থাকেন। আচরিত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ (উদয়) হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধর্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে।

র্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেম্না-মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিত্বেনা-হন্তরালে বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কুতঃ। তদ্-দৃষ্টেঃ। রৈকবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রু-ত্যুপলব্ধেঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥*

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণা

বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণমাত্রধর্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্য কেবলবর্ণধর্ম্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ। আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্ম্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র-মিত্বেনেতি। তদ্দৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈক্কেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

শ্রৌতীং দৃষ্টিং শিষ্ট্বা স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি। অপীতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সিদ্ধে সিদ্ধান্তেঽনন্তরসূত্রনিরস্যশঙ্কোদ্যমাহ। নন্বিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্ম্মণো রৈক্কাদীনাং বিদ্যাসম্ভবাৎ বর্ণোপাধাবুক্তাৎ কর্ম্মণো বিদ্যেত্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-

দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব হয়। রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।)

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্য্যায় (নগ্নচর্য্যা = ব[illegible]ত্যাগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন, কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র (শ্রুতি ও স্মৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শাস্ত্র কৈ? বিধায়ক

* আশ্রমকর্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিত্বমিতি শেষঃ।—সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম কর্ম্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এ কথা ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে (পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে।

মপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যত ইতিহাসে। নন্বু লিঙ্গমিদং শ্রুতি-স্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাঽভিধীয়তে ॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥*

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জপোপবাসদেবতারাধনাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ—

'জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে' ॥

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকান্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্ম-বিশেষৈরনুগৃহীতা বিদ্যোদেষ্যতীতি সূত্রেণ সমাধত্তে সেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

যদি বিদ্যাসহকারীণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি হন্ত ভো বিধুরাদীনামনাশ্রমিণামনধিকারো বিদ্যায়াম্। অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নাত্যন্তমকর্ম্মাণো রৈক্কবিধুরবাচক্নবীপ্রভৃতয়ঃ। সন্তি হি তেষামনাশ্রমিত্বে জপোপবাসদেবতারাধনাদীনি কর্ম্মাণি। কর্ম্মণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্। আশ্রমকর্ম্মণামুপ-

---

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সূত্রকার এতৎপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় (পুরুষমাত্রকর্ত্তব্য) জপ, উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে। স্মৃতি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জপকর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ।" (মৈত্র=মিত্রতায় অবস্থানকারী। অহিংসক বা দয়াবান্।) এই স্মৃতি বিধুর ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে বলিয়াছেন। অন্য স্মৃতিতেও আছে "বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" এই স্মৃতি জন্মান্তরসঞ্চিতধর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

---

* বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পূরণীয়ম্। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্মৈরনুগৃহীতা বিদ্যা উদেষ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—আশ্রমবিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বর্ণধর্ম্মে রত থাকেন। আচরিত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ (উদয়) হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধর্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে।

ইত্যসম্ভবাদাশ্রমকর্ম্মণোঽপি জপেঽধিকারং দর্শয়তি। জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চাশ্রমকর্ম্মভিঃ সম্ভবত্যেব বিদ্যায়া অনুগ্রহঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—

'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'।

ইতি জন্মান্তরসঞ্চিতানপি সংস্কারবিশেষানুগ্রহীতৄন্ বিদ্যায়া দর্শয়তি। দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রেণাপ্যর্থিনমধিকরোতি শ্রবণাদিষু। তস্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরুধ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥*

অতস্ত্বন্তরালবর্ত্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়োবিদ্যাসাধনং

লক্ষণত্বাদিতি ন তেষামনধিকারোবিদ্যাসু। "জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চে"তি। ন খলু বিদ্যাকার্য্যে কর্ম্মণামপেক্ষাঽপি তূৎপাদে। উৎপাদয়ন্তি চ বিবিদিষোপহারেণ কর্ম্মাণি বিদ্যাম্। উৎপন্নবিবিদিষাণাং পুরুষধৌরেয়াণাং বিদুরসম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং কৃতং কর্ম্মভিঃ। যদ্যপি চেহ জন্মনি কর্ম্মাণ্যননুষ্ঠিতানি তথাপি বিবিদিষাতিশয়দর্শনাৎ প্রাচি ভবেঽনুষ্ঠিতানি তৈরিতি গম্যত ইতি। ননু যথাধীতবেদ এব ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামধিক্রিয়তে নানধীতবেদ ইহ জন্মনি তথেহ জন্মন্যাশ্রমকর্ম্মোৎপাদিতবিবিদিষ এব বিদ্যায়ামধিকৃতো নেতর ইত্যনাশ্রমিণামনধিকারো বিধুরপ্রভৃতীনামিত্যত আহ—"দৃষ্টার্থা চে"তি। অবিদ্যানিবৃত্তির্ব্বিদ্যায়া দৃষ্টোঽর্থঃ। স চান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধো ন নিয়মমপেক্ষত ইত্যর্থঃ। প্রতিষেধো বিঘাতস্তস্যাভাব ইত্যর্থঃ। যদ্যনাশ্রমিণামপ্যধিকারো বিদ্যায়াং কৃতং তর্হ্যাশ্রমৈরতিবহুলায়াসৈরিত্যশঙ্ক্যাহ—

স্বস্থেনাশ্রমিত্বমাস্থেয়ম্। দৈবাৎ পুনঃ পত্ন্যাদিবিয়োগতঃ সত্যনাশ্রমিত্বে

অর্থাৎ ঐহিক বা প্রত্যক্ষ। সুতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব বা প্রতিবন্ধক মোচন হইলেই বিদ্যাসাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যাধিকার জন্মে। অতএব, বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ।

বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ। কারণ

* অতঃ অন্তরালবর্ত্তিত্বাৎ অনাশ্রমিত্বাৎ ইতরৎ অন্যৎ আশ্রমিত্বং জ্যায় শ্রেষ্ঠমিতি লিঙ্গাৎ শ্রৌতাৎ স্মার্ত্তাচ্চ বিজ্ঞায়তে।—আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্যার্থ পর্য্যালোচনে বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রুতিস্মৃতিসন্দৃব্ধত্বাৎ। শ্রুতিলিঙ্গাচ্চ 'তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ' ইতি। 'অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ।' 'সম্বৎসরমনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রমেকঞ্চরেৎ' ইতি চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৯ ॥

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥*

সন্ত্যূর্দ্ধরেতস আশ্রমা ইতি স্থাপিতম্। তাংস্তু প্রাপ্তস্য কথঞ্চিত্তত্তঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বধর্ম্মেষ্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতোঽপি স্যাৎ বিশেষা-

---

ভবেদধিকারোবিদ্যায়ামিতি শ্রুতিস্মৃতিসন্দর্ভেণ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিনা জ্ঞায়স্ত্বাবগতেঃ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চাবগম্যতে। তেনৈতি পুণ্যকৃদিতি শ্রুতিলিঙ্গমনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতেত্যাদি চ স্মৃতিলিঙ্গম্।

আরোহবৎ প্রত্যবরোহোঽপি কদাচিদূর্দ্ধরেতসাং স্যাদিতি মন্দাশঙ্কানিরা-

---

এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রমবিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে থাকে। তৎকারণে আশ্রমাবস্থানের জ্ঞানসাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ (নিকট সাধন)। আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন এবং স্মৃতিও বলিয়াছেন। অধিকন্তু স্মৃতি অনাশ্রমীর নিন্দা করিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"আশ্রমধর্ম্মে রত থাকিলে ক্রমে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তেজঃসম্পন্ন হয়।" স্মৃতি যথা—"দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না।" "যদি পূর্ণ এক বৎসর অনাশ্রমী থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তাত্মক কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে।"

শাস্ত্রে উর্দ্ধরেত আশ্রমের অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আছে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে সংশয়—সে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার তাহা

---

* তদ্ভূতস্য প্রাপ্তোর্দ্ধরেতোভাবস্য অতদ্ভাবস্ততঃ প্রচ্যুতির্নাস্তীতি নিয়মাদিশাস্ত্রেভ্যো বিজ্ঞায়তে। এতচ্চ মতং জৈমিনেরপি।—উর্দ্ধরেত আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস নামক চতুর্থাশ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আর অবরোহণ হয় না। অর্থাৎ সে আর নিম্নাশ্রমে আসিতে পারে না। ইহা জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই অভিমত। অবরোহণ না হওয়ার জ্ঞাপক নিয়মশাস্ত্র, অতদ্রূপের অর্থাৎ অবরোহণের নিষেধ শাস্ত্র ও শিষ্টাচার। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। তদ্ভূতস্য তু প্রতিপন্নোর্দ্ধ-রেতোভাবস্য ন কথঞ্চিদপ্যতদ্ভাবো ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্যাৎ। কুতঃ। নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ। তথা হি—অত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্নিতি অরণ্যমিয়াদিতি পদস্ততো ন পুনরেয়াদিত্যুপনিষদিতি।

"আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আবিমোক্ষাৎ শরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেদ্‌যথাবিধি॥"

ইতি চৈবঞ্জাতীয়কো নিয়মঃ প্রচ্যুত্যভাবং দর্শয়তি। যথা চ 'ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' ইতি চৈবমাদীন্যারোহরূপাণি বচাংস্যুপলভ্যন্তে নৈবম্প্রত্যবরোহ-

---

করণার্থমিদমধিকরণম্। পূর্ব্বধর্ম্মেষু যাগহোমাদিষু রাগতো বা গৃহস্থোঽহং পত্ন্যাদিপরিবৃতঃ স্যামিতি। নিয়মং ব্যাচষ্টে "তথা হ্যত্যন্তমাত্মানমি"তি। অতদ্রূপতামবরোহতুল্যতাভাবম্। ব্যাচষ্টে—"যথা চ ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্যে"তি।

হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না? অর্থাৎ ফিরিয়া আবার গার্হস্থ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে কি না? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আর একবার পূর্ব্বধর্ম্ম সকল (গার্হস্থ্যাদিবিহিত কর্ম্মকলাপ) ভালরূপে অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা ফিরিতেও পারে। আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রুতি থাকায় পুনর্গার্হস্থ্য অশাস্ত্রীয়। এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই সূত্রকার তন্নির্ণয়ার্থ সূত্র বলিলেন। সূত্রের অর্থ এই যে, তদ্ভূত—একবার সেই ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্ত হইলে আর তাহার অতদ্ভাব অর্থাৎ কোনও প্রকারে ইচ্ছোদ্রেক হইলেও তাহা হইতে অবরোহণ (পুনর্গার্হস্থ্যাদিতে আগমন) নাই। তৎপ্রতি হেতু—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব। নিয়ম অর্থাৎ মরণান্ত অরণ্যবাস প্রভৃতির নিয়ম। শাস্ত্র সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। অতদ্রূপতা (তদ্রূপ করার নিষেধশাস্ত্র) অর্থাৎ সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্হস্থ্য না করা। শাস্ত্র সেরূপ করার দোষোদ্ঘোষণ করিয়াছেন। অভাব অর্থাৎ শিষ্টাচারের অভাব। কোনও শিষ্ট সেরূপ করেন নাই। [তথা হি...বিদ্যন্তে] নিয়ম যথা—"আপনাকে গুরুগৃহে অতিশয়িত ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা ক্লিষ্ট করতঃ পরে অরণ্যে গমন করিবেক। **অর্থাৎ নির্জ্জনসেবিত্ব উপলক্ষিত ঊর্দ্ধরেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক। ইহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ। তাহা হইতে**

রূপাণি। ন চৈবমাচারাঃ শিষ্টা বিদ্যন্তে। যত্তু পূর্ব্বধর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া প্রত্যবরোহণমিতি তদসৎ। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' ইতি স্মরণাৎ। ন্যায়াচ্চ। যো হি যং প্রতি বিধীয়তে স তস্য ধর্ম্মো ন তু যো যেন স্বনুষ্ঠাতুং শক্যতে। চোদনালক্ষণত্বাদ্ধর্ম্মস্য। ন চ রাগাদিবশাৎ প্রচ্যুতিঃ। নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ। জৈমিনেরপীত্যপিশব্দেন জৈমিনিবাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রতিপত্তিং শাস্তি প্রতিপত্তিদার্ঢ্যায় ॥ ৪০ ॥

অভাবং শিষ্টাচারাভাবম্। বিভজতে—"ন চৈবমাচারাঃ শিষ্টা"ইতি। অতিরোহিতার্থমন্যৎ।

আর পুনরাগত হইবেক না অর্থাৎ পুনর্গার্হস্থ্যে আসিবেক না। ইহাই উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য (শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।)" "গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া চার আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধিবিধানক্রমে অনুষ্ঠান করিবেক।"এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শাস্ত্র উত্তরাশ্রমগৃহীতার পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়া আসা নাই বলিয়াছেন। অতদ্রূপ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের ন্যায় অবরোহণ ক্রমের অভাব (না থাকা) দেখা যায়। "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবেক। অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক।" এই যেমন পর পর উচ্চ আশ্রম গমনের ক্রম দেখা যায়, এরূপ অবরোহণ ক্রম কুত্রাপি বা কোনও শাস্ত্রবাক্যে দৃষ্ট হয় না। অপিচ, ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও নাই। কোনও শিষ্টকে (ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ আস্তিক ঋষিকে) উত্তরাশ্রম গ্রহণের পর পুনর্গার্হস্থ্য করিতে দেখা যায় নাই। [যত্তু...ধর্ম্মস্য] বলিয়াছিলে যে, পূর্ব্বধর্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছায় পুনরাবর্ত্তন ঘটিতে পারে, আমরা বলি, ঘটিতে পারে না। কারণ এই যে, স্মৃতির অনুশাসন আছে—"সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অল্প কিছু স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।" (পরধর্ম্ম=অন্যাশ্রমের ধর্ম্ম)। এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, যে যাহা ভালরূপ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ—তাহাই তাহার ধর্ম্ম, এমন নহে; কিন্তু যাহা যাহার জন্য বিহিত—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ইহাই বিধিবাক্যানুমেয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মলক্ষণের রহস্য। [ন চ...দার্ঢ্যায়] চতুর্থাশ্রমী স্বাবলম্বিত আশ্রম হইতে চ্যুত হইতে পারিত যদি রাগের অর্থাৎ ঐচ্ছিক ব্যবহারের প্রাবল্য থাকিত।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদ- যোগাৎ ॥ ৪১ ॥*

যদি নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী প্রমাদাদবকীর্য্যেত কিং তস্য 'ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভমালভেত' ইত্যেতৎ প্রায়শ্চিত্তং স্যাদুত নেতি। নেত্যুচ্যতে। যদপ্যধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং—অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাদিতি তদপি ন নৈষ্ঠিকস্য ভবিতুমর্হতি। কিং কারণম্।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামীতি নৈষ্ঠিকং প্রতি প্রায়শ্চিত্তাভাবস্মরণাৎ নৈর্ঋতগর্দ্দভালম্ভঃ প্রায়শ্চিত্তমুপকুর্ব্বাণকং প্রতি। তস্মাচ্ছিন্নশিরস ইব পুংসঃ প্রতিক্রিয়াভাব ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সূত্রযোজনা তু—ন চাধিকারিকমধিকারলক্ষণে

কিন্তু রাগপ্রাবল্যের সম্ভাবনা নাই। কারণ, রাগ অপেক্ষা নিয়ম শাস্ত্র বলবান্ এবং তাহারই বলে রাগের খর্ব্বতা সঙ্ঘটন হয়। এ সিদ্ধান্ত কেবল বাদরায়ণসম্মত নহে, জৈমিনিসম্মতও বটে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবকীর্ণী অর্থাৎ ভঙ্গব্রত বা ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হন তাহা হইলে তাঁহাকে "অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নির্ঋতি দেবতার উদ্দেশে গর্দ্দভ পশু আলভন করিবেন" এতৎশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কি না তাহা এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে। বিচারের নিষ্কর্ম

---

* আধিকারিকং অধিকারলক্ষণে নির্ণীতং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তৎ নৈষ্ঠিকে ভবিতুং নার্হতি। কুতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ। অপ্রতিসমাধেয়পতনস্মরণাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাদিতি যাবৎ।—পূর্ব্বমীমাংসার প্রথমকাণ্ডে একটী প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা এই—"ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে গর্দ্দভ পশু বধ করিয়া তদ্দ্বারা নৈর্ঋত যাগ করিবেক।" এই প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পক্ষে বিহিত নহে। উপকুর্ব্বাণের প্রতি বিহিত। কারণ এই যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্ত পশুহোমাত্মক, পশুহোম অগ্ন্যাধানসাপেক্ষ সুতরাং তাহা স্ত্রীগ্রহণসাপেক্ষ। পশুহোমের নিমিত্ত অগ্ন্যাধান করিতে হইলে অগ্ন্যাধানার্থ স্ত্রীগ্রহণ করিতে হইবেক কিন্তু স্ত্রীগ্রহণ করিলে নৈষ্ঠিকের পাতিত্য জন্মে। সে পাতিত্যের বা সে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই জন্য প্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিকের নহে; উপকুর্ব্বাণের। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী স্ত্রীগ্রহণ ও অগ্নিগ্রহণ করিলে সেরূপ পাতকী হন না—নৈষ্ঠিক যেরূপ হন। অতএব, প্রায়শ্চিত্তনাশ্য নহে এরূপ পাতক স্মৃত (স্মৃতিতে উক্ত) হওয়ায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গজনিত দোষের নাশক প্রায়শ্চিত্তের অভাব (না থাকাই) স্থিরীকৃত হয়। ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিলে নৈষ্ঠিকের পতন ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কিন্তু তাহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও পতনাভাব স্বীকৃত হয়। উপকুর্ব্বাণের ইচ্ছানিচ্ছাকৃত দোষের পরিহার আছে।

'আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
'প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা' ॥
ইত্যপ্রতিসমাধেয়পতনস্মরণাৎ ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। উপকুর্ব্বাণস্য তু তাদৃক্পতনস্মরণাভাবাদুপপদ্যতে তৎ প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ৪১ ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥ ৪২ ॥*

অপি ত্বেকে আচার্য্যা উপপাতকমেবৈতদিতি মন্যন্তে

প্রথমকাণ্ডে নির্ণীতমবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাদিত্যনেন যৎ প্রায়শ্চিত্তং তন্ন নৈষ্ঠিকে ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকমিতি স্মৃত্যা পতনশ্রুত্যনুমানাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাৎ।

শ্রুতিস্তাবৎ স্বরসতোঽসঙ্কুচদ্বৃত্তির্ব্রহ্মচারিমাত্রস্য নৈষ্ঠিকস্যোপকুর্ব্বাণস্য

এই যে, হইবে না। যদিও অধিকারনির্ণয় প্রকরণে কথিতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে, কথিত হইয়াছে, তথাপি, সে নির্ণয় নৈষ্ঠিকের জন্য নহে। কেন না নৈষ্ঠিকের অগ্ন্যাধান নাই। অগ্ন্যাধান না থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব। তাঁহার অগ্ন্যাধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত। শাস্ত্র আছে, "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকধর্ম্মে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যে, তদ্দ্বারা সেই আত্মঘাতী অতিপাতকী শুদ্ধ হইতে পারে।" এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিকের বিবাহকরণজনিত পাপের নাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকা অভিহিত হইয়াছে। পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকায় তৎকর্ম্মকরণে পতিত হইতে হয়, সুতরাং অজ্ঞানকৃত সকৃৎ ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণের পক্ষেই বিহিত। নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে। যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎসা নাই, তেমনি, নৈষ্ঠিকাশ্রম আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত নাই। উপকুর্ব্বাণের সেরূপ পাতিত্য শুনা যায় না, সুতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত।

---

* উপপদং পূর্ব্বং যস্য তৎপাতকম্। উপপাতকমিতি যাবৎ। নৈষ্ঠিকব্রতলোপস্যোপপাতকত্বং একে ঋষয় আহুরিতি শেষঃ। অতএব ভাবং প্রায়শ্চিত্তাস্তিত্বম্। অশনবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাদিভক্ষণে ব্রতলোপঃ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ তথা। তদুক্তমিতি জৈমিনিনা পূর্ব্বকাণ্ডে।—কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গুরুদারাদি ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য লোপ হইলে তজ্জনিত তাহার উপপাতক জন্মে, সেই জন্য তাহার প্রায়-

ত্বিন্দ্রিয়ত্বং ন শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধমস্তি। ব্যপদেশভেদশ্চায়ং তত্ত্বভেদপক্ষ উপপদ্যতে। তত্ত্বৈকত্বে তু 'স এবৈকঃ সন্ প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যপদেশং লভতে ন লভতে চ' ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। তস্মাত্তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে। কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ১৭ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥*

শ্রুতেশ্চ গতির্দ্দর্শিতা। তথা জ্যেষ্ঠে প্রাণশব্দস্য মুখ্যত্বাদিন্দ্রিয়েষু ততস্তত্ত্বান্তরেষু লাক্ষণিকঃ প্রাণশব্দ ইতি যুক্তম্। ন চ মুখ্যত্বানুরোধেনাবগতভেদয়োরৈক্যং যুক্তম্। মাভূদ্গঙ্গাদীনাং তীরাদিভিরৈক্যমিতি। অন্যে তু ভেদশব্দাধ্যাহারভিয়া ভেদশ্রুতেশ্চেতি পৌনরুক্ত্যভিয়া চ তচ্ছব্দস্য চানন্তরোক্তপরামর্শকত্বাদন্যথা বর্ণয়াঞ্চক্রুঃ। কিমেকাদশৈব বাগাদয় ইন্দ্রিয়াণ্যাহো প্রাণোঽপীতি বিশয়ঃ। ইন্দ্রস্যাত্মনোলিঙ্গমিন্দ্রিয়ম্। তথা চ বাগাদিবৎ প্রাণস্যাপীন্দ্রলিঙ্গতাস্তি। ন চ রূপাদিবিষয়ালোচনকরণতেন্দ্রিয়তা। আলোকস্যাপীন্দ্রিয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্ভৌতিকমিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রিয়মিতি বাগাদিবৎ প্রাণোপীন্দ্রিয়মিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। ইন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি শ্রেষ্ঠাৎ প্রাণাদন্যত্র। কুতঃ। তেনেন্দ্রিয়শব্দেন তেষামেব বাগাদীনাং ব্যপদেশাৎ। ন হি মুখ্যে প্রাণ ইন্দ্রিয়শব্দো দৃষ্টচরঃ। ইন্দ্রলিঙ্গতা তু ব্যুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং যথা গচ্ছতীতি গৌরিতি প্রবৃত্তিনিমিত্তন্তু দেহাধিষ্ঠানত্বে সতি রূপাদ্যালোচনকরণত্বম্। ইদঞ্চাস্য দেহাধিষ্ঠানত্বং যদ্দেহানুগ্রহোপঘাতাভ্যাং তদনুগ্রহোপঘাতৌ। তথা চ নালোকস্যেন্দ্রিয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদ্রূঢ়ের্ব্বাগাদয় এবেন্দ্রিয়াণি ন প্রাণ ইতি সিদ্ধম্। ভাষ্যকারীয়ং ত্বধিকরণং ভেদশ্রুতেরিত্যাদিষু সূত্রেষু নেয়ম্।

পুরস্কারে মনকেও সংগ্রহ করা হইয়াছে (মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়,এইরূপ স্মৃতি আছে) পরন্তু কি শ্রুতি কি স্মৃতি কোথাও প্রাণের ইন্দ্রিয়ত্ব কথন নাই। [ব্যপদেশ··· দিতরে] বাধক প্রমাণ না থাকিলে বস্তুভেদ পক্ষেই নাম ভেদ উপপন্ন হয়, বস্তুর একত্ব অনুপপন্ন থাকে। যদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় একই বস্তু হয়, তাহা হইলে একই প্রাণ একস্থানে ইন্দ্রিয় নাম প্রাপ্ত হয়, অন্যস্থানে তাহা হয় না, এ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, অন্য একাদশ প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ। এ হেতুতেও ইতর প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্—

* প্রাণেভ্যোভিন্না বাগাদয় ইতি শ্রবণাদিতি সূত্রাক্ষরার্থঃ। এতেন মুখ্যস্যেতরভিন্নত্বে প্রাক্

ভেদেন চ বাগাদিভ্যঃ প্রাণঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে। 'তে হ বাচমূচুঃ' ইত্যুপক্রম্য বাগাদীনসুরপাপ্মবিধ্বস্তানুপন্যস্যোপসংহৃত্য বাগাদিপ্রকরণং 'অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ' ইত্যসুরবিধ্বংসিনো মুখ্যস্য প্রাণস্য পৃথগুপক্রমাৎ। তথা 'মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত' ইত্যেবমাদ্যা অপি ভেদশ্রুতয় উদাহর্ত্তব্যাঃ। তস্মাদপি তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে। কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ১৮ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥*

এবং ভেদেনাপর্য্যায়সংজ্ঞাভ্যামুক্তেঃ পৃথক্‌জন্মোক্তেশ্চেতি তত্ত্বাপদেশাদিতি হেতুর্ব্যাখ্যাতঃ। ভেদশ্রুতেরিতি সূত্রেণ প্রকরণভেদো হেতুরুক্ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তে দেবাঃ শাস্ত্রীয়েন্দ্রিয়মনোবৃত্তিরূপাঃ, অসুরাণাং পাপবৃত্তিরূপাণাং জয়ার্থমুদ্গীথকর্ম্মণি প্রথমং ব্যাপৃতাং বাচমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়াসুরনাশার্থমিতি তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃত্যোদ্গায়ন্তীং বাচমনৃতাদিদোষেণ বিধ্বংসিতবন্তোঽসুরা ইত্যেবং ক্রমেণ সর্ব্বেষ্বিন্দ্রিয়েষু পাপগ্রস্তেষু পশ্চাদথেতি প্রকরণং বিচ্ছিদ্য প্রসিদ্ধমাস্যে ভবমাসন্যং মুখ্যং প্রাণমূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি তেন প্রাণেনোদ্গাত্রা নির্ব্বিষয়তয়া সঙ্গদোষশূন্যেনাসুরা নষ্টা ইত্যসুরাণাং বিধ্বংসিনো মুখ্যপ্রাণস্যোক্তের্ভেদসিদ্ধিরিত্যাহ—তে হেতি। তানি ত্রীণ্যন্যান্যাত্মনে স্বার্থং প্রজাপতিঃ কৃতবানিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

যেহেতু ভেদ-শ্রুতি আছে—সর্ব্বত্রই বাক্যাদি-ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের ভেদ শ্রবণ আছে। শ্রুতি "তাহারা বাক্যকে বলিল" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পাপবৃত্তিরূপ অসুরদিগের জয়ার্থ বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগাদি বর্ণনা করিয়া, সে প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ "অনন্তর তাহারা মুখভব মুখ্য প্রাণকে বলিল" এইরূপে অসুর নাশক মুখ্য প্রাণের পৃথক্ প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। "মন, বাক্য, প্রাণ, এ সকলকে আত্মার্থে সৃজন করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিও মুখ্য প্রাণের ভিন্নতাব উদাহরণ। এবং ঐ হেতুতেও অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্।

রণভেদো হেতুরিত্যুক্তঃ।—শ্রুতি বাগাদি ইন্দ্রিয়কে প্রাণভিন্ন বলিয়াছেন, সে হেতুতেও মুখ্য প্রাণ ও ইতর প্রাণ পরস্পর ভিন্ন।

* বৈলক্ষণ্যাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ।—বৈলক্ষণ্য বা বিরুদ্ধধর্ম্ম অর্থাৎ লক্ষণভেদ থাকাতেও মুখ্য প্রাণের ও ইতর প্রাণের ভেদ নির্ণীত হয়।

বৈলক্ষণ্যঞ্চ ভবতি মুখ্যপ্রাণস্যেতরেষাঞ্চ সুপ্তেষু বাগাদিষু মুখ্য একো জাগর্ত্তি স এব চৈকো মৃত্যুনাঽনাপ্ত আপ্তাস্ত্বি-তরে। তস্যৈব প্রাণস্যাবস্থিত্যুৎক্রান্তিভ্যাং দেহধারণপাতন-হেতুত্বং নেন্দ্রিয়াণাম্। বিষয়ালোচনহেতুত্বঞ্চেন্দ্রিয়াণাং ন প্রাণ-স্যেত্যেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ লক্ষণভেদঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণাম্। তস্মাদপ্যেষাং তত্ত্বান্তরভাবসিদ্ধিঃ। যদুক্তং 'তত্র তস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্' ইতি শ্রুতেঃ প্রাণ এবেন্দ্রিয়াণীতি তদযুক্তম্। তত্রাপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনাদ্ভেদপ্রতীতেঃ। তথা হি 'বদি-ষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে' ইতি বাগাদীনীন্দ্রিয়াণ্যনুক্রম্য 'তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্'

বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাচ্চ। ভেদ ইত্যাহ—বৈলক্ষণ্যঞ্চেতি। মৃত্যুরাসঙ্গদোষঃ। বাগ্দধ্রে ধৃতবতীত্যর্থঃ। বহুভির্ভেদলিঙ্গৈর্ব্বিরোধাদ্বাগাদীনাং প্রাণরূপভবনং প্রাণাধীনস্থিতিকত্বরূপং ব্যাখ্যেয়ম্। এতদেব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লক্ষণাবীজং

মুখ্য প্রাণের ও অন্যান্য প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে (তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরত হইলে) কেবল এক মুখ্য প্রাণই জাগ্রৎ থাকে—স্বব্যাপারে রত থাকে। একমাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যুগ্রস্ত নহে। (মৃত্যু = আসঙ্গ দোষ) অন্যান্য প্রাণেরা মৃত্যুগ্রস্ত। মুখ্য প্রাণেরই অবস্থানে দেহের অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন, তাহা ইন্দ্রিয়গণের অবস্থানে ও অনবস্থানে নহে। ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচনা করে, প্রাণ তাহা করে না। প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এইরূপ এইরূপ বহুতর বৈলক্ষণ্য (লক্ষণের ভেদ) আছে, সে হেতুতেও অমুখ্য প্রাণ সমূহের ভেদ-সিদ্ধি হয়। [যদুক্তং…তাদাত্ম্য্] "তাহারা তাহারই রূপ হইল" এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণই ইন্দ্রিয়, এই যে এক কথা বলিয়াছিলে, তাহা অযুক্ত—যুক্তি-শূন্য। কেন-না, সেখানেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত উভয়ের ভেদ জানিতে পারিবে। ভেদপ্রতীতি হয় কি-না তাহা দেখ—"আমিই বলিব, এই ভাবিয়া বাক্য ধারণ করিলেন।" শ্রুতি এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অনুক্রম করতঃ বলিলেন "মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া বাগিন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেন, সেই কারণে বাগিন্দ্রিয় শ্রান্ত হয়।" এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের শ্রমরূপ মৃত্যু-গ্রস্ততা বর্ণন করিয়া পরে বলিয়াছেন—"মৃত্যু ইহাঁকে পাইল না—যিনি মধ্যম প্রাণ।"

ইতি চ শ্রমরূপেণ মৃত্যুনা গ্রস্তত্বং বাগাদীনামভিধায় 'অথেমমেব নাপ্নোৎ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ' ইতি পৃথক্ প্রাণং মৃত্যুনানভিভূতমনুক্রামতি। 'অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ' ইতি চ শ্রেষ্ঠতামস্যাবধারয়তি। তস্মাত্তদবিরোধেন বাগাদিষু পরিস্পন্দলাভস্য প্রাণায়ত্তত্বং তদ্রূপভবনং বাগাদীনামিতি মন্তব্যং ন তু তাদাত্ম্যম্। অতএব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'তত্র তস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্ তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ' ইতি মুখ্যপ্রাণবিষয়স্যৈব প্রাণশব্দস্যেন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকীং বৃত্তিং দর্শয়তি। তস্মাত্তত্ত্বান্তরাণি প্রাণাদ্বাগাদীন্দ্রিয়াণীতি ॥ ১৯ ॥

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২০॥*

শ্রুতৌ তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্ত ইতি পরামৃষ্টমিতি ন ভেদাভেদশ্রুত্যোর্ব্বিরোধ ইতি সিদ্ধম্। ইতি রত্নপ্রভা।

এতদ্বাক্যে মুখ্য প্রাণকে মৃত্যুর অনধীন বলা হইয়াছে। অনন্তর "ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" এতদ্বাক্যে শ্রেষ্ঠতাও অবধৃত হইয়াছে। অতএব, ঐ বাক্যের অবিরোধে মানিতে হইবে যে, প্রাণের তদ্রূপ রূপ-লাভ তত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি নহে, কিন্তু তাহাদের যে পরিস্পন্দ অর্থাৎ স্বকার্য্যসাধনী ক্রিয়া, তাহাই প্রধান প্রাণের অধীন এবং তাহাই তাহাদের প্রাণসারূপ্য। [অতএব…ণীতি] ঐ কথার দ্বারা প্রাণশব্দের লাক্ষণিক ইন্দ্রিয়বোধকতা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রাণ শব্দ ইন্দ্রিয়বাচক নহে, কিন্তু কথিত প্রকারে লক্ষণার দ্বারা ইন্দ্রিয়বাচক হইয়া থাকে। এ তাৎপর্য্য শ্রুতিতেও ব্যক্ত আছে। যথা—"সে বিষয়ে তাহারা তাহারই রূপ হইল সেই কারণে প্রাণেরা তাহারই নামে খ্যাত হইল।" মুখ্যপ্রাণবিষয়ক প্রাণশব্দের লক্ষণা লভ্য অর্থ ইন্দ্রিয়, মুখ্যার্থ ইন্দ্রিয় নহে, মুখ্যার্থ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, ইহা ঐ শ্রুতি দেখাইয়াছেন। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে বাগাদি ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ হইতে তত্ত্বান্তর। অর্থাৎ তদুভয় এক পদার্থ নহে; কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ।

* সংজ্ঞা নাম মূর্ত্তিরাকৃতিঃ। তয়োঃ ক্লৃপ্তিঃ কল্পনং সৃষ্টিরিতি যাবৎ। উপদেশাদ্ধেতোঃ সা ত্রিবৃৎ কুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব ন তু জীবস্য। উপদিশ্যতে হি শ্রুতৌ নাম-রূপ-ব্যাকরণে ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বম্।—গো, অশ্ব, ইত্যাদি নাম ও সেই সেই মূর্ত্তি (আকৃতি),
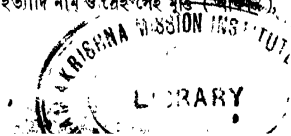
সৎপ্রক্রিয়ায়াং তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমভিধায়োপদিশ্যতে—সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি। তত্র সংশয়ঃ কিং জীবকর্ত্তৃকমিদং নামরূপব্যাকরণমাহোস্বিৎ পরমেশ্বরকর্ত্তৃকমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবৎ জীবকর্ত্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিতি। কুতঃ। অনেন জীবেনাত্মনেতিবিশেষণাৎ। যথা লোকে চারেণাঽহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীত্যেবঞ্জাতীয়কে প্রয়োগে চারকর্ত্তৃকমেব সৎ সৈন্যসঙ্কলনং হেতুকর্ত্তৃত্বাদ্রাজাত্মন্যধ্যারোপয়তি

সৎপ্রক্রিয়ায়াং তত্তেজ ঐক্ষতেত্যাদিনা সন্দর্ভেণ তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমভিধায়োপদিশ্যতে সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্তং বহুভবনমীক্ষণপ্রয়োজনমদ্যাপি সর্ব্বথা ন নিষ্পন্নমিতি পুনরীক্ষাং কৃতবতী। বহুভবনমেব প্রয়োজনমুদ্দিশ্য কথং হন্তেদানীমহমিমা যথোক্তাস্তেজ আদ্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পূর্ব্বসৃষ্টাবনুভূতেন সম্প্রতি স্মরণসন্নিধাপিতেন জীবেন প্রাণধারণকর্ত্রাত্মনানুপ্রবিশ্য বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রায়ামাদর্শ ইব মুখবিম্বং তোয় ইব চন্দ্রমসোবিম্বং ছায়ামাত্রতয়ানুপ্রবিশ্য নাম চ রূপঞ্চ তে ব্যাকরবাণি বিস্পষ্টং করবাণীদমস্য নামেদঞ্চ রূপমিতি তাসাং তিসৃণাং দেবতানাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং তেজোবন্নাত্মনা ত্র্যাত্মিকাং

সতের (ব্রহ্মের) প্রকরণে অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টি উপদেশান্তে কথিত হইয়াছে "সেই দেবতা আলোচনা করিল। এখন আমি এই তিন সূক্ষ্ম দেবতায় (সূক্ষ্মভূতে) জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত (স্থূল সৃষ্টি) করিব এবং এই তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মক (তেজ-জল-পৃথিবী, ইহাদিগকে মিশ্রিত) করিব।" এখানে সংশয় এই যে, উল্লিখিত নামরূপ ব্যাকরণের অর্থাৎ স্থূলসৃষ্টি করার কর্ত্তা কে? জীব? না পরমেশ্বর? [তত্র প্রাপ্তং...প্রয়োগেণ] জীব ঐ নামরূপ ব্যাকরণের কর্ত্তা, ইহা পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়। কেন-না, কর্ত্তার "এই জীব আত্মার দ্বারা" এই রূপ বিশেষণ আছে। "আমি চার পুরুষের দ্বারা পরসৈন্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

সমস্তই ত্রিবৃৎকারী (স্থূলভূত সৃষ্টিকর্ত্তা) ঈশ্বরের কল্পনা (সৃষ্টি)। এ সিদ্ধান্তের প্রতি হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঐরূপ উপদেশ আছে অর্থাৎ শ্রুতি ঐরূপ বলিয়াছেন।

সঙ্কলয়ানীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ এবং জীবকর্ত্তৃকমেব সন্নাম-রূপব্যাকরণং হেতুকর্ত্তৃকত্বাদ্দেবতাত্মন্যধ্যারোপয়তি ব্যাকর-বাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ। অপি চ ডিত্থডবিত্থাদিষু নামসু ঘটশরাবাদিষু চ রূপেষু জীবস্যৈব ব্যাকর্ত্তৃত্বং দৃষ্টম্। তস্মা-জ্জীবকর্ত্তৃকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধত্তে—সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত ইতি। তুশব্দেন পক্ষং ব্যাবর্ত্ত-য়তি। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিরিতি নামরূপব্যাক্রিয়েত্যেতৎ ত্রিবৃৎ-কুর্ব্বত ইতি পরমেশ্বরং লক্ষয়তি ত্রিবৃৎকরণে তস্য নিরপবাদ-কর্তৃত্বনির্দ্দেশাৎ। যেয়ং সংজ্ঞাকৢপ্তির্মূর্ত্তিকৢপ্তিশ্চাগ্নিরাদিত্যশ্চ-ন্দ্রমা বিদ্যুদিতি তথা কুশকাশপলাশাদিষু পশুমৃগমনুষ্যাদিষু চ

ত্র্যাত্মিকামেকৈকাং দেবতাং করবাণীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং জীবকর্ত্তৃকমিদং নামরূপব্যাকরণমাহো পরমেশ্বরকর্ত্তৃকমিতি। যদি জীবকর্ত্তৃকং তত আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতেত্যাদিশ্রুতিবিরোধাদনধ্যবসায়ঃ। অথ পরমেশ্বর-কর্ত্তৃকং, ততো ন বিরোধঃ। তত্র ডিত্থডবিত্থাদিনামকরণে চ ঘটপটাদিরূপ-করণে চ জীবকর্ত্তৃত্বদর্শনাৎ ইহাপি ত্রিবৃৎকরণে নামরূপকরণে চাস্তি সম্ভাবনা জীবস্য: তথা চ যোগ্যত্বাদনেন জীবেনেতি ব্যাকরবাণীতি প্রধানক্রিয়য়া সম্ব-ধ্যতে ন ত্বানন্তর্য্যাদনুপ্রবিশ্যেত্যনেন সম্বধ্যতে। প্রধানপদার্থসম্বন্ধো হি সাক্ষাৎ সর্ব্বেষাং গুণভূতানাং পদার্থানামৌৎসর্গিকস্তাদর্থ্যাত্তেষাম্। তস্য তু কচিৎ সাক্ষাদসম্ভবাৎ পরম্পরাশ্রয়ণম্। সাক্ষাৎ সম্ভবশ্চ যোগ্যতয়া দর্শিতঃ।

সৈন্যসঙ্কলন (বা গণনা) করিব" এইরূপ লৌকিক প্রয়োগে যেমন চর-কর্ত্তৃক সৈন্যসঙ্কলন হেতুকর্ত্তৃত্ব বিধায় নরপালে উত্তম পুরুষ প্রয়োগে অধ্যারোপিত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ রাজা নিজে সঙ্কলন না করিয়াও আমি সঙ্কলন করিব বলেন, তেমনি, ঐ জীবকর্ত্তৃক নামরূপ ব্যাকরণ ও (স্থূল সৃষ্টি) হেতুকর্ত্তৃকত্ব বিধায় দেবতাত্মায় অধ্যারোপিত হইয়াছে, হইয়া "আমি করিব" এই উত্তম-পুরুষ-প্রয়োগ হইয়াছে। [অপিচ...কুর্ব্বত ইতি] লোকমধ্যেও দেখা যায়, ডিত্থ ডবিত্থাদি নাম (কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীর নাম ডিত্থ, আর কাষ্ঠনির্ম্মিত মৃগের নাম ডবিত্থ) ও ঘটাদির আকৃতি জীবকর্ত্তৃক ব্যাকৃত হয়। (এতদ্দৃষ্টান্তে অনুমান করিতে পার, গো অশ্ব প্রভৃতি নাম ও সে সকল আকৃতি সমস্তই জীবকর্ত্তৃক) অতএব, জীবই ঐ শ্রুত্যুক্ত নাম রূপ-ব্যাকরণের (স্থূল সৃষ্টির) কর্ত্তা। সূত্র-কার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় বিংশ সূত্রটী বলিয়াছেন। [তু-শব্দেন...

প্রত্যাকৃতি প্রতিব্যক্তি চানেকপ্রকারা সা খলু পরমেশ্বরস্যৈব তেজোঽবন্নানাং নির্ম্মাতুঃ কৃতির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। উপদেশাৎ। তথাহি—সেয়ং দেবতেত্যুপক্রম্য ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ পরস্যৈব ব্রহ্মণো ব্যাকর্ত্তৃত্বমিহোপদিশ্যতে। ননু জীবেনেতি বিশেষণাজ্জীবকর্ত্তৃকত্বং ব্যাকরণস্যাধ্যবসিতুং যুক্তম্। নৈতদেবম্। জীবেনেত্যেতদনুপ্রবিশ্যেত্যনেন সম্বধ্যত আনন্তর্য্যান্ন ব্যাকরবাণীত্যনেন। তেন হি সম্বন্ধে ব্যাকরবাণীত্যয়ং দেবতাবিষয় উত্তমপুরুষ ঔপচারিকঃ কল্প্যেত। ন চ

ননু সেয়ং দেবতেতি পরমেশ্বরকর্ত্তৃত্বং শ্রূয়তে, সত্যং, প্রয়োজকতয়া তু তদ্বিষ্যতি। যথা লোকে চারেণাঽহং পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীতি। যদি পুনরস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃভাবোভবেদনেন জীবেনেত্যনর্থকং স্যাৎ। ন হি জীবস্যান্যথাকরণভাবোভবিতুমর্হতি। প্রয়োজককর্ত্তুস্ত সাক্ষাৎ কর্ত্তা করণং ভবতি প্রধানক্রিয়োদ্দেশেন প্রয়োজকেন প্রযোজ্যকর্ত্তুর্ব্যাপনাৎ। তস্মাদত্র জীবস্য কর্ত্তৃত্বং নামরূপব্যাকরণেঽন্যত্র তু পরমেশ্বরস্যেতি বিরোধাদনধ্যবসায় ইতি

দিশ্যতে] সূত্রের অর্থ এইরূপ—তু-শব্দে পূর্ব্বপক্ষের নিষেধ। অর্থাৎ নামরূপ ব্যাকরণ জীবকর্ত্তৃক নহে। সংজ্ঞা নাম, মূর্ত্তি আকৃতি, কৢপ্তি = কল্পনা। ফলিতার্থ—নামে ও রূপে ব্যক্ত করা। ইহার স্পষ্ট কথা স্থূল সৃষ্টি। ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বর। সেই কার্য্যে তাঁহারই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব কথিত আছে। সমুদায় কথার একত্র যোজনা এই যে, পরমেশ্বরই নাম কল্পনার ও রূপ কল্পনার কর্ত্তা। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি নামের কল্পনা (নাম ব্যক্ত করা ;) তথা কুশ, কাশ, পলাশ, পশু, মৃগ, মনুষ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি জন্তুগত নাম ও সে সকলের আকৃতি, সমস্তই অগ্নি, জল ও পৃথিবী ভূতের স্রষ্টা পরমেশ্বরের কার্য্য। তাহাই শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতির উপদেশ এই যে "সেই দেবতা" এই উপক্রমের পর "ব্যক্ত করিব" এই উত্তমপুরুষের (উত্তমপুরুষ = অহং উল্লেখের বোধিকা বিভক্তি) প্রয়োগ থাকায় পরব্রহ্মেরই ব্যাকরণ কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। [ননু···শ্রুতিভ্যঃ] "জীবেন" এই বিশেষণ দেখিয়া জীবের কর্ত্তৃত্ব অবধারণ করিতে পার না। কারণ, "জীবেন" পদের সহিত "অনুপ্রবিশ্য" পদের সম্বন্ধ, "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত নহে। তৎপ্রতিহেতু—"অনুপ্রবিশ্য" পদই নিকটে আছে। "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে দেবতা-বিষয়ক উত্তমপুরুষ প্রয়োগকে ঔপচারিক

গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষ্বনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি। যেষ্বপি চাস্তি সামর্থ্যন্তেষ্বপি পরমেশ্বরায়ত্তমেব তৎ। ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশ্চার ইব রাজ্ঞঃ। আত্মেতি বিশেষণাৎ উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীবভাবস্য। তেন তৎকৃতমপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরকৃতমেব ভবতি। পরমেশ্বর এব চ নামরূপয়োর্ব্যাকর্ত্তেতি সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধান্তঃ। আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈব ত্রিবৃৎ-

---

প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরমেশ্বরস্যৈবেহাপি নামরূপব্যাকর্ত্তৃত্বমুপদিশ্যতে ন তু জীবস্য। তস্য প্রধানক্রিয়াসম্বন্ধং প্রত্যযোগ্যত্বাৎ। নন্বত্র ডিত্থডবিত্থাদিনামকর্ম্মণি ঘটশরাবাদিরূপকর্ম্মণি চ কর্ত্তৃত্বদর্শনাদিহাপি যোগ্যতা সম্ভাব্যত ইতি চেৎ, ন। গিরিনদীসমুদ্রাদিনির্ম্মাণাসামর্থ্যেনার্থাপত্ত্যাভাবপরিচ্ছিন্নেন সম্ভাবনাপবাধনাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈবাহত্র সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বমুপদিশ্যতে ন জীবস্য। অনুপ্রবিশ্যেত্যনেনেন তু সন্নিহিতেনাস্য সম্বন্ধোযোগ্যত্বাৎ। নচানর্থক্যং ত্রিবৃৎকরণস্য ভোক্তৃজীবার্থতয়া তদনুপ্রবেশাভিধানস্যার্থবত্ত্বাৎ। স্যাদেতৎ। অনুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি সমানকর্ত্তৃত্বে ক্ত্বঃ স্মরণাৎ প্রবেশনকর্ত্তুর্জ্জীবস্যৈব ব্যাকর্ত্তৃত্বমুপদিশ্যতেঽন্যথা তু পরমেশ্বরস্য ব্যাকর্ত্তৃত্বে জীবস্য প্রবেষ্টৃত্বে ভিন্নকর্ত্তৃকত্বেন ক্ত্বঃ প্রয়োগোব্যাহন্যেতেত্যত্রাহ—"ন চ জীবো নামে"তি। অতিরোহিতার্থমন্যৎ।

বলিতে হয় কিন্তু তাহা ন্যায্য নহে। অপিচ, গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানাবিধ নামের ও রূপের ব্যাকরণে অনীশ্বর জীবের সামর্থ্য নাই। যদিও কোন কোন জীবের (সিদ্ধ জীবের) তাহা থাকে, থাকিলেও তাহা (সে সামর্থ্য) ঈশ্বরায়ত্ত। (ঈশ্বর দেন-ত জীব তাহা পায়, নচেৎ পায় না)। চর যেমন রাজা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, জীব ব্রহ্ম হইতে সেরূপ ভিন্ন নহে। তৎপ্রতি হেতু, জীব আত্মশব্দে বিশেষিত এবং সেভাব অর্থাৎ জীবভাব ঔপাধিক। সুতরাং জীবকৃত সৃষ্টিকে পরমেশ্বর কৃত বলা অযোগ্য নহে। আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম নামরূপের নির্ব্বাহক, ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঈশ্বরই নামরূপের ব্যাকর্ত্তা (স্থূল সৃষ্টির কর্ত্তা) এবং তাহাই সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্ত। [তস্মাৎ...দ্রষ্টব্যম্] প্রদর্শিত কারণে পরমেশ্বরই নাম-রূপ-ব্যাকরণের কর্ত্তা। আগে ত্রিবৃৎকরণ, পরে নামরূপের ব্যাকরণ ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত। (আগে

কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম নামরূপব্যাকরণম্। ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকমেবে-দমিহ নামরূপব্যাকরণং বিবক্ষ্যতে। প্রত্যেকং নামরূপব্যা-করণস্য তেজোঽবন্নোৎপত্তিবচনেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্চ ত্রিবৃৎ-করণমগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বু শ্রুতির্দর্শয়তি 'যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য' ইত্যাদিনা। তত্রাগ্নিরিতীদং রূপং ব্যাক্রিয়তে। সতি চ রূপব্যাকরণে বিষয়প্রতিলম্ভাদগ্নিরিতীদং নাম ব্যাক্রিয়তে। এবমেবাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বপি দ্রষ্টব্যম্। অনেন চাগ্ন্যাদ্যুদা-হরণেন ভৌমাম্ভসতৈজসেষু ত্রিষ্বপি দ্রব্যেষবিশেষেণ ত্রিবৃৎ-করণমুক্তং ভবত্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ সাধারণত্বাৎ। তথা হি—অবিশেষেণৈবোপক্রমঃ 'ইমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদে-কৈকা ভবতি' ইতি। অবিশেষেণৈব চোপসংহারঃ 'যদু রোহিতমিবাভূ'দিতি তেজসস্তদ্রূপমিত্যেবমাদিঃ 'যদবিজ্ঞাত-মিবাভূ'দিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইত্যেবমন্তঃ। তাসাং তিসৃণাং দেবতানাং বহিস্ত্রিবৃৎকৃতানাং সতীনামধ্যাত্ম-মপরং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং 'ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য

সূক্ষ্মভূতের মিশ্রণ, পরে স্থূল-ভূতের সৃষ্টি, তৎপরে ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি), ইহা অগ্নি-জল-পৃথিবী-সৃষ্টি বচনে কথিত হইয়াছে, শ্রুতি সেই ত্রিবৃৎকরণ অগ্নিতে সূর্য্যে ও বিদ্যুতে দেখাইয়াছেন। যথা—"অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা তেজের। যাহা শুক্লরূপ—তাহা জলের। যাহা কৃষ্ণরূপ—তাহা পৃথিবীর।" ইত্যাদি। 'অগ্নি' ইত্যাকার ভাবনায় অগ্নি-আকৃতি ব্যাকৃত হইয়াছে। রূপ ব্যক্ত হইলে বিষয়লাভ হওয়ায় 'অগ্নি' এই নাম সৃষ্টি (সঙ্কেত) হইয়াছিল। আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে ঐ প্রণালী অনুসরণ করিবে। [অনেন...পরিহরিষ্যন্] অগ্ন্যাদি নিদর্শন দেখানতে ইহাও দেখান হইয়াছে, বলা হইয়াছে, যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস দ্রব্য বিষয়ে সমান ত্রিবৃৎকরণ। সাধারণ রূপে উপক্রম ও উপসংহার তাহার বোধক। সাধারণরূপে উপ-ক্রম—"এই দেবতাত্রয় প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ।" সাধারণরূপে উপসংহার—"যাহা রক্তের ন্যায় দেখায় তাহা তেজেরই রূপ" এই বাক্য হইতে "যাহা অবিজ্ঞাতের ন্যায় অর্থাৎ যাহা কাল কি রাঙা কি শ্বেত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় না তাহা ঐ

ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি' ইতি। তদিদানীমাচার্য্যো যথা-শ্রুত্যৈবোপদর্শয়ত্যাশঙ্কিতং কঞ্চিৎ দোষং পরিহরিষ্যন্ ॥২০॥

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥*

ভূমেস্ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ পুরুষেণোপযুজ্যমানায়া মাংসাদি-কার্য্যং যথাশব্দং নিষ্পদ্যতে। তথা হি শ্রুতিঃ 'অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ' ইতি। ত্রিবৃৎকৃতা ভূমিরে-বৈষা ব্রীহিযবাদ্যন্নরূপেণাদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। স্থবিষ্ঠং রূপং পুরীষভাবেন বহির্নির্গচ্ছতি মধ্যমমধ্যাত্মং মাংসং বর্দ্ধয়ত্যঽ-ণিষ্ঠন্তু মনঃ। এবমিতরয়োরপ্তেজসোর্যথাশব্দং কার্য্যমব-

---

অত্র ভাষ্যকৃতোত্তরসূত্রশেষতয়া সূত্রমেতদ্বিষয়োপদর্শনপরতয়া ব্যাখ্যাতং শঙ্কানিরাকরণার্থত্বমপ্যস্য শক্যং বক্তুম্। তথাহি—যোঽন্নস্যাণিষ্ঠোভাগস্তন্মন-স্তেজসস্তু যোঽণিষ্ঠোভাগঃ স বাগিত্যত্র হি কাণাদানাং সাঙ্খ্যানাঞ্চাস্তি বিপ্রতি-পত্তিঃ। তত্র কাণাদা মনোনিত্যমাচক্ষতে। সাঙ্খ্যাস্ত্বাহঙ্কারিকে বাঙ্মনসে। অন্নভাক্তাবচনং ত্বস্যান্নসম্বন্ধলক্ষণার্থম্। অন্নোপযোগে হি মনঃ স্বস্থং ভবতি। এবং বাচোঽপি পাটবেন তেজস্সাম্যমভ্যূহনীযম্। তত্রেদমুপতিষ্ঠতে—"মাংসা-

---

দেবতাত্রয়ের সমাহার (সকলেরই মিশ্রণ)।" এই বাক্য পর্য্যন্ত। ইহা তেজ, জল, পৃথিবী,—এই দেবতাত্রয়ের বাহ্যিক ত্র্যাত্মকতা। এতদ্ভিন্ন আধ্যাত্মিক ত্র্যাত্মকতাও কথিত হইয়াছে। যথা—"এই তিন্ দেবতা পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) হয়।" আচার্য্য ব্যাস এই ত্রিবৃৎ সম্বন্ধীয় পর্বকর্ত্তৃক আশঙ্কিত কোন এক দোষের পরিহার জন্য শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন—

পুরুষকর্ত্তৃক ভক্ষিত ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতেই শাস্ত্রানুযায়ী প্রণালীতে মাংসাদি পদার্থ জন্মে। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার (অন্নের) অত্যন্ত স্থূলাংশ—তাহা পুরীষ

---

* মাংসাদি ভৌমং ভূমির্বিকারমেব ত্রিবৃৎকৃতায়া ভূমেঃ কার্য্যমেব। তত্তু যথাশব্দং শ্রুতিমনতিক্রম্য শ্রুত্যুক্তেনৈব প্রকারেণ নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ। ইতরয়োরপ্তেজসোরপি কার্য্যং যথাশব্দং জ্ঞাতব্যমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—ফলিতার্থ এই যে, শ্রুতিতে তেজের উদাহরণ দেখাই-

গন্তব্যং—‘মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চাপাং কার্য্যমস্থি মজ্জা ব
তেজস’ ইতি। অত্রাহ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকৃতং ভূতভৌ
কমবিশেষশ্রুতেঃ ‘তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরো
ইতি, কুতস্ত্বয়ং বিশেষব্যপদেশঃ ‘ইদং তেজ ইমা অ
ইদমন্নং’ ইতি। তথা ‘অধ্যাত্মমিদমন্নস্তস্যাশিতস্য কা
মাংসাদি, ইদমপাং পীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি, ইদং তে
সোঽশিতস্য কার্য্যমস্থ্যাদি’ ইতি। অত্রোচ্যতে॥ ২১॥

দীতি”। বাঙ্মনস ইতি বক্তব্যে মাংসাদ্যভিধানং সিদ্ধেন সহ সাধ্যস্যোপন্যা
দৃষ্টান্তলাভায়। যথা মাংসাদিভৌমাদেবং বাঙ্মনসে অপি তৈজসভৌমে ইত্যং
এতদুক্তং ভবতি—ন তাবদ্ব্রহ্মব্যতিরিক্তমস্তি কিঞ্চিন্নিত্যম্। ব্রহ্মজ্ঞানে
সর্ব্বজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাঘাতাৎ বহুশ্রুতিবিরোধাচ্চ। নাপ্যাহঙ্কারিকমহঙ্কার
সাঙ্খ্যাভিমতস্য তত্ত্বস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। তস্মাদসতি বাধকে শ্রুতিরাঞ্জসী নান্য
কথঞ্চিন্নেতুমুচিতেতি কশ্চিদ্দোষমিত্যুক্তং তদ্দোষতাং দর্শয়তি “অত্রাহ” পূ
পক্ষী “যদি সর্ব্বমেবে”তি।

(বিষ্ঠা) যাহা মধ্যমাংশ—তাহা মাংস। যাহা সূক্ষ্মাংশ—তাহা মন।” শ্রুতি
অভিপ্রায় এই যে, ত্রিবৃৎকৃত ভূমিধাতুই ধান্য যব গোধূম প্রভৃতি আকা
পরিণতা হইতেছে সুতরাং ত্রিবৃৎকৃতা ভূমিই জীবকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইতেছে
তাহার স্থূলভাগ মলরূপে নির্গত হইতেছে, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মাইতেছে
সূক্ষ্ম ভাগ (চরম সার) মনের পোষণ করিতেছে। অন্য দুই ধাতুর (জলধাতু
ও তেজোধাতুর) কার্য্যও শাস্ত্র হইতে অবগত হইবে। তদ্‌যথা—মূত্র, রক্ত
প্রাণ,—এ গুলি জলধাতুর কার্য্য। অস্থি, মজ্জা, বাক্যেন্দ্রিয়,—এ সকল
তেজোধাতুর কার্য্য (বিকার)। ইত্যাদি। [অত্রাহ...অত্রোচ্যতে] এক্ষণে এ
বিষয়ে কেহ কেহ বলিতে পারেন, অবিশেষ শ্রুতির বলে যদি সমুদায়কে
ত্রিবৃৎ বা ত্র্যাত্মক বল, তবে কি নিমিত্ত এই তেজ, এই জল, এই পৃথিবী, ইত্যাদি
বিধ বিশেষ ব্যপদেশ (নামে) হয়? (জলে তেজের ও পৃথিবীর অংশ আ
এবং তেজেও পৃথিবীর ও জলাদির অংশ আছে। এমন স্থলে জলকে তেজ
বলিয়া জল বল কেন?) অধ্যাত্মপক্ষেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। যথা-

য়াছেন বলিয়া জলের ও পৃথিবীর ত্রিবৃত্ত্ব তাঁহার অভিপ্রেত নহে, এমন মনে করিও ন
মাংসাদি পদার্থও ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতে জন্মে, ইহাও শ্রুতির দ্বারা জানা যায়। যেমন মাংসা
তেমনি, বাক্ ও মন। বাক্ ও মন পঞ্চীকৃত তেজঃ প্রভৃতি প্রভব। ত্রিবৃৎকৃত শব্দে সর্ব্ব
পঞ্চীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবেক।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥*

তুশব্দেন চোদিতং দোষমপনুদতি। বিশেষস্য ভাবো শেষ্যং ভূয়স্ত্বমিতি যাবৎ। সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে ক্বচিৎ চিৎ ভূতধাতোর্ভূয়স্ত্বমুপলক্ষ্যতে—অগ্নেস্তেজোভূয়স্ত্বমুদ্যাবভূয়স্ত্বং পৃথিব্যা অন্নভূয়স্ত্বমিতি। ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থঞ্চেদং বৃৎকরণম্। ব্যবহারশ্চ ত্রিবৃৎকৃতরজ্জুবদেকত্বাপত্তৌ সত্যাং ভেদেন ভূতত্রয়গোচরো লোকস্য প্রসিধ্যেৎ। তস্মাৎ ত্যপি ত্রিবৃৎকরণে বৈশেষ্যাদেব তেজোঽবন্নবিশেষবাদো ভৌতিকবিষয় উপপদ্যতে। তদ্বাদস্তদ্বাদ ইতি পদাভ্যা-

ত্রিবৃৎকরণবিশেষেঽপি যস্য চ যত্র ভূয়স্ত্বং তেন তস্য ব্যপদেশ ইত্যর্থঃ।

দি ভক্ষিত-অন্নের কার্য্য, রক্তাদি পীত-জলের কার্য্য, অস্থ্যাদি ভক্ষিত জের কার্য্য, এ সকল বিশেষ উল্লেখ কেন হয়? সূত্রকার সূত্রে ইহার ত্যুত্তর বলিতেছেন—

তু-শব্দ দিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষের অপহার করা হইল। বিশেষ ভাবের বৈশেষ্য। বৈশেষ্য অর্থাৎ আধিক্য। ত্রিবৃৎকৃত হইলেও কোন কোন ভূতে ন ভূতের আধিক্য আছে। যেমন অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপ্ ধাতুতে র আধিক্য, পৃথিবী ধাতুতে অন্নের আধিক্য। ব্যবহার সিদ্ধ্যর্থ ত্রিবৃৎকরণ। ৎকরণ ব্যতীত (মিশ্রণের দ্বারা স্থূলতা প্রাপ্ত না হইলে) প্রথমোৎপন্ন শ্র সূক্ষ্ম ভূত ব্যবহার গোচরে আসিতে পারে না। অপিচ, ত্রিবৃৎকৃত মূহ ত্রিবৃৎকৃত রজ্জুর ন্যায় (তে তার দড়ীর মত) একত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় কলের ভেদ-ব্যবহার (এই জল, এই তেজ, ইত্যাদি প্রকার নির্দ্দিষ্ট ব্যব-) হইতে বা চলিতে পারে না। কাযেই ভাগাধিক্য অনুসারে তেজ, জল,

*পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। বৈশেষ্যাৎ স্বভাগাধিক্যাৎ তদ্বাদস্তন্নাম্নোল্লেখঃ। দ্বিতীয়ং সমাপ্ত্যর্থম্।—নিজ নিজ ভাগের আধিক্য থাকাতে সেই সেই ব্যপদেশ) হয়। জলে অন্যান্য ভূতের ভাগ অল্প কিন্তু জলভাগ অধিক, তাই তাহা জল ত। আর আর ভূতেও এই নিয়ম জানিবে। দুই বার তদ্বাদ শব্দের প্রয়োগ অধ্যায় চিহ্নস্বরূপ।

সোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

অধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শ্রীমদ্ভগবৎপাদশারীরকভাষ্যবিভাগে ভা- ত্যাং দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ। সমাপ্তশ্চায়মধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ।

পৃথিবী, এই সকল বিশেষবাদ (নাম চিহ্নিত উল্লেখ) উপপন্ন হয়। ' তদ্বা পদেব অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির বোধক।

দ্বিতয় অধ্যায় সমাপ্ত।

PRINTED BY G. C. OAKIL, AT THE GREAT INDIAN
No. 168, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA.

হন্ত্যো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যদ্যুচ্যেত, তন্ন, সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ। ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতস্যান্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোঽন্ত্যবর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি চেৎ, ন, সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ। তস্মাৎ স্ফোট এব শব্দঃ। স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজেঽন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িন্যেক-

---

ত্বাৎ। ন চ পদপ্রত্যয়বৎ প্রত্যেকমব্যক্তামর্থধিয়মাধাস্যন্তি প্রাঞ্চো বর্ণাঃ চরমস্তু তৎসচিবঃ স্ফুটতরামিতি যুক্তম্। ব্যক্তাব্যক্তাবভাসিতায়াঃ প্রত্যক্ষজ্ঞাননিয়মাৎ। স্ফোটজ্ঞানস্য চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অর্থধিয়স্ত্বপ্রত্যক্ষায়া মানান্তরজন্মনো ব্যক্ত এবোপজনো ন বা স্যান্ন পুনরস্ফুট ইতি ন সমঃ সমাধিঃ।

বোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। সমুদিত বর্ণকেও (বর্ণসমষ্টিকেও) অর্থবোধের কারণ বলিতে পার না। কারণ এই যে, তাহাতে ক্রমের অপেক্ষা আছে। (ঘট বলিলে মৃৎপাত্র বিশেষ প্রতীত হয়, কিন্তু ট-ঘ বলিলে হয় না)। যদি বল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার শেষবর্ণে যুক্ত হয়, হইয়া সেই শেষ বর্ণ অর্থবোধের কারণ হয়, আমরা বলি, তাহাও নহে। কারণ এই যে, জ্ঞানসংস্কারপক্ষেও সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। যে ধূম-বহ্নির সম্বন্ধ জানে, তাহারই ধূমজ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের কারণ হয়, এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যাহার বর্ণার্থের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহারই বর্ণজ্ঞান অর্থজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। [ন চ…ভাসতে] শেষবর্ণে পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার (সম্বন্ধ) অনুভবগম্য নহে। সংস্কার অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ হয় না, সেই কারণে তদ্যুক্ত শেষবর্ণও অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল, স্মরণরূপ কার্য্যের দ্বারা কারণীভূত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই অনুমিতসংস্কারযুক্ত শেষবর্ণ অর্থবোধ করায়, ইহাতে আমরা বলি, সংস্কার স্মরণ জন্মায় সত্য; স্মরণের দ্বারা সংস্কারের অনুমান হয় সত্য; কিন্তু তাহা ক্রমিক, যুগপৎ নহে। যৌগপদ্য না থাকাতেই তদুভয়ের সহভাব হয় না। অতএব, স্ফোটই শব্দ, তাহা শব্দ শ্রবণের পর বর্ণানুভব

প্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেক-প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়-বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-মানত্বান্নিত্যত্বং, ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নি-ত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফল-লক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি। বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননূৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং,

---

তস্মান্নিত্যঃ স্ফোট এব বাচকো ন বর্ণা ইতি। তদেতদাচার্য্যদেশীয়মতং স্বমতমুপপাদয়ন্নপাকরোতি—"বর্ণা এব তু শব্দ" ইতি। এবং হি বর্ণাতি-রিক্তঃ স্ফোটো বাচকত্বেনা ভ্যুপেয়েত, যদি বর্ণানাং বাচকত্বং ন সম্ভবেৎ। স চানুভবপদ্ধতিমধ্যাসীত। দ্বিধা চাবাচকত্বং বর্ণানাং ক্ষণিকত্বেনাশক্য-সঙ্গতিগ্রহত্বাদ্বা ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াভাবাদ্বা। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ। বর্ণানাং ক্ষণিকত্বে মানাভাবাৎ। ননু বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণমন্যত্বং সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধম্। ন। প্রত্যভিজ্ঞানানুভববিরোধাৎ। ন চাসত্যপ্যেকত্বে জ্বালাদি-বৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনমেতৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি সাম্প্রতম্। সাদৃশ্যনিবন্ধনত্বমস্য

জনিতসংস্কারযুক্ত চিত্তে 'গৌ' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয়রূপে স্ফুটিত হয়। [নচায়ং…প্রভবতীতি] প্রোক্ত স্ফোটনামক জ্ঞানকে বর্ণবিষয়ক স্মৃতি-জ্ঞান বলিতে পার না। শব্দে বর্ণ অনেক, অনেক বর্ণ যুগপৎ এক জ্ঞানের বিষয় হয় না। শব্দ যতবার ও যত জন কর্তৃক উচ্চারিত হউক না কেন, শুনিবা মাত্র "সেই শব্দ" এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর সম্প্রতি দৃষ্ট ও সম্প্রতি শ্রুত হইলে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।) হইবেই হইবে। এই প্রত্যভিজ্ঞাই স্ফোট-শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ। (প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য) এবম্বিধ স্ফোট শব্দই নিত্য, অনাদি, অবিনাশী, ইহা আজ্‌ও আছে, কাল্‌ও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই অনাদি বাচক শব্দ (স্ফোট)ই বাচ্য (বাঙ্ময়) জগতের প্রভব বা উৎ-পত্তিস্থান। ইহা হইতেই বাঙ্ময় জগৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

[বর্ণা…বিতি] ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনির গুরু) বলেন, বর্ণই শব্দ; স্ফোট অপ্রামাণিক। যে হেতু 'সেই শব্দ এই' 'সেই বর্ণ এই' এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ নাই।

তন্ন, ত এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষ্বিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরেণ বাধানুপপত্তেঃ। প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ, ন, ব্যক্তিপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্যা অন্যা বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরংস্তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তি। বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং

বলবদ্বাধকোপনিপাতাদ্বাঽস্থীয়েৎ, কচিজ্জ্বালাদৌ ব্যভিচারদর্শনাদ্বা। তত্র কচিদ্ব্যভিচারদর্শনেন তদুৎপ্রেক্ষায়ামুচ্যতে বৃদ্ধৈঃ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিভিঃ।—

উৎপ্রেক্ষেত হি যো মোহাদজ্ঞাতমপি বাধনম্।
স সর্ব্বব্যবহারেষু সংশয়াত্মা ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥ ইতি।

প্রপঞ্চিতং চৈতদস্মাভির্ন্যায়কণিকায়াম্। ন চেদং প্রত্যভিজ্ঞানং গত্বাদিজাতিবিষয়ং, ন গাদিব্যক্তিবিষয়ং, তাসাং প্রতিনরং ভেদোপলম্ভাৎ। অত এব শব্দভেদোপলম্ভাৎ বক্তৃভেদ উন্নীয়তে, সোমশর্ম্মা ঽধীতে ন বিষ্ণুশর্ম্মেতি যুক্তম্। যতো বহুষু গকারমুচ্চারয়ৎসু নিপুণমনুভবঃ পরীক্ষ্যতাম্। যথা কালাক্ষীঞ্চ স্বস্তিমতীঞ্চেক্ষমাণস্য ব্যক্তিভেদপ্রথায়াং সত্যামেব তদনুগতমেকং সামান্যং প্রথতে, তথা কিং গকারাদিষু ভেদেন প্রথমানেষ্বেব গত্বমেকং তদনুগতং চকাস্তি, কিং বা যথা গোত্বমাজানত একং ভিন্নদেশপরিমাণসংস্থানব্যক্ত্যুপধানভেদাদ্ভিন্নদেশমিবাল্পমিব মহদিব দীর্ঘমিব বামনমিব

বর্ণবিষয়িণী প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্যজনিত, (সমানাকার-নিবন্ধন), এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহার বাধক প্রমাণ নাই। মস্তকের কেশ কাটিয়া ফেলিলে তত্তুল্য কেশ জন্মে; তাহাতে 'সেই কেশ' এতদ্রূপ জ্ঞান জন্মিলে সে জ্ঞান ভ্রম বলিয়া গণ্য হয়। (সাদৃশ্যমূলক ভ্রম)। কেন-না তাহার বাধক প্রমাণ আছে। (সে কেশ ছিন্ন হইয়াছিল, এ কেশ নূতন, সুতরাং 'সে কেশ এই' এ জ্ঞান বাধিত)। উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা আকৃতি-নিমিত্তক অর্থাৎ জাতিনিবন্ধন, ইহাও বলিতে পার না। কারণ, ব্যক্তিপ্রত্যভিজ্ঞাও হইতে দেখা যায়। (ব্যক্তি—এক-একটী বর্ণ বা শব্দ)। যদি প্রত্যেক উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ বা ভিন্নতা প্রতীত হইত তাহা হইলেই জাতিনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে পারিতে; পরন্তু তাহা হয় না। প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায়। কেহ 'গো'

প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ, ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি। নন্বু বর্ণা অপ্যুচ্চারণভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদপ্রতীতেরিত্যুক্তম্। অত্রাভিধীয়তে। সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভিজ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভি-ব্যঞ্জকবৈচিত্র্যনিমিত্তোঽয়ং বর্ণবিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ। অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনাপি প্রত্যভি-

---

তথা গব্যক্তিরাজানত একাঽপি ব্যঞ্জকভেদাত্তদ্ধর্মানুপাতিনীব প্রথত ইতি ভবন্ত এব বিদাঙ্কুর্বন্তু। তত্র গব্যক্তিভেদমঙ্গীকৃত্যাপি যো গত্বস্যৈকস্য পরোপধানভেদকল্পনাপ্রয়াসঃ স বরং গব্যক্তাবেবাঽস্তু কিমন্তর্গড়ুনা গত্বে-নাভ্যুপেতেন। যথাহু :—

তেন যৎ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লপ্স্যতে।
ব্যক্তিলভ্যস্তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্বৃথা॥

ন চ স্বস্তিমত্যাদিবৎ গব্যক্তিভেদপ্রত্যয়ঃ স্ফুটঃ প্রত্যুচ্চারণমস্তি। তথা সতি দশ গকারানুদচারয়চ্চৈত্র ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন স্যাদ্দশকৃত্ব উদ-চারয়দ্গকারমিতি। ন চৈষ জাত্যভিপ্রায়োঽভ্যাসো যথা শতকৃত্বস্তিত্তিরী-মুপায়ুঙ্ক্ত দেবদত্ত ইতি। অত্র হি সোরস্তাড়ং ক্রন্দতোঽপি গকারাদিব্যক্তৌ

'গো' এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিয়া মাত্র বোধ হয়, এক গো-শব্দই দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুই বিভিন্ন গো-শব্দ উচ্চারিত হয় নাই। [নন্বু বর্ণা…নিমিত্তঃ] যদি বল, বর্ণ উচ্চারণভেদে (বিভিন্ন উচ্চারণে) বিভিন্ন বোধ হয় কেন? দুই ব্যক্তির অধ্যয়ন পৃথক্ প্রতীত হয় কেন? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি। যখন বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও নিশ্চিত, তখন এইরূপ অঙ্গীকার কর যে, উক্ত ভেদপ্রত্যয় স্বরূপনিমিত্তক নহে, (নূতন নূতন বর্ণ বলিয়া নহে), কিন্তু উপাধিনিমিত্তক। বর্ণমাত্রেই (তাল্বাদি স্থানের বা বাক্‌যন্ত্র জনিত বায়ুর) সংযোগ বিভাগ ব্যঙ্গ্য। সংযোগ বিভাগ বিচিত্র, (নানাজনের নানাপ্রকার) সুতরাং তদ্‌ঘটিত বর্ণের অভি-ব্যক্তিও বিচিত্র (ভিন্ন ভিন্ন)। [অপিচ…জ্ঞানম্] বর্ণভেদবাদীকেও প্রত্যভিজ্ঞান-সিদ্ধির (রক্ষার) নিমিত্ত, বর্ণের আকৃতি (জাতি) কল্পনা

জ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ। তাসু চ পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বরং বর্ণব্যক্তিম্বেব পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্য বাধকঃ প্রত্যয়ো যৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেকরূপঃ স্যাৎ উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ

লোকস্যোচ্চারণাভ্যাসপ্রত্যয়স্যাবিনিবৃত্তেঃ। চোদকঃ প্রত্যভিজ্ঞানবাধকমুত্থাপয়তি।—"কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তা"মিতি। যৎ যুগপদ্বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবৎ তন্নানা। যথা গবাশ্বাদিদ্বির্শফৈকশফকেসরগলকম্বলাদিমান্। যুগপদুদাত্তানুদাত্তাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবাংশ্চায়ং বর্ণঃ। তস্মান্নানা ভবিতুমর্হতি। ন চোদাত্তাদয়ো ব্যঞ্জকধর্ম্মা ন বর্ণধর্ম্মা ইতি সাম্প্রতম্। ব্যঞ্জকা হ্যস্য বায়বঃ। তেষামশ্রাবণত্বে কথং তদ্ধর্ম্মাঃ শ্রাবণাঃ স্যুঃ। ইদং তাবদত্র বক্তব্যম্। ন হি গুণগোচরমিন্দ্রিয়ং গুণিনমপি গোচরয়তি। মা ভূবন্ ঘ্রাণরসনশ্রোত্রাণাং গন্ধরসশব্দগোচরাণাং তদ্বন্তঃ পৃথিব্যুদকাকাশা গোচরাঃ। এবঞ্চ মা নাম ভূৎ বায়ুগোচরং শ্রোত্রম্। তদ্‌গুণাংস্তূদাত্তাদীন্ গোচরয়িষ্যতি। তে চ শব্দাসংসর্গাগ্রহাৎ শব্দধর্ম্মত্বেনাধ্যবসীয়ন্তে। ন চ শব্দস্য প্রত্যভিজ্ঞানাবধৃতৈকত্বস্য স্বরূপত উদাত্তাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরোধিনোঽপর্য্যায়েণ সম্ভবন্তি। তস্মাৎ যথা মুখস্যৈকস্য মণিকৃপাণদর্পণাদ্যুপধানবশান্নানাদেশপরিমাণসংস্থানভেদবিভ্রম এবমেকস্যাপি বর্ণস্য ব্যঞ্জকধ্বনি-

করিতে হয় এবং আকৃতির ব্যঞ্জকের (বাক্‌যন্ত্রের) বিচিত্রতা অঙ্গীকার করিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রভেদপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। এতদ্রূপ কল্পনাদ্বয় অঙ্গীকার অপেক্ষা বর্ণব্যক্তি এক, তাহার প্রভেদ ঔপাধিক, তাহার প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ এক-কল্পনা অনেক ভাল এবং "সেই 'গ' এই" এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞানই বর্ণভেদপ্রতীতির বাধক। (তাৎপর্য্য এই যে, অভেদপ্রত্যভিজ্ঞাই ভেদপ্রতীতির ভ্রমত্বের বা ঔপাধিকত্বের প্রমাণ)। [কথং···ইত্যদোষঃ] বহু ব্যক্তি এক সময়ে এক 'গ' উচ্চারণ করে, এক 'গ' হইলে কি প্রকারে সেই এক 'গ' সেই এক সময়ে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হয়? এ প্রশ্নের সমাধান, ধ্বনির

নিরনুনাসিকশ্চেতি। অথবা ধ্বনিকৃতোঽয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ। কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি তন্নিবন্ধনাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালম্বনা উদাত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি, ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভি-

---

নিবন্ধনোঽয়ং বিরুদ্ধনানাধর্ম্মসংসর্গবিভ্রমো ন তু ভাবিকো নানাধর্ম্মসংসর্গ ইতি স্থিতে অভ্যুপেত্য পরিহারমাহ ভাষ্যকারঃ।—"অথ বা ধ্বনিকৃত" ইতি। অথবেতি পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। ভবেতাং নাম গুণগুণিনাবেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যৌ তথাপ্যদোষঃ। ধ্বনীনামপি শব্দবচ্ছ্রাবণত্বাৎ। ধ্বনিস্বরূপং প্রশ্নপূর্ব্বকং বর্ণেভ্যো নিষ্কর্ষয়তি।—"কঃ পুনরয়"মিতি। ন চায়মনির্দ্ধারিতবিশেষবর্ণত্বসামান্যমাত্রপ্রত্যয়ো ন তু বর্ণাতিরিক্ততদভিব্যঞ্জকধ্বনিপ্রত্যয় ইতি সাম্প্রতম্। তস্যানুনাসিকত্বাদিভেদভিন্নস্য গাদিব্যক্তিবৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য চৈকত্বাভাবেন সামান্যভাবানুপপত্তেঃ। তস্মাদবর্ণাত্মকো বৈষ শব্দঃ শব্দাতিরিক্তো বা ধ্বনিঃ শব্দব্যঞ্জকঃ শ্রাবণোঽভ্যুপেয়ঃ। উভয়থাপি চাক্ষু ব্যঞ্জনেষু চ তত্তদ্ধ্বনিভেদোপধানেনানুনাসিকত্বাদয়োঽবগম্যমানাস্তদ্ধর্ম্মা এব শব্দে প্রতীয়ন্তে ন তু স্বতঃ শব্দস্য ধর্ম্মাঃ। তথা চ যেষামনুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা ভাসন্তে ভবতু তেষাং ধ্বনীনামনিত্যতা। ন হি তেষু প্রত্যভিজ্ঞানমস্তি। যেষু তু বর্ণেষু প্রত্যভিজ্ঞানং ন তেষামনুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মা ইতি নানিত্যাঃ। "এবঞ্চ সতি সালম্বনা" ইতি। যদ্যোব পরস্যাগ্রহো ধর্ম্মিণ্যগৃহ্যমাণে তদ্ধর্ম্মা ন শক্যা

বিভিন্নতাই প্রোক্ত উদাত্তাদিভেদের কারণ। [কঃ···স্যুঃ] ধ্বনি কি? যাহা দূরস্থ শ্রোতার বর্ণবিবেক (বর্ণবিষয়ক বিস্পষ্ট জ্ঞান) জন্মায় না অথচ কর্ণে প্রবিষ্ট হয় এবং নিকটস্থ শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া তদুপরি তাহার কটুত্ব তীব্রত্বাদি দোষ গুণ অনুভব করায়—তাহাই ধ্বনি। প্রতি-উচ্চারণে সেই 'ক' সেই 'গ' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় বর্ণ উদাত্তাদিভেদের কারণ নহে, ধ্বনিই কারণ, এ নির্ণয়ে উদাত্তাদি-জ্ঞানের নিরালম্বতা আপত্তি হইতে পারে না। অন্যপক্ষে, প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণের একত্ব নিশ্চয় হওয়ায়

জ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদি-
ভেদাঃ কল্পেরন্। সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদা-
শ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষ্বধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতো নিরালম্বনা
এবৈতে উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ। অপিচ নৈবৈতদভিনিবে-
ষ্টব্যমুদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং ভেদো
ভবেদিতি। ন হ্যন্যস্য ভেদেনান্যস্যাভিদ্যমানস্য ভেদো
ভবিতুমর্হতি। ন হি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে।
বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনাঽনর্থিকা। ন
কল্পয়াম্যহং স্ফোটং প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি, একৈকবর্ণ-
গ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদিতি
চেৎ, ন, অস্যা অপি বুদ্ধের্ব্বর্ণবিষয়ত্বাৎ। একৈকবর্ণগ্রহণো-

গ্রহীতুমিতি। এবং নামাঽস্তু তথা তুষ্যতু পরস্তথাপ্যদোষ ইত্যর্থঃ। তদনেন
প্রবন্ধেন ক্ষণিকত্বেন বর্ণানামশক্যসঙ্গতিগ্রহতয়া যদবাচকত্বমাপাদিতং
বর্ণানাং তদপাকৃতম্। ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াসম্ভবেন তু যদাসঞ্জিতং তন্নিরা-
চিকীর্ষুরাহ।—"বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতে"রিতি। কল্পনামমৃষ্যমাণ একদেশ্যাহ।—
"ন কল্পয়ামী"তি। নিরাকরোতি।—"ন অস্যা অপি বুদ্ধে"রিতি। নিরূ-

উদাত্তাদিজ্ঞানের প্রতি (তালুপ্রভৃতি স্থানের অথবা বাক্‌যন্ত্রপ্রভব বায়ু
বিশেষের) সংযোগ বিভাগের কারণতা কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু, সংযোগ-
বিভাগের অপ্রত্যক্ষতাহেতু বর্ণে তন্নিমিত্তক ভেদ প্রসঞ্জিত করা দুঃসাধ্য।
সুতরাং এ পক্ষে উদাত্তাদিজ্ঞান নিরালম্ব হয়। [অপিচ…অনর্থিকা] আরও
এক কথা এই যে, উদাত্তাদিভেদ দৃষ্টে বর্ণের ভেদ (বহু 'ক' বহু 'গ' ইত্যাদি)
অঙ্গীকার অন্যায্য। একের ভেদে, নানাত্বে, অভিদ্যমান অপর একের
(জাতির) ভিন্নতা হইতেই পারে না। ব্যক্তি নানা, তাই বলিয়া কি
জাতিও নানা? তাহা নহে। যখন বর্ণের দ্বারা অর্থপ্রতীতির সম্ভাবনা
আছে, তখন স্ফোট-কল্পনা নিশ্চিত নিরর্থক। [ন…বিষয়া] যদি বল,
তাহা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ (অনুভবসিদ্ধ), তাহা বর্ণজ্ঞানসংস্কারযুক্ত শেষ-
বর্ণ-জ্ঞানের জ্ঞেয় বা বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, আমরা বলি, সে জ্ঞান বর্ণ-
বিষয়ক, স্ফোটবিষয়ক নহে। ক্রমবিন্যস্তবর্ণজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই

ত্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধির্গৌরিতি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থা-ন্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে। যতোঽস্যামপি বুদ্ধৌ গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্ত্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হ্যস্যা বুদ্ধের্গকারাদিভ্যোঽর্থান্তরং স্ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ ততো

পরন্তু তাবদ্গৌরিত্যেকং পদমিতি ধিয়মায়ুষ্মান্। কিমিয়ং পূর্ব্বানুভূতান্ গকারাদীনেব সামস্ত্যেনাবগাহতে, কিং বা গকারাদ্যতিরিক্তং গবয়মিব বরাহাদিভ্যো বিলক্ষণম্। যদি গকারাদিবিলক্ষণমবভাসয়েৎ, গকারাদি-রূষিতঃ প্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ন হি বরাহধীর্মহিষরূষিতং বরাহমবগাহতে। পদতত্ত্বমেকং প্রত্যেকমভিব্যঞ্জয়ন্তো ধ্বনয়ঃ প্রযত্নভেদভিন্নাস্তল্যস্থানকরণ-নিষ্পাদ্যতয়াঽন্যোন্যবিসদৃশতত্তৎপদব্যঞ্জকধ্বনিসাদৃশ্যেন স্বব্যঞ্জনীয়স্যৈকস্য পদতত্ত্বস্য মিথো বিসদৃশানেকপদসাদৃশ্যান্যাপাদয়ন্তঃ সাদৃশ্যোপধানভেদাদেক-মপ্যভাগমপি নানেব ভাগবদিব ভাসয়ন্তি মুখমিবৈকং নিয়তবর্ণপরিমাণস্থান-সংস্থানভেদমপি মণিকৃপাণদর্পণাদয়ো ঽনেকমনেকবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থান-ভেদম্। এবঞ্চ কল্পিতা এবাঽস্য ভাগা বর্ণা ইতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং বর্ণ-ভেদানসত্যাপি বাধকে মিথ্যেতি বক্তুমধ্যবসিতোঽসি। একধীরেব নানা-ত্বস্য বাধিকেতি চেৎ, হন্তাস্যাং নানা বর্ণাঃ প্রথন্ত ইতি নানাত্বাবভাস এবৈকত্বং কস্মান্ন বাধতে। অথ বা বনসেনাদিবুদ্ধিবদেকত্বনানাত্বে ন বিরুদ্ধে। নো খলু সেনাবনবুদ্ধিগজপদাতিতুরগাদীনাং চম্পকাশোককিংশুকা-

---

যে 'গৌ' ইত্যাকার নির্ভেদ-বুদ্ধি (বিশেষপরিশূন্য এক জ্ঞান) জন্মে, ক্রমো-চ্চারিত বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু সে বুদ্ধির বা সে জ্ঞানের বিষয় (অবগাহন স্থান) নহে। [কথ···স্মৃতিঃ] যদি বল, কিসে জানিলে ? সে-জ্ঞানে কেবল গকারাদি (গ—ৈ) বর্ণের অনুবর্তন দেখা যায়, অন্য কিছুর নহে, এই অন্বয়-ব্যতিরেক-প্রমাণে জানিয়াছি। যদি গ-কারাদি বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু (স্ফোট) উক্ত বুদ্ধির (গৌ ইত্যাকার জ্ঞানের) গোচর হইত, তাহা হইলে অবশ্যই দকারাদির ব্যাবৃত্তির ন্যায় গ-কারাদির ব্যাবৃত্তি হইত (গৌ ইত্যাকার জ্ঞান গ-ঐ এই দুই বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ অবগাহন করে না, কাযেই অন্য বর্ণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত থাকে। এইরূপ, ঐ জ্ঞান যদি স্ফোট অবগাহন করিত, বিষয় করিত, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার অনবগাহ্য বা অবিষয় গ-ঐ বর্ণও ব্যাবৃত্ত (পরিত্যক্ত) হইত। অর্থাৎ

দকারাদয় ইব গকারাদয়োঽপ্যস্যা বুদ্ধের্ব্ব্যাবর্ত্তেরন্। ন তু তথাস্তি। তস্মাদিয়মেকবুদ্ধির্ব্বর্ণবিষয়ৈব স্মৃতিঃ। নম্বনেকত্বাদ্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তং প্রতি ক্রমঃ। সম্ভবত্যনেকস্যাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্। পঙ্‌ক্তির্ব্বনং সেনা দশ শতং সহস্রমিত্যাদিদর্শনাৎ। যা তু গৌরিত্যেকোঽয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুষ্বেব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদ-

---

দীনাঞ্চ ভেদমপবাধমানে উদীয়েতে অপি তু ভিন্নানামেব সতাং কেন চিদেকেনোপাধিনা ঽবচ্ছিন্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ। ন চোপাধিকেনৈকত্বেন স্বাভাবিকং নানাত্বং বিরুধ্যতে ন হ্যৌপচারিকমগ্নিত্বং মাণবকস্য স্বাভাবিকনরত্ববিরোধি। তস্মাৎ প্রত্যেকবর্ণানুভবজনিতভাবনানিচয়লব্ধজন্মনি নিখিলবর্ণাবগাহিনি স্মৃতিজ্ঞান একস্মিন্ ভাসমানানাং বর্ণানাং তদেকবিজ্ঞানবিষয়তয়া বৈকার্থধীহেতুতয়া বৈকত্বমৌপচারিকমবগন্তব্যম্। ন চৈকার্থধীহেতুত্বেনৈকত্বমেকত্বেন চৈকার্থধীহেতুভাব ইতি পরস্পপাশ্রয়ম্। ন হ্যর্থপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমেতাবন্তো বর্ণা একস্মৃতিসমারোহিণোঽস্তু প্রথন্তে। ন চ তৎপ্রথানন্তরং বৃদ্ধস্যার্থধীর্নোন্নীয়তে তদুন্নয়নাচ্চ তেষামেকার্থধিয়ং প্রতি কারকত্বমেকমবগম্যৈকপদত্বাধ্যবসানমিতি নান্যোন্যাশ্রয়ম্। ন চৈকস্মৃতিসমারোহিণাং ক্রমাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামভেদো বর্ণানামিতি যথাকথঞ্চিৎ প্রযুক্তেভ্য এতেভ্যোঽর্থপ্রত্যয়প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। উক্তং হি—

গ-ঔ এই দুই বর্ণ ঐ জ্ঞানের গোচর হইত না)। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহাতে গ=ঐ এই দুই বর্ণের ব্যাবৃত্তি বা পরিবর্জন হয় না, অনুবর্ত্তনই হয়। এই জন্যই বলি, সেই এক জ্ঞান—যাহাকে তোমরা স্ফোট বল—তাহা বর্ণবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান, স্ফোট নহে। [নম্বেক…দেব] যদি বল বর্ণ অনেক, অনেক কখন একজ্ঞানের (এক সময়ে) বিষয় হয় না, কিন্তু আমরা বলি, তাহা হয়। অনেকের একজ্ঞানগ্রাহ্যতার দৃষ্টান্ত আছে সুতরাং তাহা অসম্ভব নহে; সুসম্ভব। যেমন পঙ্‌ক্তি, বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র, ইত্যাদি। (অনেক বৃক্ষ 'বন' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি।) অতএব, গ্-ঔ এই দুই বর্ণ পঙ্‌ক্তি প্রভৃতির ন্যায় একজ্ঞানের বিষয় হওয়া অসম্ভব বা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। শব্দে অনেক বর্ণ থাকে সত্য; কিন্তু সে সকল বর্ণ মেলনের দ্বারা এক বস্তুকেই বুদ্ধিগম্য করায়, তদনুসারে সেই বহুবর্ণার

নিবন্ধনৌপচারিকী বনসেনাদিবুদ্ধিবদেব। অত্রাহ, যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ, ততো জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তি র্ন স্যাৎ। ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যবভাসন্ত ইতি। অত্র বদামঃ। সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পঙ্‌ক্তিবুদ্ধিমারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি। তত্র বর্ণানামবিশেষেঽপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন

যাবন্তো যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ॥ ইতি।

ননু পঙ্‌ক্তিবুদ্ধাবেকস্যামক্রমায়ামপি বাস্তবী শালাদীনামস্তি পঙ্‌ক্তিরিতি তথৈব প্রথা যুক্তা ন চ তথেহ বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চাস্তি বাস্তবঃ ক্রমঃ প্রত্যয়োপাধিস্তু ভবেৎ স চৈক ইতি কুতস্ত্যঃ ক্রম এষামিতি চেৎ, ন। একস্যামপি স্মৃতৌ বর্ণরূপবৎক্রমবৎপূর্ব্বানুভূততাপরামর্শাৎ। তথাহি— জারা রাজেতি পদয়োঃ প্রথয়ন্ত্যোঃ স্মৃতিধিয়োস্তত্ত্বেঽপি বর্ণানাং ক্রমভেদাৎ পদভেদঃ স্ফুটতরং চকাস্তি। তথা চ নাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামবিশে— স্মৃতিবুদ্ধাবেকস্যাং বর্ণানাং ক্রমপ্রযুক্তানাম্। যথাহুঃ,—

...বাদি
গাহী অচ্ছিন্ন জ্ঞানকে উপচারক্রমে এক বলা যায়। [অত্রাহ... করিয়া
কেহ কেহ আপত্তি করেন, বর্ণই যদি একজ্ঞানগম্য হইয়া পদত্ব প্রা... নিত্যত্ব
বোধক হয়, তবে জারা-রাজা, কপি-পিক, এ সকল শব্দ ভিন্ন প্রতী... নির্দ্দিষ্ট
কেন? যে সকল বর্ণ রাজা-শব্দে আছে, সেই সকল বর্ণই জারা-শব্দে ... নিত্য।
তবে কি কারণে একার্থবোধক ও একপদ না হয়? [অত্র... কল্পনা... কেয়া
এই যে, প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণসাম্য আছে বটে; কিন্তু ক্র... ...লাভ করিয়া-
যেমন পিপীলিকা সকল ক্রমাবস্থান অনুসারে পংক্তি-বুদ্ধির গো... হইতেই ছিল,
হয়, তেমনি, বর্ণসমূহও ক্রমানুরোধে পদবুদ্ধির গোচর হয়। প্রদা... ...ত্তও আছে।
বর্ণের ভেদ না থাকিলেও ক্রমের ভেদ (ভিন্নতা) আছে, তৎকারণে তাহারা ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। বর্ণ সকল নিত্য ও বিভু (সর্ব্বসংযোগী) হইলেও ব্যবহার কালে উচ্চারণ ক্রমের অনুগ্রহে (সাহায্যে) বস্তুবিশেষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা প্রতীত হয়, পরে এক বর্ণের

বিরুধ্যতে। বৃদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। অথাপি নাম প্রত্যুচ্চারণমন্যেঽন্যে চ বর্ণাঃ স্যুস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বনভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাভ্যুপগমত্বাৎ যা বর্ণেষ্বর্থপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা। ততশ্চ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যোদেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্॥২৮

পদাবধারণোপায়ান্ বহূনিচ্ছন্তি সূরয়ঃ।
ক্রমন্যূনাতিরিক্তত্বস্বরবাক্যশ্রুতিস্মৃতীঃ॥ ইতি।

বৃদ্ধ শেষমতিরোহিতার্থম্। দিঙ্মাত্রমত্র সূচিতং, বিস্তরস্তু তত্ত্ববিন্দাববগন্তব্য গম্যে। অলং বা নৈয়ায়িকৈর্বিবাদেন, সন্তুনিত্যা এব বর্ণাস্তথাপি গত্বাদ্যবক্রমবিপ নৈব সঙ্গতিগ্রহো ঽনাদিশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীত্যাহ।—"অথাপি ভ্যোঽর্থ ত্তি।

গ-ও এই অপর বর্ণ, তৎপরে অন্য বর্ণ, এবংক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর তাহাতে পশ্চাৎ তাহা অর্থপ্রতীতির কারণ হয়। বর্ণবাদীর এ কল্পনা হয়। তর্কে অনুগৃহীত। [স্ফোট…বিরুদ্ধম্] স্ফোটবাদীর মতে দৃষ্টহানি তাহা বর্ণবি কল্পনা এই দুই দোষ আছে। বর্ণ সকল ক্রম-গৃহীত হয়, হইয়া বর্ণ অনেক, অ করে, অনন্তর সেই স্ফোট অর্থ প্রতীতি করায়। এ কল্পনা আমরা বলি, ন্বিত। প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যক্ত হয় বলিলেও তাহা জ্ঞার আলম্বনের জন্য বর্ণের সামান্য (জাতি) অবশ্য স্বীকার্য্য। বর্ণবাদীর মতের অর্থবোধপ্রণালী সামান্যবাদীর (জাতিবাদীর) মতে যোজিত হইলে, স্বীকৃত হইলে, সামান্যবাদীর মতও নির্দ্দোষ হইতে পারে। অতএব, নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত প্রকারে অবিরুদ্ধ।

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥ *

স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য, অতঃ প্রভবাদিতি পরিহৃত্য, ইদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্রঢ়য়তি, অতএব চ নিত্যত্বমিতি। অতএব চ নিয়তাকৃতের্দেবাদের্জ্জগতোবেদশব্দপ্রভবত্বাদেব বেদশব্দনিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যম্। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টামিতি স্থিতামেব বাচমনুবিন্নাং দর্শয়তি। বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি,—

নন্থ প্রাচ্যামেব মীমাংসায়াং বেদস্য নিত্যত্বং সিদ্ধং তৎ কিং পুনঃ সাধ্যত ইত্যত আহ।—"স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে" ইতি। ন হ্যনিত্যাজ্জগদুৎপত্তুর্মর্হতি তস্যাপ্যুৎপত্তিমত্ত্বেন সাপেক্ষত্বাৎ। তস্মান্নিত্যো বেদো জগদুৎপত্তিহেতুত্বাৎ ঈশ্বরবদিতি সিদ্ধমেব নিত্যত্বমনেন দৃঢ়ীকৃতম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

পূর্ব্বমীমাংসায়, বেদের কর্ত্তা (বুদ্ধিপূর্ব্বক বক্তা বা রচয়িতা) নাই,—ইত্যাদিবিধ হেতুসমূহের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। দেবাদি ব্যক্তির শব্দপ্রভবত্ব সে সিদ্ধান্তের বিরোধী,—এতদ্রূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করা হইল; এক্ষণে সেই পূর্ব্বমীমাংসোক্ত শব্দনিত্যত্ব দৃঢ় (অবিচাল্য) করা কর্ত্তব্য বিধায় সূত্র বলিতেছেন। যেহেতু নির্দ্দিষ্ট আকৃতিমান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য। [তথাচ···স্বয়ম্ভুবা] এ অর্থ মন্ত্রমধ্যেও দৃষ্ট হয়। যথা—"যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভযোগ্য হইয়া ঋষিস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়াছিলেন।" মন্ত্র কি বলিল? মন্ত্র বলিল, বেদশব্দ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, যাজ্ঞিকগণ তাহা জানিয়াছিলেন মাত্র। এ অর্থ ব্যাসের স্মৃতিতেও আছে। যথা—"ইতিহাসযুক্ত বেদ প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল, মহর্ষিগণ সে সকল

---

* অতএব নিয়তাকৃতের্দ্দেবাদির্জগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব নিত্যত্বং বেদশব্দস্যেতি শেষঃ।—যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন, ব্যবহাররূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হেতু বেদশব্দ সকল নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ইতি ॥২৯॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥ *

অথাপি স্যাৎ যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োঽপি সন্তত্যৈবোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ ততোঽভিধানাভিধেয়া-

---

শঙ্কাপদোত্তরত্বাৎ সূত্রস্য শঙ্কাপদানি পঠতি "অথাপি স্যাদি"তি। অভিধানাভিধেয়াবিচ্ছেদে হি সম্বন্ধনিত্যত্বং ভবেৎ। এবমধ্যাপকাধ্যেতৃপরম্পরাবিচ্ছেদে বেদস্য নিত্যত্বং স্যাৎ। নিরন্বয়স্য তু জগতঃ প্রবিলয়েঽত্যন্তাসতশ্চাঽপূর্ব্বস্যোৎপাদেঽভিধানাভিধেয়াবত্যন্তমুচ্ছিন্নাবিতি কিমাশ্রয়ঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ। অধ্যাপকাধ্যেতৃসন্তানবিচ্ছেদে চ কিমাশ্রয়ো বেদঃ স্যাৎ। ন চ জীবাস্তদ্বাসনাবাসিতাঃ সন্তীতি বাচ্যম্। অন্তঃকরণাদ্যুপাধিকল্পিতা হি তে তদ্বিচ্ছেদে ন স্থাতুমর্হন্তি। ন চ ব্রহ্মণস্তদ্বাসনা তস্য বিদ্যাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবস্য তদযোগাৎ। ব্রহ্মণশ্চ সৃষ্ট্যাদাবন্তঃকরণাদয়স্তদবচ্ছিন্নাশ্চ জীবাঃ প্রাদুর্ভবন্তো

তপস্যার দ্বারা ও স্বয়ম্ভুর আজ্ঞায় (কৃপায়) লাভ করিয়াছিলেন (জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন)"।

এখন যেমন প্রবাহাকারে পশুব্যক্তির জন্ম মরণ (এক পশুর জন্ম, অপর পশুর মরণ) দৃষ্ট হয়, দেবাদি ব্যক্তির জন্ম মরণ যদি তদ্রূপ হয়, কস্মিন্ কালেও যদি সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলেই নাম, নামী ও নাম কর্ত্তা,—এ সকল ব্যবহারের অলোপ বা অবিচ্ছেদ হেতু শব্দ

---

* আবৃত্তৌ কল্পান্তসৃষ্টৌ সৃষ্টানাং সমাননামরূপত্বাৎ পূর্ব্বকল্পীয়সমাননামরূপত্বদর্শনাৎ অবিরোধো বিরোধাভাবোজ্ঞেয়ঃ। প্রলয়েঽপ্যাত্যন্তিকবিনাশোনাস্তীতি যাবৎ। দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ। দৃশ্যতে হি দৈনন্দিনসৃষ্টৌ প্রবোধে পূর্ব্বপ্রবোধসমসৃষ্টিঃ স্মর্য্যতে চ। বিষমসৃষ্টৌ নিরন্বয়নাশঃ সম্ভাব্যতে ন তু সমসৃষ্টৌ। অতএব শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—এ কল্পের সৃষ্টি পূর্ব্বকল্পের সমান সুতরাং কল্পকালে এ সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। সংস্কার বা বীজ থাকে। বীজভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই হেতু এ সকল আত্যন্তিক অনিত্য নহে। যেহেতু অনিত্য নহে সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, অনুভব, সর্ব্বপ্রকারে আত্যন্তিক বিনাশাভাব সিদ্ধ হয়। (ভাষ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখ)।

ভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে পরিহ্রিয়েত। যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্ত-নামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে প্রভবতি চাভিনবমিতি শ্রুতি-স্মৃতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রেদমভি-ধীয়তে, সমাননামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং তাবদভ্যুবগন্তব্যম্। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যা-

---

ন পূর্ব্বকর্ম্মাবিদ্যাবাসনাবন্তো ভবিতুমর্হন্তি, অপূর্ব্বত্বাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধমিদং শব্দার্থসম্বন্ধবেদনিত্যত্বং সৃষ্টিপ্রলয়াভ্যুপগমেনেতি। অভিধাতৃগ্রহণেনাধ্যা-পকাধ্যেতারাবুক্তৌ। শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি। "তত্রেদমভি-ধীয়তে সমাননামরূপত্বাদি"তি। যদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে নান্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্বৃত্তয়ঃ সন্তি তথাপি স্বকারণেঽনির্ব্বাচ্যায়ামবিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেণ কর্ম্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব। তথা চ স্মৃতিঃ,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ইতি।

তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা, যথা কূর্ম্মদেহনিলীনান্যঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদ্ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্বাস-নাবাসিততয়া ঘনঘনাসারাবসেকসুহিতানি পুনর্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবন্তি তথা পূর্ব্ববাসনাবশাৎ পূর্ব্বসমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে। এতদুক্তং ভবতি।—

বিরোধের পরিহার হইতে পারে। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতাও রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে শুনা যায়, মহাপ্রলয়ে সর্ব্বধ্বংস হয়, কিছুই থাকে না, পরে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-সম্বাদিত মহা-প্রলয় যদি আত্যন্তিকধ্বংসরূপী হয়, তাহা হইলে আর বিরোধ পরিহার হয় না। এ আশঙ্কা সংশোধনের নিমিত্ত এই "সমাননামরূপত্বাৎ" সূত্র অবতারিত হইল। [অথাপি দ্রষ্টব্যম্] সংসার অনাদি, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আচার্য্যও বলিবেন, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি অনুভব উভয় সিদ্ধ। দৈনন্দিন সৃষ্টি বা জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন পূর্ব্বজাগ্রতের সমান, অনুরূপ, তেমনি, এতৎকল্পীয় সৃষ্টিও পূর্ব্বকল্পীয় সৃষ্টির সমান অর্থাৎ অনুরূপ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বসাম্যতা সিদ্ধ হয়, সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত

ঽনাদিত্বমুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চেতি। অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেঽপি পূর্ব্বপ্রবোধবদুত্তরপ্রবোধেঽপি ব্যবহারান্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যম্। স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রূয়েতে। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাঽস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদেনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্র-

---

যদ্যপীশ্বরাৎ প্রভবঃ সংসারমণ্ডলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভৃৎকর্ম্মাবিদ্যাসহকারী তদনুরূপমেব সৃজতি। ন চ সর্গপ্রলয়প্রবাহস্যানাদিতামন্তরেণৈতদুপপদ্যত ইতি সর্গপ্রলয়াভ্যুপগমেঽপি সংসারানাদিতা ন বিরুধ্যত ইতি। তদিদমুক্ত "মুপপদ্যতে, চাপ্যুপলভ্যতে চ" আগমত ইতি। স্যাদেতৎ। ভবত্বনাদিতা সংসারস্য তথাপি মহাপ্রলয়ান্তরিতে কুতঃ স্মরণং বেদানামিত্যত আহ।— "অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়ো"রিতি। যদ্যপি প্রাণমাত্রাবশেষতাতন্নিঃশেষত্বে সুষুপ্তপ্রলয়াবস্থয়োর্ব্বিশেষস্তথাপি কর্ম্মবিক্ষেপসংস্কারসহিতলয়লক্ষণাবিদ্যাবশেষতাসাম্যেন স্বাপপ্রলয়াবস্থয়োরভেদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। নমু নাপর্য্যায়েণ সর্ব্বেষাং স্বাপাবস্থা, কেষাঞ্চিৎ তদা প্রবোধাৎ তেভ্যশ্চ সুপ্তো-

---

অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। (সুষুপ্তি-নামক দৈনন্দিন প্রলয়ে ও কল্প-নামক মহাপ্রলয়ে কোনও বস্তুর নিরন্বয়-ধ্বংস বা অত্যন্তিক অভাব হয় না। সকল বস্তুই থাকে, বীজরূপে বা সূক্ষ্ম সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই সেই সেই বীজ হইতে পূর্ব্বসমান সৃষ্টি হয়)। [স্বাপ…ইতি] সুপ্তিতে লয় ও জাগ্রতে সৃষ্টি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা—"সুপ্তপুরুষ যখন কোনও কিছু দেখে না, স্বপ্ন দেখে না, এ সকল তখন প্রাণে গিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত নাম, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয় রূপ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয় শব্দ, মনের সহিত ধ্যান, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন, যেমন জ্বলিতাগ্নি হইতে অগ্নিসমান স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, নির্গত হয়, তেমনি,

তিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ (কৈ০ ব্রা০ উ০ অ০ ৩। খ০ ৩) ইতি। স্যাদেতৎ। স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ঞ্চ সুষুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্। মহাপ্রলয়ে তু সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্পান্তরব্যবহারস্যাঽনুসন্ধাতুমশক্যত্বাৎ বৈষম্যমিতি। নৈষ দোষঃ। সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ। যদ্যপি

খিতানাং গ্রহণসম্ভবাৎ প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষয়োশ্চ বাসনোচ্ছেদকারণয়োরভাবেন সত্যাং বাসনায়াং স্মরণোপপত্তেঃ শব্দার্থসম্বন্ধবেদব্যবহারানুচ্ছেদো বুজ্যতে। মহাপ্রলয়স্বপর্য্যায়েণ প্রাণভৃন্মাত্রবর্ত্তী প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষৌ চ তত্র সংস্কারমাত্রোচ্ছেদহেতূ স্ত ইতি কুতঃ সুষুপ্তবৎ পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারবদুত্তরপ্রবোধব্যবহার ইতি চোদয়তি।—"স্যাদেতৎ স্বাপ" ইতি। পরিহরতি।—"নৈষ দোষঃ। সত্যপি ব্যবহারোচ্ছেদিনী"তি। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষৌ সর্ব্বসংস্কারোচ্ছেদকৌ, পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুসন্ধানাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ। মনুজজন্মবাসনানাঞ্চাঽনেকজাত্যন্তরসহস্রব্যবহিতানাং পুনর্মনুষ্যজাতিসম্বর্ত্তকেন কর্ম্মণাঽভিব্যক্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নিকৃষ্টধিয়ামপি যত্র সত্যপি প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষাদৌ পূর্ব্ববাস-

---

প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) হইতে দেবতা ও দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়।" [স্যাদেতৎ···বদিতুম্] যদি বল, সুষুপ্তিতে সুপ্তপুরুষেরই ব্যবহারলোপ হয়, অন্য পুরুষের ব্যবহার থাকে এবং সুপ্তপ্রবুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে, সম্ভব, সুতরাং সুষুপ্তি ও মহাপ্রলয় সমান নহে, অসমান। মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সর্ব্ববিলোপ হয়। আরও দেখ, জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ যদ্রূপ অশক্য, অসম্ভব, কল্পান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ তদ্রূপ অশক্য ও অসম্ভব। অতএব, সুপ্তি-দৃষ্টান্তটী বৈষম্যদোষান্বিত, বিশুদ্ধ নহে। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, উহা দোষান্বিত নহে। মহাপ্রলয়ে সর্ব্বোচ্ছেদ হইলেও, সমস্ত ব্যবহার বিলোপ হইলেও, পরমেশ্বরানু-

প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধানা দৃশ্যন্তে ইতি, ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাং ভবিতব্যম্। যথা হি প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-প্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যা-দিম্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তীতি বদিতুম্। ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্য-গর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহী-তানাং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।

নানুবৃত্তি স্তত্র কৈব কথা পরমেশ্বরানুগ্রহেণ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়-সম্পন্নানাং হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতীনাং মহাধিয়াম্। যথা বা আ চ মনুষ্যেভ্য আ চ কৃমিভ্যো জ্ঞানাদীনামনুভূয়তে নিকর্ষঃ, এবমামনুষ্যেভ্য এবা চ ভগবতো হিরণ্যগর্ভাৎ জ্ঞানাদীনাং প্রকর্ষোঽপি সম্ভাব্যতে। তথা চ তদভি-বদন্তো বেদস্মৃতিবাদাঃ প্রামাণ্যমপ্রত্যূহমশ্নুবতে এবঞ্চাঽত্রভবতাং হিরণ্য-গর্ভাদীনাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানামুপপদ্যতে কল্পান্তরসম্বন্ধিনিখিলব্যবহারানু-সন্ধানমিতি। সুগমমন্যৎ। স্যাদেতৎ। অস্তু কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানং তেষামস্যান্তু সৃষ্টাবন্য এব বেদা, অন্য এব চৈষামর্থাঃ, অন্য এব বর্ণাশ্রমাঃ,

---

গৃহীত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাকৃত জীবের জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হয় না, মনে পড়ে না, তাই বলিয়া ঈশ্বরেরও পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হইবে না, মনে হইবে না, এরূপ বলিতে পার না। মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব অংশ সমান হইলেও তাহাদের জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের (ক্ষমতার) তারতম্য আছে। এইরূপ, মনুষ্য জীবের নিম্নজীব সকল পর পর অল্পজ্ঞান ও অল্পক্ষমতা বিশিষ্ট। আবার মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পর পর উৎকৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য পর পর উৎকৃষ্ট ও অধিক। [ততশ্চ…দিতি] এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, জানা যায়, যাঁহারা পূর্ব্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম্ম (পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট) উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহ কল্পে তাঁহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের সুপ্তপ্রতি-

তথা চ শ্রুতিঃ, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি। স্মরন্তি চ শৌনকাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঋর্ষিভির্দ্দাশতয্যো দৃষ্টা ইতি। প্রতি-বেদঞ্চৈবমেব কাণ্ডর্য্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে। শ্রুতিরপ্যার্ষজ্ঞান-পূর্ব্বকমেব মন্ত্রেণানুষ্ঠানং দর্শয়তি—যো হ বা অবিদিতার্ষেয়-চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাঽধ্যাপয়তি বা স্থাণুং চর্চ্ছতি গর্ত্তং বা প্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো

ধর্ম্মাচ্চানর্থোঽর্থশ্চাধর্ম্মাৎ অনর্থশ্চেপ্সিতোঽর্থশ্চানীপ্সিতোঽপূর্ব্বত্বাৎ সর্গস্য, তস্মাৎ কৃতমত্র কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানেনাঽকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তথা চ পূর্ব্ব-ব্যবহারোচ্ছেদাচ্ছব্দার্থসম্বন্ধশ্চ বেদশ্চানিত্যৌ প্রসজ্যেয়াতামিত্যত আহ।—"প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়" ইতি। যথাবস্তুস্বভাবসামর্থ্যং হি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভাবসামর্থ্যমন্যথয়িতুমর্হতি। ন হি জাতু সুখং তত্ত্বেন জিহাস্যতে দুঃখঞ্চোপাদিৎস্যতে। ন চ জাতু ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সামর্থ্যবিপর্য্যয়ো ভবতি।

বুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধ ব্যবহার স্মরণের ন্যায় কল্পান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যিনি ব্রহ্মার জন্ম দান করিয়াছেন, করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশ্যকে (তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিত বুদ্ধিতে প্রকাশমান পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হই।" শৌনকাদি ঋষিরাও স্মরণ করিয়াছেন, স্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ঋষি দাশতয্য (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ ঋচা) দর্শন করিয়াছিলেন, জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন।" শ্রুতিও মন্ত্রের ঋষি জানিতে বলিয়াছেন, জানিয়া মন্ত্রসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। যথা—"যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ বা বিনিয়োগ),—এ সকল না জানিয়া যজ্ঞ করেন ও করান, অধ্যয়ন করেন ও করান, তিনি স্থাণুত্ব প্রাপ্ত অথবা গর্ত্তপতিত (নিরয়গামী) হন।" ইহার পরেই বলিয়াছেন, "সেই হেতু প্রতি মন্ত্রে ঐ সকল জানিতে হয়।" [প্রাণিনাঞ্চ...নিষ্পদ্যতে] জীবের সুখের জন্য ধর্ম্মের বিধান, দুঃখ নিবারণের জন্য অধর্ম্মের নিষেধ।

বিধীয়তে দুঃখপরিহারায় চাধর্ম্মঃ প্রতিষিধ্যতে। দৃষ্টানুশ্রবিকসুখদুঃখবিষয়ৌ চ রাগদ্বেষৌ ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়াবিত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরাসৃষ্টির্নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি,—

"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে" ॥ ইতি ॥

প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য

ন হি মৃৎপিণ্ডাৎ পটো ঘটশ্চ তন্তুভ্যো জায়তে। তথা সতি বস্তুসামর্থ্যনিয়মাভাবাৎ সর্ব্বং সর্ব্বস্মাদ্ভবেদিতি পিপাসুরপি দহনমাহৃত্য পিপাসামুপশময়েৎ, শীতার্ত্তো বা তোয়মাহৃত্য শীতার্ত্তিমিতি। তেন সৃষ্ট্যন্তরেঽপি ব্রহ্মহত্যাদিরনর্থহেতুরেবাঽর্থহেতুশ্চ যাগাদিরিত্যানুপূর্ব্ব্যং সিদ্ধম্।

দেখা যায়, ঐহিক হউক, পারত্রিক হউক, সুখের প্রতিই জীবের অনুরাগ, এবং দুঃখের প্রতিই দ্বেষ। এতদ্দৃষ্টে জানা যায়, জীবের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলেই পর পর সৃষ্টি এবং সেই কারণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ পর পর সৃষ্টি হইয়া থাকে। [স্মৃতি...রোচতে] "পূর্ব্বে বা পূর্ব্বজন্মে যে জীব যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জ্জন করিয়াছিল, সে জীব পুনঃসৃষ্টিতে বা পুনর্জ্জন্মে সেই কর্ম্ম অর্থাৎ তদনুরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্য, মিথ্যা,—এ সকল পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবেই হয় এবং পূর্ব্বসংস্কার-অনুসারেই রুচি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" (প্রবৃত্তি বা রুচি দেখিয়া তাহার মূল কারণের (বীজের) অনুমান হয়, সে মূল কারণ পূর্ব্বসংস্কার। ইহারই অন্য নাম পুণ্যাপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বভাব, প্রকৃতি ও বাসনা)। [প্রলীয়...প্রেক্ষিতুম্] জগৎ লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার শক্তির লয় হয় না, শক্তি থাকে। যে-কিছু জন্মে—সমস্তই শক্তিমূলক। শক্তিরূপ কারণ হইতেই জন্মে, আকস্মিক অর্থাৎ কারণপরিশূন্য উৎপত্তি

বিচ্ছিদ্যাপ্যুদ্ভবতাং ভূরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য-লক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলব্যবস্থা-নাঞ্চানাদৌ সংসারে নিয়তত্বমিন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্। ন হীন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদের্ব্যবহারস্য প্রতি সর্গমন্যথাত্বং ষষ্ঠেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্। অতশ্চ সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষম-ত্বাচ্চেশ্বরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদু-র্ভবন্তি সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষ-

---

এবঞ্চ য এব বেদা অস্মিন্ কল্পে ত এব কল্পান্তরে ত এব চৈষামর্থাস্ত এব চ বর্ণাশ্রমাঃ। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যসম্ভবে তদ্বৈধর্ম্ম্যকল্পনমনুমানাগমবিরুদ্ধম্।

আগমাশ্চেহ ভূয়াংসো ভাষ্যকারেণ দর্শিতাঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাখ্যাস্তদ্বৎকোপোঽন্যথা ভবেৎ॥

তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং "সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধ" ইতি। 'অগ্নির্বা অকাময়ত' ইতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য যজমান এবাগ্নিরুচ্যতে। ন হ্যগ্নের্দেবতান্তরমগ্নিরস্তি।

নাই। শক্তি অসংখ্য ও অসংখ্যপ্রকার, এরূপ কল্পনা অন্যায্য। পৃথিব্যাদি লোকে, তদ্বর্ত্তী দেব মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, তদুভয়ের ফল, সে সকলের ব্যবস্থা (শৃঙ্খলা, পরিপাটী বা নিয়ম), এ সকল মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়ম বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধের সমান। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিতে বা ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ উৎপ্রেক্ষা (অনুমান) করিতে পার না। (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে চক্ষু শব্দ গ্রহণ করিত, এ কল্পে রূপগ্রহণ করিতেছে, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। পূর্ব্বকল্পের চক্ষু যদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট, এ কল্পের চক্ষুও তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট)। মনের নির্দ্দিষ্ট বা অসাধারণ বিষয় নাই সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট—কস্মিন্ কালেও তাহার ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার হয় না। [অতশ্চ···বিরোধঃ] যেহেতু সকল কল্পের ব্যবহার সমান—যেহেতু ঈশ্বরগণ পূর্ব্বকল্পীয়-ব্যবহার স্মরণ করিতে ক্ষম—সেই হেতু প্রত্যেক কল্প পূর্ব্বকল্পসদৃশ, ইহা সিদ্ধ হয়। যেহেতু ার-সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান—সেই হেতু প্রলয়কালেও জগতের আত্যন্তিক

ণায়াং জগতোঽভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদি-বিরোধঃ। সমাননামরূপতাঞ্চ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" ॥ ইতি ॥

যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ কৢপ্তং তথাস্মিন্নপি কল্পে পরমেশ্বরোঽকল্পয়দিত্যর্থঃ। তথা অগ্নির্ব্বা অকাময়ত অন্নাদো দেবানাং স্যামিতি, স এবমগ্নয়ে কৃত্তি-কাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপদিতি, নক্ষত্রেষ্টিবিধৌ যোঽগ্নির্নিরবপৎ যস্মৈ বাগ্নয়ে নিরবপৎ তয়োঃ সমাননাম-রূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়কা শ্রুতিরিহোদাহর্ত্তব্যা। স্মৃতিরপি,—

"ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥

বিনাশ হয় না এবং আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায় শব্দপ্রামাণ্য সংরক্ষিত হয়, বিরোধ হয় না। [সমান···দ্রষ্টব্যা] পূর্ব্ব-সমান-নামরূপতা শ্রুতি-স্মৃতি কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। যথা—"ধাতা (পরমেশ্বর) পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্য দিব্ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ ছিল এ কল্পে সেই প্রকার কল্পনা (উৎপাদন) করিলেন।" পূর্ব্বকল্পে যেপ্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি ছিল বিধাতা এ কল্পে ঠিক্ সেই প্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। "অগ্নি কামনা করিলেন, আমি দেবগণের অন্নাদ অগ্নি হইব। অনন্তর তিনি কৃত্তিকা নক্ষত্রাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ (অষ্টাকপাল= ৮ মৃৎপাত্রে সংস্কৃত। পুরোডাশ = পিষ্টকবিশেষ।) আহুতি প্রদান করি-লেন।" এ শ্রুতিও উদাহরণ-যোগ্য। প্রদর্শিত নক্ষত্রযাগ বিধিতে, যে অগ্নি যে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে, সেই উভয় অগ্নি সমান। (পূর্ব্বকল্পের যজমান অগ্নি এ কল্পের দেবতা অগ্নি)। "পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে ঋষিদিগকে নাম ও বেদবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন। যেমন ঋতুচিহ্ন সকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঠিক্ পূর্ব্ব বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন (পত্রপুষ্পাদির উদ্গম) পর বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়,

যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥
যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ"॥
ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্যা॥ ৩০॥

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ॥ ৩১॥ *

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি যৎ-প্রতিজ্ঞাতং তৎপর্য্যাবর্ত্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনি-রাচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ মধ্বাদিষ্বসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যা-ধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষান্মধ্বাদিবিদ্যাস্বপ্যধি-

---

ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারং দেবর্ষীণাং ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাস্ববিশেষেণ সর্ব্বেষাং কিং বা কাসু চিদেব কেষাঞ্চিৎ। যদ্য-

---

তেমনি, প্রলয়ের পর যুগারম্ভকালেও পূর্ব্বকল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতীত কল্পের দেবতারা যদ্রূপ অভিমানী ও যদ্রূপ রূপবিশিষ্ট ছিলেন, বর্ত্তমান কল্পের দেবতারা সেইরূপ রূপ, সেই নাম ও সেই অভিমান-ধারী হইয়াছেন।" এ সকল স্মৃতিও উদাহরণমধ্যে গণ্য।

দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে, এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে পুনর্ব্বার আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। জৈমিনি মুনি বলেন, দেবতাদের বিদ্যাধিকার নাই। কেন-না, মধুবিদ্যা † প্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা, মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যাতেও

---

* জৈমিনিঃ তন্নামক আচার্য্যঃ অনধিকারং ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামধিকারাভাবং মন্যতে। হেতুমাহ—মধ্বাদীতি। বিদ্যাত্বাঽবিশেষাৎ মধুবিদ্যাদিষু তেষামধিকারো ন সম্ভব-তীতি সূত্রার্থঃ।—জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার থাকা সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য বিদ্যাতেও অসম্ভব হয়। যেহেতু অসম্ভব হয়, সেই হেতু দেবতাপ্রভৃতি উপাসনায় অনধিকারী। অর্থাৎ দেবগণের উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান দুএর কিছুই নাই।

† মধুবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। সূর্য্যের উপাসনা। ইহার প্রণালী ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

কারোঽভ্যুপগম্যেত। ন চৈবং সম্ভবতি। কথমসৌ বা আদিত্যো দেব মধ্বিত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্। দেবাদিষু হ্যুপাসকেষ্বভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কথমন্যমাদিত্যমুপাসীত। পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতান্যুপক্রম্য, বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীত্যুপদিশ্য, স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতীত্যাদিনা বস্বাদ্যুপজীব্যান্যমৃতানি

বিশেষেণ সর্ব্বাসু, ততো মধ্বাদিবিদ্যাস্বসম্ভবঃ। "কথমসৌ বাঽঽদিত্যো দেবমধু, ইত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্"। উপাস্যোপাসকভাবো হি ভেদাধিষ্ঠানো ন স্বাত্মন্যাদিত্যস্য দেবতায়াঃ সম্ভবতি। ন চাদিত্যান্তরমস্তি। প্রাচামাদিত্যানামস্মিন্ কল্পে ক্ষীণাধিকারত্বাৎ। "পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যুপক্রম্য" ইতি। অয়মর্থঃ।—অসৌ বা আদিত্যো দেবমধ্বিতি দেবানাং মোদনাৎ মধ্বিব মধু। ভ্রামরমধুসারূপ্যমাহাঽস্য শ্রুতিঃ। 'তস্য মধুনো দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ। অন্তরিক্ষং মধ্বপূপঃ'। আদিত্যস্য হি মধুনোপূপঃ পটলমন্তরিক্ষমাকাশং তত্রাবস্থানাৎ। যানি চ সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতীন্যগ্নৌ হূয়ন্তে তান্যাদিত্যরশ্মিভিরগ্নিসম্বলিতৈরুৎপন্নপাকান্যমৃতীভাবমাপন্নান্যাদিত্যমণ্ডলমৃত্যন্তমধুপৈর্নীয়ন্তে। যথা হি ভ্রমরাঃ

থাকিবেক, কিন্তু মধুবিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয়। [কথং··· দর্শয়তি] কেন ? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি "ঐ আদিত্য দেবমধু, দেবগণের আস্বাদ্য" ইত্যাদি ক্রমে-যে সূর্য্যের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন তাহা মনুষ্যদিগকেই বলিয়াছেন, দেবতাদিগকে নহে। দেবতারাও উপাসক, এ কথা বলিতে গেলে আদিত্য দেবতা আবার কোন্ আদিত্য দেবতার উপাসনা করিবেন, তাহা বলিতে হইবেক। (আদিত্য এক বৈ দুই নাই)। উক্ত উপাসনার আরও অঙ্গ আছে। যথা—আদিত্যাশ্রিত রূপপঞ্চক অমৃতস্বরূপ, তাহা বসু রুদ্র আদিত্য মরুৎ সাধ্য—এই সকল দেবগণের উপজীব্য। এই উপদেশের পরেই আছে, ফলশ্রুতি কথিত আছে, "যে উপাসক ঐ সকল অমৃতজীবী দেবগণকে জানে, উপাসনা করে, সে বসু প্রভৃতির অন্যতম হয়, হইয়া অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা প্রোক্ত অমৃত দর্শনে

বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। বস্বাদয়স্তু কান্-ন্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ, কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ। তথা, অগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ

পুষ্পেভ্য আহৃত্য মকরন্দং স্বস্থানমানয়ন্ত্যেবমৃঙ্মন্ত্রা ভ্রমরাঃ প্রয়োগসমবেতার্থ-স্মরণাদিভিঋগ্বেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্য তন্নিষ্পন্নমকরন্দমাদিত্য-মণ্ডলং লোহিতাভিরস্য প্রাচীভীরশ্মিনাড়ীভিরানয়ন্তি, তদমৃতং বসব উপ-জীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাড়ীভিঃ শুক্লাভির্যজুর্ব্বেদ-বিহিতকর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নং যজুর্ম্মন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদেতদমৃতং রুদ্রা উপজীবন্তি। অথা-স্যাদিত্যমধুনঃ প্রতীচীভীরশ্মিনাড়ীভিঃ কৃষ্ণাভিঃ সামবেদবিহিতকর্ম্মকুসু-মেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নং সামমন্ত্রস্তোত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুন উদীচীভিরতিকৃষ্ণাভীরশ্মিনাড়ীভিরথর্ব্ববেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃ-ত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নমথর্ব্বাঙ্গিরসমন্ত্রভ্রমরাঃ তথাশ্ব-মেধবাচঃ স্তোমকর্ম্মকুসুমাদিতিহাসপুরাণমন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি। অশ্বমেধে বাচঃস্তোমে চ পারিপ্লবং শংসন্তীতি শ্রবণাদিতিহাসপুরাণমন্ত্রাণাম-প্যস্তি প্রয়োগঃ। তদমৃতং মরুত উপজীবন্তি। অথাস্য যা আদিত্যমধুন ঊর্দ্ধা রশ্মিনাড্যো গোপ্যাস্তাভিরুপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুসুমাদাহৃত্যাদিত্য-মণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমুপজীবন্তি সাধ্যাঃ। তা এতা আদিত্যব্যপাশ্রয়াঃ পঞ্চ রোহিতাদয়ো রশ্মিনাড্য ঋগাদিসম্বন্ধাঃ ক্রমেণোপাদেশ্যেতি যোজনা। এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বোপলভ্য যথাস্বং সমস্তৈঃ করণৈর্যশস্তেজ ইন্দ্রিয়সাকল্য-বীর্য্যান্নাদ্যাস্যমৃতং তদুপলভ্যাদিত্যে তৃপ্যন্তি। তেন খল্বমৃতেন দেবানাং বস্বাদীনাং মোদনং বিদধদাদিত্যো মধু। এতদুক্তং ভবতি। ন কেবল-মুপাস্যোপাসকভাব একস্মিন্ বিরুধ্যতেঽপি তু জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবশ্চ প্রাপ্য-প্রাপকভাবশ্চেতি। "তথাগ্নিঃ পাদ" ইতি। অধিদৈবতং খল্বাকাশে ব্রহ্ম-

---

পরিতৃপ্ত হয়।" এ অংশে অমৃতজীবী বসুগণের জ্ঞানে, উপাসনায়, বসু-মহিমা প্রাপ্তির কথা আছে। [বস্বা···সম্ভবতি] বসু আবার কোন্ অমৃতোপজীবী বসুকে জানিবে? উপাসনা করিবে? এবং কোন্ বসুর মহিমা পাইবার প্রত্যাশা করিবে? এতদ্ভিন্ন আরও কথা আছে। যথা—"অগ্নিই তাহার পদ, বায়ুই তাহার পদ, বায়ুই সম্বর্গ, আদিত্যই ব্রহ্ম।"

আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু দেবতাত্মোপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাত্মনামধিকারঃ সম্ভবতি। তথা, ইমামেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিষৃষিসম্বন্ধেষু উপাসনেষু ন তেষামেবর্ষীণামধিকারঃ সম্ভবতি। কুতশ্চন দেবাদীনামনধিকারঃ॥ ৩১ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ *

যদিদং জ্যোতির্ম্মণ্ডলং দ্যুস্থানমহোরাত্রাভ্যাং বভ্রমজ্জ-

দৃষ্টিবিধানার্থমুক্তম্। আকাশস্য হি সর্ব্বগতত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ ব্রহ্মণা সারূপ্যং তস্য চৈতস্যাকাশস্য ব্রহ্মণশ্চত্বারঃ পাদা অগ্ন্যাদয়োঽগ্নিঃ পাদ ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ। যথা হি গোঃ পাদা ন গবা বিযুজ্যন্তে, এবমগ্ন্যাদয়োঽপি নাকাশেন সর্ব্বগতেনেত্যাকাশস্য পাদাঃ। তদেবমাকাশস্য চতুষ্পদো ব্রহ্মদৃষ্টিং বিধায় স্বরূপেণ বায়ুং সম্বর্গগুণকমুপাস্যং বিধাতুং মহীকরোতি—"বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ"। তথা স্বরূপেণৈবাদিত্যং ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যং বিধাতুং মহীকরোতি—"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" উপদেশঃ। অতিরোহিতার্থমন্যৎ। যদ্যচেত নাবিশেষেণ সর্ব্বেষাং দেবর্ষীণাং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারঃ কিন্তু যথাসম্ভবমিতি তত্রেদমুপতিষ্ঠতে।—

এ সকল উপাসনা দেবতারূপের উপাসনা ; সুতরাং এ সকল উপাসনা দেবতাপক্ষে অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন, ঋষি সম্বন্ধীয় উপাসনাও আছে। সে সকল উপাসনা "দক্ষিণ কর্ণই গৌতম, বাম কর্ণই ভারদ্বাজ," ইত্যাদি ক্রমে অভিহিত আছে। এ সকল উপাসনা ঋষি-পক্ষে অসম্ভব হয়।

দেবতা প্রভৃতির অনধিকার (বিদ্যায় বা উপাসনায়) পক্ষে অন্য হেতুও আছে।

(পূর্ব্বপক্ষ) যে সকল জ্যোতিঃ পিণ্ডাকার, যাহাদের স্থান দিব্ (অন্ত-

* আদিত্যাদিশব্দানাং জ্যোতিষি জ্যোতিঃপিণ্ডে ভাবাৎ সত্বাৎ জ্যোতিঃপিণ্ডবাচিত্বাদিত্যর্থঃ। ন কশ্চিৎ বিগ্রহবান্ চেতনো দেবোঽস্তি বিগ্রহাভাবাত্তেষাং ন কাপ্যধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।—হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। আদিত্য, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র, অঙ্গারক, এ সকল শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক। জ্যোতিঃপিণ্ড সকল জড়, জড়ের সর্ব্বত্রই অনধিকার।

গদবভাসয়তি তস্মিন্নাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধের্ব্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ। ন চ জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়াঽর্থিত্বাদিনা বা যোগোঽবগন্তুং শক্যতে, মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতেনাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদয়মদোষ

লৌকিকৌ হ্যাদিত্যাদিশব্দপ্রয়োগপ্রত্যয়ৌ জ্যোতির্ম্মণ্ডলাদিষু দৃষ্টৌ। ন চৈতেষামস্তি চৈতন্যং ন হ্যেতেষু দেবদত্তাদিবত্তদনুরূপা দৃশ্যন্তে চেষ্টাঃ। "স্যাদেতৎ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্য" ইতি। তত্র জগৃভ্মতে দক্ষিণমিন্দ্রহস্তমিতি চ, কাশিরিন্দ্র ইদিতি চ। কাশির্মুষ্টিঃ। তথা 'সুবিগ্রীবো বয়োদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে' ইতি বিগ্রহবত্ত্বং দেবতায়া মন্ত্রার্থবাদা অভিবদন্তি। তথা হবির্ভোজনং দেবতায়া দর্শয়ন্তি— 'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' ইত্যাদয়ঃ। তথেশানাম্। 'ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্ব্বতানাম্। ইন্দ্রো বৃধাম্ ইন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্র' ইতি। তথা 'ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষ' ইতি। তথা বরিবসিতারং প্রতি দেবতায়াঃ প্রসাদং প্রসন্নায়াশ্চ ফলদানং দর্শয়তি 'আহুতিভিরেব দেবান্ হুতাদঃ প্রীণাতি তস্মৈ প্রীতা ইষমূর্জ্জং চ যচ্ছন্তি' ইতি। 'তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি' ইতি চ। ধর্ম্মশাস্ত্রকারা অপ্যাহুঃ।—

রীক্ষ বা স্বর্গ), যাহারা দিবারাত্র ভ্রমণ করতঃ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, তাহারাই আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। লোকে তাহাদের প্রতিই দেববাচী আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং শ্রুতি বাক্যের শেষভাগেও সেই সকল জ্যোতিঃপিণ্ডে আদিত্যাদিশব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সে সকল জ্যোতিঃপিণ্ডের হৃদয় নাই, অঙ্গ নাই, সুতরাং তাহারা অচেতন, জড়। জড়ের ইচ্ছা নাই, কামনা নাই, অনুষ্ঠান সামর্থ্যও নাই। তাহারা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচেতন, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অগ্নি-বায়ু-প্রভৃতিকেও ঐরূপ জানিবে। [স্যাদেতৎ⋯তুচ্যতে] যদি বল, মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস পুরাণ ও লোক এ সকলের দ্বারা দেবতার শরীর ও চৈতন্য থাকা জানা

ইতি চেৎ, নেত্যুচ্যতে, ন তাবল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি, প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হ্যবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে। ন চাত্র প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা

তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ। ইতি।

পুরাণবচাংসি চ ভূয়াংসি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রপঞ্চমাচক্ষতে। লৌকিকা অপি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকং স্মরন্তি চোপচরন্তি চ। তথাহি।—যমং দণ্ডহস্তমালিখন্তি, বরুণং পাশহস্তম্, ইন্দ্রং বজ্রহস্তম্। কথয়ন্তি চ দেবতা হবির্ভুঙ্‌ক্ত ইতি। তথেশনামিমামাহুঃ—দেবগ্রামো দেবক্ষেত্রমিতি। তথাস্যাঃ প্রসাদঞ্চ প্রসন্নায়াশ্চ ফলদানমাহুঃ—প্রসন্নোঽস্য পশুপতিঃ পুত্রোঽস্য জাতঃ। প্রসন্নোঽস্য ধনদো ধনমনেন লব্ধমিতি। তদেতৎ পূর্ব্বপক্ষী দূষয়তি—"নেত্যুচ্যতে। ন হি তাবল্লোকো নাম" ইতি। ন খলু প্রত্যক্ষাদিব্যতিরিক্তো লোকো নাম প্রমাণান্তরমস্তি, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিমূলা লোকপ্রসিদ্ধিঃ সত্যতামশ্নুতে তদভাবে ত্বন্ধপরম্পরাবৎ মূলাভাবাদিপ্লবতে। ন চাত্রবিগ্রহাদৌ প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমমস্তি প্রমাণম্। ন চেতিহাসাদিমূলং ভবিতুমর্হতি, তস্যাপি পৌরুষেয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষণাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাত্রাভাবাৎ। ইত্যাহ—"ইতিহাসপুরাণমপী"তি। ননূক্তং মন্ত্রার্থবাদেভ্যো

যায়, শুনা যায়, আমরা বলি তাহা অলীক অর্থাৎ অপ্রমাণ। [ন…মধিকারস্য] লোক কি প্রমাণ? পৃথক্ প্রমাণ? তাহা নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ, তদুদ্ভূত অবিচারিত জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধি বলে। দেবতার শরীর অথবা চেতনা কোনও স্থলে কোনও লোকের প্রত্যক্ষ হয় নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রসর প্রাপ্ত হয় না। ইতিহাস ও পুরাণ পৌরুষেয় (পুরুষ কৃত), তজ্জন্য তাহা অন্যপ্রমাণ সাপেক্ষ। যাহা প্রমাণমূলক নহে তাহাও অপ্রমাণ। (অমূলক ইতিহাসের ও অমূলক পুরাণের প্রামাণ্য নাই। দেবতা সকল চেতন, তাঁহাদের শরীর আছে, এ সকল কথা প্রত্যক্ষমূলক নহে, অনুমানমূলকও নহে, সুতরাং নির্ম্মূল, নির্ম্মূল বলিয়া অপ্রমাণ।) অর্থবাদ-বাক্য বিধিবোধিত পদার্থের স্তব করে, প্রশংসা করে, অন্য কিছু প্রতিপাদন করে না। অতএব,

অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থাঃ সন্তো ন পার্থগর্থ্যেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে। মন্ত্রা অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোঽভিধানার্থা ন কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। তস্মাদভাবো দেবাদীনামধিকারস্য ॥ ৩২ ॥

বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রসিদ্ধিরিত্যত আহ।—"অর্থবাদা অপী"তি। বিধ্যুদ্দেশেনৈকবাক্যতামাপাদ্যমানা অর্থবাদা বিধিবিষয়প্রাশস্ত্যলক্ষণাপরা ন স্বার্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হন্তি। যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি হি শাব্দন্যায়বিদঃ। প্রমাণান্তরেণ তু যত্র স্বার্থোঽপি সমর্থ্যতে যথা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বম্, তত্র প্রমাণান্তরবশাৎ সোঽভ্যুপেয়তে ন তু শব্দসামর্থ্যাৎ। যত্র তু ন প্রমাণান্তরমস্তি যথা বিগ্রহাদিপঞ্চকে সোঽর্থঃ শব্দাদেবাবগন্তব্যঃ। অতৎপরশ্চ শব্দো ন তদবগময়িতুমলমিতি তদবগমায়াঽস্য তত্রাপি তাৎপর্য্যমভ্যুপেতব্যম্। ন চৈকং বাক্যমুভয়পরং ভবতি। ভবতি চেৎ ইতি, বাক্যং ভিদ্যেত। ন চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো যুজ্যতে। তস্মাৎ প্রমাণান্তরানধিগতবিগ্রহাদিমত্তাঽন্যপরাচ্ছব্দাদবগন্তব্যেতি মনোরথমাত্রমিত্যর্থঃ। মন্ত্রাশ্চ ব্রীহ্যাদিবৎ শ্রুত্যাদিভিস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যমানাঃ প্রমাণভাবাননুপ্রবেশিনঃ কথমুপযুজ্যন্তাং তেষু তেষু কর্ম্মস্বিত্যপেক্ষায়াং দৃষ্টে প্রকারে সম্ভবতি নাদৃষ্টকল্পনোচিতা। দৃষ্টশ্চ প্রকারঃ প্রয়োগসমবেতার্থস্মরণং স্মৃত্বা চানুতিষ্ঠন্ত্যনুষ্ঠাতারঃ পদার্থান্। ঔৎসর্গিকী চার্থপরতা পদানামিত্যপেক্ষিতপ্রয়োগসমবেতার্থস্মরণতাৎপর্য্যাণাং মন্ত্রাণাং নানধিগতে বিগ্রহাদাবপি তাৎপর্য্যং যুজ্যত ইতি ন তেভ্যোঽপি তৎসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্দেবতাবিগ্রহবত্তাদিভাবগ্রাহকপ্রমাণাভাবাৎ প্রাপ্তা ষষ্ঠপ্রমাণগোচরতা স্যেতিপ্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

অর্থবাদবাক্যে দেবতাদির শরীর বর্ণিত হইলেও তাহা তাহার অপ্রতিপাদ্য। অপ্রতিপাদ্য বলিয়া সে অংশের (দেবতার শরীর আছে, এই অংশের) প্রামাণ্য নাই। মন্ত্রও প্রয়োগসমবেত পদার্থের (অনুষ্ঠেয় বস্তুর) স্মারক মাত্র, প্রমিতির (বস্তুবিষয়ক অভ্রান্ত বোধের) জনক নহে। এই সকল কারণে দেবতা প্রভৃতির শরীর অসিদ্ধ। শরীর অসিদ্ধ বলিয়াই বিদ্যাধিকার অসিদ্ধ।

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥*

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে। যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাসু দেবতাদিব্যামিশ্রাস্বসম্ভবোঽধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবোঽর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধিকারস্য। ন চ ক্বচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোপোদ্যেত। মনুষ্যাণামপি ন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষু রাজসূয়াদিষ্বধিকারঃ সম্ভবতি। তত্র যো ন্যায়ঃ সোঽত্রাপি ভবিষ্যতি। ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গং

"তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি" ইত্যাদি "ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্যচেতনত্বমভ্যুপগম্যত" ইত্যন্তমতিরোহিতার্থম্। "মন্ত্রার্থবাদাদিব্যবহারাদি"-

---

(সিদ্ধান্ত) আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, দেবতা প্রভৃতিরও বিদ্যাধিকার আছে। মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার অসম্ভব হইলেও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত সম্ভবই হয়। কারণ এই যে, কামনা প্রভৃতি যে-কিছু অধিকার-কারণ—সমস্তই দেবতাদি পক্ষে সম্ভব। [ন চ···ভবিষ্যতি] কোন এক স্থলে অসম্ভব দেখিয়া সর্ব্বত্রই অসম্ভব বলা অন্যায্য। যেখানে সম্ভবে—সেখানেও অধিকার নাই বলা নিতান্ত অযুক্ত। সকল কার্য্যে সকলের অধিকার থাকে না। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণের নাই বলিয়া কি ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবেক না? ক্ষত্রিয়ের রাজসূয়াধিকার পক্ষে যে যুক্তি—দেবতার বিদ্যাধিকারপক্ষেও সেই যুক্তি। [ব্রহ্ম··· সংবাদাদি] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রস্তাবেও দেবতাপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার-সূচক কথা

---

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। প্রোক্তঃ পূর্ব্বপক্ষো ন প্রসরতীত্যর্থঃ। ভাবং অধিকারস্যাস্তিত্বং দেবাদীনাং বাদরায়ণোমন্যতে। হি যতঃ অস্ত্যধিকার-কারণম্। বিগ্রহবত্তয়া তেষামপ্যর্থিত্ব সামর্থ্যাদিকমধিকার কারণং সম্ভবতীতি যাবৎ।—আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক, তৎকারণে বিগ্রহবান্ ও চেতন আদিত্যাদি দেবতা নাই, এ পূর্ব্বপক্ষ হইতেই পারে না। বাদরায়ণ মুনি বলিয়াছেন, বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদিশব্দের প্রসিদ্ধি বা বাচকতা আছে সুতরাং তাহাঁদের অস্তিত্ব প্রভৃতিও আছে।

শ্রৌতং দেবাদ্যধিকারস্য সূচকং,—তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণামিতি। তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি। ইন্দ্রো হ বৈ দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণামিত্যাদি চ। স্মার্ত্তমপি চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসম্বাদাদি। যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি, অত্র ব্রূমঃ, জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবন্তমৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং দেবাত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ। অস্তি হ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চাবস্থাতুং যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্। তথা হি শ্রূয়তে সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্ম্মেষেতি। মেধাতিথিং হ কাণ্বা-

---

তি। আদিগ্রহণেনেতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে। মন্ত্রাদীনাং ব্যবহারঃ প্রবৃত্তিস্তস্য দর্শনাদিতি। পূর্ব্বপক্ষমনুভাষতে—"যদপ্যুক্ত"মিতি। একদেশিমতেন তাবৎ পরিহরতি—"অত্র ব্রূম" ইতি। তদেতৎপূর্ব্বপক্ষিণমুখাপ্য

আছে। যথা—"দেবগণের মধ্যে যে দেব ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হন, সে দেব ব্রহ্মই হন। ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও ঐরূপ।" "দেবতারা বলিলেন, আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—যাঁহার অন্বেষণ করিলে সকল লোক ও সকল কামনা পাওয়া যায়।" "দেবতাদের ইন্দ্র ও অসুরদিগের বিরোচন প্রব্রজ্যা (ব্রহ্মজ্ঞানার্থ সন্ন্যাস) করিয়াছিলেন।" এতদ্ভিন্ন, স্মৃত্যুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য গন্ধর্ব্ব সংবাদ প্রভৃতিও দেবতার জ্ঞানাধিকারের সূচক (অনুমাপক)। [যদ...সামর্থ্যম্] বলিয়াছিলে, দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডেই প্রযুক্ত হয়, সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি। আদিত্যাদি-শব্দ ঐশ্বর্য্যবান্ চেতন-দেবতা বুঝাইতেও সমর্থ। মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও সেইরূপ ব্যবহার আছে। দেবগণ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করিতেও ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে সমর্থ বা পারগ। [তথাহি··· দিত্যুক্তম্] এ কথা শ্রুতিতেও আছে।—"ইন্দ্র মেষ হইয়া কাণায়ন

য়নং ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহারেতি। স্মর্য্যতে চ, আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতি। মৃদাদিষ্বপি চেতনাধিষ্ঠাতারোঽভ্যুপগম্যন্তে—মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ। জ্যোতিরাদেস্তু ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্যচেতনত্বমভ্যুপগম্যতে। চেতনাস্ত্বধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু ব্যবহারাদিত্যুক্তম্। যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বান্ন দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি, অত্র ব্রূমঃ। প্রত্যয়া-

---

গোত্রীয় মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন।" মহাভারতেও লিখিত আছে, "সূর্য্য পুরুষরূপে কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।" শাস্ত্রে মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা স্বীকার আছে। যথা—"সেই মৃত্তিকা বলিল, সেই জল বলিল ইত্যাদি।" এ সকল কথা চেতনাধিষ্ঠানের অনুমাপক। জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্যাংশ ভৌতিক ও অচেতন হইলেও তাহাতে চেতন-দেবতার অধিষ্ঠান আছে। (যেমন এই ভৌতিক দেহে চেতন আত্মার অধিষ্ঠান, সেইরূপ, ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডেও চেতন দেবতার অধিষ্ঠান। দৃশ্য জ্যোতিঃপিণ্ডটী সূর্য্যদেবতার শরীর, উহাতে চেতন সূর্য্যদেবতা এতদ্দেহে আত্মার ন্যায় অধিষ্ঠিত আছেন।) মন্ত্রে ও অর্থবাদ, শাস্ত্রে সেই সেই দেবতার ব্যবহার হয়, জড়াংশের ব্যবহার হয় না। [যদপ্যুক্তং…পদ্যতে] বলিয়াছিলে, মন্ত্র কেবল অনুষ্ঠেয়-পদার্থের স্মরণ করায়, আর অর্থবাদ কেবল বৈধবিষয়ের স্তুতি (প্রশংসা) করে; স্মরণ করান ও প্রাশস্ত্য বুঝান, এই দুই অর্থ ব্যতীত ইন্দ্র বজ্রধর, এ সকল অবান্তর অর্থ বুঝান মন্ত্রের ও অর্থবাদের তাৎপর্য্য নহে; অর্থাৎ ঐ তাৎপর্য্যে ঐ অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয় নাই; যাহা যাহার তাৎপর্য্য নহে, তাহা তাহার অর্থও নহে। অর্থবাদ বিধিপ্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত, তজ্জন্য তাহা প্রশংসা মাত্র বুঝায়। অর্থাৎ বৈধ বিষয়ের প্রাশস্ত্য জ্ঞান জন্মায়, অন্য জ্ঞান জন্মায় না। (অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদ ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, এরূপ কোন বিগ্রহবান্ দেবতা বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইবে না, জন্মাইলে তাহা ভ্রম হইবে।) এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি এইরূপ।—বুঝা না বুঝা অর্থাৎ জ্ঞান হওয়া না হওয়া বস্তু থাকা না থাকার অধীন, অন্য কিছুর অধীন নহে। বস্তু থাকিলে জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাই নিয়ম। এক উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে

প্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমনন্যার্থত্বং বা। তথা হ্যন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে। অত্রাহ, বিষম উপন্যাসঃ। তত্র হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তমস্তি যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্ব্বিধ্যুদ্দেশৈকবাক্যভাবেন স্তুত্যর্থেঽর্থবাদে ন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্যবসায়য়িতুম্। ন হি মহাবাক্যে প্রত্যায়কেঽবান্তরবাক্যস্য পৃথক্

দূষয়তি—"অত্রাহ", পূর্ব্বপক্ষী। শাব্দী খল্বিয়ং গতিঃ, যত্তাৎপর্য্যাধীনবৃত্তিত্বং নাম। ন হ্যন্যপরঃ শব্দোঽন্যত্র প্রমাণং ভবিতুমর্হতি। ন হি শ্বিত্রিনির্ণেজনপরং শ্বেতো ধাবতীতি বাক্যং ইতঃ সারমেয়বেগবদ্গমনং গময়িতুমর্হতি। ন চ নঞ্বতি মহাবাক্যে ঽবান্তরবাক্যার্থো বিধিরূপঃ শক্যো ঽবগন্তুম্। ন চ প্রত্যয়মাত্রাৎ সোঽপ্যর্থোঽস্ত ভবতি তৎপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তিত্বাৎ। ন পুনঃ প্রত্যক্ষাদীনামিয়ং গতিঃ। ন হ্যুদকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনায়োন্মীলিতং চক্ষু-

---

অন্য কিছু হইবে না, বুঝিবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। পাটলীপুত্র-নগর দেখিবার উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষ কি পথিমধ্যে তৃণাদি দেখে না? না তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে না? মন্ত্র ও অর্থবাদ ঐরূপ জানিবে। মন্ত্র ও অর্থবাদ অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ করাইতে ও বেধ-বিষয়ের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ অবান্তর বাক্য সকল অবশ্যই বিগ্রহবান্ দেবতা বুঝাইবে, তদ্বিষয়ক সত্য জ্ঞানও জন্মাইবে। [অত্রাহ...রপীতি] এই স্থানে কেহ কেহ বলিবেন, দৃষ্টান্তটী অসম হইল, সমদৃষ্টান্ত হইল না। পাটলীপুত্র-প্রস্থিত পথিকের তৃণাদি জ্ঞান পৃথক্ প্রমাণ সমুদ্ভূত। পথে তৃণাদি থাকে, তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হয়, তাই তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত—তৎকারণে তাহা সত্য। অতএব, পথি-দৃষ্ট তৃণের দৃষ্টান্ত অর্থবাদপক্ষে খাটে না। অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে যতই পদ থাকুক, যতই বাক্য থাকুক, সমস্তই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক বাক্য বা এক কথা হইয়া, একই অর্থ বোধ করায়। তৎকারণে তাহার পৃথগর্থ থাকে না। পৃথগর্থ না থাকাতেই তাহা বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানের (ইন্দ্র বজ্র হস্ত, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানের) জনক নহে। যেমন সুরা, পান, করিবেক, না,—এই চারি কথা পৃথক চারিটী অর্থ বলে না, কিন্তু মিলিয়া,

প্রত্যায়কত্বমস্তি। যথা ন সুরাং পিবেদিতি নঞ্‌বতি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানপ্রতিষেধ এবৈকোঽর্থো গম্যতে ন পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদদ্বয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি। অত্রোচ্যতে। ন বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎ সুরাপানপ্রতিষেধে পদান্বয়স্যৈকত্বাদবান্তরবাক্যার্থস্যাগ্রহণম্। বিধ্যু-

ঘটপটৌ বা পটং বা কেবলং নোপলভতে। তদেবমেকদেশিনি পূর্ব্বপক্ষিণা দূষিতে পরমসিদ্ধান্তবাদ্যাহ—"অত্রোচ্যতে। বিষম উপন্যাস" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—লোকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযুক্তানি তদন্তরেণ ন স্বার্থমাত্রস্মরণে পর্য্যবস্যন্তি। ন হি স্বার্থস্মরণমাত্রায় লোকে পদানাং প্রয়োগো দৃষ্টপূর্ব্বঃ। বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে। ন চৈতান্যস্মারিতস্বার্থানি সাক্ষাদ্বাক্যার্থং প্রত্যায়য়িতুমীশত ইতি স্বার্থস্মারণং বাক্যার্থমিতয়েঽবান্তরব্যাপারঃ কল্পিতঃ পদানাম্। ন চ যদর্থং যৎ তৎ তেন বিনা পর্য্যবস্যতীতি ন স্বার্থমাত্রাভিধানেন পর্য্যবসানং পদানাম্। ন চ নঞ্‌বতি বাক্যে বিধানপর্য্যবসানম্। তথা সতি নঞ্‌পদমনর্থকং স্যাৎ। যথাহুঃ,—

সাক্ষাদ্‌যদ্যপি কুর্ব্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্।
বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥
বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥ ইতি॥

সেয়মেকস্মিন্ বাক্যে গতিঃ। যত্র তু বাক্যস্যৈকস্য বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধস্তত্র লোকানুসারতো ভূতার্থব্যুৎপত্তৌ চ সিদ্ধায়ামেকৈকস্য বাক্যস্য তত্ত-

এক হইয়া, সুরাপাননিষেধ রূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়। অর্থবাদ বাক্যকে সেইরূপ জানিবে। অর্থবাদ-মধ্যে যতই অবান্তর বাক্য থাকুক, একটীরও পৃথগর্থ নাই। সমস্ত বাক্যই বিধির সহিত মিলত হইয়া, এক কথা বা একবাক্য হইয়া, প্রাশস্ত্যরূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়; মধ্যগত বৃত্তান্ত জ্ঞানবহির্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবাদ সকল বৃত্তান্তমধ্যপাতী দেবতাবিগ্রহাদি বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ প্রমাণ নহে। [অত্রোচ্যতে…পদ্যন্তে] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসম-দোষ-দুষ্ট নহে; প্রত্যুত বাদীর 'সুরাপান করিবেক না' এই উদাহরণ অসম। সুরা পান করিবেক না, এ স্থলে অবান্তর বাক্যের

দ্দেশার্থবাদয়োস্ত্বর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্যাহমস্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ইত্যত্র বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ, নৈবং বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ-

দ্বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নেন পর্য্যবসিতবৃত্তিনঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ প্রয়োজনান্তরাপেক্ষায়ামন্বয়ঃ কল্পতে। যথা 'বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইত্যত্র। ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যং বেদরাশিং পুরুষার্থতামনেষ্যত্ততো ভূতার্থমাত্রপর্য্যবসিতার্থবাদা বিধ্যুদ্দেশেন নৈকবাক্যতামগমিষ্যন্। তৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদিগোচরাঃ সন্তস্তৎপ্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিবক্ষিতস্বার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি তথা সতি তল্লক্ষণৈব ন ভবেৎ। অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ। অতএব গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাশব্দঃ স্বার্থসম্বন্ধমেব তীরং লক্ষয়তি ন তু সমুদ্রতীরম্। তৎ কস্য হেতোঃ, স্বার্থপ্রত্যাসত্ত্যভাবাৎ। ন চৈতৎ সর্ব্বং স্বার্থাবিবক্ষায়াং কল্পতে। অত এব যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থা অর্থবাদা দৃশ্যন্তে, যথাদিত্যো বৈ যূপো, যজমানঃ প্রস্তরঃ, ইত্যেবমাদয়ঃ, তত্র যথা প্রমাণান্তরবিরোধো যথাচ স্তুত্যর্থতা তদুভয়সিদ্ধ্যর্থং গুণবাদস্থিতি চ তৎসিদ্ধিরিতি চাসূত্রয়জ্জৈমিনিঃ।

(পদের) পৃথগর্থ না থাকাই উচিত। কারণ, ঐ স্থানে পদান্বয় (পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ) এক বৈ দুই হয় না। হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অর্থবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থবাদ কি? অর্থবাদ বৃত্তান্তবোধক বহু-বাক্য-নির্ম্মিত সন্দর্ভ। অর্থবাদ প্রথমতঃ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, পরে কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত (ইহা বা এ বর্ণনা কি জন্য? এরূপ আকাঙ্ক্ষা বশতঃ) বিধিতে মিলিত হয় অর্থাৎ বিধির সহিত এক কথা বা এক বাক্য হইয়া যায়। তখন তাহার স্তুতি অর্থ অনুভূত হয়, তৎপূর্ব্বে স্তুতি-অর্থ অনুভূত হয় না।৮ [যথা…ব্যাখ্যাতঃ] "যে ঐশ্বর্য্যকামী সে শ্বেতবর্ণ বায়ব্য-পশু আলম্ভন (স্পর্শ অথবা বধ) করিবেক।" এই বিধির অর্থবাদ— "বায়ু ক্ষিপ্রকারী দেবতা, যজমান স্বীয় ভাগে ইহার সন্নিহিত হয়, তিনিও

ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেষামর্থবাদগতানাং পদানাম্। ন হি ভবতি বায়ুর্ব্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি। বায়ুস্বভাবসঙ্কীর্ত্তনেন ত্ববান্তরমন্বয়ং প্রতি-

---

তস্মাৎ যত্র সোঽর্থোঽর্থবাদানাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন প্রাশস্ত্য-লক্ষণেতি লক্ষিতলক্ষণা। যত্র তু প্রমাণান্তরসম্বাদস্তত্র প্রমাণান্তরাদি-বার্থবাদাদপি সোঽর্থঃ প্রসিধ্যতি। দ্বয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত্য-ক্ষায়মানয়োরিবৈকত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ। প্রমাত্রপেক্ষয়া ত্বনুবাদকত্বম্। প্রমাতা হ্যুৎপন্নঃ প্রথমং যথা প্রত্যক্ষাদিভ্যোঽর্থমবগচ্ছতি ন তথাম্নায়তঃ। তত্র ব্যুৎপত্ত্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ। ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া দ্বয়োঃ স্বার্থেঽনপেক্ষত্বাদি-ত্যুক্তম্। নন্বেবং মানান্তরবিরোধেঽপি কস্মাদ্গুণবাদো ভবতি যাবতা শব্দবিরোধে মানান্তরমেব কস্মান্ন বাধ্যতে। বেদান্তৈরিবাদ্বৈতবিষয়ৈঃ প্রত্যক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ কস্মাদ্বাঽর্থবাদবদ্বেদান্তা অপি গুণবাদেন ন নীয়ন্তে। অত্রোচ্যতে। লোকানুসারতো দ্বিবিধো হি বিষয়ঃ শব্দানাম্। দ্বারতশ্চ তাৎপর্য্যতশ্চ। যথৈকস্মিন্ বাক্যে পদানাং পদার্থা দ্বারতো বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্য্যতো বিষয়ঃ, এবং বাক্যদ্বয়ৈকবাক্যতায়ামপি। যথেয়ং দেবদত্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যেত্যেকং বাক্যমেষা বহুক্ষীরেত্যপরম্। তদস্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্। তাৎপর্য্যন্তু ক্রেতব্যেতি বাক্যান্তরার্থে। তত্র যদ্দ্বারতস্তৎপ্রমাণান্তরবিরোধেঽন্যথা নীয়তে। যথা বিষং ভক্ষয়েতি বাক্যং মাঽস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি বাক্যান্তরার্থপরং সৎ। যত্র তু তাৎপর্য্যং তত্র মানা-ন্তরবিরোধে পৌরুষেয়মপ্রমাণমেব ভবতি। বেদান্তাস্তু পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যা-লোচনয়া নিরস্তসমস্তভেদপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা অপৌরুষেয়তয়া স্বতঃ-সিদ্ধতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাঃ সন্তস্তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি প্রচ্যাব্য সাংব্যবহারিকে তস্মিন্ ব্যবস্থাপয়ন্তি। ন চাদিত্যো বৈ যূপ ইতি বাক্য-মাদিত্যস্থ যূপত্বপ্রতিপাদনপরমপি তু যূপস্তুতিপরম্। তস্মাৎ প্রমাণান্তর-বিরোধে দ্বারীভূতো বিষয়ো গুণবাদেন নীয়তে যত্র তু প্রমাণান্তরং বিরো-ধকং নাস্তি, যথা দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোঽপি বিষয়ঃ প্রতীয়মানো ন শক্যস্ত্যক্তুং, ন চ গুণবাদেন নেতুং, কো হি মুখ্যে সম্ভবতি গৌণমাশ্রয়েৎ

যজমানের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি করান।” প্রোক্ত বিধিবাক্যে যে বায়ব্যাদি শব্দ আছে, তাহা বিধির জন্য প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত), তৎকারণে তাহা যে-ভাবে বা যেরূপে বিধির সহিত মিলিত হয়, অন্বিত হয়, অর্থবাদ বাক্যস্থ বায়ু প্রভৃতি

পাদ্য এবম্বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কর্ম্মেতি বিধিং স্তুবন্তি। তদ্যত্র যোঽবান্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি তত্র তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন। যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিং প্রমাণান্তরা-

াতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাসত্যনধিগতবিগ্রহাদি প্রতিপাদয়ৎ বাক্যং ভিদ্যেতেতি চেৎ। অদ্ধা। ভিন্নমেবৈতদ্বাক্যম্। তথা সতি তাৎপর্য্যভেদোঽপীতি চেৎ। ন। দ্বারতোঽপি তদবগতৌ তাৎপর্য্যান্তরকল্পনায়া অযোগাৎ। ন চ যত্র াস্য ন তাৎপর্য্যং তস্য তত্রাপ্রামাণ্যং, তথা সতি বিশিষ্টপরং বাক্যং বিশে-ষণেষ্বপ্রমাণমিতি বিশিষ্টপরমপি ন স্যাৎ, বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ, বিশিষ্টবিষয়-ত্বেন তু তদাক্ষেপে পরস্পরাশ্রয়ত্বম্। আক্ষেপাদ্বিশেষণপ্রতিপত্তৌ সত্যাং বিশিষ্টবিষয়ত্বং বিশিষ্টবিষয়ত্বাচ্চ তদাক্ষেপঃ। তস্মাদ্বিশিষ্টপ্রত্যয়পরেভ্যো-ঽপি পদেভ্যো বিশেষণানি প্রতীয়মানানি তস্যৈব বাক্যস্য বিষয়ত্বেনাঽনি-চ্ছতাপ্যভ্যুপেয়ানি যথা তথাঽন্যপরেভ্যোঽপ্যর্থবাদবাক্যেভ্যো দেবতাবিগ্রহা-দয়ঃ প্রতীয়মানা অসতি প্রমাণান্তরবিরোধে ন যুক্তাস্ত্যক্তুম্। ন হি মুখ্যার্থ-সম্ভবে গুণবাদো যুজ্যতে। ন চ ভূতার্থমপ্যপৌরুষেয়ং বচো মানান্তরাপেক্ষং ার্থে যেন মানান্তরাসম্ভবে ভবেদপ্রমাণমিত্যুক্তম্। স্যাদেতৎ। তাৎ-র্য্যৈক্যেঽপি যদি বাক্যভেদঃ কথং তর্হ্যর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্। ন। তত্র ত্র যথাস্বং তত্তৎপদার্থবিশিষ্টৈকপদার্থপ্রতীতিপর্য্যবসানসম্ভবাৎ। স তু দার্থান্তরবিশিষ্টঃ পদার্থ একঃ কচিদ্দ্বারভূতঃ কচিদ্দ্বারীত্যেতাবান্ বিশেষঃ। ন্যেবং সত্যোদনং ভুক্ত্বা গ্রামং গচ্ছতীত্যত্রাপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ। অন্যো ই সংসর্গ ওদনং ভুঙ্ক্তেতি, অন্যস্তু গ্রামং গচ্ছতীতি। ন। একত্র প্রতীতে-

াব্দ সে-ভাবে বা সে-রূপে অন্বিত বা মিলিত হয় না। অর্থাৎ বায়ু আলভন করিবেক, ক্ষিপ্রতম দেবতা আলভন করিবেক, এরূপ অর্থ বা অন্বয় হয় না। ঐ সকল অবান্তর বাক্য প্রথমে বায়ুর স্বভাব ব্যক্ত করে, বুঝাইয়া দেয়, রে বিধির সহিত মিলিয়া,এক হইয়া, বৈধবিষয়ের প্রাশস্ত্য বোধ জন্মায়। যে স্থলে অর্থবাদস্থ অবান্তর বাক্যের অর্থ অন্যপ্রমাণের বিষয় হয়, বুঝিতে হইবে, সে স্থলে তাহা (সে অর্থবাদ) অনুবাদ উদ্দেশে প্রবৃত্ত। (জ্ঞাত-াপনের নাম অনুবাদ)। যে স্থলে দেখিবে, অবান্তর বাক্যের অর্থ প্রমাণ-বিরুদ্ধ, বুঝিতে হইবে, সে অর্থবাদ কেবল গুণ বলিতেই প্রবৃত্ত। এই ণবাদ-অর্থবাদে যে বৃত্তান্ত থাকে, সে বৃত্তান্ত প্রতিপাদ্য নহে, সেই

ভাবাদ্‌গুণবাদঃ স্যাদাহোস্বিৎ প্রমাণান্তরাবিরোধাদ্বিদ্য-
মানবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্ব্বিদ্যমানবাদ আশ্রয়ণীয়ো
ন গুণবাদঃ। এতেন মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। অপি চ, বিধি-
ভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়দ্ভিরপেক্ষিতমিন্দ্রা-
দীনাং স্বরূপম্। ন হি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতস্যারোপ-

রপর্য্যবসানাৎ। ভুক্তে্বতি হি সমানকর্ত্তৃকতা পূর্ব্বকালতা চ প্রতীয়তে। ন
চেয়ং প্রতীতিরপরকালক্রিয়ান্তরপ্রত্যয়মন্তরেণ পর্য্যবস্যতি। তস্মাৎ যাবতি
পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্মৃতয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি তাবদেকং বাক্যম্। অর্থবাদ
বাক্যে চৈতাঃ পর্য্যবস্যন্তি বিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ। ন
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পদাভ্যাং বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়পর্য্যবসানাৎ পঞ্চষট্‌পদবতি বাকে
একস্মিন্নানাত্বপ্রসঙ্গঃ। নানাত্বেঽপি বিশেষণানাং বিশেষ্যস্যৈকত্বাৎ, তস্য
সকৃচ্ছ্রুতস্য প্রধানভূতস্য গুণভূতবিশেষণানুরোধেনাবর্ত্তনাযোগাৎ। প্রধান
ভেদে তু বাক্যভেদ এব। তস্মাদ্বিধিবাক্যাদর্থবাদবাক্যমন্যদিতি বাক্যয়ো
রেব স্বস্ববাক্যার্থপ্রত্যয়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং পর
স্পরান্বয় ইতি সিদ্ধম্। "অপি চ বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানী"তি। দেবত

জন্য তাহা অসত্য বা অপ্রমাণ। সে স্থলে সেই বিরুদ্ধ পদার্থের অবিরু
গুণগুলিই গ্রাহ্য, আর সকল অগ্রাহ্য। যাহার অবান্তর বাক্যার্থ প্রমা
বিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সে অর্থবাদ অনুবাদ ও গুণবা
এ দুএর অতিরিক্ত হওয়ায় বিদ্যমানবিষয়ক বলিয়া গণ্য। ইহারই অ
নাম ভূতার্থবাদ। ভূত অর্থাৎ সিদ্ধ (যাহা আছে)। তাহা বুঝায় বলি
য়াই ভূতার্থবাদ। (ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, ইত্যাদি ইত্যাদি অবান্ত
বাক্যে যে বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ প্রতীত হয়, সে প্রতীতি
সে জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সুতরাং ত
প্রতিপাদক অর্থবাদ ভূতার্থবাদ। অর্থাৎ তাহা তদ্রূপ দেবতাবিশেষে
অস্তিত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ।) ইহাই অর্থবাদের ব্যাখ্যা, ইহার দ্বারা মন্ত্র
ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ মন্ত্রবিষয়েও ঐরূপ তাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা জানিবে
[অপিচ…শক্যতে] অন্য কথা এই যে, বিধি যে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দে
আহুতি দিতে বলেন, অবশ্যই তাহা সেই সেই দেবতার স্বরূপ সাপেক্ষ
কোনরূপ রূপ না থাকিলে কিরূপে তদুদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ হইতে পারে

য়িতুং শক্যন্তে। ন চ চেতস্যনারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ, যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্নিতি। ন চ শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ। তত্র যাদৃশং

মুদ্দিশ্য হবিরবমৃশ্য চ তদ্বিষয়স্বত্বত্যাগ ইতি যাগশরীরম্। ন চ চেতস্যনালিখিতা দেবতোদ্দেষ্টুং শক্যা। ন চ স্বরূপরহিতা চেতসি শক্যত আলেখিতুং ইতি যাগবিধিনৈব তদ্রূপাপেক্ষিণা যাদৃশমন্যপরেভ্যোঽপি মন্ত্রার্থবাদেভ্যস্তদ্রূপমবগতং তদভ্যুপেয়তে। রূপান্তরকল্পনায়াং মানাভাবাৎ। মন্ত্রার্থবাদয়োরত্যন্তপরোক্ষবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। যথা হি 'ব্রাত্যো ব্রাত্যস্তোমেন যজেত' ইতি ব্রাত্যস্বরূপাপেক্ষায়াং যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ স ব্রাত্য ইতি সিদ্ধবদ্ব্রাত্যস্বরূপমবগতং ব্রাত্যস্তোমবিধ্যপেক্ষিতং সদ্বিধিপ্রমাণকং ভবতি। যথা বা স্বর্গস্য রূপমলৌকিকং স্বর্গকামো যজেতেতি বিধিনাপেক্ষিতং সদর্থবাদতোঽবগম্যমানং বিধিপ্রমাণকম্। তথা দেবতারূপমপি। নন্দ্দেশো রূপজ্ঞানমপেক্ষতে ন পুনারূপসত্তামপি, দেবতায়াঃ সমারোপেণাপি চ রূপজ্ঞানমুপপদ্যত ইতি সমারোপিতমেব রূপং দেবতায়া মন্ত্রার্থবাদৈরুচ্যতে। সত্যং রূপজ্ঞানমপেক্ষতে। তচ্চান্যতোঽসম্ভবান্মন্ত্রার্থবাদেভ্য এব তস্য তু রূপস্যাঽসতি বাধকেঽনুভবারূঢ়ং তথাভাবং পরিত্যজ্যাঽন্যথাত্বমননুভূয়মানমসাম্প্রতং কল্পয়িতুম্। তস্মাদ্বিধ্যপেক্ষিতমন্ত্রার্থবাদৈরন্যপরৈরপি দেবতারূপং বুদ্ধাবুপনিধীয়মানং বিধিপ্রমাণকমেবেতি যুক্তম্। স্যাদেতৎ। বিধ্যপেক্ষায়ামন্যপরাদপি বাক্যাদবগতোঽর্থঃ স্বীক্রিয়তে, তদপেক্ষৈব তু নাস্তি, শব্দরূপস্য দেবতাভাবাৎ, তস্য চ মানান্তরবেদ্যত্বাদিত্যত আহ।—"ন চ শব্দমাত্র"মিতি। ন কেবলং মন্ত্রার্থবাদতো বিগ্রহাদিসিদ্ধিরপি

যাহার কোন রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, কিরূপে তাহাকে ধ্যান করিবেক? চিন্তা করিবেক? দেবতা যদি চিত্তে আরূঢ় না হয় তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ সম্ভবও হয় না, উদ্দেশ সম্ভব না হইলে দ্রব্যত্যাগ সম্ভবও হয় না। (উদ্দেশ কি?—না চিন্তা করা, মনে করা)। [শ্রাবয়তি...যুক্তম্] শ্রুতিও বলিয়াছেন, যখন যে-দেবতার উদ্দেশে আহুতি গ্রহণ করিবে তখন সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে, চিন্তা করিবে, পরে "বষট্" মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।" (দেবতার রূপ না থাকিলে, মূর্ত্তি না থাকিলে, কিরূপে ধ্যান করিবে?

ন্ত্রার্থবাদয়োরিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দ-
প্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তম্। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যা-
তন মার্গেণ সম্ভবনমন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্র-
াদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি
াস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসা-
য়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে। যস্তু
চয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যব-
র্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব
নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চ
াজসূয়াদিচোদনা উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরে-
প্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থা-

---

তিহাসপুরাণলোকস্মরণেভ্যো মন্ত্রার্থবাদমূলেভ্যো বা প্রত্যক্ষাদিমূলেভ্যো
ত্যাহ।—"ইতিহাসে"তি। "শ্লিষ্যতে"। যুজ্যতে। নিগদব্যাখ্যানমন্যৎ।

ন্তা করিবে?) "ইন্দ্র" এই শব্দটাই অর্থ, এ কথা অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ
ক নহে, ভিন্ন, ইহা সর্ব্ববিদিত ও সকলেরই স্বীকার্য্য। যাহারা শব্দকে
মাণ বলেন, তাহারা উহা কিছুতেই না বলিতে পারিবেন না।
ইতিহাস...স্মর্য্যতে] ইতিহাসের ও পুরাণের মূল মন্ত্র ও অর্থবাদ, সেই
ারণে ইতিহাসাদির দ্বারাও দেবতাবিগ্রহাদি প্রমাণিত হইতে পারে।
বতার শরীর আছে, মূর্ত্তি আছে, এ সকল তথ্যকে প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে
রি। আমাদের প্রত্যক্ষ না হউক, পুরাতন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ।
াসাদি ঋষি দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ব্যবহার করিতেন,
তথ্য স্মৃতিসংবাদের দ্বারাও জানা যায়। [যস্তু···শ্লিষ্যতে] কেহ কেহ
লতে পারেন, এখন যেমন আমরা দেবতা দেখিতে পাই না, পূর্ব্বেও এই-
প ছিল। অর্থাৎ এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও কেহ দেবতা দেখিতে পাইত না,
ালাপ ব্যবহার করিতেও পারিত না। যিনি এরূপ বলিবেন, নিশ্চিত
াহাকে বলিতে হইবে, জগৎ বিচিত্র নহে, একরূপ (একই প্রকার)।
ারও বলিতে হইবে, এখন যেমন সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয় রাজা নাই, এইরূপ
র্ম্মও ছিল না, কস্মিন্ কালেও ছিল না। "রাজা রাজসূয়েন যজেত"

বিধায়িশাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। অপি চ স্মরন্তি—স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগ ইত্যাদি। যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি—

"পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্" ইতি ॥

তদেবং মন্ত্রার্থবাদাদিসিদ্ধে দেবতাবিগ্রহাদৌ গুর্ব্বাদিপূজাবদ্দেবতাপূজাত্মকো যাগো দেবতাপ্রসাদাদিদ্বারেণ সফলোঽবকল্পতে অচেতনস্য তু পূজামপ্রতিপদ্যমানস্য তদনুপপত্তিঃ। ন চৈবং যজ্ঞকর্ম্মণো দেবতাং প্রতি গুণভাবাদ্দেবতাতঃ ফলোৎপাদে যাগভাবনায়াঃ শ্রুতং ফলবত্ত্বং যাগস্য চ তাং প্রতি তৎফলাংশং বা প্রতি শ্রুতং করণত্বং হাতব্যম্। যাগভাবনায়া এব হি ফলবত্ত্বা যাগলক্ষণস্বকরণাবান্তরব্যাপারত্বাদ্দেবতাভোজনপ্রসাদাদীনাং কৃষিকর্ম্মণ ইব তত্তদবান্তরব্যাপারস্য সস্যাধিগমসাধনত্বম্। আগ্নেয়াদীনামিবোৎ-

---

এ শাস্ত্র বা এ বিধান অনর্থক প্রয়োগ। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম ছিল না, তন্নিয়ামক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিছুই ছিল না। (যে, কিছুই ছিল না বলে, কে তাহার কথায় আস্থা করিবে?) অতএব, বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচীনেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি করিতে সমর্থ ছিলেন। [অপিচ…ইতি] যোগ-স্মৃতিতেও আছে, "মন্ত্রজপের দ্বারা ইষ্টদেবতা দর্শন হয়।" যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, কেবলমাত্র সাহস অবলম্বনে তাহার প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এ সকল উত্থিত হইলে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে ধারণা সিদ্ধি জন্মিলে তাহা হইতে যে পাঁচ প্রকার যোগগুণ (পাঁচপ্রকার সিদ্ধি) জন্মে, সেই গুণপঞ্চকের দ্বারা তাহার (সেই যোগীর) নূতন এক প্রকার যোগজ তেজোময় শরীর লব্ধ হয়। যে যোগী যোগজনিত তেজোময়

ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থেনোপমাতুং যুক্তম্। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্। লোকপ্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা। তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রাদিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ। ক্রমমুক্তিদর্শনান্যপ্যেবমেবোপপদ্যন্তে ॥৩৩॥

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥ *

পত্তিপরমাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাণাং ভবন্মতে স্বর্গসাধনত্বম্। তস্মাৎ কর্ম্মণোঽপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারস্থ বা দেবতাপ্রসাদাবান্তরব্যাপারস্থ বা ফলবত্ত্বাৎ প্রধানত্বমুভয়স্মিন্নপি পক্ষে সমানং, ন তু দেবতায়া বিগ্রহাদিমত্যাঃ প্রাধান্যমিতি ন ধর্ম্মমীমাংসায়াঃ সূত্রমপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাদ্ যজ্ঞকর্ম্মপ্রধানং গুণত্বে দেবতাশ্রুতিরিতি বিরুধ্যতে। তস্মাৎ সিদ্ধো দেবতানাং প্রায়েণ ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারঃ।

শরীর প্রাপ্ত হন, সে যোগীর জরা মৃত্যু থাকে না।” [ঋষীণা…পদ্যন্তে] আমাদের শক্তির সহিত ঋষিদিগের শক্তি তুলিত হইতে পারে না। সুতরাং বলি, ইতিহাস ও পুরাণ নির্ম্মূল নহে, সমূল। (সমস্তই বেদমূলক, বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ।) লোকপ্রসিদ্ধিও সম্ভবস্থলে অমূলক নহে, সমূলক। মন্ত্রাদির দ্বারা যে দেবতার বিগ্রহাদি জানা যায়, প্রদর্শিত কারণে বা প্রদর্শিত যুক্তিতে তাহা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। অর্থাৎ সমস্তই সত্য; কিছুই মিথ্যা নহে। দেবতার শরীর থাকাতে মুক্তিকামনা থাকা সিদ্ধ হয়, অনুমিত হয়, মুক্তিকামনা থাকাতেই বিদ্যাধিকার সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে যে ক্রম-মুক্তির কথা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের দ্বারা উপপন্ন হয়। (বিদ্যাধিকার বা জ্ঞানাধিকার না থাকিলে ক্রমমুক্তি হইতেই পারে না)।

* শূদ্রাধিকারশঙ্কাং নিষেধতি। হি যতঃ তদনাদরশ্রবণাৎ তস্য ঋষেঃ সাবজ্ঞবাক্যশ্রবণাৎ, অস্য জানশ্রুতেঃ শুক্ শোক উৎপন্নঃ' স শোকঃ তত্রাদ্রবণাৎ শোকেনাঽভিগমনাৎ সূচ্যতে শূদ্রশব্দেন, অতঃ স শূদ্রশব্দোন জাতিশূদ্রবিষয়ঃ।—বেদাধ্যয়নাদি না থাকায় শূদ্রের বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। সম্বর্গবিদ্যা প্রস্তাবে যে শূদ্র-শব্দ আছে, তাহা

যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকার উক্তস্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিত্যেতামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং ইদমধিকরণমারভ্যতে। তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎ প্রাপ্তং,

অবান্তরসঙ্গতিং কুর্ব্বন্নধিকরণতাৎপর্য্যমাহ।—"যথা মনুষ্যাধিকারে"তি। শঙ্কাবীজমাহ।—"তত্রে"তি। নির্মৃষ্টনিখিলদুঃখানুষঙ্গে শাশ্বতিক আনন্দে কস্য নাম চেতনস্যার্থিতা নাস্তি, যেনার্থিতায়া অভাবাচ্ছূদ্রো নাধিক্রিয়েত। নাপ্যস্য ব্রহ্মজ্ঞানে সামর্থ্যাভাবঃ। দ্বিবিধং হি সামর্থ্যং নিজঞ্চাগন্তুকঞ্চ। তত্র দ্বিজাতীনামিব শূদ্রাণাং শ্রবণাদিসামর্থ্যং নিজমপ্রতিহতম্। অধ্যয়নাধানাভাবাদাগন্তুকসামর্থ্যাভাবে সত্যনধিকার ইতি চেৎ, হন্তাধানাভাবে সত্যগ্ন্যভাবাদগ্নিসাধ্যে কর্ম্মণি মা ভূদধিকারঃ। ন চ ব্রহ্মবিদ্যায়ামগ্নিঃ সাধনমিতি কিমিত্যনাহিতাগ্নয়োনাধিক্রিয়ন্তে। ন চাধ্যয়নাভাবাৎ তৎসাধনায়ামনধিকারো ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি সাম্প্রতম্। যতো যুক্তং যদাহবনীয়ে জুহোতীত্যাহবনীয়স্য হোমাধিকরণতয়া বিধানাত্তদ্রূপস্যালৌকিকতয়ানারভ্যাধীতবাক্যবিহিতাদাধানাদন্যতোঽনধিগমাদাধানস্য চ দ্বিজাতিসম্বন্ধিতয়া বিধানাৎ তৎসাধ্যোঽগ্নিরলৌকিকো ন শূদ্রস্যাস্তীতি নাহবনীয়াদিসাধ্যে কর্ম্মণি শূদ্রস্যাধিকার ইতি। ন চ তথা ব্রহ্মবিদ্যায়ামলৌকিকমস্তি সাধনং যচ্ছূদ্রস্য ন স্যাৎ। অধ্যয়ননিয়ম ইতি চেৎ, ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। তদধ্যয়নং পুরুষার্থে বা নিয়ম্যেত, যথা ধনার্জ্জনে প্রতিগ্রহাদি, ক্রত্বর্থে বা, যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যবঘাতঃ। ন তাবৎ ক্রত্বর্থে। ন হি স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি কঞ্চিৎ ক্রতুং

মনুষ্যাধিকার-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেবতাদির বিদ্যাধিকার (জ্ঞানাধিকার বা উপাসনাধিকার) স্থাপন করার ন্যায় দ্বিজাধিকার নিয়ম (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির অধিকার, অন্যের নহে, এই নিয়ম) ভঙ্গ করিয়া শূদ্রাধিকার স্থাপন করা যায় কি-না, এই আশঙ্কা বা এই অংশের নিরাকরণাসূত্র বলা হইল। [তত্র...ভাবাৎ] পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। কেন-না, মোক্ষকামনা ও

শূদ্রজাতির বোধক নহে। জানশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয় রাজার শোক হইয়াছিল, রৈক্ক ঋষি তাহা ঐ শব্দে (শূদ্র) ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে)।

প্রকৃত্য পঠ্যতে, যথা দর্শপূর্ণমাসং প্রকৃত্য ব্রীহীনবহন্তীতি। ন চানারভ্যাধীতমপ্যব্যভিচরিতং ক্রতুসম্বন্ধিতয়া ক্রতুমুপস্থাপয়তি, যেন বাক্যেনৈব ক্রতুনা সম্বধ্যেতাধ্যয়নং। ন হি যথা জুহ্বাদ্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধমেবং স্বাধ্যায় ইতি। তস্মান্নৈব ক্রত্বর্থে নিয়মো নাপি পুরুষার্থে। পুরুষেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তির্হি পুরুষার্থো ভবতি, যথা ফলং তদুপায়ো বা। তদুপায়েঽপি হি বিধিতঃ প্রাক্ সামান্যরূপা প্রবৃত্তিঃ পুরুষেচ্ছানিবন্ধনৈব। ইতিকর্তব্যতাসু তু সামান্যতো বিশেষতশ্চ প্রবৃত্তির্বিধিপরাধীনৈব। ন হ্যনধিগতকরণভেদ ইতিকর্তব্যতাসু ঘটতে। তস্মাৎ বিধ্যধীনপ্রবৃত্তিতয়াঽঙ্গানাং ক্রত্বর্থতা। ক্রতুরিতি হি বিধিবিষয়েণ বিধিং পরামৃশতি বিষয়িণম্। তেনার্থ্যতে বিষয়ীক্রিয়ত ইতি ক্রত্বর্থঃ। ন চাধ্যয়নং বা স্বাধ্যায়ো বা তদর্থজ্ঞানং বা প্রাগ্ বিধেঃ পুরুষেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তির্যেন পুরুষার্থঃ স্যাৎ। যদি চাধ্যয়নেনৈবার্থাববোধরূপং নিয়ম্যেত ততো মানান্তরবিরোধঃ। তদ্রূপস্য বিনাপ্যধ্যয়নং পুস্তকাদিপাঠেনাপ্যধিগমাৎ। তস্মাৎ সুবর্ণং ভার্য্যমিতিবদধ্যয়নাদেব ফলং কল্পনীয়ম্। তথাচাধ্যয়নবিধেরনিয়ামকত্বাচ্ছূদ্রস্যাধ্যয়নেন বা পুস্তকাদিপাঠেন বা সামর্থ্যমস্তীতি সোঽপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃতঃ। মা ভূদ্বাঽধ্যয়নাভাবাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সম্বর্গবিদ্যায়াস্ত ভবিষ্যতি। অহ হারে ত্বা শূদ্র ইতি শূদ্রং সম্বোধ্য তস্যাঃ প্রবৃত্তেঃ। ন চৈব শূদ্রশব্দঃ কদাচিদবয়ববুৎপত্ত্যাঽশূদ্রে বর্ণনীয়ঃ। অবয়বপ্রসিদ্ধিতঃ সমুদায়প্রসিদ্ধেরনপেক্ষতয়া বলীয়স্ত্বাৎ। তস্মাৎ যথাঽনধীয়ানস্যেষ্টৌ নিষাদস্থপতেরধিকারো বচনসামর্থ্যাদেবং সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাধিকারো ভবিষ্যতীতি প্রাপ্তম্ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাদিতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—যদ্যপি স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইত্যধ্যয়নবিধির্ন কিঞ্চিৎ ফলবৎ কর্ম্মারভ্যাম্নাতো, নাপ্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধপদার্থগতঃ, ন হি জুহ্বাদিবৎ স্বাধ্যায়োঽব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধস্তথাপি স্বাধ্যায়স্যাধ্যয়নসংস্কারবিধিরধ্যয়নস্যাপেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্ কিং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গং বা সুবর্ণং ভার্য্যমিতিবদার্থবাদিকং বা ফলং কল্পয়িত্বা বিনিয়োগভঙ্গেন স্বাধ্যায়েনাধীয়ীতেত্যেবমর্থঃ কল্পতাং, কিং বা পরম্পরয়াঽপ্যন্ততো ঽপেক্ষিতমধিগম্য নির্ব্বৃণোত্বিতি বিশয়ে, ন দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়াঽপ্যন্যতোঽপেক্ষিতপ্রতিলম্ভে চ যথাশ্রুতিবিনিয়োগোপপত্তৌ চ সম্ভবন্ত্যাং শ্রুতবিনিয়োগভঙ্গেনাধ্যয়নাদেবাশ্রুতাদৃষ্টফলকল্পনোচিতা। দৃষ্টশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নসংস্কারস্তেন হি পুরুষেণ সম্প্রাপ্যতে প্রাপ্তশ্চ ফলবৎকর্ম্মব্রহ্মাববোধমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনমুপজনয়তি, ন তু সুবর্ণধারণাদৌ দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়া-

অর্থিত্বসামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ। তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবকৢপ্ত ইতি-বৎ শূদ্রোবিদ্যায়ামনবকৢপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ। যচ্চ কর্ম্ম-স্বনধিকারকারণং শূদ্রস্যানগ্নিত্বং ন তদ্বিদ্যাস্বধিকারস্যাপ-বাদকম্। ন হ্যাবহনীয়াদিরহিতেন বিদ্যা বেদিতুং ন শক্যতে। ভবতি চ লিঙ্গং শূদ্রাধিকারস্যোপোদ্বলকম্। সম্বর্গ-বিদ্যায়াং হি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রূষুং শূদ্রশব্দেন পরামৃশতি, অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি। বিদুরপ্রভৃতয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ

প্যস্ত্যপেক্ষিতং পুরুষস্য। তস্মাৎ বিপরিবৃত্ত্য সাক্ষাদ্ধারণাদেব বিনিয়োগ-ভঙ্গেন ফলং কল্পতে। যদা চাধ্যয়নসংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েন ফলবৎকর্ম্মব্রহ্মাব-বোধো ভাব্যমানো ঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজন ইতি স্থাপিতং তদা যস্যা-ধ্যয়নং তস্যৈব কর্ম্মব্রহ্মাববোধোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনো নান্যস্য। যস্য চোপনয়নসংস্কারস্তস্যৈবাধ্যয়নং, স চ দ্বিজাতীনামেবেত্যুপনয়নাভাবেনাধ্য-য়নসংস্কারাভাবাৎ পুস্তকাদিপঠিতস্বাধ্যায়জন্যোঽর্থাববোধঃ শূদ্রাণাং ন ফলায় কল্পত ইতি শাস্ত্রীয়সামর্থ্যাভাবান্ন শূদ্রো ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃত ইতি সিদ্ধম্। "যজ্ঞেঽনবকৢপ্ত" ইতি যজ্ঞগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্। বিদ্যায়ামনবকৢপ্ত ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। সিদ্ধবদভিধানস্য ন্যায়পূর্ব্বকত্বান্ন্যায়স্য চোভয়ত্র সাম্যাৎ।

সামর্থ্য শূদ্রেরও আছে। "শূদ্র যজ্ঞাধিকারী নহে, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই।" এই যেমন স্পষ্ট নিষেধ, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ নাই। অর্থাৎ শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই, এরূপ নিষেধ কুত্রাপি দৃষ্ট ও শ্রুত হয় না। শূদ্রের অগ্নি গ্রহণ না থাকা কর্ম্মাধিকার নিবৃত্তির অন্যতম কারণ; কিন্তু সে কারণ বিদ্যাধিকার-নিবর্ত্তক নহে। তাহারা আহবনীয়াদি (অগ্নিহোত্র হোমের বিশেষ বিশেষ কুণ্ড) নাই বলিয়া বিদ্যা জানিতে পারিবে না, ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে না, এমন কথা বলিতে পার না। শ্রুতিতে শূদ্রাধিকার-বোধক কথাও আছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণোক্ত সম্বর্গ-বিদ্যা (উপাসনা বিশেষ)-প্রকরণে শূদ্র-শব্দের উল্লেখ আছে। যথা—"অরে শূদ্র! এই হার, গো ও রথ,—এ সকল তোমারই থাকুক।" (*) মহা-

---

(*) জানশ্রুতি নামক জনৈক রাজা রৈক্ক-নামক ঋষির নিকট জ্ঞান বা বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। তিনি ৬০০ গাভি ও নিষ্কযুক্ত রথ উপঢৌকন দিয়া বলিলেন, গুরো! আমায়

স্মর্য্যন্তে। তস্মাদধিক্রিয়তে শূদ্রো বিদ্যাস্বিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। অধীত-বেদো হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে, ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি, উপনয়নপূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেঽধি-কারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধি-কারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যা-পেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রো যজ্ঞেঽনবকৢপ্ত ইতি তৎ

ভারতাদি গ্রন্থেও শুনা যায়, শূদ্রযোনি প্রভব বিদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে বা যুক্তিতে পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে আমরা বলিব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই। হেতু এই যে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই। [অধীত···ত্বাৎ] যে বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে এবং যে বেদার্থ জানে সেই অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, নাই কেন? তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে উপনয়ন, পরে বেদাধ্যয়ন। উপনয়ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিরই আছে, শূদ্রের নাই। [যত্ত্বর্থিত্বং··· কৃতত্বাৎ] তাহাদের অর্থিত্ব অর্থাৎ মোক্ষ কামনা আছে সত্য; কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য (শক্তি বা ক্ষমতা) অলৌকিকতত্ত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে না। কেন-না, শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের সাপেক্ষ। শাস্ত্রীয় সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে অধিকার জন্মে না। অধ্যয়ন নিষেধ [illegible] শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিবারিত আছে। [যচ্চেদং···সাধারণত্বাৎ]

হপ্যন্যতে।

হপ্যন্যতো'হং [illegible] করুন। গুরু রৈক্ক বিধুব (স্ত্রী বিহীন) ছিলেন, তাই তিনি সমাগত জ্ঞান-

শ্রুতবিনিয়োগভ [illegible] াধন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি গৃহস্থ নহি, এ সকল দ্রব্যে আমার প্রয়োজন

ধ্যায়নসংস্কারস্তেন। [illegible] না কর, রৈক্ক যখন জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন

দয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজন [illegible] জানশ্রুতি যদি শূদ্রই হয়, আর শূদ্রের যদি অধিকার না থাকে, তাহা রৈক্ক ঋষির নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিতে যাইবেন? এই

[illegible] শূদ্রাধিকারের অনুমাপক।

ন্যায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপ্যনবকু‍প্তত্বং দ্যোতয়তি ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ। যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রশব্দশ্রবণং লিঙ্গং মন্যসে ন তল্লিঙ্গং, ন্যায়াভাবাৎ। ন্যায়োক্তে হি লিঙ্গদর্শনং দ্যোতকং ভবতি। ন চাত্র ন্যায়োঽস্তি। কামঞ্চায়ং শূদ্রশব্দঃ সম্বর্গবিদ্যায়ামেবৈকস্যাং শূদ্রমধিকুর্য্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ ন সর্ব্বাসু বিদ্যাসু অর্থবাদস্থত্বাৎ ন তু ক্বচিদপ্যঽয়ং শূদ্রমধি-

---

দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষমনুভাষতে।—"যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়া"মিতি। দূষয়তি।—"ন তল্লিঙ্গম্"। কুতঃ। "ন্যায়াভাবাৎ"। ন তাবচ্ছূদ্রঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং সাক্ষাচ্চোদ্যতে, যথৈতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি, নিষাদস্থপতিঃ, কিং ত্বর্থবাদগতোঽয়ং শূদ্রশব্দঃ। স চান্যতঃ সিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়তি ন তু প্রাপয়তীত্যধ্যরমীমাংসকাঃ। অস্মাকং ত্বন্যপরাদপি বাক্যাদসতি বাধকে প্রমাণান্তরেণার্থোঽবগম্যমানো বিধিনা চাপেক্ষিতঃ স্বীক্রিয়ত এব। ন্যায়শ্চাস্মিন্নর্থে উক্তো বাধকঃ। ন চ বিধ্যপেক্ষাঽস্তি, দ্বিজাত্যধিকারপ্রতিলম্ভেন বিধেঃ পর্য্যবসানাৎ। বিধ্যুদ্দেশগতত্বে ত্বয়ং ন্যায়োঽপোদ্যতে বচনবলান্নিষাদস্থপতিবৎ ন ত্বেষ বিধ্যুদ্দেশগত ইত্যুক্তম্। তস্মান্নার্থবাদমাত্রাচ্ছূদ্রাধিকারসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অপি চ কিমর্থবাদবলাদ্বিদ্যামাত্রেঽধিকারঃ শূদ্রস্য কল্প্যতাং সম্বর্গবিদ্যায়াং বা। ন তাবদ্বিদ্যামাত্র ইত্যাহ।—"কামং চায়"মিতি। ন হি সম্বর্গবিদ্যায়ামর্থবাদঃ শ্রুতো বিদ্যামাত্রেঽধিকারিণমুপনয়ত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। অস্তু তর্হি সম্বর্গবিদ্যায়ামেব শূদ্রস্যাধিকার ইত্যত আহ।—"অর্থবাদস্থত্বাদি"তি। তৎ কিমেতচ্ছূদ্রপদং প্রমত্তগীতং, ন চৈতদ্যুক্তং,

---

শূদ্রের যজ্ঞাধিকার-নিষেধ যুক্তিপূর্ব্বক নিষেধ। সে যুক্তি বিদ্যাপক্ষেও আছে। যে যুক্তিতে যজ্ঞাধিকার নিষেধ—সেই যুক্তিতেই বিদ্যাধিকার নিষেধ। [যৎ...যোজয়িতুম্] সম্বর্গ-বিদ্যায় যে শূদ্র শব্দ আছে, তাহা শূদ্রাধিকারবোধক নহে। যুক্তিযুক্ত সূচক কথাই বোধক হয়, অযুক্ত কথা বোধক হয়.না। সেখানে এমন কোন যুক্তি নাই যে, শূদ্র-শব্দকে জাতিশূদ্র পর অর্থ করিয়া শূদ্রজাতির বিদ্যাধিকার স্থাপন করিবে? যদিও শূদ্র-শব্দ শূদ্রের সম্বর্গবিদ্যাধিকার বোধক হয়, হউক, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্ববিদ্যাধিকার বোধক হইবে না। ঐ শূদ্র-শব্দ বিধি-সমভিব্যাহৃত নহে, কেবল অর্থবাদ মধ্যে পঠিত, সুতরাং উহা অধিকারসূচক

কর্ত্তুমুৎসহতে। শক্যতে চাঽয়ং শূদ্রশব্দোঽধিকৃতবিষয়ে যোজয়িতুম্। কথমিত্যুচ্যতে। কং বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থ ইত্যস্মাদ্ধংসবাক্যাদাত্মনোঽনাদরং শ্রুতবতোজানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুগুৎপেদে তামৃষীরৈক্কঃ

তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকমিত্যত আহ।—"শক্যতে চায়ং শূদ্রশব্দ" ইতি। এবং কিলাত্রোপাখ্যায়তে।—জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো বহুদায়ী শ্রদ্ধাদেয়ো বহুপাক্যঃ প্রিয়াতিথির্ব্বভূব। স চ তেষু তেষু গ্রামনগরশৃঙ্গাটকেষু বিবিধানামন্নপানানাং পূর্ণানতিথিভ্য আবসথান্ কারয়ামাস। সর্ব্বত এতোতেষ্বাবসথেষু মমান্নপানমর্থিন উপযোক্ষ্যন্ত ইতি। অথাস্য রাজ্ঞো দানশৌণ্ডস্য গুণগরিমসন্তোষিতাঃ সন্তো দেবর্ষয়ো হংসরূপমাস্থায় তদনুগ্রহায় তস্য নিদাঘসময়ে দোষায়াং হর্ম্ম্যতলস্থস্যোপরি মালামাবধ্যাজগ্মুঃ। তেষামগ্রেসরং হংসং সম্বোধ্য পৃষ্ঠতো ব্রজন্নেকতমো হংসঃ সাদ্ভুতমভ্যুবাচ। ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেরস্য পৌত্রায়ণস্য দ্যুনিশং দ্যুলোক আয়তং জ্যোতিস্তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তৈত্বা ধাক্ষীদিতি। তমেবমুক্তবন্তমগ্রগামী হংসঃ প্রত্যুবাচ। কং বরমেনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থ। অয়মর্থঃ। বর ইতি সোপহাসমবরমাহ। (উত্তরমাহ ইতি পাঠ ভেদঃ। অথ বা বরো বরাকোঽয়ং জানশ্রুতিঃ। কমিত্যাক্ষেপে যস্মাদয়ং বরাকস্তস্মাৎ কমেনং কিম্ভূতমেতৎ সন্তং প্রাণিমাত্রং রৈক্কমিব সযুগ্বানমাত্থ। যুগ্বা গন্ত্রী শকটী তয়া সহ বর্ত্তত ইতি সযুগ্বা রৈক্কস্তমিব কমেনং প্রাণিমাত্রং জানশ্রুতিমাত্থ। রৈক্কস্য হি জ্যোতিরসহ্যং ন ত্বেতস্য প্রাণিমাত্রস্য। তস্য হি ভগবতঃ পুণ্যজ্ঞানসম্পন্নস্য রৈক্কস্য ব্রহ্মবিদো ধর্ম্মে ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিপ্রাণভৃন্মাত্রধর্ম্মোঽন্তর্ভবতি ন পুনারৈক্কধর্ম্মকক্ষাং কস্যচিদ্ধর্ম্মোঽবগাহত ইতি। অথৈব হংসবচনাদাত্মনো হত্যন্তনিকর্ষমুৎকর্ষকাষ্ঠাঞ্চ রৈকস্যোপশ্রুত্য বিষণ্ণমানসো জানশ্রুতিঃ কিতব

নহে। ফল, ঐ শূদ্র-শব্দ অধিকারিবিষয়ে যোজিত হইতেও পারে। অর্থাৎ সে শূদ্র জাতিশূদ্র নহে, কোন এক শোকবিশিষ্ট অধিকারী (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য)। [কথং…কারাৎ] কেন? তাহা বলিতেছি। "হংসরূপী ঋষি জানশ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এ কি শকটবিশিষ্ট রৈক্ক ঋষি? এ-ত তুচ্ছ অর্থাৎ বিদ্যাহীন!" এতদ্রূপ অনাদর বাক্য শ্রবণে জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, রৈক্ক ঋষি সেই শোক জ্ঞানবলে জ্ঞাত হইয়া তাহা

শূদ্রশব্দেনাহনেন সূচয়াম্বভূবাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞানস্য খ্যাপনা য়েতি গম্যতে, জাতিশূদ্রস্যানধিকারাৎ। কথং পুনঃ শূদ্র শব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যত ইতি, উচ্যতে। তদাদ্রবণাৎ, শুচমভিদুদ্রাব শুচা বাভিদুদ্রুবে শুচা বা রৈক্কমভিদুদ্রাবেতি

ইবাক্ষপরাজিতঃ পৌনঃপুন্যেন নিঃশ্বসন্ দ্বলং কথমপি নিশীথমতিবাহয়াম্ব-ভূব। ততো নিশান্তপিশুনমনিভৃতবন্দারুবৃন্দপ্রারব্ধস্তুতিসহস্রসম্বলিতং মঙ্গল-তূর্য্যনির্ঘোষমাকর্ণ্য তল্পতলস্থ এব রাজৈকপদে যন্তারমাহূয়াদিদেশ, রৈক্কাহ্বয়ং ব্রহ্মবিদমেকরতিং সযুগ্বানমতিবিবিক্তেষু তেষু তেষু বিপিননগনিকুঞ্জনদী-পুলিনাদিপ্রদেশেম্বন্বিষ্য প্রযত্নতোহস্মভ্যমাচক্ষ্বেতি। স চ তত্রান্বিষ্যন্ কচি-দতিবিবিক্তে দেশে শকটস্যাধস্তাৎ পামানং কণ্ডূয়মানং ব্রাহ্মণায়নমদ্রাক্ষীৎ। দৃষ্ট্বা চ রৈক্কোহয়ং ভবিতেতি প্রীতিভাবাদনুপবিশ্য সবিনয়মপ্রাক্ষীৎ ত্বমসি হে ভগবন্ সযুগ্বা রৈক্ক ইতি। তস্য চ রৈক্কভাবানুমতিঞ্চ তৈস্তৈরিঙ্গিতৈ-র্গার্হস্থ্যেচ্ছাং ধনায়াঞ্চোন্নীয় যন্তা রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস। রাজা তু তং নিশম্য গবাং ষট্শতানি নিষ্কঞ্চ হারঞ্চাশ্বতরীরথঞ্চাদায় সত্বরং রৈক্কং প্রতিচক্রমে। গত্বা চাভ্যুবাদ হে রৈক্ক গবাং ষট্শতানীমানি নিষ্কশ্চ হারশ্চায়মশ্বতরীরথ এতদাদৎস্ব, অনুশাধি মাং ভগবন্নিতি। অথৈবমুক্তবন্তং প্রতি সাটোপঞ্চ সস্পৃহঞ্চোবাচ রৈক্কঃ। অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি। অহেতি নিপাতঃ সাটোপমামন্ত্রণে। হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্ত্রী রথো হারেত্বা গোভিঃ সহ তবৈবাস্তু কিমেতন্মাত্রেণ মম ধনেনাকল্পবর্ত্তিনো গার্হস্থ্যস্য নির্ব্বাহানুপ-যোগিনেতি ভাবঃ। আহর ত্বেতি তু পাঠোহনর্থকতয়া চ গোভিঃ সহেত্যত্র প্রতিসম্বন্ধ্যনুপাদানেন চাচার্য্যৈর্দূষিতঃ। তদস্যামাখ্যায়িকায়াং শক্যঃ শূদ্র-শব্দেন জানশ্রুতীরাজন্যোপ্যবয়ববু্যৎপত্ত্যা বক্তুং স হি রৈক্কঃ পরোক্ষজ্ঞতাং চিখ্যাপয়িষু রাত্মনো জানশ্রুতেঃ শূদ্রেতি শুচং সূচয়ামাস। কথং পুনঃ শূদ্র-শব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যত ইতি। উচ্যতে। "তদা দ্রবণাৎ" তদ্ব্যাচষ্টে "শুচ-মভিদুদ্রাব" জানশ্রুতিঃ। শুচং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ। "শুচাবা" জানশ্রুতিঃ "দুদ্রুবে" শুচা প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অথবা শুচা রৈক্কং জানশ্রুতির্দুদ্রাব গত-

---

শূদ্র সম্বোধন দ্বারা জানশ্রুতির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শূদ্রজাতির বিদ্যাধিকার নিষেধ থাকায় উক্ত শূদ্র শব্দের উক্ত অর্থই অনুমিত হয়। [কথং...মাখ্যায়িকায়াম্] জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, রৈক্ক ঋষি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, জানিয়া তাহা শূদ্র-শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক জান-

শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে চাহয়মর্থো-ঽস্যামাখ্যায়িকায়াম্ ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ *

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ, যৎকারণং প্রকরণ-

বান্। তস্মাৎ তদাদ্রবণাদিতি তচ্ছব্দেন শুগ্বা জানশ্রুতির্ব্বা রৈকো বা পরামৃশ্যত ইত্যুক্তম্।

"ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ। যৎকারণং" প্রকরণনিরূপণে ক্ষত্রিয়-

---

শ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন, এ তথ্য শূদ্র-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ-তাৎপর্য্যের দ্বারা জানা যায়। শুচ্+দ্রু+অ=শোক হেতু গমন, শোক প্রাপ্ত হওয়ায় অথবা শোক (খেদ)ই রাজাকে রৈক ঋষির সমীপগামী করিয়াছিল। যে স্থলে অবয়বার্থের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে রূঢ়ি-অর্থ পরিত্যাজ্য। এ কথা বা এ তথ্য সেই আখ্যায়িকাতেই আছে। †

জানশ্রুতি শূদ্র-জাতি নহে। কারণ এই যে, প্রকরণ পর্য্যালোচন

---

* উত্তরত্র পরস্মিন্ বাক্যে অর্থবাদরূপে চৈত্ররথেন অভিপ্রতারিনামকেন ক্ষত্রিয়েন লিঙ্গাৎ সমভিব্যাহাররূপাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগমাৎ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিরিতি যোজনা।—আখ্যায়িকার শেষভাগে ভোজনপ্রসঙ্গে চৈত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারি নামক ক্ষত্রিয় ও জানশ্রুতি এক সঙ্গে কথিত হইয়াছেন। ইহাও জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনুমাপক অর্থাৎ বোধক।

† আখ্যায়িকাটী এইরূপ।—জানশ্রুতি নামক রাজা গ্রীষ্মকালে একদা ছাদের উপর শয়ান ছিলেন। কতকগুলি ঋষি রাজার হিত কামনায় হংসরূপ ধারণ পূর্ব্বক আকাশ পথে সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে বলিল, ভল্লাক্ষ! তুমি কি দেখিতেছ না? ইহার তেজ স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতেছে? তুমি ইহাঁকে লঙ্ঘন করিও না, করিলে দগ্ধ হইবে। সে বলিল, এ কি রৈক? এর যখন বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, উপাসনা নাই, তখন এ তুচ্ছ রাজা ঐ কথা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া তাঁহার চিত্তে খেদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিদ্যার্থী বা জ্ঞানার্থী হইয়া রৈকের অন্বেষণার্থ লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিলে, রাজা তৎসন্নিধানে শিষ্য হইতে গমন করিলেন। গমন করিলে, রাজা যে খেদপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন রৈক তাহা জ্ঞানবলে জানিলেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্য ঐ কথা (শূদ্র) বলিলেন। ইহার পরে অন্যান্য কথা আছে, তাহাতেও রাজার ক্ষত্রিয়ত্ব নিশ্চয় হয়।

নিরূপণেন ক্ষত্রিয়ত্বমস্যোত্তরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাৎ লিঙ্গাৎ গম্যতে। উত্তরত্র হি সম্বর্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্ররথিরভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে। অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ইতি। চৈত্ররথিত্বং চাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যম্। কাপেয়যোগো হি চৈত্ররথস্যাবগতঃ। এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্নিতি। সমানান্বয়যাজিনাঞ্চ প্রায়েণ সমা-

---

মাণে ক্ষত্রিয়ত্বমস্য জানশ্রুতেরবগম্যতে। চৈত্ররথেন লিঙ্গাদিতি ব্যাচক্ষাণঃ প্রকরণং নিরূপয়তি। "উত্তরত্র হি সম্বর্গবিদ্যা বাক্যশেষে" চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা নিশ্চিতক্ষত্রিয়ত্বেন সমানায়াং সম্বর্গবিদ্যায়াং সমভিব্যাহারাল্লিঙ্গাৎ সন্দিগ্ধক্ষত্রিয়ভাবো জানশ্রুতিঃ ক্ষত্রিয়োনিশ্চীয়তে। অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং স্থদেন পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ইতি প্রসিদ্ধযাজকত্বেন কাপেয়েনাভিপ্রতারিণো যোগঃ প্রতীয়তে। ব্রহ্মচারিভিক্ষয়া চাস্যাশূদ্রত্বমবগম্যতে। ন হি জাতু ব্রহ্মচারী শূদ্রান্নং ভিক্ষতে। যাজকেন চ কাপেয়েন যোগাৎ যাজ্যোঽভিপ্রতারী। ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চাস্য চৈত্ররথিত্বাৎ। তস্মাচ্চৈত্ররথিনামৈকঃ ক্ষত্রিপতিরজায়তেতি বচনাৎ। চৈত্ররথিত্বঞ্চাস্য কাপেয়েন যাজকেন যোগাৎ। "এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অয়াজয়ন্নিতি" ছন্দোগানাং দ্বিরাত্রে শ্রূয়তে। তেন চিত্ররথস্য যাজকাঃ কাপেয়াঃ। এষ চাভিপ্রতারী চিত্ররথাদন্যঃ সন্নৈব কাপেয়ানাং যাজ্যোভবতি যদি চৈত্ররথিঃ

করিলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতীত হয়। শূদ্রত্ব প্রতীতি হয় না। বিশেষতঃ চিত্ররথ-বংশীয় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত পরিপঠিত হওয়ায় জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব নিশ্চয় হয়। [অথহ···গন্তব্যম্] যথা—স্থদ (পাচক ব্রাহ্মণ) কপি-গোত্রীয় শৌনক (পুরোহিত) ও কক্ষসেন-পুত্র অভিপ্রতারী এই দুই জনকে পরিবেশন করিতেছে, এমন সময়ে এক ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল।" এই অভিপ্রতারী চৈত্ররথি অর্থাৎ চিত্ররথ বংশীয়, ইহা কপি-গোত্র সম্পর্কের দ্বারা জানা যায়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও প্রসিদ্ধি উভয়ই আছে। যথা—"কপি গোত্রীয়েরা চিত্ররথ বংশীয়দিগের

নান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়ত ইতি চ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়ত্বমস্যাবগন্তব্যম্। তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ত্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি। সমানানামেব হি প্রায়েণ সমভিব্যাহারা ভবন্তি। ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতিঃ। অতো ন শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥৩৫॥

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদ্বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ

স্যাৎ, সমানান্বয়ানাং হি প্রায়েণ সমানান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথিত্বাদভিপ্রতারী কাক্ষসেনিঃ ক্ষত্রিয়ঃ। তৎসমভিব্যাহারাচ্চ জানশ্রুতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ সম্ভাব্যতে। ইতশ্চ ক্ষত্রিয়ো জানশ্রুতিরিত্যাহ—"ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ"। ক্ষত্তৃপ্রেষণে চার্থসম্ভবে চ তাদৃশস্য বদান্যপ্রষ্ঠস্যৈশ্বর্য্যং প্রায়েণ ক্ষত্রিয়স্য দৃষ্টং যুধিষ্ঠিরাদিবদিতি।

ন কেবলমুপনীতাধ্যয়নবিধিপরামর্শেন ন শূদ্রস্যাধিকারঃ কিন্তু তেষু

যাজক অর্থাৎ পুরোহিত।" অতএব চৈত্ররথি নামক ক্ষত্রপতি, তৎসম্বন্ধাধীন অভিপ্রতারীও ক্ষত্রিয়। [তেন···অধিকারঃ] ক্ষত্রিয় অভিপ্রতারীর সহিত জানশ্রুতির এক সঙ্গে ভোজনের ও ব্রহ্মচারিভিক্ষার উল্লেখ থাকায় নিশ্চয় হয়, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। সমান না হইলে এক সঙ্গে উল্লেখ ও ভোজন হয় না। ব্রহ্মচারী শূদ্রান্ন ভিক্ষা করে না। অপিচ, জানশ্রুতি রৈক্ক ঋষির অন্বেষণার্থ সূত (সারথি) প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রচুরতর অন্নদান ও গোদান করিতেন, এ সকল বর্ণনাও ক্ষত্রিয়ের বোধক। অতএব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই, ইহা অবধারণ কর।

যেখানে যেখানে বিদ্যার বিধান বা উপদেশ, সেই সেই স্থানেই তাহা

---

* বিদ্যাগ্রহণাঙ্গোপনয়নসংস্কারস্য সর্ব্বত্র পরামর্শাৎ অভিসংহিতত্বাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ উপনয়নাদ্যভাবকথনাচ্চ নাস্তি শূদ্রস্য বিদ্যাধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।—সর্ব্বত্রই বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়ন সংস্কারের কথন আছে এবং শূদ্রের তাহা (উপনয়ন) নাই, এরূপ অভিধানও আছে। এই দুই কারণেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই।

সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে। তং হোপনিন্যে অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্না ইতি চ তান্ হানুপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তির্ভবতি। শূদ্রস্য চ সংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে, শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্মরণেন, ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতীত্যাদিভিশ্চ ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥*

তেষু বিদ্যোপদেশপ্রদেশেষূপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ শূদ্রস্য তদভাবাভিধানাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি। নন্বনুপনীতস্যাপি ব্রহ্মোপদেশঃ শ্রূয়তে, তান্ হানুপনীয়ৈবেতি, তথা শূদ্রস্যানুপনীতস্যৈবাধিকারো ভবিষ্যতীত্যত আহ— "তান্ হানুপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তিঃ" প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য যেষামুপনয়নং প্রাপ্তং তেষামেব তন্নিষিধ্যতে তচ্চ দ্বিজাতীনামিতি দ্বিজাতয় এব নিষিদ্ধোপনয়না অধিক্রিয়ন্তে ন শূদ্র ইতি।

উপনয়ন-সংস্কার অধ্যয়ন ও গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক। যথা—"তাঁহাকে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত করিলেন।" "হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান্। এই বলিয়া বিদ্যার্থী নারদ সনৎকুমারের শিষ্য হইলেন।" "হে বেদপারগ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞ ও নির্গুণ ব্রহ্মান্বেষী ঋষিগণ! এই পিপ্পলাদ তোমাদিগকে সে সমস্ত বলিবেন, উপদেশ করিবেন। অনন্তর তাঁহারা উপহার হস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট বিধিবিধানক্রমে গমন করিলেন।" এই সকল শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সংস্কার শূদ্রের নাই; ইহাও কথিত আছে। যথা—"শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, ইহারা এক জাতি, দ্বিজাতি নহে। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিক জন্ম (উপনয়ন সংস্কার) নাই। এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"শূদ্রের অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত পাপ হয় না এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কারও নাই।"

---

* উপসন্নস্য সত্যকামস্য শূদ্রত্বাভাবনিশ্চয়ে গৌতমস্য গুরো স্তদুপনয়নপ্রবৃত্তেশ্চ।—গৌতম যখন বুঝিলেন, সমীপাগত সত্যকাম শূদ্র নহে, তখন তিনি সত্যকামকে উপনীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎপূর্ব্বে হন নাই।

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে জাবালং গৌতম উপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ প্রবর্ত্তে, নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৭ ॥

সত্যকামো হ বৈ জাবালঃ প্রমীতপিতৃকঃ স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছৎ। অহমাচার্য্যকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি, তদ্‌ব্রবীতু ভবতী কিং গোত্রোঽহমিতি, সা হব্রবীৎ। ত্বজ্জনকপরিচরণপরতয়া নাহমজ্ঞাসিষং যদ্গোত্রং তবেতি। স স্বাচার্য্যং গৌতমমুপসাস। উপসদ্যোবাচ, হে ভবগন্ ব্রহ্মচর্য্যমুপেয়াং ত্বয়ীতি। স হোবাচ. নাবিজ্ঞাতগোত্র উপনীয়ত ইতি কিং গোত্রোঽসীতি। অথোবাচ সত্যকামো নাহং বেদ স্বং গোত্রং, স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছং, সাপি ন বেদেতি। তদুপশ্রুত্যাভ্যধাদ্গৌতমঃ। নাদ্বিজন্মন আর্জ্জবং যুক্তমীদৃশং বচস্তেনাস্মিন্ন শূদ্রত্বসম্ভাবনাস্তীতি ত্বাং দ্বিজাতিজন্মানমুপনেষ্য ইত্যুপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ জাবালং গৌতমঃ প্রবৃত্তঃ। তেনাপি শূদ্রস্য নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। "ন সত্যাদগা" ইতি। ন সত্যমতিক্রান্তবানসীতি।

শূদ্রের বেদাধিকার না থাকার অন্য কারণ এই যে, যখন সত্য বাক্যের দ্বারা অশূদ্র বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন গৌতম ঋষি জাবালকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—"যে ব্রাহ্মণ নহে সে এরূপ নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। হে সৌম্য! যেহেতু তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে উপনীত করিব; কুশাদি আহরণ কর।" * এই শ্রুতি শূদ্রের অনধিকার-দ্যোতক।

* সত্যকাম নামক এক ঋষি-বালককে তাহার জবালা নাম্নী জননী বলিল, বৎস! গুরুসন্নিধানে গিয়া উপনীত হও। সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, মা! আমারা কোন্ গোত্র? মাতা বলিল, বৎস। আমি ভর্ত্তৃসেবায় ব্যগ্র ছিলাম, তোমার পিতৃগোত্র আমিও জ্ঞাত নহি। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, এই মাত্র জানি। অনন্তর সেই জবালা-পুত্র সত্যকাম গৌতমঋষির নিকট গমন করিলে গৌতম তাহাকে গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম নির্ম্মলচিত্তে বলিল, আমি আমার গোত্র জানি না, আমার মাতাও জানেন না। আমার মা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি বলিও, আমি জাবাল (জবালার পুত্র), আমার নাম সত্যকাম। এতৎ শ্রবণে ঋষি তাহার সেই সারল্যের দ্বারা তাহাকে শূদ্র নহে বলিয়া স্থির করিলেন এবং বলিলেন, শূদ্র এরূপ নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। তুমি শূদ্র নহ; ইহা আমি বুঝিলাম। হোম কাষ্ঠ আন, তোমাকে উপনীত করিব।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য ॥ ৩৮ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধ স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। শ্রবণ প্রতিষেধস্তাবদথাঽস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতি-পূরণমিতি, পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্র-সমীপে নাধ্যেতব্যমিতি চ। অতএবাঽধ্যয়নপ্রতিষেধো যস্য হি সমীপেঽপি নাধ্যেতব্যং ভবতি স কথং শ্রুতিমধী-য়ীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ ইতি। অতএব চাঽর্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো ভবতি। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানমিতি চ। যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুর-

---

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। অতিরোহিতার্থমন্যৎ।

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সেই হেতু শূদ্রের বেদার্থ-জ্ঞানা ও বেদপ্রতিপাদ্য অনুষ্ঠান উভয়ই নিষিদ্ধ। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। [শ্রবণ…মিতি চ] শ্রবণ নিষেধ যথা—"বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণ ত্রপু (রাঙ্ বা সীসে) ও জতুর দ্বারা পূর্ণ করিবেক।" "যেহেতু শূদ্র সঞ্চরিষ্ণু শ্মশান, সেই হেতু তৎসমীপে অধ্যয়ন করিবেক না।" যাহার সমীপেও অধ্যয়ন নিষেধ, কি প্রকারে সে শ্রুতি ও শ্রৌত জ্ঞান লাভ করিবেক? বেদ উচ্চারণে ইহাদের জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর ভেদ (ছিদ্র) হইয়া থাকে (রাজা কর্ত্তৃক)। কাযেই ইহাদের বেদার্থ জ্ঞান ও বেদার্থানুষ্ঠান নিষিদ্ধ অর্থাৎ হয় না। "শূদ্রকে জ্ঞান-দান করিবেক না, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করাইবেক না।" এ কথাও আছে। [যেষাং…স্থিতম্] যাহারা জন্মা-ন্তরে দ্বিজ ছিল, বেদসংস্কারসম্পন্ন ছিল, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি সেই

---

* বেদ শ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষেধ থাকায় সুতরাং বেদার্থের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। অস্য শূদ্রস্য বেদশ্রবণাধ্যয়নয়োর্নিষেধাৎ নিষেধস্মৃতেঃ নাস্যাধিকার ইতি যোজনা।—

ধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফল-প্রাপ্তিঃ প্রতিবদ্ধুং, জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার-স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্॥৩

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ *

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোঽধিকারবিচারঃ, প্রকৃতামেবেদানীং বাক্যার্থবিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি। এতদ্বাক্যং এজৃ কম্পন ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ

প্রাণবজ্রশ্রুতিবলাদ্বাক্যং প্রকরণঞ্চ ভঙ্‌ক্‌ত্বা বায়ুঃ পঞ্চবৃত্তিরাধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চাত্র প্রতিপাদ্যঃ। তথাহি, প্রাণশব্দো মুখ্যো বায়াবাধ্যাত্মিকে, বজ্রশব্দশ্চাশনৌ। অশনিশ্চ বায়ুপরিণামঃ। বায়ুরেব হি বাহ্যো ধূমজ্যোতিঃসলিলসম্বলিতঃ পর্জন্যভাবেন পরিণতো বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনিভাবেন বিবর্ত্ততে। যদ্যপি চ সর্ব্বং জগদিতি সবায়ুকং প্রতীয়তে তথাপি সর্ব্বশব্দ আপেক্ষিকোঽপি ন স্বাভিধেয়ং জহাতি কিন্তু সঙ্কুচিতবৃত্তির্ভবতি। প্রাণবজ্রশব্দৌ

সকল ব্যক্তিদেরই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানফল অনিবার্য্য; কেহই তাহা রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। ইতিহাস ও পুরাণ সকল বর্ণেরই শ্রাব্য, শ্রোতব্য, তাহারই দ্বারা শূদ্র জ্ঞেয়তত্ত্ব বা জ্ঞান (উপাসনা) আয়ত্ত করিবেন, অধিকৃত করিবেন। ফলিতার্থ এই যে, শূদ্রের বেদপূর্ব্বক বিদ্যাধিকার নাই কিন্তু ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক আছে।

প্রসঙ্গাগত অধিকার বিচার সমাপ্ত; এক্ষণে পুনর্ব্বার বাক্যার্থ-বিচার আরম্ভ করা গেল। কঠশ্রুতিতে আছে "যে-কিছু জগৎ—এ সমস্তই প্রাণে এজিত (কম্পিত বা বেষ্টিত) হইতেছে। সেই প্রাণই মহৎ, ভয়স্থান যেমন উদ্যত বজ্র অর্থাৎ বজ্রের ন্যায়। যাঁহারা ভয়ানক ইহাঁকে জানেন

---

* কম্পনাৎ হেতোঃ কম্পনাশ্রয়ঃ পরমেশ্বর এবেতি সূত্রার্থ সংক্ষেপঃ।—যাহার আশ্রিত হইয়া এ সকল কম্পিত হয়, এরূপ এইরূপ বাক্য কঠ উপনিষদে আছে। সেই উপনিষদোক্ত কম্পনাশ্রয় পরমেশ্বর, ইহা কম্পনরূপ হেতুর দ্বারা জানা যায়।

লক্ষিতম্। অস্মিন্ বাক্যে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং স্পন্দতে। মহচ্চ কিঞ্চিদ্ভয়কারণং বজ্রশব্দিতং উদ্যতং, তদ্বিজ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রূয়তে। তত্র কোঽসৌ প্রাণঃ কিঞ্চ তদ্ভয়ানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তের্ব্বিচারে ক্রিয়-মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্বায়ুঃ প্রাণ ইতি। প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্ব্বজ্রং স্যাদ্বায়োশ্চেদং মাহাত্ম্যং সঙ্কী-র্ত্ত্যতে। কথং সর্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্তমেব চ মহদ্ভয়ানকং বজ্রমুৎ-পদ্যতে। বায়ৌ হি পর্য্যন্যভাবেন বিবর্ত্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনয়ো বিবর্ত্তন্ত ইত্যাচক্ষতে। বায়ুবিজ্ঞানাদেব

তু ব্রহ্মবিষয়ত্বে স্বার্থমেব ত্যজতঃ। তস্মাৎ স্বার্থত্যাগাৎ বরং বৃত্তিসঙ্কোচঃ স্বার্থলেশাবস্থানাৎ। অমৃতশব্দোঽপি মরণাভাববচনো ন সার্ব্বকালিকং তদ্ভাবং ব্রূতে, জ্যোগ্‌জীবিতয়াপি তদুপপত্তেঃ। যথা অমৃতা দেবা ইতি। তস্মাৎ প্রাণবজ্রশ্রুত্যনুরোধাদ্বায়ুরেবাত্র বিবক্ষিতো ন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে। 'কম্পনাৎ', সবায়ুকস্য জগতঃ কম্পনাৎ, পরমাত্মৈব শব্দাৎ প্রমিত ইতি মণ্ডূকপ্লুত্যানুষজ্যতে। ব্রহ্মণো হি বিভ্যদেতজ্জগৎ

তাঁহারা অমর হন।" এই বাক্যে যে "এজিত" শব্দ আছে, ধাতু অনুসারে তাহার অর্থ কম্পিত। সমুদয় বাক্যের অর্থ এই যে, এ সমস্ত জগৎ প্রাণাশ্রিত থাকিয়া চেষ্টমান হইতেছে, আর উদ্যত বজ্র যেমন ভয় কারণ, সেইরূপ ভয়কারণ কোন এক মহৎ (ব্রহ্ম)। তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ হয়। [তত্র…কীর্ত্ত্যতে] এক্ষণে প্রশ্ন, প্রাণ কে? কোন্ প্রাণ? এবং ভয়প্রদ বজ্রই বা কি? বিচার করিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণবায়ুকেই পাওয়া যায়। বায়ুই প্রাণ এবং অশনিই বজ্র। বায়ুই প্রাণ-নামে ও অশনিই বজ্র নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রেও বায়ুর ঐরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। [কথং…লোচনাৎ] কি প্রকার? তাহা বলিতেছি। এ জগৎ প্রাণ-নামক বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টমান এবং বায়ু হইতেই ভয়ানক বজ্র উৎপন্ন হয়। বায়ুই মেঘত্ব প্রাপ্ত হয়, হইলে বিদ্যুৎ, গর্জ্জন, বৃষ্টি ও বজ্র প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, বায়ু-বিজ্ঞানে মোক্ষও হয়।

চেদমমৃতত্বম্। তথা হি শ্রুত্যন্তরম্, বায়ুরেব ব্যষ্টির্ব্বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্ম্মৃত্যুঞ্জয়তি য এবং বেদেতি। তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ব্রহ্মৈবেদমিহ প্রতিপত্তব্যং, কুতঃ পূর্ব্বোত্তরালোচনাৎ। পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে, ইহৈব কথমকস্মাদন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহি। পূর্ব্বত্র তাবৎ—

তদেব শুক্রন্তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ ইতি

ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। প্রাণশব্দোঽপ্যয়ং পরমাত্মন্যেব প্রযুক্তঃ, প্রাণস্য প্রাণমিতি

কৃৎস্নং স্বব্যাপারে নিয়মেন প্রবর্ত্ততে ন তু মর্য্যাদামতিবর্ত্ততে। এতদুক্তং ভবতি।—ন শ্রুতিসঙ্কোচমাত্রং শ্রুত্যর্থপরিত্যাগে হেতুরপি তু পূর্ব্বাপরবাক্যৈকবাক্যতাপ্রকরণাভ্যাং সম্বলিতঃ শ্রুতিসঙ্কোচঃ। তদিদমুক্তং "পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে, ইহৈব কথমন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহী"তি। তদনেন বাক্যৈকবাক্যতা দর্শিতা।

যথা—"বায়ুই ব্যষ্টি (পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ), বায়ুই সমষ্টি (সমুদয় পদার্থ), এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে অপমৃত্যু হয় না, সেই কারণে বায়ুকেই জানিবেক।" এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বক্তব্য, প্রোক্ত বাক্যে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবেক। কেন-না, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম-অর্থই লব্ধ হয়। [পূর্ব্বো...মহি] পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে, মধ্যে কেন বায়ুর উপদেশ হইবে? বায়ু উপদেশের কিছুমাত্র কারণ নাই। [পূর্ব্ব...উপাশ্রিতাবিতি] "তাহাই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যমুক্ত, সমস্ত লোক তাহাঁতেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে না।" এই পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মের উপদেশ হইয়াছে, সুতরাং ইহার সন্নিধানে পঠিত প্রোক্ত বাক্যেও ব্রহ্ম। পূর্ব্ববাক্যে জগৎকে ব্রহ্মাশ্রিত বলা হইয়াছে, এ বাক্যেও জগৎকে প্রাণাশ্রিত বলা হইয়াছে; সুতরাং এ বাক্যে ব্রহ্মকেই

দর্শনাৎ। এজয়িতৃত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ু-মাত্রস্য, তথাচোক্তম্,—

"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" ইতি।

উত্তরত্রাপি,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

ব্রহ্মৈব নির্দ্দেক্ষ্যতে ন বায়ুঃ, সবায়ুকস্য জগতো ভয়-হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যত-মিতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। বজ্র-শব্দোঽপ্যয়ম্ভয়হেতুত্বসামান্যাৎ প্রযুক্তঃ। যথা হি বজ্রমুদ্যতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমস্য শাসনং ন কুর্য্যামিত্যনেন

প্রকরণাদপীতি ভাষ্যেণ প্রকরণমুক্তম্। যৎ খলু পৃষ্টং তদেব প্রধানং প্রতি-বক্তব্যমিতি তস্য প্রকরণম্। পৃষ্টাদন্যস্মিংস্তুচ্যমানে শাস্ত্রমপ্রমাণং ভবেদ-সম্বদ্ধপ্রলাপিত্বাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ ক্বচিদমৃতত্বমভিহিতমাপেক্ষিকং

প্রাণ বলা হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। শাস্ত্রে পরমাত্মাকে প্রাণ বলিতেও দেখা যায়। যথা—"তিনি প্রাণের প্রাণ।" এজন অর্থাৎ জীব-চেষ্টা। তৎপ্রবর্ত্তকতা পরমাত্মাতেই সম্ভব, কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"জীব প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না, অপানের দ্বারাও নহে, কিন্তু ঐ প্রাণ ও অপান যদাশ্রিত, যাহার অধীন, তাঁহারই দ্বারা জীবিত থাকে। তিনি জীবের ও জীবনের কারণ।" [উত্তর...ব্রহ্ম] শ্রুতি উদাহৃত বাক্যের পরেও "অগ্নি তাঁহার ভয়ে তাপ প্রদান করেন, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে আতপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু, ইঁহারাও আপন আপন কার্য্য করেন এবং মৃত্যুও জীবকে আক্রম করেন।" এইরূপে ব্রহ্ম উপদেশ করিবেন। এই পরবাক্যে তিনি বায়ুর সহিত সর্ব্ব-জগতের ভয়জনক, এরূপ উল্লেখ থাকায় অব্যবহিত পূর্ব্ববাক্যস্থ উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক, এ কথা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মই ভয়ের নিমিত্ত কারণ,

ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ত্ততে—এবমিদ-মগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্যন্নিয়মেন স্ব-ব্যাপারে প্রবর্ত্তত ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্,—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্ম-জ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ ক্বচিদমৃতত্বমভিহিতং তদাপেক্ষিকম্। তত্রৈব প্রকরণান্তর-করণেন পরমাত্মানমভিধায় অতোঽন্যদার্ত্তমিতি বায়্বাদেরার্ত্ত-ত্বাভিধানাৎ। প্রকরণাদপ্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ।

তদিতি। অপপুনর্মৃত্যুং জয়তীতি শ্রুত্যা হ্যপমৃত্যোর্ব্বিজয় উক্তো ন তু পরমমৃত্যুবিজয় ইত্যাপেক্ষিকত্বম্। তচ্চ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন হেতুনা।

তন্নিমিত্ত তিনি বজ্র। ভয়জনক বজ্র বা রাজদণ্ড মমোপরি পড়িবেক, যদি আমি রাজশাসন প্রতিপালন না করি, ইহা ভাবিয়া, লোক যেমন ভয়-প্রযুক্ত নিয়মপূর্ব্বক রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত থাকে, সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি সমুদয় জগৎ ব্রহ্মের ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। শ্রুতি এই ভাবেই ব্রহ্মে বজ্রের উপমা দিয়াছেন। [তথাচ…পঞ্চমঃ] ব্রহ্মবিষয়ে অন্য শ্রুতি আছে, তাহাও ঐরূপ। যথা—"বায়ু তাঁহার ভয়ে পবমান ও সূর্য্য উদিত হইতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, ইহারাও আপন আপন কার্য্য করিতেছেন।" [অমৃতত্ব…বর্ণাৎ] মোক্ষফলের উপদেশ থাকাতেও প্রাণের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে মুক্তি হয় না, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে; তাঁহাকে পাইবার (জ্ঞান ব্যতীত) অন্য উপায় নাই।" [যত্তু… পৃষ্টত্বাৎ] কোন কোন স্থলে যে বায়ুজ্ঞানে মোক্ষ হয়, অভিহিত হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক। সেখানেও অন্য প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক পরমাত্মার কথা বলিয়া "পরমাত্মা ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর," এবংক্রমে বায়ুরও

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ ॥"
ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ *

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয্যতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্ব্বিষয়ং তমোঽপহং তেজঃ

ন কেবলমপশ্রুত্যা তদাপেক্ষিকমপি তু পরমাত্মানমভিধায়াতোঽন্যদার্ত্তমিতি বদ্ধ্যাদেরার্ত্তত্বাভিধানাৎ। ন হ্যার্ত্তাভ্যাসাদনার্ত্তো ভবতীতি ভাবঃ।

অত্র হি জ্যোতিঃশব্দস্য তেজসি মুখ্যত্বাদ্‌ব্রহ্মণি জঘন্যত্বাৎ প্রকরণাচ্চ শ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাৎ পূর্ব্ববচ্ছ্রুতিসঙ্কোচস্য চাত্রাভাবাৎ, প্রত্যুত ব্রহ্মজ্যোতিঃপক্ষে ক্ত্বাশ্রুতেঃ পূর্ব্বকালার্থায়াঃ পীড়নপ্রসঙ্গাৎ সমুত্থানশ্রুতেশ্চ তেজ এব জ্যোতিঃ। তথাহি, সমুত্থানমুদ্গমনমুচ্যতে ন তু বিবেকবিজ্ঞানম্। উদ্গমনঞ্চ তেজঃপক্ষেঽর্চ্চিরাদিমার্গেণোপপদ্যতে। আদিত্যশ্চার্চ্চিরাদ্যপেক্ষয়া পরং জ্যোতির্ভবতীতি তদুপসম্পদ্য তস্য সমীপে ভূত্বা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তৌ ক্রমেণ মুচ্যতে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ-

---

নশ্বরত্ব কথন আছে। প্রকরণ বলে এখানে প্রাণশব্দের পরমাত্মা অর্থই লব্ধ হয়। এ প্রস্তাব যে পরমাত্মার প্রস্তাব এবং প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা "যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, ভূতভবিষ্যতের অতীত, তাহাই আমাকে বলুন, উপদেশ করুন।" এই পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, "এই সুষুপ্ত পুরুষ এ শরীর হইতে উত্থিত হন, হইয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত হন।" এতদ্বাক্যস্থ পরজ্যোতিঃ কি? চক্ষুর্গ্রাহ্য তমোনাশক তেজ? না

---

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তোজ্যোতিঃ পরমাত্মৈব নান্যদিতি প্রতিজ্ঞা। অত্র হেতুঃ দর্শনাদিতি। পরমাত্মানুবৃত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতিবাক্যে যে জ্যোতিঃশব্দের উপদেশ আছে—সে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মপর। হেতু এই যে, সেখানে ব্রহ্মই অনুবৃত্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুবর্ত্তনে ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিং বা পরং ব্রহ্মেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি। কুতঃ। তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে। তথা চ নাড়ীখণ্ডে, অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমত ইতি মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা। তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্, কস্মাৎ, দর্শনাৎ। তস্য হীহ প্রকরণে বক্তব্যত্বেনানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। য আত্মাপহতপাপ্মেত্য-

---

পক্ষে তু ব্রহ্ম ভূত্বা কাঽপরা স্বরূপনিষ্পত্তিঃ। ন চ দেহাদিবিবিক্তব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপোঽভিনিষ্পত্তিঃ। সা হি ব্রহ্মভুয়াৎ প্রাচীনা ন তু পরাচীনা সেয়মুপসম্পদ্যেতি ক্ত্বাশ্রুতেঃ পীড়া। তস্মাৎ তিসৃভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রকরণবাধনাত্তেজ এবাত্র জ্যোতিরিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্। কস্মাৎ। দর্শনাৎ। "তস্য হীহ প্রকরণে" "অনুবৃত্তির্দৃশ্যতে"। যৎ খলু প্রতিজ্ঞায়তে যচ্চ মধ্যে পরামৃশ্যতে যচ্চোপসংহ্রিয়তে স এব প্রধানং প্রকরণার্থঃ। তদন্তঃপাতিনস্তু সর্ব্বে তদনুগুণতয়া

পরব্রহ্ম? তমোনাশক তেজ-বিশেষেই জ্যোতিঃশব্দ রূঢ়, প্রসিদ্ধ, সুতরাং প্রথমতঃ তেজ-বিশেষই পাওয়া যায়। [জ্যোতিঃ···দৃশ্যতে] "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" সূত্রে প্রকরণ বলে জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন কারণ নাই যে জ্যোতিঃশব্দের স্বার্থত্যাগ হইবে। নাড়ীখণ্ডেও (শ্রুতির অংশবিশেষ) "যখন মুমুক্ষু এ শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, এ শরীর ত্যাগ করে, তখন নাড়ীসংশ্লিষ্ট সেই সকল রশ্মিকর্ত্তৃক (সৌর তেজ) উন্নীত হয়, হইয়া ব্রহ্মলোকের দ্বার স্বরূপ আদিত্যমণ্ডলে গমন করে।" এইরূপে আদিত্যপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে। এই সকল কারণে বলি, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজবিশেষবাচী। এতদ্রূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তির পর বলা যায়, প্রোক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজ নহে, পরব্রহ্ম। কেন-না, ঐ প্রস্তাবে ব্রহ্মেরই অনুবর্ত্তন দেখা যায়। [য···বিশেষণাৎ]

পহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্যাত্মনঃ প্রকরণাদাবন্বেষ্টব্যত্বেন বি-জিজ্ঞাসিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনু-ব্যাখ্যাস্যামীতি চানুসন্ধানাৎ, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-

---

নেতব্যাঃ। ন তু শ্রুত্যনুরোধমাত্রেণ প্রকরণাদপক্রষ্টব্যা ইতি হি লোক-স্থিতিঃ। অন্যথোপাংশুযাজবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানো-পসংহারে চ তদন্তঃপাতিনো বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্য ইত্যাদয়ো বিধিশ্রুত্যনু-রোধেন পৃথগ্বিধয়ঃ প্রসজ্যেরন্। তৎ কিমিদানীং তিস্রঃ সাহ্নস্যোপসদঃ কার্য্যা দ্বাদশাহীনস্যেতি প্রকরণানুরোধাৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিবললব্ধমহর্গণাভি-ধানং পরিত্যজ্যাহীনশব্দঃ কথমপ্যবয়বব্যুৎপত্ত্যা সাহ্নং জ্যোতিষ্টোমমভিধায় তত্রৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধত্তাম্। স হি কৃৎস্নবিধানান্ন কুতশ্চিদপি হীয়তে ক্রতোরিত্যহীনঃ শক্যো বক্তুম্। মৈবম্। অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়-প্রসিদ্ধির্বলীয়সীতি শ্রুত্যা প্রকরণবাধনান্ন দ্বাদশোপসত্তামহীনগুণযুক্তে জ্যোতিষ্টোমে শক্নোতি বিধাতুম্। নাপ্যতোঽপকৃষ্টঃ সন্নহর্গণস্য বিধত্তে। পরপ্রকরণেঽন্যধর্ম্মবিধেরন্যায্যত্বাৎ। অসম্বদ্ধপদব্যবায়বিচ্ছিন্নস্য প্রকর-ণস্য পুনরনুসন্ধানক্লেশাৎ। তেনানপকৃষ্টেনৈব দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যেন সাহ্নস্য তিস্র উপসদঃ কার্য্যা ইতি বিধিং স্তোতুং দ্বাদশাহবিহিতা দ্বাদশোপ-সত্তা তৎপ্রকৃতিত্বেন চ সর্ব্বাহীনেষু প্রাপ্তা নিবীতাদিবদনূদ্যতে। তস্মাদ-হীনশ্রুত্যা প্রকরণবাধেঽপি ন দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যস্য প্রকরণাদপকর্ষো জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণাম্নাতস্য। পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য যল্লিঙ্গবলাৎ প্রকরণবাধে-নাপকর্ষস্তদগত্যা। পৌষ্ণাদৌ চ কর্ম্মণি তস্যার্থবত্ত্বাদিহ ত্বপকৃষ্টস্যার্চ্চিরাদি-মার্গোপদেশে ফলস্যোপায়মার্গপ্রতিপাদকেঽতিবিশদ এব সম্প্রসাদ ইতি বাক্যস্যাবিশদৈকদেশমাত্রপ্রতিপাদকস্য নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ। ন চ দ্বাদশা-হীনস্যেতিবৎ যথোক্তাত্মধ্যানসাধনানুষ্ঠানং স্তোতুমেষ সম্প্রসাদ ইতি বচন-মর্চ্চিরাদিমার্গমনুবদতীতি যুক্তম্। স্তুতিলক্ষণায়াং স্বাভিধেয়সংসর্গতাৎপর্য্য-পরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ। দ্বাদশাহীনস্যেতি তু বাক্যে স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্যে প্রক-রণবিচ্ছেদস্য প্রাপ্তানুবাদমাত্রস্য চাপ্রয়োজনত্বমিতি স্তুত্যর্থো লক্ষ্যতে।

"যিনি আত্মা তিনি নিষ্পাপ" ইত্যাদিক্রমে আত্মার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া পরে আত্মাই অন্বেষ্টব্য, আত্মাই জিজ্ঞাস্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। তৎপরে "এই আত্মার কথা বলিব, আত্মা বুঝাইব," এইরূপে আত্মার অনু-কর্ষণ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অনন্তর "অশরীর সৎ'কে প্রিয় অপ্রিয়

প্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরস্যাভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্চান্যত্রাশরীরতানুপপত্তেঃ, পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্তুক্তং মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, ন চাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষো

ন চৈতদ্দোষভয়াৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিমুল্লঙ্ঘ্যাবয়বপ্রসিদ্ধিমুপাশ্রিত্য সাঙ্খ্যস্যেব দ্বাদশোপসত্তাং বিধাতুমর্হতি, ত্রিদ্বাদশত্বয়োর্বিকল্পপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সত্যাং গতৌ বিকল্পো ন্যায্যঃ। সাহ্নাহীনপদয়োশ্চ প্রকৃতজ্যোতিষ্টোমাভিধায়িনোরানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ, প্রকরণাদেব তদবগতেঃ। ইহ তু স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্যে নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া প্রকরণানুরোধাদ্রূঢ়িমপি পূর্ব্বকালতামপি পরিত্যজ্য প্রকরণানুগুণ্যেন জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে। যত্তুক্তং মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, নাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষঃ। কিন্তু কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। ন চ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়ং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি বচনম্। ন হ্যেতৎ প্রকরণোক্তং ব্রহ্ম তত্ত্ববিদুষোগত্যুৎক্রান্তী স্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ।—'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে' ইতি। ন চ তদ্দ্বারেণ ক্রমমুক্তিঃ। অর্চ্চিরাদিমার্গস্য হি কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং ন তু ব্রহ্মভূয়হেতুভাবো, জীবস্য তু নিরুপাধিনিত্যশুদ্ধবুদ্ধব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারহেতুকে মোক্ষে কৃতমর্চ্চিরাদিমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যা। অত্রাপি ব্রহ্মবিদস্তদনুপপত্তেঃ তস্মান্ন জ্যোতিরাদিত্যমুপসম্পদ্য সম্প্রসাদস্য জীবস্য স্বেন রূপেণ পারমার্থিকেন ব্রহ্মণাঽভিনিষ্পত্তিরাম্নাসীতি শ্রুতেরত্রাপি ক্লেশঃ। অপি চ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমপুরুষ ইতীহৈবোপরিষ্টাদ্বিশেষণাত্তেজসো ব্যাবর্ত্ত্য পুরুষবিষয়ত্বেনাবস্থাপনাজ্জ্যোতিষ্পদস্য পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ন তু তেজ ইতি সিদ্ধম্।

(পুণ্য ও পাপ) স্পর্শ করে না," এইরূপে আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই জ্যোতিঃসম্পন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপে অশরীর হওয়া সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। "পর জ্যোতিঃই উত্তম পুরুষ" এতদ্রূপ বিশেষণও আছে। [যত্তুক্তং...বক্ষ্যামঃ] মুমুক্ষু আদিত্য প্রাপ্তি হয় সত্য; কিন্তু তাহা (আদিত্যপ্রাপ্তি) আত্যন্তিক মোক্ষ নহে। কারণ এই যে, সেরূপ মরণে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই আছে।

গত্যুৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ। ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥*

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রূয়তে। তৎ কিমাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তম্। আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ। নামরূপনির্ব্বহণস্য চাবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্য-

---

যদ্যপ্যাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যত্র ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাদাকাশঃ পরমাত্মেতি ব্যুৎপাদিতং তথাপি তদ্বদত্র পরমাত্মলিঙ্গদর্শনাভাবান্নামরূপনির্ব্বহণস্য ভূতাকাশেঽপ্যবকাশদানেনোপপত্তেরকস্মাচ্চ রূঢ়িপরিত্যাগস্যাযোগাৎ। নামরূপে অন্তরা ব্রহ্মেতি চ নাকাশস্য নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতুরন্তরালত্বমাহ অপি তু ব্রহ্মণঃ। তেন ভূতাকাশো নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা। ব্রহ্ম চৈতয়োরন্তরালং মধ্যং সারমিতি যাবৎ। ন তু নির্ব্বোঢ়ৈব ব্রহ্ম অন্তরালং বা নির্ব্বোঢ়্। তস্মাৎ

আত্যন্তিক মুক্তিতে গতি ও উৎক্রান্তি নাই। এ কথা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

ছান্দোগ্যে অন্য এক বাক্য আছে। যথা—"আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক। যাহা ব্রহ্ম তাহা নাম ও রূপ ভিন্ন। যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত ও আত্মা।" এ আকাশ কে? শ্রুতি কোন্ বস্তুকে আকাশ বলিলেন? বিচার করিতে গেলে প্রথমে ভূতাকাশ গ্রহণ করাই ন্যায্য হয়। কারণ এই যে, আকাশ-শব্দ ভূতবিশেষেই রূঢ়। নামরূপনির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মটীকে অবকাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া ভূতাকাশে যোজনা করিতেও পার। অর্থাৎ আকাশ অবকাশ প্রদান করে, তাই অন্যান্য পদার্থের নাম রূপাদি নিষ্পন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বের ন্যায় (আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ সূত্রের ন্যায়) বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-

---

* "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যত্র য আকাশোঽভিহিতশ্ছান্দোগ্যে তৎ ব্রহ্ম। তত্র হেতুরর্থেতি। তস্য নামরূপয়োর্ভেদেনোক্তত্বাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে যে আকাশ-শব্দ আছে তাহা ব্রহ্মবোধক। কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাকে নামরূপের নির্ব্বাহক অথচ নামরূপাদি হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন।

ত্বাৎ। অস্রষ্টৃত্বাদেশ্চ স্পষ্টস্য ব্রহ্মলিঙ্গস্যাশ্রবণাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্মেহাকাশশব্দং ভবিতুমর্হতি, কস্মাৎ, অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ। তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়োরপি নির্ব্বহণং নিরঙ্কুশং ন ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্ভবতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। ননু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্ব্বো-

---

প্রসিদ্ধেভূ্র্তাকাশমেবাকাশো ন তু ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরমেবাকাশং ব্রহ্ম, "কস্মাদর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ"। নামরূপমাত্রনির্ব্বাহকমিহাকাশমুচ্যতে। ভূতাকাশঞ্চ বিকারত্বেন নামরূপান্তঃপাতি সৎ কথমাত্মানমুদ্বহেৎ। ন হি সুশিক্ষিতোঽপি বিজ্ঞানী স্বেন স্কন্ধেনাত্মানং বোঢ়ুমুৎসহতে। ন চ নামরূপশ্রুতিরবিশেষতঃ প্রবৃত্তা ভূতাকাশবর্জ্জং নামরূপান্তরে সঙ্কোচয়িতুং সতি সম্ভবে যুজ্যতে। ন চ নির্ব্বাহকত্বং নিরঙ্কুশমবগতম্। ব্রহ্ম লিঙ্গং কথঞ্চিৎ ক্লেশেন পরতন্ত্রে নেতুমুচিতম্। অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি চ তৎস্রষ্টৃত্বমতিস্পষ্টং ব্রহ্মলিঙ্গমত্র প্রতীয়তে। ব্রহ্মরূপতয়া চ জীবস্য ব্যাকর্ত্তৃত্বে ব্রহ্মণ এব ব্যাকর্ত্তৃত্বমুক্তম্। এবঞ্চ নির্ব্বহিতুরেবান্তরালগতোপপত্তেরন্যো নির্ব্বহিতাঽন্যচ্চান্তরালমিত্যর্থভেদকল্প-

---

লিঙ্গ নাই; সুতরাং পৌনরুক্ত্যাশঙ্কাও নাই। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে বলা যায়, এখানেও আকাশ পরব্রহ্ম। হেতু এই যে, ঐ স্থানে অর্থান্তরের ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে। শ্রুতি "নাম ও রূপ যাহার অন্তরে, যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম" এইরূপে প্রোক্ত আকাশকে নামরূপাতিরিক্ত বলিয়াছেন। [ন চ…শ্রবণাৎ] ব্রহ্মই নামরূপভিন্ন, অন্য কেহ নামরূপ ভিন্ন নহে। যে-কিছু বিকার, সমস্তই নামের ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ প্রোক্তবিধ নামরূপনির্ব্বাহক নহে। শ্রুতিতেও "জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিস্পষ্ট করিব;" এতদ্রূপ ক্রমে ব্রহ্মেরই নামরূপকর্ত্তৃত্ব কথিত আছে। [ননু…প্রপঞ্চঃ] বলিতে পার,

ঢ়ৃত্বমস্তি। বাঢ়মস্তি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপ-নির্ব্বহণাভিধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি। তৎ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যস্যায়ং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥ *

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে। বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে, কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ

নাপি ন যুক্তা। তথা চ তে নামরূপে যদাকাশমন্তরেত্যয়মর্থান্তরব্যপদেশ উপপন্নো ভবত্যাকাশস্য। তস্মাদর্থান্তরব্যপদেশাত্তথা। তদ্ব্রহ্ম তদমৃত-মিতি ব্যপদেশাৎ ব্রহ্মৈবাকাশমিতি সিদ্ধম্।

আদিমধ্যাবসানেষু সংসারিপ্রতিপাদনাৎ।
তৎপরে গ্রন্থসন্দর্ভে সর্ব্বং তত্রৈব যোজ্যতে ॥

সংসার্য্যেব তাবদাত্মাঽহঙ্কারাস্পদং প্রাণাদিপরীতঃ সর্ব্বজনসিদ্ধঃ। তমেব

জীবেরও নামরূপনির্ব্বাহকত্ব আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রৌত। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা সত্য কিন্তু অভেদ বিবক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব, এই ভাব লক্ষ্য করিয়া কথিত। আকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক, এই কথায় সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বই আকাশের ব্রহ্মত্ব অনুমান করায়। "তাহাই ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা," এ কথাও ব্রহ্মবাদের (আকাশের ব্রহ্মত্বের) অনুমাপক। ইহা "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার মাত্র।

আরণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে (পরিচ্ছেদে) রাজর্ষি জনকের আত্মবিষয়ক প্রশ্ন আছে। জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে-কিছু অহং-জ্ঞানগম্য, সে সকলের মধ্যে আত্মা কি?" যাজ্ঞবল্ক্য তাহার প্রত্যুত্তরে

---

* সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেনোক্তত্বাৎ। জীবস্য সুষুপ্ত্যাদিরস্তি পরমেশ্বরস্য তু তন্নাস্তি অতএব জীবাদ্ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি তদ্বাক্যং পরমেশ্বরস্বরূপনিরূপণপরমিতি যোজনা।— আরণ্যক শ্রুতিতে যে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নপ্রতিবচন আছে, সে সমস্তই আত্মার অসংসারি-স্বরূপ প্রতিপাদক।

পুরুষ ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ। তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্রান্বাখ্যানপরং বাক্যমুতাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। সংসারিস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেতি। কুতঃ। উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্। উপক্রমে, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি শারীরলিঙ্গাৎ। উপসংহারে চ, স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি তদপরিত্যাগাম্মধ্যেঽপি বুদ্ধ্যান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেন তস্যৈব প্রপঞ্চনাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, পরমেশ্বরোপদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরম্। কস্মাৎ।

চ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিত্যাদিশ্রুতিসন্দর্ভ আদিমধ্যাবসানেষামৃশতীতি তদনুবাদপরো ভবিতুমর্হতি। এবঞ্চ সংসার্য্যাত্মৈব কঞ্চিদপেক্ষ্য মহান্ সংসারস্য চানাদিত্বেনানাদিত্বাদত উচ্যতে ন তু তদতিরিক্তঃ কশ্চিদত্র নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ প্রতিপাদ্যঃ। যত্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষ্বক্ত ইতি ভেদং মন্যসে, নাসৌ ভেদঃ, কিন্ত্বয়মাত্মশব্দঃ স্বভাববচনঃ, তেন সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যবস্থায়াং বিশেষবিষয়াভাবাৎ সম্পিণ্ডিতপ্রজ্ঞেন প্রাজ্ঞেনাত্মনা স্বভাবেন পরিষ্বক্তো ন কিঞ্চিদ্বেদেত্যভেদেঽপি ভেদবদুপচারেণ যোজনীয়ম্। যথাহুঃ 'প্রাজ্ঞঃ সম্পিণ্ডিতপ্রজ্ঞ' ইতি। পত্যাদয়শ্চ শব্দাঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মকস্য জগতো জীবকর্ম্মার্জ্জিততয়া তদ্ভোগ্যতয়া চ যোজ-

---

"ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিতন্ময়) অথচ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ (সর্ব্ব প্রকাশক)," এইরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্ন-প্রতিবচন জীবাত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বিচার করিতে গেলে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে প্রথমতঃ জীবাত্মবিষয়ক বলিয়াই প্রতীত হয়। [উপক্রমে...ব্যপদেশাৎ] উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে "বিজ্ঞানময়" কথা আছে, তাহা শারীরের বোধক। উপসংহারেও (সমাপ্তিতেও) "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা—যিনি এই বিজ্ঞানময়।" এইরূপ কথা আছে। এ কথা পূর্ব্বোক্ত তথ্যের বিস্তার মাত্র। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর এইরূপ বলা যায় যে, ঐ বাক্যে কেবল জীবের

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ,অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি শারীরাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাৎ তস্য বেদিতৃত্বাৎ বাহ্যাভ্যন্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিয়োগাৎ। তথা, উৎক্রান্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতীতি জীবাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্যাৎ শরীরস্বামিত্বাৎ। প্রাজ্ঞস্তু

নীয়াঃ। তস্মাৎ সংসার্য্যেবানূদ্যতে ন তু পরমাত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে। অয়মভিসন্ধিঃ —কিং সংসারিণোঽন্যঃ পরমাত্মা নাস্তি, তস্মাৎ সংসার্য্যাত্মপরং যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি বাক্যম্, আহোস্বিদিহ সংসারিব্যতিরেকেণ পরমাত্মনোঽসঙ্কীর্ত্তনাৎ সংসারিণশ্চাদিমধ্যাবসানেষবমর্শাৎ সংসার্য্যাত্মপরং, ন তাবৎ সংসার্য্যতিরিক্তস্য তস্যাভাবঃ। তৎপ্রতিপাদকা হি শতশ আগমা ঈক্ষতের্নাশব্দং গতিসামান্যাদিত্যাদিভিঃ সূত্রসন্দর্ভৈরুপপাদিতাঃ। ন চাত্রাপি সংসার্য্যতিরিক্তপরমাত্মসঙ্কীর্ত্তনাভাবঃ,

---

অনুবাদ এমত নহে, পরমেশ্বরের উপদেশ হইয়াছে। কারণ এই যে, জীব সুষুপ্তিবিষয়ে ও উৎক্রান্তিবিষয়ে (উৎক্রান্তি=মরণ) পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা ঐ স্থানেই উপদিষ্ট আছে। [সুষুপ্তৌ···গম্যতে] শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মায় পরিষক্ত (একত্ব প্রাপ্ত) হওয়ায় বাহিরের ও অন্তরের বস্তু জানিতে পারে না।" এ বাক্যে পরমেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত বাক্যের পুরুষ-শব্দ জীববাচী। জীবই জ্ঞাতা; তাহারই বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞান আছে, এবং সেই জ্ঞানেরই নিষেধ সম্ভব। আবার প্রাজ্ঞশব্দ পরমেশ্বরের বোধক। সর্ব্বজ্ঞতারূপ প্রজ্ঞা পরমেশ্বরেই নিত্য অবস্থিত, জীবে তাহা নাই। (জীবে আগন্তুক বা কাদাচিৎক)। অপিচ, উৎক্রান্তিকালেও জীব প্রাজ্ঞ আত্মায় (পরমাত্মায়) অনুগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে। এই উৎক্রান্তিবাক্যও পর-

স এব পরমেশ্বরঃ। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাঽত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যদুক্তমাদ্যন্তমধ্যেষু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি, অত্র ক্রমঃ। উপক্রমে তাবৎ, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি। অনূদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাঽস্যৈকতাং বিবক্ষতি। যতো ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণপরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেঽপি যথোপক্রমমেবোপসংহরতি।—স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোস্তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ। ন চ প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো জীবাদ্ভেদেন সঙ্কীর্ত্তনং সতি সম্ভবে রাহোঃ শির ইতিবদৌপচারিকং যুক্তম্। ন চ প্রাজ্ঞশব্দঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষশালিনি নিরূঢ়বৃত্তিঃ কথঞ্চিদজ্ঞবিষয়ো ব্যাখ্যাতুমুচিতঃ। ন চ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষোঽসঙ্কুচদ্বৃত্তির্ব্বিদিতসমস্তবেদিতব্যাৎ সর্ব্ববিদোঽন্যত্র সম্ভবতি। ন চেত্থম্ভূতো জীবাত্মা। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন জীবাৎ

মেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে। উৎক্রান্তিবাক্যের শারীর-শব্দ জীববাচী এবং প্রাজ্ঞশব্দও পরমেশ্বরের বোধক। অতএব, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি (মরণ) এই দুই বিষয়ে ঐ দুই বাক্যে জীব হইতে পরমেশ্বরের ভিন্নতা প্রতিপাদিত হওয়ায় পরমেশ্বরই বিচার্য্যবাক্যের বিবক্ষিত, ইহা প্রতীত হয়। [যদুক্ত···ক্রমঃ] বলিয়াছিলে, বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে জীবসূচক কথা থাকায় প্রোক্ত বাক্য জীবপ্রতিপাদক, এ বিষয়ে কিছু বলিব। [উপক্রমে···লক্ষ্যতে] প্রথমে যে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ হইয়াছে, জীবের স্বরূপ সে-উল্লেখের বিবক্ষিত নহে। সর্ব্ববিদিত জৈব রূপ অনুবাদ পূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ বলাই বিজ্ঞানময় বাক্যের উদ্দেশ্য। কারণ এই যে, তৎপরবর্ত্তী যাবন্ত বাক্য—সমস্তই ধর্ম্মনিষেধক অর্থাৎ জীবের ধ্যানাদি যে-কিছু ধর্ম্ম সমস্তই অবাস্তব। [তথা···ইত্যর্থঃ] উপসংহার বাক্যও আরম্ভ বাক্যের অনুরূপ। অর্থাৎ যে বিজ্ঞানময় অঙ্গ·

স বা এষ মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ। যস্তু মধ্যে বুদ্ধ্যন্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপ-বিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত। যতো ন বুদ্ধ্যন্তাদ্যবস্থোপন্যাসেনাবস্থাবত্ত্বং সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি। অবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি। কথমেতদবগম্যতে। যদত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চানন্বাগতস্তেন ভবতি, অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি। অনন্বাগতং পুণ্যে-নানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য

প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা জীবাত্মানং লোকসিদ্ধমনূদ্য তস্য পরমাত্মভাবোঽনধিগতঃ প্রতিপাদ্যতে। ন চ জীবাত্মানুবাদমাত্রপরাণ্যেতানি বচাংসি। অনধিগতার্থাববোধপরং হি শাব্দং প্রমাণং ন ত্বনুবাদমাত্রনিষ্ঠং ভবিতুমর্হতি। অতএব চ সংসারিণঃ পরমাত্মভাববিধানায়াদিমধ্যাবসানেষ্বনুবাদ্যতয়াঽবমর্শ উপপদ্যতে। এবঞ্চ মহত্ত্বঞ্চাজত্বঞ্চ সর্ব্বগতস্য নিত্যস্যাত্মনঃ সম্ভবান্নাপেক্ষিকং কল্পয়িষ্যতে। যত্তু মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাদিতি নানেনাবস্থাবত্ত্বং বিবক্ষ্যতে, অপি ত্ববস্থানামুপজনাপায়ধর্ম্মকত্বেন তদতিরিক্তমবস্থারহিতং পরমাত্মানং বিবক্ষতি, উপরিতনবাক্যসন্দর্ভালোচনাদিতি।

বুদ্ধিগম্য—সেই বিজ্ঞানময়ই মহান্, জন্মমরণবর্জ্জিত, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। [যস্তু…বক্তি] মধ্যের অবস্থা বর্ণন দেখিয়া জীববোধক মনে করিয়াছিলে, তাহা পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিলে পশ্চিমদিকে যাইবে। অর্থাৎ তাহা কোনও প্রকারে জীবচিহ্ন হইবেক না। কারণ এই যে, সে বর্ণনা অবস্থাবান্ জীব বুঝাইবার জন্য নহে। জীবের অবস্থারাহিত্য ও অসংসারিত্ব বুঝানই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য বা বিবক্ষিত। [কথ…গন্তব্যম্] যদি বল, কিসে জানিলে? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি পদে পদে প্রশ্ন করিয়াছেন, "যাহা অতঃপর, যাহা মুক্তির কারণ, তাহাই বল।" পদে পদে প্রত্যুত্তরও দিয়াছেন, "এই পুরুষ অসঙ্গস্বভাব, পুণ্য-পাপের অধীন নহে, পুণ্য

ভবতীতি চ। তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥*

ইতশ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্। যদস্মিন্ বাক্যে পত্যাদিশব্দা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতিষেধনাশ্চ ভবন্তি। স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যেবঞ্জাতীয়কা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাঽসাধুনা কনীয়ানিত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ সংসারি-

"সর্ব্বস্য বশী" বশঃ সামর্থ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবত্যয়ম্, ব্যূহাবস্থানসমর্থ ইতি। অত এব সর্ব্বস্যেশানঃ সামর্থ্যেন হ্যয়মুক্তেন সর্ব্বস্যেষ্টে তদিচ্ছানুবিধানাজ্জগতঃ। অত এব সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তাঽন্তর্যামীতি যাবৎ। কিঞ্চ স এবম্ভূতো হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষো বিজ্ঞানময়ো ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ানুৎকৃষ্টো ভবতীত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োঽসংসারিণং পরমাত্মানমেব প্রতি-

পাপ উত্তীর্ণ হওয়ায় ইনি সমুদয় শোক হইতে মুক্ত।" এই সকল উল্লেখ দেখিয়া জ্ঞাত হও, নির্দ্দিষ্ট বাক্য অসংসারী পরমাত্মার প্রতিপাদক।

অন্য কারণ এই যে, ঐ স্থানে পতি, অধিপতি ও ঈশান প্রভৃতি শব্দ আছে অর্থাৎ প্রতিপাদ্য আত্মার ঐ সকল বিশেষণ আছে এবং সংসারিরূপেরও নিষেধ আছে। যথা—"তিনিই সকলের বশকর্ত্তা, সকলের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং সমুদয়ের অধিপতি।" এ সকল বিশেষণ অসংসারী আত্মার বোধক। "তিনি সৎকর্ম্মে বড় হন না, অসৎকর্ম্মেও হীন হন না," এরূপ বাক্যও আছে। এ সকল কথা জীব-স্বভাবের নিষেধক। অতএব.

* পতিপ্রভৃতিবিশেষণেভ্য ইতি যাবৎ। ঈশানো নিয়মনশক্তিমান্। শক্তেঃ কার্য্যমাধিপত্যমিতি ভেদঃ।—ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি প্রভৃতি বিশেষণ থাকাতেও প্রোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর, জীব নহে। জীব কাহার নিরতিশয়িত অধিপতি নহে।

স্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তস্মাদসংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

পাদয়স্তি। তস্মাজ্জীবাত্মানং মানান্তরসিদ্ধমনূদ্য তস্য ব্রহ্মভাবপ্রতিপাদনপরো যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদির্ব্বাক্যসন্দর্ভ ইতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

উক্ত বাক্যে যে পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত শব্দসমূহের (বিশেষণের) দ্বারা জানা যায়।

চতুর্থঃ পাদঃ।
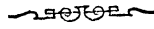
আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপক-বিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥ *

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। তল্লক্ষণং প্রধানস্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব্দ-

---

স্যাদেতৎ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। তচ্চেদং লক্ষণং ন প্রধানাদৌ গতং যেন ব্যভিচারাদলক্ষণং স্যাৎ, কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতীক্ষতের্নাশব্দমিতি প্রতিপাদিতম্। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্ত-বাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতমধস্তনেন সূত্রসন্দর্ভেণ। তৎ কিমবশিষ্যতে যদর্থমুত্তরঃ সন্দর্ভ আরভ্যতে। ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাদীনাং প্রধানে সমন্বয়েঽপি ব্যভিচারঃ। ন হ্যেতে প্রধানকারণত্বং জগত আহুঃ অপি তু প্রধানসদ্ভাব-মাত্রম্। ন চ তৎসদ্ভাবমাত্রেণ জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণস্য কিঞ্চিদ্ধীয়তে। তস্মাদনর্থক উত্তরঃ সন্দর্ভ ইত্যত আহ।—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায়"

ব্রহ্মবিচার-প্রতিজ্ঞার পরেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সে লক্ষণ প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত সমান, এ আশঙ্কা "ঈক্ষতের্নাঽশব্দম্" সূত্রে

---

* আনুমানিকং অনুমাননিরূপিতং অপি প্রধানং একেষাং শাখিনাং কঠশাখিনামিতি যাবৎ শব্দবদুপলভ্যত ইতি শেষঃ। চেৎ যদি শঙ্ক্যতে তন্ন শঙ্কিষ্টেত্যর্থঃ। হেতুমাহ শরীরেতি। তত্র তৎ শরীররূপকবিন্যস্ততয়া গৃহ্যতে ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ত্রিগুণাদিত্বেন। সাংখ্যপ্রসিদ্ধঃ প্রধানং তত্র নোক্তং ততশ্চ তস্যাবৈদিকত্বমেব স্থিতমিতি ভাবঃ। দর্শয়তি রূপকং সাদৃশ্যং এব দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যোজ্যম্।—প্রধান অনুমানগম্য সত্য; কিন্তু কোন কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তদনুসারে তাহা শাব্দ অর্থাৎ বৈদিক, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সেখানে তাহা শরীরসম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে। শ্রুতিও রূপক বা সাদৃশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন।

ত্বেন নিরাকৃতমীক্ষতের্নাশব্দমিতি। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রন্থেন। ইদন্ত্বিদানীমবশিষ্টমাশঙ্ক্যতে। যদুক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বং তদসিদ্ধম্। কাসুচিচ্ছাখাসু প্রধানকারণসমর্পণাভাসানাং শব্দানাং শ্রূয়মাণত্বাৎ। অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্‌যাবৎ তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ। অতস্তেষামন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ত্ততে। আনুমানিক-

---

ইতি। ন প্রধানসম্ভাবমাত্রং প্রতিপাদয়ন্তি মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাদয়ঃ কিন্তু জগৎকারণং প্রধানমিতি মহতঃ পরমিত্যত্র হি পরশব্দোঽবিপ্রকৃষ্টপূর্ব্বকালত্বমাহ। তথা চ কারণত্বম্। অজামেকামিত্যাদীনান্তু কারণত্বাভিধানমতিস্ফুটম্। এবঞ্চ লক্ষণব্যভিচারাৎ তদব্যভিচারায় যুক্ত উত্তরসূত্র-

---

নিরাকৃত হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। আর কি অবশিষ্ট আছে ? কি আশঙ্কা আছে ? যাহার জন্য এই চতুর্থপাদের আরম্ভ ? বলিতেছি! আশঙ্কা এই যে, পূর্ব্বে যে প্রধানের (প্রকৃতির) অশব্দত্ব (বৈদিক শব্দের অবিষয়) নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কেন-না, কোন কোন শাখায় প্রধানবোধক শব্দের শ্রবণ আছে। সুতরাং প্রধান অশাব্দ নহে, শাব্দ। অর্থাৎ বেদসিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই বেদসিদ্ধ প্রধানকেই বলিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের স্বোৎপ্রেক্ষিত নহে। অতএব, যাবৎ না সে সকল শব্দের অন্যপদার্থবোধকতা প্রদর্শন করা যায় তাবৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না বা স্থির হয় না। কাযেই সে সকল শব্দের অন্যার্থতা বা ভিন্নার্থতা দেখান আবশ্যক এবং আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদের আরম্ভ।

[আনু...নৈতদেবম্] প্রধান অনুমান গম্য হইলেও কোন কোন শাখায়

মপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দ-বদুপলভ্যতে। কাঠকে হি পঠ্যতে, মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি। তত্র য এব যন্নামানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাস্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানমভিধীয়তে। অতস্তস্য শব্দবত্ত্বাদশব্দত্বমনুপপন্নম্। তদেব চ জগতঃ কারণং, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ,

---

সন্দর্ভারম্ভ ইতি। পূর্ব্বপক্ষয়তি।—"তত্র য এব" ইতি। সাংখ্যপ্রবাদরূঢ়িমাহ।—"তত্রাব্যক্ত"মিতি। সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধের্ন কেবলং রূঢ়িরবয়বপ্রসিদ্ধ্যাশ্রয়মেবার্থোঽবগম্যত ইত্যাহ। "ন ব্যক্ত"মিতি। শান্তঘোরমূঢ়শব্দাদিহীনত্বাচ্চেতি। শ্রুতিরুক্তা। স্মৃতিশ্চ সাংখ্যীয়া ন্যায়শ্চ,—

'ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য॥
কারণমস্ত্যব্যক্তম্,—

ইতি। ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকরণপরিশেষাভ্যামব্যক্তপদং শরীরগোচরম্। শরীরস্য শান্তঘোরমূঢ়রূপশব্দাদ্যাত্মকত্বেনাব্যক্তত্বানুপ-

---

শাব্দের ন্যায় (বেদসিদ্ধের ন্যায়) প্রতীত হয়। কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরম পুরুষ (পরমাত্মা)। সাংখ্যস্মৃতিতে যে-পদার্থ যে-নামে ও যে ক্রমে (মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ) অভিহিত হইয়াছে, কঠশ্রুতিতে ঠিক্ সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্রমে কথিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। অব্যক্ত-শব্দ সাংখ্যের পরিচিত এবং তাহা শব্দাদিবর্জ্জিত বলিয়া ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত, এরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভব হয়। সাংখ্যের তাদৃশ অব্যক্তই নিদর্শিত শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত ও সাংখ্যের অব্যক্ত যদি একই হয়, অভিন্ন হয়, তাহা হইলে আর তাহার অবৈদিকত্ব থাকিল না। পূর্ব্বে যে অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলা হইয়াছে, তাহা বিঘটিত হইয়া গেল। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি, সর্ব্বত্রই তাহা জগৎকারণ বলিয়া খ্যাত আছে।—এরূপ আপত্তি হইলে আমরা বলিব, তাহা

নৈতদেবম্। ন হ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। শব্দমাত্রং হ্যত্রাব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদন্যস্মিন্নপি সূক্ষ্মে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুজ্যতে। ন চায়ং কস্মিংশ্চিদ্রূঢ়ঃ। যা তু প্রধানবাদিনাং রূঢ়িঃ, সা তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চ ক্রমমাত্রসামান্যাৎ সমানার্থপ্রতি-

---

পত্তেঃ। তস্মাৎ প্রধানমেবাব্যক্তমুচ্যত ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে। "নৈতদেবম্।" ন হ্যেতৎ কাঠকং বাক্যমিতি। লৌকিকী হি প্রসিদ্ধিঃ রূঢ়ির্ব্বেদার্থনির্ণয়ে নিমিত্তং তদুপায়ত্বাৎ। যথাহুঃ, য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত এব চৈষামর্থা ইতি। ন তু পরীক্ষকাণাং পারিভাষিকী পৌরুষেয়ী হি সা ন বেদার্থনির্ণয়নিবন্ধনমিদ্ধৌষধাদিপ্রসিদ্ধিবৎ। তস্মাদ্রূঢ়িতস্তাবন্ন প্রধানং প্রতীয়তে যোগস্ত্বন্যত্রাপি তুল্যঃ। তদেবমব্যক্তশ্রুতাবন্যথাসিদ্ধায়াং প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরগোচরোঽয়মব্যক্তশব্দঃ। যথা চাস্য তদ্গোচরত্বমুপপদ্যতে তথাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তেষু শরীরাদিষু মধ্যে বিষয়াংস্তদ্গোচরান্ বিদ্ধি। যথাহশ্বোঽধ্বানমালম্ব্য চলত্যেবমিন্দ্রিয়হয়াঃ স্বগোচরমালম্ব্যেত্যাত্মা ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ। কথমিন্দ্রিয়মনোযুক্তং যোগো যথা ভবতি। ইন্দ্রিয়ার্থ-

---

নহে। [ন···প্রতিপদ্যতে] কঠশ্রুতি সাংখ্যের মহৎকে ও অব্যক্তকে বলে নাই। সাংখ্য যে-স্বতন্ত্র ত্রিগুণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই যে কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। কঠশ্রুতিতে কেবল সাঙ্খ্যের "অব্যক্ত" শব্দটীই পঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে সত্য; কিন্তু তাহার অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। অর্থাৎ যে অব্যক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে ত্রিগুণ অচেতন পদার্থ বিশেষের বোধক, কঠশ্রুতির অব্যক্তও সেই অব্যক্ত, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান জন্মে না। যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত, এ অর্থ বা এরূপ যোগার্থ লইয়া দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্মতত্ত্বেও অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। অব্যক্ত-নামে কোন রূঢ় (সর্ব্ববিদিত) পদার্থ নাই। যাহা কেবলমাত্র সাঙ্খ্যের রূঢ়ি, সাঙ্খ্যের পরিভাষা, তাহা লইয়া বেদার্থ নিরূপণ হয় না। [ন চ···গৃহীতেঃ] ক্রম সমান হইলেই যে অর্থ সমান হয়, তাহা

পত্তির্ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে। ন হ্যশ্বস্থানে গাং পশ্যন্নশ্বোঽয়মিত্যমূঢোঽধ্যবস্যতি। প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ। শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে। কুতঃ, প্রকরণাৎ পরিশেষাচ্চ। তথা হ্যনন্তরাতীতো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককৢপ্তিং দর্শয়তি,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" ইতি

মনঃসন্নিকর্ষেণ হি আত্মা গন্ধাদীনাং ভোক্তা। প্রধানস্যাকাঙ্ক্ষাবতো বচনং প্রকরণমিতি গন্তব্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রধানমিতি তদাকাঙ্ক্ষামবতার-

---

হয় না। (সাংখ্য মহৎ, তৎপরে অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন, শ্রুতিও মহতের স্থানে মহৎ, অব্যক্তের স্থানে অব্যক্ত ও পুরুষের স্থানে পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতির মহৎ ও অব্যক্ত সাংখ্যের মহতের ও অব্যক্তের সহিত সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই)। কোন্ মূঢ় অশ্ব স্থানে গো দেখিয়া গো'কে অশ্ব বলিয়া নিশ্চয় করে? প্রকরণ-পর্য্যালোচনা করিলেও সাংখ্যকল্পিত প্রধানের প্রতীতি হইবে না। কারণ এই যে, ঐ স্থলে শরীররূপ রূপক বর্ণনার জন্য সাংখ্যোক্ত প্রধান শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হয়। [শরীরং···দর্শয়তি] সেখানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্য কল্পনা হইয়াছে। এ অর্থ প্রকরণ ও বাক্য উভয়ের দ্বারাই জানা যায়। কঠশ্রুতি অব্যক্ত-শব্দ উল্লেখ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্মাকে রথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ বলিয়াছেন। [আত্মানং···ইতি] যথা—"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মন'কে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহকে তাহার গোচর (ভ্রমণ স্থান) বলিয়া জান। মনীষীগণ বলিয়াছেন

তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি। সংযতৈস্ত্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা, কিন্তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াং তেভ্য এবং প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মানমধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি।—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"ইতি

তত্র য এবেন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ব্বস্যাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদিভাবেন প্রকৃতাস্ত এবেহ পরিগৃহ্যন্তে, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায়। তত্রেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্ব্বত্রেহ

য়তি।—"তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈ"রিতি। অসংযমাভিধানং ব্যতিরেকমুখেন সংযমাবদাতীকরণং, পরশব্দঃ শ্রেষ্ঠবচনঃ। নন্বান্তরত্বেন যদি শ্রেষ্ঠত্বং

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, মীলিত এতত্রিতয়ের নাম ভোক্তা।" [তৈ...গতিরিতি] ঐ সকল যদি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, তাহা হইলে জীব সংসারে নিপতিত হয়। সংযত হইলে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হওয়ায় পর পর ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করতঃ সকলের পর ও পথের পার (ভ্রমিতব্য পথের সমাপ্তি) স্থলে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ (বিষয়), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে (মহৎ=মূল বুদ্ধি বা সমষ্টি বুদ্ধি), অব্যক্ত (কর্ম্মবীজ=বা কার্য্যসংস্কার), অব্যক্তের পরে পরমপুরুষ (কেবল চিৎ)। পুরুষের পরে বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই। পুরুষই চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের সীমা—শেষ সীমা" [তত্র...পন্নম্] পূর্ব্বশ্লোকে রথ-সাদৃশ্য কল্পনার্থ যেগুলি (ইন্দ্রিয়াদি) কথিত হইয়াছিল—সেইগুলিই পরশ্লোকে কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা, প্রকৃত পরিত্যাগ

চ সমানশব্দা এব। অর্থা যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়গ্রহ-গোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টাস্তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্। ইন্দ্রিয়াণাং চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং, মনোমূলত্বাদ্বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিং হ্যারুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারমুপসর্পতি। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি রথিত্বেনোপক্ষিপ্তঃ। কুতঃ, আত্মশব্দাৎ। ভোক্তুশ্চ

তদেন্দ্রিয়াণামেব বাহ্যেভ্যো গন্ধাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্যাদত্যত আহ।—"অর্থা যে শব্দাদয়" ইতি। নান্তরত্বেন শ্রেষ্ঠত্বমপি তু প্রধানতয়া তচ্চ বিবক্ষাধীনং গ্রহেভ্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোঽতিগ্রহতয়াঽর্থানাং প্রাধান্যং শ্রুত্যা বিবক্ষিতমিতীন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থানাং প্রাধান্যাৎ পরত্বং ভবতি। ঘ্রাণজিহ্বাবাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনোহস্তত্বচো হীন্দ্রিয়াণি শ্রুত্যাষ্টৌ গ্রহা উক্তাঃ। গৃহ্নন্তি বশীকুর্ব্বন্তি খল্বেতানি পুরুষপশুমিতি। ন চৈতানি স্বরূপতো বশীকর্ত্তুমীশতে যাবদস্মৈ পুরুষপশবে গন্ধরসনামরূপশব্দকামকর্ম্মস্পর্শান্নোপহরন্তি। অতএব গন্ধাদয়োঽষ্টাবতিগ্রহাস্তদুপহারেণ গ্রহাণাং গ্রহত্বোপপত্তেঃ। তদিদমুক্ত"মিন্দ্রিয়াণাঞ্চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমি"তি। "শ্রুতিপ্রসিদ্ধেরি"তি। গ্রহত্বেনেন্দ্রিয়ৈঃ সাম্যেঽপি মনসঃ স্বগতেন বিশেষেণার্থেভ্যঃ পরত্বমাহ।—"বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্ব"মিতি। কস্মাৎ পুনারথিত্বেনোপক্ষিপ্তো গৃহ্যত ইত্যত আহ।—"আত্মশব্দা"দিতি। তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ।—"ভোক্তুশ্চ" ইতি। তদনেন জীবাত্মা স্বামিতয়া মহানুক্তঃ। অথবা

ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই দুই দোষ হইবেক। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এ তিনটী পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-অর্থে ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও সেই অর্থে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিষয় ও অনন্তর শ্লোকোক্ত অর্থ সমান। ইন্দ্রিয় সকল গ্রহ, বিষয় সকল অতিগ্রহ, এই শ্রৌত উপদেশ অনুসারেই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব। বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্ রূপে? তাহাও বলিতেছি। বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের মূল কারণ মন, সুতরাং মনঃ বিষয়াপেক্ষা পর। মনের পরে বুদ্ধি, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মন বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়াই, বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াই, ভোগ্যসমূহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে। সুতরাং বুদ্ধি

ভোগোপকরণাৎ পরত্বোপপত্তেঃ। মহত্ত্বং চাস্য স্বামিত্বা-দুপপন্নম্। অথ বা,—

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা সম্বিচ্চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥"

ইতি স্মৃতেঃ,

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" ইতি চ শ্রুতেঃ,

যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মেত্যুচ্যতে। সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধি-গ্রহণেনৈব গৃহীতা সতী স্পষ্টায় হিরুক্ ইহোপদিশ্যতে। তস্যা অপি অস্মদীয়াভ্যোবুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ। এত-

---

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধিরাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যত আহ।—"অথ বে"তি। "পূরি"তি। ভোগ্যজাতস্য বুদ্ধিরধিকরণমিতি বুদ্ধিঃ পূঃ। তদেবং সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমজহিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যেকনীড়তয়া হিরণ্যগর্ভবুদ্ধের্ম্মহত্ত্বং চাপনাদাত্মত্বঞ্চ। অত এব বুদ্ধিমাত্রাৎ পৃথক্করণমুপপন্নম্। নন্বেতস্মিন্ পক্ষে হিরণ্যগর্ভবুদ্ধেরাত্মত্বান্ন রথিন আত্মনো ভোক্তুরত্রোপাদানমিতি ন

মন অপেক্ষা পর। বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা পর, বড়, এ কথার অভি-প্রায়, মহান্ আত্মাই ভোগের দ্বারস্বরূপ; সুতরাং পর অর্থাৎ বড়। [অথ··· পপত্তেঃ] কিংবা যাহার নাম মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পুর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি, স্মৃতি এবং যিনি শ্রুতিতে "যিনি ব্রহ্মার বিধান করিয়া, সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বেদ প্রদান বা প্রেরণ (বেদজ্ঞান আবির্ভাবন) করিয়াছিলেন।" এবম্প্রকারে উক্ত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানী ও হিরণ্যগর্ভ-নামে বিখ্যাত, তিনি বা তাঁহার বুদ্ধি অস্মাদির বুদ্ধির ও সকল বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল ভূমি। এই হিরণ্যগর্ভ বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই এখানে "মহান্ আত্মা" নামে উক্ত হইয়াছে। যদিও বুদ্ধিশব্দের উল্লেখে হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পষ্টতার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ দোষাবহ নহে এবং অস্মাদির বুদ্ধি-অপেক্ষা তদীয়বুদ্ধির পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) সহজেই উপপন্ন হয়।

স্মিংস্তু পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্। পরমার্থতস্তু পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোর্ভেদাভাবাৎ। তদেবং শরীরমেবৈকং পরিশিষ্যতে। তেষু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয়া সমনুক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে। শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা। তথা চ,—

রথমাত্রং পরিশিষ্যতেঽপি তু রথবানপীত্যত আহ।—"এতস্মিংস্তু পক্ষ"ইতি। যথা হি সমারোপিতং প্রতিবিম্বং বিম্বান্ন বস্তুতো ভিদ্যতে তথা ন পরমাত্মনো বিজ্ঞানাত্মা বস্তুতো ভিদ্যত ইতি পরমাত্মৈব রথবানিহোপাত্তস্তেন রথমাত্রং পরিশিষ্টমিতি। অথ রথাদিরূপককল্পনায়াঃ শরীরাদিষু কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ।—"শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হী"তি। বেদনা, সুখাদ্যনুভবঃ। প্রত্যর্থমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মেহ জীবো ঽভিমতস্তস্য ব্রহ্মত্বাবগতিঃ। ন চ জীবস্য ব্রহ্মত্বং মানান্তরসিদ্ধং যেনাত্র নাগমোঽপেক্ষ্যেতেত্যাহ।—"তথা" চেতি। বাগিতিতু ছান্দসো দ্বিতীয়ালোপঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়বীজনিরাকরণপরং সূত্রম্।

[এতস্মিংস্তু…ভাবাৎ] এ পক্ষে বা এ অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্মা। পরন্তু জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য। [তদেবং…বিবক্ষিতা] পূর্ব্ব শ্লোকের সমস্তই পর শ্লোকে আছে, কেবল শরীর নাই। ইহাতে বোধ হয়, নিশ্চিত হয়, শ্রুতি শরীর-শব্দ ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত-শব্দ উচ্চারণ করতঃ প্রস্তাবিত শরীরকেই (যাহা আত্মার রথ তাহাকেই) বলিয়াছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়, বেদনা (সুখাদ্যনুভব), এতৎসংযুক্ত অবিদ্যাবান্ জীবের শরীর প্রভৃতিকে রথাদিরূপকে বর্ণন করতঃ ভোক্তার সংসারগতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন করায় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের বর্ণন করাই হইয়াছে এবং তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাই তদ্বিধ রূপক কল্পনার উদ্দেশ্য। [তথাচ…দর্শয়তি] শ্রুতি "এই আত্মা সকল ভূতে গূঢ় ; গূঢ় বলিয়া বিস্পষ্ট

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" ইতি।

বৈষ্ণবস্য পরমপদস্য দুরবগমত্বমুক্ত্বা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি—

"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" ইতি।

এতদুক্তং ভবতি। বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ—বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেৎ। মনোঽপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ। তামপি বুদ্ধিং মহত্যাত্মনি ভোক্তর্য্যগ্র্যায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিযচ্ছেৎ। মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি। তদেবং পূর্ব্বাপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্যাবকাশঃ॥১॥

নহেন; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা নির্ম্মল সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা (সূক্ষ্মবুদ্ধি—যোগ) তাঁহাকে দর্শন করেন।" এইরূপে শ্রুতি বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরমপদের দুর্ব্বোধ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও বলিয়াছেন। [যচ্ছেৎ...কাশঃ] বুদ্ধিমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন (বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন)। পরে মন'কে জ্ঞানে ধারণ করিবেন অর্থাৎ বিকল্প দোষ দর্শন করতঃ বিষয়বিকল্পক মন'কে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পর্য্যবসান করিবেন। অনন্তর বুদ্ধিকে মহদাত্মায় নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ-আত্মায় (জীবাত্মায়) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে) শান্ত আত্মায় (পরমাত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব্ব পর, এই আত্মাই প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম পুরুষ ও প্রাপ্যতার শেষ। এবম্প্রকারে প্রোক্ত প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচন করিলে সাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥ *

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতীদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দার্হত্বং শরীরস্য যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দার্হং অস্পষ্ট-বচনস্ত্বব্যক্তশব্দ ইতি। অত উত্তরমুচ্যতে। সূক্ষ্মন্ত্বিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। যদ্যপি স্থূলমিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমর্হতি তথাপি তস্য ত্বারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মমব্যক্তশব্দমর্হতি। প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ, যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ

প্রকৃতের্ব্বিকারাণামনন্যত্বাৎ প্রকৃতেরব্যক্তত্বং বিকারে উপচর্য্যতে। যথা গোভিঃ শ্রীণীতেতি গোশব্দস্তদ্বিকারে পয়সি। অব্যক্তাৎ কারণাদ্ বিকা-রাণামনন্যত্বেনাব্যক্তশব্দার্হত্বে প্রমাণমাহ।—"তথা চ শ্রুতি"রিতি। অব্যা-

---

প্রকরণ ও বাক্য শেষ দেখিয়া ও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া অব্যক্ত-শব্দের শরীর-অর্থ স্থির করিতেছ কর; কিন্তু আশঙ্কা, শ্রুতি কি প্রকারে ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত বলিলেন? শরীর স্থূল, অতি স্থূল, স্পষ্টই দেখা যায়, সুতরাং ইহা ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত, কি প্রকারে তাহা অস্পষ্টবাচী অব্যক্ত? এই কথার প্রত্যুত্তর সূত্র "সূক্ষ্মন্তু" ইতি। ঐ অব্যক্ত শব্দ স্থূলশরীর অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই, কারণ শরীরাভি-প্রায়েই কথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারণ সমানার্থ। যাহা সূক্ষ্ম—তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। [যদ্যপি…দর্শয়তি] যদিও এই স্থূল শরীর স্বয়ং অব্যক্তশব্দযোগ্য নহে, না হইলেও ইহার আরম্ভক (প্রকৃতি বা উপা-দান) সূক্ষ্ম ভূতনিচয় অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। বিকার-পদার্থে প্রকৃতিবাচক

---

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিষেধার্থঃ। যদুক্তং শরীরমব্যক্তশব্দং তৎ সূক্ষ্মং কারণং কারণশরীর-বিষয়মিত্যর্থঃ। ততশ্চ স্থূলত্বাৎ ব্যক্তশব্দার্হং শরীরং কথমব্যক্তশব্দেনোক্তমিতি শঙ্কা ন কার্য্যা। তদর্হত্বাৎ অব্যক্তস্যৈব সূক্ষ্মশব্দযোগ্যত্বাদিতি সূত্রার্থঃ।—শরীরই অব্যক্ত। যে শরীর রথ-রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণশরীরাভিপ্রায়ে কথিত। কারণ শরীর সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অব্যক্ত। যাহা যাহা সূক্ষ্ম তাহা তাহাই অব্যক্তশব্দের যোগ্য। বিস্তৃত বর্ণনা ভাষ্যানুবাদে আছে।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি, ইদমেব ব্যাকৃতং নাম-রূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্যবস্থমব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥ *

অত্রাহ, যদি জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং প্রাগবস্থমব্যক্তশব্দার্হমভ্যুপগম্যেত, তদাত্মনা চ শরীরস্যাপ্য-ব্যক্তশব্দার্হত্বং প্রতিজ্ঞায়েত, স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ

কৃতমব্যক্তমিতানর্থান্তরম্। নন্বেবং সতি প্রধানমেবাভ্যুপেতং ভবতি, সুখ-দুঃখমোহাত্মকং হি জগদেবম্ভূতাদেব কারণাদ্ভবিতুমর্হতি কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। যচ্চ তস্য সুখাত্মকত্বং তৎ সত্ত্বম্, যচ্চ তস্য দুঃখাত্মকত্বং তদ্রজঃ, যচ্চ তস্য মোহাত্মকত্বং তত্তমঃ। তথা চাব্যক্তং প্রধানমেবাভ্যুপেতমিতি শঙ্কানিরাকরণার্থং সূত্রম্।

প্রধানং হি সাংখ্যানাং সেশ্বরাণামনীশ্বরাণাং বেশ্বরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞেভ্যো বা বস্তুতো ভিন্নং শক্যং নির্ব্বক্তুম্। ব্রহ্মণস্ত্বিয়মবিদ্যা শক্তির্মায়াদিশব্দবাচ্যা ন

শব্দের প্রয়োগ অনেক দেখা গিয়াছে। যথা—"সোম গাভির সহিত মিশ্রিত করিবেক।" দুগ্ধের প্রকৃতি গো, সেই গো ঐ শ্রুতিতে তদ্বিকৃতি দুগ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এ সকল অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ছিল।" অব্যাকৃত=বীজ-শক্তি। এই বিভিন্ন নাম রূপাত্মক জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত অর্থাৎ নামরূপবর্জ্জিত ছিল। এ সকল নাম রূপাদি বীজরূপে বা শক্তিরূপে ছিল, এজন্য সে অবস্থা অব্যক্ত।

কেহ কেহ বলিবেন, যদি অনভিব্যক্ত নামরূপ বীজরূপে অবস্থিত পূর্ব্বা-বস্থাপন্ন জগৎকে অব্যক্তশব্দের যোগ্য বল, তদ্দৃষ্টান্তে বীজীভূত শরীরকেও অর্থাৎ (শরীরের কারণ বা মূলতত্ত্বকেও) অব্যক্ত শব্দের বোধ্য বল, তাহা হইলে প্রকারান্তরে প্রধানবাদ স্বীকার করা হইল। কারণ, সাংখ্য

---

* যথেন্দ্রিয়ব্যাপারস্যার্থাধীনত্বাৎ পরত্বমেবং সূক্ষ্মশরীরাধীনত্বাৎ, বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য। অথবা তস্যেশ্বরাধীনত্বাৎ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—সূক্ষ্ম শরীর স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন, সুতরাং সিদ্ধান্ত হানিদোষ হয় না। আমাদের মতে বন্ধমোক্ষব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন, সেই জন্য তাহা পর।

এবং সত্যাপদ্যেত, অস্যৈব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বে-
নাভ্যুপগমাদিতি। অত্রোচ্যতে। যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ
প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা
প্রধানকারণবাদম্। পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা
জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা
অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং
সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। মুক্তানাঞ্চ
পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দ্দাহাৎ। অবিদ্যা-

শক্যা তত্ত্বেনান্যত্বেন বা নির্ব্বক্তুম্। ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং যদনির্ব্বাচ্যত্বং
নাম। সোঽয়মব্যাকৃতবাদস্য প্রধানবাদাদ্ভেদঃ। অবিদ্যাশক্তেশ্চেশ্বরা-
ধীনত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। ন চ দ্রব্যমাত্রমশক্তং কার্য্যায়াঽলমিতি শক্তেরর্থবত্ত্বং,
তদিদমুক্তমর্থবদিতি। স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশক্ত্যা সংসারঃ
প্রতীয়তে হন্ত মুক্তানামপি পুনরুৎপাদপ্রসঙ্গঃ, তস্যাঃ প্রধানবত্তাদবস্থ্যাৎ,
তদ্বিনাশে বা সমস্তসংসারোচ্ছেদস্তন্মূলাবিদ্যাশক্তেঃ সমুচ্ছেদাদিত্যত আহ।—
"মুক্তানাঞ্চ পুন"র্ব্বন্ধস্য "অনুৎপত্তিঃ"। কুতঃ "বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তে-
র্দ্দাহাৎ"। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন বয়ং প্রধানবদবিদ্যাং সর্ব্বজীবেষ্বেকামা-
চক্ষ্মহে যেনৈবমুপালভেমহি, কিং ত্বিয়ং প্রতিজীবং ভিদ্যতে। তেন যস্যৈব
জীবস্য বিদ্যোৎপন্না তস্যৈবাবিদ্যাঽপনীয়তে ন জীবান্তরস্য, ভিন্নাধিকর-

---

বাদীরা জগতের পূর্ব্বাবস্থাকেই প্রধান বলেন। বাদিগণের এ আপ-
ত্তির প্রত্যুত্তর এই যে, যদি আমরা স্বতন্ত্রা বা পৃথক্ পূর্ব্বাবস্থাকে (জগতের)
জগৎ কারণ বলিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত
হইত। আমরা যে পূর্ব্বাবস্থা অঙ্গীকার করি, তাহা পরমেশ্বরের অধীন,
সাংখ্যের ন্যায় স্বাধীন নহে। [সা…জীবাঃ] তাহাই অবশ্য স্বীকার্য্য; তাহাই
প্রয়োজনীয়। সে অবস্থা বা সে পূর্ব্বাবস্থা ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব
সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম নিঃশক্তি, সুতরাং সেই শক্তির যোগে তিনি পর-
মেশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা। সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না।
তাহা মায়া, জ্ঞান তাহাকে দগ্ধ করে, তৎকারণে মুক্তজীবের পুনঃসংসার হয়
না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে শক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তাহা অবিদ্যা ভিন্ন
অন্য কিছু নহে। সেই অবিদ্যাত্মিকা বীজ-শক্তিই অব্যক্তশব্দের নির্দ্দেশ্য অর্থাৎ

ত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তির্যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। তদেতদব্যক্তং ক্বচিদাকাশশব্দনির্দ্দিষ্টং, এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ। ক্বচিদক্ষরশব্দোদিতং, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ।

ণয়োর্ব্বিদ্যাবিদ্যয়োরবিরোধাৎ, তৎ কুতঃ সমস্তসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। প্রধানবাদিনাং ত্বেষ দোষঃ—প্রধানস্যৈকত্বেন তদুচ্ছেদে সর্ব্বোচ্ছেদোঽনুচ্ছেদে বা ন কস্য চিদিত্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। প্রধানভেদেঽপি চেত্তদবিবেকখ্যাতিলক্ষণাবিদ্যাসদসত্ত্বনিবন্ধনৌ বন্ধমোক্ষৌ তর্হি কৃতং প্রধানেনাবিদ্যাসদসত্ত্বাভ্যামেব তদুপপত্তেঃ। ন চাবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো জীবভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয়াদুভয়াসিদ্ধিরিতি সাম্প্রতম্। অনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবদুভয়সিদ্ধেঃ। অবিদ্যাত্বমাত্রেণ চৈকত্বোপচারোঽব্যক্তমিতি চাব্যাকৃতমিতিচেতি। নন্বেবমবিদ্যৈব জগদ্বীজমিতি কৃতমীশ্বরেণেত্যত আহ।—"পরমেশ্বরাশ্রয়ে"তি। ন হ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং কার্য্যায় পর্য্যাপ্তমিতি স্বকার্য্যং কর্ত্তুং পরমেশ্বরং নিমিত্ততয়োপাদানতয়া চাশ্রয়তে, প্রপঞ্চবিভ্রমস্য হীশ্বরাধিষ্ঠানত্বমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বং, তেন যথাঽহিবিভ্রমো রজ্জূপাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোপাদানঃ। তস্মাজ্জীবাধিকরণাপ্যবিদ্যা নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া চেশ্বরমাশ্রয়ত ইতীশ্বরাশ্রয়েত্যুচ্যতে, ন ত্বাধারতয়া, বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেরিতি। অত এবাহ "যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবা" ইতি। যস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং শেরতে

তাহারই অন্য নাম অব্যক্ত। তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী, তাহার অন্য নাম মহাসুষুপ্তি ও মহাপ্রলয়। প্রলয়কালে সংসারি জীব তাহাতেই স্বরূপপ্রতিবোধশূন্য হইয়া শয়ান থাকে। বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে, তেমনি, সেই অবিদ্যা বীজে জগৎ থাকে। [তদেত…শরীরস্য] শ্রুতিতে এই অব্যক্ত আকাশ, অক্ষর ও মায়া নামে কথিত হয়। যথা—"হে গার্গি! আকাশ কিসে ওতপ্রোত?" "পর অক্ষর হইতেও পর" "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।" ইত্যাদি। মায়া-শক্তি বস্তু সৎ, কি অসৎ, সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক্, কি অপৃথক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না। সেই জন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঈদৃশ অব্যক্ত হইতে মহতত্ত্ব জন্মে

কচিন্মায়েতি সূচিতং, মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহে-শ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূ-পণস্যাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্। অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ। যদা হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধির্ম্মহান্, যদা তু জীবো মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য মহতঃ পরম-ব্যক্তমিত্যুক্তম্। অবিদ্যা হ্যব্যক্তম্। অবিদ্যাবত্ত্বে চ জীবস্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সন্ততো বর্ত্ততে। তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে। সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরি-শিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য। অন্যে তু বর্ণয়ন্তি, দ্বিবিধং হি শরীরং

জীবাঃ। জীবানাং স্বরূপং বাস্তবং ব্রহ্ম তদ্বোধরহিতাঃ শেরত ইতি লয় উক্তঃ। সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্তঃ। "অব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য" ইতি। যদ্যপি জীবাব্যক্তয়োরনাদিত্বেনানিয়তং পৌর্ব্বাপর্য্যং তথাপ্যব্যক্তস্য পূর্ব্বত্বং বিব-ক্ষিত্বৈতদুক্তং "সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনা"মিতি। গোবলীবর্দ্দপদবদে-তৎ দ্রষ্টব্যম্। আচার্য্যদেশীয়মতমাহ।—"অন্যেত্বি"তি। এতদ্দূষয়তি:—

বলিয়া শ্রুতি "মহতঃ পরমব্যক্তম্" বলিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির নাম মহান্ (মহতত্ত্ব), এ পক্ষেও ঐ অর্থ সঙ্গত হইবে। যদি জীবকে মহান্ বল, তাহা হইলে জীব অব্যক্তের অধীন; সুতরাং সে পক্ষেও "মহতঃ পরমব্যক্তং" কথা সঙ্গত হয়। বিবেচনা কর, অবিদ্যাই অব্যক্ত, জীবও তদ্বিশিষ্ট। তদ্বিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার অলুপ্ত বা অচ্ছিন্ন থাকে। জৈবিক ব্যবহার অবিদ্যার অধীন বলিয়াই শ্রুতি উপচারক্রমে অব্যক্তকে পর বলিতেও পারেন। শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য; পরন্তু অভেদ (শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে; এক।) অভিপ্রায়ে শরীরকে অব্যক্ত বলা অন্যায্য নহে। শ্রুতি "ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ" এতদ্রূপে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিয়া বলাতেও পরিশেষ প্রযুক্ত অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের গ্রহণ হইতে পারে। [অন্যে...মিতি] কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল

স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। স্থূলং যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্র বক্ষ্যতে, তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্ব্বং রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতং, ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাত্তস্য পরত্বম্। যথা অর্থাধীনত্বাদিন্দ্রিয়ব্যাপারস্যেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বমর্থানামিতি। তৈস্ত্বেতদ্বক্তব্যম্। অবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি। আম্নাতস্যাঽর্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নাম্নাতং পর্য্যনুযোক্তুম্। আম্নাতঞ্চাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

"তৈস্ত্বি"তি। প্রকরণপারিশেষ্যয়োরুভয়ত্র তুল্যত্বান্নৈকগ্রহণনিয়মহেতুরস্তি।

শরীর এই—যাহা নিত্য উপলব্ধ হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীর পরে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্ব শ্রুতি স্থূল শরীরকেই রথ বলিয়াছেন এবং এ শ্রুতি অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই যে, সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও সূক্ষ্ম শরীর ঘটিত। কাযেই তাহা জীব অপেক্ষা বড়। যেমন ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিষয়ের অধীন (বিষয়ের অভাবে কোনও ইন্দ্রিয় সব্যাপার হয় না বা থাকে না) বলিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, জৈবিক বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন বলিয়া জীব অপেক্ষা অব্যক্ত-নামক সূক্ষ্ম শরীরের পরত্ব। [তৈ...প্রসঙ্গাৎ] ঐরূপ বলিলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, যখন পূর্ব্ব শ্লোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগ না করিয়া সামান্যতঃ শরীরকে রথ বলা হইয়াছে এবং প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির সাম্য আছে, তখন যে পরশ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরেরই গ্রহণ, স্থূল শরীরের নহে, ইহা তুমি কিসে জানিলে? যদি বল, আমরা শ্রুত্যুক্ত কথার অর্থ করিতে পারি, কেন বলিলেন বলিয়া শ্রুতিকে অনুযোগ করিতে পারি না, সুতরাং শ্রুতিকথিত অব্যক্ত-শব্দের সারসিক অর্থ সূক্ষ্ম, তাহাই বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি,

শক্নোতি নেতরদ্ব্যক্তত্বাৎ তস্যেতি চেৎ, ন, একবাক্যতা-মনাপদ্য কঞ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়া-প্রসঙ্গাৎ। ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈকবাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি। তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেঽনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি, কুত আম্নাতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। ন চৈবং মন্তব্যং, দুঃশোধ-ত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং, স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎস-

---

শঙ্কতে।—"আম্নাতস্যার্থ"মিতি। অব্যক্তপদমেব স্থূলশরীরব্যাবৃত্তিহেতু-র্ব্যক্তত্বাত্তস্যেতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"নৈকবাক্যতাধীনত্বা"দিতি। প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গেনৈকবাক্যত্বে সম্ভবতি ন বাক্যভেদো যুজ্যতে। ন চাকাঙ্ক্ষাং বিনৈকবাক্যত্বমুভয়ঞ্চ প্রকৃতমিত্যুভয়ং গ্রাহ্যত্বেনে-হাকাঙ্ক্ষিতমিত্যেকাভিধায়কমপি পদং শরীরদ্বয়পরম্। ন চ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা ঽতৎপরামিত্যৌপচারিকং ন ভবতি। যথোপহন্তৃমাত্রনিরাকরণাকাঙ্ক্ষায়াং কাকপদং প্রযুজ্যমানং শ্বাদিসর্ব্বহন্তৃপরং বিজ্ঞায়তে। যথাহুঃ,—

কাকেভ্যো রক্ষ্যতামন্নমিতি বালোঽপি নোদিতঃ।
উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি॥ ইতি।

নমু ন শরীরদ্বয়স্যাত্রাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্য ন তু যাট্‌কৌশিকস্য স্থূলস্য, তদ্ধি দৃষ্টবীভৎসতয়া সুকরং বৈরাগ্যবিষয়ত্বেন শোধয়িতব্যমিত্যত আহ।—"ন চৈবং মন্তব্য"মিতি। বিষ্ণোঃ পরমং পদ-

---

অন্য কিছু বলিতে পারি না। এরূপ বলিলে তদুত্তরে বলিব, শ্রুতিবাক্যের অর্থ সংগ্রহ একবাক্যতা নিয়মের অধীন। পূর্ব্বাপর বাক্য এক না হইলে কোনও অর্থ প্রতিপাদিত হয় না। হয় বলিলে প্রকৃত হানি ও অপ্রকৃত গমন দোষ হইবে। [ন চ···প্রতিপত্তিঃ] বিনা আকাঙ্ক্ষায় এক বাক্য (বহু বাক্য মিলিত হইয়া একার্থবোধক) হয় না। সমানরূপে উভয় শরীর গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও যদি আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সম্বন্ধ (অন্বয়) স্বীকার না কর, তাহা হইলে অর্থদোষ দূরে থাকুক, এক বাক্যই হইবে না। [ন চৈবং···বিবক্ষ্যতে] এমন মনে করিও না যে, শোধন (অর্থের দোষ পরিহার) করা যায় না বলিয়াই এখানে সূক্ষ্ম শরীরের

তয়া সুশোধত্বাদ্ গ্রহণমিতি। যতো নৈবেহ শোধনং কস্যচিদ্বিবক্ষ্যতে। ন হ্যত্র শোধনবিধায়ি কিঞ্চিদাখ্যাতমস্তি। অনন্তরনির্দ্দিষ্টত্বাত্তু কিং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি, ইদমিহ বিবক্ষ্যতে। তথা হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্ত্বা পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিত্যাহ। সর্ব্বথাপি ত্বানুমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথা নামাস্তু ন নঃ কিঞ্চিচ্ছিদ্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥*

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাংখ্যৈঃ প্রধানং স্মর্য্যতে গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি বদদ্ভিঃ। ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ

মবগময়িতুং পরং পরমত্র প্রতিপাদ্যত্বেন প্রস্তুতং ন তু বৈরাগ্যায় শোধনমিত্যর্থঃ। অলং বা বিবাদেন, ভবতু সূক্ষ্মশরীরং পরিশোধ্যং, তথাপি ন সাংখ্যাভিমতমত্র প্রধানং পরমিত্যভ্যুপেত্যাহ।—"সর্ব্বথাপি ত্বি"তি।

ইতোঽপি নায়মব্যক্তশব্দঃ সাংখ্যাভিমতপ্রধানপরঃ। সাংখ্যৈঃ খলু প্রধানাদ্বিবেকেন পুরুষং নিঃশ্রেয়সায় জ্ঞাতুং বা বিভূত্যৈ বা প্রধানং জ্ঞেয়-

---

গ্রহণ হইবে। কেন-না, ঐ বাক্যে শোধন-বিবক্ষা নাই, শোধক কথাও নাই। ঐ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে। সে পরম পদ কি? এখানে কেবল তাহাই বিবক্ষিত। তৎক্রমে ইহা অমুক অপেক্ষা পর, অমুক অমুক অপেক্ষা পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছু নাই, এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। [তথাহি…ছিদ্যতে] যে পথেই যাও, যেরূপ ব্যাখ্যাই কর, অনুমানগম্য প্রধানের নিরাস হইলেই হইল, ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

সাংখ্যবাদীরা বলে, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ। প্রকৃতি-জ্ঞান না হইলে কি প্রকারে তদ্ভেদপুরস্কারে পুরুষজ্ঞান হইবে? অতএব,

---

* ব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বাভিধানং নাস্তীতি নাত্রাব্যক্তশব্দঃ প্রধানবাচীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—উদাহৃত শ্রুতি অব্যক্ত-শব্দ বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাকে জানিতে বলেন নাই। কাজেই বলিতে হয়, এ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে। সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে হয়।

পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি। কচিচ্চ বিভূতিবিশেষ-প্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি। ন চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে, পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দো, নেহাব্যক্তং জ্ঞাতব্যমুপাসিতব্যঞ্চেতি বাক্যমস্তি। ন চানুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থমিতি শক্যং প্রতিপত্তুম্। তস্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে। অস্মাকন্তু রথরূপক-কৢপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়-মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥ *

অত্রাহ সাঙ্খ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্। কথং, শ্রূয়তে হ্যুত্তরত্রাব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্।

ত্বেনোপক্ষিপ্যতে, ন চেহ জানীয়াদিতি চোপাসীতেতি বা বিধিবিভক্তি-শ্রুতিরস্তি, অপি ত্বব্যক্তপদমাত্রং, ন চৈতাবতা সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানং ভব-তীতি ভাবঃ। জ্ঞেয়ত্বাবচনস্যাসিদ্ধিমাশঙ্ক্য তৎসিদ্ধিপ্রদর্শনার্থং সূত্রম্।

সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ কৈবল্য লাভের নিমিত্ত তাহাকে জানিতে হয় এবং অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে জানিতে হয়। কিন্তু এখানে যে অব্যক্ত শব্দ আছে, এ অব্যক্ত জ্ঞেয় নহে, উপাসিতব্যও নহে। কেবল শব্দমাত্রে অব্যক্ত। এই জন্যই বলি, এখানে অব্যক্ত শব্দে প্রধানের অভিধান (কথন) হয় নাই। এখানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের জন্যই কৢপ্ত রথরূপ শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক প্রোক্ত অব্যক্ত শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে, পদার্থ বিশেষ প্রতিপাদনের জন্য নহে।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, শ্রুতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব কথন নাই, এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। কারণ এই যে, শ্রুতি উহারই পরে অব্যক্তশব্দ-কথিত

---

* অশব্দমিত্যাদি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্ববচনমস্তীতি চেৎ মন্যসে তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ, প্রকরণাৎ প্রকরণবলেন; তত্র প্রাজ্ঞ এবাত্মা প্রতীয়তে ন তু প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ।— শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে অব্যক্ত জানিবার কথা আছে, প্রকরণ অনুসারে জানা যায়, তাহার অর্থ আত্মা, প্রধান নহে।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি।

অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতৌ নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। তস্মাৎ প্রধানমেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টমিতি। অত্র ব্রূমঃ। নেহ প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। কুতঃ। প্রকরণাৎ। প্রাজ্ঞস্য হি প্রকরণং বিততং বর্ত্ততে,—

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"।
ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে"।
ইতি চ দুর্জ্ঞানত্ববচনেন তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ।

প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যথা—"যাহা শব্দবর্জ্জিত, স্পর্শরহিত, রূপহীন, ক্ষয়রহিত, রসবর্জ্জিত, গন্ধশূন্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব অর্থাৎ কূটবৎ নির্ব্বিকার, উপাসকগণ তাহাকে জানিয়া মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হন।" [অত্র...গম্যতে] সাংখ্যস্মৃতিতে যেরূপ মহতের পর শব্দাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে, এখানে (শ্রুতিতে) ঠিক্ সেইরূপ বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখানেও অব্যক্ত শব্দে প্রধানই কীর্ত্তিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় নাই, জ্ঞেয় আত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। [কুতঃ···ফলত্বাচ্চ] হেতু এই যে, ঐ বাক্য বা ঐ উপদেশ আত্মার প্রকরণে (প্রস্তাবে) কথিত। "পুরুষের পর অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, পুরুষই শেষ-সীমা এবং পুরুষই পরমপ্রাপ্য" ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা জানা যায়, উহা আত্মারই প্রকরণ। "ইনি সকল ভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন, তাই ইনি (আত্মা) স্পষ্ট প্রতিভাত হন

"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদি-সংযমস্য বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাচ্চ। ন হি প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাঙ্খ্যৈরিষ্যতে। চেতনাত্মবিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেষামভ্যুপগমঃ। সর্ব্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনোঽশব্দাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে। তস্মান্ন প্রধানস্যাঽত্র জ্ঞেয়ত্বমব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টত্বং বা ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥ *

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যস্মাৎ

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্।

বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসংবাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে কুপিতেন পিত্রা প্রহিতায় তুষ্টস্ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ। নচিকেতাস্তু প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে, দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাম্। বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি বচনাৎ। ন তু তত্র বরপ্রদানে প্রধানগোচরো স্তঃ প্রশ্নপ্রতিবচনে। তস্মাৎ কঠবল্লীষগ্নিজীবপরমাত্মপরৈব বাক্যপ্রবৃত্তির্ন ত্বপ্রক্রান্তপ্রধানপরা ভবিতুমর্হতীত্যাহ।—"ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্ব"মিতি। হন্ত ত ইদং প্রব-

---

না।" ইত্যাদি শাস্ত্রে আত্মাকেই দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে সুতরাং আত্মাই জ্ঞেয়, ইহা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আত্মা দুর্জ্ঞেয়, তাই তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্‌সংযমাদির বিধান। মৃত্যু অতিক্রম-ফল ও আত্মবিজ্ঞানের ফল। [ন হি…বা] কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে মৃত্যু অতিক্রম হয়, ইহা সাংখ্যেরাও বলেন না। তাঁহারা বলেন, চিদাত্মবিজ্ঞানেই মৃত্যু অতিক্রম হয়। অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্ঞ-আত্মাকে অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায়। এই সকল কারণে, প্রোক্ত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে।

শ্রুতিকথিত অব্যক্ত প্রধান নহে, জ্ঞেয়ও নহে। কঠবল্লীতে দেখা

---

* মৃত্যুনা নচিকেতসম্প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষেত্যুক্তেস্ত্রয়াণামেব প্রশ্নো নচিকেতসা কৃতঃ। উপন্যাসঃ প্রত্যুত্তরোঽপি মৃত্যুনা ত্রয়াণামেব দত্তো নান্যস্যেতি নাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বং ন বা তস্য

ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে কঠ-বল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসোদৃশ্যতে, তদ্বিষয় এব চ প্রশ্নঃ, নাতোঽন্যস্য প্রশ্ন উপন্যাসো বাঽস্তি। তত্র তাবৎ—

"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো! প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং" ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

ইতি জীববিষয়ঃ।

ক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যনেন ব্যবহিতং জীববিষয়ং, যথা তু মরণং প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতমেত্যাদিপ্রতিবচনমিতি যোজনা। অত্রাহ চোদকঃ কিং জীবপরমাত্মনোরেক এব প্রশ্নঃ কিং বান্যো জীবস্য, যেয়ং প্রেতে মনুষ্য ইতি প্রশ্নোঽন্যশ্চ পরমাত্মনোঽন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদিঃ। একত্বে সূত্রবিরোধঃ। "ত্রয়াণামি"তি। ভেদে তু সৌমনস্যাবাপ্ত্যগ্ন্যাত্মজ্ঞানবিষয়বরত্রয়প্রদানা-নন্তর্ভাবো ঽন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদেঃ প্রশ্নস্য। তুরীয়বরান্তরকল্পনায়াং বা তৃতীয় ইতি শ্রুতিবাধপ্রসঙ্গঃ। বরপ্রদানানন্তর্ভাবে প্রশ্নস্য তদ্বৎ প্রধানাখ্যান-

---

যায়, বরপ্রদান প্রসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিন পদার্থের উপদেশ আছে। অন্য কিছুর উপদেশ নাই। নচিকেতাও ঐ তিন পদার্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন। অন্য কিছু চাহেন নাই। [তত্র...তস্যেতি] যথা—"নচিকেতা বলিলেন, হে যম! তুমি যদি স্বর্গসাধন অগ্নিতত্ত্ব জ্ঞাত থাক—তবে তুমি তাহা শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল।" ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন। পুনশ্চ বলিলেন, "মনুষ্য মরিলে লোকে যে সন্দেহ করে, থাকে ও থাকে না, সেই সন্দেহ আমার বিদূরিত হউক। তোমার উপদেশে আমি যেন উহার তথ্য

প্রধানার্থত্বমিতি সূত্রার্থো ঽনুসন্ধেয়ঃ।—অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর থাকায় প্রোক্ত অব্যক্ত জ্ঞেয়ও নহে, প্রধানও নহে।

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ" ॥

ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ। প্রতিবচনমপি—

"লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা" ইত্যগ্নিবিষয়ম্।

"হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥"
"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥" ইতি

ব্যবহিতং জীববিষয়ম্। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্। নৈবং প্রধানবিষয়ঃ প্রশ্নোঽস্তি অপৃষ্টত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তস্যেতি। অত্রাহ, যোঽয়মাত্মবিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য ইতি, কিং স এবাঽয়মন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি পুনরনু-

---

জ্ঞাত হই। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।" এটী জীববিষয়ক প্রশ্ন। পরে আছে, "যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, যাহা কার্য্য কারণের অতীত, যাহা ভূত ভবিষ্যতের অন্ত, তাহাই বল।" এটী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন। যমের প্রত্যুত্তরও ঐ সকলেরই অনুরূপ। যথা—"যম নচিকেতাকে লোক-কারণ অগ্নি ও যত ইষ্টকা সমস্তই বলিলেন।" ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রত্যুত্তর। "আমি তোমাকে লোকগুহ্য সনাতন ব্রহ্ম বলিব। হে গৌতম! মরণপ্রাপ্ত আত্মা যাহা বা যে-প্রকার হয় তাহা বলিতেছি। যেমন কর্ম্ম ও যেমন জ্ঞান, মরণপ্রাপ্ত আত্মা তদনুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ পুনঃশরীর প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়।" এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক। নচিকেতা প্রধানের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, মৃত্যুও তাহার স্বরূপ বলেন নাই। [অত্রাহ...সামর্থ্যাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জিজ্ঞাসা করেন, নচিকেতার "মনুষ্য মরণ প্রাপ্ত হইলে লোকে যে সন্দেহ করিয়া থাকে,—কেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না,—সুতরাং সন্দেহ হয়, সো

কৃষ্যতে, কিং বা ততোহন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত ইতি। কিঞ্চাতঃ। স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃষ্যত ইতি যদ্যুচ্যেত তদা দ্বয়োরাত্মবিষয়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নি-বিষয় আত্মবিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত ইতি যদ্যুচ্যেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নকল্প-নায়ামদোষঃ, এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাস-কল্পনায়ামদোষঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিৎ কল্পয়ামঃ, বাক্যোপক্রম-

---

মপ্যানন্তর্ভূতং বরপ্রদানে হস্ত মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাক্ষেপঃ। পরিহরতি—"অত্রোচ্যতে নৈবং বয়মিহে"তি। বস্তুতো জীবপরমাত্মনোরভেদাৎ প্রষ্টব্যা-ভেদেনৈক এব প্রশ্নঃ। অত এব প্রতিবচনমপ্যেকং সূত্রং ত্ববাস্তবভেদাভি-প্রায়ম্। বাস্তবশ্চ জীবপরমাত্মনোরভেদস্তত্র তত্র শ্রুত্যুপন্যাসেন ভগবতা ভাষ্যকারেণ দর্শিতঃ। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্যেত্যাদি। যেয়ং প্রেত ইতি হি নচিকেতসঃ প্রশ্নমুপশ্রুত্য তত্তৎকামবিষয়মলোভঞ্চাস্য

কারণে আপনি উহার তথ্য বলুন," যে-আত্মা এই প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য, সেই আত্মাই কি "ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত," ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছেন? অথবা অন্য কোন অভিনব আত্মার স্বরূপ ঐ বাক্যে কথিত বা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে? পূর্ব্বোক্ত প্রষ্টব্য আত্মাই যদি পরবাক্যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মবিষয়ক প্রশ্নদ্বয় এক হইয়া পড়ে। সুতরাং এক আত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন এবং এক অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন, এই দুইটী মাত্র প্রশ্নের বিন্যাস হওয়ায় তিন্ প্রশ্নের বিন্যাস, এ কথা সঙ্গত হয় না। আর যদি অভিনব প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বরপ্রদান ব্যতীরেকেও প্রশ্নের কল্পনা করিতে হয়। (অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিকেতার প্রশ্ন ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয়।) যদি বরপ্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্ন-কল্পনা কর, তবে, প্রশ্নব্যতিরেকেও প্রধানের কল্পনা (বর্ণন) করিতে পার। এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে আমরা বিনা বরপ্রদানে প্রশ্নের কল্পনা করি নাই। বাক্যের উপক্রমের অর্থাৎ প্রারম্ভের

সামর্থ্যাৎ। বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসম্বাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে পিত্রা প্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ, নচিকেতাঃ কিল তেষাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে, দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাং, যেয়ং প্রেত ইতি, বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র যদ্যন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতিরেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাদ্বাক্যং বাধ্যেত। ননু প্রষ্টব্যভেদাদপূর্ব্বোঽয়ং প্রশ্নো ভবিতুমর্হতি, পূর্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ, যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসাভিধানাৎ, জীবশ্চ ধর্ম্মাদিগোচরত্বান্নান্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি, প্রাজ্ঞস্তু ধর্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি,

---

সামর্থ্যেই আমরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। [বর…লক্ষ্যতে] ঐ যম-নচিকেতা-সংবাদটী বরপ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখা যায় এবং উহার প্রারম্ভ অনুসারে উহাতে বরপ্রদানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। [মৃত্যুঃ…বাধ্যেত] নচিকেতার পিতা নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে মৃত্যু নচিকেতাকে তিন্ বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার সৌমনস্য অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে আত্মবিদ্যা জানিবার প্রার্থনা করিলেন। আত্মবিদ্যা বিদিত হওয়াই যে তৃতীয় বর, তাহা "বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" এই কথাতেই ব্যক্ত আছে। এখন বিবেচনা কর, "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত তাহা আমায় বল" এই বাক্যে যদি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত তাহা হইলে অবশ্যই বিনা বরপ্রদানে (অর্থাৎ বরপ্রদান বাক্য না থাকিলেও) অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ায় বাক্যভেদ (দুই বাক্য বা এক বাক্যের দুই অর্থ হওয়া) দোষ হইত। [নমু…গমাৎ] যদি বল, জিজ্ঞাস্য বস্তু ভিন্ন, তৎকারণে "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নটীও ভিন্ন, অর্থাৎ উহা একটী নূতন বা পৃথক্ প্রশ্ন। নূতন বা পৃথক প্রশ্ন বলিবার কারণ এই যে, মরণের পর মনুষ্য থাকে কি-না, এ প্রশ্ন জীববিষয়ক। জীবের ধর্ম্মাদি আছে,

তীতি, প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে পূর্ব্বস্যাস্তিত্বনাস্তিত্ব-বিষয়ত্বাদুত্তরস্য ধর্ম্মাদ্যতীতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ, তস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ, ন পূর্ব্বস্যৈবোত্তরত্রানুকর্ষণমিতি চেৎ, ন, জীবপ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ। ভবেৎ প্রষ্টব্য-ভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ। ন ত্বন্যত্ব-মস্তি তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ। ইহ চান্যত্র ধর্ম্মাদি-ত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োর-ভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো ভাগী ভবতি।

সুতরাং "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত তাহা বলুন" এ প্রশ্ন ও ধর্ম্মাদিবিশিষ্ট জীবের প্রশ্ন এক নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা ধর্ম্মাদির অতীত, সুতরাং প্রাজ্ঞ আত্মাই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নের বিষয়। অপিচ, উক্ত উভয় বাক্যের সাদৃশ্যও নাই। পূর্ব্ববাক্যের বিষয় "থাকে কি না" এবং পর-বাক্যের বিষয় ধর্ম্মাদিবর্জ্জিত বস্তু। সুতরাং সাদৃশ্য নাই। এই সকল কারণে বলি, পূর্ব্ববাক্যে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে পরবাক্যে তাহাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে উক্ত প্রশ্নদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন এবং পূর্ব্ববাক্যের জিজ্ঞাস্য পরবাক্যে পুনরুক্ত বা পুন-র্জ্জিজ্ঞাসিত হয় নাই, ইহা স্থির হয়। এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কারণ, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। [ভবেৎ…পরমেশ্বরস্য] প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ আছে, এরূপ বলিতে পার না। জীব যদি প্রাজ্ঞ আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহা হইলে অবশ্যই প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ হইত। প্রত্যুত্তর বাক্যে জন্ম মরণ নিষেধ করায় দেখান হইয়াছে, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। যাহা "ধর্ম্মাতীত তাহা বলুন" এ প্রশ্নের "বিপশ্চিৎ জন্মমরণবর্জ্জিত" এইরূপ প্রত্যু-ত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেই বলা হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, ভিন্ন নহে। জীবের শরীরসম্পর্ক থাকায় জন্মমরণাদি আছে, কিন্তু পরমেশ্বরের তাহা নাই। (যাহার যাহা নাই তাহা তাহার সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। থাকিলে নিষেধ হয়, না থাকিলে নিষেধ হয় না)।

প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন পরমেশ্বরস্য। তথা—

"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চ উভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥"

ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশো জীবস্যৈব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্য মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্যো জীব ইতি দর্শয়তি। প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্ধি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্ত-সিদ্ধান্তঃ। তথা—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥"ইতি

জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্ব-নাস্তিত্বপ্রশ্নস্যানন্তরং অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্বেত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা যদা ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবিভাগপ্রদর্শনেন

নিষেধের দ্বারা শরীরসম্পর্ক রহিত হইলেই জীবের প্রাজ্ঞতা সিদ্ধ হয়। [তথা…সিদ্ধান্তঃ] শ্রুতি বলিতেছেন, "জীব যে-সাক্ষীর (চৈতন্যের) দ্বারা স্বপ্ন জাগ্রৎ উভয় অবস্থা দেখে, অনুভব করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ ও বিভু আত্মার মনন করিয়া, মননের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া শোকমুক্ত হন।" এই শ্রুতি স্বপ্নজাগ্রদ্দর্শী জীবকেই মহৎ ও বিভু শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন এবং মননের দ্বারা শোক-মুক্ত হওয়া উপদেশ করিয়া প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানেই শোকের উচ্ছেদ হয়, অন্যবিজ্ঞানে নহে। [তথা…গম্যতে] আরও কথা আছে। যথা—"যাহা ইহলোকে, তাহাই পরলোকে। যাহা পরলোকে, তাহাই ইহলোকে। ঈদৃশ আত্মায় যে নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ-বুদ্ধি-উৎপাদন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি ভেদ দর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। অপিচ, নচিকেতা জীববিষয়ক অস্তি নাস্তি প্রশ্ন করিলে যম "তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" এইরূপ বাক্যে না

বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্তেতি প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্ যদুবাচ,—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥" ইতি।

তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবেহ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যৎপ্রশ্ননিমিত্তাঞ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্যপদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্ন-

প্রতীত্য মৃত্যুর্ব্বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্য ইত্যাদিনা নচিকেতসং প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্নস্মিন্ প্রশ্নে ব্রহ্মৈবোত্তরমুবাচ।—"তং দুর্দ্দর্শমি"তি। যদি পুনর্জীবাৎ প্রাজ্ঞো ভিদ্যেত জীবগোচরঃ প্রশ্নঃ প্রাজ্ঞগোচরঞ্চোত্তরমিতি কিং কেন সঙ্গচ্ছেৎ। অপি চ যদ্বিষয়ং প্রশ্নমুপক্রত্য মৃত্যুনৈষ প্রশংসিতো নচিকেতা যদি তমেব ভূয়ঃ পৃচ্ছেত্তদুত্তরে চাবদধ্যাৎ ততঃ প্রশংসা দৃষ্টার্থা স্যাৎ প্রশ্নান্তরে ত্বসাবস্থানে প্রসারিতা সত্যদৃষ্টার্থা স্যাদিত্যাহ।—"যৎ প্রশ্নে"তি। যস্মিন্ প্রশ্নো যৎ প্রশ্নঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিকেতা যখন কিছুতেই চলচ্চিত্ত না হইলেন, তখন তিনি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ (স্বর্গ ও মোক্ষ) এই দুই বিভাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং নচিকেতাকে বিদ্যার্থী জানিয়া তদীয় প্রশ্নের প্রশংসা করিলেন। পরে বলিলেন, "ধীরগণ সেই দুর্দ্দর্শ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন করতঃ অধ্যাত্ম যোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহর্ষবর্জ্জিত হন।" * এই শ্রুতির বিবক্ষিত জীবেশ্বরের অভেদ। [যৎ…ধর্ম্মাদিতি] নচিকেতা যে-প্রশ্নের নিমিত্ত মৃত্যুর নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন সে প্রশ্ন পরিত্যাগ

* দুর্দ্দর্শ=দুঃখে অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা দৃশ্য হন, স্বাভাবিক জ্ঞানের দৃশ্য নহেন। সুতরাং গূঢ়=অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য। অনুপ্রবিষ্ট=দেহে জীবরূপে অবস্থিত। গুহাহিত=বুদ্ধিতে নিহিত। গহ্বরেষ্ঠ=বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত। পুরাতন=জন্মবর্জ্জিত।

মুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সর্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ। তস্মাৎ, যেয়ং প্রেত ইত্যস্যৈব প্রশ্নস্যৈতদনুকর্ষণমন্যত্র ধর্ম্মাদিতি। যত্তু প্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদূষণম্। তদীয়স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ। পূর্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরত্র তু তস্যৈবাসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে তাবদ্ধর্ম্মাদিগোচরত্বং জীবস্য জীবত্বঞ্চ ন নিবর্ত্ততে। তন্নিবর্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ এব তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে। ন চাবিদ্যাবত্ত্বে তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি। যথা কশ্চিৎ সন্তমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপমানঃ পলায়তে, তঞ্চাপরো ব্রূয়াৎ মাভৈষীঃ, নায়মহীরজ্জু-

---

করিয়া যদি প্রশ্নান্তর করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই মৃত্যুকৃত সমস্ত প্রশংসা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। অতএব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" এই প্রশ্নের প্রষ্টব্যই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যে অনুকৃষ্ট হইয়াছে। [যত্তু...প্রত্যায্যতে] বলিয়াছিলে, প্রশ্নবাক্যের বৈলক্ষণ্য আছে; আমরা বলি, তাহা নাই। ঐ স্থলে বাক্যের আকার গত সাদৃশ্য না থাকা দোষ নহে। কারণ এই যে, "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যে নচিকেতা কর্তৃক পূর্ব্বজিজ্ঞাস্যের বিশেষ ভাবটী পুনর্জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব, পরে তাহার অসংসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। যত কাল না অবিদ্যাবিনাশ হয়, ততকাল জীবত্ব এবং ততকাল ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকার। অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই "তত্ত্বমসি" বাক্য আত্মার প্রাজ্ঞতা (বিশুদ্ধচিদ্রূপতা) বোধ করায়। [ন চ...দ্রষ্টব্যম্] অবিদ্যাকালে ও তাহার অভাবকালে বস্তুর কোনরূপ বিশেষ (তারতম্য) ঘটনা হয় না। আত্মা অবিদ্যাকালে যদ্রূপ, অবিদ্যার অভাবকালেও তদ্রূপ। মন্দান্ধকার-মগ্ন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্ত হইয়া ভীত ও পলায়নপর হইলে যদি কেহ বলে, ভয় নাই, উহা রজ্জু, সর্প নহে, তাহা হইলে তাহার সর্পভয় পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং অঙ্গকম্পাদিও নিবৃত্তি হয়। যৎকালে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ছিল তৎকালে ও সর্পবুদ্ধির অপগম কালে

রেবেতি, স চ তদুপশ্রুত্যাহিক্বতং ভয়মুৎসৃজেৎ বেপথুং পলায়নঞ্চ, ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ স্যাৎ, তথৈবৈতদপি দ্রষ্টব্যম্। ততশ্চ ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্য প্রতিবচনম্। সূত্রন্তবিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্। একত্বেঽপি হ্যাত্মবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রায়ণাবস্থায়াং ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানপোহনাচ্চ পূর্ব্বস্য পর্য্যায়স্য জীববিষয়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে, উত্তরস্য তু ধর্ম্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ত্তনাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি, ততশ্চ যুক্তাঽগ্নিজীবপরমাত্মকল্পনা। প্রধানকল্পনায়ান্তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্নো ন প্রতিবচনমিতি বৈষম্যং স্যাৎ॥ ৬॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥ *

রজ্জুর স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ ঘটনা হয় নাই। যাহা রজ্জুর স্বরূপ তাহা উভয়কালেই সমান। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি অবিদ্যাকালের ও তাহার অভাবকালের আত্মা ইতর বিশেষ বর্জ্জিত জানিবে। [ততশ্চ... স্যাৎ] "বিপশ্চিৎ জন্মেন না, মরেন না," এ সকল কথাও অস্তিনাস্তি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। জীব ও প্রাজ্ঞ এক নহে, ভিন্ন, এ ভাব অবিদ্যাকল্পিত। সেই কল্পিত ভাব বা ভেদ লইয়াই সূত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয়। মৃত্যুকালীন আত্মসম্বন্ধীয় সংশয় উত্থাপন করায় এবং কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মের নিষেধ করায় বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ববাক্যের বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের বিষয় স্বরূপ। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিতে অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিনের কল্পনা করাই উচিত। যদি প্রধানের কল্পনা কর, তাহা হইলে বরপ্রদান ও প্রশ্ন সমান হইবে না। (সমান না হইলেই প্রলাপতুল্য হইবে পরন্তু তাহা কাহার ঈপ্সিত বা স্বীকার্য্য নহে)।

---

* মহদ্বৎ মহচ্ছব্দবৎ। শ্রৌতোঽব্যক্তশব্দো ন সাঙ্খ্যাসাধারণতত্ত্বগোচরো বৈদিকশব্দত্বাৎ মহচ্ছব্দবদিতি সূত্রার্থঃ।—যেমন শ্রুত্যুক্ত মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিপ্রেত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে।

যথা মহচ্ছব্দঃ সাঙ্খ্যৈঃ সত্তামাত্রেঽপি প্রথমজে প্রযুক্তো ন তমেব বৈদিকেঽপি প্রয়োগেঽভিধত্তে। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, মহান্তং বিভুমাত্মানং, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যঃ। তথা-ঽব্যক্তশব্দোঽপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি। অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য স্মার্ত্তস্য শব্দবত্ত্বম্ ॥ ৭ ॥

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥ *

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ। কস্মাৎ। মন্ত্রবর্ণাৎ,—

অনেন সাংখ্যপ্রসিদ্ধের্বৈদিকপ্রসিদ্ধ্যা বিরোধান্ন সাংখ্যপ্রসিদ্ধির্বেদ আদর্ত্তব্যেত্যুক্তম্। সাংখ্যানাং মহত্তত্ত্বং সত্তামাত্রং পুরুষার্থক্রিয়াক্ষমম্। সত্ত্বস্য ভাবঃ সত্তা তন্মাত্রং মহত্তত্ত্বমিতি। যা যা পুরুষার্থক্রিয়া শব্দাদ্যুপ-ভোগলক্ষণা চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিলক্ষণা চ সা সর্ব্বা মহতি বুদ্ধৌ সমাপ্যত ইতি মহত্তত্ত্বং সত্তামাত্রমুচ্যত ইতি।

সাংখ্যকার যে-অর্থে মহৎ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক মহৎ-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত নহে। কারণ এই যে, "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ" "আত্মা মহান্ ও বিভু" "আমি মহান্ পুরুষকে জানি" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়োগে মহৎশব্দের বিশেষণে আত্মা ও পুরুষ শব্দ আছে। (আত্মাদি বিশেষণ থাকায় বৈদিক মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত দ্বিতীয় তত্ত্বের বোধক নহে)। যেমন বৈদিক মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে। কাযেই বলিতে হয়, সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত অব্যক্তাদি শব্দের বৈদিকত্ব নাই।

প্রধানবাদী পুনর্ব্বার বলিবেন, প্রধান অবৈদিক নহে। কারণ, বেদ-

---

* শ্রুতাবজাশব্দঃ প্রধানাভিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিয়ন্তুং ন শক্যতে অবিশেষাৎ বিশেষাব-ধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ যথা চমস-শব্দ ইত্যর্থঃ।—শ্রুত্যুক্ত অজা-শব্দ প্রধানার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য অর্থে নহে, ইহা নিয়ম পূর্ব্বক বলিতে পার না। কারণ, সেরূপ নিশ্চয়ার্থের পোষক প্রমাণ নাই।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণশব্দৈরজঃসত্ত্বতমাংস্যভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ। শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ। কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থাবয়বধর্ম্মৈর্ব্ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। ন জায়ত ইতি চাজা স্যাৎ, মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ।

অজাশব্দো যদ্যপি ছাগায়াং রূঢ়স্তথাপ্যধ্যাত্মবিদ্যাধিকারান্ন তত্র বর্ত্তিতুমর্হতি। তস্মাদ্রূঢ়েরসম্ভবাৎ যোগেন বর্ত্তয়িতব্যঃ। তত্র কিং স্বতন্ত্রং প্রধানমনেন মন্ত্রবর্ণেনানূদ্যতামুত পারমেশ্বরী মায়াশক্তিস্তেজোবন্নব্যাক্রিয়াকারণমুচ্যতাম্। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রধানমেবেতি। তথাহি।—যাদৃশং প্রধানং সাংখ্যৈঃ স্মর্য্যতে তাদৃশমেবাস্মিন্নন্যূনানতিরিক্তং প্রতীয়তে। সা হি প্রধানলক্ষণা প্রকৃতির্ন জায়ত ইত্যজা চ একা চ লোহিতশুক্লকৃষ্ণা চ। যদ্যপি লোহিতত্বাদয়ো বর্ণা ন রজঃপ্রভৃতিষু সন্তি, তথাপি লোহিতং কুসুম্ভাদি রঞ্জয়তি রজো ঽপি রঞ্জয়তীতি লোহিতম্। এবং প্রসন্নং পাথঃ শুক্লং সত্ত্বমপি প্রসন্নমিতি শুক্লম্। এবমাবরকং মেঘাদি কৃষ্ণং তমোঽপ্যাবরকমিতি কৃষ্ণম্। পরেণাপি নাব্যাকৃতস্য স্বরূপেণ লোহিতত্বাদিযোগ আস্থেয়ঃ কিন্তু

মন্ত্রে প্রধানার্থক অজা-শব্দ আছে। যথা—"কোন কোন অজ (আত্মা) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা ও স্বসদৃশ বহু সন্তান প্রসবিনী অজার প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়া আছে। অন্য অজ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে।" এই মন্ত্রে যে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ শব্দ আছে, তাহার অর্থ রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ। রঞ্জন গুণ অনুসারে লোহিত-শব্দের অর্থ রজঃ, প্রকাশ গুণ সাম্যে শুক্লশব্দের অর্থ সত্ত্ব, আবরণস্বভাবহেতু কৃষ্ণশব্দের অর্থ তমঃ। যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অজা এক, তথাপি, অবয়ব ধর্ম্ম অনুসারে তিন্ (লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ)। [ন জায়ত...ইত্যর্থঃ] যেহেতু জন্মে না, সেই হেতু অজা। সাংখ্যও স্বীকার করেন, মূল-প্রকৃতি

নন্বজাশব্দঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ। বাঢ়ম্। সা তু রূঢ়িরিহ নাশ্রয়িতুং শক্যা বিদ্যাপ্রকরণাৎ। সা চ বহ্বীঃ প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিকা জনয়তি। তাং প্রকৃতিং অজো হ্যেকঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ সেবমানো বাহনুশেতে—তামেবাবিদ্যয়া আত্মত্বেনোপগম্য সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি।

তৎকার্য্যস্য তেজোবন্নস্য রোহিতত্বাদিকারণ উপচরণীয়ম্। কার্য্যসারূপ্যেণ বা কারণে কল্পনীয়ং তদস্মাকমপি তুল্যম্। 'অজো হ্যেকো জুষমাণো হনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য' ইতি ত্বাত্মভেদশ্রবণাৎ সাংখ্যস্মৃতেরেবাত্র মন্ত্রবর্ণে প্রত্যভিজ্ঞানং ন ত্বব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াঃ। তস্যাঃমৈকাত্ম্যাভ্যুপগমেনাত্মভেদাভাবাৎ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রং প্রধানং নাশব্দমিতি প্রাপ্তম্। তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়বধর্ম্মৈরিতি। অবয়বাঃ প্রধানস্যৈকস্য সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষাং ধর্ম্মা লোহিতত্বাদয়স্তৈরিতি। "প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিতা" ইতি। সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ। তথাহি।—মৈত্রদারেষু নর্ম্মদায়াং মৈত্রস্য সুখং তৎ কস্য হেতোস্তং প্রতি সত্ত্বসমুদ্ভবাৎ। তথা চ তৎসপত্নীনাং দুঃখং তৎ কস্য হেতোস্তাঃ প্রতি রজঃসমুদ্ভবাৎ। তথা চৈত্রস্য তামবিন্দতো মোহো বিষাদঃ স কস্য হেতোস্তং প্রতি তমঃসমুদ্ভবাৎ। নর্ম্মদয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তদিদং ত্রৈগুণ্যান্বিতত্বং প্রজানাম্। অনুশেত ইতি ব্যাচষ্টে।—"তামেবাবিদ্যয়ে"তি। বিষয়া হি শব্দাদয়ঃ প্রকৃতিবিকারাস্ত্রৈগুণ্যেন সুখদুঃখমোহাত্মান ইন্দ্রিয়মনোহঙ্কারপ্রণালিকয়া বুদ্ধিসত্ত্বমুপসংক্রামন্তি। তেন তদ্বুদ্ধিসত্ত্বং প্রধানবিকারঃ সুখদুঃখমোহাত্মকং শব্দাদিরূপেণ পরিণমতে। চিতিশক্তিস্ত্বপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমাপি বুদ্ধিসত্ত্বাদাত্মনো বিবেকমবুধ্যমানা বুদ্ধিবৃত্ত্যৈব বিপর্য্যাসেনাবিদ্যয়া বুদ্ধিস্থান্ সুখাদীন্ আত্মন্যভিমন্যমানা সুখাদিমতীব ভবতি। তদিদমুক্তং সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরত্যেকঃ। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিসমুন্মূলিতনিখিলবাসনাবিদ্যানুবন্ধস্ত্বন্যো জহা-

---

বিকার বর্জ্জিত। অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়া অজা। স্বীকার করি, অজাশব্দ ছাগী অর্থে রূঢ়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিদ্যা প্রকরণে সে অর্থের গ্রহণ নাই। ত্রিগুণা অজা ত্রিগুণা বহুপ্রজা প্রসব করিতেছে। অজ অর্থাৎ জন্মবর্জ্জিত পুরুষ সেই অজানাম্নী প্রকৃতির সেবা (ভোগ) করতঃ অনুশয়িত হইতেছে। অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ তাদৃশী অজাকে আপনার

অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। নানেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমূলত্বং সাঙ্খ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম্। ন হ্যয়ং মন্ত্রঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কঞ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে। সর্ব্বত্রাপি যয়া কয়াচিৎ কল্পনয়াঽজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাঙ্খ্যবাদ এবেহাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ। যথাহি, অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইত্যস্মিন্মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যেণাঽয়ং নামাসৌ চমসোঽভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তুং সর্ব্বত্রাপি

ত্যেনাং প্রকৃতিম্। তদিদমুক্তং "অন্যঃ পুন"রিতি। ভুক্তভোগামিতি ব্যাচষ্টে।—কৃতভোগাপবর্গাম্। শব্দাদ্যুপলব্ধির্ভোগঃ। গুণপুরুষান্যতাখ্যাতিরপবর্গঃ। অপবৃজ্যতে হি তয়া পুরুষ ইতি।—এবং প্রাপ্তে ঽভিধীয়তে। ন তাবৎ অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইত্যেতদাত্মভেদপ্রতিপাদনপরমপি তু সিদ্ধমাত্মভেদমনূদ্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিপাদয়তীতি স চানূদিতো ভেদঃ—

ভাবিয়া সুখ দুঃখ মোহ অনুভব করতঃ সংসারী হইতেছে। আবার অন্য অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও স্বস্থ হইতেছে। [তস্মাৎ… শ্রয়িতুম্] যেহেতু শ্রুতিতে ঐ সকল কথা আছে সেই হেতু স্বীকার করা উচিত, সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিমূলক। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, উদাহৃত মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলকতা নিশ্চয় হয় না। [ন হ্যয়ং…নিয়ন্তুম্] ঐ মন্ত্র স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না। কারণ, অন্য অর্থের কল্পনা করিলেও অজাশব্দের ব্যুৎপত্তি বজায় থাকে। প্রদর্শিত মন্ত্রের অজা-শব্দ যে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে, এরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই। ঐ অজা-শব্দ চমস-শব্দের সদৃশ জানিবে। বেদ মন্ত্রে আছে, চমস অধো গভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ। এতদ্দ্বারা নিশ্চয় হয় না যে অমুক বস্তুই চমস,

যথাকথঞ্চিদর্ব্বাগ্বিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ। এবমিহাপ্যবিশেষোঽজামেকামিত্যস্য মন্ত্রস্য। নাস্মিন্মন্ত্রে প্রধানমেবাজাভিপ্রেতেতি শক্যতে নিয়ন্তুম্। তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাখিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষপ্রতিপত্তির্ভবতি, ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যেতি অত্র ক্রমঃ ॥৮॥

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥*

পরমেশ্বরাদুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোঽবন্নলক্ষণা

'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইত্যাদিশ্রুতিভিরাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাভির্ব্বিরোধাৎ কাল্পনিকোঽবতিষ্ঠতে। তথা চ ন সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যজাবাক্যং চমসবাক্যবৎ পরিপ্লবমানং ন স্বতন্ত্রপ্রধাননিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তম্। তদিদমুক্তং সূত্রকৃতা চমসবদবিশেষাদিতি। উত্তরসূত্রমবতারয়িতুং শঙ্কতে—তত্র ত্বিদং তচ্ছির ইতি। সূত্রমবতারয়তি।—অত্র ক্রমঃ—

সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং ব্রহ্মেতি স্থিতে শাখান্তরোক্তরোহিতাদিগুণ-

---

অন্য কিছু চমস নহে। অধোগভীর যে কোন স্থান (গিরিগুহাদি) সমস্তই চমস হইতে পারে। অজা-শব্দকেও ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টবাচী জানিবে। উহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে সাংখ্যাভিমত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না। [তত্র···ক্রমঃ] অতএব, যেমন চমস-মন্ত্রের শেষে "ইহা তাহারই মস্তক। যেহেতু ইহা অধঃখানিত ও উপরি উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস" এইরূপ বাক্য থাকায় তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যান্তরের দ্বারা অজা-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইবে। যে বাক্যের দ্বারা অজা-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হয় তাহা বলা যাইতেছে।

পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, অপ্, অন্ন (পৃথিবী),

---

* জ্যোতিরুপক্রমা তু জ্যোতিরাদ্যা এব অজা প্রতিপত্তব্যা। হি যতঃ, একে শাখিনঃ, তথা অধীয়তে আমনন্তি।—পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি (তেজঃ জল ও পৃথিবী)—যাহা স্থূল সৃষ্টির উপাদান—তাহাই অজা-মন্ত্রের অজা। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা (ছান্দোগ্য) তেজ অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতিকে যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিধভূতগ্রামস্য প্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা। তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া ন গুণত্রয়লক্ষণা। কস্মাৎ। তথা হ্যেকে শাখিনস্তেজোঽবন্নানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাম্নায় তেষামেব রোহিতাদিরূপতামামনন্তি, যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি। তান্যেবেহ তেজোঽবন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, রোহিতাদিশব্দসামান্যাৎ, রোহিতাদীনাং শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ, ভাক্তত্বাচ্চ গুণ-

---

যোগিনী তেজোবন্নলক্ষণা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জচতুর্ব্বিধভূতগ্রামপ্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা। রোহিতশুক্লকৃষ্ণামিতি রোহিতাদিরূপতয়া তস্যা এব প্রত্যভিজ্ঞানান্ন তু সাংখ্যপরিকল্পিতা প্রকৃতিঃ। তস্যা অপ্রামাণিকতয়া শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ রঞ্জনাদিনা চ রোহিতাদ্যুপচারস্য সতি মুখ্যার্থসম্ভবেঽযোগাৎ। তদিদমুক্তং "রোহিতাদীনাং শব্দানামি"তি। অজাপদস্য চ সমুদায়প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেন ন জায়ত ইত্যবয়বপ্রসিদ্ধ্যাশ্রয়ণে দোষপ্রসঙ্গাৎ। অত্র তু রূপককল্পনয়া সমুদায়প্রসিদ্ধেরেবানপেক্ষায়াঃ স্বীকারাৎ।

এতন্নামক ভূতসূক্ষ্ম—যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান, শ্রুতি তাহাকেই অজা বলিয়াছেন। তু-শব্দে নিশ্চয়। নিশ্চিত সূক্ষ্মভূতত্রয়ই অজা। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখায় (ছান্দোগ্য উপনিষদে), পরমেশ্বর হইতে তেজ, অপ ও অন্নের উৎপত্তি এবং সে গুলির যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—"অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা তেজের। অগ্নির যে শুক্লরূপ,—তাহা জলের। অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ—তাহা অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর।" [তান্যেবেহ...অবগমাৎ] ছান্দোগ্যে যেগুলির (তেজঃ প্রভৃতির) উপদেশ হইয়াছে, সেই গুলিই অজামন্ত্রে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ নামে বর্ণিত ও অজা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, এই শব্দত্রয়ের সমানতাই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের কারণ। (অজামন্ত্রে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণ বিশিষ্ট অজা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ভূতসূক্ষ্ম)। অপিচ, তেজঃ প্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষই রূঢ়, তজ্জন্য রূপ অর্থই উহাদের মুখ্য অর্থ। গুণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা গৌণ অর্থ

বিষয়ত্বস্য অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে, তথেহাপি, ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিংকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা বাক্যোপক্রমেঽবগমাৎ। বাক্যশেষেঽপি—

'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'। ইতি।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবাবগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণাম্নায়ত ইতি শক্যতে বক্তুম্। প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রে-

---

অপি চায়মপি শ্রুতিকলাপোঽস্মদ্দর্শনানুগুণো ন সাংখ্যস্মৃত্যনুগুণ ইত্যাহ।—"তথেহাপী"তি। "কিংকারণং ব্রহ্মেত্যুপক্রম্যে"তি। ব্রহ্মস্বরূপং তাবজ্জগৎকারণং ন ভবতি বিশুদ্ধত্বাত্তস্য। যথাহুঃ—

'পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাশুদ্ধা বিকৃতির্ভবেৎ।'

ইত্যাশয়বতীয়ং শ্রুতিঃ। পৃচ্ছতি।—কিংকারণং যস্ত ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিস্তৎ কিংকারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মবিদো ধ্যানযোগেনাত্মানং গতাঃ প্রাপ্তা অপশ্যন্নিতি যোজনা। "যো যোনিং যোনিমি"তি। অবিদ্যাশক্তি-

---

হয়। যে অর্থে সন্দেহ নাই সেই অর্থের দ্বারাই সন্দিগ্ধ অর্থের সন্দেহভঞ্জন করা উচিত। ছান্দোগ্যে "ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম কোন্ কারণ(শক্তি)-বিশিষ্ট ?" এই বাক্যের পরে "তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন, আত্মদেবের শক্তি গুণের দ্বারা আবৃত।" এই বাক্য আছে। এই বাক্যে জগৎকর্ত্রী ঐশী শক্তির উপদেশ হইয়াছে। [বাক্য…বক্তুম্] ঐ প্রস্তাবের শেষ বাক্যেও অবিদ্যার উপদেশ আছে। যথা—"মায়াই প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর. ইহা জ্ঞাত হইবে।" "যিনি প্রত্যেক যোনিতে (প্রত্যেক প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠিত।" এ সকল প্রমাণ সত্ত্বে অজা-মন্ত্রে অজা শব্দে সাংখ্যসম্মত প্রধান-নামক স্বতন্ত্র পদার্থ অভিহিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারিবে না। [প্রকরণাৎ…মুক্তম্] প্রকরণ অনুসারেও স্থির হয়, জানা যায়, যাহা অব্যাকৃতনামরূপিণী বীজশক্তি—যাহা ব্যক্ত জগতের

গাম্নায়ত ইত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তম্। কথং পুনস্তেজোঽবন্নানাস্ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপাঽজা প্রতিপত্তুং শক্যতে। যাবতা ন তাবত্তেজোঽবন্নেষ্বজাকৃতিরস্তি। ন চ তেজোবন্নানাং জাতিশ্রবণাদজাতিনিমিত্তোঽপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ৯ ॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ॥ ১০ ॥ *

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোঽজাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং তর্হি কল্পনোপদেশোঽয়ং অজারূপককৢপ্তিস্তেজোঽবন্নলক্ষ-

যোনিঃ সা চ প্রতিজীবং নানেত্যুক্তং অতো বীপ্সোপপন্না। শেষমতিরোহিতার্থম্। সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কতে।—"কথং পুনরি"তি। অজাকৃতির্জাতিস্তেজোবন্নেষু নাস্তি। ন চ তেজোবন্নানাং জন্মশ্রবণাদজন্মনিমিত্তোপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীত্যাহ।—"ন চ তেজোবন্নানামি"তি। সূত্রমবতারয়তি। "অত উত্তরং পঠতি"।

পূর্ব্বাবস্থা—যাহা আত্মদেবতার (পরমেশ্বরের) সৃষ্টিশক্তি—তাহাই অজামন্ত্রের অজা এবং তাহারই নিজবিকার ও অবয়ব অনুযায়ী ত্রৈরূপ্য। [কথং…পঠতি] বাদিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তেজ অপ্ অন্ন, এ তিনটী উৎপন্ন পদার্থ (পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন) সুতরাং উক্ত ত্রিতয়ের অজাত্ব নাই। যাহা জন্মবান্ তাহা অজ নহে, জ। জ-কে অজ বলা বিরুদ্ধ। এ আপত্তির প্রত্যাপত্তির নিমিত্ত সূত্র বলিতেছেন—

অজা-শব্দ নিত্যজাতি অথবা যোগ (ব্যুৎপত্তি) অনুসারে প্রযুক্ত হয় নাই। উহা এক প্রকার কল্পনা মাত্র। শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির নিদানস্বরূপ তেজ, অপ্ ও অন্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়া-

* কল্পনয়া তেজোঽবন্নানামজাত্বকথনাৎ মধ্বাদিশব্দ ইব বিরোধাভাবোজ্ঞেয়ঃ। যথা অমধুন আদিত্যস্য কল্পনয়া মধুত্বং তথা জাতায়া অপি ভূতপ্রকৃতেঃ কল্পনয়া ঽজাত্বমিতি।—জন্মবান্ বস্তুকে কল্পনাক্রমে অজ বলা বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যদেব মধু নহে, তথাপি তাহাকে মধু বলিয়া কল্পনা করা হয়। তেমনি, জায়মান ভূত সূক্ষ্মকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হয়।

ণায়াশ্চরাচরযোনেরুপদিশ্যতে। যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা স্বরূপবর্করা চ তাঞ্চ কশ্চিদজো জুষমাণোঽনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্তভোগাং জহ্যাদেবমিয়মপি তেজোঽবন্নলক্ষণা ভূতপ্রকৃতিস্ত্রিবর্ণা বহু স্বরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি, অবিদুষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভুজ্যতে, বিদুষা চ পরিত্যজ্যতে ইতি। ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽনুশেতেঽন্যো জহাতীতি। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিষ্টঃ প্রাপ্নোতীতি। ন হীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাদয়িষা কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপিপাদয়িষৈবৈষা। প্রসিদ্ধস্তু ভেদং অনূদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে। ভেদস্তু উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ,—

নন্বু কিং ছাগা লোহিতশুক্লকৃষ্ণৈববান্যাদৃশীনামপি ছাগানামুপলম্ভাদিত্যত আহ।—"যদৃচ্ছয়ে"তি। বহুবর্করা বহুশাবা। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্।

ছেন। [যথা…ইতি] যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান প্রসবিনী, সে সকল সন্তান তাহারই অনুরূপ, কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি সমাসক্ত হইয়া তদীয় সুখ দুঃখে সুখ দুঃখভাগী হয়, আবার অন্য ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তেজ-অপ্-অন্ন-লক্ষণা ত্রিবর্ণা ভূতপ্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহুসন্তান প্রসবিনী, অজ্ঞান জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে। [ন চ…শ্রুতিভ্যঃ] এমন আশঙ্কা করিও না যে, এক জীব ভোগ করিতেছে ও অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে, এই বাক্যের দ্বারা উদাহৃত মন্ত্রে নানা জীব প্রতিপাদিত হইতেছে। সাঙ্খ্যাদির ইষ্ট নানাজীববাদ ঐ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ এই যে, নানা জীব অর্থাৎ জীবভেদ সমর্থন করা ঐ মন্ত্রের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে। জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা প্রদর্শন করাই উক্ত মন্ত্রের অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত। (অভিপ্রায় এই যে, জীব এক; কিন্তু জীবত্বজনক অজ্ঞান নানা। অজ্ঞান নানা বলিয়াই যে জীব নানা; তাহা নহে। সুতরাং যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তজ্জনিত জীবও অজ্ঞান

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। মধ্বাদিবৎ যথাদিত্যস্যামধুনো মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং দ্যুলোকাদীনাং চানগ্নীনামগ্নিত্বং ইত্যেবং জাতীয়কং কল্প্যতে, এবমিদমনজায়া অজাত্বং কল্প্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদবিরোধস্তেজোঽবন্নেম্বজাশব্দপ্রয়োগস্য ॥ ১০ ॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥ *

বিনাশে মুক্ত হয়, অন্য জীব সংসারী থাকে।) জীব নানা, ইহা প্রত্যেক সংসারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সর্ব্ববিদিত জীবভেদ অনুবাদ করতঃ তাহাদের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার প্রকার বা প্রণালী বলিয়াছেন। জীবের ভেদভাব অর্থাৎ জীব নানা, এ ভাব তাত্ত্বিক নহে। কিন্তু ঔপাধিক। বিভিন্ন উপাধি বলিয়াই উপহিত জীব বিভিন্ন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "একই দেব (আত্মা) সমুদয় ভূতে গূঢ় (দুর্ব্বোধ্য) রূপে অবস্থিত এবং সেই একই দেব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা।" [মধ্বাদি···প্রয়োগস্য] সূর্য্য মধু না হইলেও যেমন উপাসনার্থ মধুরূপে কল্পিত, ব্যাক্য সকল ধেনু না হইলেও ধেনুরূপে কথিত, অনগ্নি স্বর্গও অগ্নিরূপকে কথিত, এইরূপ, তেজ-অপ-অন্নরূপিণী ভূতপ্রকৃতি বাস্তব পক্ষে অজা না হইলেও অজাসাদৃশ্যে অজা নামে কল্পিত এবং সে কল্পনা নির্দ্দোষ কল্পনা।

---

* পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাৎ প্রধানাদীনাং বৈদিকত্বমিতি ন প্রতিপত্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ অতিরেকাচ্চ। নানাভাবঃ নানাত্বম্। অতিরেক আধিক্যম্। তেন সাংখ্যতত্ত্বসংকলনমসিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ।—পাঁচ পাঁচ জন এই মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ থাকায় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এতদ্রূপে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ত্ব বহু; সুতরাং পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এরূপ অন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ২৫ সংখ্যা অতিক্রান্ত হইয়া ২৬ সংখ্যা লব্ধ হয়। ২৬ তত্ত্ব সাংখ্যের অনভিমত। কাযেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উক্ত মন্ত্রে সাংখ্যাভিমত তত্ত্ব কথিত হয় নাই।

এবং পরিহৃতেঽপ্যজামন্ত্রে পুনরপ্যন্যস্মান্মন্ত্রাৎ সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতমিতি। অস্মিন্মন্ত্রে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াঽপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে। পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ। ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে। তয়া চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ সংখ্যেয়া আকাঙ্ক্ষ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্ত্বানি সাংখ্যৈঃ সংখ্যায়ন্তে।

অবান্তরসঙ্গতিমাহ।—"এবং পরিহৃতেঽপী"তি। পঞ্চজনা ইতি হি সমাসার্থঃ পঞ্চসংখ্যয়া সম্বধ্যতে। ন চ দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাসবিধানান্মনুজেষু নিরূঢ়োঽয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি বাচ্যম্। তথাহি সতি পঞ্চমনুজা ইতি স্যাৎ। এবঞ্চাত্মনি পঞ্চমনুজানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠানমিতি নিস্তাৎপর্য্যং সর্ব্বস্যৈব প্রতিষ্ঠানাৎ। তস্মাৎ রূঢ়েরসম্ভবাত্তত্ত্যাগেনাঽত্র যোগ আস্থেয়ো জনশব্দশ্চ কথঞ্চিত্তত্ত্বেষু ব্যাখ্যেয়ঃ। তত্রাপি কিং পঞ্চ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষগতা বিবক্ষ্যন্তে উত তদতিরিক্তা অন্য এব বা কেচিৎ। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া কাণ্বমাধ্যন্দিনবাক্যয়োর্ব্বিরোধাৎ। একত্র হি জ্যোতিষা পঞ্চত্বমন্নে নেতরত্র। ন চ ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবঃ। অনুষ্ঠানং হি বিকল্প্যতে ন বস্তু। বস্তুতত্ত্বকথা চেয়ং নানুষ্ঠানকথা বিধ্যভাবাৎ। তস্মাৎ কানিচিদেব তত্ত্বানীহ পঞ্চ প্রত্যেকং পঞ্চসংখ্যাযোগীনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি। সাংখ্যৈশ্চ প্রকৃত্যাদীনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি স্মর্য্যন্তে ইতি তান্যেবানেন মন্ত্রেণোচ্যন্তে ইতি নাশব্দং প্রধানাদি। ন চাধারত্বেনাত্মনো ব্যবস্থানাৎ স্বাত্মনি চাধারাধেয়ভাবস্য বিরোধাৎ আকাশস্য চ

অজা-মন্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্তি ছিল তাহা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত হইলেও পুনর্ব্বার অন্য মন্ত্রে সাংখ্যের অন্যরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। যথা—"যাহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত—সেই অমৃত ব্রহ্মাত্মাকে জানিয়া অমৃত (মুক্ত) হও।" [অস্মিন্…প্রধানাদীনাম্] এই মন্ত্রে পঞ্চ শব্দের পর অপর পঞ্চশব্দ আছে। পঞ্চসংখ্যার প্রতি অপর পঞ্চ সংখ্যা প্রযুক্ত হইলেই পঁচিশ সংখ্যা সম্পন্ন হয়। ঐ পঁচিশ সংখ্যা যতগুলি সংখ্যেয় আকাঙ্ক্ষা করে, সাংখ্যবক্তা ঠিক্ ততগুলি তত্ত্ব বলিয়াছেন। যথা—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ॥ ইতি।
তয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং স্মৃতি-প্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতিমত্ত্বমেব প্রধানাদীনাং, ততো ক্রমঃ। ন সংখ্যোপ-

---

ব্যতিরেচনাৎ ত্রয়োবিংশতির্জ্জনা ইতি স্যান্ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বাচ্যম্। সত্যপ্যাকাশাত্মনোর্ব্যতিরেচনে মূলপ্রকৃতিভাগৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ পঞ্চ-বিংশতিসংখ্যোপপত্তেঃ। তথা চ সত্যাকাশাত্মভ্যাং সপ্তবিংশতিসংখ্যায়াং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানীতি স্বসিদ্ধান্তব্যাকোপ ইতি চেৎ। ন। মূলপ্রকৃতিত্ব-মাত্রেণৈকীকৃত্য সত্ত্বরজস্তমাংসি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বোপপত্তেঃ। ত্রিরূপভাবেন তু তেষাং সপ্তবিংশতিত্বাবিরোধঃ। তস্মান্নাশব্দো সাংখ্যস্মৃতিরিতি প্রাপ্তে। মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানম্। নাসাবন্যস্য বিকৃতিরপি তু প্রকৃতিরেব। তদিদ-মুক্তং "মূলে"তি। মহদহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি প্রকৃতিশ্চ বিকৃতিশ্চ। তথাহি।—মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্য তত্ত্বান্তরস্য চ প্রকৃতির্মূলপ্রকৃতেস্তু বিকৃতিঃ। এবমহঙ্কারতত্ত্বং মহতো বিকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ তদেব তামসং সৎ পঞ্চতন্মাত্রা-ণাম্। তদেব সাত্ত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকাদশেন্দ্রিয়াণাম্। পঞ্চতন্মাত্রাণি চাহঙ্কারস্য বিকৃতিরাকাশাদীনাং পঞ্চানাং প্রকৃতিঃ। তদিদমুক্তং মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারঃ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নোগণোবিকার এব। পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি ষোড়শকোগণঃ। যদ্যপি পৃথিব্যাদয়ো গোঘটাদীনাং প্রকৃতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বান্তরমিতি ন প্রকৃতিঃ। তত্ত্বান্তরোপাদানত্বঞ্চেহ প্রকৃতিত্বমভিমতং নোপাদানমাত্রত্ব-মিত্যবিরোধঃ। পুরুষস্তু কূটস্থনিত্যোঽপরিণামী ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্নাপি বিকৃতিরিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানা-

---

"অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, প্রকৃতি বিকৃতি ভাবাপন্ন মহৎ প্রভৃতি ৭, কেবল বিকৃতি ১৬, প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ পুরুষ বা আত্মা ১।" শ্রুতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, করিয়া সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতিতে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব কথিত হওয়াতে সাংখ্য স্মৃতির শ্রুতিমূলকতা আশঙ্কা হইতে পারে। [ততো...তাবৎ] সেই কারণে সূত্র বলা হইল, "ন সংখ্যোপসংগ্রহাৎ."

সংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ত্বাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্ম্মোঽস্তি, যেন পঞ্চবিংশতেরন্তরালেঽপরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যা নিবিশেরন্। ন হ্যেক নিবন্ধনমন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যা নিবিশন্তে। অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়মবয়বদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। যথা,—

"পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি নব বর্ষশতক্রতুঃ"। ইতি।

দীনাং শ্রুতিমত্ত্বাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণোধর্ম্মো ঽস্তি"। ন খলু সত্ত্বরজস্তমোমহদহঙ্কারাণামেকঃ ক্রিয়া বা গুণো বা দ্রব্যং বা জাতির্ব্বা ধর্ম্মঃ পঞ্চতন্মাত্রাদিভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সত্ত্বাদিষু চানুগতঃ কশ্চিদস্তি। নাপি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুঘ্রাণানাং নাপি রসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রবাচাং নাপি পাণিপাদপায়ুপস্থমনসাং যেনৈকেনাসাধারণেনোপগৃহীতাঃ পঞ্চ পঞ্চকা ভবিতুমর্হন্তি। পূর্ব্বপক্ষৈক দেশিনমুত্থাপয়তি।—"অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়মি"তি। যদ্যপি পরস্যাং সংখ্যায়ামবান্তরসংখ্যা দ্বিত্বাদিকা নাস্তি তথাপি তৎপূর্ব্বং তস্যাঃ সম্ভবাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা পরসংখ্যোপলক্ষণার্থং পূর্ব্বসংখ্যোপ-

---

উদাহৃত মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের দ্বারা পঁচিশ তত্ত্বের সংগ্রহ হয় না। কারণ এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানা ধর্ম্মাক্রান্ত। (অর্থাৎ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ এরূপ অর্থ সম্পন্ন হয় না)। দুইবার পঞ্চশব্দ উচ্চরিত হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্দ্বারা সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না এবং প্রধান প্রভৃতির বেদমূলকতাশঙ্কা করিতে পার না। [নানা...শন্তে] হেতু এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানাধর্ম্মবিশিষ্ট। সে সকলের মধ্যে এমন কোন পঞ্চক নাই, যাহা পরস্পরে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়। যে ধর্ম্ম থাকিলে পঞ্চবিংশতির মধ্যে "পাঁচ পাঁচ" এইরূপ সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে—সে ধর্ম্ম তাহাদের নাই। এক সংখ্যা হইতেই দুই তিন্ প্রভৃতি সংখ্যার সংকলন হইয়া থাকে। [অথো...নোপপদ্যতে] যদি বল, অবয়ব গণনা করিলে বহুর মধ্যেও অল্প সংখ্যা গণিত হইতে পারে,

দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিতি, তদপি নোপপদ্যতে। অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষো যৎ লক্ষণাশ্রয়ণীয়া স্যাৎ। পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজনা ইতি, ভাষিকেণ স্বরেণৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়োগান্তরে চ পঞ্চানাং ত্বাপঞ্চজনানামিত্যেকপদ্যৈকস্বর্য্যৈকবিভক্তিকত্বাবগমাৎ। সমস্তত্বাচ্চ ন বীপ্সা পঞ্চ পঞ্চেতি। তেন ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চেতি। ন চ পঞ্চসংখ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যয়াঽপরয়া বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি, উপসর্জ্জনস্য

ন্যস্যত ইতি। দূষয়তি।—"অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষ" ইতি। ন চ পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তোঽসমস্তঃ শক্যোবক্তুমিত্যাহ।—"পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দ" ইতি। নমু ভবতু সমাসস্তথাপি কিমিত্যত আহ।—"সমস্তত্বাচ্চে"তি। অপি চ বীপ্সায়াং পঞ্চকদ্বয়গ্রহণে দশৈব তত্ত্বানীতি ন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানমিত্যসমাসমভ্যুপেত্যাহ।—"ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চে"তি। ন চৈকা পঞ্চসংখ্যা পঞ্চসংখ্যান্তরেণ শক্যা বিশেষ্টুম্। পঞ্চশব্দস্য সংখ্যোপসর্জ্জনদ্রব্যবচনত্বেন সংখ্যায়া উপসর্জ্জনতয়া বিশেষণেনাসংযোগাদিত্যাহ।—"একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যায়া" ইতি। তদেবং পূর্ব্বপক্ষৈকদেশিনি দূষিতে পরম-

---

"ইন্দ্র পাঁচ সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই" এই বাক্যে যেমন দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ কথিত হইবে বলিলে তাহাও উপপন্ন হইবেনা। [অয়মেব…সংযোগাৎ] এ পক্ষে দোষ এই যে, মুখ্যার্থ ত্যাগ ও লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী পঞ্চশব্দ জন-শব্দের সহিত সমস্ত। অর্থাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরূপ পদ নহে। পঞ্চশব্দ ও পঞ্চজন শব্দ এক পদ, এক স্বর ও এক বিভক্তিও নহে। পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাস হওয়ায় পঞ্চ পঞ্চ এরূপ বীপ্সাপ্রয়োগ অসিদ্ধ। (বীপ্সা প্রয়োগ ব্যতীত পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। যেহেতু বীপ্সা প্রয়োগ নহে—সেই হেতু পাঁচ পাঁচ (অর্থাৎ পঞ্চগুণিত পঞ্চক বা পঞ্চপঞ্চক) এরূপ অর্থও নহে। এক পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ্যা, এরূপ ব্যাখ্যাও সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, উপসর্জনের সহিত অর্থাৎ অপ্রধানের অপ্রধানের

বিশেষণেনাসংযোগাৎ। নন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষ্যন্তে, যথা পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূলা প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ, নেতি ক্রমঃ। যুক্তং যৎপঞ্চপূলীশব্দস্য সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি বিশেষণং, ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদানাৎ কতীতি অসত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বিশেষণং ভবেৎ। ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসংখ্যায়া এব

পূর্ব্বপক্ষিণমুত্থাপয়তি।—"নন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এবে"তি। অত্র তাবদ্রূঢ়ৌ সত্যাং ন যোগঃ সম্ভবতীতি বক্ষ্যতে তথাপি যৌগিকং পঞ্চজনশব্দমভ্যুপেত্য দূষয়তি।—"যুক্তং যৎ পঞ্চপূলীশব্দস্যে"তি। পঞ্চপূলীত্যত্র যদ্যপি পৃথক্তৈকার্থসমবায়িনী পঞ্চসংখ্যাবচ্ছেদিকাঽস্তি তথাপীয়ং সমুদায়িনমবচ্ছিনত্তি ন সমুদায়ং সমাসপদগম্যমতস্তস্মিন্ কতি তে সমুদায়া ইত্যপেক্ষায়াং পদান্তরাভিহিতা পঞ্চসংখ্যা সম্বধ্যতে পঞ্চেতি। পঞ্চজনা ইত্যত্র তু পঞ্চসংখ্যয়োৎপত্তিশিষ্টয়া জনানামবচ্ছিন্নত্বাৎ সমুদায়স্য চ পঞ্চপূলীবদত্রাপ্রতীতের্ন পদান্তরাভিহিতা সংখ্যা সম্বধ্যতে। স্যাদেতৎ। সংখ্যেয়ানাং জনানাং মা ভূচ্ছব্দান্তরবাচ্যসংখ্যাবচ্ছেদঃ পঞ্চসংখ্যায়াস্তু তয়াবচ্ছেদো ভবিষ্যতি। ন হি সাপ্যবচ্ছিন্নেত্যত আহ।—"ভবদপীদং

সম্বন্ধ হয় না। (বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে।) [নন্বাপন্ন···ক্রমঃ] পঞ্চ সংখ্যান্বিত (পাঁচ) ব্যক্তি পুনর্ব্বার পঞ্চ সংখ্যার দ্বারা বিশেষিত হইলে পঁচিশ সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে, যেমন পঞ্চ পঞ্চ পূল বলিলে পঁচিশ পূল (সমষ্টীকৃত তৃণরাশি) প্রতীত হয়, এরূপ বলিতেও পার না। [যুক্তং···দোষঃ] পঞ্চ পঞ্চ পূল শব্দে পঁচিশ প্রতীত হওয়াই উচিত। কারণ, পঞ্চ পূল শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, তৎকারণে সংখ্যা ভেদের আকাঙ্ক্ষা আছে, আকাঙ্ক্ষা থাকাতেই পঞ্চশব্দের বিশেষণতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু "পঞ্চ জন" এ প্রয়োগে প্রথম হইতেই সংখ্যা ভেদের গ্রহণ আছে সুতরাং "কত ?" এরূপ ভেদাকাঙ্ক্ষা হয় না। তাহা না হওয়ায় পঞ্চ শব্দ পঞ্চজন শব্দের বিশেষণ হয় না। (ভেদক ধর্ম্ম না থাকিলে তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা ভেদক তাহাই বিশেষণ)। উহা নিয়মিত হইলেও

ভবেৎ, তত্র চোক্তো দোষঃ, তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকাচ্চ ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ম্। অতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। যস্মিন্নিতি সপ্তমীসূচিতস্য "তমেবমন্য আত্মানং" ইত্যাত্মত্বেনানুকর্ষণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ, স চ পঞ্চবিংশতাবন্তর্গত এবেতি ন তস্যৈবাধারত্বমাধেয়ত্বঞ্চ যুজ্যেত। অর্থান্তরপরিগ্রহে বা তত্ত্বসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যা-

---

বিশেষণমি"তি। উক্তোঽত্র দোষঃ। ন হ্যুপসর্জ্জনং বিশেষণেন যুজ্যতে পঞ্চশব্দ এব তাবৎ সংখ্যেয়োপসর্জ্জনসংখ্যামাহ বিশেষতস্তু পঞ্চজনা ইত্যত্র সমাসে। বিশেষণাপেক্ষায়াস্তু ন সমাসঃ স্যাদসামর্থ্যাৎ। ন হি ভবতি ঋদ্ধস্য রাজপুরুষ ইতি সমাসো ঽপি তু বৃত্তিরেব। ঋদ্ধস্য রাজ্ঞঃ পুরুষ ইতি সাপেক্ষত্বেনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। "অতিরেকাচ্চে"তি। অভ্যুচ্চয়মাত্রম্। যদি সত্ত্বরজস্তমাংসি প্রধানেনৈকীকৃত্যাত্মাকাশৌ তত্ত্বেভ্যোব্যতি-

---

তাহা পঞ্চশব্দের হইবে, পঞ্চজন-শব্দের হইবে না। তাহা না হইলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে। [তস্মাৎ…দূষণম্] সেই জন্যই বলি, "পঞ্চ পঞ্চ জনা" এ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অপিচ, অতিরেক হেতুতে ঐ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা এই দুইটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। (২৭ হয়)। ঐ শ্লোকে আত্মা প্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। কারণ এই যে, "যস্মিন্—যাহাতে" এতৎ প্রয়োগস্থ সপ্তমীবিভক্তি যাহাকে আধার বলিতেছে, শ্রুতি তাহাকেই "তাঁহাকে আত্মা বলিয়া মান" এইরূপে অনুকর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার। আত্মা চেতন এবং আত্মাই পুরুষ, তাহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ যদি পঞ্চবিংশতির অন্তর্গতই হইল, তাহা হইলে আর তাঁহাকে আধার ও আধেয় উভয় প্রকার বলিতে পার না। (যে আধার, সেই আধেয়, ইহা অযুক্ত ও অসিদ্ধ)। আত্মাকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিলে পঁচিশের অধিক হইবে, কিন্তু তাহা

কাশস্যাপি পঞ্চবিংশতাবন্তর্গতস্য ন পৃথগুপাদানং ন্যায্যং, অর্থান্তরপরিগ্রহে চোক্তং দূষণম্। কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়েত, জনশব্দস্য তত্ত্বেষরূঢ়ত্বাৎ, অর্থান্তরোপসংগ্রহেঽপি সংখ্যোপপত্তেঃ। কথং তর্হি পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি, উচ্যতে, দিক্সংখ্যে

রিচ্যেতে তদা সিদ্ধান্তব্যাকোপঃ। অথ তু সত্ত্বরজস্তমাংসি মিথো ভেদেন বিবক্ষ্যন্তে তথাপি বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনে আধারত্বেনাত্মা নিষ্কৃষ্যতামাধেয়ান্তরেভ্যস্ত্বাকাশস্যাধেয়স্য ব্যতিরেচনমনর্থকমিতি গময়িতব্যম্। "কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে সতী"তি। দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সংজ্ঞায়াং সমাসস্মরণাৎ পঞ্চজনশব্দস্তাবদয়ং কচিন্নিরূঢ়ঃ। ন চ রূঢ়ৌ সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধের্গ্রহণং সাপেক্ষত্বাৎ নিরপেক্ষত্বাচ্চ রূঢ়েঃ। তদ্যদি রূঢ়ৌ মুখ্যোঽর্থঃ প্রাপ্যতে ততঃ স এব গ্রহীতব্যো ২থ স্বসৌ ন বাক্যে সম্বন্ধার্হঃ পূর্ব্বাপরবাক্যবিরোধী বা ততো রূঢ্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্ত্যন্তরেণার্থান্তরং কল্পয়িত্বা বাক্যমুপপাদনীয়ম্। যথা শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেতি শ্যেনশব্দঃ শকুনিবিশেষে নিরূঢ়বৃত্তিস্তদপরিত্যাগেনৈব নিপত্যাদানসাদৃশ্যেনার্থবাদিকেন ক্রতুবিশেষে বর্ত্ততে তথা পঞ্চজনশব্দো ২বয়বার্থযোগানপেক্ষ একস্মিন্নপি বর্ত্ততে। যথা সপ্তর্ষিশব্দো বসিষ্ঠ একস্মিন্ সপ্তসু চ বর্ত্ততে। ন চৈষ তত্ত্বেষু রূঢ়ঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যানুরোধেন তত্ত্বেষু বর্ত্তয়িতব্যঃ। রূঢ়ৌ সত্যাং পঞ্চবিংশতেরেব সংখ্যায়া অভাবাৎ কথং তত্ত্বেষু বর্ত্ততে। এবঞ্চ কে তে পঞ্চজনা ইত্যপেক্ষায়াং কিং বাক্যশেষগতাঃ প্রাণাদয়ো গৃহ্যন্তামুত পঞ্চবিংশতি-

---

সাংখ্যের সিদ্ধান্ত নহে। ২৫ তত্ত্বই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। আকাশও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাকে পৃথক্ রূপে বলা ন্যায্য নহে। পৃথক্ তত্ত্ব অভিপ্রায়ে আকাশকে পৃথক্ বলা হইয়াছে বলিলেও ঐ দোষ (আধিক্যদোষ বা সিদ্ধান্তহানিদোষ) হইবে। [কথঞ্চ...ইতি] জন-শব্দ তত্ত্ববাচী নহে, সুতরাং কেবল সংখ্যা শব্দের দ্বারাই বা কিরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহ হইতে পারে? প্রতীতি হইতে পারে? তত্ত্ব অর্থের গ্রহণ না করিলেও অন্যার্থের দ্বারা সংখ্যা শব্দের প্রয়োগসাধুতা সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, তবে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এরূপ প্রয়োগ কিরূপে সংগত হইবে? [উচ্যতে...তদুচ্যতে] তাহা বলিতেছি। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম অর্থে দিক্

সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষস্মরণাৎ সংজ্ঞায়ামেব পঞ্চশব্দস্য জন-শব্দেন সমাসঃ। ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ পঞ্চজনা নাম বিবক্ষ্যন্তে, ন সাংখ্যতত্ত্বাভিপ্রায়েণ। তে কতীত্যস্যা-মাকাঙ্ক্ষায়াং পুনঃ পঞ্চেতি প্রযুজ্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিৎ। তে চ পঞ্চেত্যর্থঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা। কে পুনস্তে পঞ্চ-জনা নামেতি তদুচ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥ *

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ, প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষু-

---

স্তত্ত্বানীতি বিশয়ে তত্ত্বানামপ্রামাণিকত্বাৎ প্রাণাদীনাঞ্চ বাক্যশেষে শ্রবণাৎ তৎপরিত্যাগে শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ প্রাণাদয় এব পঞ্চজনাঃ। ন চ কাণ্বমাধ্যন্দিনয়োর্ব্বিরোধান্ন প্রাণাদীনাং বাক্যশেষগতানামপি গ্রহণমিতি সাম্প্রতম্। বিরোধেঽপি তুল্যবলতয়া ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পোপপত্তেঃ। ন চেয়ং বস্তুস্বরূপকথা ঽপিতূপাসনানুষ্ঠানবিধির্মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি বিধি-শ্রবণাৎ।

বোধক ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস বিধান থাকায় পঞ্চশব্দের সহিত জন-শব্দের সমাস হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চজনশব্দ রূঢ় অর্থে প্রযুক্ত, সাংখ্যাভাষিত তত্ত্ব অর্থে নহে। পঞ্চজননামক পদার্থ কি? কোন্ অর্থে রূঢ়? এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ পঞ্চ-শব্দের প্রয়োগ। পঞ্চজন নামে বিখ্যাত, এরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ। যেমন সাত সপ্তর্ষি। কাহারা পঞ্চজন? তাহা সূত্রকার বলিয়া দিতেছেন।—

"যাহাতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত" এই মন্ত্রের পরে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূ-পণের উদ্দেশে প্রাণাদি পঞ্চকের উপদেশ আছে। যথা—"যে উপাসক

---

* বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন শব্দেন প্রাণাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে।—পঞ্চজন-মন্ত্রের পর-মন্ত্রে যে প্রাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সন্নিধানপ্রযুক্ত সেই প্রাণ প্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বোধ্য। অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চককেই পঞ্চজন শব্দে বলা হইয়াছে।

যশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ ইতি, তেঽত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাৎ পঞ্চজনা বিবক্ষ্যন্তে। কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ, তত্ত্বেষু বা কথং জন-শব্দপ্রয়োগঃ, সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জন-শব্দভাজো ভবন্তি। জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ। তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ ইতি। অত্র, প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণম্। সমাসবলাচ্চ সমু-দায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধম্। কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে

"কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দ প্রয়োগ" ইতি। জনবাচকঃ শব্দো জন-শব্দঃ পঞ্চজনশব্দ ইতি যাবৎ। তস্য কথং প্রাণাদিষ্বজনেষু প্রয়োগ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা তু প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থে সমুদায়শব্দার্থে জনশব্দার্থো নাস্তীত্যপর্য্যনুযোগ এব। রূঢ্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্ত্যন্তরং দর্শয়তি।—"জনসম্ব-ন্ধাচ্চে"তি। জনশব্দভাজঃ পঞ্চজনশব্দভাজঃ। নম্ন সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধৌ সমু-দায়শক্তিকল্পনমনুপপন্নম্। সম্ভবতি চ পঞ্চবিংশত্যাং তত্ত্বেষ্ববয়বপ্রসিদ্ধিঃ, ইত্যত আহ। "সমাসবলাচ্চে"তি। স্যাদেতৎ। সমাসবলাচ্চেদ্রূঢ়িরাস্থী-য়তে হন্ত ন দৃষ্টস্তর্হি তস্য প্রয়োগোঽশ্বকর্ণাদিবদ্বৃক্ষাদিষু। তথা চ লোক-প্রসিদ্ধ্যভাবান্ন রূঢ়িরিত্যাক্ষিপতি।—"কথং পুনরসতী"তি। জনেষু তাবৎ

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন'কে জানে—" ইত্যাদি। সন্নিধানপ্রযুক্ত এতন্মন্ত্রস্থ প্রাণপ্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বিবক্ষিত। [কথং...বিরুদ্ধম্] বলিতে পার, কিপ্রকারে প্রাণাদি পঞ্চকে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ ? তত্ত্বেই বা কি প্রকারে প্রয়োগ ? উভয় প্রয়োগেই প্রসিদ্ধি পরিত্যাগ হয় সত্য ; তথাপি, বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির পরিগ্রহ হওয়াই ন্যায্য। জন-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রাণাদি জনশব্দ প্রয়োগের যোগ্য। জনবাচী পুরুষ-শব্দও প্রাণাদিতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা—"এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ।" এ বিষয়ে "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা," এই ব্রহ্মণ বাক্য নিদর্শন। (ব্রাহ্মণ—বেদভাগবিশেষ)। সমা-সের প্রভাবেও সমুদয় শব্দের রূঢ়ত্ব হয় এবং তাহা অবিরুদ্ধ। [কথং... বর্ত্তিষ্যতে] যদি বল, প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কিপ্রকারে রূঢ়ি স্বীকার হইতে

রূঢ়িঃ শক্যাশ্রয়িতুম্ ? শক্য উদ্ভিদাদিবদিত্যাহ। প্রসিদ্ধার্থ-সন্নিধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজেত, যূপং ছিনত্তি, বেদীং করোতীতি, তথাঽয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসান্বাখ্যানাদবগতসংজ্ঞাভাবঃ সংজ্ঞ্যাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষসমভিব্যাহৃতেষু প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে। 'কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা অসুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চজনা ব্যাখ্যাতাঃ। অন্যৈশ্চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। ক্বচিচ্চ যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশেতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে, তৎ পরিগ্রহেঽপীহ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। আচার্য্যস্তু ন পঞ্চবিংশতে-

---

পঞ্চজনশব্দস্য প্রথমঃ প্রয়োগো লোকেষু দৃষ্ট ইত্যসতি প্রথমপ্রয়োগ ইত্যসিদ্ধমিতি স্বকীয়স্তরানভিধায়াভ্যুপেত্য প্রথমপ্রয়োগাভাবং সমাধত্তে।— "শক্য উদ্ভিদাদিবৎ" ইতি। আচার্য্যদেশীয়ানাং মতভেদেষপি ন পঞ্চবিংশতিস্তত্ত্বানি সিধ্যন্তি পরমার্থতস্তু পঞ্চজনা বাক্যশেষগতা এবেত্যাশয়বানাহ— "কৈশ্চিত্তু" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

পারে ? এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহা উদ্ভিদ্ প্রভৃতির ন্যায় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ পদার্থের নিকটে অপ্রসিদ্ধ (অজ্ঞাতার্থ) শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সমভিব্যাহার (এক সঙ্গে উচ্চারণ) বলে সেই বিষয়েই সে শব্দের অর্থ সংগ্রহ হয়। যেমন উদ্ভিদ্ যাগ করিবেক, যূপ ছেদন করিবেক, বেদী করিবেক, ইত্যাদি স্থলে সমভিব্যাহার বলে বেদীপ্রভৃতি শব্দের অর্থনির্ণয় হয়, সেইরূপ, পঞ্চজন শব্দও বাক্যশেষ বলে প্রাণাদি-অর্থে গৃহীত হয়। প্রথমে সমাসানুকথন দ্বারা বুঝা যায়, উহা একটী সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংজ্ঞী আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় সন্নিধিপ্রাপ্ত প্রাণাদিতে গিয়া তাহা পর্য্যবসন্ন হয়। [কৈশ্চিত্তু… বিরোধঃ] কেহ কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রক্ষ, ইহারাই পঞ্চজন। অন্যে ব্যাখ্যা করেন, ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ, ইহারা পঞ্চজন। অপরে বলেন, প্রজা-অর্থে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না। [আচার্য্যস্তু…পঠতি] আচার্য্য ব্যাস বলেন, এখানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি হয় না, সুতরাং বাক্যশেষ বলে স্থির

স্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরস্তীত্যেবম্পরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্য-শেষাদিতি জগাদ। ভবেয়ুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্য-ন্দিনানাং যেঽন্নং প্রাণাদিষ্বামনন্তি, কাণ্বানান্তু কথং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা ভবেয়ুঃ, যেঽন্নং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥ *

অসত্যপি কাণ্বানামন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে। তেঽপি হি যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব্ব-স্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে, তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইতি। কথং পুনরুভয়েষামপি তুল্য

জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং জ্যোতিস্তদ্ব্রহ্ম দেবা উপাসত ইত্যর্থঃ। ননুিদং ষষ্ঠ্যন্তজ্যোতিঃপদোক্তং সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ শাখাদ্বয়েঽপ্যস্তি তৎ কাণ্বানাং পঞ্চত্বপূরণায় গৃহ্যতে নান্যেষামিতি বিকল্পো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে।—কথং পুনরিতি। আকাঙ্ক্ষাবিশেষাৎ বিকল্পো যুক্ত ইত্যাহ সিদ্ধান্তী। অপেক্ষেতি।

হয়, প্রাণাদি অর্থেই ঐ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ। যদি কেহ বলেন, মাধ্যন্দিন শাখ্যাধ্যায়ীদিগের মতে পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি পঞ্চক গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু কাণ্বশাখীদিগের তাহা কিরূপে লাভ হইবে? কাণ্বগণ ত প্রাণাদির মধ্যে অন্নকে পাঠ করেন না? ইহার প্রত্যুত্তর সূত্র এই যে—

অন্ন-শব্দের পাঠ নাই সত্য; না থাকিলেও 'জ্যোতিঃ' শব্দ আছে। তদ্দ্বারা কাণ্ব-শাখীদিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইবে। তাঁহারা "পাঁচ পাঁচজন" ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণার্থ জ্যোতিঃশব্দের পাঠ করেন। যথা—"দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন।" [কথং... দিত্যাহ] সমানরূপে উভয় শাখায় জ্যোতিঃশব্দ পঠিত হইয়াছে, অথচ

---

* একেষাং কাণ্বশাখিনাং অন্নে অসতি অন্নশব্দে অবিদ্যমানেঽপি জ্যোতিষা জ্যোতিঃ শব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যত ইতি শেষঃ।—যদিও কাণ্বশাখায় অন্নশব্দের পাঠ নাই, না থাকিলেও তাহাদের পাঠে যে জ্যোতিঃশব্দ আছে, সেই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা তাহাদের পঞ্চ সংখ্যা পূরণ হয়।

যদিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া কেষাঞ্চিদ্গৃহ্যতে কেষাঞ্চিন্নেতি, অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ। মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নাস্মিন্মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাত্তু কাণ্বানাং ভবত্যপেক্ষা। অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেঽপি মন্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে। যথা সমানেঽপ্যতিরাত্রে বচন-ভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদ্বৎ। তদেবং ন তাবৎ

যথা অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি ন গৃহ্লাতি ইতি বাক্যভেদাৎ বিকল্পঃ তদ্বৎ শাখাভেদেন অন্নপাঠাপাঠাভ্যাং জ্যোতিষো বিকল্প ইত্যর্থঃ। নন্থ ক্রিয়ায়াং বিকল্পো যুক্তো ন বস্তুনীতি চেৎ ; সত্যম্। অত্রাপি শাখাভেদেন সাম্না জ্যোতিঃসহিতা বা পঞ্চ প্রাণাদয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতা স্তন্মনসাঽনুদ্রষ্টব্য-মিতি ধ্যানক্রিয়ায়াং বিকল্পোপপত্তিরিত্যনবদ্যম্। উক্তং প্রধানস্যাশব্দত্ব-মুপসংহরতি তদেবমিতি। তথাপি স্মৃতিযুক্তিভ্যাং প্রধানমেব জগৎকারণ-মিত্যত আহ—স্মৃতীতি। [রত্নপ্রভা।]

তাহা এক শাখায় পঞ্চ সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, অন্য শাখায় নহে, ইহার কারণ কি ? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতা আছে। [মাধ্য…তদ্বৎ] মাধ্যন্দিনশাখীরা (মাধ্যন্দিন = যজুর্ব্বেদের শাখা বিশেষ) প্রোক্ত মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহারা পঞ্চ-জন স্থানীয় প্রাণাদি পঞ্চক প্রাপ্ত হন। সুতরাং অন্য মন্ত্রের জ্যোতিঃশব্দ তাঁহাদের নিরাকাঙ্ক্ষ থাকে। কাণ্বশাখীদিগের পাঠে উহার উল্লেখ নাই, সুতরাং তাঁহাদের পাঠে উহার (জ্যোতিঃ শব্দের) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র সমান হইলেও অপেক্ষার ভেদ থাকায় এক শাখায় জ্যোতিঃশব্দের গ্রহণ এবং অন্য শাখায় তাহার অগ্রহণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অতিরাত্র (যজ্ঞবিশেষ)। অতিরাত্র যাগ সকল শাখায় সমান ; পরন্তু উপদেশ বাক্যের ভিন্নতা থাকায় ষোড়শি-পাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে। [তদেবং… হরিষ্যেতে] প্রদর্শিত কারণে প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি) শ্রুতি প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ শ্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন নাই। স্মৃতিতে ও যুক্তিশাস্ত্রে

শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি, স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধী তু পরিহরিষ্যেতে ॥ ১৩ ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ *

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং, প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্, প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানস্যা-

---

অথ সমন্বয়লক্ষণে কেয়মকাণ্ডে বিরোধাবিরোধচিন্তা ভবিতা হি তস্যাঃ স্থানমবিরোধলক্ষণমিত্যত আহ।—"প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণ" ইতি। অয়মর্থঃ—নানৈকশাখাগততত্তদ্বাক্যালোচনয়া বাক্যার্থাবগমে পর্য্যবসিতে সতি প্রমাণান্তরবিরোধেন বাক্যার্থাবগতেরপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্যাবিরোধব্যুৎপাদনেন প্রামাণ্যব্যবস্থাপনমবিরোধলক্ষণার্থঃ। প্রাসঙ্গিকস্তু তত্র সৃষ্টিবিষয়াণাং বাক্যানাং পরস্পরমবিরোধপ্রতিপাদনং ন তু লক্ষণার্থঃ। তৎপ্রয়োজনঞ্চ তত্রৈব প্রতিপাদয়িষ্যতে ইহ তু বাক্যানাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকানাং পরস্পরবিরোধে ব্রহ্মণি জগদ্‌যোনৌ ন সমন্বয়ঃ সেদ্ধুমর্হতি। তথা চ ন জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং ন চ তত্র গতিসামান্যং ন চ তৎসিদ্ধয়ে প্রধানস্যাশব্দত্বপ্রতিপাদনং তস্মাদ্বাক্যানাং বিরোধাবিরোধাভ্যামুক্তার্থাক্ষেপসমাধানাভ্যাং সমন্বয় এবোপপাদ্যত ইতি সমন্বয়লক্ষণে সঙ্গতমিদমধিকরণম্।

বাক্যানাং কারণে কার্য্যে পরস্পরবিরোধতঃ।
সমন্বয়োজগদ্‌যোনৌ ন সিধ্যতি পরাত্মনি ॥

যে প্রধানের উল্লেখ আছে—সে উল্লেখের তাৎপর্য্য পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রধান অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি যে বৈদিক নহে, বেদপ্রতিপাদ্য নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা

---

* বিগীতেষ্বপি আকাশাদিষু সৃজ্যমানেষু স্রষ্টরি বিগানং নাস্তীতি পূর্ব্বয়ম্। হেতুমাহ—কারণত্বেনেতি। বিস্তরস্ত ভাষ্যে।—সৃষ্টিবিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও স্রষ্টা বিষয়ে বিরোধ বা বিভিন্ন মত নাই।

শক্যত্বম্। তত্রেদমপরমাশঙ্ক্যতে। ন জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতিপাদয়িতুং শক্যম্। কস্মাৎ। বিগানদর্শনাৎ। প্রতিবেদান্তং হ্যন্যান্যা সৃষ্টিরুপলভ্যতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ। তথা হি, ক্বচিদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাকাশাদিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে, ক্বচিত্তেজ আদিকা—তত্তেজোঽসৃজতেতি, ক্বচিৎ প্রাণাদিকা—স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধামিতি। কেচিৎ অক্রমৈব লোকানামুৎপত্তিরাম্নায়তে—"স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভোমরীচির্ম্মরমাপ" ইতি। তথা ক্বচিদসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—"অসদ্বা

সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদিত্যাদীনাং কারণবিষয়াণামসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ কারণবিষয়ৈর্ব্বিরোধঃ কার্য্যবিষয়াণামপি বিভিন্নক্রমাক্রমোৎপত্তিপ্রতিপাদকানাং বিরোধঃ। তথা কানিচিদন্যকর্ত্তৃকাং জগদুৎপত্তিমাচক্ষতে বাক্যানি কানিচিৎ স্বয়ংকর্ত্তৃকাম্। সৃষ্ট্যা চ তৎকার্য্যেণ তৎকারণতয়া ব্রহ্ম লক্ষিতম্। সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তৌ তৎকারণতায়াং ব্রহ্মলক্ষণে বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ভবতি তল্লক্ষ্যে ব্রহ্মণ্যপি বিপ্রতিপত্তিঃ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি সমন্বয়াভাবান্ন সমন্বয়গম্যং ব্রহ্ম। বেদান্তাস্তু কর্ত্রাদিপ্রতিপাদনেন কর্ম্মবিধিপরতয়োপচরিতার্থা অবিবক্ষিতার্থা বা জপোপযোগিন ইতি প্রাপ্তম্। ক্রমাদীত্যাদিগ্রহণেনাক্রমোগৃহ্যতে। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

সর্গক্রমবিবাদেঽপি ন স স্রষ্টরি বিদ্যতে।
সতস্ত্বসদ্বচোভক্ত্যা নিরাকার্য্যতয়া ক্বচিৎ॥

উত্থাপিত হইতেছে যে, ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্য্য, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে। কারণ এই যে, বিরুদ্ধবাদ দেখা যায়। [প্রতি···ক্রিয়ত ইতি] প্রত্যেক বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে "আত্মা হইতে আকাশ" এবম্প্রকারে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে "তিনি তেজ সৃষ্ট করিলেন" ইত্যাদি ক্রমে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। "তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণপূর্ব্বিকা সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে।

ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়তেতি,” “অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসর্ব্বমভবৎ” ইতি চ। কচিদসদ্বাদ-নিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে—“তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যুপক্রম্য, “কুতস্তু খলু সোমৈ্যবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত” ইতি, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিতি”। কচিৎ স্বয়ংকর্তৃকৈব

ন ভাবদস্তি সৃষ্টিক্রমে বিগানং শ্রুতীনামবিরোধাৎ। তথাহি—অনেক-শিল্পপর্য্যবদাতোদেবদত্তঃ প্রথমং চক্রদণ্ডাদি কারণমুৎপাদ্যাহথ তদুপকরণঃ কুম্ভং কুম্ভোপকরণশ্চাহরত্যুদকং উদকোপকরণশ্চ সংযবনেন গোধুমকণি-কানাং করোতি পিণ্ডং পিণ্ডোপকরণস্তু পচতি ঘৃতপূর্ণং তদস্ত দেবদত্তস্য সর্ব্ব-ত্রৈতস্মিন্ কর্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং দেবদত্তাচ্চক্রাদি সম্ভূতং তস্মাচ্চক্রাদেঃ কুম্ভা-দীতি। শক্যঞ্চ দেবদত্তাৎ কুম্ভঃ সমুদ্ভূতস্তস্মাদুদকাহরণাদীত্যাদি। ন হ্যস্ত্যসম্ভবঃ সর্ব্বত্রাস্মিন্ কার্য্যজাতে ক্রমবত্যপি দেবদত্তস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বম-স্যাত্তত্বাৎ তথেহাপি যদ্যপ্যাকাশাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিস্তথাপ্যাকাশানলানিলাদৌ তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য কর্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং পরমেশ্বরাদাকাশঃ সম্ভূত ইতি শক্যঞ্চ বক্তুং পরমেশ্বরাদনলঃ সম্ভূত ইত্যাদি। যদি ত্বাকাশাদ্বায়ু-র্ব্বায়োস্তেজ ইত্যুক্ত্বা তেজসো বায়ুর্ব্বায়োরাকাশ ইতি ব্রূয়াৎ ভবেদ্বিরোধো ন চৈতদস্তি। তস্মাদমূষামবিবাদঃ শ্রুতীনাম্। এবং ‘স ইমান্ লোকান-সৃজত’ ইত্যক্রমাভিধায়িন্যপি শ্রুতিরবিরুদ্ধা। এষা হি স্বব্যাপারমভিধান-

---

কোন কোন শ্রুতিতে যুগপৎ সর্ব্বসৃষ্টির কথাও আছে। যথা—“তিনি এই সমস্ত লোক সৃজন করিলেন।” আবার অন্যশ্রুতিতে অভাবপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। যথা—“এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ বা অভাবাত্মক ছিল, পশ্চাৎ ইহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়াছে।” কোন কোন শ্রুতি অভাববাদ নিষেধ করতঃ সদ্বাদের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন। যথা—“কেহ কেহ বলেন, এ সকল অসৎ ছিল অর্থাৎ কিছুই ছিল না।” শ্রুতি এই কথা বলিয়াই বলিয়াছেন, “হে সৌম্য! তাহা কি প্রকারে হইবে? কি প্রকারে অসৎ (অভাব) হইতে সতের (ভাবের) জন্ম হইবে? অতএব হে সৌম্য! এ সকল সৎ-ই ছিল।” এতদ্ভিন্ন অন্য একটী শ্রুতি আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহা এ সকল আপনা আপনি হইয়াছে অর্থাৎ ইহার কর্ত্তা

ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" ইতি। এবমনেকধা বিপ্রতিপত্তের্বস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তের্ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা ন্যায্যা। স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যাস্তু কারণান্তরপরিগ্রহো ন্যায্য ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। সত্যপি প্রতিবেদান্তং সৃজ্যমানেষ্বাকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে

মক্রমেণ কুর্ব্বতী নাভিধেয়ানাং ক্রমং নিরুণদ্ধি। তে তু যথাক্রমাবস্থিতা এবাক্রমেণোচ্যন্তে। যথা ক্রমবন্তি জ্ঞানানি জাতানীতি। তদেবমবিগানম্। অভ্যুপেত্য তু বিগানমুচ্যতে সৃষ্টৌ খল্বেতদ্বিগানাৎ ন তু স্রষ্টরি। স্রষ্টা তু সর্ব্ববেদান্তবাক্যেষ্বনুস্যূতঃ পরমেশ্বরঃ প্রতীয়তে নাত্র শ্রুতিবিগানং মাত্রয়াপ্যস্তি। ন চ সৃষ্টিবিগানং স্রষ্টরি তদধীননিরূপণে বিগানমাবহতীতি বাচ্যম্। ন হ্যেষ স্রষ্টৃত্বমাত্রেণোচ্যতেঽপি তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিনা রূপেণোচ্যতে স্রষ্টা। তচ্চাস্য রূপং সর্ব্ববেদান্তবাক্যানুগতম্। তজ্জ্ঞানঞ্চ ফলবৎ। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইতি শ্রুতেঃ। সৃষ্টিজ্ঞানস্য তু ন ফলং শ্রূয়তে তেন ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি সৃষ্টিবিজ্ঞানং স্রষ্টৃব্রহ্মবিজ্ঞানাঙ্গং তদনুগুণং সদ্ব্রহ্মজ্ঞানাবতারোপায়তয়া ব্যাখ্যেয়ম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—'অন্নেন সৌম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ' ইত্যাদিকা। শুঙ্গেনাগ্রেণ কার্য্যেণেতি যাবৎ। তস্মান্ন সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তিঃ স্রষ্টরি বিপ্রতিপত্তিমাবহতি। অপি তু গুণে ত্বন্যায্যকল্পনেতি তদনুগুণতয়া ব্যাখ্যেয়া। যচ্চ কারণে

নাই। যথা—"পূর্ব্বে এ জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ-নামের ও জগদ্রূপের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত (বিস্পষ্ট) হইয়াছে।" [এব··· দিষ্টোক্তেঃ] এইরূপ এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধ মত) আছে। যাহা বস্তু তাহা একরূপ বা একপ্রকার হওয়াই উচিত বিধায় সমস্ত বেদান্তকে জগৎকারণনিশ্চায়ক বলিতে পার না। অর্থাৎ বেদান্তের দ্বারা এককারণবাদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ও ন্যায়প্রসিদ্ধ অন্য কারণের গ্রহণ বা স্বীকার করাই উচিত। ব্যাস এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে সৃজ্যমান আকাশাদির উৎপত্তির ক্রমের ভিন্নতা দেখা যায়, তথাপি উৎপাদকের বা স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধবাদ নাই। কেন-না, এক বেদান্তে যে-স্রষ্টার বা যে-জগৎ-

ন স্রষ্টরি কিঞ্চিদ্বিগানমস্তি। কুতঃ। যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মকোঽদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ, তথাভূত এব বেদান্তান্তরেষ্বপি ব্যপদিশ্যতে। তদ্যথা, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"তি। অত্র তাবজ্জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিষয়েণ কাময়িতৃত্ববচনেন চেতনং ব্রহ্ম ন্যরূপয়দপরপ্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমব্রবীৎ। তদ্বিষয়েণৈব পরেণাত্মশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্তরনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসনেন সৃজ্য

বিগানমসদ্বা ইদমগ্রআসীদিতি তদপি, তদপ্যেষ শ্লোকোভবতীতি পূর্ব্বপ্রকৃতং সদ্ব্রহ্মাকৃষ্যাঽসদেবেদমগ্রআসীদিত্যুচ্যমানং স্বসতোঽভিধানেঽসম্বদ্ধং স্যাৎ। শ্রুত্যন্তরেণ চ মানান্তরেণ চ বিরোধঃ। তস্মাদৌপচারিকং ব্যাখ্যেয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদিতি তু নিরাকার্য্যতয়োপন্যস্তমিতি ন কারণে বিবাদ ইতি। সূত্রে চ-শব্দস্ত্বর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষং নিবর্ত্তয়তি।—আকাশাদিষু সৃজ্যমানেষু ক্রমবিগানেঽপি ন স্রষ্টরি বিগানম্। কুতঃ। যথৈকস্যাং শ্রুতৌ ব্যপদিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বস্য কর্ত্তা তথৈব শ্রুত্যন্তরেষূক্তেঃ। কেন রূপেণ, কারণত্বেন। অপরঃ কল্পো যথা ব্যপদিষ্টঃ ক্রম আকাশাদিষু, আত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি, তথৈব ক্রমস্যানপবাধনেন তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদিকায়া অপি সৃষ্টেরুক্তের্ন

কারণের উপদেশ, অন্য বেদান্তেও সেই স্রষ্টার বা সেই জগৎকারণের উপদেশ দেখা যায়। [যথাভূতো...দিশ্যতে] এক বেদান্তে যদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মক অদ্বিতীয় কারণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত বেদান্তে তদ্রূপ কারণই কথিত হইয়াছে। [তদ্যথা...ইতি চ] যথা—"ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।" এ শ্রুতি জ্ঞানশব্দ বিশেষণ দিয়া এবং "তিনি কামনা (ইচ্ছা) করিলেন," এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, "ব্রহ্ম চেতন পদার্থ।" "তিনি পরপ্রযোজ্য নহেন," এ কথার দ্বারাও ঈশ্বরকারণবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারই পরে আত্মশব্দ আছে, সেই আত্মশব্দের দ্বারা দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মই আমাদের অন্তরাত্মা। তিনি শরীরাদি কোশ

মানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরভেদমভাষত। তথা"ইদং সর্ব্ব-মসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্ সৃষ্টেরদ্বিতীয়ং স্রষ্টারমাচষ্টে। তদত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণ-ত্বেন বিজ্ঞাতং তল্লক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজতেতি। তথা, আত্মা বা ইদমেক এবাঽগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি চ। এবঞ্জাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণ-পরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাৎ। কার্য্য-বিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে। কচিদাকাশাদিকা সৃষ্টিঃ কচিত্তেজ

সৃষ্টাবপি বিগানম্। নন্বেকত্রাত্মন আকাশকারণত্বেনোক্তিরন্যত্র চ তেজঃ-কারণত্বেন তৎকথমবিগানমত আহ।—"কারণত্বেন" ইতি। হেতৌ তৃতীয়া। সর্ব্বত্রাকাশানলানিলাদৌ সাক্ষাৎকারণত্বেনাত্মনঃ। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদধস্তাৎ।

পরম্পরার দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্টের ন্যায় আছেন। "আমি বহু হইব" এ অংশের দ্বারা বলা হইয়াছে, বুঝান হইয়াছে, যে-কিছু সৃজ্যমান পদার্থ—সমস্তই সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টা হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ তিনিই জগদাকারে ভাসমান হইতেছেন। অপিচ, "এ যে-কিছু—এ সমস্তই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র স্রষ্টা ছিলেন। এই সকল শ্রুতিতে যে কারণরূপী ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইতেছেন অন্য শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্ম বা তল্লক্ষণ ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হইয়াছেন। যথা—"হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল একমাত্র সৎ-ই ছিল।" (অদ্বয় কারণই ছিল)। "এক অদ্বিতীয় পদার্থই ছিল।" "সেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব।" "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল আত্মা ছিল, আত্মাতেই পর্য্যবসন্ন ছিল, আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।" "সেই আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক সমূহ সৃজন করিব।" [এবং...প্রসঙ্গাৎ] প্রত্যেক বেদান্তে জগৎকারণের স্বরূপ নির্ণায়ক এইরূপ এইরূপ বাক্য আছে পরন্তু সে সকলের অর্থ অবি-গীত অর্থাৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ। অপিচ, কারণ প্রতিপাদন পক্ষে সমস্ত

আদিকেত্যেবঞ্জাতীয়কম্। ন চ কার্য্যবিষয়েণ বিগানেন কারণমপি ব্রহ্ম সর্ব্ববেদান্তেষ্ববিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুং, অতিপ্রসঙ্গাৎ। সমাধাস্যতি চাচার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ং বিগানং 'ন বিয়দশ্রুতে'রিত্যারভ্য। ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বমপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। ন হ্যয়ং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। ন হি তৎপ্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। ন চ কল্পয়িতুং শক্যতে। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈর্ব্বাক্যৈঃ সাকমেকবাক্যতায়া গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাম্ "অন্নেন সোম্য!

বেদান্তের ঐকমত্য দেখা যায়। তবে যে কার্য্যপ্রতিপাদন (সৃজ্যমান বস্তুর সৃষ্টি বিষয়ক ক্রমের উপদেশ) বিষয়ে বিগান (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ) দেখা যায়, যথা—কোন বেদান্তে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি, কোন বেদান্তে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি। এ সকল ব্রহ্মকারণবাদের ক্ষতিকারক নহে। কার্য্যের বিগান আছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির উপদেশ আছে, তাই বলিয়া কারণ ব্রহ্মও বিগীত, এরূপ বলিতে পার না। কার্য্য বিভিন্ন প্রকার সুতরাং কারণও বিভিন্ন, এ অভিপ্রায় অযুক্ত। (অর্থাৎ তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে)। ঐরূপ বলিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গ * দোষ হইবে। [সমা...গম্যমানত্বাৎ] আচার্য্য ব্যাস "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিবেন। সৃষ্টিপ্রতিপাদন ইষ্ট নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ক বিরোধ বিরোধ বলিয়া গণ্য নহে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উপদেশ করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কারণ, সৃষ্টিজ্ঞানে কোনরূপ পুরুষার্থ দৃষ্ট হয় না। শ্রুতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ জ্ঞানের পুরুষার্থতা (ফল) বলেন নাই, কল্পনাতেও তাহা লব্ধ হয় না। উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টিবাক্য সকল ব্রহ্মবাক্যের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ করে। [দর্শয়তি...ইতি] ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি বর্ণনা, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"হে সোম্য! পৃথিবীরূপ শুঙ্গের (কার্য্যের)

---

* অতিপ্রসঙ্গ—অতিব্যাপ্তি। অর্থাৎ যাহা ব্রহ্ম নহে তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ যাওয়া।

শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছাহদ্ভিঃ সৌম্য! শুঙ্গেন তেজোমূল-মন্বিচ্ছ তেজসা সৌম্য! শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছেতি।" মৃদাদি-দৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে। তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি,—

"মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাহন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥" ইতি।

ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বদ্ধন্তু ফলং শ্রূয়তে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যু-মেতি" ইতি চ। প্রত্যক্ষাবগমঞ্চেদং ফলং "তত্ত্বমসি" ইত্য-সংসার্য্যাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যাং সংসার্য্যাত্মত্বব্যাবৃত্তেঃ। যৎ

ব্যাক্রিয়ত ইতি চ কর্ম্মকর্ত্তরি কর্ম্মণি বা রূপম্। ন চেতনমতিরিক্তং কর্ত্তারং প্রতিক্ষিপতি কিন্তুপস্থাপয়তি। ন হি লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি বা লূয়তে কেদার ইতি বা লবিতারং দেবদত্তাদিং প্রতিক্ষিপতি। অপি তূপস্থাপয়ত্যেব। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্।

দ্বারা জলের অনুমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেজো মূল সতের অনুমান কর।" ইহাও প্রতীত হয় যে, শ্রুতি মৃত্তিকা-কুম্ভের দৃষ্টান্তে কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ দেখাইবার জন্য সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বলিয়াছেন। (কুম্ভের কারণ মৃত্তিকা, তাহা কুম্ভ হইতে ভিন্ন নহে। তাহা মৃত্তিকাই)। এ তত্ত্ব অধ্যাপক পরম্পরাতেও প্রখ্যাত। যথা—"শাস্ত্র যে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায় মাত্র। ফলকল্পে কোনরূপ ভেদ নাই।" [ব্রহ্ম...বৃত্তেঃ] শাস্ত্রে যে ফলশ্রুতি আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বলিত। অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি ফল ব্রহ্মজ্ঞানঘটিত; অন্যজ্ঞানঘটিত নহে। যথা—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।" "আত্মজ্ঞ পুরুষই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।" "জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে।" ইত্যাদি। ঐ ফল (মোক্ষ) প্রত্যক্ষ-গম্য (প্রত্যক্ষ=শ্রুতি-প্রমাণ)। "তিনিই তুমি" এই মহাবাক্যের দ্বারা আত্মার (আপনার) অসংসারিত্ব নিশ্চয় হইলে তখন আর সংসারিত্ব থাকে না, বিনিবৃত্ত হয়।

পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥ *

অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি নাত্রাসন্নিরাত্মকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে। যতঃ, অসন্নেব স ভবত্যসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ, ইত্যসদ্বাদাপবাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মান্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগাত্মানং নির্ধার্য্য "সোঽকাময়ত" ইতি তমেব প্রকৃতং সমাকৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যমিত্যা-

সদাত্মসমাকর্ষাদতীন্দ্রিয়ার্থকাসৎপদেন ব্রহ্ম লক্ষ্যত ইত্যাহ— তস্মাদিতি। ন চ প্রধানমেব লক্ষ্যতামিতি বাচ্যম্। চেতনার্থকব্রহ্মাদিশব্দানামনেকেষাং লক্ষণাগৌরবাদিতি ভাবঃ। তিত্তিরিশ্রুতৌ সূত্রং যোজয়িত্বা ছান্দোগ্যাদৌ যোজয়তি— এবৈবেতি। সদেকার্থকতৎপদেন পূর্ব্বোক্তাসতঃ সমাকর্ষান্ন শূন্যত্বমিত্যর্থঃ। নন্বসৎপদলক্ষণা ন যুক্তা শ্রুতিভেদে চ স্বমতভেদেনোদিতা-

[যৎ...অত্রোচ্যতে] বাদী যে কারণবিষয়ক মতদ্বৈধ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও পরিহার্য্য। পরিহার্য্য বলিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এ বাক্যে নিরাত্মক অভাব পদার্থকে কারণ বলা হয় নাই। কারণ, ঐ স্থানে "যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে তবে সে নিজেও অসৎ এবং যে অস্তি বলিয়া জানে লোকে তাহাকে সৎ বলিয়া জানিবে।" এইরূপ বাক্যে অসতের (অভাবের বা অব্রহ্মভাবের) নিন্দা অভিহিত হইয়াছে। অনন্তর অসদ্বিপরীত সৎ ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে নির্ণয় করিয়া, উপদেশ করিয়া, তাদৃশ সৎ ব্রহ্মকে "তিনি কামনা করিলেন" এই বাক্যের দ্বারা আকর্ষণ ও তাহাঁ হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ

* সমাকর্ষাৎ তৎসদাসীদিত্যাদিনা সতঃসমাকর্ষণাৎ নাপিকারণবিষয়কং বিগানমিতি শেষঃ।—যাহা জগৎকারণ—তাহাতেও শ্রৌতমতভেদ নাই। কারণ, সেই সেই স্থলে সতের সমাকর্ষণ আছে। অর্থাৎ 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ শব্দে নিরাত্মক অভাব পদার্থ কথিত হয় নাই। ঐ সকল স্থলে অসৎ শব্দের অর্থ অবিদ্যা।

চক্ষত" ইতি চোপসংহৃত্য "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেঽর্থে শ্লোকমিমমুদাহরতি "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি। যদি ত্বসন্নিরাত্মকমস্মিন্ শ্লোকেঽভিপ্রেয়েত ততোঽন্যসমাকর্ষণেঽন্যস্যোদাহরণাদসম্বদ্ধং বাক্যমাপদ্যেত। তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্ম ঽসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। এষৈবাঽসদেবেদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা। "তৎ সদাসীদিতি" সমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ

মুদিতহোমবদ্বিকল্পস্য দর্শিতত্বাদিত্যত আহ—তদ্ধৈক ইতি। একে শাখিন ইত্যর্থো ন ভবতি, কিন্তু অনাদিসংসারচক্রস্থা বেদবাহ্যা ইত্যর্থঃ। শূন্যনিরাসেন শ্রুতিভিঃ সদ্বাদস্যৈবেষ্টত্বাত্তাসাং বিরোধস্ফুর্ত্তিনিরাসায় লক্ষণা যুক্তেতি ভাবঃ। যদুক্তং ক্বচিদকর্ত্তৃকা সৃষ্টিঃ কথিতেতি তন্নেত্যাহ—তদ্ধেদমিতি। অধ্যক্ষঃ কর্ত্তা। নমু কর্ত্রীভাব এব পরামৃশ্যত ইত্যত আহ—চেতনস্য চায়মিতি। চক্ষুর্দ্রষ্টা শ্রোত্রং শ্রোতা মনো মন্তেত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। আদ্যকার্য্যং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাহ—অপি চেতি। অদ্যত্বে

উক্তি করিয়া "সেই জন্য তাঁহাকে সত্য আখ্যা (নাম) দেওয়া হয়" এবম্প্রকার কথায় প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া "এ সম্বন্ধে শ্লোক এই" এই বলিয়া সেই প্রস্তাবিত সৎপদার্থ বিষয়ক শ্লোকটীকে উদাহরণ দেখান হইয়াছে। [যদি···দ্রষ্টব্যম্] নিঃস্বরূপ অভাবাত্মক অসৎ উক্ত শ্লোকের বিবক্ষিত হইলে, এক পদার্থ আকর্ষণ করিয়া অপর পদার্থ উদাহরণ দেওয়ায় বাক্যটী প্রলাপতুল্য হয়। বিশেষতঃ ব্যাকৃত (বিকাশপ্রাপ্ত) বস্তুই সৎ-শব্দে অভিহিত হয়। (যাহা বিস্পষ্ট হইয়াছে তাহাকেই সৎ বলে, আছে বলে)। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে, ব্যাকৃত বা বিকাশপ্রাপ্ত জগৎপদার্থের পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ অব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণ করিলে অবশ্যই "পূর্ব্বে সৎ ব্রহ্ম ছিলেন" এ কথা সঙ্গত হইবে। "সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল" এ শ্রুতিকেও ঐ অর্থে সংযোজন করিতে হইবে। কারণ, "সেই সৎ ছিলেন" এইরূপে ঐ স্থানে সতেরই অনুবর্ত্তন হইয়াছে। অসৎ-শব্দের অত্যন্তাভাব

সদাসীদিতি কিং সমাকৃষ্যেত। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি ন শ্রুত্যন্তরাভিপ্রায়েণায়মেকীয়মতোপন্যাসঃ ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ। তস্মাচ্ছ্রুতি-পরিগৃহীতসৎপক্ষদার্ঢ্যায়ৈবাঽয়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাঽ-সৎপক্ষস্যোপন্যাস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্। "তদ্ধেদং তর্হ্য-ব্যাকৃতমাসী"দিত্যত্রাপি ন নিরধ্যক্ষস্য জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যধ্যক্ষস্য ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ। নিরধ্যক্ষে ব্যাকরণাভ্যুপগমে হ্যনন্তরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা স ইত্যনেন সর্ব্বনাম্না কঃ কার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যেত। চেতনস্য চায়মাত্মনঃ শরীরেঽনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে, অনুপ্রবিষ্টস্য চেত-

---

ইদানীম্। নমু কর্ম্মকারকাদন্যস্য কর্ত্তুঃ সত্ত্বে কর্ম্মণ এব কর্ত্তৃত্বরচিলকারো বিরুদ্ধ ইত্যত আহ— ব্যাক্রিয়ত ইতি। অনায়াসেন সিদ্ধিমপেক্ষ্য কর্ম্মণঃ

অর্থ গ্রহণ করিলে "সেই সৎ" এ কথায় কাহার আকর্ষণ হইবে? (যাহার স্বরূপ নাই, যাহা নিঃস্বরূপ, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব)। কেহ কেহ বলেন, "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই বাক্যে মত-বিশেষ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। যেমন জ্ঞানের বিকল্প অসম্ভব, তেমনি, বস্তুবিকল্পও অসম্ভব। (ঘট ঘটই, কাহার জ্ঞানে ঘট, কাহার জ্ঞানে পট, এমন হয় না)। এই কারণে বুঝিতে হইবে, মূঢ়কল্পিত অসদ্বাদ নিরাসের জন্ম ও সদ্বাদের দৃঢ়তার জন্ম শ্রুতি ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। [তদ্ধেদং...কৃষ্যেত] তখন অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল, পশ্চাৎ ব্যাকৃত হইয়াছে, এ বাক্যে নিরধ্যক্ষ ব্যাক্রিয়া (জগতের বিকাশ) কথিত হয় নাই। কারণ, "তিনি স্বসৃষ্ট ভূতের নখাগ্রপর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট" এই শ্রুতি বলিয়াছেন, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, অধ্যক্ষ, তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। নিরধ্যক্ষ বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে "স" "শব্দের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। (জগৎ কর্তৃশূন্য হইলে কে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবে?)" [চেতনস্য···গ্রাম ইতি] দেখা যায়, শ্রুতিতেও শুনা যায়,

মন্ত্রশ্রবণাৎ, "পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ" ইতি। অপি চ যাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবমাদিসর্গেঽপীতি গম্যতে, দৃষ্টবিপরীতকল্পনানুপপত্তেঃ। শ্রুত্যন্তরমপ্যনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি সাধ্যক্ষামেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি। ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথালূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি। যদ্বা কর্ম্মণ্যেবৈষ লকারো অর্থাক্ষিপ্তং কর্ত্রন্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥ ১৫ ॥

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ *

কর্ত্তৃত্বমুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ। ব্যাক্রিয়তে জগৎ স্বয়মেব নিষ্পন্নমিতি ব্যাখ্যায় কেনচিদ্ব্যাকৃতমিতি ব্যাচষ্টে— যদ্বেতি। অতঃ শ্রুতীনামবিরোধাৎ কারণদ্বারা সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্। (রত্নপ্রভা)।

যিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট—তিনি চেতন। চেতন আত্মাই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"দর্শনের জন্য চক্ষু হইয়াছেন বা চক্ষুতে আছেন, শ্রবণের জন্য শ্রবণ বা শ্রবণে—" ইত্যাদি। অপিচ, এখন যেমন জগৎ নামের ও রূপেরদ্বারা ও অধ্যক্ষের অধীন হইয়া বিকাশিত হইতেছে—তেমনি প্রথম সৃষ্টিতেও ইহা অধ্যক্ষের অধীনে বিকশিত (পর পর বিকাশ বা ক্রমসৃষ্টি) হইয়াছিল। দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অযুক্ত বলিয়াই ঐ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"সেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব।" বিকাশকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্ত্বেও আপনা আপনি ব্যাকৃত হইয়াছে, এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন ছেদনকর্ত্তা সত্ত্বেও লোকে বলে, কেদার (ক্ষেত্রের আ'ল্।) ছিন্ন হইয়াছে, ঐ শ্রৌত প্রয়োগও তদ্রূপ জানিবে।

* কৌষিতকি-ব্রাহ্মণে যঃ পুরুষাণাং কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োক্তঃ স পরমেশ্বর এব। জগদ্বা-

কৌষাতকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে শ্রূয়তে, যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি (কৌং ব্রাং অং ৪। কং ১৯)। তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্যতে, উত মুখ্যঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মেতি বিষয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং। প্রাণ ইতি। কুতঃ। যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি শ্রবণাৎ। পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ। বাক্যশেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈ-

নমু ব্রহ্ম তে ব্রুবাণীতি ব্রহ্মাভিধানপ্রকরণাদুপসংহারে চ সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি য এবং বেদেতি নিরতিশয়ফলশ্রবণাদ্‌ব্রহ্মবেদনাদন্যস্য তদসম্ভবাৎ আদিত্যচন্দ্রাদিগতপুরুষকর্ত্তৃত্বস্য চ যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি চাস্যাসত্যবচ্ছেদে সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য জগতঃ পরামর্শেন জগৎকর্ত্তৃত্বস্য চ ব্রহ্মণোঽন্যত্রাসম্ভবাৎ কথং জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা। উচ্যতে। ব্রহ্ম তে ব্রুবাণীতি বালাকিনা গার্গ্যেণ ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞায় তত্তদাদিত্যাদিগতাব্রহ্মপুরুষাভিধানেন ন তাবদ্‌ব্রহ্মোক্তম্। যস্য চাজাতশত্রোর্যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি বাক্যং ন তেন ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চান্যদীয়েনোপক্রমেণান্যস্য

কৌষিতকি-ব্রাহ্মণের বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ নামক সন্দর্ভে এইরূপ শুনা যায়—"হে বালাকে! † যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং এ সকল যাহার কর্ম্ম (কর্ত্তৃত্বের ফল), তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে বিদিত হও।" এই কৌষিতকি-শ্রুতি যাঁহাকে জানিতে বলিতেছেন তিনি জীব? না প্রধান? না প্রাণ? না পরমাত্মা? "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এ অংশের দ্বারা পাওয়া যায়, প্রাণই জ্ঞেয়। পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলে, সুতরাং তাহা প্রাণের আশ্রিত (অধীন)। ঐ প্রস্তাবের শেষ ভাগেও প্রাণের উল্লেখ আছে। যথা—"সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে আসিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়,

চিন্ত্যাৎ তাৎপর্য্যবশাৎ তত্র পুরুষশব্দস্য জগদর্থকত্বাদিত্যর্থঃ।—কৌষিতকি-ব্রাহ্মণে কথিত আছে, "যিনি পুরুষসমূহের কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞেয়।" এখানে যে পুরুষ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ জগৎ। যিনি জগতের কর্ত্তা, জগৎ যাঁহার কৃতি বা কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাস্য। সুতরাং কৌষিতকি-ব্রাহ্মণোক্ত জ্ঞেয় পুরুষ পরমেশ্বর, অন্য নহে।

† বালাকি—তন্নামক ব্রাহ্মণ। বলাকার পুত্র।

কথা ভবতীতি প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণশব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ। যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্চন্দ্রমসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দ্দিষ্টাস্তেষামপি ভবতি প্রাণঃ কর্ত্তা প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতাত্মনাম্। কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে তস্যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং কর্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুং

বাক্যং শক্যং নিয়ন্তুম্। তস্মাদজাতশত্রোর্ব্বাক্যসন্দর্ভপৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া যোঽস্যার্থঃ প্রতিভাতি স এব গ্রাহ্যঃ। অত্র চ কর্ম্মশব্দস্তাবদ্ব্যাপারে নিরূঢ়বৃত্তিঃ কার্য্যেষু ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তেত। ন চ রূঢ়ৌ সত্যাং ব্যুৎপত্তির্যুক্তাশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রহ্মণ উদাসীনস্যাপরিণামিনোব্যাপারবত্তা। বাক্যশেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণো যত্রোপপত্তিঃ স এব বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। আদিত্যাদিগতপুরুষকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রাণস্যোপপদ্যতে হিরণ্যগর্ভরূপপ্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতানাং কতম একো দেবঃ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। উপক্রমানুরোধেন চোপসংহারে সর্ব্বশব্দঃ সর্ব্বান্ পাপ্মন ইতি চ সর্ব্বেষাং ভূতানামিতি আপেক্ষিকবৃত্তির্ব্বহূন্ পাপ্মনো বহূনাং ভূতানামিত্যেবম্পরো দ্রষ্টব্যঃ। একস্মিন্ বাক্যে উপক্রমানুরোধাদুপসংহারোবর্ণনীয়ঃ। যদি তু দৃপ্তবালাকিমব্রহ্মণি ব্রহ্মাভিধায়িনমপোদ্যাজাতশত্রোর্ব্বচনং ব্রহ্মবিষয়মেবান্যথা তু তদুক্তাদ্বিশেষং বিবক্ষোরব্রহ্মাভিধানমসম্বদ্ধং স্যাদিতি মন্যতে তথাপি নৈতদ্ব্রহ্মাভিধানং ভবিতুমর্হতি অপি তু জীবাভিধানমেব যৎকারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য

মিলিত হয়। [যে…প্রসিদ্ধেঃ] বালাকী যে আদিত্য পুরুষের ও চন্দ্রপুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ সে সকল পুরুষেরও কর্ত্তা। কারণ, আদিত্যাদি দেবতা প্রাণেরই অবস্থা বিশেষ। এ কথা অন্য শ্রুতিতে আছে। যথা—"সে সকলের মধ্যে কোন্ দেব প্রধান? (উত্তর) প্রাণই প্রধান। (সমস্তই প্রাণের বিভূতি) প্রাণ ব্রহ্মনামে কথিত হন।" [জীবো… বোধয়তি] অথবা কৌষিতকি-শ্রুতি জীবকে জানিতে বলিয়াছেন। জীবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বিদ্যমান আছে। "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এ কথাও জীবপক্ষে সঙ্গত হয়। জীব ভোক্তা, ভোগ করেন, ঐ সকল

যস্য বৈ তৎ কর্ম্মেতি সোঽপি ভোক্তৃত্বাত্তদ্ভোগোপকরণভূতা-নামেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে। বাক্যশেষে চ জীব-লিঙ্গমবগম্যতে। যৎকারণং, বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য পুরু-ষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবুবোধয়িষুর-জাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদী-নামভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতি-

---

পুরুষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতি বুবোধয়িষুরজাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনামভোক্তৃত্বমস্বামিত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং স্বামিনং প্রতিবোধয়তি। পরস্তাদপি—তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে এবমেতে আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তীতি শ্রবণাৎ। যথা শ্রেষ্ঠী প্রধানঃ পুরুষঃ স্বৈর্ভৃত্যৈঃ করণভূতৈর্ব্বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বা ভৃত্যাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, তে হি শ্রেষ্ঠিনমশনাচ্ছাদনাদিগ্রহণেন ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা জীব এতৈরাদিত্যাদিগতৈরাত্মভির্ব্বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে। তে হ্যাদিত্যাদয় আলোকবৃষ্ট্যাদিনা সাচিব্যমাচরন্তো জীবাত্মানং ভোজয়ন্তি, জীবাত্মানমপি যজমানং তদুৎসৃষ্টহবিরাদানাদাদিত্যাদয়োভুঞ্জন্তি তস্মাজ্জীবাত্মৈব ব্রহ্মণোঽভেদাদ্‌ব্রহ্মেহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি জীবপ্রযুক্তানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং কর্ম্ম জীবস্য ভবতি। কর্ম্মজন্যত্বাদ্বা ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যত্বং রূঢ্যনুসারাৎ। তৌ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ

পুরুষ তাঁহার ভোগের উপকরণ, সুতরাং সে ভাবে তাঁহাকে ঐ সকলের কর্ত্তা বলা অসঙ্গত নহে। প্রস্তাবের শেষেও জীববোধক বাক্য আছে। রাজা অজাতশত্রু "পুরুষের কর্ত্তাই জ্ঞেয়—তাঁহাকে জানিবেক" এইরূপ বলিলে বালাকি পুরুষকর্ত্তাকে বুঝিবার জন্য, জানিবার জন্য, ব্যগ্র হইলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবার ইচ্ছায় প্রাণের অভোক্তৃত্ব দেখাইবার জন্য (সপ্রমাণ করিবার জন্য) এক সুপ্তপুরুষকে (নিদ্রিত পুরুষকে) আহ্বান করিলেন। সে তাহা শুনিল না। তখন তিনি তাহাকে প্রহার করিলেন। প্রহারের পর তাহার চেতনা আসিল, তখন সে আহ্বান-শব্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। রাজা ঐ কার্য্য করিয়া বুঝাইলেন, দেখাইলেন যে, প্রাণ ভোক্তা নহে; অন্য

রিক্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। তদ্‌যথা—শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথাবা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যয়মেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে এবমেবৈতে আত্মান এতমাত্মনং ভুঞ্জন্তি ইতি [কৌ০ ব্রা০ অ০৪। কং০ ২০।] প্রাণভৃত্ত্বাচ্চ জীবস্যোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো ন পরমেশ্বরঃ।

জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাক্ষিপ্তত্বাচ্চাদিত্যাদীনাং ভোগোপকরণানাং তেষু জীবস্য কর্তৃত্বমুপপন্নম্। উপপন্নঞ্চ প্রাণভৃত্ত্বাজ্জীবস্য প্রাণশব্দত্বম্। যে চ প্রশ্নপ্রতিবচনে কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতীতি। অনয়োরপি ন স্পষ্টং ব্রহ্মাভিধানমুপলভ্যতে। জীবব্যতিরেকশ্চ প্রাণাত্মনো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যুপপদ্যতে তস্মাজ্জীবপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রাহ্যো ন পরমেশ্বর ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—

মৃষাবাদিনমাপোদ্য বালাকিং ব্রহ্মবাদিনম্।
রাজা কথমসম্বদ্ধং মিথ্যা বা বক্তুমর্হতি॥

যথা হি কেনচিন্মণিলক্ষণজ্ঞমানিনা কাচে মণিরেষ বেদিতব্য ইত্যুক্তে পরস্য কাচোঽয়ং মণির্ন তল্লক্ষণাযোগাদিত্যভিধায় আত্মনোবিশেষং জিজ্ঞাপয়িষোরতত্ত্বাভিধানমসম্বদ্ধম্। অমণৌ মণ্যভিধানং ন পূর্ব্ববাদিনো বিশেষমাপাদয়তি স্বয়মপি মৃষাভিধানাৎ। তস্মাদনেনোত্তরবাদিনা পূর্ব্ববাদিনোবিশেষমাপাদয়তা মণিতত্ত্বমেব বক্তব্যম্। এবমজাতশত্রুণা দৃপ্তবালাকেরব্রহ্মবাদিনো বিশেষমাত্মনো দর্শয়তা জীবপ্রাণাভিধানে অসম্বদ্ধমুক্তং স্যাৎ।

এক অতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা (উপলব্ধি কর্ত্তা)। [তথা...শব্দত্বম্] ইহারই পরে জীববোধক অন্য কথা আছে। যথা—"যেমন প্রধান পুরুষ ভৃত্যের বা জ্ঞাতিগণের আহৃত ধন ভোগ করে, জ্ঞাতিগণ বা ভৃত্যগণ যেমন তদাশ্রিত থাকিয়া উপজীবিত হন, সেইরূপ, প্রজ্ঞাত্মা (জীব) এই সকল আত্মার (ইন্দ্রিয়গণের) আহৃত (শব্দাদি গুণ) ভোগ করেন, অনুভব করেন, এ সকল আত্মাও সেই প্রজ্ঞাত্মার আশ্রিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোগ করেন।" অপিচ, জীব প্রাণভৃৎ বা প্রাণধারী সুতরাং তাঁহাকে প্রাণ বলা অযুক্ত নহে। [তস্মাৎ...ত্রমঃ] এতদনুসারে বলি, ঐ স্থানে হয় জীবের না হয় মুখ্যপ্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত। পরমেশ্বর গ্রহণ অনুচিত।

তল্লিঙ্গানবগমাদিতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। পরমেশ্বর এবায়মেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা স্যাৎ। কস্মাৎ। উপক্রমসামর্থ্যাৎ। ইহ হি বালাকিরজাতশত্রুণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি সম্বদিতুমুপচক্রমে। স চ কতিচিদাদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরুষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব। তমজাতশত্রুর্ম্মৃষা বৈ খলু মা সম্বদিষ্ঠা, ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়া-

তয়োর্ব্বাহব্রহ্মণোব্রহ্মাভিধানে মিথ্যাভিহিতং স্যাৎ। তথা চ ন কশ্চিদ্বিশেষো বালাকের্গার্গ্যাদজাতশত্রোর্ভবেৎ। তস্মাদনেন ব্রহ্মতত্ত্বমভিধাতব্যং তথা সত্যস্য ন মিথ্যাবদ্যম্। তস্মাৎ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতি ব্রহ্মণৈব উপক্রমাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মনোপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি য এবং বেদেতি চ সতি সস্তবে সর্ব্বশ্রুতেরসঙ্কোচান্নিরতিশয়েন ফলেনোপসংহারাদ্ব্রহ্মবেদনাদন্যতশ্চ তদনুপপত্তেরাদিত্যাদিপুরুষকর্তৃত্বস্য চ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণস্য মুখ্যস্য ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবাদন্যেষাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং তৎপারতন্ত্র্যাৎ কৈষ এতদ্বালাকে ইত্যাদের্জীবাধিকরণভবনাপাদানপ্রশ্নস্য যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদেরুত্তরস্য চ ব্রহ্মণ্যেবোপপত্তের্ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চীয়তে। অথ কস্মান্ন ভবতো হিরণ্যগর্ভগোচর এব প্রশ্নোত্তরে তথা চ নৈতাভ্যাং ব্রহ্মবিষয়ত্বসিদ্ধিরিত্যেতন্নিরাচিকীর্ষুঃ পঠতি। "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্ত"* ইতি। এতদুক্তং ভবতি।— আত্মৈব জীবপ্রাণাদীনামধিকরণং নান্যদিতি। যদ্যপি চ জীবো নাত্মনো ভিদ্যতে তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নস্য পরমাত্মনো জীবত্বেনোপাধিভেদাদ্ভেদমারো-

কারণ, ঐ স্থানে কোনরূপ পরমেশ্বর-বোধক চিহ্ন বা বাক্য থাকা প্রতীত হয় না। [পরমেশ্বর…মর্হতি] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি, উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভ বাক্যের দ্বারা জানা যায়, পরমেশ্বরই ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা। [ইহ…জগৎকর্ম্ম] বালাকি অজাতশত্রুর নিকট "ব্রহ্ম বলিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আদিত্যস্থ পুরুষের ও চন্দ্রাদিনিষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ পূর্ব্বক মৌন হইলেন। তৎশ্রবণে রাজা অজাতশত্রু "মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্ম বলিব বলিয়া অব্রহ্ম বলিও না" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ বিবেচনায় তদুক্ত বাক্যের

* অষ্টাদশ সূত্রের ভাষ্যে দেখ।

হুপোদ্য তৎকর্ত্তারমন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্ষেপ। যদি সোঽপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাদুপক্রমো বাধ্যেত। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি। কর্ত্তৃত্বঞ্চৈতেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণাবকল্পতে। যস্য বৈ তৎ কর্ম্মেত্যপিনাঽয়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য বা কর্ম্মণো নির্দ্দেশঃ, তয়োরন্যতরস্যাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিতত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাং অয়ং নির্দ্দেশঃ, এতেষাং পুরুষাণাং

প্যাধারাধেয়ভাবোদ্রষ্টব্যঃ। এবঞ্চ জীবভবনাধারত্বমপাদানত্বঞ্চ পরমাত্মন উপপন্নম্। তদেবং বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদবাক্যসন্দর্ভস্য ব্রহ্মপরত্বে স্থিতে যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি ব্যাপারাভিধানে ন সঙ্গচ্ছত ইতি কর্ম্মশব্দঃ কার্য্যাভিধায়ী ভবতি এতদিতি সর্ব্বনামপরামৃষ্টঞ্চ তৎকার্য্যং সর্ব্বনাম চেদং সন্নিহিতপরামর্শি ন চ কিঞ্চিদিহ শব্দোক্তমস্তি সন্নিহিতম্। ন চাদিত্যাদিপুরুষাঃ সন্নিহিতা অপি পরামর্শার্হা বহুত্বাৎ পুল্লিঙ্গত্বাচ্চ। এতদিতি চৈকস্য নপুংসকস্যাভিধানাদেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেত্যনেনৈব গতার্থত্বাচ্চ। তস্মাদশব্দোক্তমপি প্রত্যক্ষসিদ্ধং সম্বন্ধার্হং জগদেব পরামৃষ্টব্যম্। এতদুক্তং ভবতি।—অত্যল্পমিদমুচ্যতে এতেষামাদিত্যাদিগতানাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তেতি কিন্তু কৃৎস্নমেব জগদ্যস্য কার্য্যমিতি বা-শব্দেন সূচ্যতে। জীবপ্রাণশব্দৌ চ ব্রহ্মপরৌ জীবশব্দস্য ব্রহ্মোপলক্ষণপরত্বাৎ ন পুনর্ব্রহ্মশব্দো জীবোপলক্ষণপরঃ। তথা সতি হি বহ্বসমঞ্জসং স্যাদিত্যুক্তম্। ন চানধিগতার্থাববোধনস্বরসস্য শব্দস্যাধিগতবোধনং যুক্তম্। নাপ্যনধিগতেনাধিগতোপলক্ষণমুপপন্নম্। ন চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদোন্যায্যঃ। বাক্যশেষানুরোধেন চ জীবপ্রাণপরমাত্মোপাসনাত্রয়বিধানে বাক্যত্রয়ং ভবেৎ পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া তু ব্রহ্মোপাসনপরত্বে একবাক্যতৈব। তস্মান্ন জীবপ্রাণপরত্বমপি তু ব্রহ্ম-

---

নিন্দা করতঃ সে সকলের কর্ত্তা ও সে সকলের অতিরিক্ত তত্ত্বকে জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এখন বিবেচনা কর, তিনি যদি মুখ্য ব্রহ্মজ্ঞ না হন, তাহা হইলে উপক্রম বাক্য বাধিত হইয়া যায়। তাহা অসঙ্গত। সুতরাং প্রোক্ত বাক্যস্থ কর্ত্তৃ-পুরুষকে পরমেশ্বর বলাই উচিত। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা হওয়া অসম্ভব। তাহা কল্পনা করিতেও পার না। "এ সকল যাহার কর্ম্ম"

কর্ত্তেত্যেব তেষাং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, লিঙ্গবচনবিরোধাচ্চ। নাপি পুরুষবিষয়স্য করোত্যর্থস্য ক্রিয়াফলস্য বাঽয়ং নির্দ্দেশঃ। কর্ত্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপাত্তত্বাৎ। পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসন্নিহিতং জগৎ সর্ব্বনাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্যতে। ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎকর্ম্ম। ননু জগদপ্যপ্রকৃতমসংশব্দিতঞ্চ। সত্যমেতৎ, তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধারণেনার্থেন, সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রস্যায়ং নির্দ্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিষ্টস্য কস্যচিৎ, বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ। পূর্ব্বত্র চ জগদেকদেশ-ভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবে-

---

পরত্বমেবেতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। নির্দ্দিশ্যন্তাং পুরুষাঃ কার্য্যান্তদ্বিষয়া তু কৃতিরনির্দ্দিষ্টা তৎফলং বা কার্য্যস্যোৎপত্তিস্তে যস্যেদং কর্ম্মেতি নির্দ্দেক্ষ্যতে ততঃ কুতঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যত আহ—"নাপি পুরুষবিষয়স্য" ইতি। কর্ত্তৃ-শব্দেনৈব কর্ত্তারমভিদধতা তয়োরুপাত্তত্বাদাক্ষিপ্তত্বাম্নহি কৃতিং বিনা কর্ত্তা ভবতি নাপি কৃতির্ভাবনাপরাভিধানা ভূতিমুৎপত্তিং বিনেত্যর্থঃ। ননু যদীদমা

এ কথায় পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্ম অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম প্রকাশ পায় না। দুএর কোনটাই প্রকৃত নহে এবং শব্দোপাত্তও নহে। সুতরাং ঐ উল্লেখ পুরুষসম্বন্ধ বহন করিতেছে না। কারণ, সে অর্থে লিঙ্গ ও বচন উভয়ই বিরুদ্ধ হয়। উহা পুরুষবিষয়ক ক্রিয়াফলের নির্দ্দেশও নহে। কারণ, তাহা "কর্ত্তা" এই শব্দের দ্বারা লাভ হয়, সুতরাং পৃথক বলা বিফল। কাযেই বলিতে হয়, অবশেষক্রমে প্রত্যক্ষসন্নিহিত জগৎ-ই সর্ব্বনাম "এতৎ" শব্দের নির্দ্দেশ্য। বস্তুতঃ জগৎও তাঁহার কৃতির বিষয়; সুতরাং জগৎও তাহার কর্ম্ম। [ননু…গম্যতে] বলিতে পার, জগৎও অপ্রস্তাবিত এবং তদ্বোধক শব্দও ঐ স্থলে নাই, কি প্রকারে জগতের গ্রহণ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, যে স্থলে বিশেষের উল্লেখ থাকে, সে স্থলে সন্নিধানবলে তৎসন্নিহিত অবিশেষ পদার্থও বুদ্ধিগম্য হয়। পূর্ব্বে জগদন্তঃপাতী পুরুষের উপদেশ হইয়াছে, পুরুষ একটী বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বস্তু, সুতরাং তদ্দ্বারা জগৎসাধারণের

হোপাদীয়ত ইতি গম্যতে। এতদুক্তং ভবতি, য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তা, কিমনেন বিশেষেণ, যস্য বা কৃৎস্নমেব জগদবিশেষিতং কর্ম্মেতি। বাশব্দ একদেশাবচ্ছিন্নকর্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্ত্তিতাস্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানম্। এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন সামান্যবিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষ্ববধারিতঃ ॥ ১৬ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৭॥*

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাৎ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলি-

জগৎ পরামৃষ্টং ততস্তত্রান্তর্ভূতাঃ পুরুষা অপীতি য এতেষাম্পুরুষাণামিতি পুনরুক্তমত আহ।—"এতদুক্তং ভবতি। য এতেষাম্পুরুষাণা"মিতি।

গ্রহণ হইতে পারে। [এতদুক্তং...ধারিতঃ] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যিনি এই জগতের একাংশভূত ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা, অধিক কি, নির্দ্দিষ্ট উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কি? সমুদয় জগৎ যাঁহার সাধারণ কার্য্য, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাসিতব্য। শ্রুতি বা-শব্দ দিয়া আংশিক কর্তৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন। (সমুদয়ের কর্তৃত্বই বলিয়াছেন।) বালাকী যে-সকল পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—সে সকল যে ব্রহ্ম নহে—তাহা বলিবার জন্যই, জানাইবার জন্যই, ঐরূপ বিশেষের (নির্দ্দিষ্ট নামের) গ্রহণ হইয়াছে। উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে † সামান্য বিশেষের গ্রহণ দ্বারা জগৎকর্ত্তা জানিবার উপদেশ হইয়াছে। জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর, অন্য নহে, ইহা সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

বাদী যে বলিয়া ছিলেন, উদাহৃত বাক্যের শেষে জীববোধক ও প্রাণ-

---

* বাক্যশেষে জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গাৎ বোধকশব্দস্যাস্তিত্বাৎ ন পরমেশ্বরগ্রহণমিতি চেৎ যদি মন্যসে তন্ন মন্তব্যম্। যতস্তৎ ব্যাখ্যাতং তন্মতস্য নিরাকরণপ্রকারমুক্তং পূর্ব্বত্র।—বাক্যশেষে জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা আছে বলিয়া পরমেশ্বর অর্থের গ্রহণ হইবে না, এ কথার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

† পরিব্রাজকে ব্রাহ্মণত্ব ও পরিব্রাজকত্ব উভয় ধর্ম্মই আছে।

ঙ্গাচ্চ তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং ন পরমেশ্বরস্যেতি তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। পরিহৃতং তন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাদিত্যত্র। ত্রিবিধং হ্যত্রোপাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি। ন চৈতৎ ন্যায্যম্। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্য বাক্যস্যাবগম্যতে। তত্রোপক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতম্। উপসংহারস্যাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে, সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ ইতি। নন্বেবং সতি প্রতর্দ্দনবাক্যনির্ণয়েনৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত। ন নির্ণীয়তে যস্য বৈতৎ

সিদ্ধান্তমুক্ত্বা পূর্ব্বপক্ষবীজমনূদ্য দূষয়তি—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাদিতি। উক্তমেব স্মারয়তি—ত্রিবিধমিতি। শ্রৈষ্ঠ্যং গুণাধিক্যম্। আধিপত্যং নিয়ন্তৃত্বম্। স্বারাজ্যনিয়ম্যত্বমিতি ভেদঃ। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যত ইত্যুক্তং চেৎ পুনরুক্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বেবমিতি। কর্ম্ম-

---

বোধক কথা থাকায় হয় জীবের না হয় প্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত, পরমেশ্বরের গ্রহণ অনুচিত, ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। পরন্ত প্রত্যুত্তর ইতিপূর্ব্বে "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। বাদীর ব্যাখ্যায় উপাসনাত্রয়ের প্রসক্তি হয়। জীবের, প্রাণের ও পরমেশ্বরের। এক বাক্যে উপাসনাত্রয়ের বিধান অন্যায্য। অপিচ, উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বাক্য ব্রহ্মোপাসনার বিধায়ক। [তত্র...ইতি] উপক্রম বাক্যের ব্রহ্মপরতা বলা হইয়াছে। নিরতিশয় ফলের শ্রবণ থাকায় উপসংহার বাক্যও ব্রহ্মপর। উপসংহারে এইরূপ ফল শ্রুতি আছে; "যে উপাসক ইহা জানেন, তিনি সকল পাপ নষ্ট করিয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠতা ও স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন।" [নন্বেবং...যোজয়িতব্যম্] বলিতে পার যে, তবে প্রতর্দ্দন-বাক্যের দ্বারাই এতদ্বাক্যের অর্থনির্ণয় হইবে, আমরা বলি, তাহা নহে। এখানে "এ সকল যাহার কর্ম্ম (কৃতি)" এইরূপ

কর্ম্ম ইত্যস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্ধারিতত্বাৎ। তস্মাদত্র জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ত্ত্যতে। প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ—প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইত্যত্র। জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংহারয়োর্ব্রহ্মবিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥ *

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্যাৎ ব্রহ্মপ্রধানং বেতি। যতোঽন্যার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।

শব্দস্য রূঢ়্যা পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তৌ তন্নিরাসার্থমস্যারম্ভোযুক্ত ইত্যাহ নেত্যাদিনা। প্রাণশব্দজীবমুখ্যয়োর্গতিমাহ—প্রাণশব্দোঽপীতি। (রত্নপ্রভা।)

নন্থ প্রাণ এবৈকধা ভবতীত্যাদিকাদপি বাক্যাজ্জীবাতিরিক্তঃ কুতঃ

কথা আছে, এ কথা ব্রহ্মবিষয়ক কথা, এই কথাতেই এতদ্বাক্যের ব্রহ্মপরতা নিশ্চয় হয়। ঐ কথাতেই উৎপন্ন জীবাশঙ্কা ও মুখ্যপ্রাণের আশঙ্কা বিনিবৃত্ত হয়। অপিচ, ব্রহ্ম-অর্থে প্রাণশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! মন প্রাণে (ব্রহ্মে) বাঁধা আছে।" বাক্যশেষে যে জীববোধক কথা আছে, উপক্রমের ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তা থাকায় সে সকল কথা অভেদাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, এইরূপে যোজনা করিবে।

কৌষিতকি-বাক্য জীবপ্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ সংশয় হইতেই পারে না। কারণ, প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেখিয়া জৈমিনি মুনি বলেন, ঐ জীববোধক কথা জীবাধিকরণ ব্রহ্মকে জানাইবার জন্যই প্রযুক্ত।

---

* জৈমিনি শুয়াবক আচার্য্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নমুত্তরঞ্চ দৃষ্ট্বা জীবপরামর্শং। অন্যার্থং জীবাধিকরণব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং আহ। একে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽপি এবং তথা কথয়ন্তীতি সূত্রপদানামর্থঃ।—জৈমিনি মুনি বলেন, প্রশ্ন প্রত্যুত্তর দেখিলে জানা যায়, স্থির হয়, শ্রুতি ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্যই, ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই, ঐ জীবভাব উপদেশ করিয়াছেন। অপিচ, বাজসনেয়ী শাখাও ঐরূপ বলিয়াছেন।

কস্মাৎ। প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ সুষুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিক্ত-বিষয়ো দৃশ্যতে, ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্ব বা এতদভূৎ কুত এতদাগাৎ, ইতি। [কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪। ক০ ১৯] প্রতিবচনমপি—যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্য-থাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদি। এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ [কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪ ক০ ১৯। ২০] সুষুপ্তি-কালে চ পরেণ ব্রহ্মণা জীব একতাং গচ্ছতি। পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্য্যাদা। তস্মাদ্ যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধস্বচ্ছতারূপঃ স্বাপ উপাধিজনিত-

---

প্রতীয়ত ইত্যতো বাক্যান্তরং পঠতি—"এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা" ইতি। অপি চ সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধমেতদিত্যাহ।—"সুষুপ্তিকালে চ" ইতি। বেদান্তপ্রক্রিয়া-য়ামেবোপপত্তিমুপসংহারব্যাজেনাহ।—"তস্মাদ্যত্রাস্য" আত্মনো যতো নিঃ-সম্বোধোঽতঃ স্বচ্ছতারূপমিব রূপমস্যেতি স্বচ্ছতারূপো ন তু স্বচ্ছৈতব লয়-বিক্ষেপসংস্কারয়োস্তত্র ভাবাৎ। সমুদাচরদ্বৃত্তিবিশেষাভাবমাত্রেণোপমানম্। এতদেব বিভজতে।—"উপাধিভিঃ" অন্তঃকরণাদিভিঃ "জনিতং" যদ্বিশেষ-

---

[প্রশ্ন...দিতি] প্রশ্নবাক্যে দেখা যায়, রাজা সুপ্ত পুরুষকে প্রহার দ্বারা প্রতিবোধিত করতঃ জীবের প্রাণভিন্নতা বুঝাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জীবাতি-রিক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। যথা—"ওহে বালাকি! এই পুরুষ কিসে অর্থাৎ কোন্ আশ্রয়ে সুপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতেই বা পুনর্ব্বার আসিল?" [প্রতি···লোকা ইতি] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইরূপ—"সুপ্ত পুরুষ যখন কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে গিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-প্রলয়ের আধার আত্মা, সেই আত্মা হইতে প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) যথাস্থানে পুনরাগমন করে। প্রাণ হইতে দেব, দেব হইতে লোক।" [সুষুপ্তি···গমাতে] জীব স্বাপকালে পরব্রহ্মে লীন হয়, এক হইয়া যায়, পুনর্ব্বার সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতি জগৎ জন্মগ্রহণ করে। অতএব, যাহাতে জীবের সম্বোধশূন্য স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিরূপ সুপ্তি হয়,

বিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তদ্ভ্রংশরূপমাগমনং সোঽত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে। অপি চৈবমেকে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রু-সম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমাম্নায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদভূৎ কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেঽপি য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত ইতি। আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তোদহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি,অত্র সর্ব্ব এত আত্মানো

বিজ্ঞানং ঘটপটাদিজ্ঞানং তদ্রহিতং স্বরূপমাত্মনঃ। যদি বিজ্ঞানমিত্যেবোচ্যেত ততস্তদবিশিষ্টমনবচ্ছিন্নং সদ্ব্রহ্মৈব স্যাৎ তচ্চ নিত্যমিতি নোপাধিজনিতং নাপি তদ্রহিতং স্বরূপং ব্রহ্মস্বভাবস্যাপ্রহাণাৎ অত উক্তং বিশেষেতি। যদা তু লয়লক্ষণাবিদ্যোপবৃংহিতোবিক্ষেপসংস্কারঃ সমুদাচরতি তদা বিশেষবিজ্ঞানোৎপাদাৎ স্বপ্নজাগরাবস্থাতঃ পরমাত্মনোরূপাদ্ভ্রংশরূপমাগমনমিতি। ন কেবলং কৌষীতকিব্রাহ্মণে বাজসনেয়েঽপ্যেবমের প্রশ্নোত্তরয়োর্জীবব্যতিরিক্তমামনন্তি পরমাত্মানমিত্যাহ।—"অপি চৈবমেক" ইতি। নন্বত্রাকাশং শয়নস্থানং তৎ কুতঃ পরমাত্মপ্রত্যয় ইত্যত আহ।—"আকাশশব্দশ্চ" ইতি। ন তাবন্মুখ্যস্যাকাশস্যাত্মাধারত্বসম্ভবঃ। যদপি চ দ্বাসপ্ততিসহস্রহিতাভিধাননাড়ীসঞ্চারেণ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং পুরীতদবস্থানমুক্তং তদপ্যন্তঃকরণস্য। তস্মাদ্দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি বদাকাশশব্দঃ পরমাত্মনি মন্তব্য ইতি। প্রথমং ভাষ্যকৃতা জীবনিরাকরণায় সূত্রমিদমবতারিতং তত্র মন্দ-

উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানবর্জ্জিত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, পুনর্ব্বার সে অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যদধিকরণে জীবরূপে আগমন করে, কৌষিতকি-শ্রুতি সেই পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন। [অপিচ···শেত ইতি] অপিচ, বাজসনেয়ি-শাখাও বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এই বিজ্ঞানময় পুরুষ। ইনি তখন (স্বাপকালে) কিসে বা কোথায় ছিলেন? কোথা হইতেই বা আসিলেন?" ইহার প্রত্যুত্তর—"এই যে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ (ব্রহ্ম), ইহাতেই তিনি সুপ্ত ছিলেন।" [আকাশ...ভ্যুচ্চয়ঃ] পরমাত্মা-অর্থেও আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"এই হৃদয়ের অন্তরে অল্প আকাশ।"

ব্যুচ্চরন্তীতি চোপাধিমতামাত্মনামন্যতো ব্যুচ্চরণমাম্নন্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনন্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরাকরণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশোহভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥ *

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেহধীয়তে—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় ইত্যুপক্রম্য ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ন্তবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যোমৈত্রেয্যাত্মনো

ধিয়াং নেদং প্রাণনিরাকরণায়েতি বুদ্ধির্ম্মা ভূদিত্যাশয়বানাহ—"প্রাণনিরাকরণস্যাপি" ইতি। তৌ হ বালাক্যজাতশত্রু সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুস্তমজাতশত্রুর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহৎপাণ্ডুবাসঃ সোমরাজন্নিতি। স চ আমন্ত্র্যমাণো নোত্তস্থৌ। তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার। স হোত্তস্থৌ স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎসুপ্তোহভূদিত্যাদি সোহয়ং সুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশ ইতি।

নহু মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণোপক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যেন গার্হস্থ্যাশ্রমাহুত্তমাশ্রমং যিযাসতা মৈত্রেয্যা ভার্য্যায়াঃ কাত্যায়ন্যা সহার্থসম্বিভাগকরণ উক্তে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যং পতিমমৃতত্বার্থিনী পপ্রচ্ছ। যন্নু ম. ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথ্বী বিত্তেন পূর্ণা

"এ সকল আত্মা তাহাঁ হইতে আবির্ভূত হয়।" এ সকল শ্রুতি সোপাধিক আত্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরমাত্মাকে সে সকলের মুখ্য কারণ বলিয়াছেন। সুপ্ত পুরুষের উত্থাপন বর্ণন করাতেও প্রাণ-অর্থের নিরাস ও প্রাণাতিরিক্ত ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে। ১৮

আরণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে "অহে মৈত্রেয়ি। স্ত্রী পতির ইচ্ছায়, পতির সুখার্থ, পতিপ্রিয়া হয় না (পতিকে ভাল বাসে না।)". এইরূপ উপক্রমের পর কথিত হইয়াছে, "কেহ কাহার কামনায় প্রিয় হয় না,

---

* বাক্যান্বয়াৎ মহাবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়াৎ উদাহৃতবাক্যং ব্রহ্ম পরং ন তু জীবপরমিতি যোজনা।—মহাবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় কালে প্রোক্ত বাক্যের ব্রহ্মপরতাই সিদ্ধ হয়।

বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎস্যতে—কিং বিজ্ঞানাত্মৈবায়ং দ্রষ্টব্যত্বাদিরূপেণোপদিশ্যতে আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ পুনরেষা বিচিকিৎসা। প্রিয়সংসূচিতেনাত্মনা ভোক্ত্রোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি প্রতিভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্।

স্যাৎ কিমহং তেনামৃতা স্যামুত নেতি। তত্র নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন। এবং বিত্তেনামৃতত্বাশা ভবেদ্যদি বিত্তসাধ্যানি কর্ম্মাণ্যমৃতত্বায় যুজ্যেরন্। তদেব তু নাস্তি জ্ঞানসাধ্যত্বাদমৃতত্বস্য। কর্ম্মণাঞ্চ জ্ঞানবিরোধিনাং তৎসহভাবিত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাঽহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি। অমৃতত্বসাধনমিতি শেষঃ। তত্রামৃতত্বসাধনজ্ঞানোপন্যাসায় বৈরাগ্যপূর্ব্বকত্বাত্তস্য রাগবিষয়েষু তেষু তেষু পতিজায়াদিষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরে পত্যুঃ কামায়েত্যাদিবাক্যসন্দর্ভমুবাচ। আত্মোপাধিকং হি প্রিয়ত্বমেষাং ন তু সাক্ষাৎ প্রিয়াণ্যেতানি। তস্মাদেতেভ্যঃ পতিজায়াদিভ্যো বিরম্য যত্র সাক্ষাৎপ্রেম স এব আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। বা-শব্দোঽবধারণে। আত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ। এতৎ-

---

সকলেই বা সমস্তই আত্মকামনায় বা আত্মসুখার্থ প্রিয় (ভালবাসার পাত্র) হয়। অতএব, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্ত্তব্য। হে মৈত্রেয়ি! আত্মদর্শন হইলে, আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মবিজ্ঞান হইলে সমস্তই শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত (জানা) হয়, কিছুই অবশেষ থাকে না।"
[তত্র...প্রাপ্তম্] এই বাক্যে সন্দেহ হয়, শ্রুতি জীবাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন ? অথবা পরমাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন ? শ্রুতি প্রথমে প্রিয়-শব্দের দ্বারা ভোক্তৃ-আত্মার (জীবাত্মার) সূচনা করিয়াছেন, পরে পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া তাঁহার দর্শনাদি করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং তাহা সন্দেহের কারণ। সন্দেহের পর উপক্রম দৃষ্টে পাওয়া যায়,

বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি। কস্মাৎ। উপক্রমসামর্থ্যাৎ। পতিজায়াপুত্ত্ররিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্ব্বং জগদাত্মার্থ-তয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপ-ক্রম্যানন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাদ্যুপদিশ্যমানং কস্যান্যস্যাত্মনঃ স্যাৎ। মধ্যেঽপীদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈ-তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ

সাধনানি চ শ্রবণাদীনি বিহিতানি শ্রোতব্য ইত্যাদিনা। "কস্মাৎ"। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণাদিসাধনেনেদং জগৎ সর্ব্বং বিদিতং ভবতীতি বাক্য-শেষঃ। যতো নামরূপাত্মকস্য জগতস্তত্ত্বং পারমার্থিকং রূপমাত্মৈব ভুজঙ্গ-স্যেব সমারোপিতস্য তত্ত্বং রজ্জুস্তস্মাদাত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং জগত্তত্ত্বং বিদিতং ভবতি রজ্জ্বামিব বিদিতায়াং সমারোপিতভুজঙ্গস্য তত্ত্বং বিদিতং ভবতি যতস্তস্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যো ন তু তদতিরিক্তং জগৎস্বরূপেণ দ্রষ্টব্যম্। কুতঃ। যতো, ব্রহ্ম তং পরাদাৎ ব্রাহ্মণজাতির্ব্রাহ্মণোঽহমিত্যভিমান ইতি যাবৎ। পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ অমৃতত্বপদাৎ। কং যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ-জাতিং বেদ। এবং ক্ষত্রাদিষপি দ্রষ্টব্যম্। আত্মৈব জগতস্তত্ত্বং ন তু তদতি-রিক্তং তদিত্যত্রৈব ভগবতী শ্রুতিরুপপত্তিং দৃষ্টান্তপ্রবন্ধেনাহ। যৎ খলু যদ্‌গ্রহং বিনা ন শক্যতে গ্রহীতুং তত্ত্বতো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা রজতং শুক্তিকায়া ভুজঙ্গো বা রজ্জোঃ দুন্দুভ্যাদিশব্দসামান্যাদ্বা তত্তচ্ছব্দভেদাঃ, ন

জীবাত্মাই ঐ বাক্যের উপদেশ্য। [পতি···মিতি] পতি, পত্নী, পুত্র ও ধন প্রভৃতি জগৎ সমস্তই আত্মভোগ্য—আত্মার ভোগোপকরণ—সুতরাং আত্মার্থ—আত্মপ্রয়োজনীয়—তৎ প্রযুক্ত সে সকল প্রিয়। শ্রুতি এবম্প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া ভোক্তৃ-আত্মার সূচনা করিয়াছেন, তদ্বিধ সূচনার পর আত্মদর্শনাদির উপদেশ করাতে তাহা জীববিষয়ক বলিয়া প্রতীত হয়। প্রস্তাবমধ্যেও "এই মহদ্ভূত অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন, ইনি প্রস্তাবিত ভূত-সমূহ হইতে উত্থিত (উৎপন্ন) হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না।" এইরূপ কথা আছে। এ কথাও জীবাত্মার কথা (কেন-না জীবই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়) এবং ঐ কথাতে বুঝা যায়, শ্রুতি জীবাত্মার দর্শনাদি বিধান করিয়াছেন। অপিচ, শ্রুতি

সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন ব্রুবন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি। তথা বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপদিষ্টং দর্শয়তি। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্ত্রর্থত্বাৎ ভোগ্যজাতস্যোপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমাত্মোপদেশ এবায়ম্। কস্মাৎ। বাক্যান্বয়াৎ। বাক্যং হীদং পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমাত্মানং প্রত্যন্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে। কথমিতি তদুপপাদ্যতে। অমৃতত্বস্য

গৃহ্যন্তে চ চিদ্রূপগ্রহণং বিনা স্থিতিকালে নামরূপাণি, তস্মান্ন চিদাত্মনো ভিদ্যন্তে। তদিদমুক্তং "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য" ইতি। দুন্দুভিগ্রহণেন তদ্গতং শব্দসামান্যমুপলক্ষয়তি। ন কেবলং স্থিতিকালে নামরূপপ্রপঞ্চশ্চিদাত্মাতিরেকেণাগ্রহণাচ্চিদাত্মনো ন ব্যতিরিচ্যতেঽপি তু নামরূপোৎপত্তেঃ প্রাগপি চিদ্রূপাবস্থানাৎ তদুপাদানত্বাচ্চ নামরূপপ্রপঞ্চস্য তদনতিরেকো রজ্জুপাদানস্যেব ভুজঙ্গস্য রজ্জোরনতিরেক ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি ভগবতী শ্রুতিঃ—স যথার্দ্রৈধোঽগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদিনা চতুর্ব্বিধো মন্ত্র উক্ত ইতিহাস ইত্যাদিনাঽষ্টবিধং ব্রাহ্মণমুক্তম্। এতদুক্তং ভবতি।—যথাগ্নিমাত্রং প্রথমমবগম্যতে ক্ষুদ্রাণাং বিস্ফুলিঙ্গানামুপাদানম্। অথ ততো বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি ন চৈতেঽগ্নেস্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং শক্যন্তে নির্ব্বক্তুম্। এবমৃগ্বেদাদয়োপ্যল্পপ্রযত্নাদ্ব্রহ্মণো ব্যুচ্চরন্তো ন ততস্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং নিরুচ্যন্তে ঋগাদিভির্নামোপলক্ষ্যতে যদা চ নামধেয়স্যেয়ং গতিস্তদা তৎপূর্ব্বকস্য রূপধেয়স্য কৈব কথেতি ভাবঃ। ন কেবলং তদুপাদানত্বাত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে

প্রস্তাব শেষে "যিনি বিজ্ঞাতা—তাহাকে কি দিয়া জানিবে ?" এরূপ কথাও বলিয়াছেন। ঐ কথার দ্বারাও জীবাত্মার প্রতীতি হয়। (কেন-না জীবাত্মাই কর্ত্তা, পরমাত্মা অকর্ত্তা)। অতএব, শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়ার কথা বলিয়াছেন তাহা ঔপচারিক বা আরোপিত সুতরাং তাহা জীবাত্মাতেই পর্য্যবসন্ন। [এবং...বদন্তি'] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া আমরা বলিতেছি, সিদ্ধান্ত কথা বলিতেছি, ঐ উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক। কারণ এই যে, মহাবাক্যের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে পরমাত্মাতেই

তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুপশ্রুত্য, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহন্তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীত্যমৃতত্বমাশংসমানায়ৈ মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-বিজ্ঞানমুপদিশতি। ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তীতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি। তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-মুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানামুখ্যমবকল্পতে। ন চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িতুং শক্যম্। যৎকারণমাত্মবিজ্ঞানেন

নামরূপপ্রপঞ্চঃ প্রলয়সময়ে চ তদনুপ্রবেশাত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা সামুদ্রমেবাম্বুঃ পৃথিবীতেজঃসম্পর্কাৎ কাঠিন্যমুপগতং সৈন্ধবং খিল্যঃ স হি স্বাকরে সমুদ্রে ক্ষিপ্তোঽম্বু এব ভবত্যেবং চিদম্ভোধৌ লীনং জগচ্চিদেব ভবতি ন তু ততোঽতিরিচ্যত ইতি। এতদ্দৃষ্টান্তপ্রবন্ধেনাহ।—"স যথা সর্ব্বা-সামপামি"ত্যাদি। দৃষ্টান্তপ্রবন্ধমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি।—"এবং বা অরে ইদং মহদি"তি। বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মোক্তম্। ইদং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ভূতং সত্যম্। অনন্তং নিত্যম্। অপারং সর্ব্বগতম্। বিজ্ঞানঘনো বিজ্ঞানৈকরস ইতি যাবৎ। এতেভ্যঃ কার্য্যকারণভাবেন ব্যবস্থিতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় সাম্যেনোত্থায় কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য হ্যবচ্ছেদদুঃখিত্বশোকিত্বাদয়স্তদবচ্ছিন্নে চিদাত্মনি তদ্বি-পরীতেঽপি প্রতীয়ন্তে যথোদকপ্রতিবিম্বিতে চন্দ্রমসি তোয়গতাঃ কম্পাদয়ঃ। তদিদং সাম্যেনোত্থানং যদা ত্বাগমাচার্য্যোপদেশপূর্ব্বকমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষ-পর্য্যন্তজোঽস্য ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকার উপাবর্ত্ততে তদা নিমৃষ্টনিখিলসবাসনা-বিদ্যামলস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতভূতস্য বিনাশে তান্যেব ভূতানি নশ্যন্ত্যনু

তাহার তাৎপর্য্যনিশ্চয় হয়। যে-প্রকারে তাহা প্রতিপাদিত হয় তাহা দেখাইতেছি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞ্যবল্ক্যের নিকট "ধনের দ্বারা মুক্তির আশা নাই" এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞ্যবল্ক্যকে বলিলেন, "ভগবন্! তবে আমি ধন লইয়া কি করিব? যাহাতে মুক্ত হইতে পারি তাহাই আমাকে বলুন।" যাজ্ঞ্যবল্ক্যও মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অনুসারে ঐ আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন। বস্তুতঃ আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই আছে। [তথা…ব্রূয়তি] শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহাও পরমকারণজ্ঞানসাপেক্ষ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ কথা

সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রন্থেন তদেবোপপাদয়তি, ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ইত্যাদিনা। যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্য, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্যাত্মাব্যতিরেকমবতারয়তি। দুন্দু-

---

তদুপাধিশ্চিদাত্মনঃ খিল্যভাবো বিনশ্যতি। ততো ন প্রেত্যকার্য্যকরণভূতনিবৃত্তৌ রূপগন্ধাদিসংজ্ঞাস্তীতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি সংজ্ঞামাত্রনিষেধাদাত্মা নাস্তীতি মন্যমানা সা মৈত্রেয়ী হোবাচ, অত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্মোহিতবান্ ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বাভিপ্রায়ং দ্বৈতে হি রূপাদিবিশেষসংজ্ঞানিবন্ধনো দুঃখিত্বাদ্যভিমানঃ। আনন্দজ্ঞানৈকরসব্রহ্মাদ্বয়ানুভবে তু তৎ কেন কং পশ্যেৎ ব্রহ্ম বা কেন বিজানীয়াৎ ন হি তদাস্য কর্ম্মভাবোঽস্তি স্বপ্রকাশত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি।—ন সংজ্ঞামাত্রং ময়া ব্যাসেধি কিন্তু বিশেষসংজ্ঞেতি। তদেবমমৃতত্বফলেনোপক্রমান্মধ্যে চাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপপাদনাৎ উপসংহারে চ মহদ্ভূতমনন্তমিত্যাদিনা চ ব্রহ্মরূপাভিধানাৎ দ্বৈতনিন্দয়া চাদ্বৈতগুণকীর্ত্তনাৎ ব্রহ্মৈব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে প্রতিপাদ্যং ন জীবাত্মেতি নাস্তি পূর্ব্বপক্ষ ইত্যনারভ্যমেবেদমধিকরণম্। অত্রোচ্যতে। ভোক্তৃত্বজ্ঞাতৃত্বজীবরূপোত্থানসমাধয়ে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পূর্ব্বপক্ষেণোপক্রমঃ কৃতঃ। পতিজায়াদিভোগ্যসম্বন্ধো নাভোক্তুর্ব্রহ্মণো যুজ্যতে

আরোপিত নহে। কারণ, শ্রুতি আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। (আরোপিত হইলে তাহা প্রতিজ্ঞাত হইবে কেন?) আরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম তাঁহা হইতে দূরগত হন—যিনি আপনাকে ব্রহ্ম ভিন্ন দেখেন।" "যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি জগতে আত্মদর্শন করেন না—সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র সৎ বিবেচনা করেন—মিথ্যা ব্রাহ্মণাদি জগৎ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখে।" শ্রুতি এবম্প্রকারে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ "এ সমস্তই আত্মা (আমি)" এইরূপ বাক্যে জগতের আত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আবার দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া সে কথাকে দৃঢ় (অবিচাল্য)

ভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং গ্রাহয়তি। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃযদৃগ্বেদ ইত্যাদিনা চ প্রকৃৎস্যাত্মনো নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তথৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনন্তরমবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞানঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তস্মাৎ পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি গম্যতে। যৎপুনরুক্তং প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ॥ ১৯॥

নাপি জ্ঞানকর্তৃত্বমকর্তুঃ সাক্ষাচ্চ মহতো ভূতস্য বিজ্ঞানাত্মভাবেন সমুত্থানাভিধানং বিজ্ঞানাত্মন এব দ্রষ্টব্যত্বমাহ। অন্যথা ব্রহ্মণো দ্রষ্টব্যত্বপরেঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে তস্য বিজ্ঞানাত্মত্বেন সমুত্থানাভিধানমনুপযুক্তং স্যাৎ তস্য তু দ্রষ্টব্যত্বমুপযুজ্যতে ইত্যুপক্রমমাত্রং পূর্ব্বপক্ষঃ কৃতঃ। ভোক্তৃর্থত্বাচ্চ ভোগ্যজাতস্যেতি তদুপোদ্বলনমাত্রম্। সিদ্ধান্তস্তু নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণোক্তঃ। তদেবং পৌর্ব্বাপৌর্য্যপর্য্যালোচনয়া মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মদর্শনপরত্বে স্থিতে ভোক্তা জীবাত্মনোপক্রমমাচার্য্যদেশীয়মতেন তাবৎ সমাধত্তে সূত্রকারঃ।

করিয়াছেন। [অস্য…গম্যতে] অপিচ, "ঋগ্বেদ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ এই মহদ্ভূতের নিশ্বাস" এ শ্রুতিও প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে নামরূপ কর্ম্মাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। একায়নপ্রক্রিয়ায় * পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম বিষয়েন্দ্রিয়ান্তঃকরণের একমাত্র আশ্রয় ও গতি, এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়ায় উদাহৃত বাক্যে পরমাত্মারই প্রতীতি হয়। এই সকল কারণে বলিয়াছি, নিদর্শিত শ্রুতিতে পরমাত্মার দর্শনাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। [যৎ…ক্রমঃ] বলিয়াছিলে, উপক্রমে (আরম্ভ বাক্যে) প্রিয়শব্দ থাকায় ঐ উপদেশ জীবাত্মার, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

---

* একায়ন প্রক্রিয়া—উপনিষদের অংশবিশেষ। তাহাতে দেখান হইয়াছে, সমুদ্র যেমন নিখিল জলের পরমগতি, আশ্রয়, গম্যস্থান বা লয়স্থান, তেমনি, ব্রহ্মও এই নিখিল প্রপঞ্চের একায়ন অর্থাৎ আশ্রয় বা লয়স্থান।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥ *

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা—আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ইতি চ। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিসঙ্কীর্ত্তনম্। যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-

---

যথা হি বহ্নের্ব্বিকারা ব্যুচ্চরন্তো বিস্ফুলিঙ্গা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে তদ্রূপনিরূপণত্বাৎ, নাপি ততোঽত্যন্তমভিন্না বহ্নেরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ তথা জীবাত্মানোঽপি ব্রহ্মবিকারা ন ব্রহ্মণোঽত্যন্তং ভিদ্যন্তে চিদ্রূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ নাপ্যত্যন্তং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরং ব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং প্রত্যুপদেশবৈয়র্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ভেদো জীবাত্মনামভেদশ্চ। তত্র তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধয়ে বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদমুপা-

---

শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আত্মা বিজ্ঞাত হইলে—আত্মা জানিলে—এ সমস্তই জানা হয়।" "আত্মাই এ সকল (দৃশ্য জগৎ)" ইহাও একটী প্রতিজ্ঞা †। উপক্রমে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা (ইঙ্গিত) পূর্ব্বক দর্শনাদি বিধান করায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ বা সাধিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব

---

* যৎ প্রিয়শব্দসূচিতস্য জীবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদি কীর্ত্তনং তৎপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গং গমকমিত্যাশ্মরথ্যস্তন্নামক আচার্য্য আহ। জীব ব্রহ্মণোর্ভেদাভেদসত্ত্বাৎ অভেদাংশেনেদং জীবোপক্রমণমিতি নির্গলিতার্থঃ। অয়মেব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্।—আশ্মরথ্য মুনি বলিয়াছেন, শ্রুতি যে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির বোধক। আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমুদয় বিজ্ঞাত হয়, জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞা জীবভাব উপদেশের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জীব ও ব্রহ্ম এক, সুতরাং জীবতত্ত্ব জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানে জগত্তত্ত্ব জানা হয়।

† প্রতিজ্ঞা—সাধ্যনির্দ্দেশ। যাহা হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, এরূপ বাক্যাংশের নাম প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২০ ॥

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥*

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহাদিসঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদ-

দায় পরমাত্মনি দর্শয়িতব্যে বিজ্ঞানাত্মনোপক্রম ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মেনে। আচায্যদেশীয়ান্তরমতেন সমাধত্তে।

জীবো হি পরমাত্মনোঽত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যপধান-সম্পর্কাৎ সর্ব্বদা কলুষস্তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্। এতদুক্তং ভবতি।—ভবিষ্যন্তমভেদমুপাদায় ভেদকালেঽপ্যভেদ উক্তঃ। যথাহুঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—

আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ ॥ ইতি।

শ্রৌতপ্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জীব পরমাত্মার অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তাহারই জন্য শ্রুতি ঐরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন। ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত।

ব্রহ্মই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,—এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান জ্ঞানাদি সাধন অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশূন্য হন, তখন তিনি উপাধি সমূহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ উত্থিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর জীবভাব থাকে না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়; সুতরাং তখন জীব-পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি হয়। সেই ঐক্য বা অভেদ লক্ষ্য করিয়াই

* উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদিসংঘাতাৎ সমুত্থাস্যতঃ এবম্ভাবাৎ অভেদভাবাৎ অভেদোপক্রমণমিতি পূরণীয়ম্। সংসার দশায়াং ভেদ এব মুক্তৌ অভেদ ইত্যৌড়ুলোমিমতমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, জীব মুক্তিকালে ব্রহ্ম হয় সুতরাং যে কালে জীব ও ব্রহ্ম এক, সেই একত্ব বা অভেদ উপদেশ করিবার জন্যই শ্রুতি ঐরূপ অভেদোক্তি করিয়াছেন।

মভেদেনোপক্রমণমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। শ্রুতিশ্চৈবং ভবতি, এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি। কচিচ্চ জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে,—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ইতি॥

যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্রমুপযন্তি এবং জীবোঽপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পর পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তুল্যতায়ৈ॥ ২১॥

অত্রৈব শ্রুতিমুপন্যস্যতি। "শ্রুতিশ্চৈব"মিতি। পূর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধিকৃতং কলুষত্বমাত্মন উক্তং, সম্প্রতি স্বাভাবিকমেব জীবস্য নামরূপপ্রপঞ্চাশ্রয়ত্বলক্ষণং কালুষ্যং পার্থিবানামণূনামিব শ্যামত্বং কেবলং পাকেনেব জ্ঞানধ্যানাদিনা তদপনীয় জীবঃ পরাৎপরতরং পুরুষমুপৈতীত্যাহ। "কচিচ্চ জীবাশ্রয়মপী"তি। নদী নিদর্শনং, যথা সোম্যেমা নদ্য ইতি। তদেবমাচার্য্যদেশীয়মতদ্বয়মুক্ত্বাত্রাঽপরিতুষ্যন্নাচার্য্যমতমাহ সূত্রকারঃ।

শ্রুতি ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা ঔডুলোমি মুনির অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায়ের বা এই ব্যাখ্যার অনুকূলে শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা—"এই সম্প্রসাদ (স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীব) শরীর হইতে উত্থিত (শরীরাভিমান বর্জ্জিত) হইয়া পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন (ব্রহ্মত্ব সম্পন্ন) হওয়ায় স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন।" নাম ও রূপ জীবের, ব্রহ্মের নহে, শ্রুতি ইহা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন। যথা—"যেমন বহমানা নদী নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ, জীবও নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরাৎপর পুরুষ প্রাপ্ত হন।" সমুদ্র প্রাপ্ত নদী যেমন স্বাশ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রই হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বাশ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥ *

অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানা-দুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। তথা চ ব্রাহ্মণম্, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবঞ্জাতীয়কং পরস্যৈবাত্মনো জীব-ভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্রবর্ণশ্চ, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্ত ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ। ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা যেন

এতদ্ব্যাচষ্টে—"অস্যৈব পরমাত্মন" ইতি। ন জীব আত্মনোঽন্যো নাপি তদ্বিকারঃ কিং ত্বাত্মৈবাবিদ্যোপাধানকল্পিতাবচ্ছেদ আকাশ ইব ঘটমণিকা-দিকল্পিতাবচ্ছেদোঘটাকাশো মণিকাকাশো ন তু পরমাকাশাদন্যস্তদ্বিকারো-বা। ততশ্চ জীবাত্মনোপক্রমঃ পরমাত্মনৈবোপক্রমস্তস্য ততোঽভেদাৎ স্থূলদর্শিলোকপ্রতীতিসৌকর্য্যায়ৌপাধিকেনাত্মরূপেণোপক্রমঃ কৃতঃ। অত্রৈব শ্রুতিং প্রমাণয়তি।—"তথা চ" ইতি। অথ বিকারঃ পরমাত্মনো জীবঃ কস্মান্ন ভবত্যাকাশাদিবদিত্যাহ—"ন চ তেজঃপ্রভৃতীনামি"তি। ন হি যথা

কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত সুতরাং ঐ অভেদোক্তি অযুক্ত নহে। ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগও "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।" এবম্প্রকারে পরমাত্মারই জীবরূপতা ব্যক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রাত্মক বেদেও ঐ কথা আছে। যথা—"ধীর সর্ব্বপ্রকার রূপের (কার্য্যের বা জন্যপদা-র্থের) সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক সে সকলে আবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়াছেন।" [নচ…শ্রুতিভ্যঃ] তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টির পরে অথবা সময়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি কথিত হয় নাই যে জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু হইবেন। কাশকৃৎস্নের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলেও প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির

---

* অবস্থিতেঃ জীবভাবেনাবস্থানাদেবাঽভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতম্। অত্যন্তাভেদজ্ঞাপনার্থমেব জীবমুপক্রম্য দ্রষ্টব্যত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা উক্তা ইতি সিদ্ধান্তঃ।—কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি ঐ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন।

পরস্মাদাত্মনোঽন্যস্তদ্বিকারো জীবঃ স্যাৎ। কাশকৃৎস্নস্যা-
চার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্।
আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভিপ্রেতং
তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি সাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণ-
ভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে। ঔডুলোমিপক্ষে
পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যতে। তত্র
কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়ি-
ষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবঞ্চ সতি তজ্-

তেজঃপ্রভৃতীনামাত্মবিকারত্বং শ্রূয়তে এবং জীবস্যেতি। আচার্য্যত্রয়মতং
বিভজতে—"কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্য" ইতি। আত্যন্তিকে সত্যভেদে কার্য্য-
কারণভাবাভাবাৎ অনাত্যন্তিকোঽভেদ আস্থেয়স্তথা চ কথঞ্চিদ্ভেদোঽপীতি
তমাস্থায় কার্য্যকারণভাব ইতি। মতত্রয়মুক্ত্বা কাশকৃৎস্নীয়মতং সাধুত্বেন
নির্দ্ধারয়তি—"তত্র" তেষু মধ্যে "কাশকৃৎস্নীয়ং মত"মিতি। আত্যন্তিকে হি
জীবপরমাত্মনোরভেদে তাত্ত্বিকে ঽনাদ্যবিদ্যোপাধিকল্পিতো ভেদস্তত্ত্বমসীতি
জীবাত্মনো ব্রহ্মভাবতত্ত্বোপদেশশ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনা সা-
ক্ষাৎকারেণ বিদ্যয়া শক্যঃ সমূলকাষং কষিতুং রজ্জ্বামহিবিভ্রম ইব রজ্জুতত্ত্ব-
সাক্ষাৎকারেণ রাজপুত্রস্যেব চ ম্লেচ্ছকুলে বর্দ্ধমানস্যাত্মনি সমারোপিতো-
ম্লেচ্ছভাবোরাজপুত্রোঽসীত্যাপ্তোপদেশেন। ন তু মৃদ্বিকারঃ শরাবাদিঃ
শতশোঽপি মৃন্মৃদিতি চিন্ত্যমানস্তজ্জন্মনা মৃত্তাবসাক্ষাৎকারেণ শক্যোনিবর্ত্ত-
য়িতুম্। তৎকস্য হেতোঃ। তস্যাপি মৃদো ভিন্নাভিন্নস্য তাত্ত্বিকত্বাৎ। বস্তুনস্তু
জ্ঞানেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ। সোঽয়ং প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারঃ। অপি চ
জীবস্যাত্মবিকারত্বে তস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ স্বপ্রকৃতাবপ্যয়ে সতি
নামৃতত্বস্যাশাস্তীত্যপুরুষার্থত্বমমৃতত্বপ্রাপ্তিশ্রুতিবিরোধশ্চ কাশকৃৎস্নমতে ত্বে-
তদুভয়ং নাস্তীত্যাহ।—"এবঞ্চ সতী"তি। ননু যদি জীবো ন বিকারঃ

অপেক্ষা প্রদর্শন করায় তন্মতে জীবপরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্য্য-
কারণভাব থাকা প্রতীত হয়। ঔডুলোমি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে
বুঝা যায়, জীব-পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবস্থাঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরই
অন্যবিধ অবস্থা। এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুতির অনু-
গামী।. [এবঞ্চ···তব্যা] ব্রহ্মই জীব, এই পক্ষেই আত্মজ্ঞানে মুক্তি

জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে। বিকারাত্মকত্বে হি জীবস্যাভ্যুপগম্য-
মানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্জ্ঞানাদ-
মৃতত্বমবকল্পেত, অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপা-
ধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে, অত এবোৎপত্তিরপি
জীবস্য কচিদগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যা-
শ্রয়ৈব বেদিতব্যা। যদপ্যুক্তং প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য
দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞা-
নাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি, তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী
যোজয়িতব্যা। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ। ইদমত্র প্রতি-

কিন্তু ব্রহ্মৈব কথং তর্হি তস্মিন্নামরূপাশ্রয়ত্বশ্রুতঃ কথঞ্চ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ইতি ব্রহ্মবিকারশ্রুতিরিত্যাশঙ্কামুপসংহারব্যাজেন নিরাকরোতি। "অতশ্চ স্বাশ্রয়স্যে"তি। যতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারশ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্চ বিকারপক্ষে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চেতি যোজনা। দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজমনষ্যৈব ত্রিসূত্র্যাপাকরোতি। "যদপ্যুক্ত"মিতি। শেষমতিরোহিতার্থং ব্যাখ্যাতার্থঞ্চ তৃতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজনিরাসে কাশকৃৎস্নীয়েনৈবেত্যবধারণং তন্মতাশ্রয়ণেনৈব তস্য শক্যনিরাসত্বাৎ। ঐকান্তিকে হ্যদ্বৈতে আত্মনোঽন্যকর্ম্মকরণে কেন কং পশ্যেদিতি আত্মনশ্চ কর্ম্মত্বং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি শক্যো নিষেদ্ধুম্। ভেদাভেদপক্ষে বৈকান্তিকে বা ভেদে সর্ব্বমেতদদ্বৈতাশ্রয়মশক্য-মিত্যবধারণস্যার্থঃ। ন কেবলং কাশকৃৎস্নীয়দর্শনাশ্রয়ণেন ভূতপূর্ব্বগত্যা

হওয়া সুসম্ভব। জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ, এ মতে বিকার পদার্থের বিনাশ নিশ্চিত থাকায় মুক্তি কথাটী ও নামরূপের জীবাশ্রিততা অসম্ভব বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং উপাধির আশ্রিত নামরূপ উপচারক্রমে জীবে কথিত হইয়াছে, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়, শ্রুতি যে স্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন— তাহাও ঔপচারিক। [যদপ্যুক্তং...যোজয়িতব্যা] জীবরূপে অবস্থিত দ্রষ্টব্য মহদ্ভূতের নামরূপ উত্থান (পরিত্যাগ) বর্ণিত হওয়ায় জীবাত্মার দর্শনাদিই বিধেয়, ইহা প্রতীত হয়। তাহা হইলে উক্ত সূত্রত্রয় অগ্রিমোক্ত প্রকারে যোজিত হইবে। [প্রতিজ্ঞা...মন্যতে] যথা—২৫ সূত্রে প্রতিজ্ঞা

জ্ঞাতম্, আত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ইতি চ। উপপাদিতঞ্চ সর্ব্বস্য নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চস্যৈকপ্রসবত্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ। দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যকারণয়োরব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যন্মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমবকল্পত ইতি। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ। উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্রসন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদাভিধানমিত্যৌডুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ। অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। ননূচ্ছেদাভিধানমেতৎ—এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-

---

এই—"আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়।" এবং "এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত।" এ আত্মাই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-প্রলয়-স্থান এবং দুন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহদ্ভূতের উত্থান বর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। জীব-পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই পক্ষেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়। পরে ২১ সূত্র। ২১ সূত্রের যোজনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তি কালে (মোক্ষকালে) ধ্যানজ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয়, সে ভাবে ও সে কালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা ঔডুলোমি মুনির মত। ২২ সূত্রের যোজনা এই যে, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশকৃৎস্ন মুনির অভিপ্রেত। [ননু ··ইতি] যদি বল, মহদ্ভূত ভূতসমূহ হইতে উত্থিত হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন, বিনষ্ট হন বলিয়া

বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি কথমেতদভেদাভিধানম্। নৈষ দোষঃ। বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেতদ্বিনাশাভিধানং নাত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ম্। অত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যার্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ। ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানু-চ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতীতি। এতদুক্তং ভবতি—কূটস্থনিত্য এবাঽয়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা, নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গোঽস্তি, মাত্রাভিস্ত্বস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভিরসংসর্গো বিদ্যয়া ভবতি, সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষ-বিজ্ঞানস্যাভাবান্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যুক্তমিতি। যদপ্যুক্তং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনো-

---

সংজ্ঞা (জ্ঞান) থাকে না, এ কথায় জীবপরমাত্মার অভেদ বলা হয় নাই, প্রত্যুত জীবের উচ্ছেদ বলাই হইয়াছে। ইহাতে আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ প্রকার বলায় দোষ হয় নাই। কেন-না, ঐ বিনাশোক্তি আত্মবিনাশ অভিপ্রায়ে উচ্চারিত নহে, বিশেষবিজ্ঞানের (ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানের) অভাব অভিপ্রায়েই উচ্চারিত। কারণ, উহারই পরে "ভগবন্! এই স্থানেই আমার মোহ জন্মিল। বিনাশ হয় ও সংজ্ঞা থাকে না, এই কথাটিই মোহ-কথা।" এইরূপ কথা আছে। শ্রুতি ঐ কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, "আমি মোহ বলি নাই, না বুঝিবার কথা বলি নাই। আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মার উচ্ছেদ হয় না, তাঁহার সহিত ভূতেন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়।" [এতদুক্তং…মিতি] এ বাক্যে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মা কূটস্থ নিত্য, বিজ্ঞানঘন, (কেবল বা ঘনচৈতন্য) সুতরাং তাঁহার বিনাশ সম্ভাবনা নাই, তবে অবিদ্যার দ্বারা তাঁহার সহিত আবিদ্যক ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়, তাই তৎকালে ভ্রান্ত বিশেষবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সম্পর্কের অভাবে সে সকল বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হয়। শ্রুতি ঈদৃশ বিশেষবিজ্ঞনাভাব "সংজ্ঞা থাকে না" এই কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। [যদপ্যুক্তম্…গম্যতে] উপসংহারে "যিনি সকলের জ্ঞাতা—তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে?" এইরূপ কর্ত্তৃবোধক বাক্য থাকায় জীবাত্মারই

পসংহারাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বমিতি, তদপি কাশ-কৃৎস্নীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ, যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদিনাবিদ্যা বিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভিদধাতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেঽপ্যাত্মানং বিজানীয়াদিত্যাশঙ্ক্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইত্যাহ। ততশ্চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্বাক্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূতপূর্ব্বগত্যা কর্ত্তৃবচনেন তৃচা নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। দর্শিতস্তু পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতি-

---

বিজ্ঞাতৃত্বমপি তু শ্রুতিপৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়াপ্যেবমেবেত্যাহ—"অপি চ যত্র হি" ইতি। কস্মাৎ পুনঃ কাশকৃৎস্নস্য মতমাস্থীয়তে নেতরেষামাচার্য্যাণামিত্যত আহ—"দর্শিতস্তু পুরস্তাদি"তি। কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতি-

---

দর্শনাদি বিধান হইয়াছে, এ মত বা এ আপত্তি কাশকৃৎস্নীয় মতের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। আরও দেখ, শ্রুতি "যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, দ্বৈতবিভ্রম থাকে, তখনই ভেদদৃষ্টি হয় বা থাকে" এইরূপ এইরূপ বাক্যে অবিদ্যাকালে যাহার দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞান থাকা বর্ণন করিয়াছেন—বিদ্যাকালে তাহারই "যখন এ সমস্ত তাহার আত্মভূত হয়—তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" এবম্প্রকার বাক্যে সেই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানের অভাব উপদেশ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার "বিষয় না থাকুক, আপনাকেই দেখিবেক?" এইরূপ প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—সর্ব্ববিজ্ঞাতাকে আবার কে কি দিয়া বিজ্ঞাত হইবেক!" এই সকল বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ঐ বিনাশ-বাক্য-বিশেষবিজ্ঞানের অভাববোধক। বিজ্ঞান-ধাতু অর্থাৎ কেবল ঘনচৈতন্য আত্মা বস্তুতঃ অকর্ত্তা হইলেও শ্রুতি তাহার পূর্ব্বাবস্থা (অবিদ্যাবস্থা) লক্ষ্য করতঃ কর্ত্তৃবাচী তৃচ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ (বি+জ্ঞা+কর্ত্তৃবাচ্যে তৃচ্=বিজ্ঞাতা এই প্রয়োগ) করিয়াছেন। [দর্শিতস্তু...রূপাভ্যঃ] কাশকৃৎস্ন

মত্ত্বম্। অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যেষোঽর্থঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগন্তব্যঃ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টৃ ইত্যেবং রূপাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ স্মৃতিভ্যশ্চ—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত! সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্, ইত্যেবং রূপাভ্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ। অন্যো-

---

প্রবন্ধোপন্যাসেন পুনঃশ্রুতিমত্ত্বং স্মৃতিমত্ত্বঞ্চোপসংহারোপক্রমমাহ—"অতশ্চ" ইতি। ক্বচিৎপাঠ আতশ্চেতি। তস্যাবশ্যঞ্চেত্যর্থঃ। জননজরামরণভীতয়ো-বিক্রিয়াস্তাসাং সর্ব্বাসাং মহানজ ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ পরিণামপক্ষেঽন্যস্য চান্যভাবপক্ষে ঐকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরা একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদয়ো দ্বৈতদর্শননিন্দাপরাশ্চান্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীত্যাদয়ো জন্মজরাদিবিক্রিয়া-প্রতিষেধপরাশ্চৈষ মহানজ ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয় উপরুধ্যেরন্। অপি চ যদি জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদাবাস্থীয়েয়াতাং ততস্তয়োর্মিথোবিরোধাৎ সমুচ্চয়াভাবা-দেকস্য বলীয়স্ত্বে নাত্মনি নিরাপবাদং বিজ্ঞানং জায়েত বলীয়সৈকেন দুর্ব্বল-পক্ষাবলম্বিনোজ্ঞানস্য বাধনাৎ। অথ ত্বগৃহ্যমাণবিশেষতয়া ন বলাবলাব-

---

মুনির মত শ্রুতিমুলক—তাহা দেখান হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে, জীব-পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত দেহাদি উপাধি নিমিত্তক। এ অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ বিদ্যমান আছে। শ্রুতি যথা—"এ সমস্তই আত্মা।" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম।" "এই যে আত্মা—ইনিই এ সকল।" "ইহাঁ হইতে পৃথক্ দ্রষ্টা নাই।" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"এ সমস্তই বাসুদেব।" "হে ভারত! আমাকেই তুমি সমুদয় ক্ষেত্রের (দেহের) ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) বলিয়া জান। আমিই পরমেশ্বর, আমিই যুগপৎ সমুদয় ভূতে বাস করিতেছি।" ইত্যাদি। [ভেদ...স্মৃতেশ্চ] "যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এক বস্তু, আমি অন্য বস্তু, এইরূপ জানে,—সে ব্রহ্ম জানে না।

ঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মেতি চাত্মনি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ। অন্যথা চ মুমুক্ষূণাং নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ সুনিশ্চিতার্থানুপপত্তেশ্চ। নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে, বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি চ শ্রুতেঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতেশ্চ। স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্‌দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ

ধারণং ততঃ সংশয়ে সতি ন সুনিশ্চিতার্থমাত্মনি জ্ঞানং ভবেৎ সুনিশ্চিতার্থঞ্চ জ্ঞানং মোক্ষোপায়ঃ শ্রূয়তে 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা' ইতি। তদেতদাহ—"অন্যথা মুমুক্ষূণা"মিতি। একত্বমনুপশ্যত ইতি শ্রুতির্ন পুনরেকত্বানেকত্বে অনুপশ্যত ইতি। নমু যদি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মনোরভেদোভাবিকঃ কথং তর্হি ব্যপদেশবুদ্ধিভেদৌ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি কথঞ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য ভগবতঃ সংসারিতা। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিবশাদিতি চেৎ, কস্যেয়মবিদ্যা, ন তাবজ্জীবস্য, তস্য পরমাত্মনোব্যতিরেকাভাবাৎ, নাপি পরমাত্মনস্তস্য বিদ্যৈকরসস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ, তদত্র সংসারিত্বাসংসারিত্ববিদ্যাবিদ্যাবত্ত্বরূপবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাদ্‌বুদ্ধিব্যপদেশভেদাচ্চাপি জীবেশ্বরয়োর্ভেদোঽপি ভাবিক ইত্যত আহ—"স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্ব"

যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ-দর্শন করে—সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে ভেদ-জ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন এবং "এই আত্মা মহান্, জন্ম রহিত, জরামরণবর্জ্জিত, নিত্যমুক্ত. অভয় ও ব্রহ্ম" এইরূপে তাঁহাতে ক্রিয়া প্রতিষেধও করিয়াছেন। উহা অনঙ্গীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান ও সুনিশ্চিতার্থ-শ্রুতি অনুপপন্ন হইবে। কারণ, আত্মবিষয়ক নিরপবাদ (অবাধিত) জ্ঞানই সকল আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক। "বেদান্তজনিত জ্ঞান-বিশেষের দ্বারা সুনিশ্চিতার্থ অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞ যতিগণ" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে ও "তখন সেই অদ্বয়দর্শীর শোকই বা কি! মোহই বা কি!" ইত্যাদি ইত্যাদি স্মৃতিতে আত্মাদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে। [স্থিতে...সঙ্গচ্ছন্তে ইতি] যদি জীবাত্মা পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই জ্ঞানই

পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ পরমাত্মাঽয়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবঞ্জাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োঽয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি। ন হি সত্যং জ্ঞান-

---

ইতি। ন তাবদ্ভেদাভেদাবেকত্র ভাবিকৌ ভবিতুমর্হত ইতি বিপঞ্চিতং প্রথমে পাদে। দ্বৈতদর্শননিন্দয়া চৈকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাঃ পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া সর্ব্বে বেদান্তাঃ প্রতীয়ন্তে। তত্র যথা বিম্বাদবদাতাত্তাত্ত্বিকে প্রতিবিম্বানামভেদেঽপি নীলমণিকৃপাণকাচাদ্যুপধানভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ বর্ত্তয়তি ইদং বিম্বমবদাতমিমানি চ প্রতিবিম্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাঞ্জি বহূনীত্যেবং পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজ্জীবানামভেদ ঐকান্তিকেঽপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যোপধানভেদাৎ কাল্পনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়ঞ্চ পরমাত্মা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমে চ জীবা অবিদ্যাশোকদুঃখাদ্যুপদ্রবভাজ ইতি বর্ত্তয়তি। অবিদ্যোপধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি তথাপি তৎপ্রতিবিম্বকল্পজীবদ্বারেণ পরস্মিন্নুচ্যতে। ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো জীববিভাগাশ্রয়াবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাৎ। অতএব কাদুদ্দিষ্টেষ ঈশ্বরোমায়ামারচয়ত্যনর্থিকামুদ্দেশ্যানাং সর্গাদৌ জীবানামভাবাৎ কথঞ্চাত্মানং সংসারিণং বিবিধবেদনাভাজং কুর্য্যাদিত্যাদ্যনুযোগোনিরবকাশঃ। ন খল্বাদিমান্ সংসারোনাপ্যাদিমানবিদ্যাজীববিভাগো-যেনানুযুজ্যেতেতি। অত্র চ নামগ্রহণেনাবিদ্যামুপলক্ষয়তি। স্যাদেতৎ। যদি ন জীবাদ্ব্রহ্ম ভিদ্যতে হন্ত জীবঃ স্ফুট ইতি ব্রহ্মাপি তথা স্যাৎ। তথা চ নিহিতং গুহায়ামিতি নোপপদ্যত ইত্যত আহ—"ন হি সত্যমি"তি। যথা হি বিম্বস্য মণিকৃপাণাদয়োগুহা এবং ব্রহ্মণোঽপি প্রতিজীবং ভিন্না অবিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিম্বেষু ভাসমানেষু বিম্বং তদভিন্নমপি গুহ্যমেবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রহ্ম গুহ্যম্। অস্তু তর্হি ব্রহ্মণোঽন্যদ-

---

সম্যক্ জ্ঞান হইল, তাহা হইলে মাত্র জীব ও পরম এই দুইটী নামেরই প্রভেদ, বস্তুর প্রভেদ হইল না। অতএব, পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, এই পক্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা বা আগ্রহ নিরর্থক। ঐ আগ্রহে কোনও সুফল ফলিবে না। এক আত্মাই নামভেদে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই

ক্ষমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়ামিতি কাঞ্চিদেবৈকাং গুহামধিকৃত্যৈতদুক্তম্ । ন চ ব্রহ্মণোঽন্যো গুহায়াং নিহিতোঽস্তি, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেব প্রবেশ-শ্রবণাৎ । যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

গুহ্যমিত্যত আহ—"ন চ ব্রহ্মণোঽন্য" ইতি। যে ত্বাশ্মরথ্যপ্রভৃতয়ঃ, "নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থমি"তি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনা ভাগশো বা পরিণামাভ্যুপগমে তস্য কার্য্যত্বাদনিত্যত্বাচ্চ তদাশ্রিতো মোক্ষোঽপি তথা স্যাৎ। যদি ত্বেবমপি মোক্ষং নিত্যমকৃতকং ব্রূয়ুস্তত্রাহ— "ন্যায়েন" ইতি। এবং যে নদী-সমুদ্রনিদর্শনেনামুক্তের্ভেদং মুক্তস্য চাভেদং জীবস্যাস্থিষত তেষামপি ন্যায়েনা-সঙ্গতিঃ। নো জাতু ঘটঃ পটোভবতি। ননূক্তং যথা নদী সমুদ্রোভবতীতি। কা পুনর্নদ্যভিমতাঽঽয়ুষ্মতঃ। কিং পাথঃপরমাণব উতৈষাং সংস্থানভেদ আহোস্বিত্তদারব্ধোঽবয়বী। তত্র সংস্থানভেদস্য বাঽবয়বিনো বা সমুদ্র-নিবেশে বিনাশাৎ কস্য সমুদ্রেণৈকতা নদীপাথঃপরমাণূনাস্তু সমুদ্রপাথঃপর-মাণুভ্যঃ পূর্ব্বাবস্থিতেভ্যোভেদ এব নাভেদঃ। এবং সমুদ্রাদপি তেষাং ভেদ এব। যে তু কাশকৃৎস্নীয়মেব মতমাস্থায় জীবং পরমাত্মনোঽংশমা-চখ্যুস্তেষাং কথং 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্ত'মিতি ন শ্রুতিবিরোধঃ। নিষ্কল-

---

স্বীকার্য্য। অপিচ, "যে উপাসক গুহানিহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন" এ শ্রুতি জীবস্থানাতিরিক্ত অন্য কোন স্থান (ব্রহ্মের স্থান) বলেন নাই। ব্রহ্মই গুহানিহিত, অন্য কেহ গুহানিহিত নহে। (গুহা—বুদ্ধি। অথবা বেদান্তসংস্কৃত জ্ঞান)। হেতু এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম এ সকল সৃষ্টি করিয়া এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যিনি করিয়াছেন, তিনিই জীবরূপে দেহপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই ফলিতার্থ। ঐ অর্থের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মই জীব। যাঁহারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা বেদান্তার্থের বাধা প্রদান করেন, করিয়া মুক্তির দ্বার স্বরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে নষ্ট করেন। ঐ সকল লোক মোক্ষকে জন্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বিবেচনা করেন সুতরাং অনিত্য বলেন। তাহাদের মত ন্যায়-বাধিত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥ *

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতু-

মিতি সাবয়বত্বং ব্যাসেধি ন তু সাংশত্বম্। অংশশ্চ জীবঃ পরমাত্মনো নভস ইব কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নং নভঃ শব্দশ্রবণযোগ্যং বায়োরিব চ শরীরাবচ্ছিন্নঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ ইতি চেৎ। ন তাবন্নভো নভসোঽংশস্তস্য তত্ত্বাৎ। কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নমংশ ইতি চেৎ, হন্ত তর্হি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন কর্ণনেমিমণ্ডলং বা তৎসংযোগো বেত্যুক্তং ভবতি।' ন চ কর্ণনেমিমণ্ডলং তস্যাংশস্তস্য ততোভেদাৎ। তৎসংযোগোনভোধর্ম্মত্বাত্তস্যাংশ ইতি চেৎ। ন। অনুপপত্তেঃ। নভোধর্ম্মত্বে হি তদনবয়বং সর্ব্বত্রাভিন্নমিতি তৎসংযোগঃ সর্ব্বত্র প্রথেত। ন হ্যস্তি সম্ভবোঽনবয়বমব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি। তস্মাত্তত্রাস্তি চেদ্ব্যাপ্যৈব। ন চেদ্ব্যাপ্নোতি তত্র নাস্ত্যেব। ব্যাপ্যৈবাস্তি কেবলং প্রতিসম্বন্ধাধীননিরূপণতয়া ন সর্ব্বত্র নিরূপ্যত ইতি চেৎ, ন নাম নিরূপ্যতাম। তৎসংযুক্তন্তু নভঃ শ্রবণযোগ্যং সর্ব্বত্রাস্তীতি সর্ব্বত্র শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদাভেদয়োরন্যতরেণাংশঃ শক্যো নির্ব্বক্তুম্। ন চোভাভ্যাম্। বিরুদ্ধয়োরেকত্রাসমবায়াদিত্যুক্তম্। তস্মাদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিত এবাংশো নভসো ন ভাবিক ইতি যুক্তম্। ন চ কাল্পনিকো জ্ঞানমাত্রায়ত্তজীবিতঃ কথমবিজ্ঞায়মানোঽস্তি। অসংশ্চাংশঃ কথং শব্দশ্রবণলক্ষণায় কার্য্যায় কল্পতে। ন জাতু রজ্জ্বামজ্ঞায়মান উরগো ভয়কম্পাদিকার্য্যায় পর্য্যাপ্ত ইতি বাচ্যম্। অজ্ঞাতত্বাসিদ্ধেঃ। কার্য্যব্যঙ্গ্যত্বাদস্য। কার্য্যোৎপাদাৎ পূর্ব্বমজ্ঞাতং কথং কার্য্যোৎপাদাঙ্গমিতি চেৎ। ন। পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যোৎপাদব্যঙ্গ্যত্বাদসত্যপি জ্ঞানে তৎসংস্কারানুবৃত্তেরনাদিত্বাচ্চ কল্পনা তৎসংস্কারপ্রবাহস্য। অস্ত বানুপপত্তিরেব কার্য্যকারণয়োর্ম্মায়াত্মকত্বাৎ। অনুপপত্তির্হি মায়ামুপোদ্বলয়তি। অনুপপদ্যমানার্থত্বান্মায়ায়াঃ। অপি চ ভাবিকাংশবাদিনাং মতে ভাবিকাংশস্য জ্ঞানেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বান্ন জ্ঞানধ্যানসাধনো মোক্ষঃ স্যাৎ। তদেবমাকাশাংশ ইব শ্রোত্রমনির্ব্বচনীয়ম্। এবং জীবো ব্রহ্মণোঽংশ ইতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতমিতি সিদ্ধম্।

---

* চ-শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। প্রকৃতিরুপাদানম্। শ্রৌতপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ হেতোঃ নিমিত্তমুপাদানমপি ব্রহ্মেত্যক্ষরার্থঃ।—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান-কারণ, ইহা প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধিত হয়। ইহা অস্বীকার করিলে প্রতিজ্ঞার বাধ ও দৃষ্টান্তের হানি হইবেক।

ত্বাদ্‌ব্রহ্মাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানমিত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বমবগম্যতে, স ঈক্ষাঞ্চক্রে, স প্রাণমসৃজত ইত্যাদি

স্যাদেতৎ। বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ে দর্শিতে সমাপ্তং সমন্বয়লক্ষণমিতি কিমপরমবশিষ্যতে যদর্থমিদমারভ্যত ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সঙ্গতিং দর্শয়ন্ অবশেষমাহ—"যথাভ্যুদয়ে"তি। অত্র চ লক্ষণস্য সঙ্গতিমুক্ত্বা লক্ষণেনাস্যাধিকরণস্য সঙ্গতিরুক্তা। এতদুক্তং ভবতি। সত্যং জগৎকারণে ব্রহ্মণি বেদান্তানামুক্তঃ সমন্বয়স্তত্র কারণভাবস্যোভয়থা দর্শনাৎ জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ কিং নিমিত্তত্বেনৈব, উতোপাদানত্বেনাপি। তত্র যদি প্রথমঃ পক্ষস্তত উপাদানকারণানুসরণে সাংখ্যস্মৃতিসিদ্ধং প্রধানমভ্যুপেয়ম্। তথা চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণমসাধু, অতিব্যাপ্তেঃ, প্রধানেঽপি গতত্বাৎ। অসম্ভবাদ্বা। যদি তূত্তরঃ পক্ষস্ততো নাতিব্যাপ্তির্নাপ্যব্যাপ্তিরিতি সাধু লক্ষণম্। সোঽয়মবশেষঃ। তত্র—

ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বং প্রভুত্বমসরূপতা।
নিমিত্তকারণেষ্বেব নোপাদানেষু কর্হিচিৎ॥

তদিদমাহ—"তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ" ইতি। আগমস্য কারণ-

---

* অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) মূল ধর্ম্ম যেমন বিচারণীয়, তেমনি, মোক্ষের উপায় ব্রহ্মও বিচারণীয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ প্রথমের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগৎকারণ। কিন্তু কিরূপ কারণ? তাহা তাহাতে বলা হয় নাই। নিমিত্ত কারণও কারণ, উপাদান-কারণও কারণ, সুতরাং সংশয় হয়, ব্রহ্ম কিরূপ কারণ। ব্রহ্ম কি ঘটাদি কার্য্যের প্রতি মৃত্তিকাদি কারণের ন্যায় উপাদান কারণ? না কুলালাদি কারণের ন্যায় নিমিত্ত কারণ? [তত্র ··মেব] শ্রুতি দেখিলে আপাতপ্রতীতি হয়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—"তিনি আলোচনা

শ্রুতিভ্যঃ। ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টম্। অনেককারকপূর্ব্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা। স চ ন্যায় আদিকর্ত্তর্য্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্। ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ। ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে। তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্। কার্য্যঞ্চেদং জগৎ-সাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে। কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ। ব্রহ্ম চ নৈবং লক্ষণমবগম্যতে। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্য-

---

মাত্রে পর্য্যবসানাদনুমানস্য তদ্বিশেষনিয়মমাগমো ন প্রতিক্ষিপত্যপি ত্বনুমন্যত এবেত্যাহ—“পারিশেষ্যাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যৎ” ইতি। ব্রহ্মোপাদানত্বস্য প্রসক্তস্য প্রতিষেধে হ্যন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধমানুমানিকং প্রধানং শিষ্যত ইতি। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞান‘মুত তমাদেশ’মিত্যাদিনা, যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি চ দৃষ্টান্তঃ, পরমাত্মনঃ প্রাধান্যং সূচয়তঃ। যথা সোমশর্ম্মণৈকেন জ্ঞাতেন সর্ব্বে কঠা জ্ঞাতা ভবন্তি। এবং প্রাপ্ত

করিলেন। পরে প্রাণ-সৃষ্টি করিলেন।” যে কর্ত্তৃত্ব আলোচনাপূর্ব্বক—সে কর্ত্তৃত্ব নিমিত্ত কারণের অন্তর্গত, ইহা ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারাদিতে দৃষ্ট হইতেছে। অপিচ, প্রত্যেক কর্ত্তাকেই বহুকারক ব্যাপারের অনন্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। এই যুক্তি (নিয়ম) আদিকর্ত্তাতেও গ্রাহ্য। (তাৎপর্য্য এই যে, যাহা উপাদান—তাহা কার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন)। তিনি ঈশ্বর, সুতরাং তিনি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। মনুষ্যের রাজা ও দেবতার রাজা, ইহাঁরা ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ইহাঁরা যেমন লৌকিক কার্য্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, তেমনি, পরমেশ্বরও জগৎকার্য্যের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। আরও দেখ, এই জগৎকার্য্য সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ (বিকারী)। দেখা যায়, প্রত্যেক কার্য্য উপাদানের অনুরূপ, সুতরাং ইহার উপাদানও ইহার অনুরূপ (সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ), ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা

ত্বুপাদানকারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যম্। ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতের্নিমিত্তত্বমাত্রে পর্য্যবসানাদিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব। কস্মাৎ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রৌতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি। তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাত-

---

উচ্যতে। প্রকৃতিশ্চ। ন কেবলং ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং কুতঃ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ। নিমিত্তকারণত্বমাত্রে তু তাবুপরুধ্যেযাতাম্। তথাহি—

ন মুখ্যে সম্ভবত্যর্থে জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে।
ন চানুমানিকং যুক্তমাগমেনাপবাধিতম্॥
সর্ব্বে হি তাবদ্বেদান্তাঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বীক্ষিতাঃ।
ঐকান্তিকাদ্বৈতপরা দ্বৈতমাত্রনিষেধতঃ॥

যায়, ব্রহ্ম ইহার অনুরূপ নহেন। অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ নহেন। (সুতরাং ব্রহ্ম ইহার উপাদানও নহেন)। যথা—"ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, (পূর্ণ), অনিন্দিত ও নিরঞ্জন (শুদ্ধ)।" অতএব, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে, যাহা অশুদ্ধ, অচেতন ও সাবয়ব,—যাহা সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ,—তাহাকেই ইহার উপাদান বলা উচিত। শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন তাহা নিমিত্তকারণে পর্য্যবসান করা উচিত। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপর আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত উভয়বিধ কারণ বলাই উচিত। তিনি যে কেবল নিমিত্তকারণ, তাহা নহে। [কস্মাৎ...রুধ্যেতে] ঐরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ। অর্থাৎ ঐরূপ হইলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষিত হয়, বজায় থাকে, উপরুদ্ধ বা বাধিত হয় না। [প্রতিজ্ঞা...দর্শনাৎ] প্রতিজ্ঞা যথা—"তুমি সে উপদেশ পাইয়াছ? জিজ্ঞাসা করিয়াছ? যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?" * এই

---

* অশ্রুত—যাহা কর্ণগোচর হয় নাই। শ্রুত=কর্ণ গোচর বা কর্ণগোচর হওয়ার সহিত সমান। অমত—যাহা মনন-বহির্ভূত। মত=মননের সহিত সমান বা সমফল। ইত্যাদি।

মপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে। তচ্চোপাদানকারণ-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য, নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি, লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি, যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্, ইত্যুপাদানকারণ-গোচর এবাম্নায়তে। তথা, একেন লৌহমণিনা সর্ব্বং লৌহ-ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদেকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি চ। তথান্যত্রাপি, কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে

তদিহাপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ মুখ্যার্থাবেব যুক্তৌ ন তু যজমানঃ প্রস্তর ইতিবৎ গুণকল্পনয়া নেতব্যৌ তস্যার্থবাদস্যাতৎপরত্বাৎ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-বাক্যয়োস্ত্বদ্বৈতপরত্বাদুপাদানকারণাত্মকত্বাচ্চোপাদেয়স্য কার্য্যজাতস্যোপা-দানজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোপপত্তেঃ। নিমিত্তকারণন্তু কার্য্যাদত্যন্তভিন্নমিতি ন

বাক্যেই প্রতীত হইতেছে, এমন এক বস্তু আছে যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া উপাদানকারণজ্ঞানেই হইয়া থাকে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, কার্য্যমাত্রেই উপাদানে অন্বিত (অর্থাৎ উপাদান হইতে অপৃথক) সুতরাং উপদান জানিলে তদন্বিত সমস্তই জানা হয়। নিমিত্ত কারণ সকল জন্যদ্রব্য হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন, সুতরাং নিমিত্তের জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না। অট্টালিকার নিমিত্তকারণ শিল্পী, তাহাকে জানিলে অট্টালিকা ও অট্টালিকার উপকরণাদি জানা হয় না। [দৃষ্টান্তো···দিতি চ] আরও দেখ, শ্রুতি "হে সৌম্য! যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় (মৃদ্বিকার বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্য) জানা হয়, বিকার সকল মাত্র নাম, নাম সকল কেবল বাক্যসৃষ্ট, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, নাম সকল (ঘটাদি) মিথ্যা।" উপাদানভাব উদ্দেশ করিয়াই এই সকল দৃষ্টান্ত কথা বলিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখান আছে। যথা—"লৌহ জানা হইলে সমুদায় লৌহজ দ্রব্য জানা হয়, একটী নখনিকৃন্তন (নরুন) জানিলে সমস্ত কার্ষ্ণায়স (কার্ষ্ণায়স্—ইস্পাত) জানা হয়" ইত্যাদি। [তথা·· তব্যৌ] অন্যান্য বেদান্তেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা

সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি,ইতি প্রতিজ্ঞা। যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ। তথা, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্, ইতি প্রতিজ্ঞা। স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইতি দৃষ্টান্তঃ। এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ। 'যতঃ' ইতীয়মপি পঞ্চমী। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যা। নিমিত্তত্বস্ত্বধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে

তজ্জ্ঞানে কার্য্যজ্ঞানং ভবতি। অতোব্রহ্মোপাদানকারণং জগতঃ। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নিমিত্তকারণং জগত ইত্যপি যুক্তম্। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধাদেব।

ও দৃষ্টান্ত আছে। যথা—"ভগবন্! কি জানিলে সমস্ত জানা হয়?" এই একটী প্রতিজ্ঞা। ইহার সাধক দৃষ্টান্ত এই—"যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সকল উদ্ভূত হয়, সেইরূপ, অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়।" "হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই জানা হয়।" ইহাও একটী প্রতিজ্ঞা। ইহার দৃষ্টান্ত এই—"শ্রোতা যেমন দুন্দুভি-বাদ্যকালে তদন্তর্গত ও তদ্বহির্গত অন্যান্য শব্দবিশেষ বুঝিতে অক্ষম হন, কেবল দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোত্থ ধ্বনিবিশেষ গ্রহণ করেন, বুঝিয়া লয়েন, আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সেইরূপ জানিবে।" অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট; তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদান্তে উপাদান কারণ বোধক ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। [যতঃ··· ধারণাৎ] "যতোবা ইমানি ভূতানি" শ্রুতিস্থ 'যতঃ' শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্ত্রী প্রকৃতি। যাহা অপাদান বা উপাদান তাহাই প্রকৃতি। এতদনুসারে ঐ শ্রুতির অর্থ—যিনি জগৎ কার্য্যের উপাদান তিনিই ব্রহ্ম। অতএব, ব্যাকরণপ্রমাণেও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা নিশ্চয় হইতেছে। যদি বল, তবে ইহার নিমিত্তকারণ কি? সে পক্ষে আমরা

মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৄন-পেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে, নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য সতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি, প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ। অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্যস্মিন্নভ্যুপগম্যমানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমুপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্। কুতশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে— ॥ ২৩ ॥

ন হি তদানীং ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি। জগন্নিমিত্তকারণস্য ব্রহ্মণোঽন্যস্ত সর্ব্বমধ্যপাতিনস্তজ্জ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ। যত ইতি চ পঞ্চমী ন কারণমাত্রে স্মর্য্যতে ঽপি তু প্রকৃতৌ জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি। ততোঽপি প্রকৃতিত্বমবগচ্ছামঃ। দুন্দুভিগ্রহণং দুন্দুভ্যাঘাতগ্রহণঞ্চ তদ্গতশব্দত্বসামান্যোপলক্ষণার্থম্।

বলি, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা) নাই, তখন তিনিই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা কর্ত্তা। ঘটকুণ্ডলাদির উপাদান মৃৎসুবর্ণাদি, সে সকলের অধিষ্ঠাতা কুলাল ও সুবর্ণকার, তাহাদেরই কর্ত্তৃত্বে ঐ সকল উপাদান হইতে ঘটাদি কার্য্য জন্মে, ইহা দৃষ্ট হইলেও জগদুপাদান ব্রহ্মে সে নিয়মের অভাব আছে। তিনি উপাদান হইলেও তাহার পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই। এ কথা এই জন্য স্বীকার্য্য যে, শ্রুতি সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে এক পদার্থই ছিল, দ্বিতীয় ছিল না। (সুতরাং তিনিই নিমিত্ত ও তিনিই উপাদান)। [অধি···স্যাৎ] অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব (না থাকা) প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের অব্যাঘাত দৃষ্টে নির্ণীত হয়। উপাদানাতিরিক্ত অধিষ্ঠাতা (পৃথক্ নিমিত্ত কারণ) স্বীকার করিতে গেলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইবে এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ই বাধিত হইবে। [তস্মাৎ...প্রকৃতিত্বে] প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, পৃথক্ অধিষ্ঠাতা না থাকায় আত্মাই ইহার অধিষ্ঠাতা (নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা) এবং অন্য উপাদান না থাকায় তিনিই ইহার উপাদান। আত্মাই কর্ত্তা, আত্মাই উপাদান, এতৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥ *

অভিধ্যোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি চ। তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গম্যতে। বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য, প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥ †

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং সাক্ষাদ্ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবাম্নায়েতে

অনাগতেচ্ছাসঙ্কল্পোঽভিধ্যা। এতয়া খলু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণেন কর্ত্তৃত্বেন নিমিত্তত্বং দর্শিতম্। বহু স্যামিতি চ স্ববিষয়তয়োপাদানত্বমুক্তম্।

আকাশাদেব ব্রহ্মণ এবেত্যর্থঃ। সাক্ষাদিতি চেতি সূত্রাবয়বমনূদ্য

শ্রুতিতে যে সৃষ্টি সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রহ্মের উপাদানকারণতার বোধক। "ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" এই দুই শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্ত্তৃভাব ও প্রকৃতিভাব উভয়ই কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মই জগৎপ্রকৃতি, জগতের উপাদান, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রলয়ের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন। যথা—"এই সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয়-

---

* অভিধ্যা সৃষ্টিসংকল্পস্তস্যোপদেশাৎ অপি ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিত্বে ইতি শেষঃ।—শ্রুতিতে সৃষ্টিসংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশের বলে আত্মার অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা সিদ্ধ হয়।

† চ শব্দোহেত্বন্তরমুচ্চিনোতি। অয়মপি ব্রহ্মণ উপাদানত্বে হেতুর্যৎ সাক্ষাৎ উপাদানান্তরমনুপাদায় উভয়োঃ প্রলয়প্রভবয়োঃ আম্নানং কথনং দৃশ্যতে শ্রুতাবিতি শেষঃ।—শ্রুতি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্য উপাদানের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে কারণ রূপে গ্রহণ করতঃ জগদুৎপত্তির ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন তাহাও ব্রহ্মের উপাদানকারণতার প্রতি পুষ্কল হেতু।

সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি ইতি। যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ব্রীহিযবাদীনাং পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যাকাশাদেবেতি। প্রত্যস্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ *

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি।

তস্যার্থং ব্যাচষ্টে "আকাশাদেব"ইতি শ্রুতির্ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বমবধারয়ন্তী উপাদানান্তরাভাবং সাক্ষাদেব দর্শয়তীতি সাক্ষাদিতি সূত্রাবয়বেন দর্শিতমিতি যোজনা।

প্রকৃতিগ্রহণমুপলক্ষণং নিমিত্তমিত্যপি দ্রষ্টব্যং কর্ম্মত্বেনোপাদানত্বাৎ

প্রাপ্ত হয়।" যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অস্তগত হয়, সে তাহার উপাদান। এ তত্ত্ব বা এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত। যেমন ধান্যাদি উদ্ভিজ্জের উপাদান পৃথিবী। ব্রহ্ম যে জগৎসৃষ্টির জন্য অন্য উপাদান গ্রহণ করেন নাই—শ্রুতি তাহা "আকাশাৎ এব—কেবলমাত্র আকাশ হইতে" এইরূপ সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। অপিচ, জন্যদ্রব্যের বিনাশ উপাদান দ্রব্যেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে।

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, উপাদান, এতৎপ্রতি অন্যহেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে "ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন।" এবম্প্রকার বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ব উভয়রূপতা উপদেশ করিয়াছেন। 'আপনাকে' এতদ্দ্বারা কর্ম্মত্ব (ক্রিয়মাণত্ব বা কৃতির বিষয়) এবং 'আপনিই করিলেন' এতদ্দ্বারা কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। [কথং…প্রতী-

* পরিণামাৎ পরিণামঘটকাৎ আত্মকৃতেঃ আত্মসম্বন্ধিনী কৃতিঃ সম্বন্ধোঽস্যাত্মনঃ কৃতিং প্রতি বিষয়ত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ তস্মাৎ অপি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি যোজনা।—ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণামিত করিয়াছেন, এই শ্রৌত অর্থও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ব্যক্ত করিতেছে।

আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং, পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে। পরিণামাদিতি চেৎ পৃথক্সূত্রম্—তস্যেষোঽর্থঃ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাঽয়ং পরিণামঃ

কর্ত্তৃত্বেন চ তৎপ্রতি নিমিত্তত্বাৎ। "কথং পুনরি"তি। সিদ্ধসাধ্যয়োরেকত্রাসমবায়োবিরোধাদিতি। "পরিণামাদিতি ব্রূম" ইতি। পূর্ব্বসিদ্ধস্যাপ্যনির্ব্বচনীয়বিকারাত্মনা পরিণামোঽনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ ভেদেনাভিন্ন ইবেতি সিদ্ধস্যাপি সাধ্যত্বমিত্যর্থঃ। একবাক্যত্বেন ব্যাখ্যায় পরিণামাদিত্যবচ্ছিদ্য ব্যাচষ্টে "পরিণামাদিতি চেৎ" ইতি। সচ্চ ত্যচ্চেতি দ্বে ব্রহ্মণোরূপে। সচ্চ সামান্যবিশেষেণাপরোক্ষতয়া নির্ব্বাচ্যং পৃথিব্যপ্তেজোলক্ষণম্। ত্যচ্চ পরোক্ষমত এবানির্ব্বাচ্যমিদন্তয়া বায়্বাকাশলক্ষণম্। কথঞ্চ তদ্ব্রহ্মণো রূপং যদি তস্য ব্রহ্মোপাদানম্। তস্মাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্ম ভূতানাং প্রকৃতিরিতি।

য়তে।] যদি বল, যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ—যাহা আছে—কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে—কিরূপে তাহার ক্রিয়মানতা ঘটনা হয়? সম্ভব হয়? (যাহা থাকে না তাহাই কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত)। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে হইবে, করিলেন অর্থাৎ পরিণত করিলেন। সেই পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ (ব্রহ্ম) আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্বসৃষ্টির জন্য পৃথক্ নিমিত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা ছিল না, তিনি নিজেই নিমিত্ত। এ সিদ্ধান্ত 'স্বয়ং' শব্দের দ্বারাও লব্ধ হইতেছে। [পরি...দিনেতি] অথবা 'পরিণামাৎ' এই একটী পৃথক্ সূত্র। ইহার অর্থ—যেহেতু শ্রুতি "ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বাক্যগোচর ও বাক্যের অগোচর সমস্তই হইয়াছেন।" এবম্প্রকারে ব্রহ্মাধি-

সামানাধিকরণ্যেনাম্নায়তে, সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥ *

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তেষু,—কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ইতি, যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে। পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিতি। স্ত্রীযোনেরপ্যস্ত্যেবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রত্যুপাদানকারণত্বম্। ক্বচিৎ স্থানবচনোঽপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ, যোনিস্তে ইন্দ্রনিষদে অকারি ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে, যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্।

করণে বিকার (পরিণাম) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন—সে হেতুতেও তিনি বিশ্বোপাদান।

যে হেতু বহুবেদান্তে 'ব্রহ্মই প্রকৃতি' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে সেই হেতু তিনি প্রকৃতি-কারণ। যথা—"তিনি কর্ত্তা, নিয়ন্তা, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি।" "ধীরগণ সেই ভূতপ্রকৃতি ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।" [যোনি…প্রসিদ্ধম্] যোনি-শব্দের অর্থ প্রকৃতি, ইহা সর্ব্ববিদিত। "পৃথিবী ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান" এ কথা লোকপ্রখ্যাত। স্ত্রীযোনিও অবয়ব দ্বারা গর্ভের উপাদান কারণ। কোন কোন বেদে যোনি শব্দের স্থান-অর্থ দৃষ্ট হয় সত্য; যথা—"হে ইন্দ্র! আমি তোমার উপবেশনের স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।" তথাপি প্রদর্শিত স্থলে বাক্যশেষ ও তাহার তাৎপর্য্য অনুসারে প্রকৃতি অর্থই গৃহীত হইবে। এইরূপে লোক ও বেদ উভয়ত্রই ব্রহ্মের

---

* হি যস্মাৎ ব্রহ্মৈব যোনিঃ প্রকৃতিরিতি শ্রুতিষু পঠ্যতে তস্মাদপি কারণাৎ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি যোজনা।—যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশ্বযোনি (বিশ্বের উৎপত্তি স্থান) বলিয়াছেন সে হেতুতেও তাঁহার উপাদানকারণতা নির্ধারিত হয়।

যৎপুনরিদমুক্তমীক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষ্বিত্যাদি, তৎপ্রত্যুচ্যতে। ন লোকবদিহ ভবিতব্যম্। ন হ্যয়মনুমানগম্যোঽর্থঃ শব্দগম্যত্বাত্ত্বস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যম্। শব্দশ্চেক্ষিতুরীশ্বরস্য প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবোচাম। পুনশ্চৈতৎসর্ব্বং বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুমানমনুভাষ্যাগমবিরোধেন দূষয়তি "যৎপুনরি"তি। এতদুক্তং ভবতি। ঈশ্বরোজগতোনিমিত্তকারণমেবেক্ষাপূর্ব্বকজগৎকর্তৃত্বাৎ কুম্ভকর্তৃকুলালবৎ। অত্রেশ্বরস্যাসিদ্ধেরাশ্রয়াসিদ্ধোহেতুঃ পক্ষশ্চাপ্রসিদ্ধবিশেষ্যঃ। যথাহুঃ—নানুপলব্ধে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্তত ইতি। আগমাত্তৎসিদ্ধিরিতি চেদ্, হন্ত তর্হি যাদৃশমীশ্বরমাগমোগময়তি তাদৃশো ঽভ্যুপগন্তব্যঃ। স চ নিমিত্তকারণং চোপাদানকারণঞ্চেশ্বরমবগময়তীতি। বিশেষ্যাশ্রয়গ্রাহ্যাগমবিরোধান্নানুমানমুদেতুমর্হতীতি, ইতি কুতস্তেন নিমিত্তত্বাবধারণেত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চোপাদানপরিণামাদিভাষা ন বিকারাভিপ্রায়েণাপি তু যথা সর্পস্যোপাদানং রজ্জুরেবং ব্রহ্ম জগদুপাদানং দ্রষ্টব্যম্। ন খলুনিত্যস্য নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনৈকদেশেন বা পরিণামঃ সম্ভবতি নিত্যত্বাদনেকদেশত্বাদিত্যুক্তম্। ন চ মৃদঃ শরাবাদয়োভিদ্যন্তে ন চাভিন্না ন বা ভিন্নাভিন্নাঃ কিন্ত্বনির্ব্বচনীয়া এব। যথাহ শ্রুতি'র্মৃত্তিকেত্যেব সত্যমি'তি। তস্মাদদ্বৈতোপক্রমাদুপসংহারাচ্চ সর্ব্ব এব বেদান্তা ঐকান্তিকাদ্বৈতপরাঃ সন্তঃ সাক্ষাদেব কচিদদ্বৈতমাহুঃ, কচিদ্দ্বৈতনিষেধেন, কচিদ্ব্রহ্মোপাদানত্বেন জগতঃ। এতাবতাপি তাবদ্ভেদোনিষিদ্ধোভবতি ন তূপাদানত্বাভিধানমাত্রেণ বিকারগ্রহ আস্থেয়ঃ। ন হি বাক্যৈকদেশস্যার্থোঽস্তীতি।

প্রকৃতিত্ব দেখা যায়। [যৎ···পাদয়িষ্যামঃ] বলিয়াছিলে, সংকল্পপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্তৃত্ব নিমিত্তকারণেই দৃষ্ট হয়, উপাদানে নহে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। শাস্ত্রীয় অর্থ দৃষ্টানুসারী নহে। অনুমানগম্যও নহে। তাহা কেবল শাস্ত্রগম্য; সুতরাং শাস্ত্রের শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রাহ্য। শাস্ত্র সেই ঈক্ষিতা পুরুষকে প্রকৃতিকারণ বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রকৃতি কারণ। এ কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে এবং পরেও ইহা বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥ *

ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রৈরেব পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ, তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেম্বাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতি-ভান্তীতি। স চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নো বেদান্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্ব-গ্রন্থেম্বাশ্রিতঃ। তেন তৎপ্রতিষেধ এব যত্নোঽতীব কৃতো নাণ্বাদিকারণবাদপ্রতিষেধে। তেঽপি তু ব্রহ্মকারণবাদ-পক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ, তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি

স্যাদেতৎ। মাভূৎ প্রধানং জগদুপাদানং তথাপি ন ব্রহ্মোপাদানত্ব সিধ্যতি, পরমাণ্বাদীনামপি তদুপাদানানামুপপ্লবমানত্বাত্তেষামপি হি কিঞ্চি দুপোদ্বলকমস্তি বৈদিকং লিঙ্গমিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ সূত্রকারঃ।

সূত্রকার ব্যাস প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ করিয়াছেন প্রতিষেধ (খণ্ডন) করিবার কারণ এই যে, বেদান্ত মধ্যে এমন অনেক ভ্রামক কথা আছে—যাহা দেখিলে অসংস্কৃতবুদ্ধি লোকের আপাত-জ্ঞানে (বিচার বর্জ্জিত জ্ঞানে) সে সকল কথা সাংখ্যীয় প্রধানবাদের পোষক বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। সাংখ্যবাদেও কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকৃত হয়, তজ্জন্য তাহা বেদান্তবাদের অতি সন্নিহিত। অতি সন্নিহিত বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, দেবলাদিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থে অবৈদিক সাংখ্যবাদ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। সেই কারণে সূত্রকার ব্যাস সাংখ্যীয় প্রধানবাদ নিষেধার্থ অত্যন্ত যত্ন করিয়াছেন। প্রধানবা

---

* এতেন প্রধানকারণবাদনিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বে অণ্বাদিকারণবাদা প্রতিষিদ্ধত ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। বীপ্সাঽধ্যায়সমাপ্তিদ্যোতনার্থা।—এ পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তির দ্বা প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত করা হইল—সেই সকল যুক্তিতে পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি নিরাকৃত করা হইয়াছে; ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি, এতেন প্রধান-কারণবাদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বেঽণ্বাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। তেষামপি প্রধান-বদশব্দত্বাচ্ছব্দবিরোধিত্বাচ্চেতি। ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতং সূত্রম্।
প্রতিজ্ঞালক্ষণং লক্ষ্যমাণে পদসমন্বয়ঃ।
বৈদিকঃ স চ তত্রৈব নান্যত্রেত্যত্র সাধিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং
প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।
সম্পূর্ণশ্চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নিষেধার্থ যত যত্ন করিয়াছেন, পরমাণুবাদ প্রভৃতির নিষেধার্থ তত যত্ন করেন নাই। কিন্তু তাহাও নিরাকার্য্য। সে সকল পক্ষও ব্রহ্মকারণবাদের (বেদান্তবাদের) শত্রু সুতরাং নিরাকার্য্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়। সে সকল মত মন্দমতি পুরুষের ভ্রম গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকায় সে সকল মত অবশ্য খণ্ডনীয়। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার ব্যাস প্রধান মল্ল নিপাত দৃষ্টান্তে অতিদেশ বাক্যে বলিতেছেন—যে সকল যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রধানবাদ নিরাকৃত হইল—সেই সকলের দ্বারাই অন্যান্য সমুদায় বাদ (পরমাণুবাদ প্রভৃতি) নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরমাণু প্রভৃতিও প্রধানের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। 'ব্যাখ্যাতা' শব্দের দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির বোধক।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

PRINTED BY R. N. GHOSE, AT THE POST-DISPATCH MACHINE PRESS
22 OLD BOYTOKHANA 2ND LANE, CALCUTTA.